জাতিতত্ত্ব-বারিধি

বিষয়			পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত

বৈদ্যকায়স্থমোহমুদ্গার।

প্রথমবারস্য

মঙ্গলাচরণম্।

নত্বা পরব্রহ্মপদারবিন্দং চৈতন্যচন্দ্রং চরিতাবদাতং।
শ্রীকেশবং বৈদ্যকুলপ্রদীপং বিতন্যতে হম্বষ্ঠকশূদ্রতত্ত্বম্ ॥১

চূর্ণং যথা ন কুরুতে মুষলং তুষেভ্যো
ভিন্নং করোতি খলু তণ্ডুলমেব তদ্বৎ।
মোহান্তকো ভবতু মুদ্গর এষ তেষাং
যে কৈতবাৎ কিমপি হন্ত বদন্ত্যবদ্যম্ ॥২

বেদদ্বয়াচলশশাঙ্কমিতে শুভেঽস্মিন্,
মুদ্রাঙ্কিতো ভবতি মুদ্গর এষ শাকে।
পাঠাৎ হি চেৎ কিমপি জাতিবিধৌ জনানাং
জ্ঞানং ভবেৎ পরমপ্রীতমনা ভবেয়ম্ ॥৩

শ্রীকালিয়া*নগরনাগরচক্রবর্ত্তী,
তত্ত্বার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাণবেত্তা
আসীদশেষগুণসাগরসত্যসিন্ধুঃ
ঈশানচন্দ্র ইতি বৈদ্যকুলাবতংসঃ ॥৪

কালীচন্দ্রঃ প্রথমতনয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দ্বিতীয়ো।
যুগ্মং জাতঃ পুনরহমমুয়ো মেশচন্দ্রস্তৃতীয়ঃ ॥
মাতা গৌরী ভুবি গিরিসুতা হস্মাক মস্মৎপুরোজা,
বামাদেবী ননু মদনুজা মুক্তকেশী বরাকী ॥৫ ‡

ব্রাহ্মাবধূতস্য পদং নিধায়
মূর্দ্ধ্নীন্দুরেখা মিব চন্দ্রমৌলেঃ।
আপাততিক্তং মধুরং সমাপ্তৌ,
গ্রন্থং শুভোদর্ক মিমং করোমি ॥৬

* যশোহরান্তর্গতা। ‡। শোচনীয়া যতঃ সগর্ভামৃতা

পুস্তং যদ্ যৎ কৃতমিহ বুধৈ বৈদ্যকায়স্থবর্য্যৈঃ
দৃষ্ট্বা সর্ব্বং ত্বহমকরবম্ মুদ্গারং মোহপূর্ব্বং।
যাচে যুক্তাঞ্জলি জনকুলং হন্ত হিত্বা জিগীষাং
সত্যং মার্গং ভজতু নিতরামার্জ্জবং মা জহাতু॥ ৭
দৃষ্ট্বা মিথ্যাচরণ মভিতো হন্ত কায়স্থজাতেঃ
ক্ষোভো জাতো মনসি সুতরাং তদ্ধি সত্যায় কিঞ্চিৎ
রুক্ষং বক্তুং ব্যবসিত মহো মাদৃশৈঃ ক্ষীণপ্রজ্ঞৈঃ
ক্ষন্তব্যং তৎ ময়ি করুণয়া নৈব বধ্যা হি দূতাঃ॥৮
পরুষ বচন মুক্তং হন্ত যৎ জ্ঞানপূর্ব্বং
স খলু ন মম দোষ স্ত্বগ্রগা স্তত্র যূয়ম্।
ভজত মনসি সাম্যং ভ্রাতরঃ সাম্প্রতং তৎ,
কিয়দপি ন জিগীষানোদিতা বক্তু মর্হাঃ॥৯
যদ্বদিত মিহ সর্ব্বং জাতিতত্ত্বং ময়ৈব।
স্খলনবহুল মুচ্চৈঃ ক্বাপি মন্যে পরন্তু।
কিয়দপি ন জিগীষাপূর্ব্বকং স্তোভ মুক্তং,
অনৃত মপি ন কিঞ্চিৎ ব্যাকৃতং স্বার্থহেতোঃ॥১০

৪৫।৫ শিমলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বৈদ্যাব্দ—১৩১৮ শাল

বিনয়াবনতানাং
শ্রীউমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মণাম্

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

প্রথম বারের সমস্ত গ্রন্থ নিঃশেষ হওয়ায় ও বহু সহৃদয় মহাত্মার আগ্রহ প্রযুক্ত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ, বহু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন হওয়াতে গ্রন্থের কলেবর প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা বাড়িয়া গেল, অথচ মূল্য ৩৲ স্থলে ২৷৷০ টাকা করিলাম। এখন জনসাধারণ পূর্ব্ববৎ অনুকম্পাপ্রদর্শন করিলেই কৃতার্থ হইব।

মহাত্মা চতুর্ভুজ সেন ১২৬৯ শকাব্দে তাঁহার চতুর্ভুজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভ্রমবশতঃ উক্ত শাকসংখ্যা প্রমাদসঙ্কুল বলিয়া মনে হওয়ায় আমি বল্লাল-মোহ-মুদ্গরে চতুর্ভুজকে অর্ব্বাচীন যুগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, বস্তুতঃ তিনি রাঢ়ীয়পঞ্জীপ্রণেতা দুর্জ্জয়দাশ অপেক্ষাও যেন বর্ষীয়ান্। দিনাজপুরের খ্যাতনামা উকিল মধুর চরিত সুশিক্ষিত শ্রীমান্ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এ, বি, এল্, প্রভৃতি চারি জন বিশ্বাসী বৈদ্য-সন্তান ও ভবানী পুরের অম্বষ্ঠসম্মিলনীসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর রায় বি, এল্, জমিদার ও হাইকোর্টের উকিল মহাশয়হইতে মোট পাঁচখানী চতুর্ভুজ পঞ্জিকা লইয়া হার প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছি। এবং দেখাইয়াছি যে, মহারাজ আদিশূর ও মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি প্রকৃত বৈদ্যসন্তানই ছিলেন এবং তাঁহাদের নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন সভা যথাক্রমে চারিজন ও তিনজন বৈদ্য পণ্ডিতদ্বারাই সমলঙ্কৃত ছিল এবং নারায়ণ ও ভানুদত্ত প্রভৃতি সান্ধিবিগ্রহিক ও মন্ত্রিগণ জাতিতে বৈদ্যই ছিলেন।

বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ কোনও জাতির অববোধক নহে। বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণগণই প্রকৃত মূল জাতিকায়স্থ, এবং কায়স্থ কৃতবিদ্যগণ বিশ্বকোষ ও কায়স্থ পত্রিকায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং দ্বিজত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তৎসমুদায় আদি অন্ত জাল ও কৃত্রিম। এবং নগেনবাবুও তাহা এক সময়ে জাল বলিয়াই স্বীকার পাইয়াছিলেন। তবে জানি না কেন আবার সেই আবর্জ্জনারাশির বলেই তিনি উপবীতী ও

ক্ষত্রিয়ম্মন্য। আমরা এবার ইহাও দেখাইয়াছি যে, অম্বষ্ঠশব্দও আমাদের জাতির অববোধক নহে, আমরা জাতিতে একতর ব্রাহ্মণ ও "অম্বষ্ঠ" শব্দ "কান্যকুব্জ" এবং "মাগধ" শব্দাদির ন্যায় আমাদের ভৌগোলিকপরিভাষা-বিশেষমাত্র। অর্থাৎ আমরা কতকগুলি মিশ্র ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠদেশ (সিন্ধু প্রদেশস্থ) হইতে কেহ বা আর্য্যাবর্ত্তের পথে, আর কেহ কেহ বা দক্ষিণাপথের পথে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলাম। আদিশূর ও বল্লাল-সেনকে ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জীপ্রণেতারা কচিৎ অম্বষ্ঠ, কচিৎ বা বৈদ্য বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু জাতিতে আমরা অম্বষ্ঠও নহি, বৈদ্যও নহি, পরন্তু একতর গৌণ ব্রাহ্মণ।

এখানে আমার সজাতীয় প্রবীণগণের নিকট ইহাও সানুনয়ে প্রার্থনা যে অতঃপর তাঁহারা যেন কেহ আর দাশগুপ্ত বা সেনগুপ্ত প্রভৃতি লিখিয়া আত্মপরিচয় দান না করেন। কেননা, আমরা গুপ্তের পুত্র নহি, পরন্তু ব্রাহ্মণেরই সন্তান।

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো
যেন জাতঃ স এব সঃ। বিষ্ণুপুরাণ

যদি এ ঋষিবাক্য বিতথ না হয়, তাহা হইলে আমরা কেন মাতৃকুলের পদ্ধতি ও অশৌচ গ্রহণ করিয়া পতিত হইব? ব্রাহ্মণেরা আমাদের পিতৃকুল ও অধ্যাপক হইয়াও কেন যে এরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান করিয়া আমাদের অধঃপাতের রাস্থা খোলাসা করিয়া দিলেন, তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ।

যস্য যস্য মুনের্যোযঃ সন্তানঃ স সএবহি।
তৎতদ্‌গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদ্যন্তু স্বকর্ম্মণা॥

সুতরাং মুনির সন্তান মুনিগোত্রভাক্ আমরা কেন মাতার ধর্ম্ম পাইব? হে ভ্রাতৃগণ! উত্তিষ্ঠত, জাগৃত মা স্বপিত। আর তোমরা অন্যের কুপরামর্শে চালিত হইও না। কেবল একমাত্র বঙ্গদেশেই তোমরা ব্রাহ্মণ্যপরিহীন। সে দোষ তোমাদের নহে, কলির ব্রাহ্মণগণই ইহার নিদান। তোমরা কেবল অধ্যাপনাধিকারদ্বারা ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিও না, অশৌচ ও উপাধিবিষয়েও ব্রাহ্মণ্যের সমাশ্রয় কর। তবে সাবধান পিতৃকুলের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান

করিও না, তাঁহারাই আমাদের সকল গর্ব্বের নিদান ও চিরদিনই তাঁহারা আমাদের সপর্য্যাভাক্ই থাকিবেন। তোমরাও যেন কায়স্থের মত বেয়াদব ও নেমকহারাম হইয়া বলিও না "আমরা ব্রাহ্মণ চাহি না।"

অতঃপর কায়স্থভ্রাতৃগণের নিকটও আমার এই সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা আর মিথ্যা পাতি ও জাল বচনের সাহায্যে কেমিক্যাল বর্ম্মা ও বৈদ্যের বড় হইতে না চাহেন। ছেড়া কম্বল গায়ে জড়াইয়া কখনও কেহ বাঘে পরিণত হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের যে অধ্যাপনাধিকার নাই, তাহা বৈদ্যগণের রহিয়াছে, কেননা তাঁহারা অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ। তোমরা মিথ্যা ক্ষত্রিয় হইয়া পিতৃপিণ্ড ও বিবাহের বৈধত্ব হারাইবে, অথচ বৈদ্যের নীচে যেমনটী ছিলে, তেমনটিই "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" থাকিবে।

আমি বিধবাবিবাহ প্রকরণে অথর্ব্ববেদের যে প্রমাণ অধ্যাহৃত করিয়াছি, উহাতে কিঞ্চিৎ ভ্রম ঘটিয়াছে, উহা এইরূপ হইবে।

যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বা অথান্যং বিন্দতে ঽ পরং।
পঞ্চৌদনং চ তৌ অজং দদাতো ন বিযোষতঃ॥২৭
সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবা অপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥ ২৮

২য় খণ্ড ৭০৩ পৃ

যদি কোনও নারী এক স্বামিবিবাহের পর বিধবা হইয়া অন্য স্বামি বরণ করেন, তাহা হইলে তিনি একটী অজ ও পাঁচটী ভোজ্য দক্ষিণা দিবেন। এইরূপ দক্ষিণা দিলে সেই পুনরুদ্বাহিতা নারীর সহিত নূতন পতি সমান লোকে গমন করিবেন।

আমার গ্রন্থের আকার বৃহৎ দেখিয়া অনেকেই শঙ্কিত হইবেন, কিন্তু বৈদ্য ও কায়স্থজাতি, বিশেষতঃ সেনরাজগণের সম্বন্ধে লোকের যে মোহ আছে ও সম্প্রতি কায়স্থ ভ্রাতৃগণের মিথ্যাচরণে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, সেই মোহের নিবারণ জন্যই আমাকে এত অধিক কথা বলিতে হইল। সেনরাজগণ বৈদ্য, বৈদ্যগণ সম্পূর্ণ বৈধজন্মা ও একতর ব্রাহ্মণ এবং মূল কায়স্থগণ জন্ম কর্ম্ম উভয় কারণেই শূদ্র, ইহা বেদবচনবৎ সম্পূর্ণ সত্য কথা। চিত্রগুপ্ত নামে কেহ ছিল না, কোনও কায়স্থই তাহার সন্তান নহে, চিত্রগুপ্তের সন্তান হইলেও সে

ক্ষত্রিয় হইতে পারে না, দাল্‌ভ্যাশ্রমের কাহিনীও জাল। ধন্বন্তরিগোত্রীয় বৈদ্য চন্দ্রসেনরাজার আট পুত্রের কায়স্থীভবনপ্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়াই উহা মিথ্যা বিরচিত হইয়াছে। এবং উক্ত কায়স্থগণও এখন দুষ্ট লোকের কুপরামর্শে আপনাদিগকে চন্দ্রসেনের বদলে চিত্রসেনের সন্তান বলিয়া সূচিত করিতেছেন। যাহা হউক হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই একথা নাই যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বা দ্বিজ। তবে মুখরদিগের মুখরব বন্ধ করা অসাধ্য।

শুনিতে পাই কায়স্থগণ সম্প্রতি কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার হইতে একখানি নূতন পাতি গ্রহণ করিয়াছেন। টুলো পণ্ডিতগুলির তূণ দেখিতেছি অক্ষয়। ধন্য ইহার গ্রহীতা ও ধন্য ইহার দাতা !!

"হিন্দু রাজা থাকিলে ধরিয়া দিত ফাশী।"

একদিন সাথী প্রেসে সেনহাটীর মহাকুল পূজনীয় খুড়া শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাশ রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনারা সমগ্র কুলীনগণ কালিয়ার অরবিন্দগণের বিপক্ষ কেন? অমনি সেনহাটির পূজনীয় শ্যামলাল মুন্সী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন যে তোমাদের "সংগ্রাম সাহ দোষ।"

রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন যে "না না, সে দোষ কালিয়ার কোনও অরবিন্দেরই নাই।" মুন্সী মহাশয় বলিলেন—"কেন কালীচরণ বিবাহ করিয়াছেন?"—আমি বলিলাম, কথাটা কথামালার বাঘের গল্পের মতন হইল। কেননা সংগ্রাম সাহ রামকান্ত কণ্ঠহারের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কালীচরণ দাশ রামকান্তের সহোদর গৌরীকান্ত দাশ কবি ভারতীর পৌত্র, সুতরাং তিনি কি প্রকারে সংগ্রামবংশে বিবাহ করিতে পারেন? কেননা রামকান্তের সময়েই সংগ্রামবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চন্দনা নদীর তীরে এখন একটি মঠ ভিন্ন আর কিছুই নাই। রায় মহাশয় বলিলেন যে "ইহা প্রকৃত কথা নহে, প্রকৃত কথা ইহাই যে তোমরা সেনহাটি পয়োগ্রাম, মূলঘর প্রভৃতি কুলীনগণকে জিজ্ঞাসা ও গ্রাহ্য না করিয়া একঘর বৈদ্যকে সমাজে তুলিয়া নেওয়াতেই সকল কুলীন একযোট হয়েন।"

[illegible]ঘর কে? রায় মহাশয় কিছুতেই একথার উত্তর দিলেন না। তবে সেনহাটির কুলাচার্য্য পূজনীয় চন্দ্রকান্ত হড় ঠাকুর বলিলেন যে, তোমরা

"সরসপুরী হিঙ্গু" দিগকে তুলিয়া লওয়াতেই কণ্ঠহারের লেখনীবাণদগ্ধ সমগ্র কুলীনগণ তোমাদিগকে চাপিয়া ধরেন।

ফলতঃ ইহাই ঠিক কথা, তবে উমাপতিসন্তান হিঙ্গুদিগের যে কোনও দোষ নাই, তা'া আমি মৎপ্রণীত গ্রন্থে দেখাইয়াছি। কেহ উহার প্রতিবাদ করিয়াও আমার দোষ প্রদর্শন করেন নাই। যদি শ্রীপতির বিবাহ শ্রীহট্টেই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও

শ্রীহট্টপুখরীপাড়পরিণায়ী পীতাম্বরপ্রসূ চন্দ্রশেখর,
ও শ্রীহট্টদুষ্ট অন্যান্য সমগ্র কুলীনবর্গ এবং দেব, কুণ্ড
নাগদষ্ট বিশেষতঃ সংগ্রাম ও শ্রীহট্টসংসর্গী
(সেনবর্ষদুষ্ট) বিকর্ত্তন এবং শ্রীহট্টসেনবর্ষসংসর্গী
হিঙ্গু ও দেবমাম বিষ্ণুদাশগণের কা গতিঃ?

সেনহাটি ও কালিয়ার অরবিন্দগণ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। চন্দ্রকান্ত হড় স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া থাকেন ও আমাকে পত্রেও লিখিয়াছেন যে——

"অরবিন্দের কুল নির্ম্মল"

সেনহাটীর রমানাথ সার্ব্বভৌমের বংশীয় রঘুদেবদাশ সংগ্রামসাহ দৌহিত্রীবিবাহকারী এবং বিবাহান্তে তিনি সেনহাটীতেই থাকেন, জ্ঞাতিরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার দুইটী কন্যারও দুহি ও কায়ুগুপ্ত কুলে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীহট্টবিবাহকারী (বাসকারী নহে) উমাপতিসন্তানগণকে আশ্রয় দিয়াও মহামনাঃ কালিয়ার অরবিন্দগণ দোষ-সমাঘ্রাত হয়েন নাই। উমাপতিসন্তান অপেক্ষা সেনহাটীর বিকর্ত্তনেরাই বরং বেশী দোষযুক্ত বটেন কি না, তাহা সমাজপ্রা ভাবিয়া দেখিবেন। ভরত মল্লিক ঠিকই বলিয়াছেন যে—

অসৌ (বিকর্ত্তনঃ) ত্রিদোষাপহতোপি সদ্ভিঃ
আপ্তৈ র্ভিষগ্‌ভি নিরুপদ্রবো হভূৎ।
অনেকবন্ধোঃ প্রতিকারভাজো
দোষো মহানপ্যুপশান্তিমেতি ॥৭৬পৃ চন্দ্রপ্রভা।

ত্রিদোষ কি? কফ, পীত, বায়ু দোষ নহে, নাগ, দেব ও কুণ্ডদোষ। যাহা হউক বংশাবলীপ্রকরণমধ্যে বহুবংশেরই নামের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

সকলে আপন আপন বংশাবলী পাঠান্তে আমাকে পত্র লিখিবেন, নামের ভুল সংশোধন করিয়া লইব, ও লইবেন। পোনাবালিয়া ও কুলকাঠীর বংশাবলী সম্বন্ধেও বহু গণ্ডদ ঘটিয়াছে। তবে সে দোষ তাঁহাদের, আমি পোনাবালিয়ার খাতা দৃষ্টে লিখিয়াছি। এইক্ষণ উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে—

গোপীবল্লভ রায়ই রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের জ্যেষ্ঠপুত্র, তিনি বারইকরণ ও কুলকাঠীর আদিপুরুষ। এবং জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন তিনি জমিদারীর ১৫ গণ্ডা অংশ বেশী পাইয়া /৹ আনার মালিক হয়েন। তাহাতেই কুলকাঠীর ৴১৹ আধআনা ও বারই করণের ৴১৹ আনা অংশ হয়। আর পোনাবালিয়ার শ্রীরাম রায় দেউরীর অন্য তিন ভ্রাতার অংশ ৵৫ ক্রয় করিয়া নিজের অংশ সমেত ৶৹ আনার মালিক হইয়া শেষে সুতালড়ীর ঘোষ চৌধুরীদের ৶৹ আনা অংশও ক্রয় করেন। তাই পোনাবালিয়া ৷৶৹, কুলকাঠী বারইকরণ /৹ ও রায়ের কাঠীর প্রখ্যাতনামা কায়স্থ জমিদারগণ ৷৷/৹ অংশী।

পোনাবালিয়া ও কুলকাঠী প্রভৃতির রোষসন্তানগণ বিদ্যাধরের সন্তান নহেন তাঁহারা অনন্তেরই সন্তান। এবার আমি "বৈদ্যগ্রন্থকারগণের জীবনী" প্রকরণটী পরিত্যাগ করিলাম; এ বিষয়ে একখানি বিস্তৃত স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিত হইবে। ঐ গ্রন্থে উক্ত রোষবংশের বিশুদ্ধ বংশ তালিকা যোজিত হইবে।

অতঃপর আমি আমার প্রতি চিরপ্রসন্ন অনারেবল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বরাট রায় বাহাদুর (সৈদাবাদ), চট্টগ্রাম পরৈকুড়ার জমিদার অনারেবল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর, অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত মধুসূদন মল্লিক, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়গণ, নদীয়া রঘুনাথপুরের শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রায়, পঞ্চানন রায়, শুয়াপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায়, তেওতার জমিদার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর ও শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর রায়, বাসণ্ডার জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন রায়চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ বাচস্পতি শিরোমণি, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্, এ, এল্, এম, এস্, ৺রাধানাথরায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বি, এল, ঢাকা, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিএ, পোষ্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার

রায় চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন (টাঙ্গাইল), ৺শ্রীচরণ কবিরাজ (বহরমপুর), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ. শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন, খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশ এম্, এ, যোগেশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুখময় দাশ, বি, এল, বাঁকীপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার, পাবনার উকীল শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায়, দাশোড়ার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়, শুয়াপুরের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ এবং পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, (ইনি শুয়াপুর ও দাসোড়ার স্থানীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছেন) ও অন্যান্য বহু সজাতি মহানুভবকে অর্থ সাহায্য জন্য আমি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম বহু ভুল ঘটিয়াছে পাঠকেরা সংশোধন করিয়া লইবেন। অলমতি বিস্তারেণ।

বিনয়াবনত

শ্রীউমেশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা।
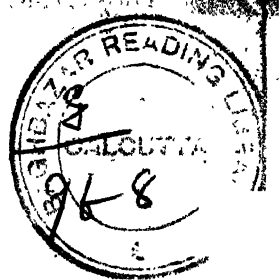
প্রথমাধ্যায়

চাতুর্বর্ণ্য-প্রতিষ্ঠা

বর্ণ বা জাতি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ নহে

অনেকেরই ধারণা এবং বদ্ধমূল বাল্য-কুসংস্কার এই যে, মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েই শুকদেবের শ্মশ্রুগুম্ফের ন্যায় বর্ণ ও জাতি লইয়াই মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বন্দ্ব হইতে অধমজ শূদ্রকুল বিনিঃসৃত হইয়াছেন। ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণই অলীক ও অযৌক্তিক মিথ্যা পরিকল্পনা। মহান্ ঈশ্বর, পরম ন্যায়বান্ ও তিনি আমাদিগের সকলেরই সাধারণ পিতা ও পালয়িতা। তাঁহার রাজ্যে বা তাঁহার সরকারে পক্ষপাত নাই, অবিচার নাই ও শুক্ল এবং কৃষ্ণ-ভেদে মুখাপেক্ষা নাই। তিনি কেন তাঁহার একই সন্ততি মানুষকে উত্তমাধম-ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিবেন? যদি তাহাই প্রকৃত কথা হইত, তাহা হইলে গীতা-প্রবক্তা কি বলিতেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

মানুষের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের বিভেদ ঘটিলে, তৎপর সামাজিগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন। সুতরাং মানুষ, সৃষ্টির সময়েই বর্ণ বা জাতি লইয়া প্রসূত হইয়াছিল, ইহা অপ্রকৃত কথা। অপিচ যখন এক ভারত ভিন্ন এ জাতি-প্রথা জগতের আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, তখন ইহা ঐশ্বরিক বিধি বলিয়া মনে করাও অর্ব্বাচীনতাবিশেষ।

আকৃতি-গ্রহণা জাতিঃ

যাহাদিগের আকার একরূপ, তাহারা একজাতীয় পদার্থ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কি দৈহিক যন্ত্রাদি ও শোণিতের বর্ণগত কোন পার্থক্য বিদ্যমান আছে? শূদ্রাদি কি ব্রাহ্মণের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয় নাই? অবশ্য এক যুগের ব্রাহ্মণেরা সঙ্কীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়া শূদ্রগণকে শিক্ষা-দীক্ষা-দ্বারা উন্নত হইতে দেন নাই। কিন্তু আজি কালির [illegible]র যুগেও কি বহু শূদ্রসন্তান চারিত্র্যগত বিশুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষা-

দ্বারা বহু ব্রাহ্মণ সন্তানকে পরাভূত করিতেছেন নহে? ফলতঃ "মানুষ জাতি বা বর্ণ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন" ইহা যুক্তির কথা নহে। শাস্ত্রও এ বিষয়ের সমর্থনে ঘোর পরিপন্থী। ভবিষ্য পুরাণ বলিতেছেন—

বঞ্চনং দুর্বচস্থাপি ক্রিয়তে সর্ব্বমানবৈঃ।
শূদ্রব্রাহ্মণয়োস্তস্মাৎ নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন॥ ১৫
শূদ্রব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমাণোপি যত্নতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্ব্বধর্ম্মেষু সংহতৈ স্ত্রিদশৈরপি॥ ৩৯

ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুক্লা ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চাপি বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ শূদ্রা ন চাঙ্গারসমানবর্ণাঃ॥ ৪১
পাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্মাংস মেদোঽস্থিরসৈঃ সমানাঃ চতুঃপ্রভেদা হি কথং ভবন্তি॥ ৪২
বর্ণপ্রমাণাকৃতিগর্ভবাসবাগ্‌বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়জীবিতেষু।
বলত্রিবর্গাময়ভেষজেষু ন বিদ্যতে জাতিকৃতো বিশেষঃ॥ ৪৪
স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং কথং পুন র্জাতিকৃতঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণদৃষ্টান্তনয়প্রবাদৈঃ পরীক্ষ্যমাণো বিঘটত্বমেতি॥ ৪৫
চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রেকভাবাৎ নচ জাতিভেদঃ॥ ৪৬
ফলান্যথোদুম্বরবৃক্ষজাতে র্যথাগ্রমধ্যান্তভবানি যানি।
বর্ণাকৃতিস্পর্শরসৈঃ সমানি তথৈকতো জাতিবিধৌ চ চিন্ত্যম্॥ ৪৭
যে কৌশিকাঃ কাশ্যপগৌতমাশ্চ কৌণ্ডিন্যমাণ্ডব্যবশিষ্ঠগোত্রাঃ।
আত্রেয়কৌৎসাঙ্গিরসাঃ সগর্গা মৌদ্গল্যকাত্যায়নভার্গবাশ্চ॥ ৪৮
গোত্রাণি নানাবিধজাতয়শ্চ ভ্রাতৃস্নুষামৈথুনসূত্রভাবাঃ।
বৈবাহিকং কর্ম্ম ন বর্ণভেদাঃ সর্ব্বাণি শিল্পানি ভবন্তি তেষাম্॥ ৪৯

যে চান্যে পণ্ডিতাঃ প্রাহুর্দেহব্রাহ্মণতাং নরাঃ।
তেষাং দুদৃষ্টিতিমিরস্থপনীয়ানুকম্পা চ॥ ৫০
জ্ঞানাঞ্জনৌষধৈর্দিব্যৈঃ পরিণামসুখাবহৈঃ।
উপনীতৈঃ প্রযত্নেন সুদৃষ্টিং সংবিদধ্মহে॥ ৫১

৪২ অঃ—ব্রাহ্মপর্ব্ব।

মহান্ ঈশ্বরের নিকট শূদ্র ও ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন ভেদ নাই। "আমি ব্রাহ্মণ ও পূজ্যাতিপূজ্য, এবং তুই শূদ্র ও হেয়াতিহেয়," ইহা বলিয়া সাক্ষর লোকেরা নিরক্ষর লোকদিগকে শুধু বঞ্চনা করিয়া থাকে। যদি সমুদায় দেবতারা সমবেত হইয়াও অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা কুত্রাপি শূদ্র ও ব্রাহ্মণ বলিয়া মানুষের কোন ভেদ দেখিতে পাইবেন না, উহা অলীক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণমাত্রই চন্দ্রপাদ-গৌর নহেন, এরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহাদিগের বর্ণ মসীকৃষ্ণ। আর ক্ষত্রিয়গণ পলাশপুষ্পবর্ণাভ,এ সংবাদও অসত্যগন্ধি। বৈশ্যগণ পীতদেহ, শূদ্রেরা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণত্বক্, ইহাও যুক্তি ও সুক্তির কথা নহে। কি পাদপ্রচার, কি দৈহিক বর্ণ, কি গুণ, কি শোণিত, কি ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বাক্য, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জীবন, কি সুখ দুঃখ, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যেই প্রায় সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ হেন তুল্যাবয়ব তুল্যপ্রকৃতিক মনুষ্যের মধ্যে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া চারিটী ভেদ হইতে পারে? সেই ভূমা মহেশ্বর সকলেরই সাধারণ পতি ও সাধারণ পিতা, এবং মনুষ্যেরা সকলে তাঁহারই সন্তানসন্ততি ও সকলেই তুল্যাকৃতিক ও তুল্য-নিদান, সুতরাং এ হেন এক পিতার সন্তান-দিগের মধ্যে কি প্রকারে জাতিগত ভেদ ঘটিতে পারে? এক পিতার সন্তান-দিগের জাতি কি একই হইয়া থাকে না? যাঁহাদের পিতা এক তাঁহাদিগের মধ্যে কিছুতেই জাতিভেদ থাকিতে পারে না, এ জাতিভেদ অযৌক্তিক ও অনিদান। মনুষ্যগণ কোন ব্রহ্মার মুখ বাহু প্রভৃতি হইতে হইয়াছে, ইহা অলীক। বেদে এরূপ কোন কথা নাই। ধরিয়া লও যেন সত্য সত্যই সে কথা আছে, তাহা হইলেও একটী ডুমুর বৃক্ষের, গোড়ায়, আগায়, ডালে ও শাখাপ্রশাখায় যে সকল ডুমুর ফল হইয়া থাকে, উহাদের কি কোন পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে? গোড়ার ফল আম, আগার ফল কাঁঠাল, ডালের ফল জাম, এরূপ যদি না হয়, উহাদের বর্ণ, আকৃতি, স্পর্শ ও রসও যদি একই হয়, এবং প্রত্যেক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ ফলগুলিকে যদি তোমরা এক ডুমুর বলিয়াই থাক, তাহা হইলে ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ মনুষ্যগণ কেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞাধারী বিভিন্ন পদার্থ হইবে? অবশ্য তোমরা কাশ্যপ, কৌশিক, গৌতম, কৌণ্ডিন্য, মাণ্ডব্য, বশিষ্ঠ, আত্রেয়, কৌৎস, আঙ্গিরস,

গার্গ্য, কাথায়ন ও ভার্গব-প্রভৃতি বহু ভিন্ন গোত্রের লোক ও বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখিতেছ, কিন্তু ইঁহারা কি পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও যৌন-সম্বন্ধ সংবদ্ধ নহেন? কোন নারী ভ্রাতার সহিত উপগত হইয়া, কেহ স্নুষা (পুত্রবধূ) তে গমন করিয়া কি এই সকল জাতির সৃষ্টি করেন নাই? সমুদয় শিল্পকলা কি উঁহাদিগ হইতেই উদ্ভাবিত ও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কামার, কুমার, তাঁতি ও সূত্রধর প্রভৃতি সমুদায় শিল্পজীবিগণ কি উঁহাদিগেরই সন্তান-সন্ততি নহেন? তাহা হইলে কি প্রকারে এ হেন একপ্রভব একক্রিয় মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আসিতে পারে? ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেই যে তাঁহার একটা দেহ-ব্রাহ্মণতা থাকিবে, ইহাও যুক্তির কথা নহে। যাঁহারা দেহব্রাহ্মণ্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা কুসংস্কারান্ধ ও ভ্রান্ত। আমরা তাঁহাদিগের চক্ষে ন্যায়রূপ মহাঅঞ্জন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভ্রান্তিরূপ মহা অন্ধকার দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সুদৃষ্টি দান বিষয়ে সচেষ্ট হইব। কেবল ভবিষ্য পুরাণপ্রবক্তা নহেন,মহর্ষি বায়ুও বলিয়া গিয়াছেন—

> নির্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
> অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তিঃ প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৯
> অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
> বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥ ৬০
> অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরং।
> তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১। ৮ অঃ—পূর্ব্ব।

অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজাগণের মধ্যে রূপ, আয়ু, শীল ও চেষ্টাতে কোন প্রভেদ ছিল না। কেহ বুদ্ধির সাহায্যে কৃষিবাণিজ্যাদি করিতেও সমর্থ হইত না। কেবল প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পাপ ও পুণ্য বলিয়াও কোন ভেদ ছিল না। সকলে এক মানুষ ছিল, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা ছিল না, সঙ্কর কাহাকে বলে, তাহাও কেহ জানিত না। কোন ইচ্ছা করিয়া কেহ কাজ করিত না, প্রকৃতি যে দিকে চালাইত, সকলে সেই দিকেই যাইত। কেহ কাহাকে হিংসা দ্বেষাদিও করিত না। সকলেরই রূপ, গুণ ও পরমায়ুঃ এক ছিল, সকলে সকলকে সমান জ্ঞান

করিত। তৎকালে ইতর ভদ্র অথবা ছোট বড় বলিয়াও কোন পার্থক্য ছিল না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তদীয় পঞ্চম বেদ মহাভারতে বলিয়াছেন—

একবর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্ব মাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥

হে ির! পূর্ব্বে বর্ণ বা জাতিগত কোন ভেদ ছিল না। সমুদায় জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট ও ব্রহ্মের সন্তান সকলে এক ছিল। পরে কালে সেই মনুষ্যদিগের মধ্যে, গুণ ও কর্ম্মগত ভেদ ঘটিলে সমাজনেতা ঋষিগণ সেই একই মনুষ্যকে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন। প্রামাণ্য গ্রন্থ ভগবদগীতাও বলিতেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

লোকদিগের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মগত ভেদ ঘটিলে চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। মহামান্য ভাগবতও বলিয়াছেন—

একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ॥

পূর্ব্বে ঋক্, যজুঃ, সাম বা অথর্ব বেদ বলিয়া কোন পৃথক্ পৃথক্ বেদ ছিল না, বেদ এক খানি ছিল। সকল বাক্যের প্রাণস্বরূপ প্রণব বা ওঁকার ছিল। উপাস্য দেবতা একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। অগ্নি ও বর্ণও এক ভিন্ন দুই ছিল না। স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃত-যুগং বিদুঃ॥

১০।১৭ অঃ ১১ স্কন্ধ।

অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ কোন জাতি ছিল না। মানুষ জন্মদ্বারাই যেন কৃতকৃত্য হইত, তাই উক্ত যুগের নাম কৃতযুগ। ঐ সময়ে মানুষেরা "হংস" নামে সমাখ্যাত ছিলেন। তখন তাঁহাদের বর্ণ বা জাতির নাম উহাই ছিল। বৃহদারণ্যকও বলিয়া গিয়াছেন—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ।

পূর্ব্বে মানুষ কেবল এক ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া কথিত হইতেন। তখন ইহা ছাড়া মানুষের আর কোন জাতি ছিল না। কিন্তু উক্ত একটী জাতিদ্বারা সমাজের অভাব পূর্ণ হইত না, উহা পর্য্যাপ্ত ছিল না।

তচ্ছে্রয়ো রূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রম্
তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরো নাস্তি।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তা
দুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্রএব
তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য
যোনির্যৎ ব্রহ্ম।

তজ্জন্য সামাজিকগণ, তন্মধ্য হইতে কতকগুলি বাহুবল-সম্পন্ন লোককে বাছিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আর একটি জাতির গঠন করিলেন। উহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত। উক্ত যোদ্ধৃপুরুষেরা সমাজকে দস্যুতস্করাদির কবল হইতে ত্রাণ করিতেন, তজ্জন্য সমাজে তাঁহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা উক্ত ক্ষত্রিয়গণের অধীন থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপাসনা করিতেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকিতেন। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থান, তথাপি ক্ষত্রিয় প্রধান ছিলেন, রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণই যশোভাগী হইতেন।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশ মসৃজত।

সত্যযুগের লোকেরা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, দস্যুতস্করাদি হইতে ধনসম্পদ্ ও আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, তাই ক্ষত্রিয় সৃষ্টির প্রয়োজন হইল। কিন্তু তাহাতেও সমাজের অভাব দূর হইল না। কৃষিবাণিজ্য ও পশুপালনাদি কে করে? তাই সমাজনেতারা ঐ ব্রাহ্মণ জাতি হইতেই লোক বাছিয়া লইয়া বিশ্ বা বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করিলেন।

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণ মসৃজত।

কিন্তু এই তিন জাতি সৃষ্টি করিয়াও সমাজের অসুবিধা ঘুচিল না, সকলেই সমান, কে কার দাসত্ব করে? তাই উক্ত ব্রাহ্মণজাতি হইতে নির্গুণ লোক বাছিয়া লইয়া চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন।* ঠিক মহাভারতেও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন বর্ণ বা জাতি ছিল না, সকলেই এক ব্রহ্মের সন্তান বলিয়া সাধারণতঃ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাখ্যাত হইতেন। পরে কালক্রমে মানুষ কর্ম্মগতপার্থক্যনিবন্ধন বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের বড় ধার ধারিতেন না, অতীব ভোগাসক্ত ছিলেন, মেজাজ গরম ছিল, ক্রোধী ও সাহসী ছিলেন, দৈহিক শুক্লতা যাইয়া রক্তিমা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ গোপালন ও গোদুগ্ধ বিক্রয় এবং কৃষিকর্ম্মাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, যাঁহাদের শুক্লদেহ পীত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা বৈশ্য জাতিতে আসন গ্রহণ করিলেন। আর যে সকল ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা হিংসা করিয়া বেড়াইতেন, মিথ্যা বলিতেন, লোভী ছিলেন, শৌচ বা শুদ্ধির ধার ধারিতেন না, যে কোন কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ও তজ্জন্য যাঁহাদের শুক্ল দেহে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারাই শূদ্র জাতির ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। মানুষ সকলই এক ছিলেন, কেহই বর্ণ বা জাতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন না, কিন্তু সেই একই মনুষ্যজাতি কেবল কর্ম্মপার্থক্যে বর্ণান্তর ভজনা করিয়াছিলেন। ইহাই চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃত নিদান।

অবশ্য ঘোরতর বিতর্ক হইবে যে তবে জগন্মান্য মনু-সংহিতা ও বিষ্ণুপ্রভৃতি পুরাণকর্ত্তারা কেন এরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন?

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ৩১। ১ অঃ।

অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য ও পদহইতে শূদ্রের সৃজন করিয়াছেন। তথাহি বিষ্ণুপুরাণং—

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষো র্ব্রহ্মণো জগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥ ৩
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথাবৈ ব্রহ্মণোঽভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ॥ ৪
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মন্ সসর্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃপ্রধানা স্তাঃ সর্ব্বা শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥ ৫।৬৩। ১ অঃ।

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিতে জগৎসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, সত্যাভিধ্যায়ী সেই ব্রহ্মার মুখহইতে সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, বক্ষহইতে রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়গণ, উরুহইতে, রজঃ ও তমোগুণের সমবায়-সমুৎপন্ন গুণবিশেষসম্পন্ন বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে তমোগুণপ্রধান শূদ্রগণ উৎপন্ন হইলেন।

হাঁ মন্বাদি সংহিতা ও পুরাণাদিতে এই ভাবের কথা সকল না আছে তাহা নহে, কিন্তু ইহা ভ্রান্তিহইতে সমাগত। বেদাদিতে এরূপ কোন যুক্তি-হীন কথার অবতারণা হয় নাই। পুরুষসূক্তের ১১শ ও ১২শ মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীন যুগের লোক সকল ঐ সকল ভ্রান্ত বচনের প্রণয়ন করিয়া মনু ও পুরাণাদিতে অন্তঃপ্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন, এই সকল বচন পরমার্থতঃ মন্বাদি ঋষিপ্রণীত নহে। যদি বস্তুতই ব্রাহ্মণাদি জাতি মুখবাহ্বাদিহইতে হইবে, তাহা হইলে কেন মনু বলিবেন ক্ষত্রিয়গণ বাহুপ্রভব, আর বিষ্ণুপুরাণ বলিবেন উঁহারা ব্রহ্মার বক্ষঃসম্ভব ? প্রকৃত মনুসংহিতাতে কি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি ব্রহ্মার মুখবাহ্বাদিপ্রভব বলিয়া উক্ত হয়েন নাই ? না কখনই নহে। যদি মনুসংহিতা যথার্থই স্বায়ম্ভুব মনু-প্রণীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার সময়ে যখন জাতি বলিয়া কোনও নাম গন্ধও ছিল না, তখন তাঁহার গ্রন্থে ব্রহ্মার মুখবাহুপ্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতি হই-য়াছে এ কথা থাকিবে কেন ? যে সংহিতা স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনুর বিরচিত, তাহা হইতে ঋগ্বেদও অতি অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। কেননা উক্ত মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র বৈবস্বত

বা সাবর্ণি মনু-প্রভৃতিই স্বর্গ হইতে ভারতে আগমন করেন। তাঁহাদিগের অধস্তন সন্তানসন্ততিদ্বারাই ভারতে ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের মন্ত্রপ্রণয়ন হয়। সুতরাং উহা আদি মনু-সংহিতা হইতে অর্ব্বাচীন হইতেছে। মনু বলিতেছেন—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।

অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩২। ১ অঃ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ......স ব্রহ্মা নিজদেহং দ্বিখণ্ডং কৃত্বা অর্দ্ধেন পুরুষো-জাতঃ, অর্দ্ধেন স্ত্রী, তস্যাং মৈথুনধর্ম্মেণ বিরাট্‌সংজ্ঞং পুরুষং নির্ম্মিতবান্। শ্রুতিশ্চ—"ততো বিরাড়জায়ত" ইতি।

অর্থাৎ ব্রহ্মা নিজদেহ দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধেকে স্ত্রী ও অর্দ্ধেকে পুরুষ হইলেন। পরে সেই নরনারীর মৈথুনধর্ম্মে আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইল।

তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।

তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৩৩। ১ অঃ।

তত্র কুল্লূকঃ—স বিরাট্ তপোবিধায় যং নির্ম্মিতবান্ তং মাং মনুং জানীত। অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ স্রষ্টারং ভো দ্বিজসত্তমাঃ।

অর্থাৎ হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট্‌পুরুষ তপস্যা করিয়া আমাকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। আমাকে তোমরা এই সমগ্র জগতের স্রষ্টা বা বীজী বলিয়া জান। আমার নাম মনু।

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুস্তরং।

পতীন্ প্রজানা মসৃজং মহর্ষীন্ আদিতো দশ॥ ৩৪

মরীচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।

প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেব চ॥ ৩৫

এতে মনূংস্তু সপ্তান্যান্ অসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।

দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীন্ অমিতৌজসঃ॥ ৩৬

যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।

নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৄণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্॥ ৩৭

কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।

পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাং শ্চোভয়তোদতঃ॥ ৩৯। ১অঃ।

মনু তৎপর বলিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অতি দুষ্কর তপস্যার পরে প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ, এই দশ প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম। পরে ঐ প্রজাপতিগণ আবার ভূরিতেজাঃ অপর সাত জন মনু (বৈবস্বত-প্রভৃতি), কতকগুলি অমিততেজাঃ মহর্ষি ও আদিত্যাদি নানা দেবগণের সৃষ্টি করেন। যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাঃ, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, এবং অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, বানর ও ঋক্ষভল্লূকাদি সংজ্ঞাভাক্, মনুষ্যগণও উক্ত দশ প্রজাপতি হইতে লব্ধজন্মা।

ইহা দ্বারা মনু, মানবজাতির আদি সৃষ্টির কথা বিবৃত করিলেন। এই বিবৃতি দ্বারা জানা গেল যে মানুষ কোন ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিহইতে সমুদ্ভূত হয়েন নাই। ৩৯ শ্লোকে মনুষ্যগণের সৃষ্টিরও পৃথক্ সমুল্লেখ রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি মনুষ্য ভিন্ন জীবান্তরবিশেষ নহেন, সুতরাং মনু যখন তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ বা বীজী দেবমনুষ্যগণকে মরীচ্যাদির সন্তানসন্ততি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণাদিকে আবার কি প্রকারে কোন ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ বলা যাইতে পারে? ফলতঃ কোন ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হইতে কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সমুদ্ভূত হয়েন নাই। যে প্রকার বিদ্যাবলে স্বর্গের মনুষ্যগণ (নরগণ) অনেকে দেবোপাধিতে সমলঙ্কৃত হয়েন, সেইরূপ ভারতাগত আর্য্যীভূত দেবসন্তানগণও গুণ ও কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন মাত্র। বৃহদারণ্যকপ্রভৃতির বিবৃতিদ্বারাও জানা যায় যে পূর্ব্বে মানুষ এক ছিল, সকলেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাখ্যাত ছিলেন, পরে তাঁহারাই গুণ ও কর্ম্মভেদে কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ কেহ বা শূদ্র-শ্রেণীতে আসন-পরিগ্রহ করেন। তবে ভারতের [illegible] কৃষ্ণত্বচ্‌গণও যে এই শূদ্রকুল হইতে হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ করা যায় না। এখানে আরও একটী কথা চিন্তনীয়, স্বর্গের স্বায়ম্ভুব মনু উত্তরকুরুপতি ব্রহ্মার সংহিতার অনুকরণে যে সংহিতার প্রণয়ন করেন, উহার ভাষা কখনই লৌকিক সংস্কৃতবহুল হইতে পারে না। যে মনু-সংহিতা ভারতে প্রচলিত, উহা ভারতের ঋষিকুলপ্রভব ভৃগুদ্বারা লৌকিক সংস্কৃতে বিরচিত। ৩২ প্রভৃতি শ্লোক সেই প্রাচীনতম মনুবচনের অনুবাদ-বিশেষ। পরে ভৃগুর পরবর্ত্তী

কেহ ৩৯ প্রোকটী নিজের তাঁতে বুনিয়া ভৃগুর মনুতে অন্তঃপ্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

যাহা হউক যদি গুণ ও কর্ম্মভেদেই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে, তবে তাহা মনুষ্য সৃষ্টির বহুকাল পরেই হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়কে কোন ব্রহ্মাদির অঙ্গাদিপ্রভব মনে করা, নিতান্তই অসমীচীন ব্যাপার। কেন না সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মভূ ব্রহ্মা দুইবার সৃষ্টি করেন নাই। "তিনি নিত্যক্রিয়াশীল" অথবা "নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট," ইহা অল্পবুদ্ধি জ্যেষ্ঠতাতগণের মস্তিষ্কবিকৃতি মাত্র। তিনি সর্ব্বাগ্রে আদি মানব বিরাট্ বা লোক-পিতামহ ব্রহ্মারই সৃজন করেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ সেই আদি মানবেরই অনন্তরবংশ মাত্র। তাঁহাদিগের সৃষ্টির সহিত, বা এখন যাহারা প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করিতেছে ও করিবে, ইহাদিগের জন্মব্যাপারের সহিত জনকজননী ভিন্ন পরমেশ্বর বা আত্মভূ ব্রহ্মার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধই বর্ত্তমান নাই। সুতরাং অবরজকুলের ব্রাহ্মণাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ, ইহা প্রমাদবিশেষ। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে বর্ণ বা জাতি ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে, প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।—

বর্ণানাং প্রবিভাগাশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংহিতাশ্চ ততোমন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈ স্তু তে॥ ৬০। ৫৭ অঃ

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ঋষিগণকর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠা ও বেদের মন্ত্র সকল সমাহৃত হইয়া সংহিতা সকল গ্রন্থাকারে পরিণত ও মন্ত্র সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সুতরাং মনুষ্যগণ বর্ণ ও জাতি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। বলিবে তবে স্মৃতি ও পুরাণপ্রণেতৃগণ কেন ঐরূপ কল্পনার সমাশ্রয় করিলেন? সুধু কি বিনা বাতাসেই গাছ নড়িয়াছিল? না তাহা নহে, পুরুষ সূক্তের ১২শ মন্ত্রের অসদ্ব্যাখ্যাহইতেই উক্ত অমূলক কল্পনার একটা ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়াছিল। পুরুষসূক্তের উক্ত মন্ত্র বলিতেছেন—,

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২।৯০ সূ। ১০ম

মণ্ডল সায়ণভাষ্যং.........অস্য প্রজাপতে র্ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো মুখং আসীৎ মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতি

বিশিষ্ট স বাহুঃ কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যা মুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তৎ তদানী মস্য প্রজাপতেঃ যদূরো উরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্ন উরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষঃ অজায়ত।

কিন্তু আমরা এই সায়ণভাষ্যের সমর্থন করিতে সমর্থ নহি। সায়ণ স্মৃতি ও পুরাণের ভ্রান্তির অনুগমন করিয়াছেন মাত্র। তিনি বৃহদারণ্যক, মনু ও মহাভারতাদির বচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে যথার্থ বেদমন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইতেন না। মনু বিরাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, ইন্দ্রাদি দেবগণ, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও বানর কাহাকেও কোন ব্রহ্মা বা প্রজাপতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বৃহদারণ্যকও বলিতেছেন যে প্রথমে সকল মানুষই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণাখ্য ছিল, পরে তাহা হইতেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতির সমুদ্ভব হইয়াছে।

মহাভারত ও ভাগবতও বলিতেছেন যে পূর্ব্বে কোন বিশেষ জাতি ছিল না, মনুষ্য সৃষ্টির বহুকাল পরেই গুণকর্ম্মের পার্থক্যনিবন্ধন একই মানুষ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়েন। উপনিষৎ ও মন্বাদি গ্রন্থ, বেদের অনুগামী হইয়াই স্ব স্ব গ্রন্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে কেন মতদ্বৈধ ঘটিবে? বৃহস্পতি বলিতেছেন—

বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মনু বেদার্থের অনুসারী হইয়া স্বীয় সংহিতাপ্রণয়ন করাতেই তাঁহার গ্রন্থের এত প্রাধান্য হইয়াছিল। মনু কোন্ বেদকে আদর্শ করিয়াছিলেন? অবশ্য জগতের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ আদি বেদ সামবেদই তাঁহার আদর্শ বস্তু ছিল? সাম বেদে জাতি বা বর্ণের কথা নাই, সুতরাং স্বায়ম্ভুব মনুর গ্রন্থেও বর্ণ বা জাতির কথা থাকিবে কেন? অবশ্য ভৃগুর মনুতে বর্ণপ্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে কিন্তু তিনিও ভারতে প্রণীত ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদকেই আদর্শ করিয়া থাকিবেন? সুতরাং এ হেন আদর্শ বেদমন্ত্র ভৃগুর মনুর মতেরও বৈপরীত্যভাগী হইবে, ইহা হইতেই পারে না। বেদের মন্ত্র ঠিকই আছে, সায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঋষিযুগের ব্যাখ্যাতা ও সায়ণই উহার ব্যাখ্যায় ভ্রান্তির অবতারণা করিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় কোন ব্রহ্মা বা কোন প্রজাপতির মনোনিক্যাদি-হইতেই সমুদ্ভূত হইবে, তাহা হইলে জগন্মান্য বাল্মীকি কেন লিখিবেন—

প্রজাপতের্হি দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ ॥ ১০
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসা মষ্টৌ সুমধ্যমাঃ ।
অদিতিঞ্চ দিতিঞ্চৈব, দনুমপি চ কালকাং ॥ ১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুঞ্চাপ্যনলামপি । ১২
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥ ২৯
১৪ সর্গ—অরণ্যকাণ্ড ।

প্রজাপতি দক্ষের ষাট কন্যা। তন্মধ্যে কশ্যপ, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, অনলা ও মনুর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত মনুর গর্ভে মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যদি কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, কোন প্রজাপতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ হইত, তাহা হইলে বাল্মীকি কি তাহা অবগত থাকিতেন না? বাল্মীকি পুরুষসূক্তের উক্ত পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন না, পাঠ করিয়া থাকিলেও উঁহার অর্থাববোধে সমর্থ ছিলেন না, আমাদিগকে কি তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে? আমরা মনে করি কোন সহৃদয় চেতস্বান্ স্বাধীনচেতাঃ পাঠকই বৃহদারণ্যকপ্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া অবরজযুগের অঋষি ও অমুনি সায়ণের ভাষ্যে আস্থাপ্রদর্শন করিতে সাহসী হইবেন না। মহামতি দয়ানন্দসরস্বতী ও বিদ্বদ্বরেণ্য উমেশচন্দ্র বটব্যালপ্রভৃতি মহাশয়গণকেও বাধ্য হইয়া বহু স্থলে সায়ণের প্রতিকূলে মতপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। আমরা যাস্ক, শঙ্কর ও মহীধর অপেক্ষা সায়ণকে সমধিক মনস্বী ও সহৃদয় বলিয়াই মনে করি। তবে ভারতজনসুলভ কতকগুলি কুসংস্কার সায়ণকেও কুপথগামী করিয়াছে। ফলতঃ কেহ পুরুষসূক্তের ১১শ মন্ত্রের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সায়ণ ব্যাখ্যা গরীয়সী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য? কৌ বাহূ? কৌ ঊরূ? পাদৌ উচ্যেতে? ॥
১১ । ৯০ সূ । ১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যং………প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদিসৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে। প্রজাপতেঃ প্রাণরূপা দেবা যৎ যদা পুরুষং বিরাড্রূপং ব্যদধুঃ সঙ্কল্পেন উৎপাদিতবন্তঃ তদানীং কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈঃ ব্যকল্পয়ন্ বিবিধং কল্পিতবন্তঃ অস্য পুরুষস্য মুখং কিমাসীৎ কৌ বাহূ অভূতাং কৌ উরূ কৌ পাদৌ উচ্যেতে? প্রথমং সামান্যরূপপ্রশ্নঃ পশ্চাৎ মুখং কিমিত্যাদিনা বিশেষবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।

অর্থাৎ যখন দেবতারা যজ্ঞ করেন, তখন তাঁহারা বিরাট্ পুরুষকে যজ্ঞের পশু কল্পনা করিয়াছিলেন (৭ম মন্ত্র)। তাই এই মন্ত্রে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা প্রশ্ন করিতেছেন যে; বিরাট্ পুরুষকে যে যজ্ঞে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছিল, সে কত খণ্ড? এই বিরাট্ পুরুষের মুখ কি ছিল? বাহু ও উরুদ্বয় কি কি ছিল? পাদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল?

বেশ বুঝাগেল যে ঋষিগণের প্রশ্ন এরূপ ছিল না, যে মুখহইতে কি হইল? বাহু, উরু বা পদদ্বয়হইতেই বা কি কি হইয়াছিল? প্রশ্নে ও মন্ত্রে অপাদানের গন্ধমাত্রও বিদ্যমান নাই। সুতরাং প্রশ্নোত্তর দ্বাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে অপাদানের অবতারণা করিয়া সায়ণ সমীচীন কার্য্য করিয়াছেন কিনা, তাহা অধীয়ান প্রবীণগণই স্বাধীনচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। দ্বাদশ মন্ত্রেরও কি প্রত্যেক পদে অপাদানের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে? কখনই নহে।

প্রশ্ন	উত্তর
মুখং কিমস্য	ব্রাহ্মণঃ অস্য মুখম্ আসীৎ
ইঁহার মুখ কি?	ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ ছিলেন।
কৌ বাহূ	বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ
ইঁহার বাহুদ্বয় কি?	রাজন্য ইঁহার বাহুদ্বয় ছিলেন।
কৌ উরূ?	উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ
ইঁহার উরুদ্বয় কি?	বৈশ্যই ইঁহার উরুদ্বয়।
কৌ পাদৌ উচ্যেতে?	পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত
ইঁহার পাদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে?	

এই প্রশ্নের উত্তরে পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছেন এরূপ কথা কখনই উক্ত হইতে পারে না। ইঁহার পদদ্বয় কি বলিয়া উক্ত হইত? অবশ্যই উত্তর

হইবে "শূদ্র হইয়া"। সুতরাং "পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" এই অংশের অপাদানকে নিরঙ্কুশ আর্ষ প্রয়োগ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। তাই আমরা উক্ত ১২শ মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

অস্মৎকৃতব্যাখ্যা............ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণজাতিঃ অস্য পূর্ব্বোক্তস্য বিরাট্‌পুরুষস্য বিরাড়্‌নাম্নঃ আদিমানবস্য মুখং ইব আসীদিতি শেষঃ। যথা দেহেষু মুখমেব উত্তমাঙ্গতয়া শ্রেষ্ঠতমং তথা বর্ণেষু ব্রাহ্মণ এব শ্রেষ্ঠতম আসীৎ তেন মুখেন সহ তস্য উপমা প্রদত্তা। অস্য বিরাট্‌পুরুষস্য বাহূ বাহুদ্বয়ং কিমভূতাং? বাহুদ্বয়ং রাজন্যঃ কৃতঃ। যথা বাহুবলেন সর্ব্বং সুরক্ষিতং ভবতি, তথা রাজন্যাঃ দেশস্য রক্ষকা আসন্‌ তেন উৎপ্রেক্ষাচ্ছলেন নিগদিতং বাহু রেব রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৃতঃ জাতঃ। অস্য বিরাট্‌পুরুষস্য যদ্‌ যৌ উরূ উরুদ্বয়ং তৎ তৌ এব বৈশ্যঃ বণিক্‌ কৃষকশ্চ। যথা লোকঃ উরুনির্ভরেণ দণ্ডায়তে গমনাগমনাদিকঞ্চ করোত্যেব তথা বৈশ্যজাতিরপি কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাদিনা সমাজস্য জীবিকানির্ব্বাহং সম্পাদয়তি তেন উরুভ্যাং সহ বৈশ্যজাতে স্তুলনা কৃতা। যথা অঙ্গেষু পদদ্বয় মেব নিকৃষ্টং জঘন্যং তথা বর্ণেষ্বপি বিদ্যাবত্তাদিরাহিত্যাৎ শূদ্রজাতি নিকৃষ্টা এব তেন হেতুনা বিরাট্‌পুরুষস্য পদ্ভ্যাং সহ শূদ্রোজাতিরুপমিতা ন পুন বিরাট্‌পুরুষস্য পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভূতা এব কস্যাপি মুখনাসিকাদিভ্যঃ কশ্চিৎ বর্ণঃ কাচিৎ জাতির্বা ন উৎপদ্যত এব নৈতৎ সম্ভবত্যেব চ যুক্তিবিরুদ্ধত্বাৎ। অতএব—

পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত

ইত্যত্র পদ্ভ্যাং পাদৌ (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ— ব্যত্যয়ো বহুলমিতি পাণিনিঃ) শূদ্রঃ শূদ্রজাতিঃ অজায়ত অভূৎ। নিকৃষ্টাঙ্গপাদদ্বয়বৎ শূদ্রজাতিরপি সমাজে অপকর্ষং গতা ইতি ভাবঃ। সর্ব্বে মানবা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়ঃ আদিমানবাৎ বিরাট্‌পুরুষাৎ সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বে তস্য এব অনন্তরবংশ্যাঃ তেন তস্য মুখাদিভিঃ সহ বর্ণজাতীনামুপমা প্রদত্তা ইতি তাৎপর্য্যং।

দেহের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি ব্রাহ্মণ জাতিকে আদি মানব বিরাটের মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যে প্রকার বাহুবলে দেশ ও সমাজ রক্ষিত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় জাতি দেশ ও সমাজকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে বিঘোষিত

হয়েন। এবং তজ্জন্য ঋষিও উঁহাদিগকে আদি মানবের বাহুর সহিত তুলিত করিয়াছেন। মানুষ উরুতে ভর দিয়া [illegible] দেশের লোকেরাও কৃষি বাণিজ্যাদিকারী বৈশ্যগণের সাহায্যে সমাজে [illegible] থাকেন, তাই ঋষি বলিলেন যেন বৈশ্যগণই আদি মানব বিরাটের উরুদ্বয়। দেহের মধ্যে পদদ্বয় নিকৃষ্টাঙ্গ, শূদ্রগণও বিদ্যা ও অবদানাদিরাহিত্যনিবন্ধন নিকৃষ্টতম, তজ্জন্য ঋষি বলিলেন আদি মানব বিরাটের পদদ্বয়ই যেন শূদ্রজাতি। অতএব বর্ণ বা জাতি কোন ব্রহ্মা বা প্রজাপতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রভব, ইহা ঠিক হইতেছে না, ঐ কারণে সায়ণের ব্যাখ্যাও সাধীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর ও মনুষ্যাদি (মাতা মনুর সন্তান) সকলেই মৈথুনসম্ভব। ত্রেতাযুগের ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ও সম্পূর্ণ মৈথুনসম্ভব সুতরাং উহাদিগকে কাহার মুখনাসিকাদিপ্রভব বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। বলিবে বায়ুপুরাণও ত বলিতেছেন যে—

> বক্ত্রাদস্য ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতাঃ
> তদ্বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বভাগে।
> বৈশ্যাশ্চোরূর্ব্বোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ*
> সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৭১। ৬ অঃ
> ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্ব্বং মসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
> অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতোবিপ্রা তজ্জন্মান স্ততোঽসুরাঃ ॥ ৮
> ততোমুখে সমুৎপন্না দীব্যতস্তস্য দেবতাঃ।
> যতোঽস্য দীব্যতো জাতা স্তেন দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮। ৯ অঃ

ইহা বায়ুপুরাণও বলিয়াছেন যে ব্রহ্মার মুখহইতে ব্রাহ্মণ বক্ষস্থলের পূর্ব্বভাগে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয়হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয়হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অসুরগণ তাঁহার জঘন ও দেবতারা মুখহইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু এতৎসমুদায়ই অলীক বারতা। কেননা মনু, প্রথমাধ্যায়ের ৩৩ হইতে ৩৯ শ্লোকে স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে সকল মনুষ্যই আদি মানব বিরাট্‌হইতে সমুৎপন্ন। দেবতা ও ব্রাহ্মণ একই। উক্ত দেবতা বা ব্রাহ্মণের কেহই কোন ব্রহ্মার মুখ হইতে হয়েন নাই, তাহা হইলে মনু প্রথমাধ্যায়ের ৩৩।৩৯

সুতরাং ... মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃগণ এবং তাঁহাদিগ হইতে দেববংশসকলও ... জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব মনুর প্রথমাধ্যায়ের ৩১ শ্লোক যেমন ... প্রমাদপূর্ণ, তেমনই তথাবিধ স্মৃতিবচন ও ... প্রমাদ... এবং ... কারণেই সায়ণব্যাখ্যা দুষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইতেছে। তবে কি ঐ পৌরাণিক কল্পনার মূলেও কোন সত্য বিনিহিত নাই? অবশ্যই আছে। ব্রহ্মা সমুদয়ে তিন জন—

ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ। অমরঃ।

যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, তাঁহার নাম আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা। কিন্তু তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাববশতঃ কোন বর্ণকে উক্ত আত্মভূ ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ বলা যায় না। আর একজন ব্রহ্মা সুরজ্যেষ্ঠ বা পরমেষ্ঠী। তিনি পরম স্থান পরম ব্যোমে বাস করিতেন, তাই তাঁহার নাম পরমেষ্ঠী, এবং তিনি তদানীন্তন দেবগণের মধ্যে ... আদিত্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষণান্তর সুরজ্যেষ্ঠ।—উক্তঞ্চ—

তত্রাবসৎ চোর্দ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠ স্ত্রিদিবৌকসাম্॥ বায়ু

সেই মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধতলে দেবদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বাস করিতেন, তিনি তাঁহার সমসাময়িক বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনিই মানবের আদি জন্মভূমি ইলাবৃত বর্ষ বা আদি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে উত্তরকুরুবাসী হয়েন। ইনি বেদের অধ্যাপনা করিতেন, ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহর্ষি অথর্ব্বা। যদাহ মুণ্ডকঃ—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,

বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্

অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।

যখন স্বর্গের নরগণ সর্ব্বাদৌ দেবোপাধি লাভ করেন, তখন প্রথমে ব্রহ্মাই বিদ্যাবলে উক্ত উপাধিতে বিভূষিত হয়েন। "বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ"—শতপথ বলেন, বিদ্বানের নামই দেবতা। ব্রহ্মা তদানীন্তন দেবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সকলের কর্ত্তা ও রক্ষক ছিলেন। দেবদানবগন্ধর্ব্বাদি যে কেহ বিপন্ন হইয়া শরণ লইতেন, ব্রহ্মা তাঁহাকেই রক্ষা করিতেন। ইঁহা হইতেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই, কেন না এই বর্ণ ও জাতি ভারতীয় পদার্থ, পক্ষান্তরে এই ব্রহ্মা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ-বেলাসংস্থ উত্তরকুরুবাসী ছিলেন। তৃতীয় ব্রহ্মা লোকপিতামহ। কেন না ইনি সমুদায় মানবজাতির আদি পিতা ও অনন্তরবর্ত্তীদিগের সকলেরই পিতামহ বা ঠাকুরদাদা।—যদুক্তং মনুনা—

> সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
> অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজ মবাকিরৎ॥ ৮
> তদণ্ড মভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
> তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৯
> যৎ তৎ কারণ মব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
> তৎবিসৃষ্টঃ স পুরুষোলোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ১১—১ অঃ।

আত্মভূ ব্রহ্মা বা স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সকলের প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন, তন্মধ্যে জগতের সমুদায় পদার্থের মৌলিক বীজ বা তন্মাত্র পরমাণু সকল ছড়াইয়া দিলেন। উহা একটী স্বর্ণাণ্ডে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে সর্ব্বলোকপিতামহ আদি-মানব ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। অব্যক্ত কারণ সদসদাত্মক নিত্য ব্রহ্ম, এই আদি পুরুষের সৃষ্টি করেন, সকলে উঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই লোকপিতামহ ব্রহ্মাকেই মনু স্থলান্তরে (১অ—৩২) বিরাট্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বর্ণাণ্ডপ্রভব বলিয়া ইনিই বেদাদিতে হিরণ্যগর্ভ নামেও বিখ্যাতীকৃত হইয়াছেন। পুরুষসূক্তপ্রভৃতিতেও এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিরাট্ নামে বিবৃত রহিয়াছেন।—

> তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
> স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমি মথোপুরঃ॥ ৫—৯০ সূ—১০ মং।

সায়ণ এই মন্ত্রও অতি কলুষিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা গ্রন্থান্তরে ঋগ্বিধির তাত্ত্বপ্রকরণে তাহা বিশদাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছি। ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সেই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পরব্রহ্ম হইতে (তস্মাৎ) আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার সেই আদি-মানব বিরাট্ হইতে মনু, দক্ষ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি ঋষিপুরুষ বা প্রজাপতিগণ জন্মপরিগ্রহ করেন। তাই বায়ুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন—

বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ।

মনুও বলিয়াছেন "মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য।" অর্থাৎ মনু, বিরাট্ বা আদি মানব হিরণ্যগর্ভের পুত্র। সেই বিরাট্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করার পর ভূমিকে অগ্রে ও পশ্চাতে অতিক্রম করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার সন্তানসন্ততিদ্বারা জগৎ পূর্ণ হইল। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিতে যাইয়া বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

স ইম মেব আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাং
তস্মাৎ অয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্য্যত এব
তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। ১৩৭—৩৮ পৃঃ।

প্রথমে বিরাট্ একক জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু (একাকী থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া) আপনার দেহ দ্বিধা বিভক্ত করতঃ পতি ও পত্নীতে পরিণত হইলেন। অনন্তর সেই পতি, পত্নীতে উপগত হইলে অন্যান্য মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে সেই স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি-দ্বারা মানবের আদি জন্মভূমি আকাশ বা আদি স্বর্গ মজলিয়া পূর্ণ হইয়া গেল।

সুতরাং জানা গেল কোন ব্রহ্মার মুখনাসিকাদিহইতে কোন ব্রাহ্মণাদি জাতির সমুদ্ভব হয় নাই ও হইতেও পারে না। এই আদি স্বর্গপ্রসূত মানবগণের মধ্যে বহুকাল পরে যাঁহারা বিদ্যাবলে দেবোপাধি লাভ করেন, তাঁহাদিগের একদল (মন্বাদি) ভারত আগমন করিয়া আর্য্যনামে সমলঙ্কৃত হয়েন। ভারতাগত সেই মন্বাদির অনন্তরবংশ্যগণই ত্রেতাযুগে 'ব্রাহ্মণাদি' বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আদি মানব বিরাট্ বা লোকপিতামহ ব্রহ্মার অনন্তরবংশ্য। তাই পুরুষসূক্ত ব্রাহ্মণাদিকে সেই ব্রহ্মাখ্য বিরাট্ পুরুষের মুখাদির

সমস্তই তুলনা করিয়াছেন। পরমার্থতঃ বর্ণচতুষ্টয়, এই তিন প্রকার কাহারও কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রভব নহে। সুতরাং ভবিষ্যপুরাণ এ বিষয়ে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, উহার একটী বর্ণও তুচ্ছ বা অগ্রাহ্য করা যায় না। ফলতঃ জগতের সমুদায় নরনারীই একই মানব-দম্পতিপ্রভব, সুতরাং জগতে বর্ণ বা জাতি বলিয়া কোন ঐশ্বরিক বস্তু থাকিতে পারে না ও ছিল না। আর্য্যজাতির মধ্যে, সংখ্যাধিক্যবশতঃ ও কার্য্যভেদে গুণের তারতম্য ঘটিলে তদানীন্তন সামাজিকগণ আপনাদিগকে এম্-এ, বি-এ, এল্-এ ও [illegible] এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের মত গুণগত শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন। তাই গীতা-প্রণেতা মহর্ষি পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং
গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

আমরা আমাদিগের এই উক্তির সমর্থন জন্য এখানে ধারাবাহিক পুরাণ হইতে কতিপয় প্রমাণের সমাহার করিব। বায়ুপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি আয়োর্বংশং মহাত্মনঃ। ২য়— ২৯ অঃ।
এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পঞ্চৈবাসন্ মহাবলাঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং বৈ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপ॥ ১
নহুষঃ প্রথম স্তেষাং ক্ষত্রবৃদ্ধস্ততঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজশ্চৈব সুনহোত্রো মহাযশাঃ॥ ২
সুনহোত্রস্য দায়াদা স্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ॥ ৩
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥ ৪—৩০ অঃ।

অর্থাৎ হে নৃপ! অতঃপর আমি মহাত্মা আয়ুর বংশবর্ণনা করিব। স্বর্ভানুতনয়া মহাদেবী প্রভার গর্ভে আয়ুর ঔরসে নহুষ ও ক্ষত্রবৃদ্ধাদি নামে পাঁচটী মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের কাশ, শল ও গৃৎসমদ নামে পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র হয়। গৃৎসমদের পুত্রই

তস্মাৎ, তনয়ের পুত্র শৌনক। এই শৌনকের পুত্র কর্ম ও ব্যবসায়ভেদে চাতুর্বর্ণ্যভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের কল্পনা করেন। বহু ব্রাহ্মণ, বহু ক্ষত্রিয়, বহু বৈশ্য ও বহু শূদ্র সন্তান, এই শৌনকের অন্যতম পুরুষা। বিষ্ণুপুরাণেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে—

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো য আয়ুর্নামা স রাহোর্দুহিতরমুপযেমে। তস্যাং চ পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষক্ষত্রবৃদ্ধরম্ভরজিসংজ্ঞাস্তথৈবানেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুনহোত্রঃ, পুত্রোঽভূৎ কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়স্তস্য পুত্রা বভূবুঃ। গৃৎসমদস্য শৌনক চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্তকোঽভূৎ। ১—৮অ—৪ অংশ।

পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ু। তিনি রাহুর কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনাঃ এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র, সুনহোত্রের পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ, এই তিন পুত্র হয়। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকের পুত্রগণ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সমুৎপন্ন হয়। হরিবংশের ২৯ অধ্যায়েও এই কথাগুলি বিবৃত রহিয়াছে। তবে তাহাতে লেশ নামের পরিবর্তে বায়ু পুরাণবৎ শল নাম লিখিত আছে। বোধ হয় এই শলই প্রকৃত নাম। হরিবংশের স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

> অলর্কস্য তু দায়াদঃ সুনীথোনাম পার্থিবঃ।
> সুনীথস্য তু দায়াদঃ ক্ষেম্যোনাম মহাযশাঃ॥ ২৬
> ক্ষেম্যস্য কেতুমান্ পুত্রো বর্ষকেতু স্ততোঽভবৎ।
> বর্ষকেতোস্তু দায়াদো বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ॥ ২৭
> আনর্তস্তু বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমারস্ততোঽভবৎ।
> সত্যকেতু মহারথঃ॥ ৩৮
> ততোঽভবৎ মহাতেজা বৎসঃ পরমধার্মিকঃ।
> বৎসস্য বৎসভূমিস্তু বৎসভূমেস্তু ভার্গবঃ॥ ৩৯
> এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
> ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥ ৪০। ৩২ অঃ

অর্থাৎ অলর্কের পুত্র মহারাজ সুনীথ, সুনীথের পুত্র মহাযশাঃ ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, তৎপুত্র বর্ষকেতু, বর্ষকেতুর পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র

আলর্ক, তৎপুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসভূমি, বৎসভূমির পুত্র ভার্গব। ইঁহারা বীজী অঙ্গিরার সন্তান। তাঁহারা ভৃগুবংশ বলিয়া প্রখ্যাত। এই বংশের লোকেরা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ কেহ বা শূদ্রকুলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন—

তথা আলর্কস্য সন্নতির্নাম আত্মজঃ অভবৎ
ততঃ সুনীথঃ তস্য সুকেতুঃ, ততঃ ধর্ম্মকেতুঃ।
ততঃ সত্যকেতুঃ তস্মাৎ বিভুঃ, তত্তনয়ঃ
সুবিভুঃ, ততশ্চ সুকুমারঃ, তস্যাপি ধৃষ্টকেতুঃ
তস্যাপি বৈনহোত্রঃ, ততশ্চ ভার্গঃ, ভার্গস্য
ভার্গভূমিঃ। ততঃ চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ। ৯। ৮ অঃ ৪ অংশ।

অর্থাৎ অলর্কের পুত্র সন্নতি, সন্নতির পুত্র সুনীথ, তৎপুত্র সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈনহোত্র, বৈনহোত্রের পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, তাঁহা হইতে অর্থাৎ তাঁহার পুত্রগণ, গুণকর্ম্মভেদে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ কেহ বা শূদ্রবর্ণে আসন পরিগ্রহ করেন। হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে—

বলেস্তু ব্রহ্মণা দত্তা বরাঃ প্রীতেন ভারত ॥ ৩৫
মহাযোগিত্ব মায়ুশ্চ কল্পস্য পরিমাণতঃ।
সংগ্রামে চাপ্যজেয়ত্বং ধর্ম্মে চৈব প্রধানতা ॥ ৩৬
ত্রৈলোক্যে দর্শনং চৈব প্রাধান্যং প্রভবে তথা।
বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মে তত্ত্বার্থদর্শনং ॥ ৩৭
চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ ত্বঞ্চ স্থাপয়িতা ভুবি। ৩৮। ২১ অঃ

মহারাজ বলি (দৈত্যরাজ বলি নহেন) মহাযোগিত্বপ্রভৃতি নানা সদ্গুণের আধার হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রীত হইয়া এই বরও দিয়াছিলেন যে তুমি ভূতলেতে চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠাপয়িতাও হইবে। সুতরাং বুঝা গেল বলিরাজার বংশধরেরা চারিবর্ণে প্রবেশ লাভ করেন। বায়ু পুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

প্রতর্দ্দনস্ত পুত্রৌ দ্বৌ বৎসো গর্গশ্চ বিশ্রুতঃ।
বৎসপুত্রো অলর্কস্ত সন্নতি স্তস্ত চাত্মজঃ॥ ৬৯
সন্নতেরপি দায়াদঃ সুনীথোনাম ধার্ম্মিকঃ।
সুনীথস্ত তু দায়াদঃ সুকেতুর্নাম ধার্ম্মিকঃ॥ ৭০
সুকেতুতনয়শ্চাপি ধর্ম্মকেতু রিতি শ্রুতিঃ।
ধর্ম্মকেতোস্ত দায়াদঃ সত্যকেতুর্মহারথঃ॥ ৭১
সত্যকেতুসুতশ্চাপি বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ।
সুবিভুস্ত বিভোঃ পুত্রঃ সুকুমার স্ততঃ স্মৃতঃ॥ ৭২
সুকুমারস্ত পুত্রস্ত ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্ম্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোস্ত দায়াদো বেণুহোত্রঃ প্রজেশ্বরঃ॥ ৭৩
বেণুহোত্রসুতশ্চাপি গার্গ্যো বৈ নাম বিশ্রুতঃ।
গার্গ্যস্ত গর্গভূমিস্ত বৎস্যো বৎসস্ত ধীমতঃ॥ ৭৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া শ্চৈব তয়োঃপুত্রাঃ সুধার্ম্মিকাঃ।
বিক্রান্তা বলবন্তশ্চ সিংহতুল্যপরাক্রমাঃ॥ ৭৫

৩০ অঃ উত্তর খণ্ড।

অর্থাৎ মহারাজ প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস ও গর্গ। বৎসের পুত্র অলর্ক, অলর্কের পুত্র সন্নতি, সন্নতির পুত্র রাজা সুনীথ, সুনীথের পুত্র সুকেতু, সুকেতু অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু, তিনি অতি মহারথী ছিলেন। সত্যকেতুর পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র সুবিভু, সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র বেণুহোত্র, বেণুহোত্রের পুত্র গার্গ্য, গার্গ্যের পুত্র গর্গভূমি এবং বৎসের পুত্র বৎস্য। এই গর্গভূমি ও বৎস্যের পুত্রগণ কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ এবং কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয়কুলে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইঁহারা অতি বিক্রান্ত অতি বলবান্ ও সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। হরিবংশ, বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপ্রভৃতি নানা পুরাণে এইরূপ আরও বহু ইতিবৃত্তের অবতারণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরা বাহুল্যবোধে উহার অধ্যাহার করিলাম না। যাহা হউক, ইহা হইতেই সকলে অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন যে বর্ণচতুষ্টয় গুণকর্ম্মভেদে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কি উহা কোন ব্রহ্মার মুখ নাসিকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রভব।

ফলতঃ ইহা পৌরাণিকগণের অলঙ্কারচ্ছটার অত্যুদ্দামতা অথবা কল্পনা-সাগরের অত্যুদ্বেলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা কেন কেহ বলিবেন ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলপ্রভব, কেহ বা কেন বলিবেন ক্ষত্রিয়গণ বাহুপ্রলম্ব-জন্মা? কেবল ইহাই নহে, বিষ্ণুপুরাণের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

অঙ্গুষ্ঠাৎ দক্ষিণাৎ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া।

কথং প্রচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহামুনে॥ ৮০—১৫ অঃ—১ অংশ

অর্থাৎ মহামুনে পরাশর! এইরূপ শ্রুত হইয়া থাকে যে, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতিপতি দক্ষ সমুদ্ভূত। তবে কেন তাঁহাকে আবার প্রচেতার ঔরসে মারিষার গর্ভে প্রসূত বলা হইয়া থাকে?

দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।

জজ্ঞে দক্ষো মহাযোগো যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ॥ ৭৩। ১৫ অঃ। ১ অং।

এখন সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন, যাঁহার মাতা মহাদেবী মারিষা ও পিতা স্বয়ং প্রচেতাঃ, তাঁহার উৎপত্তি আবার কেমন করিয়া ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠহইতে হইতে পারে? অঙ্গুষ্ঠ কি কোন জরায়ু? মানবগণ কি মৈথুনসম্ভব নহেন? ফলতঃ এই সকল অন্ধবিশ্বাস গলাধঃকরণ করিয়াই ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে রসাতলের দিকে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান অধঃপাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শাস্ত্র সকল মনুষ্য-প্রণীত। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" যখন স্বয়ং মুনিরাই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন প্রত্যেক স্বাধীনচেতাঃ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা কেহ কখন কেবল শাস্ত্রের নামেই দশায় না পড়েন। কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত হইতে পারে না ও অভ্রান্ত নহে। সুতরাং যুক্তি ভিন্ন কোন কথাই গ্রহণ করিতে হইবে না। মহর্ষি বৃহস্পতিও জলদগম্ভীরস্বরেই বলিয়াছেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কুর্য্যাৎ কার্য্যনির্ণয়ং।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রবাক্য, অতএব ইহা অবশ্যই পালনীয়, এমন কথা কেহই ভাবিবেন না। কেহই যুক্তিহীন কোন শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিবেন না। তাহাতে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে। তবে কি শাস্ত্রের মধ্যেও অযুক্তির কথা আছে? অবশ্যই আছে নতুবা বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ ঋষি হইয়াও কেন এরূপ বলিবেন? আর কেনই বা স্বয়ং বিষ্ণু পুরাণ লিখিয়া যাইবেন যে—

সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্ত যদ্বচনং দ্বিজ।

দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্ত চাশ্রমঃ॥ ১৪।১অঃ।৬ অংশ।

অর্থাৎ যিনিই কেন ছন্দোবন্ধে কোন বচন রচনা করুন না, তৎসমুদায়ই কলিতে শাস্ত্র বলিয়া গণ্য মান্য। এবং কলিতে ওলাবিবি, সত্যপীর ও ঘেঁটু-প্রভৃতি সকলই দেবতাপদবাচ্য। এবং কলিতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারিটী আশ্রমের যে কোনটাই যে কোন ব্যক্তির অবলম্বনীয়। যাহা হউক আমরা যাহা দেখাইলাম, বোধ হয় তদ্দর্শনে সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, বর্ণ বা জাতি মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত, পরন্ত কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গপ্রভব নহে। ফলতঃ যদি গুণকর্ম্মই বর্ণ বা জাতির নিয়ামক না হইত, তাহা হইলে আমরা উচ্চবর্ণকে হীনবর্ণ ও হীনবর্ণকে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে দেখিতাম না। পরাশর বলিতেছেন—

শূদ্রোপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণোভবেৎ।

ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরোভবেৎ॥

অর্থাৎ শূদ্র শীলসম্পন্ন হইলে সে গুণবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হয়েন, তবে তিনি শূদ্র হইতেও অত্যপকর্ষ ভজনা করেন। শৈব পুরাণে লিখিত রহিয়াছে—

এতৈশ্চ কর্ম্মভির্দেবি! ব্রাহ্মণো যাত্যধো গতিং।

শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্॥

হে দেবি! এই সকল হীনকর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ গুণোৎকর্ষে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় ও গুণাপকর্ষে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যান। স্বয়ং মনুও বলিয়া গিয়াছেন—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।

অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাৎ যুগাৎ॥ ৬৪

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে যে পারিশবাখ্য অপসদ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যদি শ্রেয়ান্ অর্থাৎ বিদ্যাগুণসম্পন্ন হয়েন, তবে তিনি অশ্রেষ্ঠ শূদ্র জাতি হইয়াও সপ্তম পুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া থাকেন। পরেই বলা হইতেছে—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াৎ জাতমেবন্তু বিপ্তাৎ বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥ ৬৫।১০ অঃ

অর্থাৎ—যদি ব্রাহ্মণ হীনকর্ম্মা হয়েন, তবে তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর যদি শূদ্র গুণসম্পন্ন হয়েন, তবে তিনিও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হয়েন। মহর্ষি বায়ুও বলিয়া গিয়াছেন—

কিং লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভির্নৃপৈঃ॥ ১০০
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসা দানত স্তথা॥ ১০১
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
বিশ্বামিত্রো নরপতির্মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃ কপিঃ॥ ১১১
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানূহবান্ ঋভুঃ।
আর্ষ্টিসেনোঽজমীঢ়শ্চ ভগোঽন্তোন্তে তথৈবচ॥ ১১২
কক্ষীবান্ চৈব শিজয়স্তথান্তে চ মহারথাঃ।
ক্ষত্রোপেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ॥ ১১৩।৩৯ অঃ

অর্থাৎ হে মহর্ষি! কোন্ কোন্ লক্ষণ, কোন্ কোন্ ধর্ম্ম, কি তপস্তা বা কোন্ শ্রৌতজ্ঞানবলে বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়াছি যে বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংকৃতি ও মহারাজ কপি, কপির পুত্র পুরুকুৎস, সত্য, অনূহবান্ (যথাদৃষ্টং লিখিতং) ও ঋভু, আর্ষ্টিসেন, অজমীঢ়, ভগ ও অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শিজয় ও পারশব কক্ষীবান্ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ্য ও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কক্ষীবান্ কে?

মহারাজ বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগ হইতেই তদধিকৃত জনপদসমূহ আজি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে বিশেষিত। উক্ত সুহ্মের রাজ্য আজি রাঢ়দেশ বলিয়া প্রথিত। মহারাণী সুদেষ্ণা, প্রথমে ভীত হইয়া আপনার দাসী উশিজকে দীর্ঘতমার নিকট প্রেরণ করিলে, দাসী উশিজের গর্ভে কক্ষীবান্‌প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং ইঁহারা শূদ্রমাতৃকত্ব নিবন্ধন জাতিতে পারশব ও শূদ্রধর্ম্মা হইতেছেন। কিন্তু গুণোৎকর্ষে কক্ষীবান্ বিপ্রত্ব ও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা পর্য্যন্ত পিতার ন্যায় বহু সারগর্ভ বেদমন্ত্রের প্রণয়ন করেন। কক্ষীবান্ যে উশিজের গর্ভপ্রভব ইহার কোন প্রমাণ আছে? মহাভারত ও প্রত্যেক পুরাণ এ বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা। স্বয়ং বেদও বলিতেছেন—

কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ। ১—১৮ সূ—১ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং—যঃ কক্ষীবান্ ঋষিঃ ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্র। কক্ষীবতঃ অনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিঃ।

অর্থাৎ কক্ষীবান্ দাসী উশিজের পুত্র। তিনি একজন আনুষ্ঠানিক ঋষি ও আনুষ্ঠানিক মুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐলুষ কবষও ঐরূপ পারশব ঋষি ও মন্ত্রপ্রণেতা বটেন। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে স্বয়ং কক্ষীবান্ (কিংবা সায়ণের মতে বামদেব ঋষি) বলিতেছেন—

অহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ। ১—২৬ সূ ৪ম

অত্র সায়ণভাষ্যং—বামদেব উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানঃ সন্ আহ অহং বামদেবঃ বিপ্রো মেধাবী কক্ষীবান্ দীর্ঘতমসঃ পুত্র এতন্নামক ঋষিরপি অস্মি।

অর্থাৎ বামদেব ঋষি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সোহং ভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়া বলিতেছেন যে আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি কক্ষীবান্ ঋষি। আমরা কিন্তু ইহা স্বয়ং কক্ষীবানের উক্তি বলিয়াই মনে করি। কেননা ২৬ সূক্তের কোন মন্ত্রেই বামদেব ঋষির নাম নাই। যাহা হউক যিনি বেদমন্ত্র-প্রণেতা ও ঋষিপদবাচ্য, তিনি যে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহা ধ্রুবই। বলিবে যে নীলকণ্ঠ ত অনুশাসন পর্ব্বের ৪৬ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে—

"অব্রাহ্মণং ত্বিতি দীর্ঘতমসঃ পুত্রেষু শূদ্রায়াং
জাতেষু কক্ষীবদাদিষু ব্রাহ্মণ্যাদর্শনাৎ ইতিভাবঃ।"

কিন্তু ঋগ্বেদের মন্ত্র, মনুর ১০ম অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোক ও উশনার বাক্যানুসারে (পারশবগণ পূজক), আমরা কক্ষীবানের ব্রাহ্মণ্যে সন্দিহান হইতে পারি না। যাহা হউক বিশ্বামিত্রাদির ব্রাহ্মণ্যাবাপ্তিবিষয়ে মহাভারত বলিতেছেন—

ততো ব্রাহ্মণতাং জাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন। অপিচ কেবল তাহাও নহে, তাঁহা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণবংশেরও সমুৎপত্তি হয়। হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে—

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষির্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।
এতে বৈ সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গবাঃ॥ হরিবংশ।

মহারাজ দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার বংশধর মিত্রয়ু অতীব ব্রহ্ম পরায়ণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। উক্ত ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর পুত্র সোম এবং উক্ত সোমের বংশধরেরা মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন—

ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুং, অপ্রতিরথং
ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ।
তস্যাপি মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ।
তংসোরনিলঃ ততঃ দুষ্মন্তাদ্যাঃ চত্বারঃ পুত্রাঃ
বভূবুঃ। দুষ্মন্তাৎ চক্রবর্ত্তী ভরতঃ অভবৎ। ১২।১৯ অ। ৪অং

ঋতেয়ু রাজার পুত্রের নাম রন্তিনার। রন্তিনারের পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। তংসুর পুত্র অনিল, অনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী ভরত, যাঁহার নাম হইতে ভূলোক ভারতবর্ষ নামে প্রথিত হয়। তংসুর দ্বিতীয় ভ্রাতা মহারাজ অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথির পুত্রগণই ভারতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে—

বিতথস্য ভবমন্যুঃ, পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্রমহাবীর্য্যনরগর্গাস্তা ভবমন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সঙ্কৃতিঃ, সঙ্কৃতে রুচিরধীরন্তিদেবৌ। গর্গাৎ শিনিঃ ততঃ গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। ৯।১৯ অঃ ৪ অংশ।

অর্থাৎ মহারাজ বিতথের পুত্র ভবমন্যু, ভবমন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গপ্রভৃতি। নরের পুত্র সঙ্কৃতি, সঙ্কৃতির পুত্র রুচিরধী ও

রন্তিদেব। (মহাভারতে বিবৃত আছে, এই রন্তিদেবই গোমাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন)। গর্গের পুত্র শিনি। এই গর্গ ও শিনির পুত্রেরাই গার্গ্য ও শৈন্যনামক ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া প্রথিত।

মহাবীর্য্যাৎ উরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য
ত্রয্যারুণ পুষ্করিণৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ।
তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতা মুপজগাম। ১০ ঐ

অর্থাৎ মহারাজ বিতথের দ্বিতীয় পুত্র মহাবীর্য্যের পুত্রের নাম উরুক্ষয়। উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করী ও কপিল। এই তিন ক্ষত্রিয়সন্তানই পশ্চাৎ বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী,
য ইদং হস্তিনাপুর মারোপয়ামাস। অজমীঢ়
দ্বিমীঢ় পুরুমীঢ়াঃ ত্রয়ো হস্তিন স্তনয়াঃ
অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ কণ্বাৎ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না
দ্বিজাঃ। ১০—ঐ

মহারাজ বিতথের প্রথম পুত্রের নাম বৃহৎক্ষত্র, তৎপুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র কৌরব-কুল-কেতু মহারাজ হস্তী, এই হস্তীই হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। মহারাজ হস্তী নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব ও কণ্বপুত্র মেধাতিথি ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন, এবং কণ্বের অনন্তরবংশ্যগণ কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত হয়েন।

অজমীঢ়স্য নীলিনী নাম পত্নী, তস্যাং নীলসংজ্ঞং পুত্রোঽভূৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ ততশ্চক্ষুঃ, ততোহর্য্যাশ্বঃ তস্মাৎ মুদ্গল সৃঞ্জয় বৃহদিষু প্রবীর কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানা মেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায় অলম্। এতে মৎপুত্রা ইতি পিত্রা অভিহিতা অতস্তে পাঞ্চাল্যাঃ। ১৫ মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। ১৬।১৯ অঃ

মহারাজ অজমীঢ়ের পত্নীর নাম নীলিনী, তাঁহার গর্ভে নীলনামক পুত্র প্রসূত হয়। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু, পুরুজানুর পুত্র চক্ষু, চক্ষুর পুত্র হর্য্যাশ্ব, হর্য্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু,

প্রবীর ও কাম্পিল্য, পিতা হর্য্যশ্ব, এই পাঁচ পুত্রকে পঞ্চ জনপদ প্রদান করেন, পুত্রেরা তদ্রক্ষণে সমর্থ (পঞ্চ—অলং) ছিলেন বলিয়া উক্ত পঞ্চ জনপদ পাঞ্চাল বলিয়া প্রখ্যাত হয়। উক্ত মুদ্গল ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানগণই মৌদ্গল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-নামের বিষয়ীভুত। হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে—

মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ ॥ ৬৭
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
এতে হ্যঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কাণ্বমৌদ্গলাঃ ॥ ৬৮—৩২ অ।

অর্থাৎ মুদ্গলের পুত্র মৌদ্গল্য, এই মুদ্গল ও মৌদ্গল্যপ্রভৃতি সকলে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। ইঁহারা অঙ্গিরার পক্ষ সংশ্রিত কাণ্ব-মৌদ্গল ব্রাহ্মণ। কেবল ক্ষত্রিয় নহে, বৈশ্যাদিও গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। যদাহ হরিবংশং—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। ৯—৯ অ।

নাভাগাদিষ্ট নামক কোন বৈশ্যের দুইটী পুত্র ও বিদ্যাতপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। কক্ষীবান্ ও কবধ, শূদ্রমাতৃক, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ্য ও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং "শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি" মনুর এ উক্তিও সার্থক হইতেছে। ফলতঃ গুণমাহাত্ম্যে উৎকর্ষ ও গুণরাহিত্যে অপকর্ষ না ঘটিলে মহর্ষি আপস্তম্ব কথনই বলিতেন না—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ। অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বোবর্ণঃ জঘন্যং জঘন্যং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

অর্থাৎ হীনবর্ণের লোকেরা ধর্ম্মাচরণদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণত্ব ও উৎকৃষ্ট বর্ণের লোকেরা গুণাপকর্ষে হীনবর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভবিষ্যপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ ॥ ২২
মৃগীজো ঋষ্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে ॥ ২৩

মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডূকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ॥ ২৪

৪২ অ ব্রাহ্মপর্ব্ব—ভবিষ্য পুরাণ।

অর্থাৎ ভারতভূষা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৈবর্ত্তকন্যা, পরাশর অতি অন্ত্যজ শ্বপাককন্যা, মানবদেবতা জীবন্মুক্ত শুকদেব শুকী, বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কণাদ উলূকী, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী, সূর্য্যবংশের কুলগুরু জগদ্বন্দ্য বশিষ্ঠ, স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী, মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল নাবিককন্যা ও মুনিরাজ মাণ্ডব্য মণ্ডূকী নাম্নী অতি হীনবংশপ্রভবা নারীর গর্ভসম্ভব। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কেবল গুণগরিমার বলে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াও মহোচ্চ ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাই মহাত্মা মনু বলিয়াছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং"।

ভবিষ্য পুরাণের ব্রাহ্মপর্ব্বের ১৬ অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকেও বিবৃত রহিয়াছে—

ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা
ব্রাহ্মণত্ব মবাপ্নুয়ুঃ।

কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য বা কি শূদ্র, সকলেই গুণ ও কর্ম্ম-মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সন্তান বামদেব কর্ম্মাপকর্ষে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন, মহারাজ পৃষধ্রও গুরুর গো বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পৃষধ্রো হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গাং জনমেজয়। ১০
শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নো লোকেষু পরিকীর্ত্তিতং। ১১। ১১ অ হরিবংশ।

কেবল ইহাই নহে, পূর্ব্বকালে অনেকে গুণকর্ম্মব্যতিরেকেও কেবল পরানুগ্রহে (একালের শূদ্রগণের অর্থবলে ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্তির ন্যায়) ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া গিয়াছেন। যদাহ স্কন্দ পুরাণং—

অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
স্বপক্ষং প্রবলং কর্ত্তুং যজ্ঞসূত্র মকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
জামদগ্ন্য স্তদোবাচ সুপ্রীতেনাত্মনাত্মনা॥

এখন সকলে ভাবিয়া দেখুন বর্ণ ও জাতি ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গজ, না গুণ ও কর্ম্মপ্রভবজ। অতি মহোদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ভারতে শুভোদর্ক কৌলীন্য

ও চাতুর্বর্ণ্যপ্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু সামাজিকগণ কেবল স্বার্থপরায়ণ হইয়া বিনা গুণে বিনা বিদ্যা ও বিনা অবদানে আপন আপন সন্তানগণকে কুলীন ও ব্রাহ্মণাদি হইতে দিয়াই উক্ত মঙ্গলজনক প্রথাদ্বয়ের সমূলোচ্ছেদ সমূলে বিনষ্ট করিয়াছেন। পরীক্ষায় পাস না করিলে যেরূপ এম, এ,র পুত্র এম, এ, ও তর্কালঙ্কারের পুত্র তর্কালঙ্কার হইতে পারেন না, তদ্রূপ কুলীন ও ব্রাহ্মণের নির্গুণ পুত্রেরাও কৌলীন্য এবং ব্রাহ্মণ্যলাভে অধিকারী নহেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ সামাজিকগণ স্ব স্ব নির্গুণ পুত্রগণকে কুলীন ও ব্রাহ্মণ হইতে দিয়াই কৌলীন্য ও চাতুর্বর্ণ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

বিবাহপ্রকরণ

অতি পূর্ব্বকালে তামসযুগে জগতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। আদম বা আদিমানব লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিংবা বিরাটের পুত্রগণ, সহোদরা ভগিনীতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করেন। স্বয়ং বিষ্ণু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কালে লোকসংখ্যার উপচিতি হইলেও মনুষ্যগণ গবাদি পশুর ন্যায় যাহাতে তাহাতে উপগত হইয়া সন্তান অথবা মনুষ্যের উৎপাদন করিত। অনেক সময়ে এরূপও ঘটিত যে, কে কন্যার গর্ভোৎপাদন করিয়াছে তাহা জানা যাইত না, তজ্জন্য তদানীন্তন লোকেরা গাভীর বৎসাদির ন্যায় কন্যার নামে সন্তানগণের নাম রাখিতেন। সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত এই রীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল, তাই কশ্যপের সন্তানগণ পিতা কশ্যপের নামে পরিচিত না হইয়া মাতৃনামে পরিচিত হয়েন। যদাহ বায়ু পুরাণম্—

দিবৌকসাং সর্ব্ব এষ প্রোচ্যতে মাতৃনামভিঃ।

এই যে দেবগণের উৎপত্তিবিবরণ বর্ণিত হইতেছে, ইঁহারা মাতৃনামে পরিচিত। যেমন দিতির পুত্র দৈত্য, অদিতির পুত্র আদিত্য, দনুর পুত্র দানব, ভ্রাতা মনুর পুত্র মানব, বিনতার পুত্র বৈনতেয়, কদ্রুর পুত্র কাদ্রবেয় প্রভৃতি। ঐরূপ স্বর্গ প্রজাপতির পুত্রগণ স্বর্গের নামে পরিচিত না হইয়া তাঁহার পত্নী

বসু, সাধ্যা ও বিশ্বার নামে সংসূচিত হয়েন। তজ্জন্য ধবাদি অষ্ট বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণও মাতৃনামা। তবে কালে এই রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া সামাজিকগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে পিতৃনামে পরিচিত করিতে আরম্ভ করেন। যেমন গর্গের পুত্র গার্গ্য, কন্যা গার্গী, ভৃগুর পুত্র ভার্গব, জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য, মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়, অরুণির পুত্র আরুণেয়, যদুর পুত্র যাদব ও পাণ্ডুর সন্তানেরা পাণ্ডব।

বিবাহ ছিল না, যে কোন স্ত্রীতে যে কোন পুরুষ উপগত হইত, সুতরাং এমনও ঘটিত যে এক স্ত্রী লইয়া অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, পরে যাহার বলবীর্য্য বা পরাক্রম অধিক, সে কন্যার পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য পুরুষগণকে হত্যাদি করিয়া কন্যার ইচ্ছার-বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কন্যা লইয়া যাইত ও আপনার করিয়া লইত, ইহাই কালে রাক্ষসদিগের মধ্যে বৈধ বলিয়া প্রচলিত থাকে ও উহা রাক্ষসবিবাহ নামে প্রথিত হয়। যদাহ মনু :—

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥ ৩৩—৩ অ।

নেপাল ও বাহ্লিকাদি স্থানের অধিবাসীদিগের নাম পিশাচ, উহারা নিদ্রিত, সুরামত্ত বা প্রমাদগ্রস্ত নারীগণের সহিত গোপনে উপগত হইয়া পরে উহাদিগকে আপন করিয়া লইত। এই রীতি অতি নিকৃষ্ট ছিল, পিশাচগণ এই উপায়েই পত্নীসংগ্রহ করিত, তাই ইহার নাম পৈশাচ বিবাহ।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩৪—৩ অ॥

এই রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অতি অপকৃষ্ট, কিন্তু তামসযুগের লোকেরা প্রথমে এই উপায়েই পত্নীসংগ্রহ করিত। কালে সভ্যতার বিকাশ হইলে আর্য্যগণ ইহার পরিহার করিলেও পিশাচ ও রাক্ষসগণ ইহার অনুবর্ত্তী থাকেন। রাজগণও সময়ে সময়ে যুদ্ধলব্ধ কন্যাগণের ইচ্ছার-বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়া এই রাক্ষস বিবাহের অনুবর্ত্তী হইতেন। তাই মনু বলিয়াছেন—

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকং। ২৪—৩ অ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়গণই রাক্ষস বিবাহের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, পরন্তু অন্যেরা নহে।

এই সকল বর্ব্বর-প্রথাদ্বারা সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইতেছে দেখিয়া তদানীন্তন সামাজিকগণ উহার পরিবর্ত্তে শুল্ক বা পণ-দ্বারা কন্যা বা কন্যার অভিভাবকগণকে বশীভূত করিয়া কন্যা লইয়া যাইয়া আপনার পত্নী করিতে আরম্ভ করেন। পার্শী বা অসুরগণমধ্যে পরেও ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া ইহার নাম আসুর বিবাহ হয়।

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাৎ আসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥ ৩১—৩ অ।

এই প্রথা রাক্ষস ও পৈশাচ জাতি হইতে অনেক উন্নত ছিল, ইহাতে কন্যার পিতা বা কন্যা স্বয়ং আপন ইচ্ছাতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। এখনও যে আমরা সমাজে কন্যা উঠাইয়া আনিয়া বরের বাড়ীতে বিবাহ হইতে দেখি, ইহা সেই আসুর বিবাহেরই পরিণতিবিশেষ। মুসলমান সমাজের কাবিনও আসুর বিবাহের অঙ্গবিশেষ মাত্র। আমরা অসুরগণের এই বিবাহ প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাই ইহা আসুর নামে পরিভাষিত। এক সময়ে ব্রাহ্মণাদি সকল উচ্চ জাতির মধ্যেই এই আসুর বিবাহের প্রচলন ছিল, এবং এখনও ইহা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এখনও পণ দিয়া কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহাও কালে অপকৃষ্ট প্রথা বলিয়া মনে হওয়ায় ঋষিগণ কেবল বৈশ্য ও শূদ্রগণমধ্যেই ইহার প্রচলন হইতে দেন। তাই মনু বলিয়া গিয়াছেন—

আসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। ২৪—৩ অ।

আসুর বিবাহ, কেবল বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যেই প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কখনও ইহার অনুষ্ঠান করিবেন না।

বলপূর্ব্বক কন্যাহরণে, কি কন্যার অজ্ঞানাদি অবস্থায় তাহাকে পত্নী করাতে অনেক সময়ে সেই কন্যার সহিত পতিদিগের মনের অমিল ঘটিয়া সমাজের নানা অকল্যাণ ঘটিতে আরব্ধ হইলে, সমধিক সভ্যতালোসকম্পন্ন সামাজিকগণ, যুবক ও যুবতীগণকে নিজে নিজে স্ব স্ব পতি ও পত্নীনির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকার প্রদান করেন। ফলতঃ সভ্যতার-যুগে যুবক যুবতীরা আপনারাই আপনার মনোমত পাত্রী পাত্রের সহিত সম্মিলিত হইতেন, সামাজিকেরা তাহাই বৈধ বলিয়া অনুমোদিত করিয়া লয়েন। ইহা এক সময়ে

সকলেরই সাধারণ বিধি ছিল, কিন্তু কালে কেবল গন্ধর্ব্ব জাতিতেই ইহার প্রচলন প্রবর্ত্তিত থাকে, তাই ইহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। তাই মনু বলিয়াছেন—

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়োঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥ ৩২—৩ অ।

অপগস্থান ও স্বাধীনাতাতার প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা এক সময়ে গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত ছিলেন। এখনও কৃষ্ণপর্ব্বতের গান্ধাব নগর, গন্ধর্ব্ব-গণের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করিয়া দেয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিবৃত আছে যে ভরত যাইয়া গন্ধর্ব্বদিগের অধ্যুষিত দেশ মহাজনপদ গান্ধার জয় করিয়া তথায় আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুষ্করের নামে পুষ্করাবতী ও তক্ষের নামে তক্ষশিলা নামে দুইটী নগরী প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, উহাঁদিগকে তত্রত্য রাজপদে অভিষিক্ত করেন। সম্প্রতি উক্ত নগরীদ্বয় গজনী ও তক্ষশিলা নামে প্রসিদ্ধ।

মন্বাদি ঋষিগণ, এই গন্ধর্ব্ববিধানকে মৈথুন্য ও কামসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি যত প্রকার বিবাহ আছে, তন্মধ্যে ইহাই প্রশস্ততর বিধি। বৈদিকযুগের সভ্যতালোক-সমালোকিত সামাজিকগণ এই গান্ধর্ব্ব রীতির বহুমান করিতেন, তাহা বৈদিক মন্ত্রপাঠে প্রতীত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যগণ অদ্যাপি এই পৈতৃক বিধির অনুসরণ করিয়া আসিতে-ছেন। দুষ্মন্তশকুন্তলা অর্জ্জুনসুভদ্রা, এবং সাবিত্রীসত্যবানের বিবাহ এই পবিত্র বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল। যদুক্তং বনপর্ব্বণি—

পুত্রি প্রদানকাল স্তে নচ কশ্চিৎ বৃণোতি মাং।
স্বয় মন্বিষ্য ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ॥ ৩২
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্য স্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্॥ ৩৩—২৯ অ।

অশ্বপতি কহিলেন, হে কন্যে! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কেহ আমার নিকট তোমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিল না। অতএব তুমি অন্বেষণ করিয়া আত্মসদৃশ বরনির্ণয় কর। এবং সেই বর কে? তাহা আমাকে জানাও, আমি তোমার মনোনীত পাত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাতে অনুমোদন করিব। সুতরাং বেশ বুঝা গেল এই গান্ধর্ব্ববিধান কেবল নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়বিশেষ ছিল না। কেন না

তাহা হইলে ভারতবাসীরা সাবিত্রীকে জগতের আদর্শ মহিলা জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কন্যাদিগকে "সাবিত্রী সদৃশী ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন না।

ঋগ্বেদে যে সকল বিবাহ-ঘটিত মন্ত্র রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্ব তৎকালে ঘটকের কার্য্য করিতেন, উক্ত বিশ্বাবসু যে অভিভাবকগণের নিকট কোন প্রস্তাব না করিয়া কেবল প্রাপ্তবয়াঃ যুবতী-গণের নিকটেই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন তাহাও মন্ত্রে বিবৃত রহিয়াছে। সুতরাং তাহাতেও বুঝা যায় যে, যুবতীগণ স্বাধীনভাবে পতি নির্ব্বাচিত করিয়া পাণিদান করিতেন। অথর্ব্ববেদে বিবৃত আছে—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। ৩য় খণ্ড, ১১৪ পৃঃ।

কুমারীগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বিদুষী হইয়া যুবা পতির বরণ করিয়া থাকেন। বেদাদিতে বিবাহ-ঘটিত যে সকল মন্ত্রাদি রহিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে যুবক যুবতী স্বাধীনভাবে মনোনয়ন দ্বারা পতি পত্নীর নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। পারস্কর স্বদীয় গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন —

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি,
মম চিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচ মেকমনা জুষস্ব,
প্রজাপতি স্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

বর বলিতেছেন, হে ললনে! তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হৃদয়ের অনুরূপ হউক। তুমি আমার সহিত একমনাঃ হইয়া আমার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হও। প্রজাপতি তোমাকে আমার সহিত সম্মিলিত করুন। ঋগ্বেদের একত্র বর্ণিত রহিয়াছে—

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং,
ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধিঃ,
মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ৩৬—৮৫ সূ—১০ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং............হে বধু! তব হস্তং গৃহ্ণামি, কিমর্থং? সৌভগত্বায় সৌভাগ্যায়। ময়া পত্যা ত্বং যথা জরদষ্টিঃ প্রাপ্তবার্দ্ধক্যা অসঃ ভবসি। ভগঃ, অর্য্যমা, সবিতা, পুরন্ধিঃ পূষা, এতে দেবাঃ ত্বা ত্বাং মহ্যং অদুঃ

দত্তবন্তঃ। কিমর্থং? গার্হপত্যায় যথা অহং গৃহপতিঃ স্যামিতি (ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব দেখ—২৮১—৮২ পৃ)।

হে বধূ! আমার সৌভাগ্য হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। তুমি আমার সহিত বার্দ্ধক্যে উপনীত হও। ভগ, অর্য্যমা, সবিতা ও পূষা তোমাকে এই জন্ত আমার হস্তে দান করিয়াছেন যে, আমি তোমাকে লইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম করিব।

বেদ কেন হস্তধারণের কথা বলিলেন? কেন শাস্ত্রে পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন কথা দুইটী বিবাহের দ্যোতক হইয়াছিল? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, প্রাচীনতম যুগের সামাজিকগণ পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া সমাজে মনোনয়ন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এবং অবস্থাদৃষ্টে ইহাও মনে হয় যে, প্রথমতঃ যুবকেরা পছন্দ করিয়া যাহার হাত ধরিত, সে তাহার পত্নী হইত। ক্রমে উহাই মার্জ্জিত হইয়া গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণত হয়, এবং পাণিগ্রহণ বা পাণি দ্বারা পাণিপীড়ন করা হইত বলিয়া বিবাহের নাম পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন হইয়া যায়। এবং তদবধি বিবাহে বরকন্তার হস্ত-ধারণ একটী প্রথা হইয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে—

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥ ৪৭

তত্র সায়ণভাষ্যং.........বিশ্বে দেবা নৌ (আবয়োঃ) হৃদয়ানি মানসানি সমঞ্জন্তু আপশ্চ সমঞ্জন্তু তথা মাতরিশ্বা নৌ হৃদয়ানি সন্দধাতু ধাতা চ সন্দধাতু দেষ্ট্রী দাত্রী ফলানাং সরস্বতী সাচ সন্দধাতু সন্ধানং করোতু (ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব ২৬৯ দেখ)।

হে ললনে! সমুদায় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদিগে উভয়ের হৃদয় মিলাইয়া এক করুন। বায়ু, ধাতা ও সরস্বতী আমাদিগকে মিলাইয়া এক করুন। স্থলান্তরে বিবৃত আছে—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ ৪৬। ৮৫ সূ। ১০ম।

হে বধূ! তুমি শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞী হও।

উল্লিখিত বেদমন্ত্রসমূহ পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, তদানীন্তন কালে সমাজে গান্ধর্ব্ববিধানই প্রবলতর ছিল। ইহা না বাল্য-বিবাহের ছায়া মনে প্রতিফলিত করে, না ইহা মনে আসুর, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, বা দৈব বিবাহের সত্তার সংস্থচনা করিয়া দেয়। তবে প্রাজাপত্য বিবাহও বরকন্যার যৌবনপ্রাপ্তিতেই অনুষ্ঠিত হইত, উহা বাল্য-বিবাহ ছিল না, এরূপ অনুমিত হইয়া থাকে। প্রাজাপত্য বিবাহের লক্ষণ কি ? তথাহি মনুঃ—

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদান মভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥৩০ অ

তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, বরকন্যাকে এই বলিয়া শ্রদ্ধাসমাদরপূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

ইহা বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের ব্রাহ্ম-বিবাহের আদর্শ পদ্ধতি। ইদানীন্তন ব্রাহ্ম-বিবাহে যেমন গান্ধর্ব্ব-বিবাহের একটা ছায়া থাকে, প্রাজাপত্য-বিবাহেও তেমনই একটা গান্ধর্ব্বী ছায়া অনুভূত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, দক্ষ, স্বায়ম্ভুব মনু, ধর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য ও কশ্যপাদি প্রজাপতিগণ দ্বারা ইহার প্রচলন ও অনুষ্ঠান হইয়া থাকিবে। এবং সম্ভবতঃ ইহা স্বর্গাদি আদি দেবভূমিতেই সমধিকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে ইহা দ্বারা গান্ধর্ব্ব-বিধির পূর্ণ স্বাধীনতা যেন খর্ব্বীভূত হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর আমরা দৈব-বিবাহের কথা বলিব। মনু বলিতেছেন—

যজ্ঞে তু বিততে সম্যক্ ঋত্বিজে কর্ম্মকুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥ ২৮

অর্থাৎ কোন যজ্ঞ সমারব্ধ হইলে যজনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পুরোহিতকে অলঙ্কৃতা কন্যার সম্প্রদানকে দৈব-বিবাহ বলে।

ইহা যৌবন কি বাল্য-বিবাহ, তাহা জানা যায় না, তবে স্বর্গের দেবগণ মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল বলিয়া ইহাকে যৌবন-বিবাহ বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। মহারাজ দশরথ যে ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা দান করিয়াছিলেন, উহাও দৈব-বিবাহ বিশেষ। এই বিবাহপ্রথায় পাত্রপাত্রীর স্বাধীনতা কিংবা মনোনয়নের কোন ভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। ন্যায়তঃ বলিতে গেলে ইহা অপকৃষ্ট-শ্রেণীরই বিবাহবিশেষ। এই শ্রেণীর আর একটী বিবাহের নাম আর্ষ বিবাহ।

একং গোমিথুনং দ্বে বা বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবৎ আর্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥ ২৯

বরের নিকট হইতে ধর্ম্মার্থ এক কি দুইটী গোমিথুনগ্রহণপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানের নাম দৈব-বিবাহ।

আমরা মনে করি, ইহা আসুর বিবাহের অবস্থান্তরবিশেষ। ধর্ম্মের জন্য বরের নিকট গোমিথুনগ্রহণ, আর উদরের জন্য পণগ্রহণ উনিশ আর বিশ মাত্র। কেবল আমরা নহি, পূর্ব্বকালীন ঋষিরাও উহাকে শুল্ক বা কন্যাপণ বলিয়াই মনে করিতেন।

আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ। ৫৩—৩ অ।

আমরা বলি, উহা মিথ্যা নহে, উহাই সত্য কথা। ঋষিদিগের এই কুপ্রথাই প্রসার প্রাপ্ত হইয়া আসুর-বিবাহের দেহের পুষ্টিবিধান করে। অতঃপর সমাজে যে সাধারণ-বিবাহপ্রথার প্রচলন হয়, উহার নাম ব্রাহ্ম-বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭—৩অ

অর্থাৎ কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বরকে আহ্বানপূর্ব্বক যে সসম্মানে কন্যাদান, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ।

একালের হিন্দুগণ আপনাদিগের বর্ত্তমান বিবাহপ্রথাকে এই ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ইহা অবাধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কেননা এখনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আসুর বিবাহ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এবং একালে যে ভাবে বরপণের ভীষণ স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, তখন ইহাকে বৈদিকযুগের ব্রাহ্মবিধি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও বরপণের একটা হিল্লোল যেন অন্তঃসলিল বাহিনী রূপে প্রবাহিত হইতেছে। তবে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহ এখন যেন এই পৌরাণিক যুগের বিবাহের ছায়াতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যদাহ মহানির্ব্বাণতন্ত্রং—

কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥ ৮ম উল্লাস।

অর্থাৎ গৃহস্থ কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত করিয়া ধনরত্ন সহিত বিদ্বান্ বরে সমর্পণ করিবেন।

এই বিবাহ প্রথা অনেকাংশে মার্জ্জিত ও শুভোদর্ক। কেননা ইহাতে অন্ততঃ অষ্টবর্ষা গৌরীদানের বর্ব্বরতা অনেকাংশে বিদূরিত হইতেছে। কালে বর্ব্বরতামূলক বাল্যবিবাহও যেন উঠিয়া যাইবে। উক্ত বিবাহের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ হইল কেন? পূর্ব্বকালে চাতুর্বর্ণ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে স্বর্গ ও ভারতের জন সাধারণ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন, স্বর্গ বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ ছিল—

মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ। ভীষ্মপর্ব্ব।

হে নৃপ! মঙ্গদেশ ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ। উক্ত ব্রাহ্মণগণ স্বকর্ম্মনিরত ছিলেন। চন্দ্র এই ব্রাহ্মণগণের রাজা ছিলেন। "সোমোব্রাহ্মণানাং রাজাসীৎ।"

যাহা হউক আমরা বিবাহসম্বন্ধে আরও দুইটী শ্লোক নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকি, উহা দ্বারাও পৌরাণিকযুগের বিবাহ প্রথার কতক আভাস পাওয়া যায়।

আদৌ তাতো বরং পশ্যেৎ ততো বিত্তং ততঃ কুলং।
যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন বা॥
কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা ধনং।
বান্ধবাঃ কুল মিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ॥

কন্যাসম্প্রদানের পূর্ব্বে পিতা প্রথমে বরের বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভৃতি দেখিবেন। তৎপর তাহার ধনসম্পদ্ ও বংশের কথা ভাবিবেন। যদি বরের কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহার ধন ও বংশমর্য্যাদা থাকিলেই বা কি হইবে? কন্যা চাহে তাহার পতি সুন্দর হউক, মাতার ইচ্ছা তাঁহার জামাতা ধনী হয়েন। পিতা বরের বিদ্যাবত্তা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, বান্ধবেরা দেখেন বরের বংশটা সমুন্নত বটে কিনা। আর সাধারণ লোকসকল উহার কিছুই না দেখিয়া মিষ্টান্ন ফলারের ভাবনাটি ভাবিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে বাল্যবিবাহ ছিল না, কালে উহার এতদূর প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে যে এখন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও উহার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতেছেন না। কিন্তু ইহাই আমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের একমাত্র অন্তরায়। ভগবান্ সুশ্রুত তারস্বরেই বলিয়া গিয়াছেন—

ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ অপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেৎ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

১০অঃ, শারীরস্থান।

অর্থাৎ যদি পঞ্চদশ বর্ষের বালিকাতে পঁচিশ বৎসর বয়সের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করে, তবে সে গর্ভ জরায়ুতেই বিনষ্ট হয়। অথবা যদি সন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সে দীর্ঘজীবী হয় না। অথবা দীর্ঘজীবন পাইলেও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। বলিবে তবে মনু কেন বাল্যবিবাহের কথা বিবৃত করিলেন?

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ ৯৪—৯অঃ

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ হৃদ্য দ্বাদশবার্ষিকী কন্যা কিংবা চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। যদি কেহ এই ত্রিশ বা চব্বিশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করে তবে সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। তথাহি—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি॥ ৮৮—৯অঃ

অর্থাৎ যদি উৎকৃষ্ট অভিজাত বিদ্বান্ বর পাওয়া যায়, ও বিবাহ না হইলে সে বর হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, কন্যার বিবাহ-কাল উপস্থিত না হইলেও তাহাকে সেই বরে অকালেই সম্প্রদান করিবে।

হাঁ প্রচলিত মনুসংহিতাতে এই বচনদ্বয় অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু এই বচন দুইটী স্বায়ম্ভুব মনুর প্রণীত নহে। তাহা হইলে আমরা উক্ত মনুতেই যৌবন বিবাহের এমন কি গান্ধর্ব্ব রীতির অনুকূল ব্যবস্থা দেখিতে পাইতাম না।—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাৎ বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥ ৯০
অদীয়মানা ভর্ত্তারম্ অধিগচ্ছেৎ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চি দবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥ ৯১—৯অঃ

অর্থাৎ সতী কুমারী ঋতুমতী হইলে যদি তাঁহার পিতা মাতা বিবাহ না দেন, তবে উক্ত কুমারী পিতৃপ্রভৃতির অপেক্ষায় তিন বৎসর থাকিবেন। যদি তাহাতেও কেহ তাঁহার বিবাহ না দেন, তবে তিনি নিজেই সদৃশ পতি নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। ইহাতে এই নবদম্পতির কেহই কোন প্রকার দোষভাগী হইবেন না।

সুতরাং এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, মনুর পরবর্ত্তী কেহ তাঁহার সংহিতায় এই সকল বচনের প্রবেশ ঘটাইয়াছেন। নতুবা একের একই গ্রন্থে এরূপ বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ থাকিতে পারে না। স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

ভার্গবী নারদীয়া চ বার্হস্পত্যাঙ্গিরস্যপি।
স্বায়ম্ভুবস্য শাস্ত্রস্য চতস্রঃ সংহিতা মতাঃ॥

অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু উত্তরকুরুপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সংহিতা আদর্শ করিয়া যে সংহিতার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদীয় শিষ্য ভৃগু, উহার এক নূতন সংস্করণ করেন, সেই ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতাই আজি জগতে মনুসংহিতা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কেবল একমাত্র ভৃগুই মনুসংহিতার সংস্করণকর্ত্তা নহেন। ভৃগুর পরে নারদ, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাও আর এক এক সংস্করণ করেন, বর্ত্তমান মনুসংহিতা সেই সংস্করণচতুষ্টয়ের পরিণতিবিশেষ মাত্র। তাই ইহাতে নানা বিরুদ্ধ মতের অবতারণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য নারদ প্রভৃতির প্রণীত এক একখানি স্বতন্ত্র স্মৃতিগ্রন্থও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহাতেও তাঁহারা মনুর মতানুসরণ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। ইহা ছাড়া অবরজ যুগের আরও বহু ব্যক্তি এই মনুসংহিতায় নানা আবর্জ্জনারাশির সমাগম করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্বের বিধ্বংস ঘটাইয়াছেন। ফলতঃ মন্বাদিতে বাল্যবিবাহের সমর্থক যে সকল বচন লক্ষিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়, ভৃগু, নারদ, বৃহস্পতি, অঙ্গিরা কিংবা তস্য কাহার প্রণীত। যৌবন বিবাহের দুই চারিটা গলদ সন্দর্শন করিয়া তদানীন্তন ঋষিরা এক দোষের পরিহারার্থে বহু দোষের আকরভূমি বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তক শ্লোক রচনা করিয়া সামাজিকগণকে উহার অনুযায়ী করেন। ক্রমে সমাজে ১২। ১৩ বৎসরের মেয়েদিগেরও কোন না কোন প্রকার চাঞ্চল্য ঘটিতেছে দেখিয়া রক্ষণশীল (Conservative) ঋষিরা সাত

আট বছরের মেয়েদিগকেও বিবাহ-বন্ধনরূপ বরুণপাশে বদ্ধ করিতে বচন রচনা করিতে বাধ্য হইলেন। উক্তঞ্চ পরাশরেণ—

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥ ৭
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ৮
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥ ৯—৭অঃ

অষ্টবর্ষার নাম গৌরী, নববর্ষার নাম রোহিণী। দশবর্ষার নাম কন্যা। তৎপর একাদশাদিবর্ষবয়স্কার নাম রজস্বলা। যে পিতামাতা কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়সেও বিবাহ না দেয়, তাহারা মাসে মাসে সেই কন্যার রজঃ পান করে। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরকগামী হয়। আর সেই রজস্বলা কন্যাকে যে মোহবশতঃ বিবাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ অনালাপ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় এবং তাহাকে বৃষলীপতি মনে করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি সংবর্ত্তও গৌরীপ্রভৃতি লক্ষণের কথা বলিয়া অধিকন্তু বলিলেন যে—

রোমদর্শনসম্প্রাপ্তৌ সোমোভুঙ্‌ক্তেঽথ কন্যকাং।
রজো দৃষ্ট্বা তু গন্ধর্ব্বঃ কুচৌ দৃষ্ট্বা তু পাবকঃ॥ ৯৫
তস্মাৎ বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবৎ নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়া স্তু প্রশস্যতে॥ ৯৮—১ অ।

অর্থাৎ কন্যার রোমোদ্গম হইলে তাহাকে চন্দ্র, রজস্বলা হইলে গন্ধর্ব্ব, কুচোদ্গমে অগ্নি ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব সকলে রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই স্ব স্ব কন্যার বিবাহ দান করিবেন। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম।

অবশ্য যৌবনবিবাহে কদাচিৎ দোষ না ঘটে তাহা নহে। কিন্তু সে দোষের কারণও অনুপযুক্ত পিতামাতা। কেন না পিতামাতা কন্যাদিগকে ব্রহ্মচারিণী করিয়া গুরুগৃহে শিক্ষায় নিযুক্ত করিলে কন্যারা কখনই কুপথ-

গামিনী হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ যাহারা শিক্ষাদীক্ষায় ও জ্ঞানে গুণে সমুন্নত হয়, তাহারা সহজে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে না। আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা ১২ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত তিনটী বৎসর কন্যাদিগকে পবিত্র রাখিতে সাহসী হইয়া থাকেন না, তাঁহারা কি প্রকারে ৯। ১০ বৎসরের বালবিধবাগণকে ৫০। ৬০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সাধ্বী রাখিবার আশা পোষণ করিতে পারেন? বালবিধবাগণ কি মাসে মাসে রজস্বলা হইয়া থাকে না? ফলতঃ বালক বালিকা যত দিন শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত না হয়, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের সম্পূর্ণ শক্তি লাভ না করে ও তাহাদিগের দেহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যবান্ না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহা না হইলে অবরজ কুলের ঋষিরাও বলিয়া যাইতেন না যে—

অজ্ঞাতপতির্মর্য্যাদা মজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

অর্থাৎ পিতা কখনই অজ্ঞাতপতির্মর্য্যাদা অজ্ঞাতপতিসেবনা ও অজ্ঞাত-ধর্ম্মশাসনা বালিকা কন্যার বিবাহ দান করিবেন না।

ফলতঃ কেবল যুক্তি নহে, কোন বিধি অনুসারেও বাল্যবিবাহ বৈধ-বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে পারে না। কোন বৈদিক ঋষিই "পিতা বা অভিভাবকগণ কন্যাসম্প্রদান করিবেন" এমন কোন বিধিপ্রণয়ন করিয়া যান নাই। অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতারা কন্যাদানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এ দানের মুখ্য বা ফলিতার্থ কি, ব্যাপ্তিব্যাপকতাই বা কত দূর, আমরা তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে অসমর্থ। দান কাহাকে কহে?

অস্মিন্ দ্রব্যে মৎস্বত্বধ্বংসপূর্ব্বকমন্য
স্বত্বং জায়তা মিতি জ্ঞান পূর্ব্বকম্ অর্পণং দানম্॥

কিন্তু পিতার কি সেরূপ কোন স্বত্বত্যাগের অধিকার আছে? কন্যাতে পিতার কি স্বত্ব বিদ্যমান?

কন্যার উপর পিতার পিতৃত্বস্বত্ব ভিন্ন আর কোন স্বত্বই নাই। এই কন্যা, এতদিন আমাকে পিতা বলিত, আজ থেকে তোমাকে সেই পিতৃত্ব দান

করা গেল, আজ থেকে এ কন্যা তোমাকে পিতা বলিবে? পিতা কি ইহা বলিয়া কন্যাসম্প্রদান করিয়া থাকেন? কথনই না—সুতরাং যে স্বত্ব পিতার নাই বা থাকে না, দাতা কেমন করিয়া সেই পতিত্বস্বত্ব গ্রহীতাকে দিতে পারেন? সুতরাং কন্যার উপর দাতার যে স্বত্ব নাই, সেই স্বত্ব গ্রহীতা কি প্রকারে দানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারিবে? অবশ্য এক সময়ে মনুষ্যের ক্রয়বিক্রয় ও আদানপ্রদানও প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহাতেও পতিত্ব স্বত্বের সমাগম ঘটিতে পারে না। কাজেই বালিকার বিবাহ শাস্ত্রতঃ অসিদ্ধ হইতেছে। তাই আমাদিগের দেশে কন্যা ঋতুমতী সুতরাং প্রাপ্তবয়াঃ হইলে তাহার আবার পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে। ফলতঃ এই পুনর্ব্বিবাহই প্রকৃত বিবাহ। সমাজ-কর্ত্তারা বিবাহকে বৈধ করিবার জন্যই উহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সময়ে বর কন্যা পরস্পরে সম্মতি দান করিতেছে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। মুসলমানদিগের মধ্যেও ঐ কারণে বালিকারা সাবালক হইয়া বাল্যবিবাহ নাকচ করিতে পারে। নাকচ না করিলে বুঝা গেল কন্যা সম্মত আছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহের যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে কন্যার বিবাহে পিতার কোন বৈধ অধিকার নাই, কন্যা আপনাকেই আপনি দান বা সম্প্রদান করিতে সমর্থ ও অধিকারী। তবে পিতার অনুমোদনের কথা মঙ্গল ও বিনয়ের দিক হইতে মাত্র। কেন না বর ও কন্যা অনভিজ্ঞতানিবন্ধন কথনও মন্দকে ভাল ভাবিয়া বঞ্চিত হইতে পারে, তাই পিতা বা অভিভাবকের অনুমোদন আবশ্যক হইত। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মসমাজেও যে একুশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুত্রকন্যার বিবাহে পিতামাতার অনুমোদনের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাও উক্ত হেতু হইতে। অতএব "সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে" (৪৭—৯ অ) মনুর এই শাসন অহেতুগর্ভ। কেন না পিতামাতার একবার দানেরও কোন অধিকার নাই।

প্রচলিত মন্বাদি গ্রন্থ যে প্রক্ষিপ্তবহুল এবং পূর্ব্বে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা প্রদর্শনজন্য আমরা এখানে বিধবাবিবাহবিষয়ে দুই চারিটী কথাও বলিব। কেহ কেহ এবার ধ্বনি তুলিয়াছেন যে পূর্ব্বে বিধবাবিবাহ ছিল না। যদি তাহাই সত্য হইবে, তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে বিধবাবিবাহের প্রতিষেধবাক্য থাকিবে কেন? মনুসংহিতাতে আছে—

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৬৫—৯ অ।

অর্থাৎ কোন বিবাহপ্রকরণঘটিত মন্ত্রে বিধবাতে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপাদনের কোন মন্ত্র বা বিধি নাই এবং বিবাহ-প্রকরণে এমন কোন মন্ত্রও দেখা যায় না যে বিধবা নারীর আবার অন্ত পুরুষ সহ বিবাহ হইবে।

না এ কথা সঙ্গত নহে। দেবরদ্বারা সন্তানোৎপাদন করিবে এই নিয়োগ বিধি কেবল বংশরক্ষার জন্তই, সুতরাং ইহা যখন বিবাহবিশেষ নহে, তখন বিবাহ-প্রকরণে এ নিয়োগের কথা থাকিবে কেন? কিন্তু নিয়োগ যে একসময়ে বৈধ বিধি ছিল, তাহা মনুর বিধি দৃষ্টেই অনুমিত হইতেছে। বিবাহ-প্রকরণে বিধবাবিবাহের কথা নাই, ইহাতেও বিধবাবিবাহের অযৌক্তিকতা সিদ্ধ হইতেছে না। কেন না পূর্ব্বকার গ্রন্থাদিতে কোন প্রকরণবদ্ধ বচনাদি দৃষ্ট হয় না, প্রাচীনেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বচন বিন্তাস করিয়াছেন। যদি বিধবাবিবাহ বৈধ কার্য্য না হইবে, তাহা হইলে কেন বেদে উহার নির্দ্দেশ থাকিবে, উৎকলেই বা কেন আমরা অন্তাপি দেবরপতিত্বের উদাহরণ দেখিতে পাইব? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন্—

উদীর্ষ্ব নারি অভিজীবলোকং
গতাসু মেত মুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্ত দিধিষো স্তবেদং
পত্যুর্জ্জনিত্ব মভি সং বভূথ॥ ৮

অত্র সায়ণভাষ্যং—হে নারি! মৃতস্ত পত্নি! জীবলোকং জীবানাং পুত্রপৌত্রাদীনাং লোকং স্থানং গৃহ মভিলক্ষ্য উদীর্ষ্ব অস্মাৎ স্থানাৎ উত্তিষ্ঠ। গতাসুম্ অপক্রান্তপ্রাণম্ এতং পতিম্ উপশেষে তস্ত সমীপে স্বপিষি তস্মাৎ ত্বং এহি আগচ্ছ। যস্মাৎ ত্বং হস্তগ্রাভস্ত পাণিগ্রাহং কুর্ব্বতঃ দিধিষোঃ গর্ভস্ত নিধাতুঃ তবাস্ত পত্যুঃ সম্বন্ধাৎ আগতং ইদং জনিত্বং জায়াত্বং অভিলক্ষ্য সং বভূথ সং ভূতাসি অনুসরণনিশ্চয়ম্ অকার্ষীঃ তস্মাৎ আগচ্ছ।

দত্তজানুবাদ—হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস, যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়া

ছিলেন, সেই পত্নির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে।

ইমা নারী রবিধবাঃ স্বপত্নীঃ,
আঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না,
আরোহন্তু জনয়ো যোনি মগ্রে॥ ৭—১৮সূ—১০অঃ

অত্র সায়ণভাষ্যং—অবিধবাঃ অবিগতপতিকাঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ স্বপত্নীঃ শোভনপতিকাঃ ইমা নারীঃ নার্য্যঃ আঞ্জনেন সর্ব্বতঃ অঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেন অক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু। তথা অনশ্রবঃ অশ্রুবর্জ্জিতাঃ অরুদত্যঃ অনমীবাঃ অমীবা রোগ স্তদ্রহিতাঃ মানস-দুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাঃ জনয়ঃ জনয়ন্তি অপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যা স্তাঅগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহম্ আরোহন্তু আগচ্ছন্তু।

দত্তজানুবাদ—এই সকল নারী বৈধব্যদুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহেতে আগমন করুন। অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন—

সমানলোকো ভবতি পুনর্ভু-
র্বা অপরঃ পতিঃ। ২য় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।

যাহার দুইবার বিবাহ হইয়াছে, সেই স্ত্রীর নাম পুনর্ভূ। "পুনর্ভূঃ দিধিষুঃ ঊঢ়া দ্বিঃ"—ইত্যমরঃ। যে নারী দুইবার বিবাহ করিয়াছেন, সেই নারী ও তাহার দ্বিতীয় বারের স্বামী, প্রথম বিবাহের কুমারী নারী বা তাঁহার স্বামীর ন্যায় তুল্য লোক প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ কুমারীবিবাহ হইতে বিধবাবিবাহ কোন অংশে হীন নহে।

ফলতঃ যে মন্ত্রসাহায্যে কুমারীবিবাহ হইয়া থাকে, সেই মন্ত্রসাহায্যেই বিধবার বিবাহ হইবে, মন্ত্রান্তরের প্রয়োজন হইবে না। "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক" এই বিবাহমন্ত্র কুমারীবিবাহের, পরন্তু বিধবাবিবাহের নহে, তাহা কে বলিল? তবে গৃহ্যসূত্রাদি কিংবা স্মৃতিতে যে সকল গৌরীদানাদির মন্ত্র আছে, তাহা আধুনিক ও বেদবিরুদ্ধ।

বিধবাবিবাহ বেদের যুগে ও বেদে না থাকিলে কি মনু উহার বৈধত্ব-বিঘোষণা করিতেন ? মনু কি বলিয়া যান নাই যে—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ১৭৫

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—যা ভর্ত্রা পরিত্যক্তা মৃতভর্তৃকা বা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যা ভূত্বা যমুৎপাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভবঃ পুত্র উচ্যতে।

অর্থাৎ স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কিংবা মৃতভর্ত্তৃকা নারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ করিলে সেই নারীকে পুনর্ভূ ও তাহার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলে।

সুতরাং জানা গেল পূর্ব্বকালে হিন্দু জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী পরিত্যাগ (Divorce) প্রচলিত ছিল। কেবল তাহাই নহে, বিধবার পুত্রেরা কুমারী বিবাহের ঔরস পুত্রের ন্যায় আপন পিতার ঔরস পুত্র বলিয়া গণ্য ও রিক্থভাগীও হইতেন। যদুক্তং মনুনৈব—

দ্বৌ দ্বৌ যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে।
তয়োর্যৎ যৎ পিত্র্যং স্যাৎ তৎ স গৃহ্নীত নেতরৎ॥ ১৯১—৯অঃ

অর্থাৎ কোন পুত্রবতী নারী বিধবা হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহিত হইলে দ্বিতীয় পতির ঔরসেও পুত্র জন্মিল ও পরে সে পুনরায় বিধবা হইল। এখন দায়ভাগ কি প্রকারে হইবে ? তাহা বলিতে যাইয়া মনু বলিতেছেন যে, যদি দুই স্বামীদ্বারা জাত পুত্র দ্বয় মাতার হস্তগত ধন লইয়া পরস্পর বিবাদ করে, তবে তাহারা আপন আপন পিতার ধন গ্রহণ করিবে, একে অন্যের পিতার ধন পাইবে না।

ইহা দ্বারা কি জানা গেল ? বিধবার পুত্রগণও সমাজে বৈধ ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতেন, তাঁহারা পিতৃরিক্থেরও অধিকারী ছিলেন। আর কি জানা গেল ? আর ইহাও জানা গেল যে পূর্ব্বকালে ক্ষতযোনি বিধবাগণেরও বিবাহে কোন বাধা ছিল না। ক্ষতযোনি কাহাকে কহে ? কেহ বলেন পুরুষ সংসর্গে দূষিতা, আমরা বলি ঋতুমতী। পূর্ব্বকালে ঋতুমতী হইয়া তবে বিবাহ হইত, সুতরাং বিবাহের দিনই পুরুষ সংসর্গ ঘটিত। কাযেই সে বিধবা বা পুত্রবতী বিধবার বিবাহের বিধি থাকাতে বুঝিতে হইবে

যে ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের কোন বাধাই ছিল না। অবশ্য তৎপরেই রহিয়াছে—

সাচেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ গতপ্রত্যাগতাঽপিবা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭৬—৯অঃ

অর্থাৎ—যদি বিধবা নারী অক্ষতযোনি হয়, তবে তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে পারিবে। আর যে নারী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ বসিয়াছিল, সে যদি সেই দ্বিতীয় স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও পুনরায় নিজ স্বামীর নিকট আগমন করে, তবে পূর্ব্ব স্বামী তাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবেন।

মুসলমানগণ অনেকদিন হইতে পৃথক্ হইয়া যাইবার কালে এই প্রথা লইয়া গমন করেন। অদ্যাপি তাঁহাদিগের মধ্যে সেই প্রাচীনতম প্রথা বিদ্যমান আছে। ভাষ্য ও টীকাকারগণ সত্যগোপনপূর্ব্বক কৃত্রিম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকটীও আমরা মনুর বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেন না যিনি পুত্রবতী বিধবার বিবাহ ও দায়ভাগের কথা বলিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে ক্ষতযোনির বিবাহ প্রতিষিদ্ধ করিয়া কেবল অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের বিধি দান করিতে পারেন? ফলতঃ এই মন্ত্রটী পরবর্ত্তী কোন সংস্কারকর্ত্তার। তিনিও বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন না, তবে ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহের বিরোধী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমাজে বালবিবাহের প্রচলন হওয়াতে বচন-প্রণেতা সহৃদয়তাপ্রযুক্ত এই বচন দ্বারা বালবিধবারই বিবাহের সমর্থন করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও বিধবাবিবাহ গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত ছিল না। তিনি ক্ষতযোনি অক্ষতযোনি উভয় বিধবাকেই স্বাধীনভাবে পুনঃ পরিণয়ের অধিকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংহিতাতেও রহিয়াছে—

অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

বিধবা ক্ষতযোনি বা অক্ষতযোনিই হউন, তাঁহার আবার বিবাহ হইতে পারিবে। পরাশরও বলিয়া গিয়াছেন যে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ২৫—৪ অ।

যদি স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েন, মরিয়া যান, সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, ক্লীব হয়েন বা তাঁহার পাতিত্য ঘটে, তবে নারী এই পাঁচ আপদে অন্য পতি বিবাহ করিতে পারিবেন।

অতএব সত্যকাল হইতে (মনুর সময় হইতে কৃতে তু মানবোধর্ম্মঃ) কলিকাল পর্য্যন্ত (কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ—পরাশর কলিকালের লোকও বটেন) কলিকাল পর্য্যন্ত এ দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। অবশ্য কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এই মন্ত্র বাগ্দানপর। কিন্তু, মনু বা পরাশর, তাঁহাদিগের গ্রন্থের ত্রিসীমানায়ও বাগ্দানের আভাস প্রদান করেন নাই। আর যাহার সহিত বিবাহ হইল না, সেই অধব মরিলে কোন নারী বিধবা নামে পরিভাষিত হইবে বা হইত, এমন কোন কথাও শাস্ত্রে দেখা যায় না, ব্যবহারতও দৃষ্ট হইয়া থাকে না। ফলতঃ জিগীষা মানুষকে অন্ধীভূত ও সত্যাপলাপী করিয়া থাকে, তাহা যেন স্বীকৃত সত্য।

এখানে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিংবা ত্বদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাদিগের প্রকাশিত "ধর্ম্মশাস্ত্র" নামক স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থে—

পতিরন্যো ন বিদ্যতে।

এই কিম্ভূত কিমাকার, এক অভিনব পাঠের সংযোজনা করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থে এরূপ পাঠ দেখা যায় না। এ পাঠের কোন অর্থ সঙ্গতিও হইতে পারে না। তবে শব্দকল্পদ্রুমের পণ্ডিতেরা যেমন ঋগ্বেদের "অগ্রে" কাটিয়া "অগ্নেঃ" পাঠের পরিগ্রহ করিয়াছেন, তদ্রূপ জীবানন্দ বাবুর পাণ্ডুলিপিতেও কেহ ঐরূপ মিথ্যা পাঠের যোজনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা পিতা পুত্র যখন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত, তখন তাঁহাদিগের চক্ষে এই গন্ধমাদন পর্ব্বতটা না পড়া ভাল হয় নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত জেদ করিয়া কে না কি এই পাঠের গলদ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু যিনিই কৃত্রিম করুন, প্রকাশকদের চক্ষে ইহা পড়াই উচিত ছিল। আলোক ও স্বাধীনতার যুগের লোকেরা তাঁহাদিগকেও দোষী ভাবিতে পারেন ?

যাহা হউক, মনুতে বিধবাবিবাহের পূর্ণ সমর্থন দেখিয়া আমরা অবশ্যই বলিতে অধিকারী যে পূর্ব্বোক্ত ৯অ—৭৫ শ্লোক এবং পঞ্চমাধ্যায়ের এই দুইটী শ্লোকও প্রক্ষিপ্ত ? যথা—

অপত্যলোভাৎ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥ ১৬১
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে ॥ ১৬২

অর্থাৎ যে বিধবা সন্তানাকাঙ্ক্ষায়, পূর্ব্বস্বামীকে অতিক্রম করিয়া নূতন পতির দ্বারা পুত্রোৎপাদন করে, সে এ কালে নিন্দাভাজন হয়, পরলোকেও পতিলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। এ কালে একজন অন্য পুরুষ অন্যের বিধবাতে পুত্রোৎপাদন করিবে বা সে পুত্র, পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হইবে ইহাও ঠিক নহে। আর যে নারীগণ সাধ্বী, তাঁহাদিগের পক্ষেও দ্বিতীয় ভর্ত্তার উপদেশ বা তাঁহার পুনর্বিবাহ উচিত হইতে পারে না।

যে মনু নবমাধ্যায়ের ১৭৫ ও ১৯১ শ্লোকের প্রণেতা, এই শ্লোক দুইটী সেই একই মনুর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। কোন নারী বিধবা হইয়া পুনরায় স্বামীপরিগ্রহ করিলে সে নারী অসাধ্বী হইয়া যান, মনুর এরূপ মত নহে। মনু কি তবে ভারতমহিলাগণকে ব্যভিচারিণী হইতে পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন ? যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরও কি মহামতি মনুর সমর্থন করিয়া যান নাই ? অপিচ আমাদিগের ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যেস্থানে বালিকার বিবাহ হিন্দুর প্রকৃত শাস্ত্রসম্মত বিবাহই নহে, তখন সেই অপতির মৃত্যুতে সেই অনূঢ়াবৎ কন্যাকে বিধবা বলাও যেন অবিচার বিশেষ ? ধব কোথায় যে বিধবা ?

প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রকৃত মনুষ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ সহৃদয় শাতাতপও কি বলিয়া যান নাই—

উদ্বাহিতা চ যা কন্যা ন সংপ্রাপ্তা চ মৈথুনং
ভর্ত্তারং পুনরভ্যেতি যথা কন্যা তথৈব সা। ৪৪
সমুদ্গৃহ্য তু তাং কন্যাং সা চেৎ অক্ষতযোনিকা
কুলশীলবতে দদ্যাৎ ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ॥ ৪৫।১২৯ পৃষ্ঠা। স্মৃতিসমুচ্চয়।

অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ হইলেও স্বামি-সহবাস হয় নাই, সেই বালবিধবা, পুনরায় বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অধিকারিণী। তাহাকে অবিবাহিতা কুমারী কন্যা জ্ঞান করাই উচিত। সেই কন্যা যদি অক্ষতযোনি হয়, তবে তাহাকে পুনরায় কুলশীলবান্ সৎপাত্রে বিবাহ দিবে, ইহা শাতাতপ বলিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বকালে যে বিধবা বিবাহ হইত, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ কালের কোটি কোটি লোকে নক্তন্দিব বিবাহ করিতেছেন, তাহা যেমন কোন বেদ বা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতেছে না, তেমনই পূর্ব্বকালের জনসাধারণের কুমারী বা বিধবাদিগের বিবাহকথাও কোন গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। তবে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুভীমার্জ্জুনাদির জন্মবিবরণ পাঠ করিয়া যেমন জানা যায় যে পূর্ব্বে নিয়োগ বা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধি ছিল, তদ্রূপ মনু যে বিধবার পুত্রের পৃথক্‌প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মহাভারতে অর্জ্জুন সহ বিধবা নাগকন্যা উলূপীর পরিণয় ও পদ্মপুরাণে বিধবা-বিবাহের যে বিবৃতি রহিয়াছে, তাহাতেও মনে হয়, যে এ দেশে ওতপ্রোত-ভাবেই বিধবাগণের বিবাহ হইত এবং সামাজিকগণও তাহা সভাজিত করিয়া লইতেন। অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য যে প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা মনুও বলিয়া গিয়াছেন—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্য পুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৬০—৫ অ।

অর্থাৎ স্বামী উপরত হইলে সাধ্বী নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। এবং চিরকৌমার্য্যাবলম্বী ব্রহ্মচারিগণ যেমন পুত্রোৎপাদন না করিয়াও স্বর্গে যাইয়া থাকেন, তদ্রূপ অপুত্রক বিধবাদিগেরও স্বর্গপ্রাপ্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা এই বচনটীও স্বর্গবাসী স্বায়ম্ভুব মনুর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কেন না মানুষ মরিয়া স্বর্গে বা নরকে যায়, ইহা মিথ্যা প্রলোভন ও মিথ্যা বিভীষিকা মাত্র। কোন পারলৌকিক স্বর্গ বা নরক আছে, এ কথা বিষ্ণুপুরাণ ও শুক্রনীতিও স্বীকার করেন না। পূর্ব্ব মীমাংসাগ্রন্থে মহর্ষি জৈমিনিও প্রীতি বা সৎকর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদকেই স্বর্গলাভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পারলৌকিক স্বর্গ, নরক, কল্পনাসাগরের ফেনবুদ্বুদ বিশেষ। আর বৈধভাবে সন্তানোৎপাদন যে কোন পাপ বা অপবিত্র কার্য্য,

তাহাও আমাদিগের মনে হয় না। উহা বরং অতি পবিত্র কার্য্য এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার পন্থাবিশেষ। মহর্ষি জৈমিনিও প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রজা উৎপাদন করিতে সুতরাং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। নর নারী সকলে বিবাহ না করিয়া বা পুত্র না জন্মাইয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিবে, ইহা প্রকৃতি ও যুক্তি বলে না। ঈশ্বরের সৃষ্টিও তাহাতে রক্ষিত হইতে পারে না। হাঁ অতিপ্রেমবশতঃ কেহ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা দেখিতেও অতি পবিত্র ও অতি সুন্দর, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে কয় জন বিধবা সমর্থ? আর যে যুগে ধর্ম্ম পূর্ণ চারি পোওয়া ছিল, সেই সত্যযুগের মনুই যখন ব্যভিচারভয়ে বিধবাকে পুনর্ভূ হইতে অধিকার দান করিলেন,তখন যে কলিযুগে ধর্ম্ম এক ছটাকও আছে বলিয়া মনে হয় না, সেই ঘোর কলিতে যাঁহারা কৃত্রিম বিবাহের নিরপরাধ বালবিধবাগণকে নিদারুণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলেন, তাঁহারা ঋজুপাঠের কর্ণদ্বয়রহিত জীববিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, এ দেশের যে লোকেরা তের বছরের মেয়েকে পনর বছরের করিয়া বিবাহ দিতে গলদের আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই মনঃপ্রাণ ও আক্কেল লইয়া আট নয় বছরের কৃপার পাত্র বিধবাগুলিকে ৬০।৭০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত "অব্রণ মস্নাবিরং ও অক্ষতমপাপবিদ্ধম্" রাখিতে আশান্বিত!!! এই বিধবারা অবশ্যই মাসে মাসে রজঃস্বলা হইয়া থাকে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা কেন ইহাদিগের পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রজঃপিবতি বলিয়া ধিক্কার দিতে ও নরকগামী হইবি বলিয়া ভয় দেখাইতে তূষ্ণীং অবলম্বন করিলেন? শতকরা কতজন বিধবা পাতিব্রত্য রক্ষা করিতে প্রকৃত সমর্থ হইয়া থাকেন? তোমরা কেন বিধবার মনের ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেখ না? ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা অপেক্ষা কি বিবাহটা অপেক্ষাকৃতও ভাল নহে? অহো! বর্ব্বরতা-মূলক বাল্য-বিবাহের তিরোধান এবং পবিত্রতা ও স্থায় বিবেকমূলক বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তন না হইলে এ অধঃপতিত দেশের আর পুনরুদ্ধার ও পুনরুত্থানের কোন উপায় দেখি না।

অসবর্ণবিবাহ

যখন বর্ণ ও জাতি ছিল না, তখন যে কোন ব্যক্তি যে কোন নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার পরে সামাজিকগণ এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া স্বাধীনভাবে স্বৈর-বিবাহের গতিরোধ করিয়া দেন। অবশ্য মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সার্ব্বভৌম বা বিশ্বজনীন বিধি ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে বর্ণ বা জাতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সুতরাং বোধ হয় বর্ত্তমান মনুর এই বচনসমূহ ভৃগুপ্রোক্ত। ভৃগু বলিতেছেন—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ১২—৩ অ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দ্বিজাতিত্রিতয় প্রথমে সজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, উহাই তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত বিবাহ। তৎপর যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা (পরবচনসমুল্লিখিত) অসবর্ণা কন্যাদিগেরও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু দ্বিজাতির এই সকল বিবাহ ক্রমাবর। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী বিবাহ প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়াবিবাহ তদপেক্ষা অপ্রশস্ত। বৈশ্যাবিবাহ অপ্রশস্ততর এবং শূদ্রাবিবাহ অপ্রশস্ততম। ইহা নাম নিশিন্দায় দেখাইয়া দিবার জন্য। মনু পরেই বলিলেন—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩—৩অ

অর্থাৎ শূদ্র কেবল সজাতীয়া শূদ্রকন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে, অন্য কোন বর্ণের কন্যার নহে। বৈশ্য, শূদ্রকন্যা ও সজাতীয়া বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের নহে। ক্ষত্রিয় পুরুষ বৈশ্যা ও শূদ্রার এবং সজাতীয়া ক্ষত্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিবেন, ব্রাহ্মণকন্যার নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, এই বর্ণচতুষ্টয়েরই কন্যার পাণিপীড়নে অধিকারী হইবেন। ইহার পরেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা পরিণয় নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হয়। যথা—

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োরাপত্তপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥ ১৪

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আপদে পতিত হইয়াও কখন শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন না। কোন ঋষিই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শূদ্রাপরিগ্রহে উপদেশ দান করেন নাই। কেন? পরেই বলা হইল—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥ ১৫

অর্থাৎ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি, হীন জাতি শূদ্রের কন্যা বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বংশ, শীঘ্রই সন্তানসন্ততির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ এই বচনের "হীনজাতি" শব্দদ্বারা ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদিরও অববোধ করাইতে অভিলাষী। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত কথা নহে। অবশ্য ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নতর জাতি বটেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্যা-পরিণয় হীন বিবাহ নহে, পরন্তু ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়াই গণ্য, তাহা মনুসংহিতা ও মহাভারত সমস্বরেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং এখানে এ হীন জাতি শব্দে কেবল শূদ্রই বোদ্ধব্য। নতুবা মনু পরে কেবল শূদ্রাবিবাহেরই দোষপ্রদর্শন করিতেন না।

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ১৭

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যাবিবাহ করিয়া তাহাকে শয্যাতে গ্রহণ করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন। এবং সেই শূদ্রা পত্নীর গর্ভে তাঁহার সন্তান হইলে তিনি ব্রাহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে যাইয়া মনু বলিতেছেন—

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রে রুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥ ১৬—৩অঃ

অত্রি বলেন যে শূদ্রাবেদী—অর্থাৎ শূদ্রাপরিণেতা দ্বিজগণ পতিত হয়েন। উতথ্যতনয় গৌতমেরও মত তাহাই। শৌনক বলেন, বিবাহে

নহে, সন্তান উৎপাদনে পাতিত্য ঘটিয়া থাকে। মহর্ষি ভৃগুর মতে শূদ্রা স্ত্রীর সন্তানের সন্তান হইলে শূদ্রা পরিণায়ী দ্বিজ পাতিত্য ভজনা করিয়া থাকেন।

এখানে বিতর্ক হইতে পারে যে মনু ১৩শ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের ব্যবস্থা দান করিয়া কেন আবার ১৪।১৫।১৬।১৭ শ্লোকে উহার দোষকীর্ত্তন করিলেন? প্রথমেই কেন শূদ্রা পরিণয়ের পরিহার করিলেন না? আমরা মনে করি, এই নিষেধবিধিও মনুর প্রণীত নহে। স্বায়ম্ভুব মনু যদি নিজে সংহিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার কোন বচনই তাঁহার প্রণীত নহে, এরূপ বুঝিতে হইবে, কেননা তাঁহার সময়ে বর্ণ বা জাতির সৃষ্টিই হইয়াছিল না। তাঁহার অধস্তন পঞ্চমপুরুষ বৈবস্বত মন্বাদিই ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার বহুকাল পরে ত্রেতাযুগে ভারতে চাতুর্ব প্রতিষ্ঠাপিত হয়। সুতরাং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বচন্ যেমন মনুর নয়, ভৃগুপ্রোক্ত, তেমনই ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ ও ১৭শ বচনও ভৃগুর নয়, পরবর্ত্তী কোন রক্ষণশীল ঋষির প্রণীত। তাই, এই মতদ্বৈধ। যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতিও দ্বিজগণের শূদ্রাপরিণয়ের ঘোরতর পরিপন্থী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্যেণ দ্বে তথৈকং যথাক্রমং।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ॥ ৫৭
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ।
ন তন্ মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্॥ ৫৬—১অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্যা, এই তিন; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই দুই এবং বৈশ্য কেবল একমাত্র সজাতীয়া বৈশ্যকন্যার পাণি গ্রহণ করিতে পারিবেন। শূদ্রের পক্ষে একমাত্র তাহার সজাতীয়া শূদ্রকন্যাই বিবাহ্যা। মন্বাদি কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই জাতিত্রয়কে শূদ্রা বিবাহের বিধি দান করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু যখন জায়াতে স্বামী স্বয়ংই আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন দ্বিজাতির মধ্যে কাহারও পক্ষে শূদ্রাদার-পরিগ্রহ করা সমুচিত নয়। ব্যাসসংহিতাও বলিতেছেন যে—

উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাং।
নতু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥ ১০—২অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, এই দুই অসবর্ণা কন্যা ও ক্ষত্রিয় কেবল একমাত্র অসবর্ণা বৈশ্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই শূদ্রা-কন্যার পাণি গ্রহণ করিবেন না, কোন অধমবর্ণও কোন উত্তম বর্ণের কন্যার পাণিপীড়নে সমর্থ হইবেন না। সেরূপ বিবাহ হইলে তাহা প্রতিলোম বিবাহ ও অবেত্তাবেদন বলিয়া পাতিত্যকর হইবে। অনুশাসন পর্ব্বও বলিয়া গিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥ ৭
বৈষম্যাৎ অথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৮—৪৭অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিই আর্য্য বা দ্বিজ। হে যুধিষ্ঠির, এই তিন জাতিতেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির সহিতই সমবেত হইয়া যদি বিবাহাদি কোন কার্য্য করেন, তবে তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হইবে না। তবে ব্রাহ্মণ বৈষম্য, লোভ বা ইচ্ছাবশতঃ শূদ্রাপরিণয় করিতে পারেন, কিন্তু কোন শাস্ত্র তাঁহার সে শূদ্রাপরিণয় সমর্থিত করিবেন না। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্যা অবিবাহ্য। স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥ ৪—৪৬ অ।

হে পিতামহ! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারি জাতীয় কন্যাই ভার্য্যা হইতে পারিবে, কিন্তু তিনি কেবল রতি ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই শূদ্রা-পরিণয় করিতে পারিবেন, উহা তাঁহার ধর্ম্ম্য-বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না।

ক্ষত্রিয়স্যাপি ভার্য্যে দ্বে বিহিতে কুরুনন্দন।
তৃতীয়া চ ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৪৭
একৈব হি ভবেৎ ভার্য্যা বৈশ্যস্য কুরুনন্দন।
দ্বিতীয়া তু ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৫১—৪৬ অ।

হে কুরুনন্দন! ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যেরও একমাত্র বৈশ্যকন্যাই বিবাহ্য। তবে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যও আপদ্ বিপদে বা

শ্রোত্রাকৃষ্ট হইয়া শূদ্রাবিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিহিত বিবাহ বলিয়া গৃহীত হইবে না। মনু স্থানান্তরে বলিতেছেন—

অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥৫—৩অ।

অর্থাৎ দ্বিজগণ, মাতৃ ও পিতৃকুলের অসপিণ্ডা এবং পিতৃকুলের অসগোত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। উহাই তাঁহাদিগের দারকর্ম্ম ও মৈথুনবিষয়ে প্রশস্ত বিধি। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ যে সাপিণ্ড্য ও সগোত্র বিচার না করিয়া পিতৃব্যকন্যা বা মাতুলকন্যা-প্রভৃতির পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, উহাদ্বারা শারীরিক বলবীর্য্যাদির ক্ষতি হইয়া থাকে। অর্জ্জুন সাপিণ্ড-বিচার না করিয়া যে মাতুলকন্যা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাও সঙ্গত হইয়াছিল না। অবশ্য আদিম কালে লোকে বাধ্য হইয়া সহোদরা ভগিনীকেও বিবাহ করিয়াছেন, কেহ কেহ স্ব স্ব কন্যাতেও সন্তানোৎপাদন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিদুষী যমী আপন যমজ ভ্রাতা যমের নিকটও রতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তামসযুগের কথা স্বতন্ত্র। তৎকালে মানুষ অতীব স্বাস্থ্যবান্ ছিলেন, তাঁহাদিগের আয়ুও সহস্র সহস্র বৎসর পরিমিত ছিল। কলির প্রথম প্রারম্ভ সময়েও মানুষ অশীতিবৎসরবয়সে যৌবনে পদার্পণ করিতেন—

অশীতির্যৌবনং পুংসাম্।

অর্জ্জুন পঁচানব্বই বৎসর বয়সে ভারতযুদ্ধে আপনার বাহুবলের পরীক্ষা দান করেন। তখন তিনি পূর্ণ যুবক ছিলেন। কিন্তু এ কালে লোকের আয়ু ও দেহের পরিমাণ যেরূপ লঘীয়ান্, তাহাতে পিণ্ড ও গোত্র বিচার করিয়া যৌন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইলে সন্তানগণের স্বাস্থ্য বিকল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। একই ক্ষেত্রে একই বীজ পুনঃ পুনঃ উপ্ত হইলে তাহাতে উৎকৃষ্ট শস্যের আশা করা যাইতে পারে না। আমরা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহের কথা বলিলাম, এইক্ষণ সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী, সমাজে কি ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতেন, তাহার কথা বলিব। মনু বলিতেছেন—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥ ৪৩

তত্র মেধাতিথিঃ—পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্তঃ সংস্কারঃ সবর্ণাসু সজাতীয়াসু উহ্যমানাসু উপদিশ্যতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে কর্ত্তব্যতয়া প্রতিপাদ্যতে অসবর্ণাসু যদ্বিবাহকর্ম্ম তত্রায়ং বক্ষ্যমাণো বিধিজ্ঞের্য়ঃ।

কুল্লূকশ্চ—সমানজাতীয়াসু গৃহ্যমাণাসু হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহ্যাদি শাস্ত্রেণ বিধীয়তে। বিজাতীয়াসু পুনরুহ্যমানাসু বিবাহকর্ম্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয় মনন্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণো বিধিজ্ঞের্য়ঃ।

ভরতচন্দ্রশিরোমণিকৃত অনুবাদ—সমানজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিবে। আর অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহে বক্ষ্যমাণ রীতিমত বিধান প্রশস্ত জানিবে। পরবর্ত্তী বচনে কি বলা হইয়াছে?

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।

বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে॥ ৪৪—৩ অ।

তত্র মেধাতিথিভাষ্যং—ব্রাহ্মণেন উহ্যমানয়া ক্ষত্রিয়য়া শরো ব্রাহ্মণ-পাণিপরিগৃহীতো গ্রাহ্যঃ পাণিগ্রহণস্থানে শরস্য বিধানাৎ। প্রতোদোবলী-বর্দ্দানা মায়াসঃ ক্রিয়তে যেন বাহ্যমানাঃ পীড্যন্তে হস্তিনা মিব অঙ্কুশঃ। বসনস্য বস্ত্রস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়া উৎকৃষ্টজাতীয়ৈ র্ব্রাহ্মণাদিবর্ণৈ র্বেদনে বিবাহে।

কুল্লূকশ্চ.........ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্মণহস্ত পরিগৃহীতকাণ্ডৈকদেশো গ্রাহ্যঃ। বৈশ্যয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিবাহে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিধৃতপ্রতোদৈকদেশো গ্রাহ্যঃ। শূদ্রয়া পুনর্দ্বিজাতিত্রয়বিবাহে প্রাবৃতবসনদশা গ্রাহ্যা।

ভরতশিরোমণিকৃতানুবাদ............ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, তখন ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ধৃত শর গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিলে, বৈশ্যা বরকর্ত্তৃক ধৃত প্রতোদের (গোতাড়ন যষ্টির) একদেশ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, শূদ্রাকে বিবাহ করিলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদির প্রাবৃত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবেক।

আচ্ছা—"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে"—ইহার অর্থ কেন এইরূপ হউক না যে, পাণিগ্রহণ-সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ কেবল সবর্ণার সহিতই হইয়া থাকে, অসবর্ণার সহিত প্রকৃত বিবাহ হয় না, উহা উপপত্নীগ্রহণ মাত্র? কেন না উহাতে পাণিগ্রহণই নাই?

না ইহা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। কেন না ইহা সবর্ণা ও অসবর্ণা এই উভয়বিধ কন্যারই বিবাহপ্রকরণ। মনু একই সঙ্গে বিবাহ ও উপপত্নী গ্রহণ এই উভয়ের ব্যবস্থা দান করেন নাই। তাহা হইলে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি অসবর্ণাবিবাহের বিধিপ্রণয়ন করিতেন না। ৪৪ শ্লোকের শেষেও মনু— "শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে" এই বাক্যদ্বারা অসবর্ণার সহিত যে বিবাহ হইত ও হইতেছে তাহাই স্ফুটিত করিয়াছেন। বেদন শব্দের অর্থ বিবাহ, পরন্তু উপপতিগ্রহণ বা উপপতিনির্ব্বাচন নহে—

অবেস্তাবেদনেন চ। ২৫—১০ অ।

এখানেও মনু বেদন অর্থ বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অবেত্তায়া অবিবাহ্যায়া বেদনং বিবাহঃ।" ফলতঃ—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ।

এই পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয় নাই, ইহা তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্নপদ। পাণেঃ হস্তস্য গ্রহণং পাণিগ্রহণং হস্তধারণং তেন পাণিগ্রহণেন যঃ সংস্কারঃ বিবাহঃ স পাণিগ্রহণসংস্কারঃ। অর্থাৎ সবর্ণার সহিত যখন সবর্ণের সংস্কার বা বিবাহ হইবে তখন উক্ত সংস্কার বা বিবাহ পাণিগ্রহণ বা হস্তধারণ দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। মেধাতিথিও ৩৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে—

পাণিগ্রহণস্থানে শরস্য বিধানবৎ।

এই কথা বলিয়া এখানের এই পাণিগ্রহণ অর্থ যে কেবল "হস্তধারণ" এইরূপ অর্থেরই দ্যোতনা করিয়াছেন। তবে কেন তিনি ৪৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলিলেন—

পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্ত সংস্কারঃ।

কেন তিনি এখানে এই কর্ম্মধারয় সমাসের ভাব গ্রহণ ও অভিব্যক্ত করিলেন? ইহা তাঁহার স্খলনবিশেষ, ইহা তিনি অতর্কিতভাবেই লিখিয়াছেন। যদি মেধাতিথির এই কথা মানিতে হয়, তাহা হইলে অর্থ করিতে হয় যে সবর্ণা-বিবাহই বিবাহ, অসবর্ণাবিবাহ বিবাহই নয়। কিন্তু মন্বাদি সকলেই সবর্ণা অসবর্ণা উভয়েরই বিবাহের কথা সর্ব্বত্র বলিয়াছেন, আর ইহা বিবাহ না হইলে মনু অসবর্ণা-বিবাহে উৎপন্ন অনুলোমজ সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), মাহিষ্য, করণ (কায়স্থ), উগ্র ও পারশবগণকে দ্বিজগণের অপসদ পুত্র

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না, (৯-১০ অ দেখ), এবং মনু দশমাধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ৮ম শ্লোকোক্ত

ব্যেকান্তরেষু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিত্যাদিমং বিধিম্।

অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তিকে ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। কোন্ যুগে কে উপপত্নী-গ্রহণকে ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? ভাষ্য ও টীকাকারগণও কি ইহা বৈধ বিবাহ বলিয়া বিবৃত করেন নাই?

ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন ব্যাপারে যেমন বিল্ব, পলাশ ও খদির দণ্ডধারণের ব্যবস্থা দান করা হইয়াছে, তেমনই ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা-বিবাহের বেলাও যথাক্রমে হস্ত, হস্তধৃত শর ও হস্তধৃত প্রতোদ ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পলাশ ও খদির দণ্ডধারণে যেমন ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়ন অনুপনয়ন বলিয়া অবগীত হয় না, তেমনই অসবর্ণা কন্যা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা যে উচ্চবর্ণ বিবাহকালে শর বা প্রতোদ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাতেও তাহা অবিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রজ, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রজ এবং বৈশ্যের উপবীত উর্ণালোমজ হইত। যদি ইহাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পৈতাকে পৈতা বলাই সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পাণিগ্রহণ ভিন্ন যে বিবাহ, তাহাও অবিবাহ বা উপপতি গ্রহণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অতএব এখানে বিরুদ্ধ তর্ক করিবার কোনও হেতুই নাই। তবে কি সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীগণ স্বামিকর্ত্তৃক তুল্যভাবে গৃহীত হইতেন না?

অবশ্যই হইতেন, যাঁহাকে বিবাহ করা হইত, তিনি স্ত্রী ত হইতেনই, তাঁহার পাচিত অন্নাদিও ভক্ষণ করিতে হইত, তাঁহাকে শয্যার্দ্ধভাগিনীও করিতেন। অর্থাৎ সেই উৎকৃষ্ট বর্ণের স্বামী ও অবরজবর্ণের স্ত্রী বিবাহের পর এক হইয়া যাইতেন। যদাহ লিখিতঃ—

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুর্গোত্রে পিণ্ডে চ সূতকে॥
স্বগোত্রাৎ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥

বর্ণজাতিগুণনির্ণয়ধৃত লিখিতসংহিতা।

অর্থাৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা যে কোন নারীকে কেন বিবাহ করা যাউক না, সেই নারী বিবাহে সপ্তপদী হইলেই আপন পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতি-গোত্রভাগিনী হয়েন। তাঁহার পিণ্ডোদকাদি কার্য্যও ভর্ত্তার গোত্রানুসারে হইবে। বিবাহ হইয়া গেলে চারিদিনের দিন রাত্রিতে সেই বিবাহিত নারী পিণ্ড ও অশৌচাদি বিষয়ে স্বামীর সহিত একধারে এক হইয়া যান। স্থলান্তরে ধৃত হইয়াছে—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারিকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
আম্নায়ে স্মৃতি-তন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥

উক্ত গ্রন্থধৃত বৃহস্পতিবচন।

বিবাহবিষয়ক মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলেই কন্যার পিতৃগোত্র যাইয়া পতিগোত্রপ্রাপ্তি হয়। এবং বিবাহিতা নারীর পিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও পতিগোত্রোল্লেখে কৃত হইয়া থাকে। কি বেদ, কি স্মৃতি কিংবা কি তন্ত্র, অথবা কি লোকাচার সর্ব্বত্রই নারী স্বামীর দেহার্দ্ধভাগিনী বলিয়া কথিত ও স্বীকৃত। পাপপুণ্যের ফলভোগবিষয়েও উভয়ে তুল্যাধিকারী। তবে কি কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয় স্ত্রীই সমান? অবশ্যই সমান। যখন অসবর্ণবিবাহ প্রথম প্রচলিত হয় তখন অসবর্ণা নারী ও তদ্‌গর্ভজাত সন্তানেরা, সবর্ণা স্ত্রীও সবর্ণাজাত সন্তানের ন্যায়ই সাম্যভাক্‌ ছিলেন, নতুবা অসবর্ণাজাত সন্তানেরা পিতার তুল্য জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেন না। যদাহ বিষ্ণুপুরাণং।

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥ ২—১৯ অ—৪অংশ

তত্র শ্রীধরস্বামী—ভস্ত্রা চর্ম্মপুটকং তৎস্থানীয়া মাতা, কিন্তু পিতু-র্নিষেক্তুরেব পুত্রঃ। কিন্তু তেন পিত্রা জাতঃ জনিতঃ এব পুত্রস্তদংশভূতো বীর্য্যোপাদানত্বাৎ। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইতি বচনাচ্চ। অতঃ পুত্রং ভরস্ব বিভৃহি। শকুন্তলাঞ্চ নির্দ্দোষাং মা অবমংস্থাঃ।

বেশ বুঝা গেল মেনকা অপ্সরার গর্ভজাত বিশ্বামিত্রতনয়া শকুন্তলা ক্ষত্রিয়া না হইলেও মহারাজ দুষ্মন্তকর্তৃক গৃহীত হইয়া মহারাজ্ঞী পদভাক্ হয়েন, পুত্র ভরতও পিতৃরিকৃথ ভারতসাম্রাজ্য লাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐরূপ. পরশুরাম ও ব্যাসবশিষ্ঠাদিও পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। কিন্তু কালক্রমে সামাজিকেরা বহুপত্নীস্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রীর মর্য্যাদাবিষয়ে কিঞ্চিৎ তারতম্যের বিধান করিয়াছিলেন। যথা—

নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্ম্যাধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য সজাতিষু॥ ব্যাস।

কোন ব্যক্তির সবর্ণা ও অসবর্ণা বহু স্ত্রী থাকিলে, তিনি সবর্ণা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। আর যদি সবর্ণা স্ত্রীই বহু থাকে, তাহা হইলে তন্মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, সেই স্ত্রীকেই সহধর্ম্মিণী করিবেন। তবে কি অসবর্ণা নারীগণ সহধর্ম্মিণী পদবাচ্যা ছিলেন না? শূদ্রা পত্নী ভিন্ন ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীও অবশ্যই সহধর্ম্মিণী পদবাচ্যা ছিলেন। নতুবা কেন মনু কেবল শূদ্রা-বিবাহই হেয় ও পাতিত্যকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? কেনই বা মহর্ষি বিষ্ণু বলিবেন—

সমানবর্ণাসু ভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ
ধর্ম্মাচরণং কুর্য্যাৎ। মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়া অপি
সবর্ণয়া। সমানবর্ণায়া অভাবে তু অনন্তরয়া এব
আপদি চ। ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ইতি।

অর্থাৎ সবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকিলে গৃহী তন্মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা তাঁহাকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবেন। সবর্ণা ও অসবর্ণা বহু ভার্য্যা থাকিলে, অসবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠাকে অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষা অল্পবয়াঃ সবর্ণা ভার্য্যা সহ ধর্ম্ম্যাচরণ করিবেন। যদি সবর্ণা ভার্য্যা না থাকে, কিংবা সবর্ণা পত্নী রোগাদি দ্বারা অভিভূত কি স্থানান্তরগতা হয়েন, তবে সেই আপৎকালে, গৃহী তদভাবে অসবর্ণা ভার্য্যাকে লইয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। কিন্তু কোন দ্বিজেরই শূদ্রা ভার্য্যা সহধর্ম্মিণী হইতে পারিবেন না। অতএব বুঝা গেল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যের বৈশ্যা গৃহিণী প্রত্যেকেই সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অতএব পাণিগ্রহণসংস্কার

কেবল সবর্ণাতেই নিবদ্ধ, অসবর্ণারা বিবাহমাত্র দ্বারা পত্নী বলিয়া গৃহীত হয় না, যাঁহারা এইরূপ মিথ্যা অর্থের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কতদূর সত্য-প্রিয়, তাহা প্রবীণগণ স্থির করিবেন। অবশ্য সবর্ণা ভার্য্যা ও অসবর্ণা ভার্য্যাতে মর্য্যাদাগত কিছু তারতম্য ছিলই, কিন্তু সবর্ণা ভার্য্যাদিগের মধ্যেও সে তারতম্য অবিদ্যমান ছিল না। সুতরাং অল্পবয়াঃ সবর্ণা ভার্য্যারাও যেমন সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তেমনই অসবর্ণা ভার্য্যারাও তেমনই ধর্ম্মপত্নী ও সহধর্ম্মিণী বা ভার্য্যা বাচ্যা ছিলেন। মনু বলিতেছেন—

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ২১০—২ অ

অর্থাৎ অধ্যাপকের অন্তেবাসিগণ সবর্ণা গুরুপত্নীকে ঠিক গুরুর ন্যায় পূজা করিবেন। আর গুরুর অসবর্ণা ভার্য্যাগণও তাঁহাদিগের সম্পূজ্যা, অর্থাৎ সম্যক্ পূজনীয়া। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ যে কোন অন্তেবাসী গুরুর অসবর্ণা ভার্য্যা দেখিলে বসিয়া থাকিলে গাত্রোত্থান ও পাদবন্দনপূর্ব্বক অভিবাদন করিবেন। কেন না উঁহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলেও, তখন পতিগোত্র-ভাগিনী হইয়া পতির জাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলিতে পার যে অভিবাদন অর্থ যে সম্ভাষণ নহে (কেমন আছেন, ভাল ত) পরন্তু পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, তাহা কে বলিল? কেন না অভিপূর্ব্বক বদ্+ণিচ্+অনট্, ইহাতে ত পাদস্পর্শ বা প্রণাম বুঝায় এমন একটী বর্ণও নাই, বরঞ্চ সম্যক্‌প্রকারে বলা বা সম্ভাষণই বুঝাইয়া থাকে? না—

উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।

উপসর্গের যোগে ধাতুর অর্থ বলক্রমে অন্যত্র নীত হইয়া থাকে। আহার, বিহার, প্রহার ও সংহার তাহার উদাহরণ স্থান। ফলতঃ পূর্ব্বাচার্য্যেরা অভিবাদন অর্থ "পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম" এইরূপ অর্থের সংসূচনা করিয়া গিয়াছেন। নতুবা শিষ্টানুসারী অমরসিংহ বলিতেন না যে—

সমে তু পাদগ্রহণমভিবাদন মিত্যুভে।

অভিবাদন ও পাদগ্রহণ, এই শব্দ দুইটী তুল্যার্থভাক্। ভাগুরিও বলিয়া গিয়াছেন—

উপসংগ্রহণঞ্চাপি প্রাহুঃ সন্তোঽভিবাদনম্।

অর্থাৎ শিষ্টেরা বলিয়া থাকেন যে, অভিবাদন ও উপসংগ্রহণ শব্দ একই, অর্থাৎ তুল্যার্থপ্রণয়ী। অমরের প্রামাণ্য টীকাকার, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ও শব্দ-কল্পদ্রুমের বস্তুসমাহর্ত্তা পণ্ডিতগণও অভিবাদন শব্দের অর্থ পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

রঘুনাথ.........পাদেতি দ্বয় মভিবাদনে। পাদগ্রহণং পাদয়োঃ স্পর্শঃ। অভিমুখীকৃত্য সম্বোধ্য বাদন মাশিষোবাচনং যস্য্ম্ আশিষং দেহি, ইতি তথা ক্রিয়তে।

শব্দকল্পদ্রুম......অভিমুখীকরণায় বাদনং নামোচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কারঃ। অভিবাদয়ে ভো অমুকশর্ম্মা অহ মিত্যেবংরূপঃ। তত্তু পাদস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কারঃ।

সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যাগণ সবর্ণা ভার্য্যা হইতে নিকৃষ্ট ছিলেন, এরূপ নহে। ফলতঃ যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ অন্তেবাসিগণও পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন ও আশীর্ব্বাদ চাহিতেন, তাঁহারা যে পরমার্থতই পূজার্হা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অথবা কেবল দ্বিজাতি-কন্যা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা নহেন, অসবর্ণা স্ত্রী শূদ্র-কন্যাগণও ব্রাহ্মণদ্বারা পরিণীত হইয়া অভ্যর্হণীয়তা প্রাপ্ত হইতেন। যদুক্তং মনুনা—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥ ২৩—৯ অঃ।

শূদ্রকন্যা অক্ষমালা, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এবং শূদ্রকন্যা শারঙ্গী মহর্ষি মন্দপাল কর্ত্তৃক পরিণীত হইয়া গুণবলে সকলের সপর্য্যাভাজন হইয়াছিলেন। তবে দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহ অপেক্ষা সবর্ণাবিবাহ আংশিক প্রশস্ত, এবং অসবর্ণা-বিবাহের মধ্যেও প্রথমটী হইতে পরবর্ত্তীটী ক্রমে অপ্রশস্ত। যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রী হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রী কিঞ্চিৎ অবরা, ক্ষত্রিয়া হইতে বৈশ্যা স্ত্রী অবরতরা ও শূদ্রা স্ত্রী অবরতমা।

অনুলোমজপ্রকরণ

অনুলোম শব্দের অর্থ যথাক্রম। শাস্ত্রানুসারে যে যাহাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেই তাহা অনুলোম বিবাহ পদবাচ্য এবং তদুৎপন্ন সন্তানগণ অনুলোমজ শব্দের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, সবর্ণা অসবর্ণা চারি স্ত্রী ; ক্ষত্রিয়, সবর্ণা অসবর্ণা তিন স্ত্রী ; বৈশ্য সবর্ণা অসবর্ণা দুই স্ত্রী এবং শূদ্র কেবল সজাতীয় কন্যাই বিবাহ করিতে পারেন। সুতরাং ইঁহাদিগের এই সকল সবর্ণা অসবর্ণা উভয় বিবাহই অনুলোম বিবাহ ও সবর্ণাজ অসবর্ণাজ সন্তানকদম্বকও অনুলোমজ বলিয়া সমাখ্যেয়। যদাহ ভগবান্ মনুঃ—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে ॥ ৫—১০ অঃ।

অর্থাৎ সকল বর্ণের মধ্যেই সবর্ণ স্বামী হইতে তাঁহার সবর্ণা অক্ষত যোনি স্ত্রীতে অনুলোমক্রমে জাত সন্তান সকল পিতৃসাজাত্য ভজনা করিয়া থাকে।

এখানে মনু বিশদাক্ষরেই সবর্ণাজ সন্তানগণকেও অনুলোমজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তবে ব্যবহারতঃ সকলে দ্বিজগণের অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তানদিগকেই অনুলোমজ বলিয়া থাকেন। ঐ সকল মূল অনুলোমজ সন্তানের সংখ্যা কত ? মনু বলিতেছেন—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০—১০ অঃ।

তত্র কুল্লূকভট্টঃ·········ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদি দ্বয়স্ত্রীয়োঃ বৈশ্যস্য চ শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণা মেতে ষট্ পুত্রাঃ সবর্ণপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা, এবং বৈশ্যের শূদ্রাজাত এই ছয় অনুলোমজ পুত্র। ইহারা স্ব স্ব পিতার সবর্ণা স্ত্রীজাত পুত্রগণ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ইহাদিগের কাহার কি নাম ?

মহর্ষি ভৃগু এই অনুলোমজগণের নাম গ্রহণ করেন নাই, খুবই সম্ভব ঐ সময়েও অনুলোমজগণ অপসদ পুত্র বলিয়া পিতৃসাজাত্যই ভজনা করিতেছিলেন। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি বলিয়া তাঁহাদের কোন পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছিল না। বহুকাল পরে ষড়নুলোমজের পৃথক্ সংজ্ঞা পরিকল্পিত হয়। উহা অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্যপ্রকরণে সবিস্তার বলা যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং ; বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ ; শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥ ৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যো স্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাৎ তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২—১ অ।

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ......ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বিন্নায়াম্ উৎপন্নঃ মূর্দ্ধাবসিক্তো নাম পুত্রো ভবতি। বৈশ্যকন্যকায়াম্ বিন্নায়াং অম্বষ্ঠো নাম পুত্রো ভবতি। শূদ্রায়াং বিন্নায়াং নিষাদো নাম পুত্রো ভবতি। নিষাদোনাম কশ্চিৎ মৎস্যঘাতজীবী প্রতিলোমজঃ সমাভূদিতি পারশবোঽয়ং নিষাদ ইতি সংজ্ঞাবিকল্পঃ। বিপ্রাৎ ইতি সর্ব্বত্র অনুবর্ত্ততে। ৯১

বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ বিন্নায়াং রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ যথাক্রমং পুত্রৌ সম্ভবতঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়াং বিন্নায়াং করণো নাম পুত্রোভবতি। এষ সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি সংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাসু উঢ়াসু এব স্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ। এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণা অনুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যাঃ।

অর্থাৎ বিপ্র হইতে তাঁহার বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত সন্তানের নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত (মূর্দ্ধাভিষিক্ত নহে, উহার অর্থ মূর্দ্ধ্নি অভিষিক্তো রাজা) বিপ্র হইতে তাঁহার বিবাহিতা বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ, বিপ্র হইতে তাঁহার বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তানের নাম নিষাদ। যে নিষাদের নামান্তর পারশব। এ নামান্তর-বিকল্প কেন? যেহেতু মৎস্যঘাতী প্রতিলোমজাত আর একটী নিষাদ জাতিও আছে, পাছে উহার সহিত সংঘর্ষ ঘটে, তাই যাজ্ঞবল্ক্য অনুলোমজ নিষাদের নামান্তর যে পারশব, তাহারও খ্যাপন করিলেন। ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তানের নাম মাহিষ্য (অবশ্য কৈবর্ত্ত নহে), শূদ্রাস্ত্রীর সন্তানের নাম উগ্র বা আগুরি, এবং বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম করণ বা আদি কায়স্থ। এই সকল অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ

মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, নিষাদ, মাহিষ্য, উগ্র ও করণ, স্ব স্ব পিতার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান।

আমরা "বৈশ্য-মাহিষ্য-মোহমুদ্গর" নামক জাতিতত্ত্ব-বারিধির তৃতীয়-ভাগে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত নহে), নিষাদ ও উগ্র-প্রভৃতি জাতির ইতিহাস বিবৃত করিয়াছি। এই গ্রন্থে কেবল অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য ও করণ বা কায়স্থ জাতির বিষয় লিপিবদ্ধ হইবে। অতএব তজ্জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে অম্বষ্ঠ জাতির কথা বলিব।

দ্বিতীয়াধ্যায়

অম্বষ্ঠপ্রকরণ

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির উৎপত্তি

আমরা বিবাহ-প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছি, অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার বৈধবিবাহসমুদ্ভূত। কিন্তু তথাপি প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে আমাদিগকে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে হইল। জাতি-প্লাবিত ভারতে চারিটী ভিন্ন মূল আর একটি বর্ণও ছিল না ও নাই। সেই মূলবর্ণ চতুষ্টয়ের ওতপ্রোতযোগে বা সংমিশ্রণে ভারতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য করণ বা কায়স্থ এবং কামার, কুমার, তেলী, তামিলী প্রভৃতি আরও ছত্রিশ বা ততোধিক জাতির সমুদ্ভব হইয়াছে। কেবল নিরক্ষর নহে, বহু সাক্ষর ও অধীয়ান ব্যক্তিরও ধারণা যে একমাত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণই দোজেতে বা দো-আঁশলা, আর সকল জাতিই স্বয়মেব স্বয়ম্ভু। কিন্তু এ ধারণা অব্যাজ মনোহারিণী নহে। মূল বর্ণচতুষ্টয় ভিন্ন অন্য যে কোন জাতিই দ্বিবর্ণসম্ভূত, এবং বহু মূলবর্ণের অন্তঃকঙ্কালও দ্বিবর্ণ বা বর্ণসমূহের সমবায়ে লব্ধপুষ্টিক।

বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতির নিদানসম্বন্ধেও নানা লোকের নানা মত। ঐ সকল মতের জনয়িতাও প্রমাদ বা গবেষণাগত বৈক্লব কিংবা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা-ব্যামোহ। এবং ঐ সকল মতও যুক্তিহীন ও সর্ব্বথা ভিত্তিপরিশূন্য। যাঁহারা সাক্ষর, তাঁহারা অনধীয়ান, এবং যাঁহারা নিরক্ষর, তাঁহারা পরপ্রত্যয়নেয়-বুদ্ধি। কাজেই জনসাধারণ, অন্ধহস্তিদর্শনের ন্যায় প্রমাদদ্বারা পরিণোদিত হইয়া যাঁহার যাহা অভিলাষ, তিনি তাহাই বলিয়া আসিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ, ব্রাহ্মণ-শূদ্রা-প্রভব এবং সে কথা মনুসংহিতাতেই বিদ্যমান (ঢাকার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক—সবজজ), কাহার মত এই যে অম্বষ্ঠগণের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা কায়স্থী। কেহ বা লিখিয়াছেন অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা উগ্রকন্যা। আবার জিগীষাপ্রণোদিত মিথ্যাবাদী কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণবৎ জ্ঞানগরীয়ান্, অহীনকর্ম্মা আভিজাত্যগৌরবে স্ফীতবক্ষা পূতনিদান বৈদ্যজাতিকে

খাট করিবার জন্য বলিয়া থাকেন, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ স্তকারজনক ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অশ্বিনীকুমারপ্রভব অনভিজ্ঞাত বেদে বৈদ্য!!! কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন যে, বৈদ্যাপরনামা বঙ্গীয় অম্বষ্ঠগণ, কায়স্থ জাতির অবান্তর শ্রেণীবিশেষ অর্থাৎ অম্বষ্ঠকায়স্থ!! কাহার কাহার মতে বৈদ্য শব্দ বৌদ্ধ শব্দ হইতে লব্ধজন্ম এবং জাতিহীন কতকগুলি বৌদ্ধই বাঙ্গলায় বৈদ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। তাই আমরা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতির প্রকৃত নিদান সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া নিম্নে কতিপয় ঋষি-বাক্যের অধ্যাহার করিলাম।

মনুসংহিতা—ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮—১০অঃ।

অত্র কুল্লূকভট্টঃ—কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়া মিত্যধ্যাহার্য্যং "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।

যাজ্ঞবল্ক্য—বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
অম্বষ্ঠঃ; শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারিশবোঽপি বা॥৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯২—১অঃ।

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং বিন্নায়াম্ অম্বষ্ঠোনাম পুত্রোভবতি। এম সবর্ণমূর্দ্ধাবসিক্তাদিসংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাসু উঢ়াসু এব স্মৃত উক্তো বেদিতব্যঃ। এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষড়নুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যাঃ।

গৌতম—অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সুবর্ণাম্বষ্ঠোগ্র—নিষাদ-দৌষ্মন্তপারশবাঃ। ৪অঃ

বৃদ্ধহারীত—বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত।
বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা॥ ৪অঃ

উশনাঃ—বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোঽপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীজীবিকশ্চৈব চিকিৎসাজীবিকোঽপ্যসৌ॥

পরাশরপদ্ধতি—বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতোহম্বষ্ঠো মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

জাতিবিবেক—সবর্ণা ব্রাহ্মণান্ সূতে রাজ্ঞী মূর্দ্ধাবসিক্তকম্।
বৈশ্যাম্বষ্ঠং নিষাদন্তু শূদ্রা পারশবঞ্চ সঃ॥

মহাভারতটীকায়াং নীলকণ্ঠধৃতং বচনম্।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণ ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রে অম্বষ্ঠগণ, ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। সুতরাং অম্বষ্ঠগণ, শূদ্রা, উগ্রা বা কায়স্থীপ্রভব অথবা তাঁহারা প্রকারান্তরে অশ্বিনীকুমারহইতে কোন ব্রাহ্মণপত্নীতে অনভি-জাতরূপে সংজাত, ইহা অতীব অলীক কুচিন্তাবিশেষ। যাহা হউক আমরা যথাস্থানে যথাসময়ে প্রতিবাদপ্রকরণে পরিপন্থিমতের সমালোচনা বা খণ্ডন করিব। অতঃপর আমরা স্কন্দপুরাণের বৈদ্যোৎপত্তির কথা ভাবিয়া দেখিব।

প্রকৃত স্কন্দপুরাণ আর ইহ জগতে বিদ্যমান নাই, অথবা থাকিলেও উহা দুরধিগম্য। আমরা এতদিন শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত স্কন্দপুরাণের নামীয় বচনানুসারে বিশ্বাস করিয়া বা জানিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা কুশপ্রভব!! এবং মহাত্মা অমৃতাচার্য্য আমাদিগের আদি পিতামহ, বীরভদ্রা নাম্নী বৈশ্যকন্যা তাঁহার মাতা ও মহর্ষি গালব তাঁহার জনয়িতা। আবার সম্প্রতি চতুর্ভুজ নামে একখানি কুলপঞ্জিকাতে দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদিগের সেই পূর্ব্ব পিতামহ অমৃতাচার্য্যের মাতার নাম অম্বা ও মাতামহের নাম বীরভদ্রনামক বৈশ্য, পিতা মহর্ষি গালব। এবং সমগ্র বৈদ্যজাতি উক্ত অমৃতাচার্য্যের পঞ্চবিংশতি কন্যার গর্ভে লব্ধজন্মা। যাহা হউক আমরা নিম্নে উক্ত উভয় গ্রন্থের বচনসমূহ বিন্যস্ত করিয়া পরে আমাদিগের যাহা অভিমত তাহা বলিব।

শব্দকল্পদ্রুমধৃতা

স্কন্দপুরাণবচনাবলী

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ধন্বন্তরি র্মহাভাগঃ
অমরেশঃ কথং পুরা।
অভবৎ সর্ব্বতোঽভিজ্ঞ
স্তন্মে বদ মহামুনে॥

চতুর্ভুজধৃতা

স্কন্দপুরাণবচনাবলী।

পৃথিবী নবভাগাঢ্যা
তস্যাং বর্ণাঃ কিলাভবন্।
তেষু বৈদ্যাঃ কুলশ্রেষ্ঠাঃ।
ব্রহ্মবংশ্যা দ্বিজোত্তম॥

মৈত্রেয় উবাচ।

ভোরাজেন্দ্র যথা জাতো
ধন্বন্তরি রিহৈব তু।
শৃণু তৎ ত্বং সমাসেন,
যথাবৎ গদিতো মম॥

মহর্ষির্গালবো নাম,
কাষ্ঠদর্ভাহরো বনং।
জগাম তত্র ভ্রমণাৎ।
অতিশ্রান্তো বভূব সঃ॥

ততো নিরীক্ষয়ামাস,
তৃষাকুলকলেবরঃ।
তদ্বনস্ত বহির্ভাগে,
কন্যামেকাং দদর্শ সঃ॥

জলপূর্ণং ঘটং নীত্বা,
গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তোঽসৌ,
বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ॥

হে কন্যে ত্বং জলং দেহি,
প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে।
ততঃ সা কলসং ভূমৌ,
নিধায়াতিষ্ঠত্তমা॥

গালবশ্চার্দ্ধতোয়েন,
স্নাত্বা তোয়ঃ পপৌ চ তৎ।
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে!
ত্বং সৎপুত্রবতী ভব॥
ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা,
ন মে পাণিগ্রহোঽভবৎ।

রাজোবাচ।

পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্
মৈত্রেয়ো নাম যো মুনিঃ।
তীর্থযাত্রাপরিশ্রান্তোঽ
ভ্যাগতো হস্তিনাপুরম্॥
পাদ্যার্ঘঞ্চ দদৌ তস্মৈ,
রাজা পপ্রচ্ছ তং মুনিম্।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ,
শূদ্রশ্চাপি ততঃ পরং।
ব্রহ্মোৎপন্না শ্চতুর্ব্বর্ণাঃ,
অম্বষ্ঠা ভিষজঃ কথং॥
ধন্বন্তরির্ম্মহাভাগঃ,
কথং বা সোঽভবৎ পুনঃ।
বিস্তরাৎ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ,
তন্মে বদ মহামুনে॥

মৈত্রেয় উবাচ

রাজরাজেশ্বর শ্রীমন্
ইতিহাসকথাং শৃণু।
শৃণু রাজন্ যথা জাতো,
ধন্বন্তরি রিহৈব তু॥
ত্রৈলোক্যপ্রাণিনো যর্হি,
রোগযুক্তকলেবরাঃ।
তপস্যা-রহিতা বিপ্রাঃ,
সর্ব্বে ব্যাধিপ্রপীড়িতাঃ॥
তর্হি দেবাশ্চ ঋষয়ঃ,
দক্ষাদি-প্রজাপতিঃ।
আয়দাতা মুনীন্দ্রাশ্চ,
ব্রহ্মস্থানে জগ্মেদময়ম্॥

ততো মুনিবরশ্চাহ,
কা ত্বং কিং নাম তে বদ ॥
উবাচ পুন রপ্যেষা,
বৈশ্যকন্যা ত্বহং বিভো।
বীরভদ্রাভিধানা চ,
জানীহি মুনিপুঙ্গব ॥
ততো বিচিন্ত্য স মুনিঃ,
তামাদায় জগাম হ।
ঋষীণা মগ্রতো নীত্বা,
বৃত্তান্ত মবদৎ তদা ॥
আকর্ণ্য তে মহারাজ!
ঊচুর্হর্ষিতমানসাঃ।
ভদ্রং কৃতং মুনে ন্যূনং
আনীতেয়ং বতত্বয়া।
বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং,
ধন্বন্তরি র্ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা তেপি মুনয়ঃ,
কুশপুত্তলিকাং ততঃ।
কৃত্বা ক্রোড়ে দদুস্তস্যাঃ
বেদমুচ্চার্য্য তৎকুশে ॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠা মপ্যস্য,
চক্রুশ্চ পুরুষাকৃতিং।
ততোঽভবৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ,
বালোতিসৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ।
ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ,
প্রাপুর্ম্মুদং বেদতয়ৈব জাতঃ ॥
বৈদ্যস্ততোয়ং জননীকুলে চ,
খ্যাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥

ততো ব্রহ্মা গতশ্চৈব,
ক্ষীরোদার্ণবসংতটে।
করসম্পুটযোগেন,
স্তুত্বা স্তুত্যা জনার্দ্দনং।
তোষয়ামাস দেবেশং,
সর্ব্বজ্ঞাননিধিং হরিম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ

নমো দেব জগন্নাথ,
পুরাণপুরুষোত্তম।
নীরুজায় নমস্তুভ্যং,
কামরূপায় তে নমঃ ॥
নমঃ প্রকৃতিরূপায়,
নমঃ পুরুষরূপিণে।
নমঃ কমলনাভায়,
নমস্তে জলশায়িনে ॥
নমো বেদান্তবেদ্যায়,
সৃষ্টিরক্ষাং কুরু প্রভো।
লোকা রোগসমাক্রান্তাং।
তপোধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥
নানোপদ্রবসংযুক্তাঃ,
যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনাঃ।
ত্বাং বিনা কে হি ন ত্রাতা,
ভবেৎ সঙ্কটসঙ্কুলে।
তৎ শ্রুত্বা ভগবানাহ,
ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ পরং তত্ত্বং,
প্রবক্ষ্যামি সুনিশ্চিতং।

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্ব্বে,
মুনয়ো দেবরূপিণঃ।
অমৃতাচার্য্য ইত্যস্ত,
চক্রুর্বৈদ্যাভিধানকং ॥
ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে,
চক্রুর্দশ ক্রিয়াস্ততঃ।
অধ্যাপয়ামাসু রিমম্,
আয়ুর্ব্বেদং ক্রমেণ তু ॥
বৈশ্যবৎ তস্য কর্ম্মাণি,
নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ।
অম্বষ্ঠানাঞ্চ সর্ব্বেষাং,
ততো মাতৃকুলে স্থিতিঃ ॥
ইতি।

ধন্বন্তরিস্বরূপেণ,
বৈশ্যাক্রোড়ে ভবাম্যহং ॥
দর্ভসংযোগযোগেন,
ভবিষ্যে বৈশ্যবর্ণকঃ।
ভূত্বাহং রোগীণাং ত্রাতা,
ভবিষ্যামি মহীতলে।
তৎ শ্রুত্বাচ ততো ব্রহ্মা,
প্যাগতো নিজমন্দিরং ॥
ততঃ কিয়ৎকালে গতে,
গালবো নাম বৈ মুনিঃ।
দর্ভান্ কাষ্ঠং সমাহর্ত্তুং
জগাম নির্জ্জনং বনং ॥
স মুনিস্তত্র ভ্রমণাৎ,
সুবিশ্রান্তকলেবরঃ।
অত্যন্তক্ষুধয়া ক্লান্তঃ,
তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতঃ ॥
ততোমুনি র্বনাভ্যন্তঃ
কন্যামেকাং দদর্শ সঃ।
জলপূর্ণং ঘটং নীত্বা
গচ্ছন্তীং নিজমন্দিরং।

তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ ॥

মুনিরুবাচ

হে কন্যে ত্বং জলং দত্বা প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে।
অবশস্তৃষ্ণয়া ত্বার্থং তস্মাৎ দেহি জলং শুভে।
জলং দেহি জলং দেহীত্যুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥
তৎ শ্রুত্বা সাচ কল্যাণী লজ্জিতা বরবর্ণিনী।
ততঃ সা কলশং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা ॥
পানীয়দানে তাং কন্যাং তূষ্ণীভূতাং মুনীশ্বরঃ।

দৃষ্ট্বা স চিন্তয়ামাস কিমিয়ং ত্বন্ত্যজন্মজা।
নোচেৎ পিপাসুং মাং জ্ঞাত্বা জলং কস্মাৎ ন যচ্ছতি॥
নাহমাদৌ কুলং ধর্ম্ম মস্যাঃ পৃচ্ছামি কিঞ্চন।
পীত্বা পানীয় মমলং পশ্চাৎ জ্ঞাস্যামি তত্ত্বতঃ॥
প্রাণাত্যয়ে কাপিদোষো ন স্যাদিত্যাহ শঙ্করঃ।
জীবন্ ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ অর্থশ্চাপি ভবেৎ পুনঃ॥
প্রাণাত্যয়ে জাতিধর্ম্মৌ ন বিচার্য্যৌ:বিপশ্চিতা।
অথবা পাপশান্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং করোম্যহং।
বিনষ্টে জীবিতে কিং মে সংভবত্যনুচিন্ত্য চ॥
গালব স্তৎসলিলেন স্নাত্বা চাচম্য তৎ পরং।
বেদমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমাবাহয়ৎ পুনঃ॥
চকার হবনং তত্র হর্ষিতো মুনিপুঙ্গবঃ।
তজ্জলং পীবতস্তস্য পরিতোষো মহানভূৎ॥
ততো মুনিবরস্তুষ্টোঽপৃচ্ছৎ কন্যাং সমাসতঃ।
কিংবর্ণা ত্বং হি কল্যাণি কিংনাম্নী কস্য বাত্মজা॥
তৎ শ্রুত্বা শাপমাশঙ্ক্যাগত্য বাক্যমুবাচ সা।
লজ্জাভাবং পরিত্যজ্য বিনয়ানতকন্ধরা॥

কন্যোবাচ

বীরভদ্রস্য তনয়া বৈশ্যবর্ণা ত্বহং বিভো।
অম্বাং মাং নামতো বিদ্ধি সত্যমেতৎ ব্রবীমি তে॥

মুনিরুবাচ

ইতি শ্রুত্বা মুনিস্তস্যৈ কন্যায়ৈ প্রদদৌ বরং।
সদ্যঃ পুত্রস্ত কল্যাণি জায়তাং তব সুন্দরি
বৃথা ন মম বাক্যং স্যাৎ ইত্যাশিষং দদৌ মুনিঃ॥

কন্যোবাচ

ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা গালবং মুনিসত্তমং।
কিমুক্তং ভবতা ব্রহ্মন্ নাভূৎ পাণিগ্রহোপি মে।
কথং সদ্যো ভবেৎ পুত্রো নাহ মার্ত্তবসংযুতা॥

গালব উবাচ

এতৎ শ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কথয়ামাস বিস্ময়াৎ।
অত্রোপবিশ কল্যাণি ন ব্যর্থো মে বরো ভবেৎ।
তদুপায়ং করোম্যত্র কা তে চিন্তা শুচিস্মিতে॥
ইত্যুক্ত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মবিশারদঃ।
ততশ্চকার স ঋষি র্দর্ভনির্ম্মিতপুত্তলীং॥
ততস্তত্র দদৌ তোয়ং বেদমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাঞ্চ চকার মুনিসত্তমঃ॥
বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ ঘ্রাণপ্রাণাদিকং তথা।
তদ্বালকে সমারোপ্য অম্বাক্রোড়ে সমর্পয়ৎ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্যোম্নি অকস্মাৎ দৈবযোগতঃ।
দৈববাণী বভূবাথ বংশোঽম্বষ্ঠোয় মিত্যপি॥
অম্বষ্ঠো জাতিতো বৈদ্যশ্চামৃতাচার্য্যসংজ্ঞকঃ।
তল্লক্ষণং বিজানীহি বেদোক্তং যৎ মুনীশ্বর॥
বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্ন স্ততোবৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।
যস্মাৎ অম্বাঙ্ক মারূঢ় স্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে॥
আয়ুর্ব্বেদে কৃতাভ্যাসঃ শাস্ত্রে চ কৃতিদর্শনং।
আর্য্যশীলগুণত্বঞ্চ চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণং।
এতল্লক্ষণসংযুক্তং বালকং ত্বং বিলোকয়॥

বেদোদ্ভবাচ্চৈব মুনেঃ প্রসাদাৎ, ধন্বন্তরির্ভূমিতলেঽবতীর্ণঃ।
বৈশ্যাম্বজায়াঃ পুরুষঃ পুরাণঃ, কুশোদ্ভবাৎ চায়মযোনিজাতঃ॥
জগদ্ধিতার্থায় কৃতাবতারং, আয়ুর্ব্বিদং তং স মুনি র্দদর্শ।
তেজঃস্বরূপঞ্চ অযোনিজাতং, জগদ্ধিতার্থঞ্চ কলাধতারম্॥
ইত্থং বিলোক্যাথ মুনিঃ কিমেতৎ, আশ্চর্য্যরূপং হি পুরা ন দৃষ্টং।
সোঽয়ং শিশুর্বেদবচোঽভিজাতঃ, জ্ঞাতুং সমীহে তপসো বলেন॥
ততঃ স যোগেঽথ মনো নিধায়, প্রাজ্ঞো বুবোধ প্রবরো হরেঃ সঃ।
ধন্বন্তরির্জাত ইহৈবলোকে, গদপ্রণাশায় সমস্তলোকে॥

বেদোদ্ভবঃ শান্তিজলাভিষিক্তঃ, নাম্নামৃতাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধঃ।
তুষ্টাব তং বৈ জগতোহিতায় কুশোদ্ভবং তং পুরুষং পুরাণং॥

নমোমৃতাচার্য্যপদারবিন্দং ভূমণ্ডলব্যাধিবিনাশহেতুং।
আয়ুঃ শ্রুতিং যো বিতরেৎ পৃথিব্যাং প্রাণপ্রদানার্থমিহৈব নৃণাং॥

ধন্বন্তরে অস্তু নমোনমস্তে, বন্দেঽমৃতাচার্য্য মধীতবেদং।
ভূমণ্ডলে যঃ কৃতবানরোগং প্রাচারয়ৎ যো ভুবি বৈদ্যশাস্ত্রং॥

ধন্বন্তরি স্বাময়মৃত্যুভীতে জগদ্ধিতার্থং প্রতিকারকারী।
সংকীর্ত্তনাৎ যস্য ভবেত্তু শর্ম্ম, তস্মৈ নমঃ প্রাণপ্রদায় তুভ্যম্॥

কন্যোবাচ

বিলম্বকারণাৎ মাতা ময়ি কোপং করিষ্যতি।
আজ্ঞাং কুরু মহাভাগ গচ্ছামি নিজমন্দিরং॥

গালব উবাচ

শৃণু কন্যে গৃহং গচ্ছ বালকঞ্চ নয়ালয়ং।
পিত্রালয়ে যাহি ভদ্রে এবং ভব্যং ভবিষ্যতি॥
নত্বা তং গালবং বিপ্রং বৈশ্যকন্যা অতোব্রবীৎ।
তপোবনে চ সংস্থাপ্য বালকং পরিপালয়॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলং বৈশ্যকন্যা সুশীলিতা।
জলপূর্ণীকৃতং কুম্ভ মাদায় প্রযযৌ গৃহম্॥
অমৃতং বচনং যস্মাৎ অভেদ্যকবচং বপুঃ।
অমৃতাচার্য্য বিখ্যাত স্তস্মাৎ বৈদ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
অভ্যাসং কুরুতে নিত্যং আয়ুর্ব্বেদস্য তৎক্রমং।
ধীমান্ যশস্বী ধর্ম্মাত্মা বালকঃ পরিবর্দ্ধতে॥
বেদজ্ঞশ্চ সমুৎপন্নঃ কুশনির্ম্মিত পুরুষঃ।
উপকারায় বিপ্রাণাং ধৃতো দেহপরিগ্রহঃ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ মতেনৈব মাতুঃ কুলবিধিক্রমাৎ।
দশসংস্কারকং তস্য চকার মুনিসত্তমঃ।
বৈশ্যবৎ শৌচকর্ম্মাণি তস্য নির্দ্দিষ্টবান্ তদা॥

আমরা উপরে যে বচনাবলীর সমাহার করিলাম, এই সকল কাহিনী বঙ্গদেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলরূপ। এবং আমরা যে আমাদের অম্বষ্ঠ নামের নিদান বলিতে যাইয়া বিবাহসভা বা যত্র তত্র অম্বষ্ঠ বলি কাকে? প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে বলিতাম

অম্বাক্রোড়ে কুশে বা তিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ

ইহাও উক্ত বচনাবলীর পরিণামফল ও প্রসূতিবিশেষ। কিন্তু এই সকল যুক্তিবহির্ভূত পুঁত্তির গল্পপরিপূর্ণ বচনকদম্বক অনার্য এবং কৃত্রিমাদপি কৃত্রিমতর। কেন? যিনি মন্বাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই ইহা স্বীকার করিবেন যে, আমরা বৈশ্যাব্রাহ্মণপ্রভব। অর্থাৎ আমাদের মাতা বৈশ্যকন্যা ও পিতা ব্রাহ্মণ। এবং যেরূপ আর দশজন মৈথুনসম্ভব, তেমনই আমরাও তাহাই? বেদে এমন কোন মন্ত্র নাই, যাহা পাঠ করিয়া কুশমুষ্টিকে মানুষে পরিণত করা যাইতে পারে। কোন মন্ত্রের এরূপ ঐশীশক্তি থাকাও যুক্তির বাহিরের কথা। বলিবে কেন লবের ভাই কুশ ত কুশায় জনমিয়া ছিলেন? আমরা মনে করি, যাঁহারা বাল্মীকি বা অন্ততঃ কৃত্তিবাসী বাঙ্গলা রামায়ণও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও কখনই এরূপ কথা মুখেও আনয়ন করিবেন না। কেন না ঐ সকল গ্রন্থের কুত্রাপি এরূপ কথা নাই। উহা কথকদিগের নিজের তাঁতে বোনা। রামায়ণে ঐরূপ কথা থাকিলেও আমরা তাহা হনুমানের লাঙ্গুলের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া ভাবিতাম। ব্রাহ্মণের আদেশাত্মক ধারায় শিক্ষালাভ করিতে করিতে ভারতবাসীদের স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাই লোকে সাবিত্রী ও সত্যবানের পুঁত্তির গল্প এখনও সত্য ভাবিয়া আসিতেছেন এবং অম্বষ্ঠদিগের কুশপ্রভবত্বও একদিন ঐরূপ কারণে সত্যের সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহা বর্ব্বরতামূলক অলীক বিবৃতি ও কলুষিত সংবাদ। যদি লোকেরা কুশা দিয়াই পুত্র গড়িতে পারিতেন, তাহা হইলে কালিদাস কেন—

প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং

এ কথা রঘুবংশে লিখিবেন? বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল? প্রতি গ্রামে বেশ ভাল দেখিয়া কয়েকখানা কুশার ক্ষেত রাখিলেই ত দেশে অক্লেশে প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারিত। বশিষ্ঠধেনুর যোনিদ্বার দিয়া যবন সৈন্যাদির

উদ্ভাবন কথাও যেমন গল্পিকালীলাবিশেষ, অম্বষ্ঠের কুশপ্রভবত্ব ও বেদ-প্রভবত্বও তেমনই গল্পিকালীলাবিশেষ। বলিবে কেন পূর্ব্বে ত মননমাত্র পুত্র জন্মিত? ব্রহ্মার অসংখ্য মানস পুত্র ছিল? দর্শনস্পর্শনাদিতেও ত সন্তানোৎপাদন হইতেছিল?

ইহাও সম্পূর্ণ পৌরাণিক ভ্রান্তি। অবশ্য আদি মানবমিথুন, মহান্ ঈশ্বরের কৌশলবিশেষে অযোনিসম্ভবই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে আর কেহ বিনা মৈথুনধর্ম্মে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইহা কাজের কথা নহে। রাজারা যে পুত্রেষ্টিযাগ করিতেন, উহাও বর্ব্বরতামূলক কুসংস্কারবিশেষ। উহার অনুষ্ঠানবাহুল্যদ্বারাও বুঝিয়া লইতে হইবে, ঋষিদিগের যদি কুশ দিয়া মানুষ গড়িয়া দিবারই শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়া মরিতেন না। বেদও মন্ত্রবহুল, ভারতও কুশক্ষেত্রভূয়িষ্ঠ ছিল। অম্বষ্ঠগণ কুশপ্রভব,। ইহা ন্যক্কারজনক মিথ্যাকথা এবং তাঁহাদিগের বেদোদ্ভবত্ব কথাটীও ষোল আনা প্রতারণামূলক অনৃতনিষ্যন্দ। তবে কি অমৃতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না? যখন বঙ্গীয় বৈদ্যগণ, আপনাদিগকে আবহমান কাল অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির অনন্তরবংশ্য বলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছেন, যখন লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও "অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ" বলিয়া এক শ্রেণীর মিছির ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে অমৃতাচার্য্যনামে একজন লোক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। তবে ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনানুসারে তিনি সমুদ্রমন্থনে বা প্রকারান্তরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহাও যেমন অলীক সংবাদ, তেমনই তাঁহার কুশপ্রভবত্বও অলীক কাহিনীবিশেষ। তিনি কৃতোদ্বাহ মহর্ষি গালব ও অম্বার মৈথুনধর্ম্মে আর দশজনের মতন, যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে।

বলিবে তবে এই সকল মিথ্যা বচনের রচয়িতা কে? এ দেশে মিথ্যা বচন প্রণয়ন করিবার লোকের অভাব কবে ঘটিয়াছে? কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও চিত্রগুপ্তপ্রভবত্বের সমর্থক গ্রন্থ ও বচনাবলীও কি কৃত্রিমতা ও মিথ্যার ভিতর দিয়া সমাগত নহে? স্বয়ং নগেন বাবু পর্য্যন্ত কি রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের কোষধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্রের নামীয় বচনাবলীকে কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? খুব সম্ভব যখন বৌদ্ধবিপ্লবে পড়িয়া এ দেশের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ শাস্ত্রের

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে দূরে ছিলেন, তখন কোন বৈদ্যসন্তান, বৈদ্যজাতির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, কোন ব্রাহ্মণ এই সকল বচনাবলীর আমদানী করিয়া দিয়াছেন। এখনও যেমন নিরপরাধ স্কন্দপুরাণের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া প্রয়োজনার্থীরা অভিনব রেণুকামাহাত্ম্য ও অভিনব প্রভাসখণ্ডের পুথি প্রসব করিতেছেন, তখনও কেহ ঐরূপে ঐ সকল শ্লোক রচিয়া থাকিবেন? কৃষ্ণনগরের পবিত্র রাজধানীতেই যখন দত্তকচন্দ্রিকা প্রসূত হইতে পারিল, তখন কয়েকটা অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকই বা দেখা দিতে পারিবে না কেন? রত্নপ্রসবিনী ভারত-ভূমিতে কিসের অভাব? ফলতঃ, আমরা যে সকল বচনের অধ্যাহার করিয়াছি, ইহার একটীও সত্যগন্ধি নহে। অধিকন্তু প্রথমে যে বচনাবলী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার উপর আবার অন্যান্য কারিকরেরা আপন আপন তুলিকার সঞ্চালন করাতে পাঠগত বহু প্রভেদ ঘটিয়া গোদের উপর বিস্ফোটক উৎপাদন করিয়াছে। যদি ইহা পুনঃ পুনঃ বিকৃত না হইবে তাহা হইলে—

তেষু বৈদ্যাঃ কুলেশ্রেষ্ঠাঃ অথবা
তেষু বৈদ্যকুলং শ্রেষ্ঠম্।

ইহা দেখা দিবে কেন? বৈদ্যগণ কি ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ? কখনই নহে। খুব সম্ভব, কেহ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণপাঠে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর ও অনভিজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ক্ষুব্ধচেতাঃ কোন বৈদ্যসন্তান বা সন্তানসমূহ উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কোন স্মৃতিভূষণ বা তর্কচূড়ামণির শরণাপন্ন হয়েন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন কুশপ্রভবত্ব খ্যাপন করিলে অনভিজাতত্বের আর কোন আশঙ্কাই থাকে না, তাই তিনি এই সকল মিথ্যা বচনাবলীর প্রসব করেন। ঐ সময়ে এ দেশে কেহই মন্বাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন না। কোন্ জাতির কি নিদান, তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না। এমন কি মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহাতেও মনুর নবমাধ্যায়ের ১৯১ শ্লোকটি ধৃত না হওয়ায় আমরা মনে স্থান দিতে বাধ্য যে তখন পর্য্যন্তও মন্বাদি স্মৃতির রীতিমত পঠন পাঠনা হইতেছিল না। কিন্তু বংশপরম্পরায় সকলেই জানিয়া আসিতেছিলেন যে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব, তাই সেই মূল ভিত্তি বজায় রাখিয়া প্রবঞ্চক কেহ এই কেচ্ছা গড়িয়া দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যাদি বিশদাক্ষরেই বলিয়াছেন যে অম্বষ্ঠগণ বৈধবিবাহপ্রসূত। (বিয়াক্কের

বিধিঃ স্মৃতঃ) সুতরাং গান্ধর্ব্ববিধি বা বরদানে সন্তানোৎপত্তির কথা সম্পূর্ণই অলীক। হইতে পারে গালব ঋষি জলপানে তৃপ্ত হইয়া অম্বাকে বিবাহ করিলে পর, পরে যথাকালে যথানিয়মে অমৃতাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে?

উল্লিখিত বচনাবলীপাঠে সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যখন এই সকল বচন প্রণীত হয়, তখন বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের পরিবর্ত্তে বৈশ্যাচার প্রচলিত হইয়াছিল। তাই বলা হইয়াছে,

ঈশ্বর উবাচ

ধন্বন্তরিস্বরূপেণ বৈশ্যাক্রোড়ে ভবাম্যহং।
দর্ভসংযোগযোগেন ভবিষ্যে বৈশ্যবর্ণকঃ।

বস্তুতও কি ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্য স্বয়ং বিষ্ণুর অবতারবিশেষ? বস্তুতই কি কোন ধন্বন্তরি সমুদ্রমন্থনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? যে সময় সর্ব্বাদৌ অনুলোমজগণের সমুদ্ভব হয়, সে সময় কি তাঁহারা মাতৃবর্ণে ব্যবহিত হইয়াছিলেন? তাহা হইলে, কেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিবেন—

যদেতৎ জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
এব মেতৎ মহারাজ যেন জাতঃ সএব সঃ॥

প্রথম চালানের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি কি খাঁটী ব্রাহ্মণ্য লইয়াই প্রসূত ও অন্তর্হিত হয়েন নাই? অপিচ কেবল একমাত্র অমৃতাচার্য্যপিতা গালবই যে ভারতের সমগ্র অম্বষ্ঠবংশের একমাত্র জনয়িতা, ইহাও কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? খুব সম্ভব শত শত ব্রাহ্মণসন্তান শত শত বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে যাঁহারা সর্ব্বাদৌ অনুলোমজভাবে প্রসূত হয়েন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাসাগরের মহাকুক্ষিতে ডুবিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা দ্বিতীয় চালানে ভূমিস্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অম্বষ্ঠাদি পৃথক্ সংজ্ঞাভাগী হইয়া গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিকাইতে থাকেন। এবারেও শত শত ব্রাহ্মণ শত শত দেশে বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গালব ও অম্বার সন্তান অমৃতাচার্য্য ও তাঁহার দৌহিত্র সন্তান আমরা অনেকে এই বঙ্গদেশে তাঁহার অনন্তরবংশ্যরূপে বিরাজ করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক মহাশয়, তদীয় চন্দ্রপ্রভাতে বৈদ্যোৎপত্ত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, আমরা প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে সেগুলির অধ্যাহার করিলাম।

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে ॥ ১
তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ২
তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থৌ অম্বাকুলে হি তৎ।
অম্বষ্ঠ ইত্যসাধুক্ত স্ততোজাতিপ্রবর্ত্তনাৎ ॥ ৩
পরে সর্ব্বেঽপি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জন্মুর্লব্ধা যজ্জাতো বেদসংস্কৃতৈঃ ॥ ৪
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অথ রুক্‌প্রতিকারিত্বাৎ ভিষজস্তে চ কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে বৈশ্যবৎ প্রোক্তাঃ কলাবপি তথা মতাঃ ॥ ৬
অথাম্বষ্ঠেষু সর্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবদমী।
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ ॥ ৭
রাজঃ সোমশ্চ নন্দীচ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
এষাং বংশসমুৎপন্না এতৎ পদ্ধতয়ো মতাঃ ॥ ৮
অন্যপদ্ধতয়োপ্যেবং সন্তি বৈদ্যা নতে শ্রুতাঃ।
বহবশ্চৈকনামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ
যথাষ্টৌ বিশ্রুতাঃ সেনা স্তথা চৈবাপরে মতাঃ ॥ ৯
যস্য যস্য মুনের্যোষঃ সন্তানঃ স স বিশ্রুতঃ।
তত্তদ্‌গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাত্তস্ত স্বকর্ম্মণা ॥ ১৯

চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠাতে এই শ্লোকগুলি বিন্যস্ত রহিয়াছে। এগুলি ভরতের নিজের কি কোন প্রাচীন কুলপঞ্জিকার তাহা বুঝা যায় না। তিনি ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি নানা সংহিতা হইতে প্রমাণ সমাহার করিয়াছেন। অথচ উদ্ধৃত বচনাবলীর সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র বা সংহিতার নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই। যাহা হউক, এই সকল বচন তাঁহার নিজেরই হউক, কি অন্যেরই হউক এই বচনসমূহও একবারে নির্দ্দোষ নহে।

তিনি বলিতেছেন—সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ চারি বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। সত্য বা কৃতযুগে (কচিৎ পাঠ "কৃতে বৈশ্যাঃ" আছে) বৈশ্যগণ পিতৃতুল্য ছিলেন, ইহা সর্ব্বাংশে প্রকৃত নহে। কেন না সত্যযুগে চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল না, ত্রেতাযুগেই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, সুতরাং অনুলোম বিলোম বিবাহও তৎপরে হইবারই কথা। সুতরাং সত্যযুগে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বলিয়া কোন ভেদও ছিল না, বৈশ্যগণও অম্বষ্ঠভাবে জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন না। তবে ইহার মধ্যে সত্য ইহাই যে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পরে যখন ব্রাহ্মণেরা চারি বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখনই ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যাপরিণয়ে, অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা তখন বেদ বেদাঙ্গ পারগও ছিলেন, মুনি বলিয়াও সমাখ্যাত হইতেন। অমৃতাচার্য্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন, অমৃতাচার্য্যের পঞ্চবিংশতি জামাতাও ঐরূপ ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব গৌণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল কেবল একজন বীজী অম্বষ্ঠবংশের নিদান ছিলেন না। অমৃতাচার্য্যের ন্যায় আরও অনেকে একই সময়ে বীজিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সুতরাং অমৃতাচার্য্য অম্বাকুলে স্থিতি করিলেন ও তাহাতেই আমরা অম্বষ্ঠ নামে সমাখ্যাত হইলাম, ইহা প্রকৃত কথা নহে, পরন্তু ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত কৃত্রিম স্কন্দপুরাণীয় বচনেরই পরিণাম ফল। যদি মাতা অম্বার নামই জাতির প্রবর্ত্তক হইত, তাহা হইলে আমরা মূর্দ্ধাবসিক্তাদিকেও মাতৃনামে সূচিত হইতে দেখিতাম। এবং যাঁহাদের মাতার নাম স্বতন্ত্র কিছু ছিল, তাঁহারাই বা কেন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইবেন? ফলতঃ ইহা আমাদিগের অম্বষ্ঠদেশগত ভৌগলিক সংজ্ঞা মাত্র। দুঃখ এই যে মল্লিক মহাশয় এ কথা একবারও ভাবিলেন না যে, যদি আদি বীজী অমৃতাচার্য্য মাতৃকুলে গৃহীত হইয়া প্রথমেই বৈশ্যাচারী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে—

সত্যে বৈশ্যাঃ পিতুস্তুল্যা

এ কথা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? মল্লিক-মহাশয় এ কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া লেখনী সঞ্চালন করিলেই হইত ভাল। অম্বষ্ঠগণ জননী হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কুশপ্রভব নহেন, ইহাই প্রকৃত কথা, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে যে, তাঁহারাই বেদসংস্কার জাত বলিয়া বৈদ্যাখ্যাবান্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই ছয়

জাতিরই জাতকর্ম্মাদি বৈদিকবিধি অনুসারে সম্পন্ন হইত, সুতরাং তজ্জন্য বৈদ্যসংজ্ঞা এই ছয় জনেরই না হইয়া একলা অম্বষ্ঠের হইবে কেন? ফল কথা আমাদের বৈদ্যসংজ্ঞা—চিকিৎসা বা বৈদ্যবৃত্তিমূলক, বেদসংস্কারমূলক নহে। অবশ্য তাঁহারা উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারবান্ বলিয়া দ্বিজ সংজ্ঞাভাগী বটেন। কিন্তু উহা বৈদিকসংস্কার নহে। উহা গৃহসূত্র ও স্মৃতির সংস্কারমাত্র। কেন না বেদে পৈতার কথা নাই। অপিচ অম্বষ্ঠগণ, কেবল যে ত্রেতায়ই পিতৃতুল্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা নহে, ভরপূর দ্বাপরযুগ ব্যাপিয়াও তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন। নতুবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদীয় মহাভারতে অম্বষ্ঠগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না—"ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণোভবেৎ" ও ব্যাস-সংহিতাও লিখিতেন না যে, অম্বষ্ঠগণ একতর ব্রাহ্মণ—

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যাম্ উৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥

ভরতের চন্দ্রপ্রভার ঐ সকল বচন স্কন্দপুরাণের বচনের মর্ম্মবাহী, কাজেই এতৎ সমুদায় তদ্‌গন্ধি। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কথাগুলি প্রকৃত বটে। সেন, দাশ ও গুপ্ত দত্তপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আদি পুরুষের নাম, পরে উক্ত পূর্ব্ব পুরুষের নামই উপাধি হইয়া গিয়াছে। সেনের পুত্রগণ সেন, দাশের পুত্রগণ দাশ ও ধরকরের পুত্রগণ ধরকর প্রভৃতি। এবং ইহাও সত্য যে সেন নামে ভিন্ন পিতার সন্তান ভিন্ন-গোত্রীয় আট জন সেন ছিলেন, ছয় গোত্রের ছয় জন পৃথক্ দাশ ছিলেন ইত্যাদি। এবং যিনি যে মুনির সন্তান, তিনি সেই গোত্র ভজনা করিয়াছেন, ইহাও অতি প্রকৃত কথা, এবং ইহাও প্রকৃত কথা যে আমরা যে সকল উপাধির বৈদ্য দেখিয়া থাকি, তাহা ছাড়াও অন্য উপাধি ও অন্য গোত্রের বহু অম্বষ্ঠসন্তান বা ব্রাহ্মণবৈশ্যাসূনু নানা দেশে রহিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোন সন্ধান লয়েন নাই। কণ্ঠহার নাগ ও আদিত্যগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মহৎপরিগৃহীতত্বাৎ নাগাদিত্যৌ অপি কচিৎ" —কিন্তু আমরা মনে করি নাগ ও আদিত্য, বস্তুতই প্রকৃত বৈদ্য ছিলেন। নতুবা ধন্বন্তরি সেন মহাকুলীন হইয়া শোভাকর নাগের কন্যার পাণিপীড়ন করিতেন না। অপিচ যখন পিঙ্গল নামে একখানি বৈদিক ছন্দোগ্রন্থও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন তৎপ্রণেতা মহর্ষি পিঙ্গল নাগ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ভিন্ন সংস্কৃতের

পঠন পাঠনায় অনধিকারী শূদ্রধর্ম্মা কায়স্থ ছিলেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। মুখ্য ব্রাহ্মণেও নাগোপাধির পূর্ণ অভাব। বোধ হয় সোম-বৈদ্যের ন্যায় নাগ-বৈদ্যেরাও লিপিবৃত্তিত্ব-নিবন্ধন একদম কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। স্বর্গগত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে আদিত্য উপাধির বৈদ্যগণ অর্থলোভে ইচ্ছা করিয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। ভরত ইহার পরেই প্রাচীন কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচন বলিয়া কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসমুদায়ও পুরাণগন্ধি ও স্খলনবহুল।

অম্বষ্ঠেষমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূৎ ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স্বর্বৈদ্যস্য তু মানসীং।
উপযমে মহোজা য শ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ॥
অথৈতস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ।
সেনোদাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধরঃ॥
রাজঃ সোমশ্চ নন্দী চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
সন্তানা বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ॥ ৫ পৃষ্ঠা

কিন্তু আমরা ব্যাসের নামের লেবেলে লেবেলিত যত পুরাণাদিগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া থাকি, উহার কুত্রাপি এই সকল বচন পরিদৃষ্ট হয় না। তবে অমৃতাচার্য্য, স্বর্গবৈদ্যের সিদ্ধবিদ্যানাম্নী মানসীকন্যাকে বিবাহ করেন, ইহা সত্য হওয়া বিচিত্র নহে। কেন না তৎকালে স্বর্গে ও ভারতের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। শিব যে ভগবতীকে বিবাহ করেন, তিনি হিমালয় বা নেপাল রাজের কন্যা ছিলেন। বর্ত্তমানযুগেও নেপালের এক রাজকন্যাকে তিব্বতের দালাইলামা বিবাহ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে ভরতের উদ্ধৃত কোন শ্লোকেই কিন্তু অমৃতাচার্য্যের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছিল তাঁহার কোন কথাই পরিদৃষ্ট হয় না। ভরত বৈদ্যোৎপত্তি লিখিতে যাইয়া কেন তাহা ভুলিয়া গেলেন? স্কন্দপুরাণের বচনগুলি কি ভরতের পরে বিরচিত? অমৃচার্য্যের বরে অর্থাৎ অনুগ্রহে সেনদাশাদি বৈদ্যগণ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু অমৃতাচার্য্যের সহিত তাঁহাদিগের সুবাদ কি ছিল, ভরতধৃতবচন সে বিষয়ে কোন সাক্ষ্যই দান করিলেন না!! যাহা হউক আমরা ভরতের বচনানুসারে ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলাম যে, অমৃতাচার্য্য অম্বষ্ঠগণের বীজীদিগের মধ্যে

একজন অন্যতম। বীজী আরও অনেকে ছিলেন ও সেনদাশ্বাদি ছাড়া আরও ভিন্নোপাধিক বহু অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নানা দেশে আছেন। এবং তাঁহারা সকলেই পিতৃগোত্রভাজী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, ভরতাদিই যেন আমাদিগের সহিত অমৃতাচার্য্যের কি সুবাদ তাহা বলিলেন না, অন্য কেহও কি কিছু বলিয়া যান নাই ? চতুর্ভুজ স্কন্দপুরাণের নাম করিয়া বলিতেছেন :—

বিবাহকারণং তস্য চিন্তয়ন্ মুনিপুঙ্গবঃ॥
ততোঽশ্বিনীকুমারস্য তিস্রঃ কন্যা গুণান্বিতাঃ।
সিদ্ধবিদ্যা সাধ্যবিদ্যা কষ্টবিদ্যা তথাপরা। *
বিবাহং কারয়ামাস বেদবিৎ বেদমুচ্চরন্॥
রেমে তাসু সুন্দরীষু সুন্দরো রসিকোত্তমঃ।
তাসু তস্মাদজায়ন্ত কন্যাশ্চ পঞ্চবিংশতিঃ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পুণ্যভূমিনিবাসিকঃ।
অমৃতাচার্য্যঃ পুত্রীণাং বিবাহং দত্তবান্ মুনিঃ॥

* * *

ঊর্দ্ধহস্তাশ্চ মুনয়ো যজ্ঞহোমপরায়ণাঃ।
তৈঃ স্বীকৃতাঃ শুশুভিরে কন্যকাশ্চ সুলক্ষণাঃ॥
শক্তিধরো মুনির্নাম শক্তিগোত্রসমুদ্ভবঃ।
চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞঃ কান্যকুব্জনিকেতনঃ।
সমুপযেমে প্রথমাং গান্ধারীং নাম কন্যকাং॥
তস্যাং পুত্রৌ দ্বৌ চ জাতৌ সেনরাজাভিধানকৌ।
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসৌ নানাগুণসমন্বিতৌ॥
শক্তিগোত্রোঽভবৎ সেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ।
রাজাভিধানকো বৈদ্যো বৈশ্যাচারপরায়ণঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং পরিত্যজ্য পরধর্ম্মরতোঽভবৎ।
স্থানদোষাৎ স দুষ্টাত্মা কষ্টবৈদ্যে ব্যবস্থিতঃ॥

---

* সিদ্ধবিদ্যা সাধ্যবিদ্যা তথা কষ্ট ত্রিবিদ্যয়া।
মূল আদর্শে এইরূপ পাঠ ছিল; উহা অশুদ্ধবোধে পরিবর্ত্তিত করা গেল।

ধন্বন্তরি মু্নির্নাম মদ্রদেশনিকেতনঃ।
অগ্নিহোত্রী মহাবাহু শ্চতুর্ব্বেদবিচক্ষণঃ।
উবাহ চাপরাং কন্যাং মলয়াং স যশস্বিনীং।
তস্যাং স জনয়ামাস সেনং ধন্বন্তরির্দ্বিজঃ। †
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সম্ভূতঃ কাশ্যপে গোত্রে কৌৎসো নাম মহামুনিঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সুতৃষ্ণাং নাম সুন্দরীং॥
তস্যাং জাতাঃ সপ্ত পুত্রা নানাগুণসমন্বিতাঃ।
গুপ্তদত্তৌ দেবদাশৌ কুণ্ডো নন্দীচ সোমকঃ॥
করোটে গতবান্ গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকঃ।
পালগ্রামে গতো দেবো ভ্রষ্টাচারপরায়ণঃ॥
পালদেবেতি বিখ্যাতো গোত্রং কাশ্যপসংজ্ঞকং।
উদ্যানে গতবান্ দত্তঃ শূদ্রাচারপরায়ণঃ।
কাশ্যপোদত্তো বিখ্যাতো বৈশ্যঃ কষ্ট ইতি স্মৃতঃ॥
মহারাষ্ট্রে গত্বোনন্দী শূদ্রাচাররতোঽভবৎ।
মৈথিলে গতবান্ কুণ্ডঃ স্থানীয়গুড়ভক্ষকঃ॥ *
দ্রাবিড়ে চ গতো দাশো শূদ্রভাবপরায়ণঃ।
ভদ্রদেশে গতঃ সোমঃ কুলাচারবিবর্জ্জিতঃ॥
বিষ্ণুগোত্র সমুদ্ভুতো বিষ্ণুজদ্বিজসত্তমঃ।
মহারণ্যং সমাশ্রিত্য ঋগ্‌বেদী ভুবি বিশ্রুতঃ॥
উপযেমে বৈশ্যকন্যাং বিমলাং নাম সুন্দরীং।
পুত্রৈকং জনয়ামাস কুণ্ডোনাম ইতিস্মৃতঃ।
গৌড়ে চ গতবান্ কুণ্ডো বিষ্ণুগোত্রসমুদ্ভবঃ॥
মহর্ষিগোত্রসম্ভূতো মহারাষ্ট্রনিকেতনঃ।
মহারাষ্ট্রমুনির্নাম যজ্ঞহোমপরায়ণঃ॥

† লিপিকর প্রমাদে কোন গ্রামের নাম বিকৃত হইয়াছে। মূলে "স্পষ্টচেতে" আছে।
* শেষ চরণে নিশ্চয়ই পাঠ বিকৃত হইয়াছে।

উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ কৌশল্যাং নাম সুন্দরীং।
পুত্রৈকং জনয়ামাস নাম্না চন্দ্র ইতিস্মৃতঃ।
মহর্ষিগোত্র আখ্যাত আয়ুর্ব্বেদবিচারকঃ॥
মুদ্গলাখ্য মুনির্নাম যঃ কোশলনিকেতনঃ।
উপযেমে চ ষষ্ঠীং স সুন্দরীং গৃহভদ্রিকাং॥
তস্যাং জাতৌ সুতৌ দ্বৌ চ আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকৌ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতৌ সেনদাশাভিধানকৌ॥
সেনশ্চ গতবান্ পূর্ব্বং নেপালদেশমাশ্রিতঃ।
মৌদ্গল্যসেন আখ্যাতঃ স্থানদোষাতি গর্হিতঃ॥
যশ্চ দাশঃ সাধুচেতা মৌদ্গল্যগোত্রসংজ্ঞকঃ।
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো দানধর্ম্মপরায়ণঃ॥
বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভূতঃ শাল্বদেশকৃতাশ্রয়ঃ।
সাত্যকির্নাম বিখ্যাতো যজ্ঞহোম পরায়ণঃ॥
উদবহৎ বৈশ্যকন্যাং বিরজাং নাম সুন্দরীং।
পুত্রৈকং জনয়মাস আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকং।
দত্তোনামাতিবিখ্যাতঃ কাশ্মীরদেশবাসকৃৎ॥
সাবর্ণিগোত্রসম্ভূতঃ সাবর্ণ মুনিসত্তমঃ।
উপযেমে তাঞ্চ কন্যাং সাত্যকীং নাম সুন্দরীং॥
পুত্র ত্রকোঽভবৎ তস্যাঃ সাবর্ণো দত্তসংজ্ঞকঃ।
স গত্বা মগধে দেশে তস্থৌ তত্র মুদান্বিতঃ।
শূদ্রাচারোঽভবৎ সোপি স্থানদোষাতিগর্হিতঃ॥
অত্রিগোত্রসমুদ্ভূত আত্রেয়ো মুনিসত্তমঃ।
টিকলীদেশমাশ্রিত্য যজ্ঞহোমপরায়ণঃ॥
স পাণিগ্রহণং চক্রে হীরকায়া মুদান্বিতঃ।
পুত্রমেকং প্রাজনয়ৎ টিকলীদেবসংজ্ঞকম্॥
বশিষ্ঠগোত্রসম্ভূতো বশিষ্ঠ মুনিসত্তমঃ।
লোধ্রদেশ * নিবাসীচ নিত্যং হোমপরায়ণঃ॥

* মূলে লোধ্রদেশ ছিল।

বৈদ্যকন্যাং সুবর্ণনাং উপযেমে দ্বিজোত্তমঃ।
পুত্র একোঽভবৎ তস্য নাম্না রাজো ভুবি শ্রুতঃ॥
বৈদ্যধর্ম্মং পরিত্যজ্য শূদ্রাচাররতোঽভবৎ।
অতোঽসৌ লোধ্র * দেশীয়ো রাজেতি পরিকীর্ত্তিতঃ॥
পরাশরকুলসম্ভূতঃ পরাশরেতি বিশ্রুতঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাং চ চারুশীলাং মনস্বিনীং॥
তস্যাং জাতৌ সুতৌ দ্বৌ চ কররাজাভিধানকৌ।
নৈমিষারণ্যমাশ্রিত্য বৈশ্যবিদ্যাবিচারকৌ॥
মার্কণ্ডেয়গোত্রজাতো মাগধো দ্বিজসত্তমঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ মালতীং নাম সুন্দরীং॥
একঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যা নাম্না সোম ইতি স্মৃতঃ।
কালীগুরুকৃতাগারঃ কুলাচারবিবর্জ্জিতঃ॥
ধ্রুবগোত্রসমুদ্ভূতঃ সুধন্বা নাম পণ্ডিতঃ।
অথর্ব্ববেদবিখ্যাতঃ সিন্ধুদেশনিকেতনঃ॥
উবাহ বৈদ্যকন্যাঞ্চ সুমিত্রাং নাম সুন্দরীং।
অনপত্যাঽভবৎ সা তু গঙ্গাতীরং সমাশ্রয়ৎ॥
অঙ্গিরঃকুলসম্ভূতো হলকোটৈ নিকেতনং।
অঙ্গিরা ইতি বিখ্যাতো ধর্ম্মবান্ বিপ্রপুঙ্গবঃ॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাং স যশস্বিনীং সুনন্দিনীং।
পুত্র একোঽভবৎ তস্যা নাম্না রক্ষিতবিশ্রুতঃ॥
গৌতমস্য মুনের্গোত্রে বিচিত্রাক্ষোঽতিবেদবিৎ।
দ্রাবিড়াখ্যে তু দেশে স যত্নাৎ কৃতনিকেতনঃ॥
নির্ব্বিশেৎ বৈশ্যকন্যাং চ বিচিত্রাং নাম সুন্দরীং।
তস্যা মেকোঽভবৎ পুত্রঃ করো নাম্না ইতি স্মৃতঃ॥
কাণ্ডার-দেশমাশ্রিত্য সাধ্যেষু মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
জমদগ্নিকুলোদ্ভূতঃ সাম্বপো † দ্বিজসত্তমঃ॥

* মূলে লোহ্র। † মূলে সম্ভবঃ আছে।

কৌৎসদেশং সমাশ্রিত্য সামবেদী দ্বিজত্তমঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ রোচিকাং নাম সুন্দরীং॥
পুত্র একোঽভবৎ তস্যাং ধরো নাম ইতি স্মৃতঃ।
স স্থানঞ্চ পরিত্যজ্য পূর্ব্বদেশং সমাশ্রিতঃ॥
কলত্রপুত্রসহিতো মন্দারদেশ মাগতঃ।
আত্রর্ষিগোত্রসম্ভূতঃ পদ্মনাভো দ্বিজোত্তমঃ।
উপযেমে বৈশ্যকন্যাং সুদয়াং নাম সুন্দরীম্॥
ততোজাতৌ সুতৌ দ্বৌ চ সেনশ্চ কুণ্ডসংজ্ঞকঃ।
আত্রর্ষিগোত্রঃ সেনশ্চ প্রাচী-দেশং সমাশ্রিতঃ।
প্রোক্তগোত্রোদ্ভবঃ কুণ্ডো লোহদেশং সমাশ্রিতঃ॥
আলম্যায়নগোত্রঃ স বিভাণ্ডনামকো দ্বিজঃ।
বারণাবত মাশ্রিত্য যজুর্ব্বেদ বিচক্ষণঃ॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ মালিকাং নাম সুন্দরীং।
পুত্রৈকং জনয়ামাস [illegible] বিশ্রুতম্॥
খশদেশং গতো দেবঃ কুলাচারবিবর্জ্জিতঃ।
আলম্যায়নগোত্রঃ স দেবশূদ্র ইতি স্থিতঃ॥
লৌহিত্যপশ্চিমে ভাগে কামরূপং সমাশ্রিতঃ।
শালঙ্কায়নগোত্রে তু শালঙ্কায়ো দ্বিজোত্তমঃ॥
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সাধিকাং নাম সুন্দরীং।
পুত্রৈকং জনয়ামাস দাশোনামেতি বিশ্রুতঃ।
স্বদেশস্তু সমাশ্রিত্য আয়ুর্ব্বেদবিচারকঃ॥
বৈশ্বানরস্য গোত্রেষু বৈশ্বানরো দ্বিজোত্তমঃ।
অবন্তীদেশ মাশ্রিত্য যজ্ঞহোমপরায়ণঃ॥
পরিণীতা বৈশ্যকন্যা মাত্রিকা নাম সুন্দরী।
পুত্রৈকং জনয়ামাস সেনো নাম ইতি স্মৃতঃ॥
বৈশ্বানরশ্চ সেনেতি বিখ্যাতো ধরণীতলে।
স এব গতবান্ পূর্ব্বং মগধে চ কৃতাশ্রয়ঃ।
অম্বষ্ঠে চাভবৎ হীনঃ স্থানদোষাতিগর্হিতঃ॥

কৃষ্ণাত্রেয়কুলোদ্ভূতো দেবলো মুনিপুঙ্গবঃ।
কৌৎস্তদেশং সমাশ্রিত্য যজ্ঞহোমপরায়ণঃ॥
ব্যুবাহ স মহাতেজাঃ কন্যাং সত্যবতীং শুভাং।
তস্মাৎ জাতৌ তু যৌ পুত্রৌ দেবদত্তাভিধানকৌ॥
ময়ূরে গতবান্ দত্তঃ, শূদ্রাচারপরায়ণঃ।
স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য নীলাচলং সমাশ্রিতঃ।
সুনামি দেবো বিখ্যাতো হ্যম্বষ্ঠে তু কুলাধমঃ॥
জম্বুগোত্রে চ সম্ভূতো জম্বুর্নাম দ্বিজোত্তমঃ।
উবাহ জম্বুদেশে চ বৈশ্যকন্যাপরিগ্রহঃ॥
কমলা যা সমাখ্যাতা সা ব্রাহ্মণকলত্রকং।
পুত্রৈকং জনয়ামাস জম্বুদাশকসংজ্ঞকং॥
ভরদ্বাজ মুনির্নাম কাশীপুরনিকেতনঃ।
উপযেমে বৈশ্যকন্যাং মানসীং নাম সুন্দরীং॥
তস্মাৎ জাতা স্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুণ্ডদাশধরাখ্যকাঃ।
স্বাচারবিনয়ৈর্যুক্তা আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকাঃ॥
ধরো গতো যাম্যদেশে চিত্রকূটং সমাশ্রিতঃ।
বেদাচারোঽভবৎ কুণ্ডো নৃপসেবাপরায়ণঃ।
ভরদ্বাজমুনেঃ পুত্রো ভরদ্বাজাখ্যদাশকঃ॥
কৌশিকগোত্রসম্ভূতঃ কৌশিকো নাম যো মুনিঃ।
উবাহ বৈশ্যকন্যাঞ্চ সুবর্ণাং নাম সুন্দরীম্॥
সুত একোঽভবৎ তস্যা নাম্না দত্ত ইতি স্মৃতঃ।
ভদ্রাবতীং সমাশ্রিত্য পুরীমধ্যেঽবসৎ স চ।
যোরসন্ দত্তো বিখ্যাতো হ্যম্বষ্ঠে মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো হিরণ্যো দ্বিজসত্তমঃ।
উবাহ তাপিনীং কন্যাং সর্ব্বরূপগুণান্বিতাম্॥
তস্যাং জাতৌ যৌচ পুত্রৌ দেবদত্তৌ সুলক্ষণৌ।
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসৌ নানাগুণসমন্বিতৌ॥

। মূলে দেবদত্তৌ চ সংজ্ঞকৌ আছে।

স্বকার্য্যবশতো দেবঃ শ্রীকেলীদেশ মাশ্রিতঃ।
হীনাচারোঽভবৎ তস্মাৎ স্থানদোষাচ্চ গর্হিতঃ।
ততঃ শাণ্ডিল্যদত্তশ্চ হ্যম্বষ্ঠে মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
ইতি তে কথিতো ভূপ হ্যম্বষ্ঠবংশনির্ণয়ঃ।
বৈদ্যানাং পদ্ধতিং তেষাং কথয়ামি বিশেষতঃ॥
সেনোদাশশ্চ গুপ্তশ্চ দেবোদত্তো ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথৈব চ॥
নন্দী পদ্ধতয়ঃ সর্ব্বাঃ কথিতাশ্চ ত্রয়োদশ।
পৃথক্ কুলানি জাতানি ভাব শ্চৈব পৃথক্ পৃথক্॥
সেনো গুপ্তশ্চ দাশশ্চ তূত্তমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
দেবোদত্তো ধরশ্চৈব করশ্চ মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ নন্দী রাজশ্চ সোমকঃ।
ষড়েতে চাধমাঃ প্রোক্তাঃ কুলদূষণকারকাঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—বৈদ্যোৎপত্তিঃ সমাপ্তা।

অর্থাৎ মহর্ষি গালব, অমৃতাচার্য্যের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। পরে কোন বেদবিৎ মুনি বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা সিদ্ধবিদ্যা সাধ্যবিদ্যা ও কষ্টবিদ্যার সহিত অমৃতাচার্য্যের বিবাহ দিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে অমৃতাচার্য্যের পঞ্চবিংশতটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বর্ত্তী পবিত্র (দোয়াব) ভূমিখণ্ডে—মহাত্মা অমৃতাচার্য্য বাস করিতেন, মহর্ষি গালব তাঁহার কন্যা আপন পৌত্রীদিগের বিবাহ দিলেন। কন্যাগণের পাণিগ্রহীতা সেই ঋষিগণ যজ্ঞহোমপরায়ণ উর্দ্ধবাহু মুনি ছিলেন, কন্যাগণ তাঁহাদিগের পবিত্র করে সমর্পিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

শক্তিগোত্রপ্রভব মহর্ষি শক্তিধর চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার নিবাস কান্যকুব্জ, তিনি অমৃতাচার্য্যের প্রথমা কন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে সেন ও রাজনামে দুই পুত্র হয়। ইঁহারাই শক্তিগোত্রীয় সেন ও শক্তিগোত্রীয় রাজবংশের আদি বীজপুরুষ। এবং ইহাদ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, উঁহারা প্রত্যেকে চতুর্ব্বেদী (চৌবে) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। অপি চ

ইঁহারা নানাগুণে সমলঙ্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ছিলেন। এই শক্তিগোত্রজ সেননামা মহাত্মা মহাকুলীন বলিয়া প্রখ্যাত হইলেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা রাজ, আয়ুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈশ্যাচারী ও পরধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে এবং স্থানত্যাগনিবন্ধন কষ্টবৈদ্যমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। *

মদ্রদেশে (পঞ্জাবে) ধনন্তরি নামে একজন চতুর্ব্বেদী অগ্নিহোত্রী ঋষি ছিলেন। তিনি অমৃতাচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা মলয়ার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে সেন নামে একটী পুত্র প্রসূত হয়েন। ইঁহারাই ধনন্তরি গোত্রীয় সেন নামে প্রখ্যাত, এবং তাঁহারাও চতুর্ব্বেদী বা "চৌবে" বলিয়া সমাখ্যাত। কাশ্যপ গোত্রপ্রভব গৌতম নামক এক মুনি ছিলেন, তিনি তৃতীয়া কন্যা সুতৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে নানাগুণ সমন্বিত সাতটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম গুপ্ত, দত্ত, দেব, দাশ, কুণ্ড, নন্দী, ও সোম। তন্মধ্যে গুপ্ত, করোট দেশে যাইয়া আয়ুর্ব্বেদানুসারে চিকিৎসা করিতে থাকেন। দেব, পালগ্রামে যাইয়া ভ্রষ্টাচারপরায়ণ হয়েন। তিনি "পালদেব" বিশেষণে বিশেষিত। দত্ত, উদ্বানগ্রামে গমন করেন, এবং তথায় শূদ্রভূস্বামীর সরকারে লিপিবৃত্তি অবলম্বন করাতে কষ্টসাধ্যশ্রেণীতে পরিগণিত হয়েন। নন্দীও শূদ্রাচারপরায়ণ হইয়া মহারাষ্ট্রদেশে বসতি করিলেন। কুণ্ড, মিথিলায়, দাশ, দ্রাবিড়ে, সোম, ভদ্রদেশে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্রাবিড়গামী কাশ্যপ গোত্রীয় দাশ শূদ্রভূম্যধিকারীর সরকারে কার্য্য গ্রহণ করেন। সোমও কৌলিক আচারভ্রষ্ট হয়েন। ৩।

বিষ্ণুগোত্রে বিষ্ণুজ নামে এক ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহারণ্য-বাসী ছিলেন। তিনি ৪র্থ কন্যা বিমলার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে কুণ্ড নামে এক পুত্র জন্মে, কুণ্ড গৌড়দেশে গমন করেন। এই বিষ্ণুগোত্রের কুণ্ডগণ ঋগ্বেদী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ৪।

---

* অনেকে বলেন—সিদ্ধবিদ্যার সন্তানেরা সিদ্ধবৈদ্য, সাধ্যার পুত্রেরা সাধ্যবৈদ্য ও কষ্টার পুত্রেরা কষ্টসাধ্য বলিয়া প্রখ্যাত। বিদগ্রামের আনন্দবাবুও বলিতেছেন—"সিদ্ধবিদ্যার তিন পুত্র সেন, দাশ, গুপ্ত"—কিন্তু আমরা দেখিতেছি সেন আট জন, দাশ ছয় জন এবং তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পিতৃমাতৃপ্রভব। উক্ত ২৫ কন্যার মধ্যে কে কে সিদ্ধার কন্যা, কে কে সাধ্যার কন্যা, তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই—সুতরাং ডাকেরের মত কতদূর প্রামাণ্য, তাহা জানি না।

মহারাষ্ট্রদেশে মহর্ষিগোত্রপ্রভব মহারাষ্ট্র নামে এক যজ্ঞহোমপরায়ণ মুনি ছিলেন। তিনি ৫ম কন্যা কোশল্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে চন্দ্র নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। ৫।

কোশলদেশে মুদ্গাল নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি ৬ষ্ঠ কন্যা গৃহভদ্রিকার পাণিপীড়ন করিয়া ছিলেন। তাহাতে সেন ও দাশ নামে দুই পুত্র প্রসূত হয়েন। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তন্মধ্যে সেন নেপালদেশে যাইয়া স্থানত্যাগদোষে দূষিত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র অতি ধার্ম্মিক, সদাচারী ও দাতা ছিলেন। তাঁহার নাম দাশ। তিনি মৌদ্গাল্য গোত্রীয় দাশগণের আদিবীজী। ৬।

শল্যদেশে (মদ্র) সাত্যকি নামে যজ্ঞহোমপরায়ণ এক মুনি ছিলেন, তিনি বাৎস্যগোত্রপ্রভব। তিনি ৭ম কন্যা বিরজার পাণিগ্রহণ করেন। বিরজার গর্ভে দত্ত নামে এক পুত্র হয়। তিনি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কাশ্মীরদেশে গমন করেন। ৭।

সাবর্ণিগোত্রে সাবর্ণ নামে এক মুনি ছিলেন, তিনি ৮ম কন্যা সাত্যকীর পাণিপীড়ন করেন। তাহাতে দত্ত নামে এক পুত্র প্রসূত হয়। সেই দত্তাখ্য পুত্র মগধ দেশে যাইয়া শূদ্রাচারপরায়ণ হয়েন। এবং স্থানদোষবশতঃ তিনি গর্হিত হইয়া ছিলেন। ৮।

অত্রিগোত্রপ্রভব মহর্ষি আত্রেয় টিকলীদেশে বাস করিতেন, তিনি যজ্ঞ-হোমপরায়ণ ছিলেন। তিনি ৯ম কন্যা হীরকার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে দেব নামে এক পুত্র হয়, তিনি সর্ব্বত্র টিকলীদেব বলিয়া প্রখ্যাত। ৯।

বশিষ্ঠগোত্রজ হোমপরায়ণ বশিষ্ঠ নামে এক ঋষি লোধ্রদেশে বাস করি-তেন। তিনি ১০ম কন্যা সুবদনাকে বিবাহ করেন। তাহাতে রাজ নামে একপুত্র হয়, সে বৈশ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচারপরায়ণ হয়। সে লোধ্র-দেশীয় রাজ বলিয়া প্রথিত। ১০।

পরাশরকুলপ্রসূত মহর্ষি পরাশর ১১শ কন্যা চারুশীলাকে বিবাহ করেন। তাহাতে কর ও রাজ নামে দুই পুত্র হয়, তাঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নৈমিষারণ্যে বাস করেন। ১১।

মার্কণ্ডেয়গোত্রসম্ভূত মহর্ষি মাগধ, ১২শ কন্যা মালতীর পাণিগ্রহণ করিলেন তাহাতে সোম নামে এক পুত্র জন্মে। সে কালিঞ্জর দেশে যাইয়া শূদ্রাচার পরায়ণ হয়। ১২।

ধ্রুবগোত্রপ্রভব অথর্ব্ববেদবিদ্ মহর্ষি সুধন্বার নিবাস সিন্ধুদেশে, তিনি ১৩শ কন্যা সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করিলেন তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান সম্ভূত হয় না। সুমিত্রা বার্দ্ধক্যে গঙ্গাতীর সমাশ্রয় করেন। ১৩।

হলকদেশে অঙ্গিরঃকুলপ্রসূত অঙ্গিরানামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি ১৪শ কন্যা সুনন্দিনীকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার গর্ভে রক্ষিত নামে এক পুত্র হয়।

গৌতমগোত্রে বিচিত্রাঙ্ক নামে একজন বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন, তিনি দ্রাবিড় দেশে বাস করিতেন। তিনি ১৫শ কন্যা বিচিত্রার পাণিগ্রহণ করেন, তাহাতে কর নামে এক পুত্র হয়, তিনি কাণ্ডারদেশে গমন করেন, সাধ্যবৈদ্যের মধ্যে উক্ত বংশ মধ্যম বলিয়া স্বীকৃত। ১৫।

জমদগ্নিকুলে সান্তপনামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার নিবাস কৌৎসদেশ ও তিনি সামবেদী ছিলেন। তিনি ১৬শ কন্যা রোচিকার পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার ধর নামে এক পুত্র হয়। তিনি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেশে গমন করেন। উক্ত দেশের নাম মন্দার দেশ। এই ধরগণ সামবেদী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৬।

আস্তর্ষিগোত্রপ্রভব পদ্মনাভ ঋষি ১৭শ কন্যা সুদয়ার পাণিপীড়ন করেন। তাঁহার গর্ভে সেন ও কুণ্ড নামে দুই পুত্র হয়। উক্ত সেন পূর্ব্বদেশে এবং কুণ্ড লোহদেশে গমন করেন। ১৭।

আলম্যায়নগোত্রে বিভাণ্ডক নামে এক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নিবাস বারণাবত। তিনি ১৮শ কন্যা মালিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে দেবনামে এক পুত্র হয়। সে খশ দেশে যাইয়া কুলাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্র হইয়া যায়। সে দেব শূদ্রদেব নামে প্রথিত। ১৮।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকে কামরূপে শালঙ্কায়ন গোত্রে শালঙ্কায়ন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ১৯শ কন্যা সাধিকার পাণিপীড়ন করিলে তদ্গর্ভে দাশনামে পুত্র হয়, তিনি সেই দেশে শালঙ্কায়ন দাশ নামে প্রথিত ও চিকিৎসা-বৃত্তিক হইয়া বাস করেন। ১৯।

অবন্তীদেশে যজ্ঞহোমপরায়ণ বৈশ্বানরগোত্রজ বৈশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ২০শ কন্যা মাত্রিকার পাণিপীড়ন করিলে তদ্গর্ভে সেন নামে এক পুত্র হয়। বৈশ্বানর গোত্রীয় সেই সেন মগধদেশে যাইয়া বাস করেন। অম্বষ্ঠমধ্যে তিনি স্থানত্যাগনিবন্ধন হীন। ২০।

কৌৎসদেশ-নিবাসী কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রে যজ্ঞহোমপরায়ণ দেবল ঋষি ২১শ কন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। সত্যবতীর গর্ভে দেব ও দত্ত নামে দুই পুত্র হয়। দত্ত শূদ্রাচারপরায়ণ হইয়া ময়ূরদেশে বাস করেন, দেব নীলাচল সন্নিধানে সুনাসি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সুনাসি দেব বলিয়া প্রথিত। অম্বষ্ঠের মধ্যে তাঁহারা অতি অধম। ২১।

জম্বুদেশে জম্বুগোত্রপ্রভব জম্বু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ২২শ কন্যা কমলার পাণিপীড়ন করেন। তাঁহার জম্বুদাশ নামে এক পুত্র হয়। ২২।

কাশীনিবাসী মহর্ষি ভরদ্বাজ, ২৩শ কন্যা মানসীর পাণিপীড়ন করেন। তাহাতে কুণ্ড, দাশ ও ধর নামে তিন পুত্র হয়। ইহাঁরা সকলেই স্বাচারসম্পন্ন ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তন্মধ্যে ধর দক্ষিণে চিত্রকূট গমন করেন। কুণ্ড বেদাচারসম্পন্ন হইলেও রাজসেবাপরায়ণ হয়েন। ভরদ্বাজ মুনির এই পুত্রই ভরদ্বাজ দাশ বলিয়া প্রথিত। ২৩।

কৌশিকগোত্রে কৌশিক নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি ২৪শ কন্যা সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার দত্ত নামে এক পুত্র হয়। তিনি ভদ্রাবতী আশ্রয়পূর্ব্বক পুরীমধ্যে বাস করেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র মোরসন্ দত্ত বলিয়া প্রথিত ও অম্বষ্ঠকুলে মধ্যম। ২৪।

শাণ্ডিল্যগোত্রে হিরণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি ২৫শ কন্যা সর্ব্বগুণ-সম্পন্না তাপিনীর পাণিপীড়ন করেন, তদ্গর্ভে দেব ও দত্ত নামে দুই পুত্র হয়। তাঁহারা অতি গুণবান্ ও আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। দেব আপনার কার্য্য বশতঃ শ্রীকেলী দেশে গমন করেন। তাহাতে স্থানদোষ ঘটে, তাঁহারা হীনা-চারও হইয়া যান। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্তগণ অম্বষ্ঠকুলে মধ্যম। ২৫।

হে রাজন্ এই আপনাকে অম্বষ্ঠবংশতত্ত্ব বলা গেল, এইক্ষণে উঁহাদের পদ্ধতির কথাও বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে যে সেনাদির কথা বলিয়াছি, তন্মূলাকে

বৈদ্যগণ সেন, দাশ, গুপ্ত প্রভৃতি ত্রয়োদশ পদ্ধতিতে বিভক্ত। কিন্তু গোত্রভেদে ও অবস্থাভেদে ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ কুল বলিয়া পরিজ্ঞাত। এই ত্রয়োদশ বংশের মধ্যে সেন, দাশ ও গুপ্ত, ইঁহারাই মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। দেব, দত্ত, ধর, কর,—মধ্যম। কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত, নন্দী, রাজ ও সোম, এই ছয় জন অধম বলিয়া কথিত।

চতুর্ভুজ এই যে অম্বষ্ঠোৎপত্তি কাহিনীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা মনে করি ইহাই অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত। একই অমৃতাচার্য্যের পুত্র সেন, দাশ গুপ্ত, ত্রিগোত্রভাজী, ইহা অতি অসম্ভব ব্যাপার! কেবল তাহাই নহে, সেনের মধ্যেও গোত্র আট, দাশের মধ্যে গোত্র ছয়, গুপ্তদত্তাদির গোত্রও একাধিক সুতরাং এই সেন আটজন আট পিতার সন্তান, দাশ ছয় জন পৃথক্ ছয় পিতা হইতে সমুদ্ভূত, এবং ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের দত্ত-দেব-করাদিও যে ভিন্নপিতৃক তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বলিবে তবে যে ভরত বলিতেছেন—

সেনঃ পুরো জন্মতয়া গুপ্তৈশ্চ জ্যেষ্ঠস্ততস্তস্য কুলং পুরস্তাৎ।
পূর্ব্বৈঃ কবীন্দ্রৈঃ কুলপঞ্জিকায়াং মতান্যতস্তস্য কুলং ব্রুবেঽগ্রে ॥
বৈদ্যেষু ধন্বন্তরয়োঽগ্রগণ্যা স্তদ্বংশজাতেষু বিনায়কোঽগ্র্যঃ।
তৎ পূর্ব্ব মুক্তং কুলমস্য পূর্ব্বৈ রতোঽহমপ্যস্য কুলং ব্রুবেঽগ্রে ॥

২১ পৃষ্ঠা, চন্দ্রপ্রভা।

ইহা ভরতের প্রমাদ। সেন, দাশ, গুপ্ত ও দত্তাদি একপিতার সন্তান নহেন। এ বিষয় চতুর্ভুজ যাহা বলিয়াছেন উহাই প্রকৃত কথা এবং তদনুসারে কেহই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নহেন, বরং যদি বয়োজ্যেষ্ঠত্ব বিচার করা যায়, তাহা হইলে শক্তিগোত্রীয় সেনেরই জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেননা তিনি ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা গান্ধারীর জ্যেষ্ঠপুত্র। চতুর্ভুজ নিজে বিনায়ক সেন হইয়াও শক্তিরই কৌলীন্যমুখ্যত্বের প্রখ্যাপন করিয়াছেন। তাই আমরা মনে করি ভরতের এই উক্তি বিসংবাদশূন্য প্রকৃত সত্য নহে। অবশ্য ভরত স্বমত সমর্থনজন্য প্রাচীন পঞ্জিকার এই প্রমাণেরও অধ্যাহার করিয়াছেন এবঞ্চ কুলপঞ্জিকায়াং প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ:—

সেনোদাশশ্চ গুপ্তশ্চ সমানাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ।
ধন্বন্তরেঃ প্রধানত্বাৎ কুলং ধান্বন্তরং ব্রুবে ॥

সেনো বৈদ্যপ্রধানত্বাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভিষক্‌কুলে।
তস্মাদমুষ্য বক্ষ্যামি প্রথমং কুললক্ষণম্॥ ২২পৃষ্ঠা

এ প্রাচীন বচনও দোষসমাভ্রাত ও পক্ষপাতকলুষিত। সেন ও গুপ্তাদি যখন একপিতৃক নহেন, তখন তাঁহাদের জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব ধর্তব্য হইতে পারেনা ফলতঃ কোন কারণে ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেনগণের জ্যেষ্ঠত্বের পরিকল্পনা বা স্বীকার করা যাইতে পারে না ও ছিল না। যে ধন্বন্তরি বৈদ্যের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান, তিনি স্বয়ং অমৃতাচার্য্য। "ধন্বন্তরি" তাঁহার উপাধি। আর সেন ধন্বন্তরি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বৈদ্যের মধ্যে কোন সেন সর্ব্বপ্রধান, ইহাও ষোল আনা মিথ্যা কথা। স্বয়ং ধন্বন্তরি-সেন নাগসংশ্রবজনিত দোষসন্দুষ্ট ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাঢ়ের মহাকুল রোষসেনও (যিনি ভরতাদির পূর্ব্ব পিতামহ) পিত্রভিশাপ ও দত্তসাগন্ধ্যনিবন্ধন সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত চায়ুকুলজ দাশবংশ হইতে অগরীয়ান্ ছিলেন। সুতরাং ইহা ভরতের প্রমাদ কিংবা জিগীষামূলক সত্যাপলাপবিশেষ। মহামতি চূর্জ্জয় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—রাঢ়ে চায়ু ও বঙ্গে কায়ু (অরবিন্দ দাশ) দাশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। তবে আমি স্বস্তুতি ভয়েই অগ্রে ধন্বন্তরিসেনের কুল বর্ণনা করিতেছি। যথা—রত্নপ্রভা—

রাঢ়ায়াং ভূষিতশ্চায়ুর্বঙ্গে কায়ুশ্চ যদ্যপি।
তথাপি স্বস্তুতিভিয়া বচ্মি ধন্বন্তরেঃ কুলম্॥

যাহা হউক আমরা অসংখ্য বৈদ্যবংশ যে ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যের কন্যাকুল হইতে সমুদ্ভূত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে ইহা ছাড়াও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের আরও বহু শাখা প্রশাখা ছিল, যাহারা অমৃতাচার্য্য ভিন্ন অন্য বীজী হইতে লব্ধপ্রভব। দেশে ইতিহাস না থাকাতে কিংবা ঋষিসূত্র-প্রভৃতি প্রাচীনতম বৈদ্যকুল-পঞ্জী-সমূহের বিধ্বংস ঘটাতে আমরা এখন বহু অম্বষ্ঠবংশেরই নিকাশ দিতে সমর্থ হইতেছি না। ভরত গোত্র-প্রকরণে ইন্দ্র ও আদিত্য উপাধির বৈদ্যের নাম গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ মিশ্র ও পাঁড়ে উপাধিক বৈদ্যগণের নাম গৃহীত হয় নাই। নাগবৈদ্যগণের নামও ঐরূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। ভরতের স্বীকারোক্তিদ্বারাও আমাদিগের এ অনুমানের সমর্থন ঘটিয়া থাকে। ভরত বলিতেছেন—

নাস্তি সর্ব্বস্য বৈদ্যস্য বংশাবল্যা হি লেখনং।

আমি এই যে পঞ্চাশটী বৈদ্যবংশের লেখা দিলাম ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা ছাড়া আরও বহু বৈদ্যবংশ আছেন, যাঁহাদিগের কথা লিখিত হইল না।

অবশ্য এখানে বিতর্ক হইবে যে আমরা স্কন্দপুরাণের দোষ-সংকীর্ত্তন করিয়াও কেন আবার উক্ত পুরাণের বচনেরই শরণাপন্ন হইলাম ? হাঁ একথা ঠিক, কিন্তু যে বচনাবলীতে অমৃতাচার্য্যের উৎপত্তির কথা রহিয়াছে, সেই সকল বচন যেমন কল্পিত কাহিনীতে পরিপূর্ণ, এই বচনগুলি তদ্রূপ বৃথা কল্পনাকলুষিত নহে। এই সকল বচনে ঐতিহ্যের সত্তা আছে বলিয়াই আমরা এগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা এই স্থানেই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বিবরণের উপসংহার করিয়া বৈদ্যজাতির অম্বষ্ঠ সংজ্ঞার নিরুক্তির কথা বলিব।

অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃতার্থ কি ?

"অম্বষ্ঠ" বলি কাহাকে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আমরা বাল্যকালে বিবাহসভাদিতে বলিতাম—

"অম্বাক্রোড়ে কুলে বা তিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ।"

যিনি অম্বার ক্রোড়ে অথবা কুলে থাকেন, তাঁহার নাম অম্বষ্ঠ। আমরা কেন এ কথা বলিতাম ? পূর্ব্বোক্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনাবলীই ইহার নিয়ামক।

যস্মাদম্বাঙ্কমারূঢ় স্তস্মাদম্বষ্ঠ উচ্যতে। চতুর্ভুজধৃত স্কন্দ।

যেহেতু মন্ত্রপূত কুশপুত্তল অম্বা বা মাতার অঙ্ক সমারূঢ় হইয়াছে অতএব ইহার নাম অম্বষ্ঠ হইল। শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্কন্দপুরাণবচন বলিতেছেন—

ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ,
প্রাহুর্ম্মুদং বেদতয়ৈব জাতঃ।
বৈদ্যস্ততোঽয়ং জননীকুলে চ,
স্থাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥
বৈশ্যবৎ তস্য কর্ম্মাণি নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ।
অম্বষ্ঠানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ততো মাতৃকুলে স্থিতিঃ॥

কিন্তু ইহা যে মিথ্যা পরিকল্পিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেননা প্রথম চালানের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠেরা মাতৃকুলধর্ম্মা ছিলেন না, পিতৃসাজাত্যভাগী ছিলেন।

কৃতে বৈশ্যাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা হি তে॥

ইত্যাদি মহাজনবাক্যও সমর্থন করে যে অনুলোমজগণ সর্ব্বাদৌ মাতৃ-ধর্ম্মা হইতেন না। স্বয়ং মনুও উহাদিগকে পিতৃসদৃশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্। ৬—১০ম অঃ।

কি অনন্তরজ, কি একান্তরজ ও কি দ্ব্যন্তরজ, সকল সন্তানই অনন্তরনামা (১৪—১০ অঃ দেখ), এবং সকলেই পিতৃসদৃশ। তাহা না হইলে মনু দ্ব্যন্তরজ উগ্রকে "ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুঃ", বলিতেন না ও (৬৪—৬৫—১০ অঃ) শ্লোকে পারশবকে গৌণ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার মুখ্য ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেন না। শব্দকল্পদ্রুমের পণ্ডিত মণ্ডলী বলিতেছেন—

অম্বায়াং মাতরি তিষ্ঠতি অম্বা—স্থা+কঃ,
আম্বাম্বেতি ষত্বং ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোঃ
বহুলমিতি হ্রস্বঃ। অসবর্ণজাতত্বাৎ তস্য
তথাত্বম্। বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ, অয়ং
চিকিৎসাবৃত্তিঃ "বৈদ্য" ইতি খ্যাত ইত্যমর
টীকায়াং ভরতঃ।

অম্বা—স্থা+ক=অম্বষ্ঠ। অসবর্ণজাতত্বহেতু ইহার এইরূপ সংজ্ঞা হইল। এই অম্বষ্ঠ বিপ্র হইতে বৈশ্যাতে জাত ও এই জাতি চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্য।

আমরা এ কথাও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে অসমর্থ। যদি অসবর্ণ জাতত্ব নিবন্ধনই বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ আখ্যা পাইয়া থাকেন, তবে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যাদিও কেন অম্বষ্ঠ আখ্যা লাভ করিলেন না? তাঁহারাও ত অগ্নিপুরাণের এই বচনানুসারে—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতির্মাতৃসমা স্মৃতা।

মাতৃকুলধর্ম্মা? যদি দিতির পুত্র দৈত্য, অদিতির পুত্র আদিত্য ও মনুর (স্ত্রী) পুত্র মানব হয়, তবে এই রীত্যনুসারে অমৃতাচার্য্যের মাতা অম্বার নাম হইতে অমৃতাচার্য্যের জাতির নাম কেন "আম্ব" হইল না? আমরা তাই মনে করি, এই "অম্বষ্ঠ" আখ্যা পারদ, কম্বোজ, চীন ও দ্রাবিড় প্রভৃতি শব্দের ন্যায় জনপদ হইতে সমাগত। যেমন পারদ বা পারসবাসীরা পারদ,

কম্বোজবাসীরা কম্বোজ, চীন (নেপালের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম চীন ও উহাই আদি চীন) বাসীরা চীন ও দ্রাবিড়বাসীরা দ্রাবিড় বলিয়া সংজ্ঞিত, তেমনই সিন্ধু-সৈকতবিহারী অম্বষ্ঠদেশবাসী ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ নামে অভিধান লাভ করেন। তাঁহারাই একদল দাক্ষিণাত্যের পথে উৎকল হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশপূর্ব্বক বিক্রমপুর ও রামপাল নগর স্থাপনপূর্ব্বক এ দেশে বৈদ্যরাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন, অন্য একদল কান্যকুব্জ, কাশী, মগধ ও মিথিলা হইয়া সুহ্ম বা রাঢ়ের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই পঞ্চকোট সমাজ বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতির আদি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা বলিতেছেন—

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা স্তবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত ॥ বৈদ্যকুল-তত্ত্ব—৫ পৃষ্ঠা।

বিতর্ক হইবে মহাভারতে ও পাণিনিতে ত অম্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় জনপদ বলিয়া সূচিত হইয়াছে? হাঁ তাহা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা কেবল বিবক্ষাবশতঃ। মহাভারতের অম্বষ্ঠ রাজারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং প্রকরণসাহায্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, যদি অম্বষ্ঠেরা যুদ্ধ করিতে না আসিয়া বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাহা হইলে উক্ত অম্বষ্ঠশব্দ বৈশ্যজাতির অববোধক হইত। পাণিনি জনপদ বাচী ও ক্ষত্রিয়বাচী শব্দের উদাহরণ দিতে যাইয়া কেবল বিবক্ষা-বশতঃ তথায় অম্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয়ার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ শব্দের মুখ্যার্থ তদ্দেশবাসী যে কোন জাতীয় লোক। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ।
বেদস্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে ১০
নর্ম্মদাসুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ
তাপীপয়োষ্ণীনির্বিন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ ॥ ১১
গোদাবরীভীমরথীকৃষ্ণবেণ্যাদিকা স্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥ ১২
কৃতমালাতাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ।
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩

ঋষিকুল্যাঃ কুমার্য্যাস্তাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ।
আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ॥ ১৪
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়োজনাঃ।
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরা স্তথার্ব্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ॥ ১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা॥ ১৭
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥ ১৮। ৩অঃ—২অংশ।

তত্র শ্রীধর স্বামী——ইমে কুরুপাঞ্চালাদিনানাদেশবর্ত্তিনোজনাঃ তাসু নদীষু বসন্তি, আসাং জলানি পিবন্তি চ।

তাহা হইলেই জানা গেল এই মদ্র, রাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকপ্রভৃতি শব্দ, তত্তজ্জনপদবাসী যে কোন জাতিপর। যেমন মদ্রদেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এক মদ্র শব্দেই সূচিত হইত, তেমনই একই অম্বষ্ঠ শব্দ, তদ্দেশ-বাসী যে কোন জাতির অববোধ করাইত।

খুব সম্ভব তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণবৈশ্যাসম্ভূত জাতিরা বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদিগকে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া প্রখ্যাপিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা জাতিতে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। তাই কুলাচার্য্যেরাও বৈদ্যরাজা আদিশূরের পরিচয় দান করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতিঃ"

এবং খুব সম্ভব মহামতি ভৃগু বা পরবর্ত্তী নারদাদি কেহ অম্বষ্ঠদেশ-প্রসূত কোন একদল ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভবের নাম অম্বষ্ঠ বলিয়া জানিতেন বলিয়াই তিনি আপন সংহিতায় উঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ নামে সূচিত করিয়াছেন, অন্যেরা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। অথবা মহর্ষি গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য হয় ত ভৃগুর পূর্ব্ববর্ত্তী। ভৃগু মহাশয় উঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ নাম দিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বৈদ্যদিগের অম্বষ্ঠ নাম যে অম্বষ্ঠ দেশ হইতে সমাগত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় দেখা যায় না। কেবল একটী অম্বষ্ঠ দেশেই কি

একটী মানবদম্পতীহইতে কেবল একটী বৈদ্যবীজী অমৃতাচার্য্যের সমুদ্ভব হইয়াছিল? কখনই নহে। অমৃতাচার্য্যের ন্যায় আরও ভূরি ভূরি আদিবীজী পুরুষ শকদ্বীপাদি নানা স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাই আমরা চিকিৎসাবৃত্তিক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, মাথুর ও মাগধ ব্রাহ্মণগণকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করিতে দেখিতে পাই। মুনিসংজ্ঞাভাক্ অমৃতাচার্য্যের জামাতৃগণও ঐরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রসূতিহইতে প্রসূত। ভরত যে বলিয়াছেন আমি সকল বৈদ্যের লেখা দিতে পারিলাম না—আরও বহু উপাধির বহুগোত্রের বহু বৈদ্য ইতস্ততঃ রহিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য কথা। কাশ্যাদি দেশে চিকিৎসাবৃত্তিক এরূপ বহু অম্বষ্ঠসন্তান বা ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব জাতি রহিয়াছেন—যাঁহাদিগের কোন কথাই আমরা পরিজ্ঞাত নহে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—

তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জ-কণ্টক-মাহিষ্য-বৈশ্য বৈদেহান্ অজীজনৎ"। ৪অঃ

সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইতে বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্টকাদি জাতি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলেই দেখা গেল আর একদল ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব এক সময়ে ভৃজ্জকণ্টক নামে পরিচিত ছিলেন? উহা বরং কাহার জাতীয় নাম হইতে পারে, কিন্তু অম্বষ্ঠ শব্দ জাতিবাচক নাম নহে আমাদের জাতির নাম ব্রাহ্মণ। যাহা হউক অম্বষ্ঠ শব্দের প্রকৃত নিদান ও মুখ্যার্থ কি? বোধ হয় এত দিনে সকলে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ একই

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অম্বষ্ঠগণ দাক্ষিণাত্য ও মিথিলায় পথে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশের কুত্রাপি অম্বষ্ঠ বলিয়া কোন জাতির সত্তাই পরিলক্ষিত হয় না। সিন্ধু-সৈকত-বিহারী অম্বষ্ঠ-দেশ বা অম্বষ্ঠজাতির কোন চিহ্নও সমগ্র ভারতে অনুভূত হইয়া থাকে না। তবে কি অম্বষ্ঠজাতি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে?

না, তাহা কথনই নহে। অম্বষ্ঠগণ অন্যান্য দেশে কোথায় কি ভাবে কি নামে অবস্থিত, তাহা আমরা ইহার পরবর্ত্তী প্রকরণে বলিব, বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ-গণ আজ এদেশে বৈদ্য নামে পরিচিত। কেন এরূপ হইল? অম্বষ্ঠগণ নিয়ত বৈদ্যবৃত্তিক বা চিকিৎসাবৃত্তিক বলিয়া বহুকাল যাবৎ জাতিতে বৈদ্য বলিয়া প্রখ্যাপিত হইয়া গিয়াছেন, ফলতঃ যেরূপ করণের বৃত্তিগত নাম কায়স্থ, তদ্রূপ অম্বষ্ঠেরও বৃত্তিগত নাম বৈদ্য, বৈদ্য ও কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি ছিল না, উহার একটিও জাতিবাচক শব্দ নহে। মনু বলিয়াছেন—

সূতানামশ্বসারথ্য মম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্॥ ৪৭—১০ অঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ সারথির কার্য্যও করিতেন সূত জাতির উৎপত্তি হইলে উক্ত সারথ্য তাঁহাদিগের জীবিকা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ঐরূপ পূর্ব্বে স্বয়ং মুখ্য ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা করিতেন, পরে গৌণব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইলে উক্ত চিকিৎসা অম্বষ্ঠের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। চিকিৎসকের নামান্তর, রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্ ও বৈদ্য। যদাহ অমরসিংহ:—

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।

যে প্রকার ভারতের কোন একটি জাতি লবণের কার্য্য করিত বলিয়া তাহারা জাতিতে লাবণিক বা নুনিয়া নাম ধারণ করে, যে প্রকার নিয়ত সাধু বা বণিকের কার্য্য করেন বলিয়া বঙ্গদেশের শৌণ্ডিকগণ সাধু নামে প্রখ্যাত, হইয়া ক্রমে উহার অপভ্রংশে সাহু, সাউ, সাহা বা সৌ জাতি বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন, তদ্রূপ, বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠগণও নিয়ত বৈদ্যবৃত্তিত্বনিবন্ধন জাতিতে বৈদ্য হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ একই।

অম্বষ্ঠগণ কত দিন যাবৎ এই বৈদ্য নামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন? ইতিহাস ও ভূগোলের মরুভূমি ভারতবর্ষের নিকট সে ঐতিহ্য তত্ত্বের প্রাপ্তি আশা সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত। তবে আমরা বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণ ও দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের মধ্যে বৈদ্য উপাধির প্রচলনদ্বারা ইহাই অনুমান করিতে সমর্থ যে, প্রায় সহস্র বৎসরের অধিক কাল যাবৎ আমরা অম্বষ্ঠগণ, জাতিতে বৈদ্য বলিয়া সংসূচিত হইয়াছি। দাক্ষিণাত্যে বৈদ্যোপাধিক দুই শ্রেণীর লোক আছেন, এক শ্রেণীর লোক জাতিতে ব্রাহ্মণ, অন্য শ্রেণীর লোক কায়স্থ। সুতরাং বেশ জানা যাইতেছে যে, যে সকল অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ জাতিতে আছেন, তাঁহারা

বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণই রহিয়াছেন, আর যাঁহারা লিপিবৃত্তিক, তাঁহারাই ক্রিয়া-লোপে কায়স্থ বা অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বজাতির সংসূচক বৈদ্য কথাটি অদ্যাপি উভয়েরই উপাধি রহিয়া গিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডে বিবৃত আছে—

তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতোভূত্বা পুনর্জাত ইবাস্তু চ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌ।
তয়োরনুগ্রহাৎ বিপ্রা দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩৫
আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলং।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ॥ ৩৬—৯অঃ।

অর্থাৎ হে ধরাপতে! সেই জন্য ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রসূত এই সঙ্করের নাম অম্বষ্ঠ। এই অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণহইতে জাত, অতএব ইহাদের সংস্কার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে ইহারা সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিজ (পুনর্জ্জাত) বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। সেই দ্বিজগণ ইহা বলিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে উক্ত অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদ্য নাম প্রদান করিলেন। তাহাতে অম্বষ্ঠআখ্যাধারী সেই বৈদ্যগণ সাঙ্কর্য্যজনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইল।

বৃহদ্ধর্ম্ম একখানি নগণ্য উপপুরাণ। ইহাতে "রায়" শব্দের সমাবেশ ও অন্যান্য বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকাতে আমরা মনে করিতে অধিকারী যে ইহা যেমন কোন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ নহে, তেমনই ইহা কোন আধুনিক বিহারী, মৈথিল বা বঙ্গবাসীর লেখনীলীলাবিশেষমাত্র। সংস্কৃত "রাজা" পদ অপভ্রষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রাদি দেশে রাও, রাজপুতনাদি স্থানে রাণা, বিহার, বঙ্গ ও মিথিলাদি জনপদে "রায়" মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুতরাং রায় শব্দ সনাথ, ইহা যেমন অর্ব্বাচীন যুগের বস্তু, তেমনই ইহার জন্মভূমিও বঙ্গদেশহইতে সুদূরসংস্থ নহে। তবে ইহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ হাজার বছর হওয়া সম্ভবপর। কেন না ইহা সেনরাজগণের সমসাময়িক ভিন্ন পরবর্ত্তী কালের বলিয়া জানা যায় না। এই বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণ অম্বষ্ঠগণের উৎপত্তি ও সাঙ্কর্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,

তাহা সম্পূর্ণ প্রমাদসন্দুষ্ট। আমরা পরে যথাসময়ে যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। তবে এতদ্দ্বারা আমরা ইহাই পাইতেছি যে, যৎকালে বৃহদ্ধর্ম্মের দেহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই অম্বষ্ঠগণ বৈদ্যনামের বিষয়ীভূত হয়েন। তৎপর মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক, তদীয় চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে বলিতেছেন—

এবং সর্ব্বেঽপি অম্বষ্ঠা বৈশ্যাব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।
জননীতো জন্মুর্লব্ধ্বা যজ্জাতো বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

অনন্তর ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠগণ জননীহইতে জন্মলাভ করিয়া যখন বেদসংস্কারদ্বারা সংস্কৃত হইলেন, তখন তাঁহারা সকলে দ্বিজ ও বৈদ্য নামে প্রখ্যাতি লাভ করিলেন। সুতরাং এই বৈদ্য শব্দ চিকিৎসক শব্দের দ্যোতক নহে। মহর্ষি শঙ্খ বলিয়া গিয়াছেন—

বেদাৎ জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাৎ অম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

ব্রাহ্মণের পুত্র অম্বষ্ঠগণ বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্য নামের বিষয়ীভূত হইলেন। স্কন্দ পুরাণের নামীয় বচনে লিখিত আছে—

ততোঽভবৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ
বালোতি সৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ।
ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ,
প্রাপুর্ম্মুদং বেদতয়ৈব জাতঃ॥
বৈদ্য স্তুতোঽয়ং জননীকুলে চ,
স্থাতা ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ॥

অর্থাৎ সেই বীরভদ্রার অঙ্কারূঢ় সৌম্যাকৃতি বালককে দেখিয়া ঋষিরা অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন। উক্ত বালক বেদহইতে জাত ও অম্বাকুলে স্থান প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহার নাম বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

এই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, শঙ্খবচন, স্কন্দপুরাণবাক্যাবলী ও চন্দ্রপ্রভাপ্রভৃতি ধৃত বচনসমূহ কত দূর প্রামাণ্য, আমারা তাহা লইয়া বিচার করিব না, কিন্তু ঐ সকল বচন যতকালের, অম্বষ্ঠগণ যে তাহার পূর্ব্বেই জাতিতে বৈদ্য বলিয়া

প্রখ্যাপিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপর ভরত চন্দ্রপ্রভার স্থানান্তরে বলিতেছেন—

অম্বষ্ঠে অমৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোঽভূৎ ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধবিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং স্বর্বৈদ্যস্য তু মানসীং।
উপযেমে মহৌজা য শ্চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ।
অথৈতস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনোদাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করো ধরঃ।
রাজঃ সোমশ্চ নন্দী চ কুণ্ড শ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
সন্তানা বহব স্তেষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ।
কুলাদ্রিরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োঽপ্যমূঃ॥

ভরতমল্লিক ইঁহা প্রাচীনকুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাসবচন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে ব্যাসের বচন নয় তাহা ধ্রুবই। যাহারই হউক, যখন বর্ত্তমান সময়ের ২৩৪।৩৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভরত, উহা অন্য পঞ্জিকা হইতে আপন গ্রন্থে অধ্যাহৃত করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে যাহা বর্ত্তমান সময়ের ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বের বিবৃত, তাহার মূলে অবশ্যই কোন সত্য ও ঐতিহ্য নিহিত আছে। অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে একই, ইহা বহুদিনের স্বীকৃত সত্য। মহামতি ভরত, ভট্টিকাব্যের টীকাপ্রণয়নকালেও আত্মপরিচয় দান করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

নত্বা শঙ্কর মম্বষ্ঠো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥

অর্থাৎ গৌরাঙ্গমল্লিকের পুত্র অম্বষ্ঠজাতীয় ভরতমল্লিক মুগ্ধবোধিনী (মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ বোধয়তীতি মুগ্ধবোধিনী) নামে এই ভট্টিটীকা করিতেছে। ইহা বলিয়াই ভরত টীকার সমাপ্তি মুখে বলিয়াছেন—

ইতি সদ্বৈদ্যহরিহরখানবংশসম্ভব গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজ শ্রীভরতসেনকৃতায়াং মুগ্ধবোধিন্যাং ভট্টিটীকায়াং পুরপ্রবেশোনাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

অর্থাৎ অত্যুচ্চ বৈদ্যকুলপ্রভব হরিহরসেনবংশসম্ভূত গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজ শ্রীভরতসেনমল্লিককর্ত্তৃক প্রণীত ভট্টিকাব্যের মুগ্ধবোধিনী নাম্নী টীকায় পুর-

প্রবেশনামক দ্বাবিংশতিতম সর্গ সমাপ্ত হইল। তৎপর উক্ত ভরতসেন মল্লিকই তদীয় চন্দ্রপ্রভানামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকাগ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

নত্বা শিবং শিবকরং শিবয়া সমেতং
বাণীং গুরূন্ দ্বিজগণং ভিষজাং গণঞ্চ।
গৌরাঙ্গমল্লিকসুতো ভরতো বিনীতঃ।
বৈদ্যাজ্ঞয়া বদতি বৈদ্যকুলস্য তত্ত্বং॥
আসীৎ চায়ুকুলে কুলোজ্জ্বলযশাবৈদ্যান্তরঙ্গঃ কৃতী,
শ্রীমান্ দুর্জ্জয়দাশ এব ভিষজা মালোক্য শীলাদিকং।
জ্যৈষ্ঠং মাধ্যম মাধমঞ্চ সকলং বিজ্ঞাপ্য গোষ্ঠ্যাং ভৃশং
জ্ঞাতান্ তান্ লিখিতান্ লিখন্ কবিবরো গ্রন্থং চকারোত্তমম্॥
স গ্রন্থোঽম্বষ্ঠগোষ্ঠ্যাং মুনিসদসি যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ শ্রুতোঽভূৎ
তং দৃষ্ট্বা সঞ্জয় স্তল্লিখিতকুলভবান্ তত্র চিক্ষেপ বৈদ্যান্।
তৎপশ্চাৎ তৎকুলোত্থান লিখদধিযশাঃ শ্রীচিরঞ্জীবদাশঃ,
তান্ তান্ বৈদ্যান্ সমস্তান্ বিলিখতি ভরতস্তৎপ্রভৃতান্ পরাংশ্চ
ইতি চন্দ্রপ্রভা ভূমিকা। ১৫৯৭ শকাব্দ ইতি সমাপ্তঃ।

ভরত ১৫৯৭ শকাব্দ বা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রপ্রভা প্রণয়ন করেন। উহাতেও তিনি আপনাকে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ উভয় জাতি বলিয়াই সংসূচিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্জীপ্রণেতা চিরঞ্জীবদাশ, সঞ্জয়দাশ ও মহামহোপাধ্যায় দুর্জ্জয়দাশ বৈদ্যান্তরঙ্গও স্ব স্ব জাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অবগত ছিলেন, অতএব অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ যে একই পরন্তু ইহা যে সদ্যঃ পরিকল্পিত কোন কৃত্রিম কথা নহে—তাহা যে কোন চেতস্বান্ ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

কেবল ইহাই নহে। আমরা বাল্যকালে (সে আজ ৫৫।৫৬ বৎসরের কথা), যখন কোন বিবাহাদি সভায় কিংবা স্থানান্তরে পরস্পর জিগীষু হইয়া একে অন্যের নিকট প্রশ্ন করিতাম—তোমরা কি লোক? তখন পৃষ্ট ব্যক্তি উত্তর করিতেন,

"আমরা অম্বষ্ঠ"

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ প্রশ্ন হইত, অম্বষ্ঠ বলি কাহাকে? অমনই উত্তর হইত—

"অম্বা ক্রোড়ে কুলে বা তিষ্ঠতীতি অম্বষ্ঠঃ"

আবার প্রশ্ন হইত, তোমরা আর কি? উত্তর হইত, "আমারা বৈদ্য।" পুনরায় প্রশ্ন হইত—বৈদ্য বলি কাহাকে? অমনই আমরা শ্লোক আওড়াইতাম

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যায়োঽধ্যাপনঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥

যিনি আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাবান্ ও চিকিৎসাবৃত্তিক, তিনিই বৈদ্যনামের বিষয়ীভূত। সুতরাং আমরা যে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য দুই, তাহা আজি নূতন কথা নহে—ইহা সর্ব্ববাদিসুসম্মত সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত ও স্বীকৃত প্রাচীন সত্য। কেবল আমরা নহি, একালের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি জাতিসাধারণও বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অবগত ছিলেন ও রহিয়াছেন। আমাদের এই উক্তির সমর্থনজন্য আমরা নিম্নে কতিপয় প্রমাণের অধ্যাহার করিব।

১। শব্দকল্পদ্রুম.........অম্বষ্ঠঃ বিপ্রাৎ বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ, ইতি মেদিনী। অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

২। বিশ্বকোষ......... অম্বষ্ঠ—বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত সংকীর্ণ বর্ণবিশেষ। বৈদ্য।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।

৩। অষ্টাদশ বিদ্যা.........ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠনামে অভিহিত। অম্বষ্ঠ জাতি চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য।

বারেন্দ্র কায়স্থ স্বর্গত গোবিন্দমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ।

৪। নব্যভারত.........বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকাতেই ১২৯০ সন ৫৭৫ পৃষ্ঠা।
তজ্জাতিকে সরল বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে।

উক্ত গোবিন্দ বাবু।

৫। জাতি নির্ণয়.........ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ৭৫পৃষ্ঠা।

কায়স্থ বাবু কেদারনাথ দত্ত।

৬। বঙ্গীয় সমাজ.........ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি অন্যান্য জাতির নানা সমাজ বঙ্গে নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। উল্লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যনামে খ্যাত।

বঙ্গজ কায়স্থ স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী,
উকিল হাইকোর্ট।

৭। বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম.........ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা—অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য।
বৈদ্যজাতি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সচ্চিদানন্দ দেবশর্ম্মা
(বস্তুতঃ একজন বারজীবী)।

৮। বঙ্গদর্শন.........সচরাচর অম্বষ্ঠ বৈদ্য বর্ণের নামান্তর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

শ্রীযঃ (সম্ভবতঃ ভাট বা কায়স্থ)।

৯। শব্দসার অভিধান.........অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত বর্ণ বৈদ্য। স্বর্গত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১০। প্রকৃতি বাদ অভিধান.........অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত বৈদ্য। স্বর্গত রামকমল বিদ্যালঙ্কার।

১১। বাচস্পত্য অভিধান.........ইনি রঘুনন্দনের ন্যায় বৈদ্য অর্থে অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

১২। জাতিকৌমুদী.........সকল সঙ্কর বর্ণের মধ্যে আমরা বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে সঙ্কুচিত নহি।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ন্যায়রত্ন।

১৩। সম্বন্ধনির্ণয়.........২২২—২৩ পৃষ্ঠা ৩য় সংস্করণ। ধন্বন্তরি হইতে সেন, দাশ, গুপ্ত, এই তিন সন্তান জন্মে। বঙ্গদেশে ইহাঁরাই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি।

এখন সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন কেবল আমরা নহি, বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য ও পদস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখজাতীয় যে কোন ব্যক্তিই বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই অবগত আছেন। অতএব স্বর্গত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, বাগবাটীর ৺ যদুনাথ ন্যায়রত্ন, জাতিবিচার গ্রন্থ-প্রণেতা বাবু অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ভারতীয় বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগপ্রবন্ধপ্রণেতা, গুপ্তনামা সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে "বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ নহেন—তাঁহারা কোন জাতিতে স্থান না পাইয়া দায়ে পড়িয়া অম্বষ্ঠের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছেন," তাঁহারা কতদূর সত্যনিষ্ঠ ও ঐতিহ্যতত্ত্ববিৎ। স্বর্গত রামদাস সেন মহাশয়, কায়স্থ হইয়াও তদীয় ঐতিহাসিক রহস্যের তৃতীয় ভাগের ২৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—

> "বোপদেব বৈদ্যকুলে জন্মিলে তিনি কখনই বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। বরং দ্বিজ বলিলেও বলিতে পারিতেন।"

রামদাস বাবু কেন একথা বলিলেন? মন্বাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য (৪১—১০ অঃ) এই ছয়টি জাতিকে দ্বিজ বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন। তিনিও জানিতেন বাঙ্গলার বৈদ্যগণ, মুখ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুখ্য বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত বা মাহিষ্য নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণবৈশ্যা প্রভব অম্বষ্ঠ, তাই তিনিও বৈদ্যগণকে দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে তিনি জীবিত থাকিয়া আরও কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারিতেন যে বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বিপ্র বা ব্রাহ্মণ বলিতেও পূর্ণাধিকারী বটেন। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয় শুদ্ধিতত্ত্বের এক স্থানে বলিয়াছেন—

> "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ। তেন মহানন্দি-পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা অম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাৎ উক্তম্"। ৪৪১ পৃষ্ঠা।

মনুর মতানুসারে একালের ক্ষত্রিয়গণ (বস্তুতঃ একথা অলীক, রঘুনন্দন নিজে মনু অধ্যয়ন করিলে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না) ক্রিয়ালোপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহানন্দির পর আর কেহ ক্ষত্রিয় ছিল না। ঐরূপ একালে ক্রিয়ালোপে বৈশ্য ও অম্বষ্ঠপ্রভৃতি জাতিরও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে।

এখন বিবেচনাশীল ব্যক্তিরা ভাবিয়া বলুন, বঙ্গদেশের পণ্ডিত রঘুনন্দন, তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে এই অম্বষ্ঠ শব্দদ্বারা বৈদ্য ভিন্ন বাঙ্গলার আর কোন্ জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? বলিবে, বাঙ্গলায় ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ নাই? সুতরাং তিনি এই অম্বষ্ঠশব্দ দ্বারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের, অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে, কেননা অমরসিংহ, তাঁহার কোষে, অম্বষ্ঠকায়স্থগণকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা, রঘুনন্দন কেন আবার নূতন করিয়া বলিবেন? ফলতঃ একালের ক্ষত্রিয় রাজা মহানন্দির নাম গ্রহণ করাতেই বুঝা যাইতেছে যে রঘুনন্দন একালের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (যে দেশবাসীই হউন) ও এই বঙ্গদেশের একালের অম্বষ্ঠগণের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব ইহাই যে ক্রিয়ালোপ (অশৌচ ও উপনয়নাদির ব্যভিচার) হেতু বঙ্গদেশের বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণও এখন দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং এই অম্বষ্ঠ শব্দদ্বারা তিনি যে বাঙ্গলার বৈদ্যগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তৎপর তোমরা ইহাও ভাবিয়া দেখিতে পার যে, তোমরা যে হাতগড়া মিথ্যা শ্লোক বলিয়া বৈদ্যগণকে গালি দিয়া থাক, তদ্দ্বারাও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যের অভিন্নত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে—

"অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্যঃ"

অতএব বৈদ্য ও অম্বষ্ঠগণ যে একই তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। অপিচ তোমাদের ইহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে যখন মনু বলিয়াছেন যে, আজ থেকে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি চিকিৎসা প্রাপ্ত হইল, তখন অম্বষ্ঠগণের জাতীয় বৃত্তি যে চিকিৎসা তাহাও সিদ্ধ সত্য। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের একমাত্র বৈদ্যগণেরই জাতীয় বৃত্তি চিকিৎসা হইতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারাও বৈদ্য ও অম্বষ্ঠের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ কোন হিন্দুশাস্ত্রেই জাতিবাচক বলিয়া বিবৃত বা বিধৃত হয় নাই। কেবল ব্যবহারতই জাতিবাচক বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বৈদ্য অর্থ চিকিৎসক ও কায়স্থ অর্থ লেখক বা কেরাণী অর্থাৎ writer—

কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ। হলায়ুধঃ।

কিন্তু একমাত্র বৃত্তিদ্বারাই আমরা জানিতে ও মানিয়া লইতে সমর্থ হইতেছি যে বঙ্গবাসী বৈদ্যগণের প্রকৃত জাতির নাম অম্বষ্ঠ (অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ) আর কায়স্থগণের জাতির প্রকৃত নাম করণ, (যাঁহাদিগের পিতা বৈশ্য ও মাতা শূদ্রা, শূদ্রাবিশোস্তু করণঃ। অমরঃ) অপি চ যখন বৈদ্য ও কায়স্থ উভয় জাতিই উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, তখন ইঁহারা হিন্দুর কোন না কোন জাতিরই অন্তর্গত, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। অপিচ কার্য্য, কারণ ও উপাদান লইয়া চিন্তা করিলে কেহই কায়স্থকে নিয়তলিপিবৃত্তিক করণ ও নিয়ত-চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্যকে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া মনে করিতে সমর্থ হইবেন না। এ জাতি দুইটির একটিও ভূঁইফোড় পদার্থ নহে। মন্বাদি যে সকল ঋষি স্ব স্ব গ্রন্থে চণ্ডাল ও মলেগ্রাহীর পর্য্যন্ত নাম লইয়াছেন, তাঁহারা বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন না, তাঁহারা তাঁহাদের কোন কথা বলেন নাই, ইহা হইতেই পারে না। ফলতঃ মনুর অম্বষ্ঠই বৈদ্য ও বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণই কায়স্থ।

সকল দেশেই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি আছে।

একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি নাই, এই যে একটি ব্যাহত ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, ইহা সর্ব্বথাই অলীক ও অনিদান। বাঙ্গলার লবণাক্ত মৃত্তিকার এরূপ কোন গুণ নাই যে, ইহাতে কোন ভূঁইফোড় জাতির স্বয়ং সমুদ্ভব হয়। ফলতঃ এ জাতিও অন্যান্য জাতির ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। একখানি প্রাচীনতম বৈদ্যকুলপঞ্জিকাও বলিয়া গিয়াছেন—

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা ন্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতন্বত॥

বৈদ্যকুলতত্ত্ব।

অর্থাৎ মহাবল অম্বষ্ঠগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গদেশে সমাগত হইয়া আধিপত্যবিস্তারপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন।

যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ঔপনিবেশিক অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণের মূল ব্যক্তিরা তাঁহাদের আদি বাসস্থানে অবশ্যই রহিয়া গিয়াছিলেন? তাঁহারা

এখন কোথায়? তাঁহারা বিনা মহাপ্রলয় ও বিনা মহাবজ্রাঘাতে সমূলে বিনষ্ট ও নির্ম্মূল হইয়াছেন, বংশে বাতি দিতে একটিও কেহ বিদ্যমান নাই, ইহা ভাবা যদি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক চেতন্বান্ ব্যক্তিকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা আদিস্থান ও উহার ইতস্ততঃ ভূ-ভাগে অবশ্যই কোন না কোন মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ত্বক্‌দর্শী তোমরা সাধারণ চক্ষুতে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না। ভারতের কুত্রাপি কিন্নরজাতির সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে না। কিন্তু পরমার্থতঃ স্বর্গগায়ক উক্ত কিন্নরগণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কামু ও বঙ্গদেশে কাননামে সঞ্চরমাণ। যে গন্ধর্ব্বগণকে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর ও দত্তজ মহাশয়প্রভৃতি কল্পনাকুসুম বা আকাশের জড় সূর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন উহারা এখনও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সঙ্গীতদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। বঙ্গদেশের মধুকানপ্রভৃতি স্বনামধন্য ঢপ-সঙ্গীত গায়কগণও উক্ত কিন্নরবংশের অধস্তনপুরুষবিশেষ। ঐরূপ বঙ্গদেশের নমঃশূদ্রগণ হিন্দুস্থানে দোষাদ ও হিন্দুস্থানের কুর্ম্মিগণ, বঙ্গদেশে কৈরি বা কুরিমূর্ত্তিতে বিরাজমান। ঐরূপ বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির পূর্ব্বদায়াদবান্ধবগণ, নিশ্চয়ই কোন না কোন মূর্ত্তিতে ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

অধিক দিন নয়, সেদিন মাত্র, পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পাঁচজন শূদ্র ভৃত্য কান্যকুব্জ ও কোলাঞ্চলহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আজি পার তোমরা কেহ উক্ত কান্যকুব্জ ও কোলাঞ্চল হইতে তাঁহাদিগের কোন নেদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব চিনিয়া বাহির করিতে? অবশ্য, মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাসনিবন্ধন এই সকল বিভিন্ন প্রকার উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়া পদার্থান্তরে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্তগণের বংশীয় উপাধি যখন পূর্ব্ববৎ অবিকলই রহিয়া গিয়াছে, তখন তোমরা কেন কোলাঞ্চল বা কায়স্থজাতিপ্লাবিত ভারতের যে কোন স্থানহইতে আর একটি ঘোষ, বস্বাদিও খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়া থাক না? অতএব যে প্রকার ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের পূর্ব্ব দায়াদগণ কোন কারণে অজ্ঞেয় হইয়া পড়িয়াছেন, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির অন্যত্রনিবাসী দায়াদগণও ঐরূপ কোন না কোন কারণে

আজি অচিহ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। Dabbler হইও না, তলাইয়া দেখ, অবশ্যই তাঁহাদের সত্তা সমগ্র ভারত ব্যাপিয়াই দেখিতে পাইবে। মহামতি চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন—

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়োরাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥

ধনী, শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও বৈদ্য, এই পাঁচটি পদার্থ মনুষ্যগণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। যে স্থানে এই পাঁচটি পদার্থ বিদ্যমান নাই, মানুষ কখনই তথায় বাস করিবে না।

অবশ্য এই বৈদ্য কথাটি জাতিবৈদ্যপর নহে, ইহার অর্থ, যে কোন জাতীয় চিকিৎসক। কিন্তু হিন্দুর রাজত্বকালে কোন এক সময়ে যে কোন জাতি, যে কোন জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এখন ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণ বেয়াল্লিশকর্ম্মা হইয়াও রঘুনন্দনের কৃপায় অক্ষতদেহে বিরাজকরিতেছেন, কিন্তু তৎকালে তাহা হইতে পারিত না। স্বকর্ম্মত্যাগ ঘটিলে (মনু, ২৪—১০অঃ দেখ) ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্য ও অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব অথবা জাতিপাত ঘটিত। অতি পূর্ব্বকালে কেবল ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। কিন্তু, অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইলে সামাজিকগণ, ব্রাহ্মণের হীনবৃত্তি চিকিৎসা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করেন। যদাহ মনুঃ—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬
সূতানামশ্বসারথ্যং অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। ৪৭।১০ অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দ্বিজগণের মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, এই ছয় জন অপসদ পুত্র বা ছয় অনুলোমজ জাতি এবং সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, এই ছয় জন বর্ণসঙ্কর বা প্রতিলোমজ জাতি, উক্ত দ্বিজগণের হীনকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ সারথ্য কর্ম্ম করিতেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে হীন কর্ম্ম ছিল। মন্বাদি ঋষিরা স্থির করিয়া দিলেন, অতঃপর, ক্ষত্রিয়গণ আর সারথ্য করিবেন না, উহা সূতগণের জীবিকা হইল। ঐরূপ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ

চিকিৎসা কার্য্য করিতেন, যার তার দেহস্পর্শ ও ক্ষতাদিতে হস্তপ্রদান করিতে হইত বলিয়া উহা ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন কর্ম্ম ছিল, মন্বাদি ঋষিরা স্থির করিয়া দিলেন, অতঃপর মুখ্য ব্রাহ্মণেরা আর চিকিৎসা করিতে পারিবেন না, করিলে পতিত হইবেন, তাঁহাদের অন্ন অভক্ষ্য হইবে, অতঃপর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। সুতরাং মন্বাদির পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা অম্বষ্ঠ ভিন্ন অন্যজাতীয় হইতে পারিতেন না ও ছিলেন না, সুতরাং প্রত্যেক গ্রামে গ্রামেই দুই এক ঘর অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বাস করিতেন, ইহা ধ্রুবই। বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোন দেশের লোক রোগশোকদ্বারা সমাক্রান্ত হইতেন না, ইহাও যখন যুক্তির কথা নহে, তখন ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন লোকালয়ে জাতিবৈদ্য বা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসকরূপে বসবাস করিতেন ও এখনও করিতেছেন, ইহাও বেদবাক্যবৎ স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে হইবে।

অথবা যিনি এই গ্রন্থের অম্বষ্ঠোৎপত্তিপ্রকরণে চতুর্ভুজের প্রমাণকদম্বক বা উহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন (৮৭ পৃষ্ঠা—৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্বকালে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ, কেবল একমাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন না। তাঁহারা সেই প্রাচীনতম যুগেই ভারতের নানা স্থানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে মিশ্র বা মিশরদেশ জগতে আজি একটি প্রাচীনতম সভ্য জনপদ বলিয়া পরিচিত ও সম্পূজিত, অনেকে মনে করেন, সেই মিশ্রদেশের আদি স্থাপয়িতা ভারতের এই মিশ্র ব্রাহ্মণ গুপ্ত শর্ম্মগণ। বোগদাদের হারুনঅলরশিদনামা মহাপণ্ডিত সম্রাটের রাজধানীতেও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়া তদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের রাজবৈদ্য বিজ্জিয়া (বেজ) গণও জাতিবৈদ্য ভিন্ন পদার্থান্তর নহেন। চতুর্ভুজের বিবৃতিপাঠে জানা যায় যে, কাশ্যপগোত্রের একজন গুপ্ত করোটে, একজন দেব পালগ্রামে, একজন দত্ত উদ্যানে, একজন নন্দী মহারাষ্ট্রে, একজন কুণ্ড মিথিলায়, একজন কাশ্যপগোত্রের দাশ দ্রাবিড়ে, একজন সোম ভদ্রকে, একজন কুণ্ড গৌড়ে, মৌদ্গল্যগোত্রের সেন নেপালে, বাৎস্যগোত্রীয় একজন দত্ত কাশ্মীরে, সাবর্ণ দত্ত মগধে, বশিষ্ঠ গোত্রের রাজ লোধ্র দেশে, পরাশর-গোত্রীয় কর ও রাজ নৈমিষারণ্যে, মার্কণ্ডেয়গোত্রজ সোম কাশীপুরে, গৌতম-

গোত্রের কর কান্তার দেশে, জমদগ্নিগোত্রজ একজন ধর পূর্ব্বদেশে মন্দারনগরে, আদ্যর্ষিগোত্রের একজন সেন পূর্ব্বদেশে, ঐ গোত্রের কুণ্ড লোহদেশে, আলম্যানগোত্রের একজন দেব খশদেশে, শালঙ্কায়ন দাশ কামরূপে, বৈশ্বানর সেন মগধে, কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রের একজন দত্ত ময়ূরে, ঐ গোত্রের দেব নীলাচলে, ভরদ্বাজগোত্রীয় একজন কুণ্ড চিত্রকূটে, কৌশিকগোত্রের একজন দত্ত পুরীতে, ও শাণ্ডিল্যগোত্রের একজন দেব শ্রীকেলী দেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অন্যেরা কেহ মদ্র, কেহ কান্যকুব্জ ও কেহ কেহ বা বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এবং খুব সম্ভব যাহারা বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহারা কোন সময়ে সিন্ধুসৈকতবিহারী অম্বষ্ঠদেশে বাস করিয়া অম্বষ্ঠনামে আখ্যাত হইবার পরে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি নাই, ইহা ত্বক্‌দর্শী অনভিজ্ঞ মুখরগণের মুখরব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তবে তাঁহারা এইক্ষণ অন্যান্য দেশে কে কোন্ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন? অন্যান্য দেশের যে যকল অম্বষ্ঠসন্তান স্ব স্ব জাতীয় চিকিৎসা বৃত্তিতেই নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা তত্তদ্দেশে কেহ বা মুখ্য ও কেহ বা মিছির ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, আর যে সকল অম্বষ্ঠসন্তান চিকিৎসা পরিত্যাগপূর্ব্বক লিপিবৃত্তির সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় অম্বষ্ঠ কায়স্থ নামের বিষয়ীভূত।

পূর্ব্বমম্বষ্ঠঃ পশ্চাৎ কায়স্থঃ অম্বষ্ঠকায়স্থঃ।

সুতরাং এই দুইটি প্রধান কারণে তোমরা আজি ভারতের অন্যত্র অম্বষ্ঠজাতি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না। কিন্তু সমগ্র ভারতে চিকিৎসাবৃত্তিক মিশ্র বা মিছির ব্রাহ্মণগণ, চিকিৎসাবৃত্তিক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমূহ, এবং গোয়ালিয়ারের সেনাঢ্য ব্রাহ্মণ, মথুরার চৌবে ও সেনোপাধিক চিকিৎসা বা যাজনবৃত্তিক মাথুর ব্রাহ্মণ, রাজপুতনার চন্দ্রশর্ম্মা-ব্রাহ্মণ, অযোধ্যার অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ, মগধ বা গয়ার সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ও দত্তশর্ম্মোপাধিক গয়ালী ব্রাহ্মণগণ, ইটোয়ার সেনশর্ম্মা ও পঞ্জাবের দত্ত শর্ম্মোপাধিক সারস্বত চৌধুরী ব্রাহ্মণ, নাগপুরের গুপ্তশর্ম্মগণ, উৎকলের ধরকরশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ব্রাহ্মণ, মেদিনীপুর ও সিংহভূমের শর্ম্মবর্জ্জিত সেনদাশোপাধিক

ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণ, ও সেনবি ব্রাহ্মণ, সকল, মিথিলার মিছির ব্রাহ্মণ, ত্রিবেদি প্রভৃতি উপাধিধারী ভূমিহর ব্রাহ্মণবৃন্দ, এবং আসামের বেজবড়ুয়াগণ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির বিপরিণতি বা অবস্থান্তরবিশেষ। সংস্কৃত বৈদ্য শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃতে বেজ্জ ও বাঙ্গলায় বেজ মূর্ত্তি ধারণ করে। বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ বেজ ও বৈদ্যকুলনারীগণ বেজ্জী বা বেইজানী বলিয়া সংসূচিত। সেই বৈদ্য শব্দই অপভ্রষ্ট হইয়া আসামে বেজে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের অম্বষ্ঠগণ কেবল যে বঙ্গদেশে আসিয়াই গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা আসামে যাইয়া বেজবড়ুয়ানামে প্রখ্যাত হয়েন। তাই লোকে আসামে জাতিবৈদ্য দেখিতে পাইয়া থাকেন না। কেবল আসাম নহে ব্রহ্মদেশ ও শ্যামপ্রভৃতি দেশেও যে সকল বৈদ্য চিকিৎসকরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজবৈদ্যেরা আজিও তথায় "বিজ্জিয়া", নামে পরিচিত। এই বিজ্জিয়া শব্দও বৈদ্যশব্দের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন ও আপত্তি করিতেছেন যে, উৎকল ও গয়াদির ধর, করশর্ম্মা ও সেন, গুপ্ত, দত্ত শর্ম্মারা ব্রাহ্মণ, পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বৈদ্যগণ অব্রাহ্মণ, সুতরাং উঁহারা ও বাঙ্গলার বৈদ্যগণ কি প্রকারে এক পদার্থ হইতে পারেন? বাঙ্গলার বৈদ্যগণও যে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ, তাহা প্রকৃত পণ্ডিত ও প্রাচীনেরা অনবগত নহেন। বঙ্গদেশে যে "কায়েতবামুণ" শব্দে উচ্চ জাতি বুঝাইয়া থাকে, বদ্যিবামুণগণ উক্ত বামুণ কথাটীরই অঙ্গ ও অংশবিশেষ। বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ না হইলে সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে অধ্যাপনা করিতে দিতেন না। আমরা প্রবন্ধান্তরে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিয়া আপত্তিকারিগণের সে সংশয়ের নিরসন করিব।

শাস্ত্রে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র, ও করণনামে আরও কতকগুলি জাতি আছে। তন্মধ্যে উগ্রগণ বাঙ্গলায় আগরী ও করণগণ, সর্ব্বত্র কায়স্থনামের বিষয়ীভূত। কিন্তু মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও পারশব জাতির কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যেমন মনে করা উচিত নয় যে উঁহারা একদম নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ, ভারতের সর্ব্বত্র অম্বষ্ঠনামে জাতির সত্তা অনুভূত হয় না বলিয়া অন্যান্য দেশে অম্বষ্ঠের বিধ্বংস ঘটিয়াছে, ইহা মনে করাও যুক্তির কার্য্য নহে। অম্বষ্ঠগণ

কুত্রাপি ব্রাহ্মণরূপে বিরাজমান, কুত্রাপি বা তাঁহারা জাত হারাইয়া কায়স্থ রূপে বিরাজ করিতেছেন। হিন্দুস্থানের অম্বষ্ঠকায়স্থগণ ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন, এবং বাঙ্গলার সেন, দাশ গুপ্ত, দত্ত, নন্দী, সোম, দেব, ধর, কর, নাগ, চন্দ্র, রক্ষিত, কুণ্ড, আদিত্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণকেও আমরা বৈদ্যের বিপরিণতি বলিয়াই মনে করিয়া থাকি।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ধর ও করশর্ম্মারা ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ, ইহাও আমরা প্রকৃত বলিয়া মনে করি। ময়মনসিংহে মৌদ্গল্যগোত্রের চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদিগকে সকলে ভূতপূর্ব্ব নাপিত বলিয়া থাকেন। কিন্তু নাপিত কোন কারণে মহোচ্চ ব্রাহ্মণে উন্নীত হইতে পারে না। তাই আমরা মনে করি, উঁহারাও মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাশোপাধিক অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসা উঁহাদের জীবিকা ছিল। তাই অজ্ঞ লোকেরা উঁহাদিগকে নাপিত বলিয়া মনে করিত।

ফলতঃ যেমন ব্রাহ্মণগণ, অম্বষ্ঠকে চিকিৎসাকার্য্যের ভারসমর্পণ করেন, তদ্রূপ, অম্বষ্ঠগণও কতকগুলি চিকিৎসার ভার, অন্যান্য জাতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে বৈদ্য বা চিকিৎসকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা—

রোগহর, শল্যহর, বিষহর ও কৃত্যাহর।

যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা ভূত ছাড়াইতেন, তাঁহারা "কৃত্যাহর-বৈদ্য।" ইঁহারা যে কোন জাতীয় লোক হইতে পারিতেন। আর যাহারা মন্ত্র ও ঔষধদ্বারা বিষ নাশ করিত, তাহাদের নাম "বিষহর-বৈদ্য।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈদ্য বা বেদে অর্থাৎ সাপুড়িয়াগণ, বিষবৈদ্য বা মালবৈদ্যের কার্য্য করিত। আর এক শ্রেণীর লোকেরা অস্ত্রচিকিৎসাদ্বারা স্ফোটকাদির প্রশমন করিয়া দিত, ইহারাই, "শল্যহর-বৈদ্য" বা অস্ত্রচিকিৎসক ছিল। অম্বষ্ঠগণ, এই অস্ত্রচিকিৎসার ভার নাপিতগণের হস্তে প্রদান করেন। তাই পশ্চিম মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুদেশের লোকেরা অস্ত্রচিকিৎসক নাপিতকে "অম্বঠ" বলিয়া থাকে। কবিরাজ (কবিষু রাজা ইব) শব্দের ন্যায় অম্বষ্ঠ শব্দ তথায় অস্ত্রচিকিৎসকবাচী। কিন্তু কোন কোন বৈদ্যসন্তান অস্ত্রচিকিৎসাও করিতেন। মৈমনসিংহের

লোকেরা অস্ত্রচিকিৎসক সেই অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণকেই নাপিত বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

পঞ্জাবের সুখেত ও মুণ্ডীজনপদের রাজগণ আপনাদিগকে বল্লাল সেনের দায়াদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের উপাধিও সেন। সুতরাং উঁহারাও বৈদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পূর্ব্বে ইঁহারা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত করিতেন। মিরার পত্রিকার প্রখ্যাতনামা সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনমহাশয়, বলিয়াছেন যে, যখন তাঁহার অগ্রজ মহানন্দসেনমহাশয় জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন সুখেত ও মুণ্ডীব সেনমহারাজগণ তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করেন যে, বাঙ্গলার বৈদ্যগণের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান চলিতে পারে কিনা। পরে দিল্লীর জুবিলির সময়েও উক্ত মিরারসম্পাদক মহাশয়ের নিকট, উক্ত সেনরাজবংশ্য রাজগণ, যৌনসম্বন্ধের জন্য পুনঃ প্রস্তাব করেন। পরে, আমি আমার বল্লালগ্রন্থপ্রণয়নকালে উক্ত রাজগণের নিকট তাঁহাদের বংশাবলী ও জাতিবিবরণ চাহিয়া পাঠাইলে তাহারা আমার পত্রের কোন উত্তর দান না করিয়া মিরারসম্পাদক মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, "আমরা বৈদ্য নহি, আমরা গোড়ক্ষত্রিয়।"

কিন্তু গৌড়ব্রাহ্মণ ভিন্ন গৌড়নামে একসম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ও আছেন, তাহা ঐতিহাসিকগণ অবগত নহেন, বৈদ্যের সেন উপাধিটী বৈশ্যসাগন্ধ্যসম্পৃক্ত অম্বষ্ঠাদি জাতি ভিন্ন কোন ক্ষত্রিয় জাতির আছে বলিয়া জানা যায় না।

উঁহাদিগের আপনজাতিসম্বন্ধে এরূপ মতপরিবর্ত্তনের কারণ কি? ইহা অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা কায়স্থতরঙ্গিণীপাঠে জানিলাম যে, একজন বাঙ্গালী কায়স্থই এই মতপরিবর্ত্তনের নিদান। তিনি কায়স্থতরঙ্গিণীপ্রণেতা পূর্ণবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা কায়স্থতরঙ্গিণী হইতে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, আমি হিমালয়পর্ব্বতের সমীপে ভ্রমণকালে মণ্ডীনামক রাজ্যে গমন করি। তথাকার রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সেনের সহিত আমার বিশেষ আলাপ

হয়। তিনি বলিলেন, আমি বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেনের বংশধর, জাতিতে ক্ষত্রিয়।" কায়স্থতরঙ্গিণী—৬২ পৃষ্ঠা।

আশীর্ব্বাদক, শ্রীআনন্দনাথ সরস্বতী।

এই আনন্দনাথ সরস্বতী কে? জিজ্ঞাসুগণের মনঃকণ্ডূয়ননিবৃত্তির জন্য আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত, ইনি জাতিতে কায়স্থ, নিবাস, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়না গ্রাম, ইঁহার আর একটী কৃতক নাম শ্রীগোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রীও বটে। ভারতে এইক্ষণে ইনি ভিন্ননামে, ভিন্ন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান।

যাহা হউক ইত্যাদি নানা কারণে ভারতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতির সংখ্যা একবারে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরমার্থতঃ অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ, ভারতের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থজাতিতে ব্যবহিত হইয়া যাওয়াতে একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি বৈদ্যজাতি নাই, ইহা সাধারণদৃষ্টি লোকদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

অম্বষ্ঠগণ একতর দ্বিজ।

ঠিক কোন্ সময়ে ভারতে উপবীতধারণের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা অজ্ঞেয় অথবা দুর্নির্ণেয়। শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে দেখা যায়, ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ উপবীত ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবতারা স্বর্গ হইতে ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া ভারতের আদিম নিবাসী কৃষ্ণত্বচ্ ও যাতুধানগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করার জন্য যেমন আপনারা আর্য্য বা স্বামী (Lord) নাম গ্রহণ করেন, তেমনই সেই শোচনীয় অবস্থাপন্নগণকে শূদ্রনামে সূচিত করিয়াছিলেন, তাই প্রাচীন বেদ মন্ত্রাদিতে—

উত আর্য্য উত শূদ্রঃ

এরূপ ভূরিপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং উক্ত আর্য্যীভূত দেবগণ আপনাদিগের বিশেষত্বপ্রদর্শনজন্য, সর্ব্বাদৌ কটিদেশে মুঞ্জানির্ম্মিত মৌঞ্জী বা মেখলা ধারণ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে উহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া

মনে না হওয়াতে তাঁহারা আর্য্যচিহ্ন উপবীত ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। উক্ত উপবীত স্থলপদ্মের ত্বকের সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইত। উক্তঞ্চ—

কৃতে তু পদ্মসূত্রঞ্চ ত্রেতায়াং কনকস্ত চ।
দ্বাপরে তাম্রসূত্রঞ্চ কলৌ কার্পাস মেবচ॥

কিন্তু আমরা এই বচনটী প্রকৃত ঐতিহ্যবাহী বলিয়া মনে করি না। কেন না তাহা হইলে সত্যযুগের মনু (কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ) কথনই আপন গ্রন্থে ব্রাহ্মণের জন্য কার্পাসসূত্রের সমুল্লেখ করিতেন না। আমাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস ইহাই যে, যখন বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালপর্য্যন্তই আর্য্যনামধারী দেবতারা অবস্থাভেদে কেহ স্বর্ণসূত্রময়, কেহ তাম্রসূত্রময় ও অতি দরিদ্রগণ পদ্মসূত্রময় উপবীত ধারণ করিয়া স্ব স্বঁ আর্য্যত্বের সংসূচনা করিতেন। শিখা ও কণ্ঠী বা মালাধারণের ব্যবস্থাও ঐরূপ অনার্য্যসম্প্রদায় হইতে পার্থক্যসূচনার জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক যখন ত্রেতাযুগে চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় কার্পাস, শণ ও উর্ণাসূত্রজ উপবীত ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন না জনসাধারণ উপবীত দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয় ও কে বৈশ্য। বলিবে, তবে কেন যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বিবৃত করিলেন?

মাতুর্যদগ্রে জায়তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিশস্তস্মাৎ এতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৯—১অ

অর্থাৎ মানুষ যে প্রথমতঃ মাতার গর্ভে জন্ম ধারণ করে, উহা তাহার একটী জন্ম, পরে যে সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশের সময়ে মৌঞ্জী বা মেখলা ও সাবিত্রী গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করে, উহা তাহার আর একটী জন্ম।

দ্বি—জন+ড (দ্বির্জ্জায়তে) ইতি দ্বিজঃ

ঐ সময়ে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই বেদাদির অধ্যয়নজন্ত উপবীতী বা উপনীত হইয়া গুরুগৃহে প্রবেশ করিতে অধিকারী ছিলেন, তজ্জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই দ্বিজনামের বিষয়ীভূত হয়েন। মনুও বলিয়া গিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ৪—১০

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই দ্বিজ, চতুর্থ এক জাতির নাম শূদ্র, তাঁহারাই চতুর্থ বর্ণ। চারির অধিক পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।

শূদ্র কাহারা? ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণত্বচেরা আদি শূদ্র। তদ্‌ভিন্ন আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত নির্গুণ ও হীন ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে শূদ্রবর্ণে স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা "দাস পদবাচ্য" ছিলেন না। কৃষ্ণত্বচ্ আদিমনিবাসীরা আমাদের গোধনাদি অপহরণ করিত বলিয়া আমরা উহাদিগকে দস্যু বা দাস বলিয়া অভিহিত করি। কালক্রমে উক্ত দাস বা ডাকাতেরা আমাদের বশীভূত হইয়া ভৃত্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে শেষে দস্যুবোধক দাস শব্দ ভৃত্যবাচী হইয়া পড়ে। তাই এখনও আমাদের দেশের ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে দাস উপাধির ব্যবহার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক আমরা বলিয়াছি লোকেরা পূর্ব্বে মৌঞ্জী ব্যবহার করিতেন, পরে উপবীত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। তবে কি কালে মৌঞ্জী পরিত্যক্ত হইয়াছিল? না তাহা হয় নাই দ্বিজগণ মৌঞ্জী ও উপবীত উভয়েরই যুগপৎ ব্যবহার করিতে থাকেন। যদাহ ভগবান্ মনুঃ—

কার্পাস মুপবীতঃ স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥ ৪৪—২অ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কার্পাসসূত্রভব, ক্ষত্রিয়গণ শণসূত্রভব ও বৈশ্যগণ ঊর্ণা-লোমজ উপবীত ধারণ করিবেন। উক্ত উপবীত সকল ত্রিদণ্ডী-বিশিষ্ট হইবে। আর উহা বামস্কন্ধের উপর রাখিয়া দক্ষিণ বগলের নিম্নভাগ দিয়া লম্বিত করিয়া দিবে। মৌঞ্জীর বেলা কি করিতে হইবে?

মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ৪২—২অ

ব্রাহ্মণের মেখলা, মুঞ্জ বা শরতৃণবিরচিত ত্রিদণ্ডী ও তাহা স্পর্শে সুখকর হইবে। ক্ষত্রিয়গণের মেখলা মূর্ব্বাময়ী, তাহাও ধনুকের ছিলার ন্যায় এবং বৈশ্যগণের মেখলা শণতান্তবী করিতে হইবে।

কেবল কি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই আর্য্যগণ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না, তাহাও নহে। ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণসারচর্ম্মনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়গণ রুরুনামক মৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত এবং বৈশ্যগণ ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত উত্তরীয় ধারণ করিবেন, ইহাও

বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এবং তাঁহারা এরূপ বিধিরও প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে, আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা মাতা মনুর সন্তান, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপবীত মালার মতন করিয়া গলায় পরিধান করিবেন, উহার নাম নিবীত হইবে। আর ভারতাগত দেবসন্তানেরা কেবল দক্ষিণহস্তের নিম্ন দিয়া উপবীত ধারণ করিবেন, আর পিতৃলোক বা আদিস্বর্গ হইতে সমাগত দেবসন্তানেরা দক্ষিণস্কন্ধে উপবীত রাখিয়া উহা বামহস্তের নিম্ন দিয়া লম্বিত করিয়া দিবেন, উহার নাম হইবে প্রাচীনাবীত। যদুক্তং মনুনা—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণৌ. উপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীনআবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥ ৬৩—২অ

বলিবে মনু ত মানুষের নিবীত, দেবতাদিগের উপবীত ও পিতৃলোক বা মানবের আদি জন্মভূমি আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়ার অধিবাসীদের প্রাচীনাবীত, এমন কোন কথা বলিতেছেন না? জৈমিনি প্রভৃতি বলিয়াছেন—

নিবীত মিতি মনুষ্যধর্ম্মঃ। ১—৩অ—৪পাদ। পূর্ব্ব মীমাংসা।

তত্র শবরস্বামী—নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানা মুপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে।

অর্থাৎ আর্য্যগণের মধ্যে কে কে মাতা মনুর সন্তান বা মনুষ্য তাহা সূচিত করিবার জন্য মনুষ্যেরা তাঁহাদের পৈতা মালার মতন করিয়া গলায় পরিতেন, কে কে পিতৃলোক হইতে সমাগত? তদ্‌বোধের জন্য বৈবস্বত মনু, শম্ভু ও অত্রি প্রভৃতির বংশধরেরা প্রাচীনাবীত ধারণ করিতেন, আর সাধারণ দেববংশীয়েরা প্রচলিত উপবীতদ্বারা আপনাদের দেবত্বের অববোধ করাইতেন। কিন্তু কালে এই সকল বিশেষবিধির যেমন বিলোপ ঘটিয়াছে, তেমনই পৈতারও ব্যভিচার ঘটাতে, এখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও কার্পাসের উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে মানুষ সকল সকল সময়ে উপবীত ধারণ করিতেন না, "যজ্ঞোপবীতী ভুঞ্জীত" ইত্যাদি বচন তাহার প্রমাণভূমি। স্ত্রীলোকেরাও গুরুগৃহে অধ্যয়নার্থ গমনকালে মৌঞ্জী ও উপবীত পরিধান করিতেন। কালে তৎসমুদায় বিধির বিপর্য্যয় ঘটাতে আমরা শাস্ত্রে কি ছিল, তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হইয়া থাকি না।

যাহা হউক, বুঝা গেল পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপবীত ও সাবিত্রী গ্রহণ করিতেন বলিয়া দ্বিজনামের বিষয়ীভূত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণের দ্বিজত্বের কি সমর্থন হইল?

হাঁ উদ্ধৃত প্রমাণদ্বারা অম্বষ্ঠগণের দ্বিজত্বের কোন সমর্থন করা হয় নাই বটে, কিন্তু বুঝিতে হইবে ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ, বা জাতি ভারতে ছিল না। অম্বষ্ঠাদি অনুলোমজগণের জন্মের পূর্ব্বে সমাজের কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা ছিল, আমরা তাহারই একটা নমুনা দেখাইলাম। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, এই ছয়টী অনুলোমজ এবং সূতাদি বিলোমজ জাতির সমুদ্ভব হইলে তদানীন্তন সামাজিক-গণ, ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিধির প্রণয়ন করিলেন যে—

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ॥ ২—১৯অ—৪অংশ

বিষ্ণু পুরাণ।

অর্থাৎ মাতা, সন্তানের ধারণে আধার মাত্র, পুত্রগণ পিতারই নিজস্ব। অতএব মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, পুত্র পিতা যাহা, তাহাই হইবেন, অর্থাৎ তিনি পিতার স্বাজাত্য ভজনা করিবেন।

বলিবে, ইহা ত পুরাণের উক্তি? কেবল পুরাণ কেন, মহাভারতেও এই শ্রৌত মত গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও বলিয়াছেন—

জনক উবাচ। বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তৎ ব্রূহি বদতাং বর॥ ১
যদেতৎ জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ॥ ২

পরাশর উবাচ। এব মেতন্ মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্ত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ॥ ৩
সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।
অতোঽন্যতরতো হীনাৎ অবরো নাম জায়তে॥ ৪

২৯৬অ—শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষি! শ্রুতিতে ইহাই রহিয়াছে যে, "যে যাহা হইতে সমুদ্ভূত, সে তাহাই"। অর্থাৎ মাতা যে কোন জাতীয়াই হউন

না কেন, সন্তান পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইবে। পিতাতে ও পুত্রে কোন প্রভেদ নাই। তবে কেন এক বর্ণ হইতে নানা বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইল? ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদিই বা কেন ভিন্ন নামে সংসূচিত হইলেন?

পরাশর বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিকই। পিতা ও পুত্রে কোনও ভেদই নাই। পূর্ব্বকালে সবর্ণাজ ও অসবর্ণাজ প্রত্যেক পুত্রই পিতার সাজাত্য ভজনা করিত। কিন্তু কালে অসবর্ণাজ সন্তানেরা হীনক্রিয় ও গুণে লঘীয়ান্ হইতে আরম্ভ হইলে, তাঁহারা মূর্দ্ধাবসিক্তাদি স্বতন্ত্র জাতির নামে সূচিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পিতা যদি উচ্চবর্ণ ও মাতাও যদি উচ্চবংশপ্রভবা হয়েন, তাহা হইলে সে সন্তানগণ "পুণ্য" বা পবিত্র বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকেন। কেবল অনুচ্চ পিতৃমাতৃকুল প্রসূত সন্তানেরাই অপকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

ইহাদ্বারা জানা গেল অতি পূর্ব্বে মন্বাদির সময়ে সন্তানেরা পিতৃজাতিতেই গৃহীত হইতেন। "কৃতে বৈশ্যাঃ পিতুস্তুল্যা ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ" ভরত ধৃত এই কুলপঞ্জীবচনও এ মতের সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে গুণের কিয়ৎপরিমাণে লাঘব দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিরা এই ব্যবস্থা করিলেন যে

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীম্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্তএব তে॥ ৫—১০অ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষ্বপি সমানজাতীয়াষু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাষু অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যনেন অনুক্রমেণ যে জাতা স্তে মাতাপিত্রোর্জাত্যা যুক্তাঃ তজ্জাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ।

অর্থাৎ পরিণীতা অক্ষতযোনি ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণপতিকর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ, পরিণীত অক্ষতযোনি ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়পতিকর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে উৎপাদিত সন্তান ক্ষত্রিয়, ঐরূপ বৈশ্যহইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান বৈশ্য ও শূদ্রহইতে তাঁহার অক্ষতযোনি শূদ্রপত্নীতে অনুলোমক্রমে জাত সন্তান শূদ্র হইবে। ইহার পরই ভৃগু বলিলেন—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশান্ এব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥ ৬—১০অ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—আনুলোম্যেন অব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্যে উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ—যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতুর্হীনজাতীয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ ন তু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয়ঃ আহুঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয়, আপনাদের অনন্তর বর্ণজাতা অর্থাৎ অব্যবহিতবর্ণপ্রসূতা অক্ষতযোনি যথাশাস্ত্র পরিণীতা স্ত্রীতে অনুলোমক্রমে যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা মাতৃকুলের আপেক্ষিক হীনত্বনিবন্ধন পিতার ঠিক্ সাজাত্য ভজনা না করিয়া পিতার জাতির সাদৃশ্য ভজনা করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তাঁহার অব্যবহিত ক্ষত্রিয়া পত্নীতে, ক্ষত্রিয় তাঁহার অব্যবহিত পত্নী বৈশ্যাতে ও বৈশ্য তাঁহার অব্যবহিত পত্নী শূদ্রাতে যে সকল সন্তান (মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ) উৎপাদন করেন, তাঁহারা পিতার সদৃশ হইবে।

মেধাতিথি, কুল্লূক, গোবিন্দরাজ ও সর্ব্বজ্ঞনারায়ণপ্রভৃতি সকলে এই বচনের একরূপ ও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইঁহাদের কাহার ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় আপন আপন অনন্তরজা বা অসবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব মাতৃকুলের আশিংকহীনত্বনিবন্ধন পিতার ঠিক্ সমান না হইয়া পিতার সাদৃশ্য ভজনা করিবেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নিষাদ, এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীজাত মাহিষ্য ও উগ্র এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীজাত করণগণ পিতৃসদৃশ হইবে।

কেন আমরা এরূপ অর্থের বিনিগমনা করিতে বদ্ধপরিকর? কেন না পূর্ব্বকালে সন্তানেরা একবারে পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইতেন, তখন অসবর্ণ প্রভবগণের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি বলিয়া কোন পৃথক্ সংজ্ঞাই হইত না। পরে দ্বিতীয়বারে উঁহারা মূর্দ্ধাবসিক্তাদি নাম পাইলেও পিতার সাদৃশ বা

গৌণসাজাত্য ভজনা করেন। সুতরাং ঐ সময়ে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ও পারশবগণ গৌণ ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ বলিয়াই গৃহীত হইতেন। মাহিষ্য ও উগ্র এবং করণগণও যথাক্রমে গৌণ ক্ষত্রিয় ও গৌণবৈশ্য এবং দ্বিজ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন।

যদি এক সময়ে করণ বা জাতিকায়স্থগণের দ্বিজত্ব না থাকিত—তাহা হইলে মিতাক্ষরাকার করণকন্যাগর্ভজাত মাহিষ্যপুত্র রথকার বা সূত্রধরগণকে উপবীতী ও অধ্যয়নযজনাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

মাহিষ্যেণ করণাত্তু রথকারঃ প্রজায়তে। ৯৫—১অ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরকৃতমিতাক্ষরা—ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়া মুৎপাদিতঃ মাহিষ্যঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতা করণী। তস্যাং মাহিষ্যেণ উৎপাদিতো রথকারো নাম জাত্যা ভবতি। তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ—যথাহ শঙ্খঃ—

"ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোমান্তরোৎপন্নো
যো রথকারঃ তস্য ইজ্যাদানোপনয়ন
সংস্কারক্রিয়া অশ্বপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রবাস্তু
বিদ্যাধ্যয়নবৃত্তিতা চ"

করণ বা কায়স্থগণ বৈশ্যের পুত্র, তাঁহাদের মাতা শূদ্রা। কিন্তু এক সময় সেই করণের দ্বিজত্ব না থাকিলে তদ্বংশীয় কন্যার গর্ভে মাহিষ্যের ঔরসে জাত রথকার বা সূত্রধরগণেরও সূত্রে অধিকার আসিতে পারিত না। কেবল মিতাক্ষরাকার বা শঙ্খ নহেন, মহর্ষি জৈমিনিও তদীয় পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে রথকার বা সূত্রধরগণের যজনাধিকার নির্দ্দেশ করিয়া উঁহাদের দ্বিজত্বের সংসূচনা করিয়া গিয়াছেন।

বচনাৎ রথকারস্য আধানে
অস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ। ৪৪—৬অ—১পাদ।

তত্র শবরস্বামী—আধানে শ্রূয়তে "বর্ষাসু রথকার আদধীত" ইতি

অর্থাৎ শাস্ত্রে বচন আছে, রথকারগণ বর্ষাকালে যজ্ঞ করিবেন, তজ্জন্য রথকারগণেরও অগ্ন্যাধান বা যজনে অধিকার আছে, ইহা প্রতীত হইতেছে।

শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। ৪৫

তত্র শবরস্বামী—ত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ রথকর্ম্মণা বিশেষেণ উচ্যতে। শূদ্রোহি অসমর্থত্বাৎ প্রতিষিদ্ধঃ তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ স্যাৎ।

শূদ্রগণ যজ্ঞ করিতে পারিবে না, শাস্ত্রে এরূপ প্রতিষেধবাক্য আছে। অতএব রথকার বা সূত্রধরগণ শূদ্র নহেন। তাঁহারা ত্রিবর্ণের অন্তর্গত বৈশ্য।

অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, সন্তানগণ পিতৃসাজাত্য বা তৎসাদৃশ্য ভজনা করিতেন। এবং ঐ কারণে ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠকন্যা হইতে জাত আভীর বা সদ্‌গোপগণ, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকন্যা হইতে জাত তাম্বূলিকগণ, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যকন্যা হইতে জাত সুবর্ণবণিগ্‌গণ এবং অম্বষ্ঠ ও রাজপুত্রী হইতে জাত গন্ধবণিগ্‌গণ ও তথাবিধ দ্বিজাতিসম্পৃক্ত অন্যান্য বহু জাতি এক সময়ে উপবীত ধারণ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা দ্বিজাতিমধ্যেও পরিগণিত ছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র ও করণাদি (কায়স্থাদি) জাতিতে দ্বিজোচিত গুণের অভাব ঘটিতে থাকিলে সামাজিকগণ দ্বিজাতির শূদ্রাপরিণয় অনুচিত ও পাতিত্যজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ।
ন তৎ মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্॥ ৫৬—১অ

যেহেতু মন্বাদি শাস্ত্রে দ্বিজগণের শূদ্রাপরিণয়ের বিধি আছে বলিয়া জানা যায় ও ব্যবহারতও শুনা[illegible]ক। কিন্তু উহা আমার মত নয়। কেননা দ্বিজগণ সেই শূদ্রাস্ত্রীতে আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্যাসও বলিয়াছেন—

ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ
নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্। ১০—১অ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেন না, আর কোন অধমবর্ণও আপনাহইতে উচ্চ কোন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। মনুও বলিয়াছেন—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ১৫—৩অ

তত্র কুল্লুকভট্টঃ—হীনজাতিং শূদ্রাং অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি মোহবশতঃ হীনজাতি শূদ্রের কন্যা বিবাহ করেন, তবে তাঁহারা তদগর্ভজাত সন্তানের সহিত সংবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

পরন্তু ইহাদ্বারা কেবল যে শূদ্রাপরিণয়ের প্রতিষেধ হইল, তাহা নহে; শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র ও করণ বা কায়স্থগণ যে আর পিতৃসাদৃশ্য লাভ করিবেন, সে পথও কণ্টকিত হইল। মহর্ষি বিষ্ণু বলিলেন—

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ

অর্থাৎ অনুলোমজগণ যে পূর্ব্বে পিতৃসাদৃশ্য ভজনা করিত, এখন হইতে তাহা আর হইবেনা, তাহারা মাতৃকুলের ধর্ম্ম ও শৌচাশৌচ প্রাপ্ত হইবে। অগ্নিপুরাণও বলিলেন—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং
জাতি র্মাতৃসমা স্মৃতা।

অর্থাৎ অনুলোমক্রমে জাত সন্তানেরা মাতার জাতির সমতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বিষ্ণু ও অগ্নির এই মত বোধ হয় সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া ছিল না। কেন না মন্বাদি কেবল শূদ্রমাতৃক অনুলোমজগণকে শূদ্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অনুলোমজেরা কেহ মাতৃধর্ম্মা হইবেন, এমন কোন কথা মনু-সংহিতাতে দেখা যায় না। ১০ অ—১৪ শ্লোক অনুলোমজগণের মাতৃধর্ম্মত্বসমর্থক নহে। মনু প্রথমতঃ বলিলেন যে—

জাতো নার্য্যাম্ অনার্য্যায়াম্ আর্য্যাৎ আর্য্যো ভবেৎ গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাৎ আর্য্যায়াম্ অনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ৬৭—১০অ

যদি আর্য্য বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় কোন অনার্য্য বা শূদ্রনারীতে সন্তানোৎপাদন করেন, ও সে সন্তান যদি গুণসম্পন্ন হয়, নির্গুণ না হয়, তবে সেই শূদ্রাজাত পারশব, উগ্র ও করণও আর্য্য হইবে। অর্থাৎ প্রতিলোমজাত সূতাদি জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পাকযজ্ঞাদিতে বামনীয় হইবে। উক্তঞ্চ কুল্লুকেন শূদ্রায়াং স্ত্রিয়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ সদ্ভূতৈঃ পাকযজ্ঞাদিভি গুণৈরনুষ্ঠীয়মানৈর্যুক্তঃ প্রশস্তোভবতি।

ইহা কেন বলা হইল? পূর্ব্বে ৬ষ্ঠ বচনানুসারে পারশব, উগ্র ও করণ পিতৃসাদৃশ্য লাভ করিয়া দ্বিজ হইতেন, এই জন্য বিধি হইল পারশব, উগ্র ও

করণগণ আর দ্বিজ হইতে পারিবেন না। তাঁহারা কেবল পাক ও যজ্ঞাদির সহায়তা করিতে পারিবেন। তাঁহাদের আনীত জল ও ধৌত তণ্ডুলাদি আচরণীয় হইবে। কিন্তু প্রতিলোমজাত সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, ইঁহারা পাকযজ্ঞাদির অধিকারী হইতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহারা অনার্য্যই থাকিবে। ইহার পরই মনু বলিলেন—

তৌ উভৌ অপ্যসংস্কার্য্যৌ ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাৎ জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥ ৬৮—১০অ

অর্থাৎ সেই শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র ও করণ, এবং প্রতিলোমজাত সূত মাগধাদি বর্ণসঙ্করগণ উপনয়নাদিসংস্কারার্হ হইবে না। কেননা উহাদের এক দলের মাতা অনার্য্যা শূদ্রা, অন্য দল প্রতিলোমজাত।

বলিতে পার যে প্রতিলোমজাত সূতমাগধাদির বর্ণসাঙ্কর্য্যনিবন্ধন দ্বিজত্ব ত প্রতিষিদ্ধই ছিল? না এক সময়ে যেমন পারশব, উগ্র ও করণের পৈতার অধিকার ছিল, তেমনই সূতপ্রভৃতি বর্ণসঙ্কর প্রতিলোমজগণও দ্বিজ বলিয়া গণ্য হইতেন। যদাহ উশনাঃ—

নৃপাৎ ব্রাহ্মণকন্যায়াং বিবাহেষু সমন্বয়াৎ।
জাতঃ সূতোঽত্র নির্দ্দিষ্টঃ প্রতিলোমবিধিদ্বিজঃ॥ ২—১অ

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে যে সূতজাতি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রতিলোম দ্বিজ। খুব সম্ভব এই বিধি ও বিষ্ণুসংহিতার "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ"—এই বিধি দর্শন করিয়াই কোন ঋষি ৬৭।৬৮ বচন রচনা করিয়া মনুতে প্রবেশিত করিয়া দেন, তাহাতেই শূদ্রমাতৃক অনুলোমজগণ ও সূতাদি প্রতিলোমজগণের দ্বিজত্ব একবারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

তবে শেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিমতে কাহার কাহার দ্বিজত্ব অব্যাহতভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল? বোধ হয়, অন্য কোন ঋষি মনুতে শেষে এই পরবর্ত্তী বিধির যোজনা করিয়া দিয়া তাহারই মীমাংসা করিয়া দেন।

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কার মর্হতি॥ ৬৯—১০অ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—যথা শোভনবীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি,

এবং দ্বিজাতেঃ দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়াম্ আনুলোম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্জাতঃ * সর্ব্বং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ (সংস্কারং) অর্হতি।

অর্থাৎ যেমন উত্তম বীজ, উত্তম ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে তাহাতে শস্য উত্তমই হইয়া থাকে, তদ্রূপ আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত সন্তানগণও উত্তমই হইয়া থাকেন। তাঁহারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যহইতে বৈশ্যাতে যথাক্রমে জাত

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য

এই ছয় জাতিই কেবল উপনয়নাদি সর্ব্ববিধ সংস্কারের একমাত্র অধিকারী হইবেন, অন্য কেহই নহেন। এই মতেরই দৃঢ়ীকরণ জন্য অন্য কোন ঋষি মনুতে এই শ্লোকের সংযোগ করিয়া দেন † যে—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪১—১০অ

তত্র মেধাতিথিঃ—সজাতীয়াঃ ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ সমানজাতিয়াসু জাতাঃ তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেব অনূদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যতাভিধানং তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং। অনন্তরজা অনুলোমাঃ। ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াং জাতাঃ তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়া ইত্যর্থঃ। উপনীতাশ্চ দ্বিজাতি ধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈরধিক্রিয়ন্তে। যে পুনঃ অপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ তে শূদ্রাণাং সধর্ম্মাণঃ সমানাচারাঃ তদ্ধর্ম্মৈরধিক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ। অনন্তরগ্রহণম্ অনুলোমপলক্ষণার্থ—মেব তেন ব্যবহিতোপি ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ (অম্বষ্ঠঃ) গৃহ্যতে। ষট্ সংখ্যাতিরিক্তত্বাৎ ন শূদ্রায়াং পারশবঃ।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ—অনুলোমজেষু বিশেষমাহ সজাতিজেতি।—ব্রাহ্মণস্য

---

* "ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োর্জাতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারঞ্চ" অর্হতি, কুল্লূক এই যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মনুর এ বচনে বা অন্য কোন বচনেই নাই। অনুলোমজগণের মধ্যে কেহ মাতৃধর্ম্মা হইবেন, ইহা মনু কুত্রাপি বলেন নাই। কুল্লূকাদিকৃত ১৪—১০অ বচনের ব্যাখ্যাও কলুষিত। ফলতঃ যখন মূলে আছে আর্য্যায়াং জাতঃ সর্ব্বসংস্কারম্ অর্হতি তখন তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা করা ঘোরতর অবিচার মাত্র।

† ৬৭ ও ৬৮ বচন, ৪১ বচনের পূর্ব্বেই থাকা উচিত। তাহা না থাকাতেই এই সকল বচন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণ্যাং অনন্তরয়োশ্চ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ইতি ত্রয়ঃ, ক্ষত্রিয়স্ত ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ দ্বৌ বৈশ্যস্ত বৈশ্যায়ামেক ইতি ষট্ দ্বিজানাং সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ পিতৃজাতীয়সদৃশঃ। অত্র সজাতিজগ্রহণাৎ বৃত্তান্তরত্বেন যোগ্যাঃ উপনয়নাদৌ। অপরে তু অপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ শূদ্রধর্ম্মাণঃ ন তথাবিধসংস্কারাস্তর্হাঃ।

কুল্লূকভট্টঃ—দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলোম্যেন উৎপন্না ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াম্ এবং ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। যে পুনঃ অন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাঃ তে শূদ্রধর্ম্মাণঃ ন এষাম্ উপনয়নমস্তি।

রামচন্দ্রঃ—সজাতিজাঃ (অনন্তরজাশ্চ এতে) * ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ দ্বিজধর্ম্মার্হাঃ উপনেয়াঃ। সর্ব্বে অপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ শূদ্রাণাম্ সধর্ম্মাণঃ স্মৃতাঃ।

গোবিন্দরাজঃ—দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু ভার্য্যাসু জাতাঃ তথানুলোম্যোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ইত্যেতে ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ। যে পুনঃ অন্যে সঙ্করজাঃ সূতাদয় তে সর্ব্বে শূদ্রাণাং তুল্যরূপাঃ দ্বিজাত্যুৎপন্নানামপি তেষাম্ উপনয়নং নাস্তি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্য-বৈশ্যাহইতে সমান জাতিতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই সজাতিজ তিন পুত্র এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত মাহিষ্য এই তিন অনন্তরজ পুত্র, মোট এই ছয়জন উপনয়নযোগ্য ও দ্বিজপদবাচ্য। সূতাদিও অনেকে দ্বিজসন্তান বটেন, কিন্তু তাঁহারা প্রতিলোমজাতত্বনিবন্ধন (অবেদ্যাবেদনজত্বহেতু) বর্ণসঙ্কর বলিয়া উপনয়নার্হ বা দ্বিজপদবাচ্য নহেন, তাঁহারা শূদ্রদিগের তুল্যধর্ম্মা।

অতএব এতাবতা ইহাই স্থির হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য, আর্য্যাহইতে আর্য্যাতে জাত এই ছয় জনই একমাত্র দ্বিজপদবাচ্য ও উপনেয়। পারশব, উগ্র, বা করণ, ইঁহারা কেহই দ্বিজপদবাচ্য বা উপনেয় নহেন। কেন না ইঁহারা অনার্য্যাজাত।

বলিবে, কেন মনুও ত ৬ষ্ঠ বচনে অনন্তরজ শব্দদ্বারা কেবল অব্যবহিত বর্ণজ

---

* "অনন্তরজাশ্চ এতে" এই কথাটি লিপিকরপ্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গণেরই অববোধ করাইয়াছেন? হাঁ মেধাতিথি ও কুল্লূকপ্রভৃতি উক্ত মনু বচনের ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন। কুল্লূক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যথা—ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং জাম্। এতেষাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যকরণানি"

কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লূকাদির এই মত কলুষিত। যদি এই মতই বিশুদ্ধ ও মনুর মূলের অনুযায়ীই হইবে, তাহা হইলে স্বয়ং মেধাতিথি ও কুল্লূকাদি সকলে (রাঘবানন্দ ছাড়া) উক্ত ৪১ম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে কেন—অনন্তরজ করণকে পরিত্যাগ করিয়া একান্তরজ অম্বষ্ঠকে দ্বিজ ও উপনেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? কেন তাঁহারা রাঘবানন্দের ন্যায় করণেরই পক্ষপাতী না হইলেন? রাঘবানন্দ ত বলিয়াছেন যে—

> তত্র বিপ্রাদিবৎ করণান্তানাং ত্রয়াণাং
> দ্বিজবৎ অশৌচোপনয়নাদি অতিদিশন্
> আয়োগবক্ষত্তৃচণ্ডালমাগধবৈদেহসূতানাং
> ষণ্ণাং শূদ্রবৎ অশৌচাদিপ্রাপ্তি মাহ সজাতিজেতি।

অর্থাৎ মনু—"সজাতিজানন্তরজা" এই বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ, এই তিন জনেরও দ্বিজত্ব ও উপনেয়ত্ব প্রখ্যাপন করিয়াছেন? ফলতঃ রাঘবানন্দের এ ব্যবস্থা অতীব দোষসমাক্রান্ত। রাঘবানন্দ যদি জানিলেন যে একান্তরজ অম্বষ্ঠ অনুপনেয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকেও কেন শূদ্রধর্ম্মার মধ্যে ধরিয়া ষণ্ণাং এর স্থানে "সপ্তানাং শূদ্রবৎ অশৌচাদি" লিখিলেন না? পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন (মামুদপুর ময়মনসিংহ) ও বলিয়াছেন যে—

> দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ
> তথা আনুলোম্যেন উৎপন্না ব্রাহ্মণেন
> ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন
> শূদ্রায়াং এবং ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মাণঃ
> উপনেয়াঃ। যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না
> অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণঃ
> নৈষামুপনয়নমস্তি।

অর্থাৎ অনুলোমজগণের মধ্যে কেবল অনন্তরজ মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণগণই দ্বিজ ও উপনেয়। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, বর্দ্ধমাননিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্জ্জয়সিংহনামক কোন ভদ্রলোকও সোমপ্রকাশে এইরূপ একান্তরজ অম্বষ্ঠের পরিবর্ত্তে অনন্তরজ করণের দ্বিজত্ব ও উপনয়নের অনুকূলে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু মনু নিজে কুত্রাপি এ কথা বলেন নাই যে, অম্বষ্ঠগণ একান্তরজ পরন্তু অনন্তরজ নহেন। একান্তরজগণ "শূদ্রধর্ম্মা"—ইহাও মনুর নিজের অভিমত নহে। তাহা হইলে তিনি ২৮শ বচনে একান্তরজ অম্বষ্ঠকে আত্মজ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না।

স্বয়ং মনু কি ৬৮ বচনে অনার্য্যাজাত পারশব, উগ্র, ও করণের উপনয়নাদি দ্বিজোচিতসংস্কারপ্রাপ্তিবিষয়ে ঘোরতর প্রতিষেধ করিয়া যান নাই? মনু কি ৬৯ বচনেও কেবল আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত আর্য্যগণেরই সংস্কার প্রাপ্তির বিধান বিহিত করিয়া রাখেন নাই? সুতরাং বুঝিতে হইবে মেধাতিথি ও কুল্লূকাদি মনুর ৬ষ্ঠ বচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যেমন দোষসমাক্রান্ত তেমনই রাঘবানন্দ, দুর্জ্জয়সিংহ ও প্রসন্নবাবুও ৪১ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে শূদ্র-মাতৃক করণের যে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও দোষভূয়িষ্ঠ।

ফলতঃ উক্ত শ্লোকের "অনন্তরজ" শব্দের অর্থ অনন্তরজ, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ যে কোন অনুলোমজ জাতি। মনু নিজে একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ পরিভাষা দিয়া কোন শ্লোক রচনা করেন নাই। দেখ মনু,

৬ষ্ঠ শ্লোকে—অনন্তরজাতাসু স্ত্রীষু

১৪ শ্লোকে—অনন্তরস্ত্রীজাঃ পুত্রাঃ

২৮শ শ্লোকে—ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োঃ আনন্তর্য্যাৎ

অস্তু আত্মা জায়তে।

৪১ম শ্লোকে—সজাতিজানন্তরজাঃ

শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল স্থানে অনন্তরজ ও আনন্তর্য্য কথা দ্বারা কেবল যে কোন অসবর্ণ যে কোন অনুলোমজ পুত্র ও আনুলোম্য অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি অনন্তরজ অর্থ কেবল মাত্র অব্যবহিত বর্ণজ হইত, একান্তর ও দ্ব্যন্তরও না বুঝাইত, তাহা হইলে ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যা

কালে কেন কেবল মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণেরই অববোধ হইল না? তথায় কি মনু বা অন্য কোন ঋষি উক্ত "অনন্তরস্ত্রীজাঃ পুত্রাঃ" কথাদ্বারা ক্রমে উক্ত মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, এই ছয়টী অনুলোমজ জাতিরই সংসূচনা করিয়া যান নাই? যদি তোমরা ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনন্তরজ শব্দদ্বারা কেবল মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, ও করণকেই, পিতৃসদৃশ বলিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের ব্যাখ্যামতে ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও উক্ত মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণকেই আবার মাতৃসদৃশ বলিতে হইবে? তাহা হইলে একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ অম্বষ্ঠ, পারশব ও উগ্র, ইহারা কাহার সদৃশ হইবে? না বাপের ও না মায়ের!!! তোমরা মেধাতিথি ও কুল্লূকাদিও কি উক্ত ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যা কালে "অনন্তরস্ত্রীজাঃ পুত্রাঃ" অর্থে অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ এই ছয় জনকেই সংসূচিত কর নাই?

মেধাতিথি—যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং চ এবং ক্ষত্রিয়াৎ উভয়োঃ (বৈশ্যাশূদ্রয়োঃ ?) তান্ অনন্তরনাম্নঃ প্রচক্ষতে। অনন্তরা—অনুলোমাঃ।

কুল্লূক—অনন্তরগ্রহণং অনন্তরবৎ চ একান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শনার্থং যে দ্বিজাতীনাং অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাঃ (১০অ—১০ দেখ)।

রাঘবানন্দঃ—দ্বিজন্মনাং অনন্তরাসু স্ত্রীষু উগ্রাম্বষ্ঠায়োগবজাতীয়াসু বিপ্রাৎ যে পুত্রা জায়ন্তে তে অনন্তরনাম্নঃ।

রামচন্দ্রঃ—অনন্তরস্ত্রীজা যে পুত্রা অম্বষ্ঠোগ্রক্ষত্তৃবৈদেহকায়োগবা এতে পুত্রাঃ অনন্তরস্ত্রীজাতাঃ।

গোবিন্দরাজঃ—যে দ্বিজাতীনাং অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু উৎপন্নাঃ ক্রমেণোক্তাঃ পুত্রাঃ তান্ (১০অ—১০ দেখ)।

একমাত্র সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ * ও নন্দন ভিন্ন আর সকলেই এখানে একটী অনন্তরস্ত্রীজ শব্দে দশমাধ্যায়ের দশম শ্লোকোক্ত মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, অনুলোমজ এই ছয় পুত্রেরই অববোধ করাইয়াছেন।

---

* অনন্তরস্ত্রীজাঃ বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রস্য বৈশ্যায়াং বৈশ্যস্য শূদ্রায়াং অনন্তরনাম্ন ক্ষত্রিয়াদিনাম্নঃ। ১০অ—১৪। ইতি সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ।

সুতরাং ইঁহারাই প্রথমে কোন্ বুদ্ধিতে ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অম্বষ্ঠ, পারশব ও উগ্রের পরিহার করিয়াছিলেন? আবার উক্ত নির্লাগাম সর্ব্বজ্ঞনারায়ণও ৪১শ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে—

ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ্যাং অনন্তরয়োশ্চ ক্ষত্রিয়া
বৈশ্যয়োরিতি ত্রয়ঃ (ব্রাহ্মণঃ মূর্দ্ধাবসিক্তঃ অম্বষ্ঠঃ)

বলিয়া ৬ষ্ঠ ও ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত অম্বষ্ঠকে কুড়াইয়া লইলেন!!

ধন্য ভারতীয় ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ!! তোমাদের কাহারই আদি অন্ত উক্তিগত সামঞ্জস্য দেখা যায় না। তোমরা ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনন্তরজাতাসু স্ত্রীষু উৎপন্নাঃ কথায় বুঝাইলে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, করণ, আবার ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝাইলে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও পারশব, উগ্র, করণ, ছয়জনই? আবার ২৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে মেধাতিথি বলিলেন—

অস্য ব্রাহ্মণস্য ত্রয়াণাং বর্ণানাং আত্মা জায়তে দ্বয়োর্ব্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো দ্বিজত্বং জায়তে।

কুল্লূকঃ—যথা ত্রয়াণাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাৎ দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণস্য আনুলোম্যাৎ দ্বিজ উৎপদ্যতে।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ—আনন্তর্য্যাৎ অনন্তরবর্ণে আত্মজাতিসদৃশজাতি মূর্দ্ধাব-সিক্তাদিঃ।

রাঘবানন্দঃ—ত্রয়াণাং বিপ্রাদীনাং মধ্যে যথা অস্য ব্রাহ্মণস্য স্বযোন্যাম্ ইব আনুলোম্যেন দ্বয়োঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ আত্মা দ্বিজ উৎপদ্যতে।

গোবিন্দরাজঃ—যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাৎ দ্বয়ো-র্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণস্য আনুলোম্যাৎ দ্বিজ উৎপদ্যতে।

সুতরাং তোমরা কি সেই আনন্তর্য্য অর্থে আনুলোম্য কথার ব্যবহার ও দ্বিজশ্রেণীহইতে করণের পরিহার করিয়া একান্তরজ অম্বষ্ঠেরই পরিগ্রহ কর নাই? এবং তোমরা ৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালেও যে "অনন্তরজাঃ" কথাটীদ্বারা অনুলোমজ একান্তরজ অম্বষ্ঠের পরিগ্রহ বিনা প্যাদায়ই করিয়াছ, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং যাঁহারা ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনন্তরজ শব্দে অম্বষ্ঠকে বাদ দিতে চাহেন, তাঁহারা সমীক্ষ্যকারিনামের কতদূর যোগ্য, তাহা প্রকৃত

পণ্ডিতেরাই বিচার করিয়া বলুন? ফলতঃ মনু কুত্রাপি অনুলোমজগণকে একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ বলিয়া কোন পৃথক্ সংজ্ঞা দেন নাই।

বলিবে কেন মনু ত ৭ম শ্লোকে অনন্তরজ, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ, এই তিনটী কথারই যুগপৎ প্রয়োগ করিয়াছেন?

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।

দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭—১০ অঃ

হাঁ এইরূপ একটী শ্লোক বর্ত্তমান মনুতে আছে বটে, কিন্তু এই শ্লোকটী প্রথমাধ্যায়ের ৩১, পঞ্চমাধ্যায়ের ১৬১।১৬২, ও নবমাধ্যায়ের ১৭৬ শ্লোক, এবং নবমাধ্যায়ের আরও বহু শ্লোক, মনুর বা ভৃগুর নিজের তাঁদের নহে। কোন অর্ব্বাচীন লোক গৌতমস্মৃতিতে একান্তর ও দ্ব্যন্তর কথা দেখিয়া এখানেও উহা বসাইয়া দিয়াছেন। তাই, চক্ষুষ্মান্ মেধাতিথি বলিয়াছেন—

নাতীবায়ং শ্লোকঃ সপ্রয়োজনঃ।

এই শ্লোকটীর কোন দরকারই ছিল না। কেন না, এটী দ্বারা ৬ষ্ঠ, ১৪শ, ২৮শ ও ৪১ম, এই সকল শ্লোকের অর্থব্যক্তিতে বাধা ঘটিয়া থাকে। ঐরূপ ১৪শ শ্লোকটীও মনুর নিজের নহে। পরবর্ত্তী যুগের কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি দেখিলেন যে, ৭ম শ্লোকটী বড় গোলযোগের, তাই তিনি উহার ত্রুটী সংশোধনের জন্যই এই ১৪শ শ্লোকের রচনা করিয়া উহা মনুতে সংযোজিত করিয়া দিলেন।

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।

তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১৪—১০ অঃ

মেধাতিথি ও কুল্লূকাদি বলিতেছেন যে এই শ্লোকটীদ্বারা মনু, অনুলোমজ ছয়জনকেই মাতৃধর্ম্মা বলিয়াছেন। কিন্তু যিনি অনুস্বারবিসর্গের ধার ধারেন, অথচ কিঞ্চিৎ মানুষের আক্কেলও রাখেন, তিনিই বলিবেন যে এই শ্লোকের মধ্যে ঐরূপ অর্থব্যক্তির কোন বর্ণই নাই। অপিচ মনু ৬ষ্ঠ শ্লোকে যাঁহাদিগকে পিতৃসদৃশ বলিলেন, এই ১৪শ বচনে আবার তাঁহাদিগকেই মাতৃসদৃশ বা মাতৃধর্ম্মা বলিবেন, ইহা কাজের কথা নহে। আর অম্বষ্ঠগণ মাতৃধর্ম্মা হইলে তোমরা কখনই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত অধ্যাপনার অধিকার ভোগ করিতে দিতে না। এখনও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীগর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইতেছে।

ফলতঃ ইহার ইহাই মাত্র প্রকৃতার্থ যে মনু—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে যে সকল অসবর্ণজাত অনুলোমজ পুত্রগণের কথা (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র, করণ) বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক কথায় "অনন্তরনামা" বা "অনন্তরজ" আখ্যাভাক্। কেন না তাহা না বলিলে ৪১ শ্লোকের অর্থব্যক্তিকালে বিরোধ ঘটে, অম্বষ্ঠকে বাদ দিয়া শূদ্রাপুত্র শূদ্র করণকে দ্বিজশ্রেণীতে ধরিতে হয়। পাঠক আরও দেখ, মেধাতিথি ৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে—

অনন্তরজাঃ—অনুলোমাঃ

বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বজ্ঞনারায়ণও—ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে—

ব্রাহ্মণস্য অনন্তরয়োশ্চ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ

ব্যখ্যা করিয়া, অনন্তরজ শব্দ যে, যে কোন অনুলোমজ জাতির অববোধক তাহা বলিয়াছেন, অথচ আবার ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে গোল বাধাইয়াছেন। যাহা হউক মার্জ্জিতবুদ্ধি প্রবীণগণ অবশ্যই ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের কথায় বিচলিত হইয়া সত্যের অনাদর করিবেন না। সকলেই একতানহৃদয়ে অম্বষ্ঠের দ্বিজত্বে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিবেন। ফলতঃ প্রকৃত কথা এই যে স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ে বর্ণ বা জাতি ছিল না, তখন জাতিঘটিত কোন শ্লোকই মনুতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তৎপর যত দিন পুত্র পিতার সাজাত্য ভজনা করিত, তত দিন ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকেরও জন্ম হইয়াছিল না। ৬ষ্ঠের সৃষ্টির বহুকাল পরে ৪১এর সৃষ্টি হয়। তৎপর ৭মের সৃষ্টি হইলে ১৪শের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহাতেও লোকে "অনন্তরজ" কথা লইয়া বিতর্ক করিলে পরবর্ত্তী কেহ ৬৮ ও ৬৯ বচন রচনা করিয়া শূদ্রমাতৃকগণের উপবীতের আশঙ্কা একবারেই নিরস্ত করিয়া দেন। যাহাহউক আমরা অতঃপর মনুর উল্লিখিত ২৮শ শ্লোকদ্বারা অম্বষ্ঠগণের দ্বিজত্ব আরও দৃঢ়ীভূত করিব। মনু বলিতেছেন যে—

যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥ ২৮—১০ অঃ

তত্র কুল্লুকভট্টঃ—যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাৎ

দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োর্গমনে অস্য ব্রাহ্মণস্য আনুলোম্যাৎ (আনন্তর্য্যাৎ) দ্বিজ উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে। এবং বাহ্যেষ্বপি।

অর্থাৎ যে প্রকার ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণীতে তাঁহার আত্মজ ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ জন্মে, এবং যে প্রকার ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাতে আনন্তর্য্য বা অনুলোমক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠনামে অনুলোমজ আত্মজ বা দ্বিজ জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ বাহ্যজাতিতেও দ্বিজোৎপন্ন সূত মাগধাদি জাতি সমূহের শূদ্রজাতহইতে উৎকর্ষ জানিবে।

এখানে মেধাতিথিপ্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠগণকে ব্রাহ্মণের আত্মজ বা দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিয়া, শূদ্রমাতৃক করণের পরিহার করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহারা করণের দ্বিজত্বের জন্য লালায়িত, তাঁহারা কতদূর লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উৎপথগামী, তাহা শাস্ত্রে কৃতশ্রম প্রবীণগুণ বিচার করিয়া দেখিবেন। তৎপর দেখ মনু নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াৎ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরৌ ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১—১০ অঃ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—ব্রাহ্মণাদয় স্ত্রয়োবর্ণা বেদং পঠেয়ুঃ। এষাং পুনর্মধ্যে ব্রাহ্মণ এব অধ্যাপনাং কুর্য্যাৎ ন তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ ইত্যয়ং নিশ্চয়ঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন দ্বিজ, ইঁহারা স্বকর্ম্মস্থ থাকিলে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। তন্মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণগ অধ্যাপনা করিতে অধিকারী হইবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধ্যাপনা করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তোমরা দেখিতেছ, এই বঙ্গদেশে স্বার্থান্ধ সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বঙ্গিল ব্রাহ্মণ জাতি স্ফীতবক্ষে জাগরূক থাকা সত্বেও অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ এখানে যেমন অধ্যয়ন করিতেছেন, তেমনই অধ্যাপনাও করিতেছেন। তাঁহারা দ্বিজ না হইলে পড়িতে ও ব্রাহ্মণ না হইলে পড়াইতে পারিতেন না। কায়স্থের ন্যায় বৈদ্যের পঠনপাঠনাতেও ব্রাহ্মণ মধ্যপথে গতিরোধ করিতেন।

বলিবে মূলবচনে ত অম্বষ্ঠের কোন কথাই দেখা যায় না ? ঋষিরা চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণের জন্য কোন নূতন বিধিরই প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহারা উক্ত ৪১ বচনদ্বারা মূল চারি বর্ণ ও অনুলোমজ, বিলোমজ এবং ওতপ্রোতপ্রভব সকল জাতির বর্ণ্যধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। মনু ঐ ৪১ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য, এই ছয়জন দ্বিজধর্ম্মা। এই কথার সহিত ৬৯ শ্লোকের অর্থ মিলাইয়া মেধাতিথি বলিলেন—

অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ (মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠৌ)
ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াং (মাহিষ্যঃ) জাতাঃ তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনেয়াঃ
উপনীতাশ্চ দ্বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্ব্বৈঃ অধিক্রিয়ন্তে।

মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণ উপনীত হইয়া সমুদায় দ্বিজধর্ম্মেই অধিকারী হইবেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা অম্বষ্ঠের দ্বিজবৎ পঠন ও ব্রাহ্মণ পিতৃকত্বহেতু পাঠনারও সমানরূপে অধিকার জন্মিয়াছিল। অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহারা কায়স্থাদি শূদ্রগণের ন্যায় পঠনপাঠনাহইতে দূরে থাকিতেন। ঋষিরা—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ

বলিয়া তাঁহাদিগকেও দূরে পরিহার করিতেন। কিন্তু তোমরা এই বঙ্গদেশে কার্য্যতঃ কি দেখিতেছ? বৈদ্যগণ ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায়, সংস্কৃতের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, পুস্তক রচনা করিয়াও গিয়াছেন। সেই সকল পুস্তক, অর্থাৎ কলাপপরিশিষ্ট, কলাপপঞ্জী, ছন্দোমঞ্জরী, পিঙ্গল, সাহিত্য-দর্পণ, বাগ্‌ভটালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, মেদিনী, বিশ্বপ্রকাশ হারাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ, সূক্তিকর্ণামৃতকাব্য ও অন্যান্য নানা সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা গ্রন্থ, আবার ব্রাহ্মণগণও সাদরে অধ্যয়ন করিতেছেন ও উহার অধ্যাপনাও সাদরে করিয়া আসিতেছেন।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে বঙ্গজসমাজ ও পূর্ব্ববঙ্গসমাজের বৈদ্য-দিগের মধ্যে উপনয়ন ও অশৌচবিভ্রাট ঘটিল কেন? মনুই বলিয়াছেন যে—

সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।৩—১০ অঃ

বৌদ্ধবিপ্লব ও অন্যান্য নানা কারণে বহুকাল হইতে মুখ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন গৌণ ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়াদি অন্যান্য জাতির, অথবা মুখ্য ব্রাহ্মণদিগেরও সংস্কারবিষয়ে নানা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। যেমন পঞ্জাবাদিস্থানে তেমনই এদেশেও ক্রমে ক্রমে সকলের সংস্কারলাঘব ঘটিয়া আসিয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রগ্রন্থে অনুপনীত ক্ষত্রিয়ের সত্তাও অনুভূত হইয়া থাকে। তৎপর

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তদধীন বৈদ্যজাতিরও যে পতন ঘটীবে, তাহাও অনিবার্য্য। বলিবে কেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ত তাঁহার বিধবা-বিবাহ-গ্রন্থে বলিতেছেন যে রাঢ় ও বঙ্গ সর্ব্বদেশের বৈদ্যেরই পৈতার বিভ্রাট ঘটিয়াছিল ?

"তখন রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীতধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে বৈদ্য-জাতি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না। এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন"। ১৮২ পৃষ্ঠা

হাঁ তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। স্বয়ং বঙ্কিম বাবু ইহার প্রতিবাদ করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন উক্তির প্রত্যা-হার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা পরিত্যক্ত হইত। ফলতঃ রাঢ়ীয় ও পঞ্চকোট সমাজের কোন বৈদ্য কোন দিন উপবীত ত্যাগ বা মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এমন কি রাঢ়ীয় সমাজের একাঙ্গ সেনহাটী সমাজেও পূর্ব্বে পৈতা বা অশৌচগত বিভ্রাটের কোন চিহ্ন কোন দিন পরিলক্ষিত হয় নাই। বিক্রমপুরসমাজের বৈদ্যগণও উপবীত বা অশৌচবিষয়ে কোন দিন ব্যভিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তবে বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদহইতে বল্লালের পক্ষাবলম্বী কতকগুলি বিক্রমপুরসমাজের বৈদ্য উপবীত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপবীত পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজনেতা ব্রাহ্মণেরা উঁহাদিগকে মাসাশৌচ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু ইহাতেও কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, বিক্রমপুর, ঢাকা, ফরিদপুর বা বরিশালের সকল বৈদ্যই উক্ত শূদ্রধর্ম্মের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের উপবীতরাহিত্যের আমরা দুইটী কারণ দেখিতে পাইয়া থাকি। একটী কারণ বৌদ্ধবিপ্লব, দ্বিতীয় কারণ বল্লাল ও লক্ষ্মণের আত্মকলহ। বৌদ্ধবিপ্লবে বাঙ্গালার সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়া গিয়াছিলেন। তুলি রঘুনন্দনের হাতে না পড়িয়া কোন সত্যপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির হস্তে পতিত হইলে আজি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়

প্রভৃতিকে কেবল বৈদ্যের পৈতার উপর কটাক্ষপাত করিতে দেখিতাম না। রাঢ়ীয় ও পঞ্চকোটসমাজের বৈদ্যেরা কোন দিন নিরুপবীত বা মাসাশৌচী হয়েন নাই; শ্রীখণ্ড, শ্রীরামপুর, ভাজনঘাট, বুধরি ও ইসলামপুরের গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়গণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখের বাড়ীতে নিরুপবীত অবস্থায় গুরুগিরি করিতে যাইতেন, ইহা ঋজুপাঠের কর্ণদ্বয়রহিত লম্বকর্ণ ভিন্ন অন্য কেহ ভাবিতেও পারেন না। ডিঃ গুপ্ত মহাশয়গণের জ্ঞাতি মহামহোপাধ্যায় ৺ রামনাথ দাশ অলঙ্কারবাগীশ, মহারাজ নবকৃষ্ণের বাটীর দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন, ইঁহারা নিরুপ-বীত ছিলেন, ইহা মনুষ্যে বিশ্বাস করিতে পারেন না। অপিচ যাঁহারা সংক্ষিপ্ত-সার, সুপদ্ম ও মুগ্ধবোধপ্রভৃতি ব্যাকরণ এবং মেদিনী, হারাবলী ও ত্রিকাণ্ডশেষপ্রভৃতি কোষ, ছন্দোগ্রন্থ, নিদান, বাগ্‌ভট অলঙ্কার, সাহিত্য দর্পণ ও পঞ্চসারপ্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা, কলাপের পরিশিষ্ট ও পঞ্জিকা-প্রভৃতি যাঁহাদিগের ভূয়সী প্রতিভার পবিচায়ক, যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক কোলাচলমল্লিনাথের একজন অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা নিরুপবীত ছিলেন, সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণগণ সেই সকল নিরুপবীতদিগকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে দিয়া ছিলেন, ইহা মনে ভাবাও ষষ্ঠ মহাপাতকবিশেষ। সেনহাটীসমাজ, অর্থাৎ সেনহাটী, কালিয়া, পয়োগ্রাম, মূলঘর, সেনদিয়া, ভট্টপ্রতাপ, খান্দারপাড় ও কাজলিয়াপ্রভৃতি বৈদ্যপ্রধান স্থান তৎকালে রাঢ়ীয়-সমাজের অন্তর্গত ছিল। বল্লালের বিভ্রাটের পূর্ব্বে বিক্রমপুর, ঢাকা ও বরিশালপ্রভৃতি স্থানবাসী বৈদ্যদিগের সহিতও রাঢ় ও সেনহাটীর বৈদ্যগণের মধ্যে অবাধ আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। কোন বৈদ্যই প্রথমাবধি নিরুপবীত বা মাসাশৌচী ছিলেন না। যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে রঘুনন্দন কেবল একালের অম্বষ্ঠগণকেই অতিদিষ্ট শূদ্র বলিতে চাহিবেন কেন? সে কালের অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ছিলেন, তাহা রঘুনন্দনের উক্তিদ্বারাই প্রতীয়মান ও সপ্রমাণ হইয়া থাকে? আর যখন বল্লালে ও লক্ষ্মণে বিবাদ হয়, তখন বৈদ্যের পৈতা না থাকিলে লক্ষ্মণই বা কেন বলিবেন—

ঘুচাও ঘুচাও পৈতা শূদ্র বল এবে?

অবশ্যই বল্লাল ও লক্ষ্মণের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্যদিগের পৈতা ছিল? নতুবা

পৈতা ঘুচাইবার কথা হইবে কেন? কিন্তু সে পৈতা ঘুচাইবার কথা একমাত্র বল্লালরাজধানীবিক্রমপুরেই হইয়াছিল, সুতরাং ঐ কারণে রাঢ়, পঞ্চকোট বা সেনহাটীসমাজ অথবা বিক্রমপুরেরও সমগ্র বৈদ্যজাতিকে একদম নিরুপ-বীত মনে করা ন্যায়পরায়ণতার কার্য্য নহে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বেদবর্জ্জিত হইয়াছেন বলিয়া কেহ কি মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও কাশীবাসী অপরাপর ব্রাহ্মণ-গণকেও অবৈদিক মনে করিতে পারেন? যাহা হউক অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণের উপবীত যে মন্বাদির সময় হইতেই ছিল, তাহা মন্বাদি পাঠেই জানা যায়, আবার রঘুনন্দন ও রামজীবনশর্ম্মার উক্ত বচনাবলীও বৈদ্যের পৈতার অস্তিত্বের সমর্থন করিয়া থাকে।

তবে গেল কেন? আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার প্রথম কারণ বৌদ্ধবিপ্লব ও দ্বিতীয় কারণ বল্লাল। এই বৌদ্ধবিপ্লবে পড়িয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য উভয় জাতিরই আংশিক পতন ঘটিয়াছিল। তবে ব্রাহ্মণের স্বজাতিপ্রেম ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিয়াছিল, বৈদ্যগণের রক্ষা স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণেরা করিয়াছিলেন না। তাহাতেই ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও নোওয়াখালী প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যগণের উপবীতবিভ্রাট ঘটে। কেননা ঐ সকল প্রদেশের উপকণ্ঠেই বৌদ্ধগণের সঞ্চার বেশী ছিল।

বিক্রমপুরসমাজের উপবীতবিলুপ্তির নিদান বল্লালসেন। তিনি একটী হীনজাতীয় নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ও তাঁহারই পাকস্পর্শে স্বজাতি ও জ্ঞাতিভোজনের ব্যবস্থা করিলে লক্ষ্মণ তাহাতে প্রতিবাদী হয়েন। * লক্ষ্মণ আদেশ করেন, বৈদ্যগণ তোমরা পৈতা ফেলিয়া দিয়া শূদ্র বল, তাহা হইলে,

* বল্লালের এই নিমন্ত্রণে যে সকল কুলীন বৈদ্য গমন করেন, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বৈদ্যগণ তাঁহাদের কৌলীন্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে কষ্টসাধ্য-বৈদ্যে পরিণত করেন। যদাহ কণ্ঠহারঃ—

গুপ্তবংশে মহৎস্বল্পৌ উভৌ অপ্যধিকারিণৌ।
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ॥
পরিসেনোঽঙ্ক সেনশ্চ ভসেনো মীনসেবকঃ।
স্বর্ণপীঠশ্চ পঙ্কেতে শক্তিগোত্র সমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্ব মাগতাঃ॥ ৪ পৃষ্ঠা।

আর রাজানুচরগণ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না। এ কথার সমর্থনজন্ম আমরা নিম্নে রামজীবনশর্ম্মার কয়েকটী কবিতার অধ্যাহার করিব।

আদিশূর মহারাজ জগতবিখ্যাত।
তাঁহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥
দেবঅংশে জনম বল্লাল নৃপমণি।
যে করিল সেই তাহা হৈল আচরণী॥
বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন জান।
পিতা পুত্রে জন্মে ছিল বিরোধকারণ॥
দেখি মন্দ আচরণ বল্লালে কহিল।
ভাল মন্দ ব্যবহার আজি না রহিল॥
পিতা পুত্রে বিসংবাদ উচিত না হয়।
বিশেষতঃ রাজা তুমি নাহিক আশ্রয়॥
দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল।
তাহা ভিন্ন অন্ত যেবা সবই নিষ্ফল॥
এত বলি ভিন্ন দেশে তখনি যে গেলা।
পূর্ব্ববৎ ব্যবহার সে দেশে করিলা॥
কিছুদিন এই ভাবে থাকে দুইজন।
পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা শূদ্র বল এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিতপ্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসিল শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥ সম্বন্ধনির্ণয়ধৃত॥

মহারাজ লক্ষ্মণসেন আপন দলবল সহ বিক্রমপুর ছাড়িয়া পঞ্চকোট সমাজের অন্তর্গত সেনভূমিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার দলের বৈদ্যগণ "লক্ষ্মণীথাক" বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চকোট, রাঢ় ও সেনহাটীসমাজ এই লক্ষ্মণীথাকের অন্তর্গত। কালক্রমে বল্লালের উপরতি হইলে লক্ষ্মণ পুনরায় বিক্রমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবং যে সকল বৈদ্য তাঁহার অমতে বল্লালের নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপবীত কাড়িয়া লয়েন। তাঁহারাই বল্লালী-থাকের বৈদ্য বটেন। এই দলের উপবীত লক্ষ্মণের কোপে বিলুপ্ত হয়, অন্য একদল লোক জন্মভূমি ও ধনসম্পৎপরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রাঢ়ে আগমন না করিয়া বিক্রমপুরেই ছিলেন। তবে তাঁহারাও লক্ষ্মণের আদেশে পৈতা ফেলিয়া শূদ্র সাজিয়া বল্লালের নিমন্ত্রণের হাত হইতে জাতি রক্ষা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুর সমাজের এই দুই দল বৈদ্যেরই উপবীত ও মাসাশৌচ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রৌতজ্ঞানের অসারতাপ্রদর্শনজন্য এখানে অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা হইতে কতিপয় পংক্তির অধ্যাহার করিব। উহার প্রারম্ভ-শ্লোকে লিখিত আছে—

বৈদ্যাচারসুযজ্ঞসূত্রধরণাম্ভোজাপ্তলক্ষ্মী দৃঢ়া,
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনকোপজবচোরাত্রেব লুপ্তীকৃতা।

অর্থাৎ রাজা লক্ষ্মণসেনের কোপজবাক্যবশতঃ বৈদ্যগণের উপবীত বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্থানান্তরে রহিয়াছে—

"অথ বৈদ্যকুলোজ্জ্বলকরশ্রীমন্মহারাজাধিরাজরাজবল্লভনিমন্ত্রিত
মহারাষ্ট্রাদিনানাদিগ্দেশীয়পণ্ডিতৈঃ প্রদত্তা ব্যবস্থাপত্রিকা।"

শ্রীমদ্বল্লালাজ্ঞানা মম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীৎ ইতি লৌকিকাখ্যায়িকা, প্রমাণং অপ্যস্তি পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিৎ দূরীকৃতং কেষাঞ্চিৎ অদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ কড়ুইধাত্র্যাদিগ্রামনিবাসিনা মম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিক মিতি লোকদর্শনেন চ।" ৫৭ পৃষ্ঠা, অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা।

মহারাজ রাজবল্লভের সময়ে অর্থাৎ ১৭৫০ কি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়াদি পণ্ডিতগণ যে ব্যবস্থাপত্র দান করেন, উহাতে তাঁহারা বলেন যে আমরা লোকপরম্পরায় যে সকল কিংবদন্তী শুনিয়া আসিতেছি, তাহাতে জানা যায় যে মহারাজ বল্লালসেনপ্রভৃতি অম্বষ্ঠগণের সময় পর্য্যন্ত সকল বৈদ্যই উপবীতী ছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হইলে কতকগুলি অম্বষ্ঠ নিরুপবীত হয়েন। সকল বৈদ্যই যে এককালে উপবীতশূন্য হইয়াছিলেন না, তাহা আমরা নিজেরাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। কেননা কড়ুই ও ধাত্রী প্রভৃতি গ্রামবাসী বৈদ্যগণ এখনও উপবীতী রহিয়াছেন।

ইহার প্রায় শতবৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৭ কি ১৭৬৭ শকাব্দে মহারাজ রাজবল্লভের ভ্রাতা রাজা রামরামের বংশপ্রভব, বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীনাথ সেন মহারাজ বাহাদুর চট্টগ্রামে অবস্থানকালে যে আর একটি পণ্ডিতসভার আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারাও বলিয়াছেন যে—

"শ্রীমদ্বল্লালসেনপর্য্যন্তং নিখিলাম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীৎ ইতি লৌকিকাখ্যায়িকা প্রমাণ মপ্যস্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ "কেষাঞ্চিৎ দূরীকৃতং কেষাঞ্চিৎ অদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তৎ তথা দৃশ্যতে চ ব্রহ্মাবর্ত্তদেশীয়ানাং খণ্ডদেশীয়ানাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকম্ ইতি লোকদর্শনেন চ" অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা—২৬ পৃষ্ঠা।

আমরাও জানি যে পূর্ব্বে সকল বৈদ্যেরই পৈতা ছিল, পরে বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশবাসী (সম্ভবতঃ মুণ্ডি ও সুখেতের বৈদ্যগণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণাখ্য বৈদ্যগণ) ও খণ্ডদেশবাসী বৈদ্যেরা পূর্ব্ববৎ এখনও উপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কড়ুইগ্রাম কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী, ধাত্রীগ্রামও কালনার অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে মহামহোপাধ্যায় ভরতসেনমল্লিকের চতুষ্পাঠী ছিল। অপর খণ্ডদেশ অর্থ শ্রীখণ্ডসমাজ। যেরূপ সেনহাটীসমাজ বলিলে বা সেনহাটীয় বৈদ্য বলিলে যশোহর, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা, ও বরিশালের বৈদ্যগণকে বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ খণ্ডসমাজ বলিলেও সমগ্র রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজ বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রত্যক্ষদর্শী পণ্ডিতগণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা

ঐতিহ্যতত্ত্ববিষয়ে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কথা গ্রাহ্য করিতে পারি না। অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা যে ১৭৯৭ বা ১৭৬৭ শাকে প্রণীত হয়, তাহার প্রমাণ এই—

মন্বাদিশাস্ত্রনিচয়প্রথিতৈঃ প্রমাণৈঃ
নীতৈঃ কবৈঃ বিরচিতামলচন্দ্রিকেয়ম্।
পীযূষলেশসদৃশৈ রুচিরৈঃ প্রপূর্ণা
শাকে পয়োনিধিরসাব্ধিবিধৌ বভূব॥

সুতরাং যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষা জ্ঞানে ধর্ম্মে বা বয়সে কনিষ্ঠ নহেন, তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের সভাতে কায়স্থপ্রধান শ্রীযুক্তগৌরচন্দ্রদাসমহাশয়ের পক্ষে বহু প্রধান প্রধান পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণও কোন দিন অনুপনীত ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা সভাতে সে তর্ক না করিয়া ছাড়িতেন না। যাহা হউক আমরা আরও কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াও সপ্রমাণ করিব যে বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদই কতিপয় বৈদ্যসন্তানের উপবীত বিলুপ্তির নিদান।

শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতি রতুলো বৈদ্যবংশাবতংসঃ,
যেনাকারি দ্বিজানাং গুণিগণগণোৎকৃষ্টতা মান্যতা চ।
শূদ্রাণাঞ্চৈব যস্য প্রতিদিন মখিলং রাজতে কীর্ত্তিরুচ্চৈঃ,
যস্যাজ্ঞাদ্যাপি লোকে শ্রুতিবচনসমা পাল্যতে সাদরেণ॥

তৎসৎসুতো লক্ষ্মণসেননামা,
সল্লক্ষণো লক্ষ্মণবীর্য্যলক্ষ্মীঃ।
দূরীকৃতং যেন পিতুস্বমর্ষাৎ,
কচিৎ কচিৎ বৈদ্যকযজ্ঞসূত্রম্॥
তদবধি কতি বৈদ্যাঃ শূদ্রভাবং বহন্তঃ,
কতি কতি বুধবৈদ্যাঃ স্বস্বভাবং তথাপি।
মম মতিরিতি দৃষ্ট্বা চৈন্নভিন্নাম্ স্বজাতে,
বিবিধবুধগণেষু প্রেষিতা শান্তিহেতোঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বৈদ্যবংশে বল্লালসেননামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি জগতে অদ্যাপি বিঘোষিত হইতেছে। এবং তাঁহার সেই নির্দ্দেশ অদ্যাপি

বেদবাক্যের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার খ্যাতনামা পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার প্রতি ক্রোধবশতঃ কতকগুলি বৈদ্যের উপবীত দূরীকৃত করেন। তদবধি কতকগুলি বৈদ্য নিরুপবীত হইয়া শূদ্রভাব বহন করিতেছেন, আমি রাজা রাজবল্লভ স্বজাতির মধ্যে এই সকল বিশৃঙ্খল ভাব দর্শন করিয়া বৈদ্যজাতির এই দুর্গতিশান্তির নিমিত্ত দেশে দেশে পণ্ডিতগণের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিলাম।

এই সকল শ্লোক মহারাজ রাজবল্লভের উক্তিচ্ছলে বিরচিত। তবে ইহা তাঁহারই সভাসদ্‌গণকর্ত্তৃক বিরচিত কি ১৭৬৭ শাকে মহামতি কালীনাথসেন বাহাদুরের সময়ে বিরচিত, ইহাই বিতর্ক্য। যে সময়েই হউক, বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদেই যে কেবল কতিপয় বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল, তাহা ইহা দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। অবশ্য বিশ্বকোষ ও জাতিরহস্যপ্রণেতারা এই "কড়ইধাদি" গ্রাম কথাটী লইয়া বহু বিতণ্ডা করিয়াছেন। কিন্তু কড়ই ও ধাত্রী গ্রামই "ত্রী" লোপে কড়ইধা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা প্রণেতা সেই প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ ধাত্রীগ্রাম ও কড়ই গ্রামেরই নাম লইয়াছিলেন। আমরা এখানে গোবিন্দভট্টের একটী কবিতার সমাহার করিয়াও লক্ষ্মণসেন যে বৈদ্যের পৈতা কাড়িয়া লইয়া ছিলেন, তাহার সত্যতার সমর্থন করিব। কবিতাটী আমি মুক্তাগাছার রাজবৈদ্য বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত দেবিদাস কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যে ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাবেই গ্রন্থস্থ করিলাম।

বল্লাল ভূপালকো লাল, রাজা লছ্মনসেন দয়াল,
জয় কিয়া উত্তর বাঙ্গাল, পাছ আকে পিতারি রাজ পায়া হায়।
বালক কাল্‌সে কয়কে আড়ি, জিতলিয়া রাজসিংহকা পুরী,
রাণী কিয়া অতুলা কুমারী, বিজয়ী নাম জাগায়া হায়॥
বিক্রমপুরমে রাজধানী, সাজসে বৈকুণ্ঠ বাখানী,
মহারাজ বল্লাল দানী, বিরাজ নাম বানায়া হায়।
রাজা আকে সেন লছমন, পিতৃদত্ত পায় সিংহাসন,
ঐছা কিয়া রাজত শাসন, ভারত ভূমকা পায়া হায়॥
পিতাকা পাত্রকে পাত্র প্রধান, অগাধ গুণাকর, সর্ব্ববিদ্বান্,
মন্ত্রিপদসে পায় সম্মান, দেবসমাজ সাজায়া হায়॥

পঞ্চ রত্ন ঔর ভট্ট অরবিন্দ, পৃথ্বীধর, দিনকর, ভবানন্দ,
সদা সুকাব্য করৎ প্রবন্ধ, বহুৎ বিধান রচয়া হ্যায় ॥
সেনাপতি হৈ রণজয় বীর, যোধবিশারদ বোধ গভীর,
বৈরী মারকে লাবে শির, যমসম ধূম লাগায়া হ্যায় ॥
যৈছা ভূপত, তৈছা মন্ত্রী, রত্নসভাসদ্ বিদ্যাতন্ত্রী,
ভট্টনট্ট সভাগুণ মন্ত্রী, ইন্দ্র সভাকে লজ্জায়া হ্যায় ।
বিক্রমাদিত্যনে বানায়া পুর, যজ্ঞ কিয়াহৈ আদিশূর,
বল্লাল কিয়া বাক্‌সিদ্ধি সম্পূর, লছমন আঁকে সবসে বড়ায়া হ্যায় ॥
সেনাসামন্ত লেকে সঙ্গ, জয় করৎ উড়িষ্যা, বিহার, বঙ্গ,
বৈরী সব্‌কো কিয়া বল ভঙ্গ, দিশ বিদেশে ভাগায়া হ্যায় ।
ভাগীরথী সে হোকর পার, দুর্গ বানায়া দুর্গ পাহাড়,
পিতৃশত্রু সব কিয়া সংহার, বিবাদী সবকো মিলায়া হ্যায় ॥
গৌড়মে করকে বাসস্থান, যুদ্ধ কিয়া ভর, হিন্দুস্থান,
বহুত দয়া দিয়া ছনছান রীতনীত শিক্ষায়া হ্যায় ।
যোধসে সবোধকো রাজত লিয়া, দিল্লীপর ভি চড়াউ কিয়া,
বৈরী সবকো মার লিয়া, জয়ডঙ্কা বাজায়া হ্যায় ॥
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা তিন, নাম রাক্ষা রাজতকে অধীন,
রাজপাটমে বৈঠে স্বাধীন, রাজকাজ চালায়া হ্যায় ।
রাজা লছমন রাজপাটমে বৈঠেহি, রামরাজ কেছা প্রজা পালনহি,
সবকো কুলমান বড়ায়া হি, দয়াধরমকে সার্থ রাজকী কিয়া হ্যায় ॥
হিন্দুজাতমে ছত্রিশ জাতি, সবকো দিয়া সমাজ-পাতি,
ক্রিয়া করম্ ধরমকে খ্যাতি, বিচার আচার সবকো বতায়া হ্যায় ।
পাপী ব্রাহ্মণকো শির মুড়া দিয়া, অবিচারী ছত্রীকো রাজত ছিন্‌লিয়া,
অনাচারী বৈশ্যকো উপবীত তোড় দিয়া, সাধু সমাজকে সম্মান বাড়ায়া হ্যায় ॥
জৎনা শত্রু থা অসুর সমান, মার উজাড়কে কিয়া ছনছান,
গোবিন্দ ভট্ট করে গুণগান, ত্রেতাকে লছমন ফের আয়া ॥

উল্লিখিত প্রমাণ দৃষ্টে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ সত্যপ্রিয় ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে পূর্ব্ব-বঙ্গের বৈশ্যগণের উপবীত বিলুপ্তির হেতু একমাত্র লক্ষ্মণসেন ।

পরন্তু শূদ্রত্ব নহে। এখন দেখ, বর্ত্তমান সময়ের দেড়শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রাজবল্লভ কৌলীন্যদাতা যে বল্লালকে বৈদ্য বলিয়াছেন, তিনি বৈদ্য, কি শূদ্র (কায়স্থ), আর বৈদ্যগণের পৈতা পৈতৃক, কি কায়স্থগণের হালি পৈতার ন্যায় মুদ্রালব্ধ! যাহা হউক আমরা উপরে রামজীবন অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা ও গোবিন্দ ভট্টের যে সকল বচনাবলীর সমাহার করিলাম, তৎপাঠে যে কোন ন্যায়পরায়ণ সত্যপ্রিয় ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের উপবীত বিলুপ্তির নিদান কি, এবং তাহা কত কালের? রাজবল্লভ কেন বিক্রমপুরে উপবীতের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন, তাহার ইতিহাস এই।—

একদিন রাজনগরের দীঘীর ঘাটে বসিয়া একটী উপবীতী লোক সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছিলেন। তিনি বন্দনান্তে গাত্রোত্থান করিলে রাজবল্লভ তাঁহাকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রণাম করেন। তাহাতে আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলে, রাজবল্লভ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এবং পরিচয়ে জানিতে পারেন যে তিনি একজন রাঢ়ীয় বৈদ্য। বৈদ্যের পৈতা হয়, বৈদ্যগণ, ব্রাহ্মণবৎ বেদাদির পঠনপাঠনায় পূর্ণাধিকারী, ইহা জানিতে পারিয়া রাজবল্লভ দশলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমগ্র ভারতহইতে পণ্ডিত আনাইয়া বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজে পুনরায় উপবীতের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু, হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্রদাশমহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ সঙ্কট গ্রামবাসী নিমদাশমহাশয়গণ, রাজবল্লভের বিপক্ষতাচরণ করায়, রাজবল্লভ সকল বৈদ্যের উপনয়নদানে সমর্থ হয়েন না। তদবধি ঐ অঞ্চলের বহু বৈদ্যসন্তান উপনীত হইয়া পক্ষাশৌচী হইয়াছেন, আর একদল অদ্যাবধি নিরুপবীত ও মাসাশৌচী রহিয়াছেন। কিন্তু, এই উভয় দলে আদানপ্রদান হইয়া থাকে। সেনহাটী সমাজের বৈদ্যেরা এই বিক্রমপুরী দলের সহিত পূর্ব্ববৎ আদানপ্রদান প্রচলিত রাখাতেই রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যেরা সেনহাটী সমাজকেও পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এখনও যশোহর জিলার বহুস্থানের বৈদ্যগণ রাঢ়ীয় সমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ সংসৃষ্ট রহিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা যাহা দেখাইলাম, তাহাতে কুসংস্কারান্ধ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখাদি অন্যান্য ভ্রাতৃগণের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইলেই আমরা প্রীতি অনুভব করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বৈদ্যের পৈতা ঠিক, কিন্তু

উহা কোমরে রাখিতে হইবে। কিন্তু এরূপ অনভিজ্ঞতামূলক কথার প্রতিবাদ করাও অসাধ্য। উপবীতধারণের ব্যবস্থা কি কটিদেশে না গলদেশে? উহা কি আর্য্য ও দ্বিজাতিচিহ্ন নহে? ক্ষত্রিয়গণ শণতান্তব ও বৈশ্যগণ উর্ণালোমজ উপবীত ধারণ করিবেন। সে উপবীতও গলদেশে ধারণীয়। বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বৈশ্যাচারী হইয়াছেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য দেশের বৈদ্যগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণই রহিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহারা কেন গলার পৈতা তলায় নামাইবেন?

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ একতর ব্রাহ্মণ

বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ যে অবর্ণসঙ্কর, অশূদ্র, দ্বিজ ও খাঁটী ব্রাহ্মণ, তাহা এক প্রকার সিদ্ধ ও স্বীকৃত সত্য। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণসর্ষপকে ও নিজের পৈতৃক-শাস্ত্রের অনধ্যয়ন ও শূদ্রদত্ত ধনের ঝনৎকাররূপ মহাভূতে আবিষ্ট করিয়া ফেলাতে আমাদিগকে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যপ্রতিপাদনজন্য লেখনী ধারণ করিতে হইল। যদি ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত শাস্ত্রদর্শী হইতেন, যদি তাঁহারা অমরকোষের কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠ ও বঙ্গদেশের স্বকর্ম্মসংস্থ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণে কি প্রভেদ, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আজি আমাদিগকে এ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত না। কেন ভরতের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্জিকাকারেরা লিখিলেন—

> কৃতে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ
> ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ

বৈদ্যগণ সত্য ও ত্রেতাযুগে পিতার ন্যায় খাঁটী ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, অম্বষ্ঠগণ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈধ সন্তান, সুতরাং তাঁহারা অব্রাহ্মণ নহেন। তাহা না হইলে কেন পদ্মনাভদত্ত, ক্রমদীশ্বর ও রামপ্রসাদ আপনা-দিগকে "দ্বিজ" বলিবেন? কেন বোপদেব আপনাকে "বিপ্র" বলিয়া দাবিদারী দিবেন? তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে আপনাদিগকে দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন, তাই তাঁহারা সে ব্রাহ্মণ্যের দাবি করিতে সমভ্যস্ত ছিলেন। যদি বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণ্য সর্ব্বদেশে আবহমান কাল স্বীকৃত হইয়া না আসিত,

তাহা হইলে এ কালের মুসলমান আমলের মুলো পঞ্চানন পর্য্যন্ত আপন গোষ্ঠী কথায় স্বাধীনচিত্তে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যের বিঘোষণা করিতেন না।

আদিশূর রাজা বৈদ্য, ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার॥

রাজা আদিশূর, জাতিতে বৈদ্য, কিন্তু রাজা ছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেন। শাস্ত্রে তাঁহারা ব্রাহ্মণতুল্য হইলেও কার্য্যতঃ মাতৃকুলের বৈশ্যাচারী ছিলেন।

মুলোর এই একটী বাক্যদ্বারা কি প্রতিপন্ন হইল? আদিশূর যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। আর হইল বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মণ্য-প্রতিপাদন। অপি চ কেবল সাক্ষর মুলো নন্, একালের নিরক্ষর প্রাচীন ও প্রাচীনারাও বৈদ্যজাতিকে

"বদ্দিবামুন"

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেন করিবেন না? মন্বাদিহইতে সকল ঋষিরাও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন। রাজর্ষি জনকের প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছিলেন—

যেন জাতঃ সএব সঃ।

মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, পিতা যে জাতীয়, পুত্রগণ সেই জাতীয় হইবেন। তাহা না হইলে ব্যাস, বশিষ্ঠ ও পরশুরামপ্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। তাই মনু বলিয়াছেন—

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥৬—১০ অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহাদের অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব পিতার সদৃশ।

অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ? সুতরাং এতদ্দ্বারা অম্বষ্ঠের পিতৃসাদৃশ্য ব্রাহ্মণ্য সূচিত হইতেছে। যদি মনুর মনে সে ভাব না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই উগ্র বা আগুরিগণকে

ক্ষত্র শূদ্রবপুর্জন্তুঃ। ৯—১০ অঃ

বলিয়া সংস্থূচিত করিতেন না। ঐ কারণে ব্রাহ্মণ-পিতৃক বৈশ্যা-মাতৃক অম্বষ্ঠগণও যে

ব্রাহ্মণ-বৈশ্যবপুর্জস্তুঃ

তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? পরন্তু শূদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র ও করণকে মন্বাদি যেরূপ পিতৃসাজাত্য হইতে একটু দূরে রাখিয়াছেন, দ্বিজ-মাতৃক মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে তত দূর দূরে রাখেন নাই। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠকে তাঁহারা একমাত্র

ব্রাহ্মণবপুর্জস্তুঃ

বলিয়াই প্রখ্যাপিত করিয়া গিয়াছেন। নতুবা স্বয়ং মনু লিখিতেন না যে—

যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে।

আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষপি ক্রমাৎ ॥২৮—১০ অঃ

যথা অস্য ব্রাহ্মণস্য ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাৎ দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে আনন্তর্য্যাৎ আনুলোম্যাৎ স্বযোন্যাং ব্রাহ্মণ্যাঞ্চ আত্মা আত্মজঃ পুত্রো জায়তে তথা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আপনার সজাতীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যাতে ও অনুলোমক্রমে শূদ্র ভিন্ন ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে যে সন্তানোৎপাদন করেন, তাঁহারা তাঁহার আত্মা বা

সঙ্কীর্ণহৃদয় কুল্লূকাদি এখানে আত্মা অর্থ "দ্বিজ" করিয়াছেন। কিন্তু আত্মা অর্থ আত্মজ ভিন্ন দ্বিজ হয়, ইহা প্রজ্ঞা ও বিবেক বলে না। পাছে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেই ভয়েই মেধাতিথি কুল্লূকাদি এহেন ভ্রষ্ট ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য এই বচনের ছায়া লইয়া যাহা স্বগ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, তৎপাঠেই সকলে কুল্লূকাদির কুমৎলবের ছায়া দেখিতে পাইবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রদারোপসংগ্রহঃ।

ন তৎ মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্ ॥৫৬—১ অঃ

যেহেতু অনেকে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যা বিবাহের বিধি দান করিয়াছেন। কিন্তু আমার তাহা মত নহে। কেন না পতিগণ, আপন আপন জায়াতে স্বয়ংই আত্মজরূপে জন্মিয়া থাকেন।

অতএব যিনি ব্রাহ্মণের সদৃশ ও আত্মজ, তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? অতএব উক্ত ২৮শ বচনদ্বারা মনু যে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। মনু তৎপরই বলিতেছেন—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।

অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাৎ যুগাৎ ॥ ৬৪—১ অঃ

তত্র মেধাতিথিঃ—শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ যা জাতা কুমারী সা চেৎ শ্রেয়সা জাত্যুৎকর্ষবতা ব্রাহ্মণেনৈব প্রজায়তে বিবাহাদিসংস্কৃতা অপত্যোৎপত্তিহেতুসম্বন্ধং প্রাপ্নোতি তস্যামপি যদি কুমারী জায়তে সা ব্রাহ্মণেন এব বিবাহ্যতে এবম্ অনয়া পরম্পরয়া সপ্তমে পুরুষে প্রাপ্তে ব্রাহ্মণ্যা য স্তত্র জায়তে তস্য ভবতি শ্রেয়সে সতি। যদ্যপি উৎকৃষ্টজাতীয়মাত্রে বর্ত্ততে তথাপি ইহ ব্রাহ্মণপদসন্নিধানাৎ উত্তরত্র চ "শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিঃ শূদ্রবর্ণস্ত বিজ্ঞেয়া। অনয়া এব কল্পনয়া পঞ্চমে বৈশ্যায়াং জাতস্য তৃতীয়ে ক্ষত্রিয়ায়াম্ অত্রাপি স্ত্রীত উৎকর্ষঃ।

নন্দনঃ……শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ পারশবঃ শ্রেয়সা প্রজায়তে চেৎ ধর্ম্মেণ যুক্তো ভবতি তর্হি অশ্রেয়ান্ অপকৃষ্টজাতিরপি শ্রেয়সীং উৎকৃষ্টতরাং জাতিম্ আসপ্তমাৎ যুগাৎ আসপ্তমাৎ সন্তানাৎ গচ্ছতি।

আমরা মাত্র একটী ভাষ্য ও একটী টীকার অধ্যাহার করিলাম। কুল্লূক ও গোবিন্দরাজপ্রভৃতি টীকাকারগণ মেধাতিথির ভ্রষ্ট ভাষ্যের অনুগমন করিয়াছেন। আমরা তৎসর্ব্বাপেক্ষা নন্দনের ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম।

ফলতঃ মনু এখানে ইহাই বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে যদি তাহাতে উৎপন্ন পারশব, গুণ, বিদ্যা ও চরিত্রাদিদ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, ও তাহার সাতপুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরেরা ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্ববিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই অশ্রেয়ান্ বা শূদ্র পারশববংশও সপ্তমপুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবে।

মনু এখানে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র পারশবের ব্রাহ্মণ্যলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। তাহাতে কি আমরা ইহাই মনে করিতে পূর্ণাধিকারী হইব না যে, মনুর সময়ে ও মনুর মতে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও বৈশ্যাস্ত্রীজাত অম্বষ্ঠগণ জন্মমাত্রই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতেন

বলিয়া তিনি তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে আর কোন কথা মুখেই আনয়ন করিলেন না? তিনি পরবর্ত্তী বচনেও বলিয়াছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি

পারশব যে শূদ্র সেই গুণোৎকর্ষে ব্রাহ্মণত্বলাভ করে। সুতরাং মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ যখন স্বতই ব্রাহ্মণ, পরন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, তখন ব্রাহ্মণের আবার ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির কথা কেন আসিবে? বলিবে তবে মেধাতিথি ও কুল্‌লুকাদি কেন মূর্দ্ধাবসিক্তের তৃতীয় পুরুষ এবং অম্বষ্ঠের পঞ্চম পুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির কথা বলিলেন?

ইহাই ত ভারতীয় টীকাকারগণের প্রধান অসহৃদয়তা। মনুর মূল বচনে যখন উহার প্রসঙ্গমাত্রই নাই, তখন উহা মুখে আনয়ন করা মহাপাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপিবা॥ ৯৬—১অঃ
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববৎ চাধরোত্তরম্॥

অর্থাৎ যদি শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, গুণবান্ ও ধার্ম্মিক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ গুণজ্ঞ হইলে পাঁচপুরুষ ও গুণবান্ হইলে সপ্তমপুরুষে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারিবেন। আবার যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব স্ব জাতির কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক হীনজাতির কর্ম্ম বা বৃত্তি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারাও কর্ম্মের ব্যত্যয় বা স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন পঞ্চম বা সপ্তমপুরুষে যে জাতির কর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই জাতির সহিত সমতা প্রাপ্ত হইবেন। উত্তর বা সৎ অনুলোমজগণ, অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ এবং অধর অর্থাৎ অসৎ সূত মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, এই বর্ণসঙ্করগণও উক্ত নিয়মে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষদ্বারা, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট জাতিতে স্থানলাভ করিবেন। মহর্ষি গৌতমও বলিয়া গিয়াছেন যে—

বর্ণান্তরগমন মুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং
সপ্তমেন পঞ্চমেন চ আচার্য্যাঃ। ৪ অঃ

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদি আচার্য্যগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন যে লোক সকল উৎকর্ষ বা অপকর্ষদ্বারা পঞ্চম বা সপ্তমপুরুষে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হইবে। মনুও বলিয়াছেন যে—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াৎ জাতমেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাৎ তথৈবচ ॥ ৬৫—১০অঃ

অর্থাৎ যে কোন শূদ্র গুণোৎকর্ষে সপ্তমপুরুষে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিবেন, ক্ষত্রিয়হইতে জাত ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, উগ্র এবং বৈশ্যহইতে জাত বৈশ্য ও করণগণও গুণোৎকর্ষে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়া থাকেন, আর যদি ক্রমাগত গুণের অপকর্ষ ঘটিতে থাকে তবে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই ব্রাহ্মণত্রিতয়ও সপ্তম পুরুষে শূদ্রত্ব লাভ করিবেন।

কিন্তু এই তিন সংহিতার কোন বচনেই এমন কোন কথা নাই যে পারশবীরা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত মুখ্য ব্রাহ্মণ সহ বিবাহিতা হইয়া সপ্তম পুরুষে ব্রাহ্মণী প্রসব করিবে। মনুর মূল বচনে যখন "শূদ্রায়াং জাতঃ" ও "অশ্রেয়ান্" এই পুংলিঙ্গান্ত পদ স্পষ্টই রহিয়াছে, তখন উহাদ্বারা পারশব ভিন্ন পারশবীর বিনিগমনা কিছুতেই হইতে পারে না। কিংবা মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ তিন বা পঞ্চম পুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণ্য ভজনা করিবেন এরূপ কোন ভাবেরও অভিব্যক্তি মূলে দেখা যায় না। মনুর ২৮ ও ৬৪ বচন পাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়ে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ স্বতই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। কেননা মনু ৬৫ বচনে ক্ষত্রিয়জাত ও বৈশ্যজাত জাতিগণের উৎকর্ষপ্রাপ্তির কথা বলিলেন, ৬৪ বচনে ব্রাহ্মণজাত পারশবেরও উৎকর্ষ প্রাপ্তির কথা বলিলেন, অথচ ব্রাহ্মণজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও ব্রাহ্মণজাত অম্বষ্ঠগণের উৎকর্ষপ্রাপ্তির কোন কথাই মুখে আনয়ন করিলেন না। কেন করিবেন? তাঁহারা যে স্বতই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৬৫ বচনেও যে মনু কেবল "ব্রাহ্মণ" শব্দের অবতারণা করিয়াছেন, উহাতেও বুঝিতে হইবে যে তিনি উক্ত একটী ব্রাহ্মণশব্দদ্বারা ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ, এই তিনেরই অববোধ করাইতেছিলেন। অবশ্য মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯
চতুরোহংশান্ হরেদ্ বিপ্রস্ত্রীন্ অংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রোহরেৎ দ্ব্যংশং অংশং শূদ্রাসুতোহরেৎ ॥ ১৫৩—৯অঃ

যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা, এই চারি স্ত্রী থাকে ও

চারি জনেরই পুত্র হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণীপুত্র পিতৃধনের ৪ অংশ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ৩ অংশ, অম্বষ্ঠ ২ অংশ ও পারশব ১ অংশ প্রাপ্ত হইবে।

মনুর এই বিধান দৃষ্টে ও ৫ম এবং ৬ষ্ঠ বচনের দ্বারাও ইহাই মাত্র জানা যায় যে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যগত কিছু তারতম্য ছিল। মহর্ষি ব্যাসের বচন দ্বারাও তাহাই প্রতীত হইয়া থাকে।

ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কাম মুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ৯—২ অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, প্রথমতঃ স্ব স্ব সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যদি ইচ্ছাবশতঃ অসবর্ণা কন্যারও পাণিগ্রহণ করেন, তবে সেই অসবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানগণ "সবর্ণাৎ ন প্রহীয়তে" পিতৃসাজাত্যহইতে একবারে অধিক নিকৃষ্ট হইবেন না, কিঞ্চিৎ হীন হইবেন। তথাহি—

বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাষু ক্ষত্রবিন্নাষু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাষু বৈশ্যবৎ॥
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাষু শূদ্রবৎ।

অর্থাৎ বিপ্র, বিপ্রা, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তান দিগের জাতকর্ম্ম বিপ্রবৎ হইবে। ঐরূপ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানগণের জাতকর্ম্ম ক্ষত্রিয়বৎ হইবে। বৈশ্য, বৈশ্যা বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানের জাতকর্ম্ম বৈশ্যবৎ করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের সন্তান পারশব, উগ্র ও করণগণের জাতকর্ম্ম শূদ্রবৎ করিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহার সমর্থনজন্য এখানে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বহইতে কতিপয় বচনের সমাহার করিব। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একত্র বলিতেছেন যে—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥ ১১—৪৪অ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং

বৈশ্যের কেবল সজাতীয়া ভার্য্যা বৈশ্যাতে যে সকল সন্তান প্রসূত হয়েন, তাঁহারা স্ব স্ব পিতার সমান বা সদৃশ হইয়া থাকেন।

এখন পাঠক এই শ্লোক ও ব্যাস-সংহিতার উপরি লিখিত বচন এবং মনুর দশমাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ২৮ বচন মিলাইয়া দেখ, সর্ব্বসম্মতিক্রমে অসবর্ণজ-গণের মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠই পিতৃ-সাদৃশ্য বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতেছেন কি না? তথাহি—

অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ১৭—৪৭

অর্থাৎ শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত নাই বলিয়া ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র পারশব ব্রাহ্মণ্যলাভে অধিকারী নহেন। কিন্তু ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিন স্ত্রীতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এই তিনই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। তথাহি—

ব্রাহ্মাণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়া মপি চৈব হি॥ ২৮—৪৭—অনুশাসনপর্ব্ব।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইবে, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণও যে ঐরূপ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, তাহাতেও কোন সংশয় করিতে হইবে না।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের অনুবাদচ্ছলে এই দুইটী বচনের রচনা করিয়াছেন। সুতরাং অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য যে সর্ব্ববাদি সুসম্মত স্বীকৃত সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্থানান্তরে বিবৃত করিয়াছেন—

কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়োবর্ণা স্ত্বয়োক্তাব্রাহ্মণা ইতি॥ ২৯

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন হে নৃপ! আপনি যখন বলিলেন যে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ, তিনই ব্রাহ্মণ, তখন কেন তাঁহাদের মধ্যে পিতৃধনকৃথ বিষয়ে এত ন্যূনাধিক্য ঘটিল?

দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নায়ং বিশেষঃ সুমহান্ ভবেৎ। ৩০
তিস্রঃ কৃত্বা পুরোভার্য্যাঃ পশ্চাৎ বিন্দেত ব্রাহ্মণীং।
সা জ্যেষ্ঠা সাচ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী॥ ৩১
যথা ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ। ৩৯
ক্ষত্রিয়ায়া স্তথা বৈশ্যা ন জাতু সদৃশী ভবেৎ॥ ৪০

অনুশাসনপর্ব্ব—৪৭ অ

ভীষ্ম বলিলেন হে যুধিষ্ঠির! কি সজাতীয় ও কি বিজাতীয়, সকল স্ত্রীই একই দারা-পদবাচ্য। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ, প্রথমে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা বিবাহ করিয়াও যদি পরে ব্রাহ্মণী বিবাহ করেন, তাহা হইলেও সেই বয়ঃকনিষ্ঠা ব্রাহ্মণী ভার্য্যাই ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাদি বয়োজ্যেষ্ঠা সপত্নীগণহইতে সর্ব্বাংশে গরীয়সী। ঐরূপ বৈশ্যাহইতেও ক্ষত্রিয়া ভার্য্যা কিঞ্চিৎ গরীয়সী। তজ্জন্যই তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে দায়ভাগগত এই তারতম্য। কিন্তু দায়ভাগগত তারতম্য বা ব্রাহ্মণ্যগত গৌরবলাঘব যাহাই কেন হউক না, উঁহারা তিন জনই যে মুখ্যগৌণভেদে ব্রাহ্মণই তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই।

অবশ্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসপ্রভৃতি ব্রাহ্মণের শূদ্রাদারপরিগ্রহের অপকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণের শূদ্রা-পুত্রকে অব্রাহ্মণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারাও অব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাহা হইলে মনু কেন তাঁহার ব্রাহ্মণ্যাবাপ্তির বিধি প্রণয়ন করিবেন? (১০ অ—৬৪) কেনই বা উশনা বলিবেন যে—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাত্যা পারশবা মতাঃ।
মদ্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ুঃ পূজকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯—২ অ

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে পারশব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মদ্রাদি দেশে (পঞ্জাব) দেবপূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বলিবে দেবলেরা ত শূদ্রধর্ম্মা?

দেবাজীবস্তু দেবলঃ। অমর

হাঁ অমর দেবাজীব দেবলগণকে শূদ্রবর্গে স্থানদান করিয়াছেন। দেবল-

সন্তান বলিয়া লগ্নাচার্য্যগণও পাতিত্যভজনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দেবার্চ্চনা কি শূদ্রের কর্ম্ম? লগ্নাচার্য্যেরাও কি গ্রহবিপ্রপদভাক্ নহেন? তাঁহারা কি সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া থাকেন না? তাঁহাদিগের মধ্যেও কি ব্রাহ্মণবৎ প্রতিভা ও গুণগরিমাদি পরিলক্ষিত হয় না? আর পূর্ব্বকালে পারশবগণ ব্রাহ্মণ-শ্রেণীতে স্থান লাভ না করিলে কেন আজও আমরা মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্রকে ব্রাহ্মণকুলে গৃহীত হইতে দেখিব? মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও কি পারশব নিষাদের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন না?

সৌতিরুবাচ। ইত্যুক্তো গরুড়ঃ সর্পৈ স্ততো মাতর মব্রবীৎ।
গচ্ছাম্যমৃত মাহর্ত্তুং ভক্ষ্য মিচ্ছামি বেদিতুং॥ ১

বিনতোবাচ। সমুদ্রকুক্ষৌ একান্তে নিষাদালয়মুত্তমম্।
নিষাদানাং সহস্রাণি তান্ ভুক্‌ত্বাহমৃত মানয়॥ ২
ন চ তে ব্রাহ্মণং হন্তুং কার্য্যা বুদ্ধিঃ কথঞ্চন।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রাহ্মণো হ্যনলোপমঃ॥ ৩
যস্তে কণ্ঠ মনুপ্রাপ্তো নির্গীর্ণং বড়িশং যথা। ১০
দহেৎ অঙ্গারবৎ পুত্র তং বিদ্যা ব্রাহ্মণর্ষভম্। ১১—২৮অ

সৌতিরুবাচ। তস্য কণ্ঠ মনু প্রাপ্তো ব্রাহ্মণঃ সহ ভার্য্যয়া।
দহন্ দীপ্ত ইবাঙ্গার স্তমুবাচান্তরীক্ষগঃ॥ ১
দ্বিজোত্তম বিনির্গচ্ছ তূর্ণ মাস্যাৎ অপাবৃতাৎ।
নহি মে ব্রাহ্মণো ভক্ষ্যঃ পাপেষ্বপি রতঃ সদা॥ ২
ব্রুবাণ মেবং গরুড়ং ব্রাহ্মণঃ প্রত্যভাষত।
নিষাদী মম ভার্য্যেয়ং নির্গচ্ছতু ময়া সহ॥ ৩—২৯অ আদিপর্ব্ব।

বিনতানন্দন গরুড় দেবাখ্য ইন্দ্রাদি নরগণের মাতৃষস্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। কদ্রুনন্দন সর্প বা নাগাখ্য ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর শত্রুতা ছিল, তাঁহারা তজ্জন্য প্রায়ই সর্পাখ্য নরগণকে নিহত করিতেন। গরুড়ও পাখনাওয়ালা বনের পক্ষী ছিলেন না, পরন্তু পক্ষিসংজ্ঞা-ভাক্ নর ছিলেন। তাঁহার লম্বা ঠোঁট ছিল না, তাহা দিয়া সাপ ধরিয়াও গিলিতেন না। নিষাদভক্ষণের ব্যাপারটাও নিতান্ত কল্পিত গল্প।

যাহা হউক, নিষাদ দুইপ্রকার, একপ্রকার ব্রাহ্মণশূদ্রাপ্রভব পারশব, অন্য প্রকার মৎস্যঘাতী প্রতিলোমজাত হীনজাতিবিশেষ (নিষাদোনাম কশ্চিৎ মৎস্যঘাতজীবী প্রতিলোমজঃ সমভূৎ ইতি মিতাক্ষরা)।

শূদ্রাৎ নিষাদোমৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াম্ ব্যতিক্রমাৎ ॥ ১২—৪৮ অ।

ইতি অনুশাসন।

বিনতা গরুড়কে সেই অন্ত্যজ নিষাদ ভক্ষণ করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণ নিষাদ বা পারশব ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দৈবাৎ এক সস্ত্রীক পারশব ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্যাদানীকৃত ঠোঁটের মধ্যে পড়াতেই তাঁহাকে সস্ত্রীক ছাড়িয়া দেন।

এই মিথ্যা গল্পের ভিতর এই টুকুনই সত্য বিনিহিত যে, ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র পারশবগণও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে ছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আর্য্য-ব্রাহ্মণের আর্য্যা বৈশ্যা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র অম্বষ্ঠগণ যে সমধিক ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন ছিলেন, তাহা শাস্ত্রে পূর্ণ অনভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি, অথবা সত্যাপলাপী মিথ্যাবিনোদী ধূর্ত্তগণ ভিন্ন আর কে অস্বীকার করিতে পারেন? বলিবে নীলকণ্ঠ ত টীকামুখে পারশবের অব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিয়াছেন? ব্যাসও ত পারশবকে ব্রাহ্মণ মনে করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন?

মূল	টীকা
অব্রাহ্মণস্তু মন্যন্তে	অব্রাহ্মণং স্থিতি দীর্ঘতমসঃ
শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ।	পুত্রেষু শূদ্রায়াং জাতেষু
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি	কক্ষীবদাদিষু ব্রাহ্মণ্যাদর্শনাৎ
ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥	বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ
১৭—৪৭ অ।	জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্ববক্ষ্যমাণত্বাৎ।

হাঁ নীলকণ্ঠ এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যেহেতু মূলে পারশবের অব্রাহ্মণ্যের কথাই রহিয়াছে। কিন্তু উহা ব্যাসদেবের অতিবাদ মাত্র। কার্য্যতঃ পারশবগণও ব্রাহ্মণশ্রেণীতে গৃহীত হইতেন। নতুবা উশনা ও স্বয়ং ব্যাসদেব কেন মদ্রদেশে পূজকত্ব ও গরুড়প্রসঙ্গে পারশবনিষাদের ব্রাহ্মণ্যের অবতারণা করিবেন? আর স্বয়ং ঋগ্‌বেদই বা কেন কক্ষীবান্ পারশবের বিপ্রত্ব খ্যাপন করিতে অগ্রসর হইবেন?

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ অহং

কক্ষীবান্ ঋষি রস্মি বিপ্রঃ। ১—২৬ সূ—৪ ম।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অহং বামদেবঃ মনুঃ অভবম্। অহমেব সূর্য্যঃ। বিপ্রো মেধাবী কক্ষীবান্ দীর্ঘতমসঃ পুত্রঃ এতৎসংজ্ঞক ঋষিরপি অহমেব অস্মি।

এখানে স্বয়ং বেদ ও স্বয়ং সায়ণ দাসীপুত্র কক্ষীবানের বিপ্রত্ব ও ঋষিত্ব সংসূচিত করিতেছেন, কক্ষীবান্ ও তাঁহার কন্যা ঘোষা বহুবেদমন্ত্রের প্রণয়নও করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নীলকণ্ঠ, ব্যাসদেবের অতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পারশবের ব্রাহ্মণ্য পরিখ্যাপন করিলেই কার্য্যতঃ ভাল হইত। মহর্ষি বায়ুদেবও কি তদীয় বায়ুপুরাণে পারশব কক্ষীবানের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিয়া যান নাই?

বিশ্বামিত্রো নরপতি র্মান্ধাতা সংকৃতিঃ কপিঃ। ১১১
আর্ষ্টিষেণো হজমীঢ়শ্চ ভগোঽন্যে চ তথৈব চ। ১১২
কক্ষীবান্ চৈব শিজর স্তথান্যে চ মহারথাঃ।
ক্ষত্রোপেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ॥ ১১৪

২৯অ—উত্তর-খ বায়ু।

যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে আছে, কক্ষীবান্ বলিরাজের দাসী উশিজের (কক্ষীবান্ য ঔশিজঃ) গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিপ্র, ঋষি ও বেদমন্ত্রপ্রণেতা ছিলেন, সুতরাং যে স্থলে দাসীগর্ভজ ক্ষেত্রজসন্তান হীন পারশবও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতেন, তথায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈধ সন্তান আর্য্যা বৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠগণ যে নির্ব্যূঢ় ব্রাহ্মণ্যে অধিকারবান্ হইবেন, তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? বলিবে তবে ব্যাসদেব কেন বলিলেন—

মহাভারত	মনু
ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য	যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং
দ্বয়ো রাত্মা প্রজায়তে।	দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাৎ দ্বয়োর্হীনৌ	আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাস্তু
মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥ ৪	তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥
৪৮অ—অনুশাসন	২৮।১০—অ।

ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভেই তাঁহার আত্মা বা ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মে। তাঁহার বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র অম্বষ্ঠ ও পারশবগণ মাতৃজাতীয় হইয়া থাকে ?

হাঁ এ কথা মহাভারতে অবশ্যই রহিয়াছে, নীলকণ্ঠও সে কথা পূর্ব্বে ১৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যাসদেব অনুশাসনপর্ব্বের ৪৪অ—১১ এবং ৪৭অ—১৭ ও ২৮ শ্লোকে যে অম্বষ্ঠগণকে বিশদাক্ষরেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বিঘোষিত করিলেন, সেই ব্যাসদেবই কি সেই অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে সেই অম্বষ্ঠকে পরিহার করিতে সমর্থ হইতে পারেন ? পাঠক ঐ দক্ষিণ দিকে মনুর যে শ্লোকটী দেখিতেছ, ব্যাসদেবের এই ৪৮ অঃ ৪র্থ শ্লোকটী উক্ত ২৮শ শ্লোকেরই জীবন্ত অনুবাদ। উক্ত ২৮শ শ্লোকে মনু যখন শূদ্রাকে বাদ দিয়া ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার পুত্র ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভি-সিক্ত ও অম্বষ্ঠকে আত্মজ বলিয়া প্রখ্যাপিত করিয়াছেন, তখন মনুর পদানুগামী ব্যাসদেব কি মনুর মতের বিরুদ্ধ কথা লিখিতে পারেন ?

মনু ২৮শ শ্লোকে তিনটী আত্মজের কথা বলিয়াছেন, ব্যাসদেব তাঁহার ৪র্থ বচনে উহার একটী অর্থাৎ বৈশ্যাজ আত্মজের পরিহার করিয়া তাঁহাকে মাতৃধর্ম্মা বলিয়া দাগাইয়া দিয়াছেন। ইহা কি এ কল্পিত ব্যাসদেবের পক্ষে যথার্থই বেয়াদবিবিশেষ হয় নাই ? যে ব্যাসদেব ৪৪ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে স্পষ্টই লিখিলেন যে—

তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥ ১১—৪৪ অ

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যকন্যা এবং বৈশ্য কেবল আপন স্বজাতীয় কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন, শূদ্রার নহে। ঐ সকল স্ত্রীতে যে সন্তান হইবে, তাঁহারা স্ব স্ব পিতার সমান হইবেন। সেই ব্যাসদেবই কি লিখিতে পারেন যে—

দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য
দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে ? ৮।৪৮ অ
ভার্য্যা শ্চতস্রো বিপ্রস্য
দ্বয়ো রাত্মাস্য জায়তে ? ৪।৪৮ অনুশাসন।

ফলতঃ যে সকল অসমীক্ষ্যকারী টীকাকারেরা মনুর দশমাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ও ৪১ ম শ্লোকের "অনন্তরজ" কথাটীদ্বারা কেবল শূদ্রমাতৃক করণের অববোধ করাইতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদেরই কোন দুর্দ্দশাগ্রস্ত বংশধর, এই সকল মিথ্যা শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া পবিত্র মহাভারতের দেহ কলুষিত করিয়াছেন। যদি অম্বষ্ঠ, মাতৃজাতীয়ই হইবেন, তাহা হইলে মনু ১০ অ—২৮শ শ্লোকে ও ব্যাসদেব ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ ও ২৮ শ্লোকে কেমন করিয়া তাঁহাকে খাঁটী ব্রাহ্মণ বলিয়া সংসূচিত করিয়া গেলেন ?

ফলতঃ কতকগুলি হতভাগ্য লোক পবিত্র মনুসংহিতা ও মহাভারত প্রক্ষিপ্তবহুল করিতে ও কতকগুলি অনুপযুক্ত লোক ঐ সকল শ্লোকের ভাষ্য ও টীকা লিখিতে যাইয়াই দেশের প্রভূত অনিষ্টাপাত ঘটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাও কম ক্ষোভ ও কম দুঃখের বিষয় নহে যে, এই মহাআলোকের যুগেও লোকে কি সত্য, কি মিথ্যা তাহা বিচার করিয়া দেখেন না। অনুস্বার বিসর্গযুক্ত গন্ত পদ্য দেখিলেই তাহার নিকট আছাড় খাইয়া পড়েন—

মা তুমি কে ?

যাহা হউক আমরা যাহা যাহা লিখিলাম ও যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন করিলাম, যাঁহারা সত্যভীরু ও ন্যায়পরায়ণ এবং প্রকৃত তথ্যদর্শী তাঁহারা ধীরমনে স্থিরচিত্তে পদার্থ নির্ণয় করিবেন।

আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা অম্বষ্ঠের উৎপত্তিগত ব্রাহ্মণ্য সপ্রমাণ করিলাম এইক্ষণে তাঁহার বৃত্তি, কার্য্য, কর্ম্ম ও আচারাদিদ্বারাও তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের সত্তার প্রতিষ্ঠা করিব। মনু বলিতেছেন—

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬
সূতানা মশ্বসারথ্যম্ অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। ৪৭—১০অ

অর্থাৎ মূর্দ্ধাব-সিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, দ্বিজগণের এই ছয় জন অপসদ বা অনুলোমজ সন্তান ও সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, এই ছয়জন বর্ণসঙ্কর, ইঁহারা দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কে কি করিবেন ?

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ নিজেরাই অশ্বসারথ্য করিতেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে নীচ কার্য্য ছিল, ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণীহইতে সূতজাতির উৎপত্তি হইলে সামাজিক ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন, এখন হইতে বর্ণসঙ্কর সূতেরাই অশ্বসারথ্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আর পূর্ব্বে স্বয়ং মুখ্য ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিতেন, পূয়রক্ত ও শবস্পর্শাদিহেতু উহা তাঁহাদের পক্ষে নীচ কার্য্য ছিল, অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইলে ব্রাহ্মণেরা উক্ত চিকিৎসা কার্য্য অম্বষ্ঠের জীবিকা বা বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এবং এরূপ বিধিরও প্রণয়ন করিলেন যে, অদ্য হইতে কোন মুখ্য ব্রাহ্মণ আর জীবিকার জন্য চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। করিলে তাঁহার অন্ন পূয়তুল্য হইবে ও তিনি অপাংক্তেয় হইবেন। এবং অন্যেরাও—

"ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা
সচেলং জল মাবিশেৎ"।

কোন ব্রাহ্মণ চিকিৎসক দেখিলে তাঁহারা পরিহিত বস্ত্রসহ অবগাহন করিয়া তবে শুদ্ধ হইবেন।

এখন চেতস্বান্ প্রকৃত মনুষ্যগণ একবার বৈদ্যগণের বৃত্তি চিকিৎসার গৌরবলাঘবটা ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক বৈদ্যকে কতকগুলি দুরূহ ও দুরধিগম্য শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে হয়, কত শাস্ত্রচর্চ্চা ও কত সংযত হইতে হয়? চিকিৎসাতে কত প্রবীণতা ও কত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়? তাহা একবার অশেষ শাস্ত্রবিৎ প্রকৃত মহর্ষি গঙ্গাধর কবিরত্ন ধন্বন্তরিকল্প, গঙ্গাপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন ও পীতাম্বর সেন, মহামহোপাধ্যায় মহাস্থিরধী দ্বারকানাথসেন, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি রমানাথবরাট, মহামহোপাধ্যায় কুশাগ্রীয়বুদ্ধি বিজয়রত্নসেন, প্রকৃত নাড়ীজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতাগ্রণী রাজেন্দ্র নারায়ণসেন, প্রতিভার জলন্তস্ফুলিঙ্গ কবিরাজ শ্যামাদাসদাশগুপ্ত, কবিরাজ মহানন্দদাশগুপ্ত এবং কবিরাজ মদনমোহনদাশগুপ্তকবীন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ। ইহা এক সময়ে ব্রহ্মধ্যানসর্ব্বস্ব দেবকল্প ঋষিদিগের মনে নিন্দিত কার্য্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসকের কার্য্য কতদূর মহৎ ও গৌরবজনক, তাহা প্রত্যেক লোকই বুঝিতে পারেন। তৎকালে কিরূপ লোককে পণ্ডিতেরা বৈদ্য বলিতেন? বৈদ্যকে কিরূপ গুণবান্ হইতে হইত?

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।
অধ্যায়োঽধ্যাপনঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্॥

যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিতেন ও বেদ পড়াইতেন, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে নিপুণ ও অধ্যয়নঅধ্যাপনায় বিচক্ষণ ছিলেন, যাঁহারা বহু ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক অক্লান্তহৃদয়ে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের নামই বৈদ্য। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের পাচিত মাংসাদি সংযুক্ত যে কোন ঔষধ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং এই বেদাধ্যায়ী অধ্যাপকগণ শূদ্র না ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণগণই ভাবিয়া দেখুন। মহর্ষি হারীতও বলিয়া গিয়াছেন—

ব্রহ্ম মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই পাঁচজন দ্বিজের মধ্যে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তীটী পরবর্ত্তীটী হইতে গরীয়ান্।

কেন? অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণসন্তান, অতএব ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহারা ক্ষত্রিয়গণহইতে সমধিক সপর্য্যাভাজন ও অধ্যাপনাতে অধিকারবান্। অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন যে বৈদ্যক বা সংহিতার কোন হারীতেই ত এই বচনটী দেখা যায় না? মনুর দশমাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় কুল্লূক যে উশনার নামের গদ্যাংশ ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমাধ্যায়ের ৯৫ শ্লোকের টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর যে শঙ্খের নাম দিয়া কতিপয় গদ্যাংশ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের কোন মুদ্রিত গ্রন্থে কি তাহা আছে? বর্ত্তমান সময়ের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ভরতমল্লিক আপন চন্দ্রপ্রভায় উক্ত বচনের অধ্যাহার করিয়াছেন। প্রায় ৮০ বৎসর হইল রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমেও উক্ত বচনের সমাহার করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ ইহা কৃত্রিম মনে করিতে চাহেন, তবে সে অধিকার তাঁহারই? এই বচনে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈদ্যের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা অধ্যাপনায় অনধিকারী, তাঁহারা কি অধ্যাপনায় অধিকারবান্ বৈদ্য অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত নহেন? বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্যের অন্যতর কারণ তাঁহাদিগের পিতৃগোত্রভাজিত্ব। চন্দ্রপ্রভা বলিয়াছেন—

যস্য যস্য মুনের্যোযঃ সন্তানঃ স সএব হি।
তত্তদ্গোত্রাদিনা বেদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদ্যন্তু স্বকর্ম্মণা॥

বৈদ্যেরা যিনি যে মুনির সন্তান, তিনি সেই মুনির গোত্রভাক্। তৎপর তাঁহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মাদিদ্বারা হইয়া থাকে। যেমন ধন্বন্তরি ঋষির সন্তানেরা ধন্বন্তরি গোত্রভাক্ ও মুদ্গল বা মৌদ্গল্য ঋষির সন্তানেরা মৌদ্গল্য গোত্রভাক্ এবং শক্তিধর ঋষির সন্তানেরা শক্তিগোত্রভাক্। উক্তঞ্চ—

গোত্রং বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং

পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণসন্তান নহেন বলিয়াই স্বস্ব পুরোহিত-হইতে গোত্র ভজনা করিয়া থাকেন। যদুক্তং শ্রুতৌ—

পৌরোহিত্যাৎ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীতে।

উদ্বাহতত্ত্বও বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়ো রূপদিষ্টাতিদিষ্টং গোত্রং শূদ্রস্য অতিদিষ্টাতিদিষ্টং গোত্রম্। কেন? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের গোত্র প্রবরাদি পিতাহইতে সমাগত নহে, পরন্তু পুরোহিত হইতে। অগ্নিপুরাণও বলিয়াছেন—

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং
তথা বর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণ-সঙ্করগণ অর্থাৎ সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডালপ্রভৃতি জাতির গোত্র, তাঁহাদিগের পুরোহিত হইতে সমাগত। তাহা হইলেই এই পিতৃগোত্রভাজিত্বদ্বারা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য-গণের ব্রাহ্মণ্য সমর্থিত হইতেছে।

বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্যের কারণান্তর তাঁহাদিগের অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা বিবাহ। উক্তঞ্চ মনুনা—

অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫—৩অ

অর্থাৎ যে কন্যা মাতৃকুলের অসপিণ্ডা ও যে কন্যা পিতৃবংশের অসগোত্রা দ্বিজগণের পক্ষে সে কন্যার পাণিগ্রহণ করাই প্রশস্ত বিধি।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও দ্বিজ বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের গোত্রাদি পুরোহিত হইতে সমাগত। সেই গোত্রদ্বারা তাঁহাদের শোণিতসংস্রব ঘটিয়া থাকে না।

সুতরাং তাঁহারা সগোত্রে বিবাহ করিলেও কোন দোষসংস্পর্শ হইতে পারে না। তজ্জন্য এখানে দ্বিজশব্দে কেবল ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। বৈদ্যগণের সগোত্রা ও সপিণ্ডাবিবাহ একবারেই নিষিদ্ধ, সুতরাং তদ্দ্বারাও তাঁহাদের দ্বিজত্ব ও ব্রাহ্মণ্য সমর্থিত হইয়া থাকে। চন্দ্রপ্রভাও বলিয়াছেন—

অসপিণ্ডা পিতু র্মাতুর্দারকর্ম্মণি শস্যতে।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠয়ো রপি॥ ১ পৃ

ভরত এখানে মনুবচনে "দ্বিজাতীনাং" কথাটী থাকাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ মনুর মনোভাব যেন তাহা নহে। কেননা যখন শ্রুতিই বলিতেছেন যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ পুরোহিতের গোত্রভাক্ তখন তাঁহারা নির্ব্বিবাদে সগোত্রা পরিণয় করিতে পারেন। ফলতঃ কেবল পিতৃগোত্রভাজী ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশবগণই উহাতে অসমর্থ। বৈদ্যগণ সগোত্রা বিবাহ করিলে যে পতিত হইতেন তাহা চন্দ্রপ্রভাও বলিয়া গিয়াছেন —

গোবিন্দদাসসেনোঽসৌ সগোত্রায়াঃ পরিগ্রহাৎ।
পতিতোঽভবদ্বেতস্য ত্রয়ঃ পুত্রা দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ॥ ১৮১ পৃঃ

অতঃপর সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য এবং অদাসজীবনত্বহেতুও অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্য সমর্থিত হইতে পারে। ইহা স্বীকৃত সত্য যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের আচারব্যবহারই বঙ্গদেশের একমাত্র আদর্শভূমি। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও সদাচারে কোন প্রভেদ নাই। পক্ষান্তরে কায়স্থজাতির মধ্যে উহা তাঁহাদের ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। এখনও বার আনা কায়স্থের বিধবারা লবণ ও আমিষভক্ষণদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন। তবে বারেন্দ্র কায়স্থের দাশ ও নন্দী এবং রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, উত্তর রাঢ়ী ও ময়মনসিংহচট্টলাদি দেশের সেন, দাশ, দত্ত, নন্দী, সোম (হোম), ধর, কর, দেব, চন্দ্র, ও রক্ষিতকুণ্ডাদি কায়স্থদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণবৈদ্যবৎ সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেননা ইঁহারা সকলেই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান ও অম্বষ্ঠকায়স্থ। অবশ্য টাকীর ৺সতীশচন্দ্ররায় চৌধুরী উকীল তাঁহার বঙ্গীয়সমাজগ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চজন নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত কায়স্থ ও তাঁহাদের সন্তানগণই বঙ্গদেশের ব্রহ্মচর্য্য

ও সদাচারের একমাত্র আদর্শ ভূমি। কিন্তু সতীশবাবুর এই উক্তি অমূলক কি সমূলক, তাহা অশীতিপর ন্যায়বান্ কায়স্থ ভ্রাতারাই বিচার করিয়া বলুন।

অতঃপর আমরা বৈদ্যজাতির গুরুত্বের কথা বলিব। অবশ্য বৈদ্যেরা শাক্ত বা শৈবমন্ত্রের দীক্ষাদাতা নহেন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই গোস্বামী ও ঠাকুরউপাধির বৈদ্যগণ এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের গুরুত্ব করিয়া আসিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, শ্রীখণ্ডের বৈদ্য গোস্বামী মহাশয়দিগের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশও বৈদ্য-গোস্বামীদিগের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। এখনও বুধরি শ্রীরামপুর ও ইস্‌লামপুরের ঠাকুর মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৈদ্যবংশীয় মহানুভব শ্রীসদাশিব কবিরাজ, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সহায় ছিলেন। সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। যথা—

তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যা শ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ॥
দৈবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়-মণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্‌বৈষ্ণববন্দনা॥" চৈতন্যচরিত।

সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দৈবকীনন্দনদাস। ইঁহারা গৌড়রাজ্যে অতীব প্রধান লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই অম্বষ্ঠ পুরুষোত্তমই শ্রীমদ্-বৈষ্ণববন্দনাগ্রন্থের প্রণেতা।

ভাজনঘাটের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গত কৃষ্ণকমলগোস্বামী মহাশয়, ঢাকার প্রায় সমগ্র নবশাক ও শৌণ্ডিকমহাশয়গণের দীক্ষাগুরু ছিলেন। স্বপ্ন-বিলাসপ্রভৃতি যাত্রাসঙ্গীতাবলী উক্ত কৃষ্ণকমলগোস্বামীর মধুময়ী সুধা-নিষ্যন্দিনী লেখনীর মুখহইতে বিনির্গত। অবশ্য এই সকল গুরু ও শিষ্যেরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু শিষ্যেরা (যেমন মহারাণী স্বর্ণময়ী ও ঢাকার বসাক মহাশয়গণ প্রভৃতি) কেহই ভেকধারী অনাশ্রমী জাতবৈষ্ণব ছিলেন না। ব্রাহ্মণশিষ্যচতুষ্টয়ও সংসারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকই ছিলেন।

কোন কোন কায়স্থ ভ্রাতা, কায়স্থগোস্বামীদিগেরও ব্রাহ্মণ শিষ্য থাকার কথা মুখে আনিয়া থাকেন। কিন্তু, সেই কায়স্থ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ শিষ্য কে বা কাহারা, তাহা অদ্যাপি দেখাইয়া দিতে সমর্থ হয়েন নাই। ফলতঃ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পারিষদগণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, সুধানিস্যন্দ পদাবলীপ্রণেতা গোবিন্দদাসসেন, তৎপিতা চিরঞ্জীবসেন, সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতপ্রণেতা প্রখ্যাতনামা মুরারি গুপ্ত, লোচন দাশ, কবিকর্ণপূর শিবানন্দ সেন বা চৈতন্যদাসসেন, রঘুনাথদাশ গোস্বামী ও আরও বহু বৈদ্যসন্তান মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন। তবে যে প্রকার লিপিবৃত্তিতে কায়স্থাখ্যাপ্রাপ্ত মহাকবি কাশীরামদেব ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান হইয়াও ত্বগ্‌দর্শীদিগের নিকট জাতিকায়স্থ বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তদ্রূপ সেন, দাশ, দত্ত, দেব ও ধর, কর উপাধির কোন কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠসন্তানও গুরুত্বব্যবসায়ী থাকিতে পারেন। কিন্তু যেমন কোন হিন্দুরাজসরকারে দত্তপ্রভৃতি বৈদ্যসমুচিত উপাধিধারী কায়স্থ ভিন্ন, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র উপাধিমান্ কোন কায়স্থ দেখা যায় না, তেমনই বৈষ্ণবজগতেও কোন ঘোষ, বসু, গুহ বা মিত্রোপাধিক গুরু বা গরীয়ানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে না।

আমাদিগের ব্রাহ্মণ্যের অন্যতম নিদান, আমাদিগের জাতিতে ব্রাহ্মণো-চিত উপাধিপরম্পরার বিদ্যমানতা। বহু সাক্ষর ও সমুদায় নিরক্ষর লোকের সাধারণ পরিজ্ঞান ইহাই যে, বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ ও কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাদের উপাধি কবিরাজ (কবিষু রাজাইব) কবিভূষণ, কবীন্দ্র ও কবিরত্ন প্রভৃতি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের উপাধির সহিত বৈদ্যের উপাধির ইহাই পার্থক্য। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই অলীক ধারণা। প্রথমতঃ দেখা উচিত, যখন মনু বলিতেছেন যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও বেদাধ্যয়ন করিতে অধিকারী, তখন একতর ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যক্ষত্রিয়হইতে সমধিক আভিজাত্যবান্ বৈদ্যগণ যে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়নঅধ্যাপনায় পূর্ণাধিকারী হইবেন, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই, তবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেরাই যখন বেদবর্জ্জিত হইয়া তালদীঘিতে পরিণত হইয়াছিলেন, ও হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিয়ত্তরসংস্থ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের যে বেদবর্জ্জন ঘটিবে তাহা ধ্রুবই।

তৎপর অসম্যগ্‌দর্শী রঘুনন্দনের ইঙ্গিতে মজিয়াও অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতিকে ধর্ম্মশাস্ত্রাদির পঠনপাঠনাহইতে একপ্রকার বঞ্চিত করেন। কিন্তু তথাপি বৈদ্যগণ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নঅধ্যাপনাতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না। কায়স্থকোশ বিশ্বকোশও বলিতেছেন যে

"গোবিন্দ দাস (সেন) বাঙ্গলাপদাবলীরচয়িতা একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, চৈতন্যদেবের পরিকর চিরঞ্জীবসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। গোবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম রামচন্দ্র কবিরাজ। রামচন্দ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।" বিশ্বকোষ—গোবিন্দদাস শব্দ ৫৯৫পৃঃ। বোপদেব বৈদ্য ছিলেন, অথচ তিনি নিজে একখানী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহামহোপাধ্যায় প্রজাপতি দাশ "পঞ্চস্বরা" নামক এক খানী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা। এইরূপ আরও বহু বৈদ্যসন্তান বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণের অত্যাচার সত্ত্বেও বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণবৎ উপাধি প্রাপ্তিতে কোন বাধা জন্মে নাই। আর কবিপূর্ব্বক উপাধি হইলেই যে ব্রাহ্মণ্য ছুটিয়া যায়, তাহাও নহে। কেননা কবিপূর্ব্বক উপাধি ব্রাহ্মণ জাতিতেও বহুল প্রচর্রূপ। পণ্ডিতচূড়ামণি তারা-কুমার কবিরত্ন, গিরিশবিদ্যারত্নমহাশয়ের পুত্র হরিশ্চন্দ্রকবিরত্নপ্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্থল। আমরা নিম্নে বৈদ্যজাতির কতকগুলি উপাধির সমাহার করিব। তদ্দর্শনেই জনসাধারণ তথ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১। কাঁচড়াপাড়াগ্রামে রামচন্দ্রদাশ একটি বৈদ্যবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র— বিজয় রাম ও নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি

"বাচস্পতি"

উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারপ্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ৺বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী ৭পৃঃ।

২। যোড়াসাঁকোর ডিঃ গুপ্ত অর্থাৎ, স্বনামধন্য ৺দ্বারকানাথগুপ্ত মহাশয়ের নাম সকলেই জানেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে রামরাম দাশ (পদ্মদাশ) নামে একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার উপাধি অলঙ্কারবাগীশ ছিল। তিনি শোভাবাজারের বিশ্রুতনামা মহারাজ নবকৃষ্ণের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজসভায় সমাগত যে কোন পণ্ডিতের সহিতই যে কোন শাস্ত্রের কথা লইয়া বিচার করিতেন ও বিচারে প্রায়শই জয়ী হইয়া উচ্চ বিদায় গ্রহণ করিতেন।

৩। রামহরিগুপ্তনামক স্বনামখ্যাত একজন কবিরাজ নবাবপত্নীর চিকিৎসা করতঃ হাবেলী সিলেমাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া দেউড়ী গ্রামে (বরিশালের অন্তর্গত, ইহার থানা ঝালকাঠী) বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। রামহরির পুত্র যশশ্চন্দ্র। তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে বাস করেন। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। রামকৃষ্ণবিদ্যার্ণবনামক এক ব্যক্তির নিকট চৌধুরী আপন কন্যার বিবাহ দেন। (এই রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বংশে রোষসেন ও অতীব মহোজ্জ্বলকুল ছিলেন; ইনি বিক্রমপুর হইতে আসিয়া ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়া গ্রামে বিবাহ করিয়া জমিদারী প্রাপ্ত হন। পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারইকরণ ও কেওড়ার রায়চৌধুরী মহাশয়গণ এই রামকৃষ্ণবিদ্যার্ণবের অনন্তরবংশ্য)।

শ্রীযুক্ত খোষালচন্দ্র রায় অনুদিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১৩৩ পৃঃ।

৪। কর্ণপূরাৎ সুতোজাতো রামচন্দ্রঃ শিরোমণিঃ। ১১০ পৃঃ।
সার্ব্বভৌমো নরহরির্ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ। ১৪০
বিদ্যাধরোঽনন্তসেনো মুরারির্গুণবারিধিঃ। ১০২
রমানাথসার্ব্বভৌমঃ কন্যামেনাং ব্যুবাহ সঃ। ৬৪
গোপীকান্তঃ সরস্বত্যাঃ কণ্ঠাভরণ মগ্রজঃ। ১০৯
পরিণিন্যে সুতা মেকাং রাঘবাখ্যো গুণার্ণবঃ। ৫৮
রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ।
জ্যেষ্ঠো হি কণ্ঠাভরণো মধ্যমঃ কবিভারতী॥ *

*১ বাণীনাথদাশকবিশেখরের তিন পুত্র, রতিকান্তদাশ কণ্ঠাভরণ, গৌরীকান্ত দাশ-কবিভারতী ও রামকান্ত দাশ কণ্ঠহার। কণ্ঠহার কুলপঞ্জিকা ইহাঁরই প্রণীত। ইনি ভরত

কনীয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ কন্যয়োরুভয়োঃ পতী।
গঙ্গাধরশ্চ সেনশ্চ গোপীনাথশ্চ সেনকঃ॥ ১১২ পৃঃ। কণ্ঠহার

৫। সার্ব্বভৌমো জগন্নাথঃ কনীয়ান্ রামচন্দ্রকঃ।
বিদিতসকলশাস্ত্রো ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ।
নিখিলগুণনিবাসো রামবংশাবতংসঃ।
ধবলবিমলকীর্ত্তী রাজপাশানিবাসঃ।
সুকবিজনবরেণ্যঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রসিদ্ধঃ॥ পত্নী যশোরঞ্জিনী।

৬। চায়ুশ্রীপতিদাশস্য বিদ্যাভূষণসংজ্ঞিনঃ। ২০৬
পরো রামেশ্বরো দাশো বাচস্পতিরিতি শ্রুতঃ। ২৬৮
রাঘবেন্দ্রস্য দাশস্য পুত্রো বিশ্বেশ্বরোঽভবৎ।
বাচস্পতিরিতি খ্যাতো গুণবান্ সচ্চিকিৎসকঃ॥ ৩৫৯
পুত্রঃ সুদামদাশস্য শিরোমণিরিতি শ্রুতঃ। ৩৭২
রূপনারায়ণো জ্যেষ্ঠো যশ্চূড়ামণিসংজ্ঞকঃ।
পরোরত্নেশ্বরো বাচস্পতিরন্যস্তু রাঘবঃ।
অন্ত্যোমুরারিগুপ্তোঽভূৎ যঃ শিরোমণিসংজ্ঞকঃ॥ ৪০৮
নিরোলে শ্যামসেনায় মিশ্রায় চ কনীয়সী। ৪৩৫
হরিসেনস্য মিশ্রস্য কন্যকাগর্ভসম্ভবৌ। ৪৩৬ পৃষ্ঠা। চন্দ্রপ্রভা।

৭। এমন গাধা এ জগতে কে আছে, যে নিজমুখে নিজে চুণকালী দিয়া জগৎকে দেখাইয়া বেড়ায়? আমি একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের অর্থাৎ ৺ গঙ্গাপ্রসাদবিদ্যারত্নের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ। মহারাজ আদিশূরের বংশের বধূ ও বারুইপুর নিবাসী রায়বংশের কন্যা। মহাশয়! আমার নিজের আর বলিবার কি আছে? যাঁহারা পবিত্র বৈদ্যসমাজের মর্য্যাদা বুঝেন, তাঁহারা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

সৌদামিনী দেবীর জবানবন্দী।
ইনি কৃষ্ণানন্দস্বামীর বাদিনী ক্ষান্তকালীর মাতা।
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গবাসী পত্রিকা।

মল্লিকের ২২ বৎসর পূর্ব্বে আপন গ্রন্থ রচনা করেন। গৌরীকান্ত দাশ কবিভরতী, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ।

আমরা অতি সংক্ষেপেই বৈদ্যজাতির বিদ্যাগত উপাধির নিকাশ দিলাম। ইহা ছাড়া আরও কত শত শত উপাধিমান্ ব্যক্তি যে ছিলেন, ও আছেন, তাহা আমরা অবগতও নহি। কেহ রত্নপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, কণ্ঠহার, যশোরঞ্জিনী, চতুর্ভুজ ও অন্যান্য বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠ করিলেই বৈদ্যজাতির বিদ্যাগত গৌরবের কতক আভাস পাইতে পারিবেন। জপসাগ্রামে দোবে উপাধিধারী কতিপয় বৈদ্য ছিলেন, আসানশোলের অদূরবর্ত্তী তিলুড়িগ্রামে এখনও পাঁড়ে উপাধিধারী বৈদ্য রহিয়াছেন। শক্তি ও ধন্বন্তরিগোত্রের সেনগণ পূর্ব্বে সকলেই চৌবে উপাধিতে সমলঙ্কৃত ছিলেন। মথুরার সেন চৌবেগণ, ইঁহাদেরই দায়াদবান্ধব ভিন্ন আর কিছুই নহেন। যাহা হউক এই সকল বিদ্যাভূষণ মিশ্র, সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতিপ্রভৃতি উপাধি ব্রাহ্মণবৎ কি শূদ্রবৎ তাহা উপাধিতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যবংশীয়েরাই বিচার করিয়া দেখিবেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারির বঙ্গবাসী পত্রিকা, স্বর্গত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া উহার সমাহার করিতে হইল। প্রবীণেরা পাঠ করিয়া স্থির করিবেন, ইহা প্রবীণ বঙ্গবাসীর অনধিকারচর্চ্চা না বৈদ্যবিদ্বেষ। তিনি বলিতেছেন—

"নববর্ষের উপাধি, গেজেটে প্রকাশিত। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন। বাবু সতীশচন্দ্র আচার্য্য। পণ্ডিত কালীকিশোর তর্করত্ন (আসাম)। ইত্যাদি ৪ জন।" ৩য় পৃষ্ঠা।

নববর্ষের মহামহোপাধ্যায়—নববর্ষে চারিজন মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এক জন। ইনি সুবিদ্বান্। বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। কলিকাতা গেজেটে ইঁহার নামের পূর্ব্বে "বাবু" বসিল কেন? গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় কি? তবে আজ কাল উপাধি বিলির ব্যবস্থা দেখিয়া এরূপ প্রশ্ন করা বৃথা। মহামহোপাধ্যায় উপাধির সঙ্গে কত কথা, কত ভাব, যেন জড়িত আছে। মহামহোপাধ্যায় বলিলে যেন স্বতই শাস্ত্রজ্ঞ, অগাধপাণ্ডিত্যসম্পন্ন, দেশবরেণ্য, সদাচারপূত, নিষ্ঠাবান্, তিলকশিখাসমন্বিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কথা মনে উঠে। মহামহোপাধ্যায় উপাধিটা অবাবু পণ্ডিত

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরই ন্যায্য উপাধি ; এমনই সাধারণের একটা ধারণা। সরকার বাহাদুর কিন্তু আজকাল বাবুঅবাবুনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বাবুপণ্ডিত, যার তার উপর ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্প্রদায়ের অতিআদরের এই উপাধি বর্ষণ করিতেছেন। সরকারের খেয়াল। লোকে বলিবেই কি? হাতই বা কি? তবে মহামহোপাধ্যায়উপাধিবিভূষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়গণকে এইবার সত্য সত্যই উপাধিতে কড়ি বান্ধিতে হইবে।"

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণই সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক ও উপাধ্যায়। বৈদ্যের উপাধিদাতাও সেই জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণজাতি। ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যকে কিরূপ উপাধিতে বিভূষিত করিতেন, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। শূদ্রত্বনিবন্ধন কায়স্থগণ যে সংস্কৃতের অক্ষর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে অনধিকারী, বৈদ্যগণ সেই সংস্কৃত ভাষায় বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের প্রণেতা ও টীকাকার। সে সকল গ্রন্থ ও টীকা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণেরাও আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং ত্বগ্‌দর্শী বঙ্গবাসী এহেন বৈদ্যজাতির মহিমাই বা কি বুঝিবেন, তাঁহাদের উপাধির তত্ত্বই বা তিনি কি রাখিবেন। বৈদ্যগণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বটেন কিনা, তাঁহারাও অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিমান্‌ ছিলেন ও আছেন কিনা, তাহা অসংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গবাসী কিরূপে জানিবেন? অশেষ-শাস্ত্রবিৎ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীবরেণ্য দ্বারকানাথ ও স্কুলের বালক সতীশচন্দ্রে কত তফাৎ, তাহাই বা অব্যাপারী বঙ্গবাসী কি বুঝিবেন? আমরা মনে করি বিনয়াধার পণ্ডিত সতীশচন্দ্রও দ্বারকানাথকে তাঁহার অধ্যাপককল্প মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন না। ফলতঃ বঙ্গবাসীর কুমার হইয়া কামারের কাজে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই। বুঝিলাম যেন ব্রাহ্মণ, তাঁহার উপাধিতে কড়িই বান্ধিলেন, বৈদ্যও না হয় বড়ী বান্ধিবেন। কিন্তু যাঁহারা সবে এই মাত্র ইংরাজের কৃপায় উপাধি মহাসাগরের বেলা ভূমিতে দণ্ডায়মান, সেই সদ্যঃপ্রসূত দাস বসু ও দাস গুহ প্রভৃতি কোলাঙ্কস্থনুগণ তাঁহাদের টাটকা উপাধিতে কি কি বান্ধিয়া তবে তাঁহাদের শৌদ্রত্ববিঘোষণা করিবেন? কোন ন্যায়বান্‌ কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বঙ্গবাসীর এই চপলতা ও বেয়াদবীর প্রতিবাদ করিলে আমরা এতগুলি অরুন্তুদ কথা লিখিতাম না। পাছে অর্ব্বাচীনেরা মনে করে যে, বৈদ্যজাতিতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি

বস্তুতই পূর্ব্বে ছিল না, তাই আমরা ব্রাহ্মণপ্রকাশিত কতিপয় গ্রন্থহইতে কিয়দংশের সমাহার করিয়া সাধারণের জাগর্ত্তি সম্পাদন করিব।

১। চক্রদত্তং—মহামহোপাধ্যায়চক্রপাণিদত্তবিরচিতম্।

২। সুপদ্মব্যাকরণং—মহামহোপাধ্যায়পদ্মনাভদত্তবিরচিতম্।

৩। মুগ্ধবোধব্যাকরণং—আচার্য্যচক্রচূড়ামণিমহামহোপাধ্যায়শ্রীবোপদেবগোস্বামিকৃতম্।

৪। ইতি শ্রীবৈদ্যমহামহোপাধ্যায়শ্রীবিজয়রক্ষিতশ্রীকণ্ঠদত্তকৃতোব্যাখ্যামধুকোষাখ্যঃ সমাপ্তঃ।

৫। কাতন্ত্রপরিশিষ্টং—মহামহোপাধ্যায়শ্রীপতিদত্তবিরচিতং। শ্রীগুরুনাথবিদ্যানিধিভট্টাচার্য্যপ্রকাশিতম্। অথ লিঙ্গানুশাসনপারাবারপারীণো মহামহোপাধ্যায়বিশেষণালঙ্কৃতঃ শ্রীপতিদত্তঃ। কস্মলা কিংবদন্তী পুনরিয়ম্ দত্তমহামহোপাধ্যায়ঃ কালপ্রতিনিধিনা শার্দ্দূলেন কবলিতঃ। ইতি বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীপতিদত্তবিরচিতায়াম্ কাতন্ত্রপরিশিষ্টবৃত্তৌ সমাসপ্রকরণং সমাপ্তম্।

এতদ্ভিন্ন ইহাও জানা গিয়াছে যে, বিক্রমপুরস্থ সঙ্কটগ্রামনিবাসী নিমদাশবংশপ্রভব পণ্ডিতাগ্রণী শিবানন্দদাশ বাচস্পতি, রামানন্দদাশ সার্ব্বভৌম, রোষ মুরারিসেন দোবে ও রামকান্তসেন বিদ্যাভূষণ উপাধিতে সমলঙ্কৃত ছিলেন। এখন সকলে অথবা সাক্ষর ও উপাধিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া বলুন, বঙ্গবাসী যে বিষোদ্গার করিয়াছেন, উহার নিদান তাঁহার অনভিজ্ঞতা না বৈদ্যবিদ্বেষ? ফলতঃ মাধবকর, মেদিনীকর, কবীন্দ্র চন্দ্রশেখর, বিশ্বনাথ কবিরাজ, গোপালদাশ, ভরতমল্লিক, কার্ত্তিককুণ্ড, ভট্টার ও মহেশ্বর আচার্য্য কবীন্দ্র প্রভৃতি আরও কত শত শত বৈদ্যসন্তান যে মহামহোপাধ্যায় উপাধিরও অতীত পদার্থ ছিলেন, তাহা কায়স্থভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতরসজ্ঞ, তাঁহারাও অনবগত নহেন। যাহা হউক আমরা নিম্নে ধন্বন্তরিকল্প, বৈদ্যকশাস্ত্রপারদৃশ্বা, ন্যায়, পাতঞ্জল, বৈশেষিকাদিদর্শনশাস্ত্রের পারগামী, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কারশাস্ত্রের মহাবারিধি, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, মহারাষ্ট্র, পুণ্যপত্তন, পঞ্জাব ও মৈথিল ছাত্রগণের বিবিধশাস্ত্রাধ্যাপক গভীরপাণ্ডিত্যভাক্ ৺মহাত্মা দ্বারকানাথের একটি বংশাবলী বিন্যস্ত করিয়া মহামহোপাধ্যায় উপাধি যে তাঁহাদের বংশেরও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নহে, তাহার প্রমাণ করিব।—

মধুসূদনসেনকবিরাজ

মহামহোপাধ্যায় | রতিরামসেন
অভিরাম কবীন্দ্র | রামমোহনসেন
দুর্গাদাস শিরোমণি | রামসুন্দরসেন
রাজীবলোচন সেন

মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথসেনকবিরত্ন
শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথসেন
এম, এ, বিদ্যাভূষণ

এখন সকলে স্থির করুন, এই সকল উপাধি, বিশেষতঃ মিশ্র ও পাঁড়ে উপাধি, একমাত্র ব্রাহ্মণসমুচিত বটে কিনা। ফলতঃ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহারা অধ্যাপনা করিতে পারিতেন না। এবং মুখ্য ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পাচিত মাংসাদিঘটিত ঔষধ প্রসন্নচিত্তেই গলাধঃকরণ করিতে চাহিতেন না। অপি চ বৈদ্যেরা যে নিজে মিশ্রোপাধিক ছিলেন ও মিশ্রোপাধিক ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান প্রদান করিতেন, তাহাতেও তাঁহাদের পূর্ব্বব্রাহ্মণ্য স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া থাকে। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন—

রামুসেনেন জগৃহে নিজদুর্দ্দৈবদোষতঃ।
শ্যামদাসস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটকস্থিতেঃ॥ ১৯২ পৃষ্ঠা

রামুসেন কটকবাসী শ্যামদাসমিশ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কটকের শ্যামদাসমিশ্র যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা ধ্রুবই। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গলার বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ্য এত দূর বিশুদ্ধ ছিল যে, তাঁহারা উড়িয়া ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করাও লাঘব বলিয়া মনে করিতেন। তাই ভরত উহার অপকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন। উৎকল ব্রাহ্মণেরা আমাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে কেন প্রস্তুত হইতেন ?

উৎকলের সেনশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা ও গুপ্তশর্ম্মপ্রভৃতি আমাদের দায়াদবান্ধব। উঁহারা আপনাদিগকে বৈদ্যের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। গয়ার গয়ালীরাও আমাদের অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ ভিন্ন পদার্থান্তর নহেন। তবে অম্বষ্ঠদেশে বসবাসনিবন্ধন আমাদের ভৌগোলিক পরিভাষা অম্বষ্ঠ, মগধে বসবাসনিবন্ধন উঁহাদের পরিভাষা মাগধ। উঁহা-দিগের উপাধিও সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা ও গুপৎশর্ম্মা। উঁহারা ও আমরা সকলেই "ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জস্তঃ," উগ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণবৈশ্যবপুর্জস্তঃ, তাই উঁহাদের আমাদের মাতৃকুলসমাগত উপাধি সেনগুপ্তাদি ও পিতৃকুলসমাগত উপাধি শর্ম্মা। নাগপুরের গুপ্তশর্ম্মা, মহারাষ্ট্রের বৈদ্যশর্ম্মা, সেনয়ী বা সেনবী ও সারস্বত ব্রাহ্মণ, মথুরার সেনশর্ম্মা চৌবে, ইটোয়ার সেনশর্ম্মা, লক্ষ্ণৌএর অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়ারের সেনাঢ্য ব্রাহ্মণ, পঞ্জাবের দত্তশর্ম্মা বা সারস্বত ব্রাহ্মণ, কাশ্যাদিভূমির চন্দ্র (চন্দ) শর্ম্মা ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, আসামের বেজবড়ুয়া এবং চিকিৎসাবৃত্তিক সমগ্র মিছির ব্রাহ্মণ, আমাদিগের দায়াদবান্ধব। তবে যেরূপ রাজমহেন্দ্রী, উৎকল ও মেদিনীপুরের দাশ ও পঞ্জাবের সারস্বত দত্ত ব্রাহ্মণেরা শর্ম্মা ত্যাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ বাঙ্গলায় আমরাও শর্ম্মা ত্যাগ করাতে বঙ্গাগত ঐতিহ্যতত্ত্বানভিজ্ঞ কান্যকুব্জেরা আমা দিগকে অব্রাহ্মণ ভাবিয়া যত বিপৎ আনয়ন করিয়াছেন। অমরের শূদ্রবর্গধৃত কায়স্থ অম্বষ্ঠশব্দও উঁহাদিগের উক্ত ভ্রান্তির কতক পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের সমাহৃত প্রমাণাবলী যত্নসহকারে পদার্থগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কখন ডল্লনমিশ্রাদির সহিত আমাদিগের অভিন্নতা দেখিতে পাইবেন না। ডল্লনাদিও কি জাতি বৈদ্য ছিলেন? তাহা না হইলে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দান করিতেন না।

"সমস্তজনপদতিলককল্পে শ্রীভাদানকদেশে নগরীবরমথুরাসমীপে অঙ্কোলানাম বৈদ্যস্থান মস্তি। যত্র সৌরবংশজা ব্রাহ্মণাঃ সমস্তভূমিপতিমান্যা অশ্বিনীকুমারসমানাঃ পার্বণচন্দ্ররুচিযশঃপ্রসাধিতদিঙ্মণ্ডলা বৈদ্যাশ্চ অভূবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনামা চিকিৎসকশিরোমণিরভূৎ। তত স্তৎপুত্রো ভিষক্-শিরোমুকুটমণির্জয়পালঃ সমজনি। তত্তনয়শ্চ সমস্তশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ভরতপালঃ সঞ্জাতঃ। তৎপত্রঃ স্বকুলনভস্তলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ শ্রীসহনপালদেব

নৃপতিবল্লভঃ শ্রীডল্লনঃ সমভূৎ। তেন শ্রীজেজ্জটং টীকাকারং শ্রীগয়দাশ ভাস্করৌ চ পঞ্জিকাকারৌ শ্রীমাধবব্রহ্মদেবাদীন্ টিপ্পনকারাংশ্চ উপজীব্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রসুশ্রুতব্যাখ্যানায় নিবন্ধসংগ্রহঃ ক্রিয়তে।" সুশ্রুতটীকা প্রারম্ভঃ।

পাঠক দেখ, যাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে চিকিৎসক, তাঁহারা কখনই ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব গৌণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। অঙ্কোলা একটী বৈদ্যপ্রধান স্থান, ইহাদ্বারাও ডল্লনের অম্বষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে। এবং তিনি যে "মিশ্র" ব্রাহ্মণ, তাহাতেও তাঁহাকে দ্বিবর্ণের মিশ্রণ-সম্ভব অনুলোমজ ব্রাহ্মণ ভিন্ন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। অপিচ ডল্লন আপনাদিগকে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সহিত তুলিত করিয়াও আপনার অম্বষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। তিনি মুখ্য ব্রাহ্মণ হইলে আপনাকে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকির সহিত তুলিত করিতেন। তৎপর তিনি যে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণকে

সমস্তভূমিপতিমান্যাঃ

বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারাও তাঁহাদের অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ্যই প্রতি-পাদিত হইতেছে। কেন না মুখ্য ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় রাজারা সম্মান করিবেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত সত্যই, ফলতঃ ক্ষত্রিয় রাজারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করিতেন, ইহা বলিয়া ডল্লন তাঁহার নিজের অম্বষ্ঠজাতি যে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি, এ, ১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে আমার "বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে ফুটনোটে লিখিয়াছিলেন যে, "অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গেল গয়ালীরা অম্বষ্ঠ নহেন, মাথুর ব্রাহ্মণ। পুরাণে ইঁহাদের উৎপত্তি-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এবচ।
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে পুনঃ" ॥

কিন্তু তাঁহার এই অনুসন্ধান সর্ব্বথাই অসম্পূর্ণ। কোন পুরাণে এই বচনটী নাই, ইহা কল্পিত বচন। আমরা এখানে বচনের প্রথমার্দ্ধেরও

অধ্যাহার করিলাম, এ বচন প্রমাণ নহে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে মহাত্মা বরাহের নিবাস কেতুমালবর্ষে বা অপোগস্থানে ছিল—

বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্।
মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষ্বান্তে জনার্দ্দনঃ॥ ৪৯

৩ অ—২ অং

এই বরাহ, কূর্ম্ম ও মৎস্য, মানুষ ও মহর্ষি ছিলেন। সকলে তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা বনের শূকর বা জলের কচ্ছপ বা মাছ ছিলেন না। তাঁহাদের কাহার ঘর্ম্মে কোন একটী সম্প্রদায় বা জাতিরও সৃষ্টি হইতে পারে না। সরলাদেবীর মতন মনস্বিনী যে কেন এই পুস্তির গল্পে আস্থা প্রদর্শন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। ফলতঃ বেজবড়ুয়ারা যেমন ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ, তদ্রূপ মাথুর, মাগধ ও পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণেরাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বা ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অনুলোমজ মিশ্র ব্রাহ্মণ। সকলে বরং সাধারণতঃ ইহাই বলিয়া থাকেন যে—

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জাঃ
মাথুরং মাগধং বিনা।

মাথুর ও মাগধ ভিন্ন অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ পরিভাষার বিষয়ীভূত এবং ইহাও উঁহাদের ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। কার্য্যতঃ মাথুর ও মাগধ ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়াই সকলে উঁহাদিগকে কান্যকুব্জশ্রেণীহইতে বাদ দিয়াছেন। অপিচ গয়ালীরা মাগধ ভিন্ন মাথুর ব্রাহ্মণও নহেন। সে দিন আমার নিকট রাউলপিণ্ডীহইতে একটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি আপন হস্তে আমার খাতায় তাঁহার এই ঠিকানা লিখিলেন—

Kaviraj Mehta
SITA RAM DATTA.
Aditya Oushadhalaya
RAULPINDI COURT.

এখন সকলে শর্ম্মাবর্জ্জিত এই দত্তোপাধিক কবিরাজ ব্রাহ্মণকে আমাদের দায়াদ বান্ধব মনে করিতে পারেন কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ইনি আপনাকে সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের

সেনবী ব্রাহ্মণেরাও কেহ কেহ সারস্বতের দোহাই দিয়া থাকেন। ফলতঃ উহা সারস্বত প্রদেশে বসবাসের চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং উক্ত "সারস্বত" পরিভাষাদ্বারা উঁহাদিগের ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভবত্ব একবারেই নিরাকৃত হইয়াছে, এরূপও মনে করিতে হইবে না।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও এইক্ষণ আমাদিগের দেশেও আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, উঁহাদিগের নাম ভূমিহর বা ভূইহার ব্রাহ্মণ। ঐ সকল দেশে উঁহারা "বাভণ" বলিয়াও সূচিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাও আমাদিগের দায়াদবান্ধব ভিন্ন পদার্থান্তর নহেন। অবশ্য ত্বগ্‌দর্শী কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মুসলমানরাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে একে অন্যের ভূমি হরণ করাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ নামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমিহরণব্যাপারে ক্ষত্রিয়গণেরই বিশেষ সংলিপ্ত থাকার যেরূপ বেশী সম্ভাবনা, তদ্রূপ নিরীহ ও নির্লোভ ব্রাহ্মণজাতির নহে। অতএব আমরা ভূমিহরশব্দের এহেন অহেতুকী ব্যুৎপত্তির পক্ষপাতী হইতে পারি না। কেহ কেহ বা তাঁহাদিগকে মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়াও থাকেন, তাহাও আমরা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। ফলতঃ ভূমিহর শব্দের অর্থ "কৃষক"। উশনা বলিয়া গিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং বিধিনাবিপ্রাৎ জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোপি তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনীবৃত্তিকোবাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবিকঃ॥

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যকন্যা বিবাহ করাতে তাঁহার গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হয়। তাঁহাদিগের বৃত্তি কৃষি, পাচকতা, যুদ্ধ ও চিকিৎসা। কৃষি কেন? অনুলোমজগণ আপৎকালে মাতৃকুলের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। সময়বিশেষে উঁহারা পাঁচকব্রাহ্মণেরও কার্য্য করিতেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ময়ূরভঞ্জস্কুলে অধ্যয়নকালে তাহাকে উৎকলছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমার পিতা যাজনের কার্য্য করেন, না পাচকের কার্য্য করিয়া থাকেন। কলিকাতায় যে সকল উড়িয়া ব্রাহ্মণ পাচকের কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই বৈদ্যের শ্রেণী ব্রাহ্মণ। আমরা ভূমিহর ব্রাহ্মণ ও শিখরভূমির ভূমিজদিগকেও ঐরূপ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া, মনে করি।

অবশ্য বিতর্ক হইতে পারে, যদি অম্বষ্ঠগণ একতর ব্রাহ্মণই বটেন, তাহা

হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে যাজনাদি দেখা যায় না কেন? মন্বাদি ত অম্বষ্ঠকে চিকিৎসা ভিন্ন যাজনবৃত্তি প্রদান করেন নাই? তথাপি উৎকলের পাণ্ডা ও গয়ালীদের হস্তে যে আংশিক যাজন রহিয়াছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাদের যাজনাধিকার সমর্থিত হইতে পারে। ফলতঃ দুরূহ ও সুকঠিন চিকিৎসা কার্য্যের ভার ন্যস্ত হওয়াতেই তাঁহারা যাজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। সে অধিকারও তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল না। আর ব্রাহ্মণের অত্যাচারে ও কতক নিজ দোষেও তাঁহারা মাতৃকুলের শৌচ গ্রহণ করিয়া, বঙ্গদেশে অব্রাহ্মণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমাদের অধ্যাপনাধিকার ও সদাচার, এখনও আমাদের ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়াছে। আমরা আমাদের দুর্গোৎসবের সময়ে নিজেরা প্রতিমাস্পর্শ ও পূজা করিয়া থাকি। অন্নব্যঞ্জন দিয়া ভোগ দি এবং অনেক সময়ে বা তন্ত্রধারের কার্য্যও করিয়া থাকি। আমাদের পুরোহিত গণ প্রসন্নচিত্তেই আমাদের এই যজনব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। ইহাও আমাদিগের ব্রাহ্মণ্যসংসূচক লক্ষণান্তর বটে।

বৈদ্যদিগের মধ্যে ধর, কর, নন্দী, সেন, দাশ গুপ্ত, চন্দ্র দত্ত, দেব, কুণ্ড, সোম, নাগ ও রক্ষিতপ্রভৃতি উপাধিসন্দর্শনে অনেকে বৈদ্যগণকে শূদ্রগন্ধী মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম। আমরা বৈশ্যমাতৃক, তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যে সেন, গুপ্ত, দত্ত, চন্দ্র, দেব ও ধর, করপ্রভৃতি উপাধির সমাগম ঘটিয়াছে। দাশোপাধিটী আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। যদি গয়ালীরা অমুক সেনশর্ম্মা বা দত্তশর্ম্মা বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য আবিল না হয়, যদি উৎকলের দাশ বা দাশশর্ম্মা, পঞ্জাবের দত্ত বা দত্তশর্ম্মা এবং বঙ্গদেশের ধরকরোপাধিক বৈদিক শর্ম্মারা অব্রাহ্মণ না হয়েন, তাহা হইলে বাঙ্গলার বৈদ্যেরাই বা অব্রাহ্মণ হইবেন কেন? রাজমহেন্দ্রী, উৎকল, মেদিনীপুর ও পঞ্জাবেও কি শর্ম্মা উহ্য হইয়া যায় নাই? তৎপর আমাদের দাশোপাধি, উৎকলাদির দাশোপাধির ন্যায় শকারান্ত, পরন্তু সকারান্ত (দাস) নহে। আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়াই পিতৃকুলহইতে উক্ত দাশ-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি। অতঃপর আমরা ভারতের সর্ব্বত্র যে চন্দ্রোপাধিক চিকিৎসক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একটী বংশের নামাবলী বিন্যস্ত করিয়া দেখাইব চন্দ্র ও ধর করাদি উপাধি বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যবিধ্বংসক নহে।

ধর্ম্মদাসজীচন্দ্রশর্ম্মা
|
চৈলরামজীচন্দ্রশর্ম্মা
|
ধীরমলজীচন্দ্র শর্ম্মা
|
শ্রীলালজীচন্দ্রশর্ম্মা
|
শ্রীঘনশ্যামচন্দ্রশর্ম্মা

বিদ্যাসাগর কবিরাজ,
সাং রত্নগড়, বিকানিয়র।

এই ঘনশ্যামচন্দ্রশর্ম্মা বিদ্যাসাগর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র ও তিনি ১৭৯নং, হ্যারিসনরোডে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি নিজে আমাকে এই বংশতালিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই নামসমূহের "চন্দ্র" ভাগ যে বংশীয় উপাধি, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই।

অতঃপর আমরা নিম্নে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রফলকের প্রতিলিপি বিন্যস্ত করিয়া, ধরোপাধিক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিব। উহাতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে যে—

জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহ ধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যগোত্রায় অঙ্গিরোবৃহস্পতিশিনগর্গভরদ্বাজপ্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি তাম্রশাসনী কৃত্য প্রদত্তঃ অস্মাভিঃ।"

যদি বল যে ইঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহেন? তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর ও করোপাধিক বৈদিকব্রাহ্মণগণ (যাঁহারা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের দীক্ষাগুরু) ধর ও করোপাধিক বৈদ্যগণের ন্যায় অব্রাহ্মণ? আমাদিগের কিন্তু ধারণা ইহাই যে ধর ও করোপাধিক যত ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, উঁহারা সকলেই প্রকৃত অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই অদ্যাপি সে অম্বষ্ঠচিহ্ন বহন করিতেছেন। যাহা হউক আমরা যে সকল প্রমাণ ও যুক্তির অবতারণা করিলাম, তাহাতে প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তিই যে ব্রাহ্মণবৈশ্যপ্রভব

অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য অম্লানবদন ও অগ্লানহৃদয়েই স্বীকার করিবেন ইহা ধ্রুবই। মহামতি নীলকণ্ঠ অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা, আমাদিগের এই উক্তিরই সম্পূর্ণ সমর্থক। তিনি বলিতেছেন যে—

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ
উৎপন্নস্য সাক্ষাৎ বা কতিপয়
পুরুষব্যবধানাৎ (৬৪—১০ অঃ—মনু দেখ)
ব্রাহ্মণ্যলাভো দৃশ্যতে ইতি তয়োরস্তি যোনিত্বম্।

এই "তয়োঃ" কে ? মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ। ইঁহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাস্ত্রীতে জাত। নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—ইঁহারা জন্মমাত্রই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ। কতিপয় পুরুষ ব্যবধানে ব্রাহ্মণ্যলাভের কথা মনুবচনে নাই, উহা মেধাতিথিকুল্লূকাদির বিকৃত ব্যাখ্যা। নীলকণ্ঠ সম্ভবতঃ মেধাতিথিদ্বারা কুপথগামী হইয়া শেষাংশের বৃথা অবতারণা করিয়াছেন। যাহা হউক মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ যে জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ, তাহা নীলকণ্ঠকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। করধরোপাধিক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সেই প্রোমোশনপ্রাপ্ত অম্বষ্ঠসন্তান। মনু—১০অঃ—৬৪ শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া কুল্লূকও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই।—

ইদানীঃ "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু" ইত্যুক্তলক্ষণব্যতিরেকেণাপি
ব্রাহ্মণ্যাদি দর্শয়িতু মাহ শূদ্রায়ামিতি

অর্থাৎ মনু, ১০ অঃ, ৫ম শ্লোকে তুল্যবর্ণের স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্রকে সবর্ণ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখানেও ৬৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ হইতে অতুল্যবর্ণের স্ত্রীর গর্ভেও যে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, তাহা "শূদ্রায়াং" এই কথায় শ্লোক আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন। মনু ৬৪ শ্লোকে কাহার ব্রাহ্মণ্যলাভের কথা বলিয়াছেন ? শূদ্রাগর্ভজ পারশবের ? সুতরাং ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাগর্ভজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহাই প্রতিপন্ন ও সিদ্ধ হইতেছে। অতঃপর আমরা দেখাইব দাশোপাধিও বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য ভিন্ন শূদ্রত্ববিঘোষী নহে। দাশেরা সমধিক ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই উক্ত নামে সমলঙ্কৃত হয়েন। অবশ্য ভরতাদি দাশোপাধি সাস্ত ব্যবহার করিয়া

গিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমরা সাধারণের সন্দেহনিরসনজন্য নিম্নে দাশ ও দাসে কি প্রভেদ তাহা দেখাইব।

দাশ ও দাসে প্রভেদ কি ?

আমি জাতিতত্ত্ববারিধির প্রথমভাগে বৈদ্যজাতির দাশোপাধি 'শ'কারান্ত করিয়া লেখায় ও নির্দ্দেশ করায় অনেকে আমার কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন, কেহ কেহ বা পুস্তক লিখিয়া আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেও বদ্ধপরিকর, তাই আমাকে বাধ্য হইয়া ইহার কৈফিয়ত দিতে হইল।

মানুষের উপাধিগুলি কি ? এগুলি সাধারণতঃ প্রত্যেক বংশের প্রবর্ত্তয়িতা বা আদি বীজিপুরুষের নামমাত্র। যেমন—

বলবন্ত রাও গঙ্গাধর তিলক।

এখানে "বলবন্ত রাও" কথাটি ভারতবিশ্রুত মহামতি তিলকের নিজ নাম। গঙ্গাধর কথাটি, তাঁহার পিতৃদেবের নাম এবং তিলক কথাটি তাঁহাদিগের আদিবংশপ্রবর্ত্তয়িতার ব্যক্তিগত সংজ্ঞা। ঐরূপ "নন্দকৃষ্ণ বসু" কথিত হইলে বুঝিতে হইবে, "নন্দকৃষ্ণ" অংশটি কোন ব্যক্তির Christian name এবং "বসু" কথাটি তাঁহার Surname। এই উদাহরণ দুইটিদ্বারা ব্যক্তীকৃত হইতেছে যে, বলবন্ত রাও, তিলকনামা কোন ব্যক্তির এবং নন্দকৃষ্ণ, বসুনামা কোন ব্যক্তির অধস্তন সন্তান। আর এই তিলক ও বসু কথাটি, উঁহাদিগের উভয়ের বংশীয় উপাধি। এখানে উভয়ের উপাধিগত পার্থক্য ঘটিল কেন ? বলবন্তরাও ব্রাহ্মণ, তাই তাঁহার ব্রাহ্মণপূর্ব্বপুরুষের নাম মাঙ্গল্যসংসূচক "তিলক" শব্দদ্বারা বিরচিত হইয়াছিল। আর নন্দকৃষ্ণবসু, করণ বা কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। করণের পিতা বৈশ্য ও মাতা শূদ্রা।

শূদ্রাবিশোস্তু করণঃ। অমর

কালে অনুলোমজগণ মাতৃকুলের আচার প্রাপ্ত হইলেও প্রথমে তাঁহারা পিতৃসাদৃশ্য ভজনা করিতেন। তাই এইক্ষণে কায়স্থগণ শূদ্রধর্ম্মা হইলেও পূর্ব্বে বৈশ্যধর্ম্মা ছিলেন। তজ্জন্য নন্দকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষের নাম "বসু" বা ধনশব্দসম্পৃক্ত হইয়াছিল। যদুক্তং মহর্ষিণা শঙ্খেন—

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৪৩
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং চান্ত্যজন্মনঃ॥ ৪৪—২অঃ।

অবশ্য কেহ কেহ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই বংশগত উপাধি না দেখিয়া আমাদিগের উক্তি বিতথ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ চক্রবর্ত্তী, কেহ ভট্টাচার্য্য ও কেহ কেহ বা রায়প্রভৃতি অবান্তর উপাধিদ্বারা সমলঙ্কৃত হইলেও বুঝিতে হইবে যে তাঁহাদিগেরও কোনরূপ বংশীয় উপাধি ছিল, তাহা এই সকল উপাধির আবরণে চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর, কর প্রভৃতি উপাধি বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা একবারেই উপাধিশূন্য নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শুকুল, চৌবে ও দোবেপ্রভৃতি উপাধিও এদেশের ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি উপাধির ন্যায় বিদ্যাহইতে সমাগত। এই সকল উপাধি-পরম্পরাও কোন পূর্ব্বপুরুষহইতে অনন্তরবংশে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে মাত্র। কিন্তু এই সকল উপাধি গুণগত, পরন্তু বংশগত নহে। সমগ্র হিন্দুস্থান বিশেষতঃ পঞ্জাব, মথুরা, গয়া এবং উৎকলপ্রভৃতি দেশে দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, চন্দ্রশর্ম্মা ও সেন-চৌবেপ্রভৃতি উপাধিধারী বহু ব্রাহ্মণের বসবাস। এই সকল ব্রাহ্মণের দত্ত, ধর, কর, সেন ও গুপ্ত প্রভৃতি উপাধি মাতৃকুল ও শর্ম্মা উপাধি পিতৃকুল হইতে সমাগত। সাধারণতঃ ইঁহারা অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ প্রকৃত তত্ত্বের অনবগতিনিবন্ধন কেহ আপনাদিগকে মিশ্র-ব্রাহ্মণ ও কেহ কেহ মাথুর বা মাগধ-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এবিষয়ে উৎকলে একটি কারিকা প্রচলিত আছে।

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ।
মৌদগল্যো দাশশর্ম্মা চ, গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥
ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ।
শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণা ইমে॥

ইঁহাদিগের এইরূপ দ্বৈধীভাবাপন্ন উপাধি হইবার কারণ কি? কারণ এই

যে, ইঁহারা ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অনুলোমজ-জাতি। তজ্জন্য উপাধিগুলি পিতৃকুলের ব্রাহ্মণ্য ও মাতৃকুলের বৈশ্যত্ব লইয়া বিরচিত। মনু বলিয়াছেন—

ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে। ৯—১০অ

আগুরিদিগের পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা শূদ্রা, তজ্জন্য তাঁহারা ক্ষত্র শূদ্রবপুর্জন্ত উগ্র। ঐরূপ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণও যথাক্রমে ব্রাহ্মণক্ষত্রবপুঃ ও ব্রাহ্মণ বৈশ্যবপুর্জন্ত বলিয়া পরিগণনীয় ও পরিগণিত। এবং ঐ কারণেই তাঁহাদিগের উপাধিতে পিতৃচিহ্ন শর্ম্মা ও মাতৃকুলের চিহ্ন সিংহ বল ও সেন গুপ্তাদি বিজড়িত। বলিবে তবে দাশোপাধিক বৈদ্যদিগের বেলা কঃ পন্থাঃ? তবে কি বুঝিতে হইবে যে দাশোপাধিক বৈদ্য দিগের পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও মাতা শূদ্রা? মাতা শূদ্র হইলে সে সন্তান পারশব না হইয়া কেমন করিয়া অম্বষ্ঠ হইতে পারে? ফলতঃ যদি বৈদ্যের উপাধি দাশ "দাস" হইত, তাহা হইলে তাহাতে শূদ্রত্বের আশঙ্কা করিতে পারিতে। বস্তুতঃ কি মূর্দ্ধাবসিক্ত বা কি অম্বষ্ঠ, তাঁহাদিগের উক্ত দাশোপাধিই তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য বিঘোষিত করিয়া থাকে, উক্ত দাশোপাধি তাঁহারা পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত দাশ-শব্দের অর্থই ব্রাহ্মণ। বৈদ্যজাতির মধ্যে দাশগণই সমধিক সদাচার ও ব্রাহ্মণ্যাদি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ইঁহারা পিতৃসাজাত্যভজনা ও পিতৃকুলের দাশোপাধি লাভ করেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে দাশগণ যে সর্ব্বপ্রধান মহাকুল, তাহারও হেতু উহাই। এবং এই দাশগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বারেন্দ্র কায়স্থকুলে প্রবেশ লাভ করাতেই দাশেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য। এই দাশশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের একটী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ "দাশ" নামে বিশেষিত ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরাই সর্ব্বত্র দাশ বলিয়া প্রখ্যাত। বৈদ্য কুলপঞ্জী চতুর্ভুজ বলিতেছেন যে—

মৌদ্গল্যাখ্যো মুনির্নাম যঃ কোশলনিবাসিকঃ।
উপযেমে তৃতীয়াং স সুন্দরীং গৃহভদ্রিকাম্॥
তস্যা জাতৌ সুতৌ দ্বৌ চ আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকৌ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতৌ সেনদাশাভিধানকৌ॥

মহাত্মা অমৃতাচার্য্যের পঁচিশটী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে কোশলদেশনিবাসী মৌদ্গল ঋষি তৃতীয়া কন্যা গৃহভদ্রিকার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে সেন

ও দাশনামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। এই দাশের বংশেই মহাত্মা চায়ু ও পত্ব দাশ প্রসূত, এবং চায়ুর পুত্র পুরন্দর দাশ, নরদাশ ও দিবাকর দাশ হইতেই বঙ্গ ও রাঢ়ের মহাকুল অরবিন্দ, জয়, বিষ্ণু, স্কন্দ (কান্ন), রাম, নিম, ঈশান এবং দুর্জ্জয়, চণ্ডীবর, গণপতি ও বাণ-দাশবংশ সমুদ্ভূত। এই দাশবংশ এতদূর আভিজাত্যাভিমানসম্পন্ন ছিলেন যে, কৌলীন্যদাতা মহারাজ আদি বল্লালসেনের সাদর নিমন্ত্রণেও উঁহারা সাহঙ্কারে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হইয়া ছিলেন। এমন কি ধন্বন্তরি, শক্তি ও গুপ্তবংশের যাঁহারা বল্লালের বাড়ীতে ভোজন করিয়া ছিলেন, দাশগণ তাঁহা-দিগকেও কৌলীন্যহীন করিয়া কষ্টসাধ্য বৈদ্যে পরিণত করেন। বলিতে পার দাশশব্দের অর্থ যে ব্রাহ্মণ, তাহার প্রমাণ কি ?

প্রথম প্রমাণ ইহাই যে রাজমহেন্দ্রী, উৎকল ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণেরা যে দাশোপাধির ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা নিয়ত শকারান্তক। উৎকল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাশ এম্ এ আমাকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে আমাদিগের উৎকল ব্রাহ্মণদিগের এই দাশ কথাটী নিত্য শান্ত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রগণ ইহার ব্যবহারে অধিকারী নহেন। দ্বিতীয় প্রমাণ ইহাই যে আমরা সমগ্র ভারতের কতকগুলি পৃথক পৃথক সংস্করণের পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে

দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে

এই সূত্রটীর দাশ শব্দটী সর্ব্বদা শকারান্ত বলিয়াই ব্যবহৃত দেখিতে পাইয়া আসিতেছি। এবং বৃত্তি ও টীকাকারগণও এই দাশশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাশিকা বৃত্তিকার জয়াদিত্যবামন বলিতেছেন—

দাশগোঘ্নৌ শব্দৌ সম্প্রদানে কারকে নিপাত্যেতে। দাশ দানে ততঃ পচাদ্যচ্। সকৃৎ সংজ্ঞকত্বাৎ কর্ত্তরি প্রাপ্তঃ সম্প্রদানে নিপাত্যতে দাশন্তি তস্মৈ ইতি দাশঃ। আগতায় তস্মৈ দাতুং গাং হন্তীতি গোঘ্নঃ.অতিথিঃ। টগত্র নিপাত্যতে নিপাতনসামর্থ্যাৎ এব গোঘ্ন ঋত্বিগাদি রুচ্যতে নতু চণ্ডালাদিঃ।

মহর্ষি পতঞ্জলি বা কাত্যায়ন এই সূত্রসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তত্ত্ববোধিনী টীকাকার জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীও এ বিষয়ে মৌন পরতন্ত্র রহিয়াছেন। ভট্টোজী বামনের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। কলাপ এই সূত্রটী অবিকল

গ্রহণ করিয়াছেন (কৃদন্ত ৪৭৯ সূত্র), কিন্তু বৃত্তিকার দুর্গসিংহ বা পঞ্জিকাকার ত্রিলোচন দাশগুপ্তও দাশশব্দসম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্য করেন নাই। কিন্তু যখন গোত্র কথাটীর সীমানির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সকলেই চণ্ডালাদি শূদ্রের প্রতিষেধ করিয়া ঋত্বিগাদির বিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের ঋত্বিকৃত্ব করার অধিকার ও সম্ভাবনাও নাই, তখন এতদ্দ্বারা দাশ-শব্দও যে দানীয় ব্রাহ্মণপর, তাহা সূচিত হইতেছে। ক্রমদীশ্বর দত্তগুপ্ত, তদীয় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে দাশ শব্দের পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু তিনিও "দানীয়" শব্দ ব্রাহ্মণপর বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

কচিৎ করণসম্প্রদানয়োশ্চ। ১৯০ সূ

তত্র মহারাজজুমরনন্দিগুপ্তঃ—স্নানীয়ং তৈলং দানীয়ো বিপ্রঃ। গোয়ীচন্দ্রশ্চ—কচিৎ করণে সম্প্রদানে চ বাচ্যে অনীয়ঙ্ ভবতি। কচিৎ ইতি কৃতম্ শিষ্টপ্রয়োগানুসারার্থং। স্নাতি অনেন স্নানীয়ং তৈলং। দীয়তে অস্মৈ দানীয়ো বিপ্রঃ।

বেশ বুঝা গেল পাণিনি ও কলাপ যে অর্থে দাশ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, ক্রমদীশ্বর সেই অর্থেই দানীয় শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই দানীয় ও দাশে কোন প্রভেদ নাই। দানীয় অর্থ যেমন ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ দানের পাত্র দাশও ব্রাহ্মণই বটেন। ক্রমদীশ্বর ২৫৪ সূত্রে বলিতেছেন যে—

পুংসি ঘণ্ কারকে চ।

জুমর নন্দী বলিতেছেন—তালব্যান্ত দাশৃ দানে দাশন্তি অস্মৈ দাশো বিপ্রঃ। অর্থাৎ কারক বাচ্যেও ধাতুর উত্তর ঘণ্ প্রত্যয় হয়, ঘণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। দাশ্ ধাতু সম্প্রদানে ঘণ্ = দাশ। এই দাশের অর্থ ব্রাহ্মণ। প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণের টীকাকারগণও এই দাশকে ঋত্বিক্ বলিয়া ইহার ব্রাহ্মণার্থকত্বের সমর্থন করিয়াছেন।

মহেন্দ্রশর্ম্মা—ইঁহার টীকার নাম কৃৎপ্রদীপিকা। তিনি বলিতেছেন যে,

দাসো ভৃত্যঃ কৈবর্ত্তো বা। দাশ ঋত্বিজি তালব্যঃ। ভৃত্যে দন্ত্যঃ।

সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ—ইঁহার টীকার নাম গূঢ়প্রকাশিকা। তিনিও বলিতেছেন—দাশ ইতি পাঠে দাশৃ দানে অত্রাপি সম্প্রদানে অচ্ দাশ ঋত্বিক্।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল, ইঁহারাও দাসকে ভৃত্য ও শূদ্র এবং দাশকে

ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত ছিলেন। এবং আমরাও ঐ কারণে একতর ব্রাহ্মণ অধ্যাপনায় পূর্ণাধিকারবান্ অম্বষ্ঠগণকে একমাত্র দাশ শব্দের বিষয়ীভূত বলিয়াই মনে করি ও বিশেষিত করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

মহেন্দ্র শর্ম্মাও দন্ত্যান্ত দাসই যে ভৃত্য ও তালব্যান্ত দাশই যে ঋত্বিক্, ইহা বলিয়া আপনার সহৃদয়তা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য অমরের টীকাকার রমানাথের দ্বারা উৎপথগামী হইয়া শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য, শব্দসার ও প্রকৃতিবাদ—প্রভৃতি অভিধানসমূহ দাশের অর্থ ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। অমরাদি ভৃত্যকে দাস (সান্ত) বলিয়াই বিবৃত করিয়াছেন।

ভৃত্যে দাসেয়দাসেরদাসগোপ্যকচেটকাঃ।

অতএব ভৃত্য ও শূদ্রার্থবাচী দাস শব্দই যে নিত্য সকারান্ত তাহাই প্রতীত হইতেছে। উক্তঞ্চ

গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। ব্যাস

অর্থাৎ বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাসাত্মক নামই প্রশস্ত। অম্বষ্ঠগণ একতর ব্রাহ্মণ, সুতরাং অশূদ্র, কাজেই তাঁহাদের নাম সকারান্ত দাসাত্মক হইতে পারে না। বলিবে পাণিনি ও বোপদেবাদির গণপাঠে ত "দাসৃ দানে" এরূপ সকারান্ত দাস ধাতুরও সমুল্লেখ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ? প্রয়োগ-রত্নমালা ব্যাকরণেও ত

দাসৃদানে দাসন্তি যস্মৈ দাসঃ

গাং হন্তি যস্মৈ স গোঘ্নঃ অতিথিঃ। ১৩১৮ পৃষ্ঠা

এরূপ সান্ত প্রয়োগ রহিয়াছে ? হাঁ তাহা অবশ্যই আছে। কিন্তু পাণিনির গণপাঠের উক্ত সান্ত পাঠ লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট। বোপদেবাদি পাণিনির গণপাঠের অনুকরণ করিয়াই প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ সাহিত্যজগতের কোন গ্রন্থ হইতে কেহ দানার্থক দাস ধাতুর একটী সিদ্ধপদও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন না। প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ কোন স্বাধীন ব্যাকরণ নহে। উহাতে বৈয়াকরণ আচার্য্যগণের প্রয়োগের উপর দুচার কথা বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পাণিনি, সারস্বত, কলাপ বা সংক্ষিপ্ত-সার প্রভৃতি কোন ব্যাকরণই যখন দানের পাত্রকে "দাস" বলিয়া নির্দ্দেশ

করেন নাই ও সূত্রের দাশ শব্দও যখন সর্ব্বত্র শান্তই (তালব্যান্ত) রহিয়াছে, তখন প্রয়োগরত্নমালা এই দন্ত্যসান্ত প্রয়োগ কোথায় পাইয়া তাহার ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে বসিলেন? তাঁহার কি পাণিনি ও কলাপের প্রয়োগ মানিয়া চলাই উচিত ছিল না? তাঁহার টীকাকারদ্বয়ও কি তাঁহার মতের বিরুদ্ধেই লেখনী সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়েন নাই? অবশ্য আমরা ঋগ্বেদে দুইটী দানার্থক দাস ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাইতেছি—

বজ্রঃ দাস্বতে অয়ং বিভর্ত্তি। ২—১৪৪ সূ—১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ দাস্বতে দান যুক্তায়।

অগ্নিং হোতারম্ মন্যে দাস্বন্তং। ১—১২৭ সূ—১ম

দাস্বন্তং অতিশয়েন দানবন্তং ইতি সায়ণঃ। কিন্তু ইহা বৈদিক ঋষি বিশেষের নিরঙ্কুশ প্রয়োগ মাত্র। বেদের বহু প্রয়োগই দুষ্ট। সূকর ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োগ যেমন সাধু নহে, তেমনই এই দাস্বন্তং বা দাস্বতে প্রয়োগও সাধু প্রয়োগ নহে। পক্ষান্তরে সমগ্র বেদেই দানার্থক দাশ ধাতুর ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

কেন বা তে মনসা দাশেম। ১—৭৬ সূ—১ম

বাং ঘৃতেন দাশতি। ১০—৯৩সূ—১ম

ভুভ্যং নমো দাশাৎ। ৬—৭১ সূ—১ম

পরা দদাতি দাশুষে। ৬—৮১ সূ—১ম

অর্য্যো বেদঃ অদাশুষাং। ৯—৮১ সূ—১ম

আমরা বাহুল্যবোধে আর অধিক দৃষ্টান্তের সমাহার করিলাম না, এতদ্দর্শনেই সকলে দানার্থ দাস ধাতুর অপ্রচলন ও অভাবের কথাটা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া লইবেন। বেদের পুরোডাশ বা পুরোলাশ শব্দও যে শকারান্ত, তাহারও হেতু দাশধাতুর নিত্য শান্তত্ব। বলিবে তবে কালিদাস কেন কুমারে দানার্থক দাস শব্দের প্রয়োগ করিলেন?

অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ

ক্রীতস্তপোভি রিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ। ৮৬—৫ সর্গ

তত্র মল্লিনাথঃ—হে অবনতাঙ্গি! অদ্যপ্রভৃতি তব তপোভিঃ ক্রীতঃ দাসঃ অস্মি। দাসৃঙ্ দানে দাসতে আত্মানং দদাতীতি দাসঃ।

আমরা বলিতে বাধ্য যে, কালিদাসের এই "দাস" শব্দটী যে দাস্ ধাতু নিষ্পন্ন তাহার কোন প্রমাণ নাই, জ্ঞাপকহেতুও কিছু দেখা যায় না। মল্লিনাথ অকারণ উক্ত বিকৃত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শিব তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতীকে বলিতেছেন যে, হে অবনতাঙ্গি! আমি আজ থেকে তোমার ক্রীতদাস হইলাম। সুতরাং যদি দাসশব্দের অভ্যন্তরে ঐ আত্মদানার্থ ভাবটী দৃঢ় থাকিবে, তাহা হইলে কালিদাস আবার "ক্রীত" কথাটীর অবতারণা করিবেন কেন? ফলতঃ এই দাস অর্থ ভৃত্য মাত্র, পরন্তু যে আপনাকে দান করে এরূপ ভৃত্য নহে। ক্রীতদাস অর্থ আত্মদানকারী কেনা গোলাম। যাহার আর নিজের আত্মার উপরও কোন স্বাধীনতা নাই। সে অর্থ ক্রীতশব্দের যোগেই সমাগত হইয়াছে। কোন ব্যাকরণে দাসশব্দ ব্রাহ্মণ বা দানের পাত্র অর্থে ব্যুৎপাদিত বা সাধিত হয় নাই, কোন কোষকারও দাস শব্দটী শূদ্র ভিন্ন দানের পাত্র ব্রাহ্মণাদি বুঝাইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। অবশ্য টীকাকার মহেন্দ্র শর্ম্মা বলিতেছেন—

দাসঃ দন্ত্যান্তঃ মতান্তরে তালব্যান্তঃ
দীয়তে নিদেশং মৎস্যাদিমূল্যং চ যস্মৈ
ইত্যচ্। দাসো ভৃত্যঃ কৈবর্ত্তোবা
দাশ ইতি ঋত্বিক্ষি ভৃত্যে দন্ত্যঃ। অথ
ধীবর ইতি শিঙভেদঃ গৌণসম্প্রদানত্বং
দশতি মৎস্যান্ ইতি দংশের্ঘ্যণি নস্য আত্বং।

কিন্তু ইহা দাসশব্দের স্বপক্ষসমর্থক টীকা, না দাশশব্দের সমর্থক টীকা? সকারান্ত দাস অর্থ ভৃত্য ও ধীবর, সুতরাং উহাতে দানার্থ থাকিল কোথায়? ভৃত্যকে নিদেশ বা বেতনদান, ধীবরগণকে মৎস্যের মূল্যদান ও রজককে বস্ত্রদান কি সম্প্রদান? এই সকল স্থলে কি কেবল ক্রিয়াযোগেই চতুর্থী হইয়া থাকে না? টীকাকারও কি ইহাকে গৌণসম্প্রদান বা অসম্প্রদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? ফলতঃ একটী বধার্থক দাস ধাতু আছে, তাহাহইতে কৈবর্ত্তার্থক দাস শব্দ ব্যুৎপাদিত॥

দাস বধে দাস্নোতি হন্তি মৎস্যং ইতি দাসঃ কৈবর্ত্তঃ।

আর একটী শকারান্ত দাশশব্দও রহিয়াছে; উহারও অর্থ কৈবর্ত্ত। কিন্তু

উহা দাশধাতুনিষ্পন্ন নহে, পরন্তু দন্‌শধাতুনিষ্পন্ন। মহেন্দ্রশর্ম্মা দন্‌শ+ঘ্যণ্‌ করিয়া দাশ-শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ক্রমদীশ্বর তাঁহার সংক্ষিপ্তসারে উহা ণট্‌ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যথা

দন্‌শ ন লুক্‌ চ কৈবর্ত্তে ণট্‌। দাশঃ। ৯০ সূ

তত্র গোয়ীচন্দ্রঃ—দন্‌শ দংশনে ইত্যস্মাৎ ণড্‌ ভবতি নকারলুক্‌চ কৈবর্ত্তে বাচ্যে। অকৈবর্ত্তব্যে তু দংশঃ (ডাঁশ)।

সুতরাং যেমন দানার্থ দাশ ধাতু হইতে কৈবর্ত্তার্থক দাশ শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তদ্রূপ দানার্থক দাসধাতুহইতেও ভৃত্যবাচী দাস শব্দ ব্যুৎপাদিত নহে। বলিবে তবে

দাস্যতে দীয়তে ভৃতিরস্মৈ দাসঃ। তারা নাথঃ
দাস্যতে দীয়তে ভৃতিমূল্যমস্মৈ
ইতি দাস্‌ দানে সম্প্রদানে ঘঙ্‌। রমানাথঃ

তর্কবাচস্পতি তারানাথ তাঁহার বাচস্পত্যে ও রমানাথ অমরের টীকায় কেন এরূপ কথা বলিলেন? তাঁহারা স্বাধীন, বলিলে মারে কে? শব্দকল্পদ্রুমও ত রমানাথের ব্যুৎপত্তিটী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন? কিন্তু শিষ্টেরা এরূপ প্রয়োগ করিয়া যান নাই। ক্রমদীশ্বর তাঁহার সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণে জলদক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন—

দসো ভৃত্যে দাসঃ। ৯১

তত্র গোয়ীচন্দ্রঃ—তসু দসু উৎক্ষেপণে, ইত্যস্মাৎ দসধাতোঃ ভৃত্যে বাচ্যে ণড্‌ ভবতি। অমরের টীকাকার রঘুনাথচক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন—"দস্‌ উৎক্ষেপণে ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্‌ দাসঃ।"

তাহা হইলেই জানা গেল যদি একটী দানার্থক দাস ধাতুও থাকিত, তাহা হইলে ক্রমদীশ্বর তাহা পরিত্যাগ করিয়া দস ধাতু হইতে ভৃত্যার্থক দাস শব্দ সাধিতে এত প্রয়াস পাইতেন না। বলিতে পার, ক্রমদীশ্বর এ নূতন পন্থার অনুসরণ করিলেন কেন? আমরা ত দেখিতেছি ক্রমদীশ্বরই যথার্থ প্রাচীন পন্থারই অনুসারী? কেন না আমাদিগের দেশে দানের পাত্র, দাস বা ভৃত্যগণ ছিল না। ভারতের আদিমনিবাসীরা আমাদিগের গোধনাদি বলপূর্ব্বক

লইয়া যাইত বলিয়া আমরা উহাদিগকে দস্যু বা দাস বলিয়া সমাখ্যাত করি। বেদের বহু মন্ত্রে এই দস্যু বা দাসগণের সমুল্লেখ রহিয়াছে।

১। বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ। ৮—৫১ সূ—১ম

২। হত্বী দস্যূন্ আর্য্যং বর্ণং প্রাবৎ। ৯—৩৪ সূ—৩ম

৩। বশং নয়তি দাসম্ আর্য্যঃ। ৬—৩৪ সূ—৫ম

কালে উহারা আমাদের বাধ্য হইয়া ভৃত্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, দাস শব্দ ভৃত্যার্থবাচী হয়, উহা উহার ফলিতার্থ মাত্র। তখন উহারা ভৃতি বা বেতনও পাইত না, ক্রমে আর্য্যগণ দয়া ও ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া ভৃতি দান করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং যাঁহারা "ভৃতির্দীয়তে অস্মৈ ইতি দাসঃ" এই ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা এক প্রকার বেদের ঐতিহ্যের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ দাস শব্দ দসধাতুনিষ্পন্ন, উহার মুখ্যার্থ দস্যু বা ডাকাত, ফলিতার্থই ভৃত্য। অপর উক্ত আদিমবাসিগণ শূদ্র বলিয়াও সংজ্ঞিত হইয়া ছিল ? একারণ দাস শব্দ যেমন ভৃত্যার্থবাচী, তেমনই শূদ্রার্থবাচীও বটে। কিন্তু অম্বষ্ঠগণ না আদিমবাসী ডাকাত, না ভৃত্য ও না শূদ্র, সুতরাং শূদ্রোচিত জুগুপ্সিত দাস শব্দ তাঁহাদের নাম বা উপাধি হইতে পারে না।

বৈদ্যের সংখ্যা এত কম কেন ?

অনেকেই এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, ভারতে বৈদ্যের সংখ্যা এত কম কেন ? একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোন স্থানে যে এ জাতি দেখা যায় না তাঁহারই বা কারণ কি ? কেবল ইহাই নহে, সাধারণের ইহাও ধারণা ও দৃঢ়সংস্কার যে বঙ্গদেশেও যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নমঃশূদ্রজাতির তুলনায় অতি সামান্য, পরন্তু মুষ্টিমেয় বলিলেও যেন অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সংখ্যাগত লঘিমার কারণ অতি সাধারণ।

প্রথম কারণ বৈদ্যজাতির আভিজাত্যগত অভিমান ও তজ্জনিত বিশুদ্ধি সংরক্ষণপ্রবৃত্তি। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, এই উভয় জাতির মধ্যে ইহাই একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহাদিগের মধ্যে রপ্তানি নাই, পরন্তু

আমদানির সংখ্যা অতি অত্যধিক। পক্ষান্তরে বৈদ্যের মধ্যে রপ্তানি অনর্গলভাবেই বিরাজমান, অথচ আমদানীর ঘর একবারেই শূন্য। সুতরাং এ জাতির সংখ্যাগত লঘিমা নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী? বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি বৈদ্য নাই. ইহার তাৎপর্য্য কি? আমরা কি ইহা দেখাই নাই যে, ভারতের সর্ব্বত্রই বৈদ্য জাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে? কিন্তু ঐ সকল দেশের বৈদ্যেরা পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণই রহিয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে বাঙ্গলার বৈদ্যেরা একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত। কাজেই এই প্রধান কারণে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যদিগের সংখ্যা এত অল্প হইয়া গিয়াছে। অপিচ বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের মধ্যেও অনেকে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে প্রোমোশন পাওয়ায় তাঁহাদের সংখ্যা আরও লঘুতর হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বৈদ্য বোপদেব ও তাঁহাদের দলবল মহারাষ্ট্রে যাইয়া মুখ্য ব্রাহ্মণের দলে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, আবার ধর ও কর উপাধিধারী অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণও বৈদিকব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া বৈদ্যের সংখ্যাগত লঘিমার সংঘটন করিয়াছেন। ময়মনসিংহে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, অনেকের ধারণা তাঁহারা পূর্ব্বে বৈদ্য ছিলেন। উক্ত জনপদের কয়েক ঘর প্রধান তালুকদার ব্রাহ্মণ ভূতপূর্ব্ব নাপিত বলিয়া প্রখ্যাত। তথায় এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত যে—

"নাপিতে বাঘা ভেড়ার সিং,
তিনে খেলো আলাপ সিং"।

প্রকৃতপক্ষে উঁহারা জাতিতে নাপিত ছিলেন না, ছিলেন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তবে উঁহারা অস্ত্রচিকিৎসার কার্য্য করিতেন বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকেরা উঁহাদিগকে নাপিত বলিয়া দোষারোপ করে। পূর্ব্বে অম্বষ্ঠগণই অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন, কালে তাঁহারা উক্ত বৃত্তি নাপিতদিগকে প্রদান করেন। তন্নিবন্ধন সিন্ধু ও পঞ্জাবঅঞ্চলে লোকেরা অদ্যাবধি নাপিতদিগকে অম্বষ্ঠশব্দের বিকারপ্রভব অম্বঠ (কবিরাজ) বলিয়া সংসূচিত করে। ফলতঃ এই অম্বঠগণ যেমন জাতিতে অম্বষ্ঠ নহে, তদ্রূপ ময়মনসিংহের অস্ত্রচিকিৎসক অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণও জাতিতে নাপিত ছিলেন না। যাহা হউক উঁহারা ধনবলে চক্রবর্ত্তিব্রাহ্মণের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া যান, তাই উক্ত প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি। সুতরাং ইহাতেও বাঙ্গলার বৈদ্যের সংখ্যা কতক কম হইয়া গিয়াছে।

বৈদ্যের সংখ্যাগত লঘিমার দ্বিতীয় প্রধান কারণ বৈদ্যগণের কায়স্থী ভবন। আমার এই কথা কর্ণগত করিয়া কি বৈদ্য কি কায়স্থ অনেকেই আমার উপর চটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখিলে ও জাতিতত্ত্বের প্রকৃত খবর রাখিলে নিশ্চয়ই আমার কথায় বিরাগপ্রদর্শন করিতেন না। বৈদ্যের এই কায়স্থীভবনের হেতুও দুইটী ; প্রথম কারণ তাঁহাদের জাতীয় বৃত্তিপরিহারপূর্ব্বক লিপিবৃত্তিগ্রহণ, দ্বিতীয় কারণ, কতকগুলি বৈদ্য-সন্তানের কায়স্থকন্যাপরিণয়। তবে অর্থলোভ বা কুলীনবৈদ্যগণের নিগ্রহ বশতও আদিত্যপ্রভৃতি উপাধিধারী কতকগুলি বৈদ্যসন্তান কায়স্থমহাসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কায়স্থগণ লিপিবৃত্তিক। সেরেস্তাদারী, পেস্কারী, নায়েবী, গোমস্তাগিরি, পাটোয়ারী, তহশীলদারী, কেরাণীগিরি, ও ঐরূপ সমগ্র রাজকার্য্য কায়স্থ-গণের এক চেটিয়া ছিল। তাহাতে তাঁহাদিগের প্রভূত ধনাগম হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণবৎ শাস্ত্রানুশীলনতৎপর তদানীন্তন নিঃস্বার্থ চিকিৎসাবৃত্তিক কবিরাজগণ দৈন্যের করালদংষ্ট্রাঘাতে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, কাজেই অনেকে যাইয়া রাজসরকার বা যত্র তত্র লিপি বা কায়স্থবৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎকালে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বা সজাতির নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন না, তাঁহাদিগকে স্থলবিশেষে নিজব্যয়ে ঔষধ ও অন্ন দান করিয়া বহু দরিদ্র লোকের চিকিৎসা করিতে হইত, একালের মতন ষোল টাকা দর্শনীগ্রহণেরও সুযোগ ছিল না, সুতরাং উদরান্ননিপীড়িত বহু বৈদ্যসন্তান যাইয়া লিপির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে পরিণামে এই হইল যে, তাঁহাদিগের জাতি গেল। কেননা তখন স্বকর্ম্ম বা সজাতীয়বৃত্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন জাতির বৃত্তি গ্রহণ করিলেই পাতিত্য ঘটিত। যদুক্তং ভগবতা মনুনা—

> ব্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্যাবেদনেন চ।
> স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪—১০অ

ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন এবং স্বকর্ম্মত্যাগে লোকের বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে। এই শাস্ত্রশাসনানুসারে লিপিবৃত্তিক বৈদ্যগণ প্রথমতঃ ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্য লাভ করিলেন এবং সেই বর্ণসাঙ্কর্য্য তাঁহাদিগের অতিদিষ্ট

শূদ্রত্ব ঘটাইয়া ছিল, সকলের জাতি গেল। তাই এতদ্দেশে এই প্রবাদবাক্য তদবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে—

"জাত হারালে কায়েত"।

এইরূপে যে সকল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লিপিবৃত্তিকত্বনিবন্ধন জাতি হারাইয়া কায়স্থ হইয়া ছিলেন, তাঁহারা অদ্যাপি "অম্বষ্ঠকায়স্থ" নামে পরিচিত রহিয়াছেন এবং এই জন্যই দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে বৈদ্যোপাধিক কতকগুলি লোককে কায়স্থ ও কতকগুলি লোককে ব্রাহ্মণরূপে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়।

হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-কায়স্থগণের চিকিৎসাবৃত্তিই উঁহাদিগকে উক্ত বৈদ্যোপাধিতে বিভূষিত করিয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। অম্বষ্ঠগণ দাক্ষিণাত্যেও নিয়তচিকিৎসাবৃত্তিকত্বনিবন্ধন বৈদ্য-নামে বিশেষিত হয়েন। বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠগণ ঐরূপেই শেষে জাতিবৈদ্যে ব্যবহিত হইয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যেও সেই বৈদ্যীভূত অম্বষ্ঠগণের একদল লিপিবৃত্তিকত্বনিবন্ধন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের বৈদ্যসংজ্ঞার বিলোপ ঘটে নাই। বঙ্গদেশের যে সকল বৈদ্যসন্তান লিপিবৃত্তি লইয়া কায়স্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া কোন বিশেষত্ব ঘটে নাই। এ দেশে সর্ব্বপ্রকার কায়স্থ মিশিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছেন। তথাপি উপাধি, বংশগত মর্য্যাদা ও বিদ্যাগতবিশেষত্বদ্বারা উঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারা যায়। বৈদ্য জাতিতে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, সোম, রাজ, নাগ, ইন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত ও আদিত্য উপাধি প্রচররূপ। কায়স্থদিগের মধ্যেও এই সকল উপাধি বর্ত্তমান। কিন্তু এই সকল উপাধিমান্ কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা সম্ভ্রমশালী ও পদমর্য্যাদাবান্, তাঁহারাই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। অন্যেরা গোলামনফরশ্রেণী হইতে সমাগত। এই জন্যই সমগ্র কায়স্থজাতির মধ্যে কেবল মহাভারতপ্রণেতা কাশীরামদেবকেই সাহিত্যজগতে এত অগ্রসর দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রেও নাকি পারদর্শী ছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, যখন কায়স্থজাতি সাধারণতঃ সংস্কৃতের পঠনপাঠনা বিষয়ে অনধিকারী, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান ও সম্ভবতঃ দুই এক পুরুষের ভঙ্গ। একালেও আমরা শোভাবাজারের দেববংশীয় রাজগণ,

কোণ নগরের ৺শিবচন্দ্রদেবমহাশয়, মিঃ হরিনাথদেব, পণ্ডিত সারদারঞ্জন দেব রায়, রসায়নতত্ত্বকোবিদ প্রফুল্লচন্দ্র, কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত প্রখ্যাতনামা ৺অক্ষয়-কুমার, সিটীকলেজের অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্রদত্ত ও ধর্ম্মাচার্য্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ), বশিষ্ঠগোত্রীয় দত্ত রমেশচন্দ্র, নড়াইলের ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত জমিদারমহাশয়গণ, পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্তহীরেন্দ্রনাথদত্ত এবং সোমোপাধিক শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চায় যে অপেক্ষাকৃত অধিক অগ্রসর দেখিতে পাইয়া থাকি, ইঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠত্বই ইহার নিদান। সিংহ, বল, পাল ও পালিতপ্রভৃতি কায়স্থগণও সদাচারসম্পন্ন ও মনস্বী, কিন্তু তাঁহাদিগের সংস্কৃত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নস্তরসংস্থ। বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা রামদাসসেনমহাশয় যে সাহিত্য ও সংস্কৃতচর্চ্চায় এবং মাইকেল মধুসূদনদত্ত যে বঙ্গভাষায় কালিদাসরূপে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাদিগের এই অলৌকিক শক্তির মূলেও সেই অম্বষ্ঠশোণিত বিদ্যমান। উঁহাদিগের কাটীপাড়া প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত ছিল, লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কালে ঐ সকল দেশের সমুদায় বৈদ্যগণ কায়স্থজাতিতে পরিণত হইয়া যান, তাই উঁহাদিগের ঐ সকল বিষয়ে এত সমুন্নতি। এবং উক্ত কারণেই বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থসমাজে দাশ ও নন্দীর এত বিদ্যাগত গৌরব ও সদাচার নিষ্ঠা। ইঁহারা বৈদ্যসমাজহইতে যাইয়া বারেন্দ্রকায়স্থসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তথায় অদ্যাপি সর্ব্বপ্রধান কুলীনরূপে বিরাজ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও পুরুষোত্তমী দত্তগণের সংস্কৃতচর্চ্চা ও দেশীয় সাহিত্য-বিষয়ে উন্নতি যেমন অপ্রখরা, তেমনই অধ্যাত্মজগতেও তাঁহারা ঐ সকল কায়স্থ অপেক্ষা অনেক পশ্চাৎপদ। তবে একমাত্র অধ্যবসায় ও অর্থবলে ইহাঁরা পাশ্চাত্য ভাষা ও পার্থিব জগতে আজ অত্যধিক অগ্রসরতা প্রদর্শন করিতেছেন এবং ইঁহারা যে অচিরেই ব্রাহ্মণবৈদ্যগণকে বহু বিষয়ে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে চলিয়া যাইবেন, ইহাও যেন ধ্রুবই। তবে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজের কায়স্থদিগের মধ্যে দাশ ও সেনগণের যে তত প্রভাব ও উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ হুসেনসাহা নবাবের প্রধান মন্ত্রী

গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ। তিনি তাঁহার প্রভুত্বকালে উঁহাদিগকে বসু ঘোষ প্রভৃতির একদম নীচে ফেলিয়া দেওয়াতেই উঁহারা নিম্ন হইয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের এই কথায় অর্থাৎ বৈদ্যজাতির কায়স্থীভবন ব্যাপারে অনেকে আমাদিগের নিকট ইহার জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ত তলপ করিতে পারেন, তাই আমরা হেতু ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব। চন্দ্রপ্রভায় বিবৃত রহিয়াছে যে—

গোপালসেনঃ পরিশুদ্ধবুদ্ধি
বিনীতভাবাৎ অভবৎ প্রসিদ্ধঃ।
দ্বাবস্য জাতৌ তনয়ৌ সুশীলৌ।
গোবিন্দসেনোঽথ মহেশসেনঃ॥
তৌ রাজসেবাভি রবাপ্তকীর্ত্তী
উপার্জ্জিতানেকধনৌ বিনীতৌ। ৪২ পৃ

বৈদ্য গোপালসেনের গোবিন্দ ও মহেশসেননামে দুই পুত্র হয়। তাঁহারা রাজসরকারের কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভ করেন। বেশ জানা গেল যে ইহাঁরা স্বকর্ম্ম চিকিৎসাপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধনাশায় রাজসরকারে কায়স্থের কার্য্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তথাহি—

কালিদাসস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
আদ্যো রত্নেশ্বরঃ সেনঃ শিবেশ্বর ইতোঽনুজঃ॥
মধুসূদনসেনোঽন্যঃ সর্ব্বেঽমী রাজসেবিনঃ॥ ৫৪পৃ

কালিদাসসেনের তিন পুত্র, রত্নেশ্বর, শিবেশ্বর ও মধুসূদনসেন। ইঁহারা সকলেই রাজসেবী ছিলেন। বলিতে পার রাজসরকারের কার্য্য গ্রহণ করিলেই সে যে কায়স্থবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে? এই জিজ্ঞাসার সদুত্তরজন্য আমরা আরও কতিপয় প্রমাণের সমাহার করিব। তথাহি—

যো বৃহস্পতিগুপ্তোঽসৌ সংখ্যাতঃ সুমতিঃ শুচিঃ।
কায়স্থবিদ্যানিপুণঃ খণ্ডগ্রামে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪১২পৃ

খণ্ডগ্রামে বৃহস্পতিগুপ্তনামে যে একজন প্রখ্যাতনামা লোক ছিলেন, তিনি কায়স্থবিদ্যা অর্থাৎ লিপিকার্য্যে অতীব নিপুণ ছিলেন। বলা বাহুল্য

ইহা বৈশ্যের উৎকর্ষনির্দ্দেশক নহে, পরন্তু পতনের পূর্ব্বাভাস মাত্র। তথাহি—

অন্যো ধরাধরঃ সেনো বিনয়ী করণক্রিয়ঃ।
কায়স্থলিপিকার্য্যেষু কুশলো বিরলঃ পরঃ॥ ১৩৭পৃ

ধরাধরসেন কায়স্থের লিপিকার্য্যে অতীব কুশল ছিলেন, তিনি করণ বা তমকশুকপ্রভৃতি লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার মতন পটু লোক অতি অল্প ছিল।

দৈবকীনন্দনস্য দ্বৌ তনয়ৌ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
পূর্ব্বপক্ষে কামদেবঃ স চ কায়স্থকর্ম্মকৃৎ॥ ১৯৬
রূপদাশস্য তনয়ঃ শ্যামদাশাভিধোঽভবৎ।
মজুমদার ইতি খ্যাতঃ কায়স্থলিপিকর্ম্মকৃৎ। ২৭৩পৃ

দৈবকীনন্দনসেনের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম কামদেবসেন। তিনি কায়স্থকর্ম্ম লিপি-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রূপদাশের পুত্র শ্যামদাশও কায়স্থ বা কেরাণীর কাজ করিতেন।

অন্যা নৃহরিদাশায় ভাণ্ডারলিপিকারিণে। ৯৪পৃ
অসৌ মদনদাশোপি ভাণ্ডারলিপিকর্ম্মকৃৎ। ২৭১পৃ

পরমানন্দসেনের অন্য এক কন্যা নৃহরিদাশের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত নৃহরিদাশ রাজসরকারের ভাণ্ডারলিপিকারী। অর্থাৎ দিন দিন ভাঁড়ারে যে খরচ হইত, নৃহরি তাহার হিসাব লিখিতেন। মদনদাশও ভাণ্ডারের লেখাপড়া করিতেন।

মহাদেবস্য সেনস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ।
হিরণ্যসেন স্তজ্জ্যেষ্ঠো রোজনামালিপেঃ পতিঃ॥ ১০৭পৃ

মহাদেবসেনের দুই পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ হিরণ্যসেন রাজসরকারে রোজনামা-লেখকদিগের পতি বা হেডক্লার্ক ছিলেন।

রামানন্দাৎ অজায়েতাং রত্নগর্ভঃ সুতাপি চ।
জগদানন্দভাণ্ডারকায়স্থতনয়াসুতৌ॥ ৪২ পৃঃ। কণ্ঠহার।

কণ্ঠহার বলিতেছেন, দুহীবংশপ্রভব রামানন্দসেন, ধন্বন্তরিগোত্রীয় জগদানন্দসেনের কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে রত্নগর্ভনামে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উক্ত জগদানন্দসেন ভাণ্ডারকায়স্থ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ভাঁড়ারের কায়স্থ বা কেরাণীর কাজ করিতেন। চন্দ্রপ্রভা স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

ইতি কামদেবপুরকায়স্থসুতয়োর্জ্যেষ্ঠরামকৃষ্ণসেনভাগঃ। ১৯৬ পৃঃ।

অর্থাৎ দৈবকীনন্দনসেনের পুত্র কামদেবসেন, পুরকায়স্থ ছিলেন। পুরকায়স্থ শব্দের অর্থ পুর বা রাজপুরীর কায়স্থ বা কেরাণী। এই পুরকায়স্থ শব্দের অপভ্রংশই "পুরকাইত।" বলা বাহুল্য ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের বহু বৈদ্যসন্তান, এই পুরকাইত উপাধিবিশিষ্ট এবং তত্রত্য দত্তদিগের অনেকে আপনাদিগকে মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্তের সন্তান বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চক্রপাণিদত্ত যে নিশ্চয়ই বৈদ্য ছিলেন, তাহাও বিশ্বসংসার অনবগত নহেন, অথচ ঐ সকল দত্তপুরকাইত ও সেনপুরকাইতগণ আপনাদিগকে জাতিকায়স্থ বলিয়া সংসূচিত করিয়া আসিতেছেন! ফলতঃ বক্শী, মুন্সী ও মজুমদারপ্রভৃতি উপাধির ন্যায় কায়স্থ কথাটীও উপাধি হইয়া যাওয়াতে শেষে উঁহারা জাতিকায়স্থে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। তবে এবিষয়ে স্বকর্ম্মস্থিত পদস্থ বৈদ্যগণের দোষই অধিকতর। কেননা তাঁহারা কায়স্থ বৃত্তিক বৈদ্যগণকে জাতিচ্যুত না করিলে আজি বৈদ্যজাতির এত সর্ব্বনাশ হইত না। আজি আমাদের কাশীরামদেব, আমাদের মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আমাদের অক্ষয়কুমার দত্ত, আমাদের হরিনাথদেব, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্ররায় আমাদের গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, আমাদের সারদারঞ্জনরায় (দেব), আমাদের কুঞ্জলালনাগ ও আমাদের রাধাকান্তকে কায়স্থগণ আপন বলিয়া দাবি করিতে পারিতেন না। কেবল যে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ জাতি হারাইয়া কায়স্থ হইয়াছেন, তাহা নহে, বহু মুখ্য ব্রাহ্মণসন্তানকেও লিপিবৃত্তিনিবন্ধন উক্ত কায়স্থ-মহাসাগরের নিভৃত কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। নতুবা আমরা, শব্দকল্পদ্রুমে যে কায়স্থপদবী সমাদৃত হইয়াছে, তাহাতে "শর্ম্মা" উপাধিটীও দেখিতে পাইতাম না। সৌরপুরাণও কায়স্থবৃত্তিক ব্রাহ্মণগণের পাতিত্য ও অপাংক্তেয়ত্ব বিঘোষিত করিতেন না। পুরাণ বলিতেছেন

কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ।
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষকৃশাস্ত্রোপজীবিনঃ॥
বেদনিন্দারতাশ্চৈব কৃতঘ্নাঃ পিশুনা স্তথা।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্য্যা বিশেষতঃ॥ ১৯অ

বৈদ্যবৃত্তিক, লম্বকর্ণ, নক্ষত্রজীবী, বেদনিন্দাকারী, কৃতঘ্ন, পিশুন, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, নিত্যরাজসেবী ও কায়স্থ বা লিপিবৃত্তিক ব্রাহ্মণগণ পতিত ও অপাংক্তেয়, উহাদিগকে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করিবে না। এই বিধি অনুসারেই দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণশ্রেণীতে গণ্য অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যগণ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ লিপিবৃত্তিকত্ব নিবন্ধন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের কোন কোন ব্রাহ্মণসন্তান ও কায়স্থবৃত্তিক সমগ্র অম্বষ্ঠব্রাহ্মণেরা জাতিকায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, তবে কোন্ পুণ্যের ফলে জানিনা ভাণ্ডার কায়স্থউপাধিমান্ জগদানন্দসেন ও পুরকায়স্থ উপাধিমান্ কামদেবসেন আপনজাতিতেই রহিয়া গিয়াছিলেন। এই স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধনই বৈদ্য দাশ ও বৈদ্য নন্দীরা যাইয়া বারেন্দ্রকায়স্থশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকুর বলিতেছেন—

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী কায়স্থপ্রধান।

এই ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের প্রধান কায়স্থ বা হেডক্লার্ক ছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর নন্দিকুলীনেরা তাঁহারই অনন্তরবংশ্য। পক্ষান্তরে আমাদিগের সেরপুরের নন্দি-উপাধিধারী চতুর্ধুরীণ বৈদ্যজমিদারমহাশয়গণও উক্ত ভৃগুনন্দীরই অধস্তন সন্তান। ভৃগুনন্দীর বংশে মহারাজ জুমরনন্দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী মুরশিদাবাদের অন্তর্গত হিলোড়া বাজিগ্রামে ছিল। তিনিই বৈদ্য চক্রপাণিদত্তের পুত্র ক্রমদীশ্বরপ্রণীত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। কালক্রমে মুসলমানেরা তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে তিনি ময়মনসিংহের গচিহাটা গ্রামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, লবণেশ্বর ও মহেশ্বরনন্দী, লবণেশ্বর গচিহাটাতেই থাকিয়া যান, মহেশ্বর সেরপুরে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহেশ্বরনন্দীই সেরপুরের বৈদ্যজমিদারগণের প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে লবণেশ্বরের পুত্রেরা লিপিবৃত্তি লইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। গচিহাটা ও

বনগ্রামের নন্দিমহাশয়গণ এবং শ্রীহট্টের বেজুরা ও ত্রিপুরার কালীকচ্ছের নন্দিমহাশয়গণ উক্ত লবণেশ্বরের অনন্তরবংশ্য, সুতরাং তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য-সন্তান। মহেশ্বর যে সেরপুরে গমন করিয়া ছিলেন, তাহা গচিহাটার নন্দি-মহাশয়দিগের কুর্ছিনামার শীর্ষদেশে এইভাবে লিখিত আছে—

"বংশাবলী—জুমনেশ্বরনন্দীর দুই পুত্র, লবণেশ্বর নন্দী ও মহেশ্বর নন্দী। এহানরা রাড় হইতে আসিয়া লবণেশ্বর নন্দী গচিহাটা বাড়ী করিলেন, মহেশ্বর নন্দী তেঁহ সেরপুরে গেলা।"

লবণেশ্বরের তিনপুত্র, ভুবনেশ্বর, বৃহস্পতি, ও সুরেশ্বর। বৃহস্পতির সন্তানেরা গচিহাটা ও বনগ্রামে বদ্ধমূল হইলেন। কালে অন্যান্য গ্রামেও কেহ কেহ যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর শ্রীহট্টের অন্তর্গত সরাইল পরগণার বেজুরাগ্রামে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। কালীকচ্ছের নন্দিমহাশয়-গণ আধ্যাত্মিক জীবনবিষয়ে অত্যুন্নত। ময়মনসিংহের এই কায়স্থ নন্দিগণ ও দত্ত মহাশয়েরা তত্রত্য কায়স্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন। তথায় ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রগণ অতি নিকৃষ্ট কায়স্থ বলিয়া ব্যবহৃত। দত্ত ও নন্দিগণ পারত পক্ষে ইহাঁদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন না। ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠত্বই এই নন্দী ও দত্তগণের দার্ঢ্য ও কৌলীন্যের প্রধান কারণ।

কিন্তু সেরপুরের জমিদারমহাশয়গণ, এই কায়স্থ নন্দীদিগের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। ফলতঃ ইহা তাঁহাদিগের অকারণ চিত্তদৌর্ব্বল্য মাত্র। কাহার কোন ভ্রাতা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইয়া গেলে যখন তাঁহার অন্য ভ্রাতার জাতিভ্রংশ ঘটেনা, তখন এক ভ্রাতার কায়স্থীভবনে অন্যভ্রাতৃজ তাঁহাদিগের কি ক্ষতি হইতে পারে? বনগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্তবাবুকৈলাসচন্দ্র-নন্দী, সেরপুরের প্রখ্যাতনামা বৈদ্য জমিদার (নন্দিবংশের দৌহিত্রসন্তানবংশে সিদ্ধবংশ জন্মদাশ) ৺হরচন্দ্রচতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কর্ম্মচারী। কৈলাসবাবু আমার নিকট বলিয়াছিলেন—

"পণ্ডিতমহাশয়, আপনি যে আমাদিগকে বৈদ্য বলেন, তাহা ঠিকই। আমরাও মনে মনে তাহা জানি, হরচন্দ্রবাবুও ইহা অবগত আছেন। তিনি জীবিত থাকিতে আমাকে গোপনে বলিতেন যে, কৈলাস! তুমি আমার জামাতা রাধাবল্লভের (রায় রাধাবল্লভচতুর্ধুরীণ) ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। কিন্তু

কি করি, তোমরা কায়স্থ হইয়া গিয়াছ, কাজেই আমরা আর তোমাদিগকে আপন বলিতে পারি না।" কৈলাস বাবু আরও বলিলেন যে, হরচন্দ্রবাবু আমাদের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতেন, ও বিশেষ ভালবাসা দেখাইতেন। আমরা এখানে ৺হরচন্দ্রবাবুর প্রণীত বংশানুচরিত গ্রন্থহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব।

"নন্দিবংশ কাশ্যপগোত্র, প্রবর—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈয়ধ্রুব। বাঙ্গলা ৮ম শতাব্দীতে ভৃগুনন্দীর ধারায় ও জগদানন্দনন্দীর প্রকরণে মহারাজ জম্বুর (জুমর) নন্দী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সময় ৭৭৫ বঙ্গাব্দ। ইনি সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণের কারিকা লিখেন। ইনি মহারাজাধিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার বংশধরেরা ২০০ বৎসর কাল মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী বাজিগ্রাম সন্নিহিত হিলড়ানামক স্থানে বাস করিয়া ছিলেন, তথায় অদ্যাপি "নন্দীর দীঘী" নামে বৃহৎ সরোবর নয়ন গোচর হয়। জম্বুরের অধস্তন ৮ম পুরুষ রমাবল্লভ। তিনি নিহত হইলে তদীয় অনাথিনী অন্তর্ব্বত্নী পত্নী জ্ঞাতিগণের তদানীন্তন আদিম বাসস্থান হিলড়াগ্রামে গিয়া বাস করেন। নন্দিকুলধুরন্ধর আদি হিন্দু জমিদার রামনাথ চৌধুরী ইঁহারই পুত্র। শিশু রামনাথের ৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দুঃখিনী মাতা খোয়াসপুর টুণ্ডানগরে সুবাদার আজিজ খাঁ আজমের নিকট বিচারার্থিনী হইলে আরবী কেশাস বিধিমতে সেরআলির সর্ব্বস্ব দণ্ড ও রামনাথের এ পরগণার জমিদারী লাভ হয়। ইহার সময় ৯৯৪ বঙ্গাব্দ। রামনাথখিলা গ্রাম ইহাঁরই প্রতিষ্ঠাপিত"। ৫।৬পৃষ্ঠা

এই গ্রন্থে হরচন্দ্র বাবু ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদারমহাশয়গণকে ভৃগু-নন্দী ও জুমরনন্দীর অনন্তরবংশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, গচিহাটার কায়স্থনন্দিমহাশয়গণও এই জুমরনন্দীর অনন্তরবংশ্য। তাঁহারা জুমর তনয় লবণেশ্বরের সন্তান, আর সেরপুরের জমিদারমহাশয়গণ জুমরের দ্বিতীয় পুত্র মহেশ্বরনন্দীর সন্তান। কিন্তু লবণেশ্বরের সন্তানেরা কায়স্থ, তাঁহাদিগকে জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিলে পাছে সেরপুরের বৈদ্যজমিদারমহাশয়গণকেও লোকে কায়স্থ ভাবে, এই ভয়ে হরচন্দ্রবাবু রমাবল্লভনন্দিমহাশয়কে মাত্র জুমরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বলিলেন, মাঝের মহেশ্বরাদি সাতজনের নামও করিলেন না। কেননা তাহা হইলে নন্দিকায়স্থগণের কুর্চীনামার জুমর

ও মহেশ্বরের সহিত তাঁহাদের একতা হইয়া বিভ্রাট ঘটে? কিন্তু এই ভয় অতি অমূলক ছিল। এক ভাই কায়স্থ বা খৃষ্টান হইয়া গেলে যে আর এক ভাইকেও তাহাই ভাবিতে হইবে, এরূপ কোন যুক্তি জগতে বিদ্যমান নাই। বরং অনভিজ্ঞ লোকেরা যে তাঁহাদিগকে গয়লা ও হামবৈদ্য বলিয়া বৃথা আক্রমণ করে (জাতিবিচার গ্রন্থ দেখ) তাঁহারা গচিহাটার কায়স্থনন্দীদিগকে জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেন। যাহা হউক মহারাজজুমরনন্দী রাঢ়ীয় বিশুদ্ধ বৈদ্য ছিলেন, কেবল লিপিবৃত্তি অবলম্বনে তাঁহারই পুত্র লবণেশ্বরের সন্তানেরা জাতিকায়স্থে পরিণত হইয়া আমাদিগের বৈদ্যের সংখ্যার কত লাঘব ঘটাইয়া গেলেন।

বারেন্দ্র কায়স্থদিগের দাশ ও নন্দিবংশীয় কুলীনমহাশয়গণ যে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা কি প্রকারে বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন. তাহা বারেন্দ্রকায়স্থগণের প্রামাণ্য কুলপঞ্জিকা ঢাকুরে এইরূপ বিবৃত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা দেখি ভৃগুনন্দী কায়স্থপ্রধান।
নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ॥ ২৪পৃ
মনেতে ভাবিলা পটী আলাদা করিব।
বল্লালমর্য্যাদা মাত্র কিছু না লইব॥
এত ভাবি লিখন লিখিলা নরদাশে।
তেঁহ আসি মিলিলেন নন্দিবর পাশে॥
আসিল মুরারি চাকী কুটুম্বপ্রধান।
তাঁহাকে আনিলা নন্দী করিয়া সম্মান॥ ২৫পৃ
এই ভাবি ভৃগুনন্দী আর নরদাশ।
মুরারি চাকীরে লৈয়া গেলা নাগপাশ॥
দাশ, নন্দী, চাকী, নাগ এই তো ভাবিয়া।
করিলা বারেন্দ্রশ্রেণী হর্ষযুক্ত হৈয়া॥ ২৮পৃ

বল্লাল কৈবর্ত্তগণকে চল করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রধান কেরাণী বা Head clark ভৃগুনন্দী তাঁহাকে নিষেধ করেন। তাহাতে রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলে তিনি নরদাশ ও মুরারি চাকীর সহিত মিলিত হইয়া শঙ্কুল ও

শরগ্রামে কর্কটনাগের নিকট গমনপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই ভৃগুনন্দী ও নরদাশ বৈদ্য ছিলেন, কেবল লিপিবৃত্তিক ছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগের "কায়স্থ" বা কেরাণী আখ্যা হয়। ইহাঁদিগের গোত্রও যথাক্রমে কাশ্যপ ও মৌদ্গল্য বা কাশ্যপ। ইহাঁরা বল্লালের বল্লালী ও সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ও তাঁহাতেই জাতিকায়স্থে পরিণত হইয়া যান। কিন্তু তথাপি বারেন্দ্রকায়স্থমধ্যে উঁহারা শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য হয়েন। আচারব্যবহারে উঁহারা এখনও জাতিস্থিত বৈদ্যদিগের প্রায় তুল্যভাবাপন্ন। এবং এই বৈদ্যশোণিতসংশ্রবী বলিয়া আমার অভিন্নহৃদয়-সুহৃৎ নন্দিবংশপ্রদীপ স্বর্গীয় গোবিন্দমোহনবিদ্যাবিনোদরায়মহাশয় সংস্কৃতে অতি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা ময়মনসিংহের মুমুরদিয়া, অষ্টগ্রাম ও রায়পুরপ্রভৃতি স্থানের দত্তমহাশয়গণের কায়স্থীভবনের কথা বলিব। উঁহারাও বল্লালের অত্যাচারে বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অষ্টগ্রামের দত্তমহাশয়দিগের কুর্চ্চীনামার উপরে লিখিত আছে যে—

চন্দর্ত্তুশূন্যাবনিসংখ্যশাকে।
বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন।
শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্॥

অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দে শ্রীমান্ অনন্ত দত্ত বল্লালভয়ে ভীত হইয়া আপনার গুরু শ্রীকণ্ঠদেবশর্ম্মাকে লইয়া বঙ্গদেশে গমন করেন। বলিতে পার, আমরা ইঁহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান ভাবিতে চাহি কোন্ কারণে? তাহার কারণ তিনটী, প্রথম কারণ এই যে, বল্লাল একটী নীচবংশীয় নারীকে পত্নী করিয়া তাহার পাকস্পর্শে জাতি ও স্বজাতিভোজনের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অনেকেই বিক্রমপুর বা বল্লালসংস্রব ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয়েন। উঁহারা বৈদ্য না হইলে সে ভয় উঁহাদের হইত না। বল্লালের ভয়ে স্বয়ং লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত আপনার দলবল লইয়া পঞ্চকোটসমাজের সেন-

ভূমি গ্রামে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। উঁহাদের বৈদ্যত্বের দ্বিতীয় কারণ ইহাই যে, যেমন বারেন্দ্রশ্রেণীতে সিংহ, দেব ও নাগ প্রভৃতি বহু কায়স্থ থাকা সত্বেও নন্দী ও দাশ যাইয়া তথায় কৌলীন্যের মহোচ্চ আসন গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ময়মনসিংহের ঘোষ, বসু (আনন্দমোহন বসু মহাশয়গণ) গুহ (শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়গণ) ও মিত্র প্রভৃতি বহু উচ্চবংশীয় কায়স্থ থাকা সত্বেও ভৃগুনন্দীর সন্তানগণ ও উক্ত দত্তমহাশয়েরা তথায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীনের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তথায় দত্ত ও নন্দিগণের প্রাধান্য এত দূর যে, তাঁহারা প্রাণান্তেও উক্ত ঘোষ বসু প্রভৃতির সহিত পারত পক্ষে যৌনসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন না, ময়মনসিংহে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রেরা অতিনিম্নশ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া গণ্য। দত্তমহাশয়গণের বৈদ্যত্বের তৃতীয় কারণ উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী। উহা যে সময়ের, সে সময়ের ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির মন হইতে সংস্কৃত শ্লোকে আগমনবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখা সম্ভবপর নহে।

ইহা একটী পরিজ্ঞাত সত্য যে পঞ্চভৃত্যের অন্যতর পুরুষোত্তম দত্ত, মৌদ্গল্য (মধুকুল্য) গোত্রীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে নান্দিনা, অষ্টগ্রাম, মুমুরদিয়া ও রায়পুর প্রভৃতি স্থানের দত্তমহাশয়গণ পরাশরাদি ভিন্নগোত্রীয়। ময়মনসিংহে মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্তও রহিয়াছেন, তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য সন্তান, কেননা তাঁহারাও পুরুষোত্তমী দত্ত নহেন ও ঘোষ বস্বাদি হইতে উচ্চ মর্য্যাদাবান্। বল্লালের উৎপাতে কাশ্যপগোত্রীয় কতকগুলি দত্তবংশীয় বৈদ্য সন্তান পশ্চিম বঙ্গে আগমন করিয়া জাতিকায়স্থে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। আদি সমাজ ও চারু-পাঠের প্রখ্যাতনামা অক্ষয়কুমারদত্ত (বালী), সিটী-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মানবদেবতা উমেচন্দ্রদত্ত, স্বনামধন্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামিবিবেকানন্দ প্রভৃতি এবং সরস্বতীর প্রকৃত বর-পুত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এই বংশের মহোজ্জ্বল মহারত্ন। উঁহাকেও আমরা আমাদেরই বৈদ্যজাতির যূথভ্রষ্ট করভ বলিয়া মনে করি। খুলনা জিলার অন্তর্গত কাটীপাড়া ও সাগরদাড়ী প্রভৃতি স্থান বঙ্গজবৈদ্যগণের সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান স্থান ছিল, ঐ সকল স্থানে আর এক ঘর বৈদ্যও নাই, তাঁহারা সমূলে জাতিকায়স্থে পরিণত হইয়া গিয়াছেন।

ঐরূপ আমরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দত্ত-কুল-ধুরন্ধর নড়ালের দিগন্তবিশ্রুত রায়মহাশয়গণকেও ভূতপূর্ব্ব বৈশ্য বলিয়া মনে করি। এবং তাম্রফলকাদির লেখক দত্তগণকেও আমরা বৈশ্যসন্তান মনে করিয়া থাকি। উঁহারাও অবশ্য আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু এ কায়স্থসংজ্ঞা জাতিগত নহে, পরন্তু বৃত্তিগত। উহার ইহাই তাৎপর্য্য যে তাঁহারা কেরাণী ছিলেন। শ্রীহট্টের দত্তকায়স্থগণও ভূতপূর্ব্ব বৈশ্যসন্তান। তাঁহারা এখনও আপনাদিগকে বটগ্রামী দত্ত ও চক্রপাণির সন্তান বলিয়া বিশেষিত করিয়া থাকেন। বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে দত্তচক্রপাণি ও দত্ত শ্রীপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন না। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত সীতানাথদত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়কেও ঐ কারণে আমরা ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠবংশীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কেন না ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যজাতির শোণিত ভিন্ন অন্যত্র সাহিত্য-জ্ঞান, কবিত্ব, সংস্কৃতাধিকার বা আধ্যাত্মিকভাবের স্ফুরণ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ এখনও দেখা দেয় নাই। সীতানাথ বাবুও আপনাকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত করিতেন। কিন্তু আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "হাঁ আমরাও বৈশ্যই বটে, কেন না আমাদের জ্ঞাতি দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়গণ তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়াই সংসূচিত করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ উল্লাসকরদত্তের পিতা জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দ্বিজদাসদত্ত মহাশয় যে বৈশ্য, তাহা অন্ততঃ বোমার মামলাতেও সকলে জানিয়া থাকিবেন। ত্রিপুরার কমলকৃষ্ণ দত্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়, আমাকে বলিয়াছিলেম যে, "হাঁ মহাশয়, আমরাও বৈশ্যই বটে, তবে আমরা আমাদিগের দেশে কায়স্থের সহিত ক্রিয়া করি বলিয়া আমাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত করি।" ফলতঃ তাঁহারা যে সকল দেব, দত্ত, ধর, কর, সোম, চন্দ্র, নন্দিপ্রভৃতির সহিত আদানপ্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও পরমার্থতঃ জাতিকায়স্থ নহেন, পরন্তু কেরাণী কায়স্থ।

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী ঘোষবেড়-প্রভৃতি স্থানে কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্রীয় বহু দত্ত সন্তান আছেন, বলা বাহুল্য উঁহারাও ভূতপূর্ব্ব বৈশ্যসন্তান। ময়মনসিংহের জজকোর্টের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্রদত্ত প্রভৃতিও এইক্ষণে কায়স্থ মহাসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব

বৈষ্ণসন্তান। এ বিষয়ের সমর্থনজন্য আমি নিম্নে তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রের কিয়দংশ অধ্যাহৃত করিব।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—আপনার ৮-১—১৯০২ তারিখের পত্র পাইয়া যুগপৎ সুখী ও দুঃখিত হইলাম। মনের শান্তিতে থাকাই সুখ। আমাদের পূর্ব্ব নিবাস ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত ধানুয়াগ্রামে ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সুদামদত্ত সেখান হইতে তপেহাজরাদির অন্তর্গত বাগছাটা গ্রামে বসতি করেন কি না তাহা নিশ্চিত না জানিলেও আমাদের কুর্চ্চীনামায় তাহা লেখা আছে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের প্রধান প্রধান সমস্ত বংশের সহিতই আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। একটী সম্বন্ধ বৈদ্যের সহিত ছিল। রামচন্দ্রদত্তের এক কন্যা আঙ্গিয়াদির সেনবংশের এক সন্তানসহ বিবাহ দিয়াছিলেন। আমরা যে কি, কায়স্থ না বৈদ্য, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। আমাদের গোত্র শাণ্ডিল্য, প্রবর—শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল। কিন্তু আমরা কাহার সন্তান জানি না। তৎপর আমার বিবাহের সময় যে গোল হইয়াছিল, তাহা লিখিতেছি। আড়াই হাজারের চৌধুরী বংশ বিখ্যাত লোক ও তাঁহারা কায়স্থ। ঐ বংশে আমার বিবাহ স্থির হয়। কায়স্থে বৈদ্যে সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের জানা কথা। কি সূত্রে আমার শ্বশুরপ্রভৃতি জানিতে পারেন যে ধানুয়া গ্রামে যে বৈদ্যজাতীয় দত্তবংশ আছেন, আমরাও ঐ বংশের, সুতরাং আমরা বৈদ্য। এ অবস্থায় পড়িয়া শ্বশুর মহাশয় ধানুয়া গ্রামের বৈদ্য দত্তমহাশয়দের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, আমরা ঐ বংশেরই সন্তান বটে, তবে বহুকাল তাঁহাদের সহিত পরিচয় নাই এবং আমরা কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত। আমাদের বংশের এক দৌহিত্র আমার পিতার বড় ছিলেন। তিনি বলিতেন "তোমরা সাধ্য বৈদ্য।" সাধ্য বৈদ্য অর্থ কি, তাহা জানি না, জিজ্ঞাসাও করি নাই। আমাদের দেশে দত্ত ও নন্দী অনেক বংশই আছেন। এ অঞ্চলে যে সকল ছুতার আছে তাহারা দত্ত ও নন্দীদের হাতে ভিন্ন অন্যের হাতে ভাত খায় না। অদ্য এই পর্য্যন্তই।

আপনার

শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত।

বলা বাহুল্য ধামুয়া গ্রামে যে বৈদ্যদত্তবংশ আছেন, তাঁহাদের আর এক শাখা এখন ত্রিপুরা জিলার ভেলানগরগ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশের অধস্তন সন্তান বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও তৎপুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, প্রভৃতি। ইঁহারাও কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব সদর মোক্তারের নাম স্বর্গীয় রামরতনসেন, তাঁহার পুত্রের নাম রামসুন্দরসেন। নিবাস শেহড়া, থানা সদর, ইঁহারাও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু, উত্তর ময়মনসিংহে বাহাদুরপুর বলিয়া যে একটী গণ্ডগ্রাম আছে, তথায় অদ্যাপি উঁহাদের সেনজ্ঞাতিরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। ময়মনসিংহের আর একজন ভদ্রলোক, আমাকে বলিলেন যে মহাশয়, আপনার মহুরী যে কৈলাসচন্দ্র সাধ্য, উঁহারাও বৈদ্য, আমরাও, পূর্ব্বে বৈদ্যই ছিলাম। এখন আমরা কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত। সকলে বৈদ্যজাতিকে "জারজ" বলে, এই কারণে অনেক বৈদ্যবংশ আপনাদিগকে ইচ্ছা করিয়াই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করে!!

ঈশ্বরগঞ্জ থানার অধীন রামচন্দ্রপুর গ্রামে, নবীনচন্দ্র মজুমদার নামে আমার একটী ছাত্র আছেন। আমার প্রশ্নে নবীন বলিলেন আমরা কায়স্থ, পদবী দাস। তোমাদের জ্ঞাতি কে? নবীন বলিলেন যে মাইঝাটীর নিয়োগী ও পদুখালীর মজুমদারগণ আমাদের জ্ঞাতি। আমি বলিলাম মাইঝাটীর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নেউগী আমার ছাত্র ও পদুখালীর চাঁদ মজুমদার আমার মহুরী কৈলাস সাধ্যের শ্যালক। কিন্তু উক্ত নিয়োগী ও মজুমদারেরা ত সকলেই বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন? নবীন দ্বিতীয়বার আসিয়া বলিলেন, "হঁা আমরাও বৈদ্যই বটে, পূর্ব্বে আমাদেরও নগুণ (নবগুণ উপবীত) আছিল্ (ছিল) আমরা পন্থদাশ, তবে এখন কায়স্থ হইয়া গিয়াছি। বলা বাহুল্য বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে পন্থদাশবংশ নাই ও থাকার কথাও নহে।

ময়মনসিংহের জমাদার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ধরও একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন যে, আমরাও বৈদ্য, তবে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমাদের পূর্ব্ব নিবাস মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত কাঠাবর গ্রাম। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাজীবরাম রায় ও সুদামচন্দ্র রায় ঐ গ্রাম হইতে আসিয়া

ত্রিপুরার অন্তর্গত সরাইল গ্রামে বাস করেন। তৎপর আমার প্রপিতামহ কেদারনাথ রায় কশবা থানার অধীন তস্তর গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে টের পাইলাম যে আমরা বৈদ্য, তদবধি আমরা প্রত্যেক কাগজে প্রত্যেক রেজিষ্টারি দলিলপত্রে আমাদিগকে বৈদ্য বলিয়া আসিতেছি। ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সেকেণ্ড পণ্ডিত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ধর রায় মহাশয় বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন ও বৈদ্য বলিয়া অভিমান করিতেন। উল্লিখিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ইঁহার পিতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাসদ উমাপতি ধর ও বৈদ্যকশাস্ত্রকোবিদ শার্ঙ্গধরের নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ধরবংশীয় বহু বৈদ্যসন্তান এখন আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। কায়স্থজাতিতে করোপাধিক যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশ আছেন, বলা বাহুল্য তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান।

বৈদ্যদিগের মধ্যে সোমোপাধিক একটী বংশ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা ধর্ম্মসোম প্রধান ছিলেন। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন যে—

সোমবংশেঽভবৎ বীজী ধর্ম্মসোমো মহাযশাঃ
পুত্রপৌত্রাদয়স্তস্য বঙ্গদেশেষু বিশ্রুতাঃ ॥
নানাস্থানে বসন্ত্যেতে নচ জ্ঞাতা বিশেষতঃ।
অতো ন লিখিতা এতে তেভোঽপ্যস্তু নমো মম ॥ ৪৫০ পৃঃ

কিন্তু, কি বঙ্গ, কি রাঢ়, কুত্রাপি আর সোমোপাধিক বৈদ্য বিদ্যমান নাই। তাঁহারা একদম কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহে যে "হোম রায়" উপাধিতে সমলঙ্কৃত কায়স্থ সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। সোম কথাটী ভাষার বিকারে হোম বা হুম হইয়াছে, আর লিপিবৃত্তিনিবন্ধন উঁহারা কালে জাতি কায়স্থের বাগুড়ায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বলিতে পার সোমোপাধিক বৈদ্য যে ছিল, তাহার দৃঢ়তর প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ কুলপঞ্জীবচন। সোম বৈদ্যদিগের সহিত যে আমাদের আদান প্রদান হইত, তাহাও চন্দ্রপ্রভায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

পশুরামস্য সেনস্য জজ্ঞিরে তনয়া ত্রয়ঃ।
রামরামঘনশ্যামশ্রীকৃষ্ণদেবসংজ্ঞিনঃ।
মাণিকৃডিহিবাসিসোমবংশ্যহর্ষসুতাসুতাঃ ॥ ৪৭ পৃঃ

পরশুরামসেনের তিন পুত্র—রামরামসেন, ঘনশ্যামসেন ও কৃষ্ণদেবসেন। তাঁহারা মাণিকদহনিবাসী হর্ষসোমের দৌহিত্র। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ সোমবংশের বংশচিহ্ন বৈদ্যজাতি হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি উক্ত বংশে এখনও সংস্কৃতচর্চ্চার ফল স্ফুটীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টে বহু লেখালেখী করিয়া কায়স্থাদি শূদ্রগণের সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ ও সংস্কৃত অধ্যয়নের আদেশ মঞ্জুর করাইয়া দিয়াছেন। তথাপি একমাত্র প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী ভিন্ন আর একজন কায়স্থসন্তানও পরীক্ষা দিয়া ঐরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। উঁহাদের রাজদত্ত উপাধি সরকার হইলেও বংশীয় উপাধি সোম। তাই প্রাক্তনজন্মবিদ্যা যে ভাবে জর্ম্মাণীতে যাইয়া স্ফুরিত হইয়াছে, সেইভাবে কায়স্থীভূত সোমেও যাইয়া সংক্রমিত হইয়াছে। নাগ কুঞ্জলাল ও দত্তোপাধিক কোন কোন কায়স্থও সংস্কৃতে এম্-এ, পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। উঁহাদের পারিবার কারণ কেবল উঁহাদের একমাত্র ভূতপূর্ব্ববৈদ্যসন্তানত্ব। রমানাথ ঘোষ সরস্বতীর সংস্কৃতজ্ঞান শুদ্ধ স্বপৌরুষলব্ধ ও উহা ছাগীর মুখে দাড়ীর ন্যায় ব্যভিচারবিশেষ। চন্দ্রপ্রভা স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

> যে নন্দিচন্দ্রধরকুণ্ডকরক্ষিতানাং
> বংশ্যা বসন্তি চ বরেন্দ্রপুরে প্রসিদ্ধাঃ।
> তত্রৈব বৃদ্ধভিষজাং প্রমুখেন বৈদ্যে
> জ্ঞেয়া স্তএব ভিষজঃ কুলশীলবন্তঃ॥ ৪৫০পৃ

নন্দী, চন্দ্র, ধর, কুণ্ড ও রক্ষিত প্রভৃতি বৈদ্যগণ বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। তাঁহারা তথায়ই কুলীন ও চরিত্রবান্ বলিয়া প্রথিত। সকলে তত্রত্য বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের মুখে তাঁহাদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন।

এরূপ শুনিতে পাইয়া থাকি যে, বিজয়রক্ষিতের কোন কোন বংশধর এখনও রাঢ়ে বসবাস করিতেছেন। কিন্তু রক্ষিত বলিলে পাছে লোকে কায়স্থ ভাবে এজন্য তাঁহারা গুপ্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। যশোহরনিবাসী সৈদাবাদ প্রবাসী প্রকৃত বৈদ্য অলন্ত হুতাশন স্বর্গত গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় বংশে কুণ্ড ছিলেন। আর সকল কুণ্ড, রক্ষিত ও চন্দ্রবংশীয় বৈদ্যগণ কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন যে—

চন্দ্রবংশে মহানন্দশ্চন্দ্রো বরেন্দ্রবিশ্রুতঃ।
যোঽসৌ বশিষ্ঠগোত্রে চ খ্যাতো বরেন্দ্রবাসকৃৎ॥ ২১পৃ

মহানন্দ চন্দ্র চন্দ্রবংশে প্রধান বীজী ছিলেন। তিনি বশিষ্ঠগোত্রীয় ও বরেন্দ্রভূমিবাসী। স্থানান্তরে কথিত হইতেছে—

যাদবস্য সুতো জাতো রূপনারায়ণাভিধঃ।
অসৌ গোয়াসসংস্থায়িগোবিন্দচন্দ্রজাসুতঃ॥
গোপীকান্তেন জগৃহে সিদ্ধধন্বন্তরেঃ সুতা।
চন্দ্রবংশসমুদ্ভূতা বঙ্গদেশনিবাসিনী॥ ৮২পৃ

যাদবসেনের পুত্রের নাম রূপনারায়ণ সেন, তিনি গোয়াস গ্রামবাসী গোবিন্দচন্দ্রের (চন্দের কন্যা)। ঐরূপ গোপীকান্ত সেন চন্দ্রবংশীয় সিদ্ধ ধন্বন্তরির কন্যা বিবাহ করেন। সিদ্ধ ধন্বন্তরি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। সম্প্রতি বর্দ্ধমানান্তর্গত মানকরে মাত্র কয়েক ঘর বৈদ্য চন্দ্র বিদ্যমান আছেন। আমরা ময়মনসিংহে ও বঙ্গদেশের বহু স্থানে চন্দ্রবংশীয় কায়স্থ দেখিতে পাইয়া থাকি, বলা বাহুল্য তন্মধ্যে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ তাঁহারা সকলেই ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য সন্তান। এই জন্য আমরা ময়মনসিংহ জিলাস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত দেবচরিত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ্র ও বাণিয়াকাজী গ্রামের ৺রামহরি চন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়া মনে করি। অবশ্য ইহাঁদের গোত্র পরাশর বা অন্য কিছু, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। কেননা ভরতের সময়ে বা তাঁহার জ্ঞাতসারে যাঁহারা বৈদ্য ছিলেন, ভরত তাঁহাদিগেরই নাম লইয়াছেন। পরাশর-প্রভৃতি গোত্রের চন্দ্রগণকে কায়স্থ দেখিয়া ভরতাদি আর নিষ্প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের নিদান অনুসন্ধান করেন নাই। ফলতঃ যে প্রকার বিজনীয়ারের চন্দ্রশর্ম্মারা বৈদ্য, তদ্রূপ এই কায়স্থীভূত চন্দ্রেরাও বৈদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ভরত বলিতেছেন—

যত্তু দেশান্তরে গোত্রমন্যৎ কিমপি চ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তম্ অপ্রসিদ্ধ মতীব তৎ॥ ৭পৃ

আমি বৈদ্যজাতির যে সকল গোত্রের নাম করিলাম, ইহা ছাড়াও দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বৈদ্য রহিয়াছেন এরূপ শুনা যায়। কিন্তু দত্ত, ধর, কর, চন্দ্র ও দেব প্রভৃতি বৈদ্যের সেই সকল গোত্র ও গোত্রী ব্যক্তি

অতীব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া আমি তাঁহাদের কথা কিছু লিখিলাম না। চন্দ্রপ্রভা স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ দ্বৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তয়োরিমে।
ইন্দ্রস্য কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানা মুভৌ গোত্রৌ আদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ॥ ৭পৃ

ইন্দ্র ও আদিত্য উপাধির বৈদ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রের গোত্র কাশ্যপ ও আদিত্যের গোত্র আদিত্য ও কৌশিক। চতুর্ভুজ কুলপঞ্জিকাতে চন্দ্র, সোম ও কুণ্ডাদি বৈদ্যগণের ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে। এবং তন্মধ্যে সোম ও চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্যেরা যে শূদ্র বা কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, তাহারও সমুল্লেখ রহিয়াছে, অম্বষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণে তাহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্ভুজ ইন্দ্র ও আদিত্যের নাম গ্রহণ করেন নাই, দুর্জয় ও ভরত করিয়াছেন, কণ্ঠহারেও আদিত্যাখ্য বৈদ্যের সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহৎপরিগৃহীতত্বাৎ নাগাদিত্যৌ অপি ক্বচিৎ।

অর্থাৎ মহতেরা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নাগ ও আদিত্যোপাধিধারী-দিগকেও বৈদ্য বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত কথা নহে। ফলতঃ পঞ্জিকাপ্রণেতৃগণের নিজের জ্ঞান যত দূর ছিল তাঁহারা তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা বস্তুতঃ গবেষণাগত ত্রুটি মাত্র। কোন পঞ্জিকাকারই সমগ্র বৈদ্যোপাধি ও বৈদ্যের সমগ্র গোত্রের নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং তজ্জন্য ইন্দ্র, নাগ ও আদিত্য মূলেই বৈদ্য ছিলেন না, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। তবে এই তিন বংশের লোকেরা সোম ও রাজবংশীয় বৈদ্যদিগের ন্যায় একদম কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মূলে তাঁহারা প্রকৃত বৈদ্যই ছিলেন। আদিত্যেরা কিরূপে কায়স্থ হইয়া গেলেন, তাহা আমরা স্বর্গীয় ব্রজসুন্দরমিত্রমহাশয়প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসহইতে দেখাইয়া দিব। উহাতে বিবৃত আছে যে—

"ব্রহ্মপুত্রনদের ঐ পূর্ব্ব পারস্থিত ভুলুয়ার পূর্ব্ব জমিদার শূরবংশীয়গণ এবং পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপের রাজার বিশেষ বর্জ্জিত স্থানবাসী আদিত্যবংশীয়গণ কায়স্থ-শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ও ঘটকদিগকে বিস্তর অনুরোধ ও

প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে উক্ত সমাজপতি তাহাদিগকে কায়স্থশ্রেণীতে পরিগণিত করিয়াছিলেন॥" ২৪ পৃষ্ঠা

আদিত্যগণ নিকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন, তাই সে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই হউক বা কোন গূঢ় সামাজিক বিপ্লবে পড়িয়াই হউক, তাঁহারা যে জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুবই। এবং তাঁহারা যে বৈদ্য ছিলেন ইহাও প্রকৃত কথা বটে। তাঁহাদের নামও বৈদ্যের খাতা হইতে খারিজ হইয়া কায়স্থের খাতায় দাখিল হইয়াছে। নাগগণের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোকের গভীর কুসংস্কার ছিল যে তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন না, এবং আমিও বাল্য-কুসংস্কারবশতঃ এতদিন সেই ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। প্রাচীন কুলপঞ্জিকা "ঋষিসূত্র" জীবিত থাকিলে আজি আমরা নিশ্চয়ই নাগবৈদ্যের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিতাম। নাগেরা বহুপূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ হইয়া যাওয়াতে, অর্ব্বাচীনযুগের কুলাচার্য্যগণ উঁহাদের কোন পরিগণনাই করেন নাই এবং অন্যেরা নাগকন্যাবিবাহকারী ধন্বন্তরিসেন ও জয়দাশকে লাঞ্ছিত ও জয়দাশকে একবারে কৌলীন্যপরিশূন্য করিয়া ফেলেন।

এরূপ প্রবাদ ও জনশ্রুতি যে রোষপ্রভৃতির পিতা ধন্বন্তরিসেন শোভাকর নাগের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শোভাকর নাগ গঙ্গাস্নানকালে শিষ্য ধন্বন্তরিকে আপন কন্যাবিবাহবিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। একে অধ্যাপকের প্রার্থনা, তাহাতে গঙ্গাজলে বসিয়া প্রতিজ্ঞা, এই উভয় কারণে ধন্বন্তরি শোভাকরনাগের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কথার সমর্থন জন্য আমরা এখানে দুর্জ্জয়দাশের একটী কারিকার অধ্যাহার করিব।

> অথাস্য ধন্বন্তরিসেনকস্য দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ পঞ্চ সুতা বভূবুঃ।
> আদ্যোঽভবৎ গাণ্ডুরিসেননামা বিখ্যাতকীর্ত্তিঃ কমনীয়ধামা॥
> অন্যঞ্চ শোভাকরনাগকন্যাসুতঃ পিতুঃ প্রাক্তনকর্ম্মদোষাৎ।
> স বার্দ্ধকে জহ্নুসুতাপ্রতীরে নাগো দদৌ তজ্জনকায় কন্যাম্॥ ৭৬ পৃ

ভরত ইহা আপনার চন্দ্রপ্রভায় "যদাহুঃ প্রাঞ্চঃ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, ইহা দুর্জ্জয়ের উক্তি। যাহারই হউক না কেন ইহা দ্বারা

এরূপ কোন প্রমাণ হয় না যে শোভাকর নাগ বৈদ্য ছিলেন না। ভরত মল্লিক রাটীয় বৈদ্যের কটকীমিশ্রব্রাহ্মণকন্যাপরিগ্রহকালেও এইরূপ অধিক্ষেপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা শোভাকরনাগের বৈদ্যকশাস্ত্রের অধ্যাপনা জন্য তাঁহাকে বৈদ্য বলিতে অভিলাষী। শোভাকরনাগ বৈদ্য হইলে জয়দাসের শ্বশুর নাগমহাশয়কেও বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করা স্বাভাবিক। ফলতঃ বৈদ্য না হইলে ধন্বন্তরি কেন তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতিদান করিবেন? আর জাতিকায়স্থ হইলে পিঙ্গল নাগ ও দিঙ্‌নাগই * বা কেন সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণয়নে ও সংস্কৃতভাষার অধ্যয়নঅধ্যাপনাতে অধিকারী হইতে পারিবেন? কোন ব্যক্তি কি এ পর্য্যন্ত ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রোপাধিক কোন কায়স্থের বিরচিত একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থও দেখাইতে সমর্থ হইবেন? অবশ্য তারপাল, অমর পাল, রত্নপাল ও বোপালিত-প্রভৃতির বিরচিত সংস্কৃত কোষাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। পারশব অমর সিংহের অমরকোষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত পাল ও পালিতেরা হয় মূর্দ্ধাবসিক্ত, বা না হয় ক্ষত্রবৈশ্যাপ্রভব মাহিষ্যসন্তান, তাই তাঁহারা সংস্কৃতের অধ্যয়নে অধিকারী ছিলেন। শ্রীপতি দত্ত তদীয় কলাপপরিশিষ্টের একত্র পালিতগণকে বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে উঁহাদের মাহিষ্যত্বই অনুমিত হইয়া থাকে। যাহা হউক সংস্কৃতে অধিকার ও বৈদ্যজাতিসহ যৌন সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ শোভাকরের আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপনা-নিবন্ধন এই নাগবংশের বৈদ্যত্ববিষয়ে কোন দ্বিধাই মনে হয় না। অবশ্য উঁহারা কদ্রুতনয় বলিয়া নাগ বা সর্পাখ্য দেবতা বিশেষ ছিলেন, এজন্যও নাগোপাধিতে সমলঙ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদের বৈদ্যকশাস্ত্রে অধিকার থাকা সম্ভব হইত কিনা, তাহাও বিবেচ্য। পূর্ব্বকালে ঋষিরা ভারতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে বৈদ্যকের ভার সমর্পণ করিয়া ছিলেন না। সেকালে একে অন্যের বৃত্তিদ্বারাও প্রায়শঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। চিকিৎসা কাহারও আপৎকালের ধর্ম্মও ছিলনা এবং ঋষিরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের হস্তেও

* দিঙ্‌নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য—মল্লিনাথ। মেঘদূত—১৪ শ্লোক টীকা।

অধ্যাপনার ভার বিন্যস্ত করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন। যাহা হউক আমরা নাগ ও আদিত্যগণকে ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বলিয়াই মনে করি।

দেবোপাধিক কায়স্থগণের মধ্যেও যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ, তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। বহু বৈদ্যদেবসন্তান যে শূদ্র হইয়া গিয়াছেন, চতুর্ভুজ তাহা বলিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। সম্ভবতঃ সেই শূদ্রীভূত দেববংশীয় কোন ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানের বংশে প্রসূত বলিয়াই বাঙ্গলাপদ্যমহাভারতপ্রণেতা কাশীরামদেবে এত অলৌকিক কবিত্বের সমাবেশ। এরূপ জনশ্রুতি যে কাশীরাম দেব সংস্কৃত ভাষাতেও সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাহাতে বোধ হয় জাতিকায়স্থে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই কাশীরাম এই পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমরা আমাদিগকে আর্য্য জানিয়াও যেমন প্রচলিত হিন্দু নামটি ছাড়িতে পারিনা, উহাই শুদ্ধ পরিভাষা বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তদ্রূপ এমন এক সময় ছিল যে, তখন ভৃগুনন্দী ও কাশীরামদেব প্রভৃতি আপনাদিগকে বৈদ্য জানিয়াও বৃত্তিগত কায়স্থ নামের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারায় কাশীরাম আপনাকে জাতিকায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতে বাধ্য হয়েন। পদ্মদাশ নবীনমজুমদার আপনাকে খাঁটী বৈদ্য জানিয়াও অলস্ত ভাষায় আপনাকে জাতিকায়স্থ বলিয়া সূচিত করিতেছেন। বৈদ্য জাতিতে যে দেবোপাধিক বহুলোক ছিলেন, তাহা আমাদের প্রত্যেক কুলপঞ্জিকাতেই বিদ্যমান। পুরুষোত্তমদেব ত্রিকাণ্ডশেষপ্রভৃতি কোষের প্রণেতা। নববিধানসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়, দেববংশীয় বৈদ্য, উঁহারা এখনও জাতিতেই রহিয়াছেন। রাঢ়েও কয়েক ঘর দেবোপাধিক বৈদ্য রহিয়াছেন। শোভাবাজারের মহামান্য দেবোপাধিক রাজগণ, রসায়নশাস্ত্রকোবিদ মিঃ পি, সি, রায় (দেব), অধ্যাপ্য রত্ন কোন্নগরের স্বর্গত শিবচন্দ্রদেব ও অশেষভাষাপারদৃশ্বা শ্রীযুক্ত হরিনাথ দেবমহাশয়প্রভৃতিকেও আমি ঐ কারণে ভূতপূর্ব্ববৈদ্যশোণিতসগন্ধ বলিয়া মনে করি। রাজোপাধিক বৈদ্যগণ একদম কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। ইহা গেল লিপিবৃত্তিঅবলম্বন ও অন্যান্য কারণে বৈদ্যের কায়স্থীভবনের কথা, বিবাহনিবন্ধনও যে বৈদ্যেরা কায়স্থে পরিণত হইয়াছেন, অতঃপর তাহার নিকাশ দিব। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন যে—

ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥
চন্দ্রসেনোঽভবৎ রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ॥
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ।
যে সারাস্তে.চ.সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ।
অষ্টৌ পুত্রা স্তুতঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ॥
এতে.অষ্টাদশ সুতাশ্চন্দ্র খানাদয়োঽভবন্।
অষ্ট তেষা মসৎকার্য্যকুসম্বন্ধপরায়ণাঃ।
দশ সৎকার্য্যনিপুণাঃ কুলকার্য্যপরায়ণাঃ॥ ২১০পৃ

মহারাজ বিমলসেন সেনভূমির রাজা ছিলেন। তাঁহার অধস্তন সন্তান নাথসেন শিখরভূমির অন্তর্গত পাহাড়খণ্ডের রাজা হয়েন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র রাজা চন্দ্রসেন। চন্দ্রসেনের চন্দ্রখান প্রভৃতি আঠারটী পুত্র হয়, তন্মধ্যে তাঁহার আট পুত্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থ হইয়া যান।

সকলেই জানেন যে কায়স্থেরা রেণুকামাহাত্ম্যের দোহাই দিয়া কতকগুলি মিথ্যা শ্লোক খাড়া করিয়া তাঁহাদিগকে দালভ্যগোত্রীয় ভূতপূর্ব্ব ক্ষত্রিয় ও চন্দ্রসেনরাজার অনন্তরবংশ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্লোক গুলি সম্পূর্ণ কৃতক, এবং কোন ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনরাজার অস্তিত্ব ও তাঁহার সগর্ভা বিধবাপত্নীর দালভ্য আশ্রমে গমন ও পরশুরাম হইতে গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষা ও তাহার কায়স্থীভবনের কথা সকলই আঠি সমেত অমূলক ও মিথ্যা পরিকল্পিত। ফলতঃ বৈদ্য চন্দ্রসেন রাজার আটপুত্র কায়স্থকন্যা বিবাহ করিয়া জাতি হারাইয়া যে কায়স্থ হইয়াছিল, সেই কথারই শৃঙ্গপুচ্ছচ্ছেদে উক্ত মিথ্যার পয়দা হইয়াছিল। ইহাও একটী পরিজ্ঞাত সত্য যে শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থের গোত্রসংখ্যা অসংখ্য প্রদর্শিত হইলেও উহাতে ধন্বন্তরিগোত্রের কায়স্থ থাকার কথা বিবৃত হয় নাই এবং একমাত্র বৈদ্য জাতি ভিন্ন ভারতের অপর কোন জাতিতে যে ধন্বন্তরিগোত্র নাই, তাহাও বোধ হয় সাক্ষর নিরক্ষর সকলকে অবনত মস্তকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে

আমরা দেখিতেছি যে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মানভূম প্রভৃতি স্থানে সেনোপাধিক কতকগুলি ধন্বন্তরি-গোত্রীয় কায়স্থ রহিয়াছেন। এমন কি জনাঞ্জী সন্নিহিত কুমীরমোড়া গ্রামেও বিহারিলালসেননামে ধন্বন্তরিগোত্রীয় একজন কায়স্থসন্তান আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারাই বৈদ্য রাজা চন্দ্রসেনের জাতিভ্রষ্ট আটপুত্রের অনন্তরবংশ্য। দাক্ষিণাত্যে যে এক শেঠ বৈদ্যাখ্য ব্রাহ্মণ ও অন্য এক শেঠ বৈদ্যাখ্য কায়স্থ বিদ্যমান, তাহারও হেতু কতকগুলি বৈদ্যের লিপিবৃত্তি অথবা শূদ্রকন্যা পরিগ্রহের ফলশ্রুতি। যাহা হউক কি প্রকারে মুন্সী, বক্সী প্রভৃতি উপাধির ন্যায় ভাণ্ডারকায়স্থ ও পুরকায়স্থপ্রভৃতি উপাধিহইতে বৈদ্যেরা শেষে জাতিকায়স্থে পরিগণিত হইয়া "জাত হারালে কায়েত" এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া বৈদ্যের সংখ্যার লাঘব ঘটাইয়াছেন, তাহা সকলে বুঝিয়া দেখিবেন।

প্রতিবাদ প্রকরণ

অম্বষ্ঠগণ জারজ নহেন

ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করাতে তাহাতে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা একটী স্বীকৃত সত্য এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যগণ যে একই বস্তু, তাহাও একটী সর্ব্ববাদিপরিজ্ঞাত সত্য, সুতরাং উক্ত কারণে বৈধবিবাহপ্রভব অম্বষ্ঠগণের জারজত্বাপবাদ কিছুতেই সমূলক হইতে পারে না, এ বিষয়ের জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করা নিতান্তই অনাবশ্যক। কিন্তু কতকগুলি লোক এরূপ আছেন যে, তাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধিদ্বারা একান্ত প্রণোদিত হইয়া বৈদ্যজাতিকে খাট রাখিবার জন্য, তাঁহাদিগের আভিজাত্যগত ধবলিমাতে উক্ত মিথ্যাপবাদদ্বারা কলঙ্কলেপন করিতে বদ্ধপরিকর, অন্য একদল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হইয়া উক্ত মিথ্যাপবাদে আস্থা প্রদর্শন করিতে লালয়িত। অথবা কেবল অনভিজ্ঞতাও নহে, অনেকে কায়স্থকৃত মিথ্যা ব্যাখ্যা দ্বারা অন্ধীভূত হইয়া অভিজাত বৈদ্যজাতিকে অনভিজাত বলিতেও অগ্রসর। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে উহার প্রতিবাদচ্ছলে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইল।

কতকাল এই মিথ্যা প্রবাদের জন্ম হইয়াছে? আমরা অনুমান করি, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণের সময়েই উক্ত প্রবাদের জন্ম হইয়া উহা শনৈঃ শনৈঃ পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। তৎপর বৈদ্যবিদ্বেষ্টা রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম ও বৈদ্যবিদ্বেষ্টা তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাচস্পত্য অভিধানও উহাতে ইন্ধন প্রদান করিতে অনগ্রসর ছিলেন না। পরে ফরিদপুরের শশিভূষণ নন্দী তাঁহার কায়স্থপুরাণ এবং অন্যান্য কায়স্থেরা তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে ও সম্প্রতি বৈদ্যবিদ্বেষের মহান্ উৎস বিশ্বকোষ বা [illegible] অভিধান প্রভৃতি বৈদ্যকে জারজে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। অপিচ কেবল কায়স্থ নহে, অনেক ব্রাহ্মণও বৈদ্যকে জারজে পরিণত করিতে পারিলে যেন স্বস্তি বোধ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাতে বিস্মিত হইয়া

থাকি না, কেননা যাহারা কৃতঘ্ন ও অকৃতজ্ঞ, তাহারা অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা ও আশ্রয়দাতাকে যে কালপেয়ে কালকেউটার মতন দংশন করিবে ইহা কালোচিত ও স্বাভাবিক। আমরা বাল্যকালে দুইটী শাস্ত্রবচন কর্ণগত করিতাম। একটী "অম্বষ্ঠঃ খচরোবৈদ্যঃ," আর একটী "অম্বষ্ঠোজারজোবৈদ্যঃ"।

অশ্বের ঔরসে গাধার গর্ভে জাত জন্তুর নাম অশ্বতর বা খচর। অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব, সুতরাং দ্বিবর্ণসম্ভূত? যে দ্বিবর্ণসম্ভূত সে কেন অশ্বতর বা খচর বলিয়া গণ্য হইবে না? কুল্লূকও মনুর প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

অন্তরপ্রভবানাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি
অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাম্ অম্বষ্ঠকরণ
ক্ষতৃপ্রভৃতীনাম্ তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবত্বেন
খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎ।

অন্তরপ্রভব বা অসবর্ণবিবাহে অনুলোমজাত এবং সঙ্কীর্ণজাতি বা প্রতিলোমজগণ দ্বিবর্ণসম্ভূত বলিয়া খরতুরগপ্রভব অশ্বতরবৎ ভিন্ন জাতিত্বভাক্। সুতরাং অম্বষ্ঠগণ খচর হইতেছেন। আমরাও বলি, যখন চারির অধিক বর্ণ ছিল না, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন অন্য যত জাতি আছে, অর্থাৎ বৈদ্য, কায়স্থ (করণ), সদ্‌গোপ, সোণারবেণে, গন্ধবেণে প্রভৃতি সকল জাতিই উক্ত খচর বা আরও শিষ্টভাষায় খচ্চর পরিভাষার বিষয়ীভূত। তৎপর যদি আমরা ব্যাস, বশিষ্ঠ (বেশ্যাপুত্রোবশিষ্ঠঃ?), সত্যকাম জাবাল ও পরশুরামপ্রভৃতি এবং সীতা, শকুন্তলা, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুপ্রভৃতির জন্মকর্ম্মের কথাও ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও প্রায় বারআনা খরতুরগীয় ধর্ম্মী ও চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেও পোনেষোলআনা লোক খচরান্বিত? তবে ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যকে

অম্বষ্ঠঃ খচরোবৈদ্যঃ

ইহা বলিয়া গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদ্যের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়াই ব্রাহ্মণ আজি বৈদ্যের প্রতি এত বিদ্বেষ্টা। আর যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কায়স্থ ছিলেন না, শূদ্র ছিলেন, বৈদ্য

বল্লালই যাঁহাদিগকে Caterpillar হইতে শোভনমূর্ত্তি প্রজাপতিতে অর্থাৎ কুলীনকায়স্থে পরিণত করিয়াছিলেন, আজি সেই দুগ্ধকদলীসংবর্দ্ধিতকফণ কালভুজঙ্গগণই সেই বল্লালের জাতিকে ঐ সকল অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া প্রাণে আঘাত করিতে সমুদ্যত !!! বস্তুতঃ উহা না কোন গ্রন্থের পাঠ বা জানা কোন প্রবাদবাক্যের আদি বা অন্ত, উহা মুখরমূর্খগণের মুখরব মাত্র।

ইহার পর "অম্বষ্ঠোজারজোবৈশ্যঃ" এই প্রবাদবাক্যের কথা লইয়া আলোচনা করিব। আমরা বাল্যকালে এই মহাবাক্য কর্ণগত করিতাম, কিন্তু কেহই কোন শাস্ত্রের নাম না করাতে ভাবিতাম, অনন্ত শাস্ত্র, হয় ত কোন না কোন শাস্ত্রে ইহা থাকিতেও পারে? কিন্তু ক্রমাগত পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া মেহন্নত করিয়াও হিন্দুর কোন শাস্ত্রে ঐরূপ বচনের দর্শনলাভ করিতে পারিলাম না। তৎপর খিদিরপুরপ্রবাসী ফরিদপুরবাসী নন্দী শশিভূষণ তাঁহার কায়স্থপুরাণের একত্র লিখিয়া বসিলেন যে—"অম্বষ্ঠো জারজোবৈশ্যঃ", ইত্যমরঃ। এবং কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্যদর্শনের একটি প্রবন্ধেও লিখিয়া বসিলেন যে—

অম্বষ্ঠো * * বৈশ্যঃ। ইত্যমরঃ।

কাজেই কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুণ্যপত্তন, মুম্বয়ী ও কলিকাতাপ্রভৃতি নানা স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের অমর ও অন্যান্য তের চৌদ্দখানি সংস্কৃত অভিধান আনয়ন করিয়া সেগুলি তদ্গতচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু কুত্রাপি উক্ত অশ্বডিম্ব বা মহাজনপদাবলীর সন্দর্শনলাভ ঘটিল না। তৎপর শোভাবাজারের রাজজামাতা ৺ফকিরচাঁদ বসু মহাশয়ের "অন্ধের চক্ষুদান" গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বহুকালের মনোঽন্ধকার ঘুচাইতে সমর্থ হইলাম। উহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে যে—"শাস্ত্রসম্মত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য"—

অম্বষ্ঠো জারজোবৈশ্যো ভিষক্‌বৈশ্যঃ চিকিৎসকঃ। ৸৶০পৃঃ

কিন্তু আমরা যেমন অমরাদি কোন কোষগ্রন্থেই "অম্বষ্ঠো জারজোবৈশ্যঃ" এই ইত্যমরের সন্দর্শন লাভ করিতে পারি নাই, তদ্রূপ উপরি উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধও যে কোন্ শাস্ত্রের সম্মত প্রবাদবাক্য, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পরে একটু চিন্তা করিয়াই জানিতে পারিলাম যে, ইহা অমরকোষের প্রকৃত পাঠের বিকৃত হইতে সমাগত। অমরে আছে—

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষক্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।

অর্থাৎ রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্‌ ও বৈদ্য, এই চারিটি শব্দ চিকিৎসকার্থবাচী। সুতরাং ইহার অর্থ কোন কারণে ইহা হইতে পারে না যে, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ জারজ। বেশ দেখা যাইতেছে যে ফকিরচাঁদের নিযুক্ত কোন বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ অমরের প্রকৃত পাঠ বিকৃত করিয়া উক্ত ব্রহ্মাস্ত্রটি গড়িয়া কায়স্থের হাতে দিয়াছেন! পরে অনুস্বারবিসর্গের মাবাপ্‌ কায়স্থপুঙ্গব বসুদেব (!!) উহাই বেদবাক্য ভাবিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বৈদ্যের বিরুদ্ধে সন্ধান করিয়াছেন! এখন কায়স্থভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত রসজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারাই বিচার করিয়া বলুন যে, আজি প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা বৈদ্যজাতির প্রাণে আঘাত দিবার জন্য কি সুসঙ্গত পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে "ভৃত্যসন্তান", ইহা কিন্তু ষোলআনা সত্য! পক্ষান্তরে অম্বষ্ঠগণ যে জারজ নন্‌, তাহাও প্রকৃত কথা, অথচ বৈদ্যেরা ভৃত্যসন্তান বলিলে তাঁহারা মর্ম্মাহত হয়েন, চটিয়া যান ও বৈদ্য প্রণীত গ্রন্থ যাহাতে উপহার প্রদত্ত না হয়, তাহার জন্য উকীল ও এটর্ণীর চিঠি বাহির করেন, বৈদ্য পণ্ডিতগণের সভাসমিতিতে বক্তৃতা করার পথ সংরুদ্ধ করেন, বৈদ্যপণ্ডিতেরা মাসিকপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া যে দুপয়সা রোজগার করিবে, তাহা কুত্রাপি বেনামা পত্রে কুত্রাপি বা তাঁহাদের বৈদ্য জাতীয় কর্ম্মচারী দ্বারা বন্ধ করিতে প্রয়াসী হয়েন, আর বৈদ্যদিগকে যাঁহারা মিথ্যা কথার জাল করিয়া জারজ বলে, আর যাহারা দেবকে সেনপ্রভৃতি করিয়া জাল করে, তাহাদিগকে লইয়া মাথায় করিয়া নাচেন! এইরূপ জাল করিয়া অন্য একটি মহোপকারী সম্ভ্রান্ত জাতিকে গালি দেওয়া কি বড় মহা-পাতক নহে? কোন্‌ কায়স্থ এপর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থ ও শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞাবর্ষণ করিয়া বৈদ্যের সান্ত্বনার জন্য একটি প্রবোধবাক্যও বলিয়াছেন? তবে আমরা এইরূপ মিথ্যা বচনপ্রণয়ন ও নাম কাটিয়া রহিম করার জন্য কায়স্থকে তত প্রত্যবায়ী মনে করি না, কেননা তখনকার কোন কায়স্থ এই বচনপ্রণয়নবিষয়ে সামর্থ্যবান্‌ ছিলেন না, ইহা তাহাদের কোন আবদার

নরাধম ব্রাহ্মণসন্তানেরই কার্য্য। মুসলমানজাতির ন্যায় বৈদ্যজাতির আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিলে, এতদিনে সেই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের নিশ্চয়ই এই ধৃষ্ট ব্যবহারের প্রত্যাহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত।

পাঠক বৈদ্যবিদ্বেষ কায়স্থকে যে কেবল জালিয়াত বানাইয়াই ছাড়িয়াছে, তাহা নহে, উহা কায়স্থকে বেয়াদব ও বেতমিজ বানাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। অন্বর্থনামা উক্ত ফকিরচাঁদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে,

"আজিকাল জারজ সন্তানেরা, অথবা বৃষলাধম বর্ণসঙ্করেরা বৈশ্য-জাতির দোহাই দিয়া নিরাপদে তরিয়া যাইতেছেন" ৫ পৃঃ। "বিশেষতঃ জারজ মহাত্মাদিগের অমৃতযোগ উপস্থিত।" "চির জারজ সন্তানেরা বৈশ্যজাতির কুলপ্রদীপ হইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে" ৭ পৃষ্ঠা।

এখন প্রকৃত ভদ্রসন্তান কায়স্থ মহাশয়গণই বিচার করিয়া বলুন, বিনা প্রমাণে, জালবচনের জোরে কি কোন জাতিকে কাহারও এরূপভাবে আক্রমণ করা ভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে? যাহা হউক যখন অমর বা অন্য কোন কোষে অথবা হিন্দুর কোন শাস্ত্রে "অম্বষ্ঠঃ খচরোবৈদ্যঃ" বা "অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যঃ" এরূপ কোন কথা বিদ্যমান নাই, তখন প্রকৃত ভদ্রসন্তানগণ অবশ্যই ইহার আক্রমণ হইতে বৈদ্যজাতিকে নির্ম্মুক্ত মনে করিবেন এবং এইরূপ জালিয়াত-গণকে কি চক্ষে দেখিতে ও কি ভাবিতে হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন। ত্রিকাণ্ডশেষ কায়স্থজাতিকে কেন "কূটকৃৎ" (জালকারী) বলিয়াছেন, কেন চাণক্য "কিং কায়স্থঃ? ইতি লঘ্বী মাত্রা" ইহা বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিলাম।

অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যঃ

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একই বস্তু, উহারা জারজাত। বৈদ্য শব্দ মন্বাদিসংহিতামতে কোন জাতিবাচক শব্দ নহে, উহার অর্থ চিকিৎসক। মন্বাদি অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব একটী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে যে, অম্বষ্ঠের যে নিদান, তাহাতে তাঁহাকে জারজ বলা যাইতে পারে কি না? মনু বলিতেছেন—

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্॥ ৭
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥ ৮।১০ অঃ।

মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, ও করণ এই অনন্তরজদিগের সম্বন্ধে এই ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত বিধি সনাতন বলিয়া জানিবে, একান্তরজ অম্বষ্ঠ এবং দ্ব্যন্তরজ পারশব ও উগ্রসম্বন্ধেও উক্ত পিতৃসাদৃশ্যলাভবিধি নিত্য ও ধর্ম্ম্য বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ ও শূদ্রকন্যাতে নিষাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই নিষাদের নামান্তরই পারশব। ঐরূপ মনু ৯ম শ্লোকে ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাতে উগ্র বা আশুরিজাতির উৎপত্তির কথাও বলিলেন। মহামতি কুল্লূকভট্ট উক্ত অষ্টম শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

কন্যাগ্রহণাৎ অত্র উঢ়ায়াম্ ইত্যধ্যাহার্য্যং। "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ উঢ়ায়াম্ অম্বষ্ঠাখ্যোজায়তে। শূদ্রকন্যায়াম্ উঢ়ায়াম্ নিষাদ উৎপদ্যতে যঃ সংজ্ঞান্তরেণ পারশবশ্চ উচ্যতে।

অর্থাৎ কন্যাগ্রহণহেতু বুঝিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে বিবাহে অম্বষ্ঠ ও ব্রাহ্মণশূদ্রকন্যাহইতে বিবাহে পারশবের জন্ম হইয়াছে। এখানে "উঢ়ায়াং কন্যায়াং" এই কথাটী উহ্য করিয়া লইতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" ইহা বলিয়া ইঁহারা যে বিবাহে উৎপন্ন তাহা স্ফুটীকৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে অম্বষ্ঠের জারজত্ব ঘটিতে পারে কি প্রকারে? যদি অম্বষ্ঠ জারজ হয়, তাহা হইলে পারশব ও উগ্রকেও জারজ বলিতে হইবে? মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণ (কায়স্থ) গণকেও জারজ না ভাবিয়া তোমাদের নিস্তার কোথায়? বস্তুতঃ ইহার একজনও জারজ হইতে পারেন না, কেন না ইঁহারা সকলেই বৈধবিবাহপ্রভব। মনু তৃতীয়াধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে সবর্ণাবিবাহ ও ১৩শ শ্লোকে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দান করিয়াছেন। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানে দশমাধ্যায়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্লোকে তাঁহার সেই সবর্ণা ও অসবর্ণাবিবাহে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল,

তাঁহাদেরই নাম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং বৈধবিবাহজ অম্বষ্ঠের ইহাতে জারজত্ব ঘটিতে পারে না। জারজ কাহাকে কহে?

জারস্তূপপতিঃ স্মৃতঃ। অমর।

কোন নারী বিধবা বা সধবাবস্থায় যদি পরিণেতা ভিন্ন অন্য পুরুষে উপগত হয়* তবে উক্ত পুরুষকে উহার জার বা উপপতি ও উক্ত নারীকে উক্ত জারের উপপত্নী কহে। এবং এহেন সধবাতে উপপতিহইতে জাত পুত্রের নাম কুণ্ড ও বিধবাতে জাত পুত্রের নাম গোলক। উক্তঞ্চ—

অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ। অমর

মন্বাদি অম্বষ্ঠকে কুণ্ড বা গোলকনামে প্রখ্যাত করেন নাই, পরন্তু বলিয়াছেন যে, অম্বষ্ঠাদি ধর্ম্ম্যবিধি অনুসারেই উৎপন্ন, (ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্। ৭।১০ অঃ) সুতরাং মন্বাদি যাঁহাকে ধর্ম্ম্যবিধিপ্রভব বৈধসন্তান বলিতেছেন, তোমরা তাহাকে জারজ বলিতে সমর্থ ও অধিকারী নহ।

হাঁ যদি তোমরা দেখাইতে পার যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করাতে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার নাম মন্বাদি "গ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যাতে উপগত হওয়াতে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, মন্বাদি তাহাকেই অম্বষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাদের কথায় মস্তক অবনত করিব। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য কোন সংহিতাতেই নাই। অপিচ মনু যে ব্রাহ্মণকে বৈশ্যকন্যা উপপত্নী রাখিয়া তাহাতে জারজ সন্তান উৎপন্ন করিবার জন্য বিধি দান করিবেন ও উহা আবার ধর্ম্ম্যবিধি বলিয়া সংসূচিত করিয়া যাইবেন, ইহা বোধ হয়, কোন প্রকৃত বৈধজন্মা ব্যক্তিই মনে করিবেন না।

অবশ্য তোমরা বলিবে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে "তুল্যাসু পত্নীষু" ও "অনন্তরজাতাসু স্ত্রীষু" কথার অবতারণা থাকায় তথায় বিবাহের ভাব স্ফুটিত হইতেছে, কিন্তু, ৮ম ও ৯ম শ্লোকে কন্যা শব্দ থাকাতে বিবাহের আশঙ্কা

---

* উপগত না হইয়া অন্য পুরুষকে কোন প্রকারে বিবাহ করিলে তদ্গর্ভজ সন্তানেরাও জারজ পদবাচ্য হইবে না। মনু—১৭৫।১৭৬।১৯১—৯ অঃ দেখ। তথাহি মহানির্ব্বাণতন্ত্রং—

বয়োজাতিবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনাং উদ্বহেৎ শম্ভুশাসনাৎ॥

ঘটিতেছে। কিন্তু ইহা কি কেবল বৃথা কূটতর্ক ও শূদ্রজনসমুচিত ঠেঁটামি নহে? মনুর এটা কি বিবাহপ্রকরণের প্রসঙ্গ, না উপপত্নী রাখার পালা? "ধর্ম্ম্যং বিদ্যাৎ ইমং বিধিম্"—ইহা দ্বারাও কি ৮ম ও ৯ম শ্লোকের একান্তর ও দ্ব্যন্তরবর্ণে বিবাহ বৈধ বলিয়া সূচিত হয় নাই? কুল্লূক নিজের সারল্যবশতঃ "উঢ়ায়াং" কথাটীর অধ্যাহার করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা না বলিলেও চলিত, কেন না তৃতীয় অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের "দারকর্ম্ম" ও ১৩শ শ্লোকের "ভার্য্যা" কথাটীর এখানে অনুবৃত্তি হইতেছে। প্রকরণসাহচর্য্যবশতও ইহাকে বৈধবিবাহ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। অপিচ মনুর দশমের দশম শ্লোকও অম্বষ্ঠাদির বৈধবিবাহপ্রভবপুত্রত্ব সূচিত করিতেছে।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

অত্র কুল্লূকঃ—ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদিদ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ বৈশ্যস্য চ শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাম্ এতে ষট্ পুত্রাঃ অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে জাত পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাস্ত্রীতে জাত পুত্র মাহিষ্য ও উগ্র এবং বৈশ্যের শূদ্রাস্ত্রীতে জাত পুত্র করণ বা কায়স্থ, ইঁহারা সবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্রগণহইতে কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া অপসদসংজ্ঞার বিষয়ীভূত। মনুর দশমের ৪৬ম শ্লোকও এই অপসদ ছয় পুত্রকে "অজারজ" বা বৈধপুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

অপধ্বংসজ অর্থ বর্ণসঙ্কর সূতমাগধাদি, অপসদ অর্থ অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠাদি, এই উভয় দলের পৃথক্‌নির্দ্দেশদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, অপসদ অম্বষ্ঠাদি যখন বর্ণসঙ্কর নহেন, তখন তাঁহারা জারজ বলিয়াও অনুমিত হইতে পারেন না। কেন না মনু ব্যভিচারজ বা জারজগণ ও সূতাদি প্রতিলোমজগণকেই বিশদাক্ষরে বর্ণসঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন। পরন্তু অনুলোমজগণকে নহে। বলিবে এই ১০ম শ্লোকে পুত্র কথার সমুল্লেখ নাই? চতুর্দ্দশ ও ২৮শ শ্লোকে "পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজাতীনাম্" ও "যথা ত্রয়াণাম্ বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্ত তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ," যথাক্রমে পুত্র ও আত্মজ শব্দের উল্লেখ থাকাতে সে

আশঙ্কারও নিরসন হইতেছে? সুতরাং অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদিতে জারজত্বের আশঙ্কা সর্ব্বথাই সুদূরাপাস্ত! অপিচ মহাভারত ও মনু যখন অম্বষ্ঠপুত্রকে ব্রাহ্মণ পিতার ঋকৃথভাগী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন উঁহার জন্মগত বিশুদ্ধিতে তোমরা কোন কালিমারই সমারোপ করিতে পার না।

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ম্ বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৯

যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা, এই চারি স্ত্রীই থাকে ও চারিজনই যদি পুত্রবতী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্রগণের পিতৃঋকৃথসম্বন্ধে এইরূপ বিভাগ হইবে।

ত্র্যংশং দায়াৎ হরেৎ বিপ্রঃ, দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশং অংশং শূদ্রাসুতোহরেৎ॥ ১৫১—৯অঃ

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাগর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ পিতার ধনের তিন অংশ, মূর্দ্ধাবসিক্ত দুই অংশ, অম্বষ্ঠ দেড় অংশ ও পারশব এক অংশ মাত্র গ্রহণ করিবে। সুতরাং তোমরা যখন অম্বষ্ঠ ভিন্ন ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অন্য কোন জাতির সত্তা দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহ, তখন তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সর্ব্বজনপরিচিত এই বৈদ্যাপরনামা অম্বষ্ঠই ব্রাহ্মণের বৈধ-বিবাহজ বৈধসন্তান, কেন না তিনি পিতার ঋকৃথভাগী হইতেছেন।

অপিচ অম্বষ্ঠগণের দ্বিজত্ব, ব্রাহ্মণ্য ও অধ্যাপনাধিকারদ্বারাও তাঁহা-দিগের অজারজত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জারজ সে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। যে বর্ণসঙ্কর সে শূদ্র, পরন্তু দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যে শূদ্র তাহার অধ্যাপনা দূরে থাকুক, কায়স্থাদি শূদ্রবৎ অধ্যয়নাধিকারেও নিরস্ত থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে অম্বষ্ঠের তৎসমুদায়বিষয়ে পূর্ণাধিকারই বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং এহেন দ্বিজ ও ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের জারজত্বাশঙ্কা সর্ব্বথাই নিরস্ত ও নিরাকৃত হইতেছে।

কোন কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ বৈদ্যবিদ্বেষী যাজ্ঞবল্ক্যবচনের অনুবাদদ্বারা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের জারজত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশ্বকোষের বৈদ্যজাতি শব্দে বলিতেছেন যে—"মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন"—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াম্ বিশঃ স্ত্রিয়াং। *
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোঽপি বা॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের স্ত্রীগর্ভে অম্বষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে নিষাদ বা পারশব উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যে জাতি বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে জাত, সে অবশ্যই "জারজ" পদবাচ্য হইতেছে? কিন্তু বস্তুতই কি যাজ্ঞবল্ক্যের মনোভাব ইহাই? কখনই নহে। কেন না ইহাও তাঁহার গ্রন্থের বিবাহপ্রকরণেরই কথা। বিশ্বকোষ আপনার দুষ্টবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেবল যে বিজ্ঞানেশ্বরের প্রকৃত ব্যাখ্যার পরিহার করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার দুষ্টবুদ্ধি তাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃত মতও সংগোপিত করিতে প্রণোদিত করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তিনি বচনের একদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলী দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥ ৯০

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ—সবর্ণেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ সবর্ণাসু ব্রাহ্মণ্যাদিষু সজাতয়ো মাতৃপিতৃসমানজাতীয়াঃ পুত্রা ভবন্তি। "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত" ইতি সর্ব্বশেষত্বেন উপসংহারাৎ বিন্নাসু সবর্ণাসু ইতি সংবধ্যতে বিন্নাশব্দস্য সম্বন্ধিশব্দত্বাৎ বেত্তৃভ্যঃ সবর্ণেভ্য ইতি লভ্যতে। একঃ সবর্ণশব্দঃ স্পষ্টার্থঃ অতশ্চায়মর্থঃ সংবৃত্তঃ উক্তেন বিধিনা উঢ়ায়াং সবর্ণায়াং বোঢ়ুঃ সবর্ণাৎ উৎপন্নাঃ তস্মাৎ সমানজাতীয়া ভবন্তি অতশ্চ কুণ্ডগোলককানীনসহোঢ়জাদীনাম্ অসবর্ণত্বম্ উক্তং ভবতি। কিঞ্চ অনিন্দ্যেষু ব্রাহ্মাদিবিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তান বর্দ্ধনাঃ ভবন্তি।

অর্থাৎ সবর্ণপতি হইতে অনিন্দ্যবিবাহে সবর্ণাভার্য্যাতে যে সকল পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা পিতামাতার সমান জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় ও বংশরক্ষাকারী হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে সবর্ণাবিবাহের কথা বলিয়াই অসবর্ণা বিবাহের প্রসঙ্গচ্ছলে বলিলেন—

* মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এখানে "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" অর্থে বিবাহিত বৈশ্যকন্যা অর্থ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ।

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাম্ নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা ॥ ৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাম্ বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২—১অঃ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বর :—ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াম্ বিন্নায়াং মূর্দ্ধাবসিক্তোনাম পুত্রোভবতি বৈশ্যকন্যায়াং বিন্নায়াং অম্বষ্ঠোনাম পুত্রো ভবতি, শূদ্রায়াং বিন্নায়াং নিষাদোনাম পুত্রো ভবতি। নিষাদোনাম কশ্চিৎ মৎস্যঘাতজীবী প্রতিলোমজঃ সমভূদিতি পারশবোঽয়ম্ নিষাদ ইতি সংজ্ঞাবিকল্পঃ। বিপ্রাৎ সর্ব্বত্র অনুবর্ত্ততে। বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ বিন্নায়াং রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ যথাক্রমং পুত্রৌ সম্ভবতঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়াং বিন্নায়াং করণোনাম পুত্রো ভবতি। এষ সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি সংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাসু উঢ়াসু স্মৃতঃ উক্তোবেদিতব্যঃ এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষট্ অনুলোমজাঃ পুত্রাবেদিতব্যাঃ।

এইরূপে ব্রাহ্মণের অনিন্দ্য অসবর্ণ বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যাতে জাত পুত্রের নাম মূর্দ্ধাবসিক্ত, ঐরূপ ব্রাহ্মণের অনিন্দ্য অসবর্ণ বিবাহে বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ ও শূদ্রকন্যাতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ, যাহার সংজ্ঞান্তর পারশব। ঐরূপ ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য ও শূদ্রকন্যাবিবাহে যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র, এবং বৈশ্যহইতে শূদ্রকন্যাবিবাহে, করণ বা কায়স্থজাতি সমুদ্ভূত।

সামাজিকগণ দেখিবেন, যাজ্ঞবল্ক্য ৯০ শ্লোকে যে "অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু" ও ৯২ শ্লোকে যে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ৯০, ৯১, ৯২, এই তিনটি শ্লোকেরই যুগপৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে (৯০ শ্লোকের টীকা দেখ)। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র (সবর্ণা বিবাহজ) এই চারি বর্ণ ও অসবর্ণাবিবাহজ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, পারশব, মাহিষ্য, উগ্র ও করণ, এই ছয় অনুলোমজাতি, প্রত্যেকেই বৈধবিবাহসম্ভব। কেন না যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই—

বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ

কথাটীর অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা যখন বিশুদ্ধ বিবাহপ্রকরণ পরন্তু উপপত্নীরক্ষাব্যাপার নহে, তখন যাজ্ঞবল্ক্য কেন উক্ত বিবাহের নির্দ্দেশ করিবেন না?

বলিবে বা বলিতেছ যে, তবে যাজ্ঞবল্ক্য কেন "বিশঃ স্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ" কথাটীর ব্যবহার করিলেন? করিলেন কেবল একমাত্র ছন্দের জন্য। কথা বাড়িতে গেলে হয় ত আর একটী শ্লোক বাড়াইতে হইত, তাহা বৃথা বাড়াইবেন না, ও অল্প কথায় সারিবেন বলিয়াই তিনি "বিশঃ স্ত্রিয়াং" বলিয়া চরণ পূর্ণ করিলেন। কেন না তিনি জানেন যে আমি ইহা বিবাহপ্রকরণ লিখিতেছি আর "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" বলিয়াও ইহা যে বৈধবিবাহব্যাপার তাহা সংসূচিত করিতেছি, তখন ইহাতে কোন দোষ ঘটিবে না। আরও এক কথা তিনি ইহাও জানিতেন না যে, এ দেশে একদিন হিন্দুরাজত্বের বিলোপ ঘটিবে ও তাঁহার গ্রন্থ শূদ্রের হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবে। তাহা জানিলে, তিনি কূটকৃৎ কূটবুদ্ধিগণের কর্কশ প্রাণ হইতে আপনার গ্রন্থের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ করিতে সাবধান হইতেন। আর অসাবধানই'যে কি হইয়াছেন তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না।

বিশঃ স্ত্রিয়াং

অর্থ—"বৈশ্যের স্ত্রীতে" অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বা অন্য কেহ বৈশ্যের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবেন বা পারিতেন, এরূপ বিধির কি প্রচলন ছিল? "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" এই বাক্য কি "বৈশ্যের স্ত্রীতে" এই অর্থের বিনিগমনার বাধা জন্মাইতেছে না? ফলতঃ উহার প্রকৃত অর্থ

বিশঃ—বৈশ্যস্য স্ত্রিয়াং,
তজ্জাতীয়ায়াং কন্যায়ামেব নার্য্যাং
বিন্নায়াং কুমার্য্যাং

স্ত্রী শব্দের অর্থ কেবল বিবাহিতা পর স্ত্রী নহে, পরন্তু বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যোষিন্মাত্র। উক্তঞ্চ তৎ শ্রীমতা অমরেণ—

স্ত্রী যোষিদবলা যোষা ন্যারী সীমন্তিনী বধূঃ।
প্রতীপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা তথা॥ মনুষ্যবর্গ।

অর্থাৎ স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, যোষা, নারী, সীমন্তিনী বধূ, প্রতীপদর্শিনী, রামা, বনিতা ও মহিলা, এই একাদশটী শব্দ যে কোন স্ত্রীলোকবাচক।

প্রামাণ্যটীকাকার রঘুনাথচক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"মহিলান্তমেকাদশ স্ত্রী সামান্যে"। ভট্টোজিদীক্ষিতের সুযোগ্য পুত্র ভানুজিদীক্ষিতও বলিলেন যে,—

"একাদশ স্ত্রীমাত্রস্য"। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের বচনধৃত "স্ত্রী" শব্দের অর্থ বিবাহিতা বৈশ্য-স্ত্রী নহে, পরন্তু অবিবাহিতা বৈশ্যজাতীয়া নারী। যদি স্ত্রী অর্থে কেবল উঢ়া রমণীরই অববোধ করাইতে চাহ, তাহা হইলে তুল্যপর্য্যায়স্থ "মহিলা" শব্দের অর্থও কাহার বিবাহিতা রমণী বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি অনূঢ়া কুলকন্যাগণকেও মহিলা বলিয়া থাকি না? স্নানাগারে কিংবা রেলগাড়ীতে যে লিখিত থাকে—

"কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য"

তখন কি আমরা সেই "স্ত্রী" শব্দ দ্বারা বিবাহিতা অবিবাহিতা যে কোন নারীরই অববোধ করিয়া ও করাইয়া থাকি না?

সমাঃ স্নুষাজনীবধ্বঃ

অমর এখানে যে "বধূ" শব্দের অবতারণা করিয়াছেন, এ বধূ অবশ্যই বিবাহিতা, কেন না ইহার অর্থ ই পুত্রের ভার্য্যা। রঘুনাথ এখানে বলিয়াছেন—

স্নুষেতি ত্রয়ং পুত্রাদিভার্য্যায়াম্

ইহাতেও বুঝিতে হইবে যে, প্রথম শ্লোকোক্ত বধূ শব্দের অর্থ কাহার ভার্য্যা নহে, পরন্তু যে কোন স্ত্রীলোক। তবে সে উঢ়া অনুঢ়া দুই হইতে পারে। কিন্তু এখানে যখন যাজ্ঞবল্ক্য অসবর্ণের বিবাহের কথা বলিতেছেন, তখন বচনধৃত "স্ত্রীয়াং" পদের অর্থ "কোন বৈশ্যের বিবাহিত স্ত্রীতে" এরূপ বিনি-গমনা হইতে পারে না। ইহাই কূটকৃৎ জাতির কূটবুদ্ধির খেলা মাত্র। অমর বলিতেছেন যে—

শূদ্রী শূদ্রস্য ভার্য্যা স্যাৎ
শূদ্রা তজ্জাতি রঙ্গনা।

অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতা স্ত্রীর নাম শূদ্রী, আর শূদ্রজাতিয়া যে কোন স্ত্রীলোকের নাম শূদ্রা। তাহা হইলে বলনা কেন যে ৯২ শ্লোকোক্ত—

মাহিষ্য, উগ্র ও করণ (কায়স্থ)

এই তিনই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরপুরুষ হইতে কোন শূদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীতে জাত, অতএব জারজ সন্তান? না তাহাও বলিতে পার না, কেন না যখন ইহা বিবাহপ্রকরণের বচন, বিবাহের কথাও যখন যাজ্ঞ নিজে বলিতেছেন, অথচ অন্যের স্ত্রীকে বিধবাবিবাহের স্থল ভিন্ন যখন বিবাহ করার বিধি নাই

ও ছিল না, তখন বুঝিতে হইবে যে এখানেও যাজ্ঞ কেবল অল্প কথায় সারিবার জন্য এই আর্ষপ্রয়োগ (শূদ্রা স্থলে শূদ্রী) করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু—"বিশঃ স্ত্রিয়াং" কথার বেলা কোন আর্ষ প্রয়োগেরও প্রয়োজন ঘটে নাই। যাজ্ঞবল্ক্য তৎপরই বলিতেছেন যে—

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাৎ বৈদেহক স্তথা।
শূদ্রাৎ জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৩
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাৎ শূদ্রাৎ ক্ষত্তার মেব চ।
শূদ্রাৎ আয়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥ ৯৪
মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥ ৯৫—১অঃ

তত্র মিতাক্ষরা—অসন্তঃ প্রতিলোমজাঃ সন্তশ্চ অনুলোমজা জ্ঞাতব্যা ইতি।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে প্রতিলোমক্রমে সূত, বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে বৈদেহক, ও শূদ্রহইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত পুত্রের নাম চণ্ডাল, সে সর্ব্বধর্ম্মহীন। আর বৈশ্যহইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভে মাগধ, শূদ্রহইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভে ক্ষত্তা ও শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভে আয়োগবের জন্ম হইয়াছে, এবং মাহিষ্যহইতে করণকন্যাতে জাত পুত্রের জাতির নাম রথকার। ইহার মধ্যে যাহারা প্রতিলোমজ তাহারা অসৎ বা হীন, আর অনুলোমজগণ সৎ বা সাধু অর্থাৎ উচ্চতর জাতি।

এখন সামাজিকগণ দেখ, যাজ্ঞবল্ক্য, অনুলোমজগণকে সৎ ও প্রতিলোমজগণকে অসৎ বলিতেছেন। অম্বষ্ঠও একতর অনুলোমজ, সুতরাং এতাবতা যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহারও উৎকর্ষ (সদ্ভাব) বিবৃত করিতেছেন। যদি তোমাদের কথা মত অম্বষ্ঠ বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভজাত হয়েন, তাহা হইলে তোমরা কি ইহাই বলিতে চাহ যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই জারজ জাতিকেই উৎকৃষ্ট (সৎ) বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন? যে যাজ্ঞবল্ক্য, বিবাহজাত প্রতিলোমজগণকে অত্যন্ত অসৎ বলিতে বদ্ধপরিকর, সেই যাজ্ঞ কি প্রতিলোমজাত হইতেও নিকৃষ্টজন্মা জারজ অম্বষ্ঠকে সৎ বলিতে প্রস্তুত হইবেন? তিনি কি বলিতে পারিতেন না যে, যেমন প্রতিলোমজগণ অসৎ ও চণ্ডাল সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত, তদ্রূপ অনুলোমজগণের মধ্যে অম্বষ্ঠও অসৎ ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত। তাহা না বলাতেই বুঝিতে হইবে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের এই "বিশঃ স্ত্রিয়াম্" বাক্যটীর অর্থ বৈশ্যজাতীয়া নারী।

পরন্তু কোন বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা ভার্য্যা নহে। অতএব বৈদ্যবিদ্বেষ্টা জাতিরহস্য-গ্রন্থপ্রণেতা যে বলিয়াছেন—

"যাজ্ঞবল্ক্য যে জাতিকে পরস্ত্রীজাত

অর্থাৎ জারজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" ৮২ পৃষ্ঠা।

ইহা সুজন্মা তাঁহার পক্ষে ভদ্রতা বা প্রকৃত মনুষ্যের কার্য্য হইয়াছে কি না, তাহা কায়স্থ জাতির সাধুসদাশয়েরাই বিচার করিবেন।

এই জাতিরহস্যগ্রন্থে প্রণেতা বা মুদ্রাকর কিংবা মুদ্রাযন্ত্রের নাম নাই, ইহা বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায় না। বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, ইহার সরবরাহ-কার, সুতরাং তিনি এতদ্দ্বারা বৈদ্যজাতি ও সভ্যজগতের নিকট দায়ী হইতেছেন কি না, তাহাও নীতিজ্ঞ প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। বৈদ্যজাতিকে জারজ বলিয়া গালি দিবার জন্য গুহোপাধিক আর একজন কায়স্থ কয়েক বৎসর হইল একজন অসার ব্রাহ্মণকে শিখণ্ডীখাড়া করিয়া—"বৈদ্যরহস্য" নামে আর একখানি গ্রন্থের প্রচার করেন। উহাতে লিখিত রহিয়াছে—

"জারজ অম্বষ্ঠের উপনয়ন নাই।" "জারজ অম্বষ্ঠের উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত নয়।" "সুতরাং শুনিতে চাই, উপপত্নীতে জাত অম্বষ্ঠ উপনেয় হইতে পারে কিরূপে? ইঁহারা বৈদ্যই হউন আর অম্বষ্ঠই হউন, জারজতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই।" ৯৭ পৃষ্ঠা।

বাগবাটীর ৺যদুনাথ ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থের প্রণেতা, তত্রত্য বৈদ্য জমিদার মহাশয়গণ তাঁহার কোন দুর্ব্যবহারে তাঁহাকে বাস্তুভিটাহইতে উৎখাত করাতে তিনি কায়স্থদিগকে এই গ্রন্থ রচিয়া দেন। কায়স্থের অর্থ ও চেষ্টা ইহাকে লোকের নয়নপথে পাতিত করে। কত বড় জাতক্রোধে কৃষ্ণসর্প যদুনাথ শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া ইহা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পণ্ডিতেরা বুঝিয়া লইবেন। কোন ব্যক্তি নিজে সুজন্মা হইলে তিনি কখনই মিথ্যার সাহায্যে তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষের অন্নদাতা বৈদ্যজাতিকে এরূপভাবে গালি দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন না। জাতিরহস্যপ্রণেতা কোন ক্ষুদ্রচেতাঃ ঐরূপ আক্রোশে পড়িয়া বৈদ্যকে জারজে পরিণত করিবার জন্য জাতিরহস্যগ্রন্থের স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

"অসবর্ণবিবাহ পাণিগ্রহণসংস্কার বলিয়াই গণ্য ছিল না।" ৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নী তাঁহার উপপত্নী ও সেই উপপত্নীগর্ভজ অম্বষ্ঠগণ জারজ হইতেছেন? ধন্য ক্ষুদ্র শূদ্রগণের বিচার বৈদগ্ধী! ধন্য তাঁহাদিগের অভিনব পাণ্ডিত্য! ধন্য তাঁহাদিগের পুরাণে নূতন বিদ্যা!! ধন্য তাঁহাদিগের সত্যাপলাপবিচেষ্টা!!! জাতিরহস্যের প্রণেতা—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে॥ ৪৪—৩অঃ

মনুর এই শ্লোক দুইটীর অধ্যাহার করিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিতেছেন যে—

"সমান সমান বর্ণ অর্থাৎ বর ও কন্যা এক জাতীয় হইলে, পাণিগ্রহণ সংস্কারকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, অসমানবর্ণমধ্যে বিবাহস্থলে উক্ত পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ হইবে না। ইহাতে কি বুঝিব না যে, অসবর্ণবিবাহ পাণিগ্রহণসংস্কার বলিয়াই গণ্য ছিল না।"

বস্তুতই কি মনুবচনের অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ইহাই? আমরাও কি এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিয়া লইব না যে, এই অনুবাদকর্ত্তা, হয় মূর্খ, না হয় সত্যাপলাপী নরাধম? যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াই জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করে, সভ্য জগৎ ও সামাজিকগণ কি তাহাকে প্রকৃত অপাংক্তেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন না? নির্লজ্জ রহস্যপ্রণেতা আপনার উক্তির সমর্থনজন্য মেধাতিথির ভাষ্য ও রাঘবানন্দের টীকা অধ্যাহৃত করিয়া বলিতেছেন—"স্বয়ং মনু এবং তাঁহার ভাষ্যকার ও প্রধান টীকাকার কি বলিতেছেন, দেখুন"—কিন্তু মনুর মূল, ভাষ্য ও টীকার তাৎপর্য্য কি উহাই? আমরা সাধারণের মনঃপ্রসাদের নিমিত্ত এখানে ভাষ্য ও সমগ্র টীকাবটুকের সমাহার করিব।

মেধাতিথিভাষ্যম্…পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্তঃ সংস্কারঃ সবর্ণাসু সমানজাতীয়াসু উহ্যমানাসু উপদিশ্যতে ব্রাহ্মণেন বিধীয়তে কর্ত্তব্যতয়া প্রতিপাদ্যতে অসবর্ণাসু যৎ উদ্বাহকর্ম্ম তত্র অয়ং বক্ষ্যমাণবিধির্জ্ঞেয়ঃ।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ—সবর্ণাসু ইতি সমানোক্ত্যা শূদ্রাণামপি অগ্নিসাক্ষিক মমন্ত্রকং পাণিগ্রহণমাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন অভিমতম্।

কুল্লূকঃ—সমানজাতীয়াসু গৃহ্যমাণাসু হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারঃ গৃহ্যাদি শাস্ত্রেণ বিধীয়তে বিজাতীয়াসু পুনরুহ্যমানাসু বিবাহকর্ম্মণি পাণিগ্রহণস্থানে অয়ং অনন্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ।

রাঘবানন্দঃ—অসবর্ণাসু পাণিগ্রহণাভাবেন প্রকারান্তরং বক্তুং সবর্ণাসু এব "গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায়" ইতি পাণিগ্রহণং বিধত্তে পাণীতি দ্বাভ্যাং অয়ং বক্ষ্যমাণঃ শরেত্যাদিঃ।

নন্দনীঃ—অথ বিবাহাঙ্গবিশেষ মাহ পাণিগ্রহণেতি। করেণ করস্য গ্রহণং পাণিগ্রহণং পাণিগ্রহণমেব সংস্কারঃ পাণিগ্রহণসংস্কারঃ। অয়ম্ বক্ষ্যমাণঃ।

রামচন্দ্রঃ—পাণীতি—সবর্ণাসু স্ত্রীষু পাণিগ্রহণসংস্কার উপদিশ্যতে। তৎ যথা ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ্যাঃ পাণিগ্রহণ মিতি সবর্ণাসু ইত্যর্থঃ। অসবর্ণাসু স্ত্রীষু বিবাহেষু ব্রাহ্মণস্য অয়ং বিধিঃ উদ্বাহকর্ম্মণি জ্ঞেয়ঃ।

গোবিন্দরাজঃ—হস্তগ্রহণাত্মকসংস্কারো গৃহ্যোক্তঃ সমানজাতিষু গৃহ্যমাণাসু শাস্ত্রেণ উচ্যতে। অসজাতিষু পুনঃ উহ্যমানাসু বিবাহকর্ম্মণি অয়ং বক্ষ্যমাণো বিধিঃ পাণিগ্রহণস্থানে জ্ঞেয়ঃ।

প্রবীণগণ এখানে মূল ও ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিবার পূর্ব্বে এখানে "পাণিগ্রহণ" ও "পাণিগ্রহণসংস্কার" এই কথা দুইটীর ব্যাপ্তিব্যাপতা কি, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। ইহার একটি কথার অর্থও বিবাহ নহে, পরন্তু হস্তধারণ ও হস্তধারণকর্ম্ম। পাণিগ্রহণের মুখ্যার্থ একে অন্যের (বরকর্ত্তৃক কন্যার) হস্তধারণ। গৌণার্থ বিবাহ। সমাজে এই গৌণার্থই মুখ্যার্থের স্থল গ্রহণ করিয়া উহাদ্বারা বিবাহার্থ অববোধিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখানে মনু উহা আদি মুখ্যার্থ হস্তধারণ অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। কেন না উদ্বাহের কথা "উদ্বাহকর্ম্মণি" পদেই অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার ও টীকাকারেরাও উক্ত পাণিগ্রহণসংস্কার কথাটীর অর্থ হস্তধারণ ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা হওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকি।

সবর্ণাসু উহ্যমানাসু সবর্ণেন সবর্ণায়া বিবাহে পাণিগ্রহণসংস্কারঃ বরেণ

কন্যায়াঃ হস্তধারণকর্ম্ম উপদিশ্যতে শাস্ত্রকারৈ রিতি শেষঃ। চেৎ সবর্ণঃ কামপি সবর্ণাং উদ্বহতি তর্হি স কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণং হস্তধারণং কুর্য্যাৎ। পক্ষান্তরে অসবর্ণাসু উহ্যমানাসু ব্রাহ্মণাদিনা কেনচিৎ বরেণ উদ্বাহকর্ম্মণি ক্ষত্রিয়াদিবিবাহে অয়ং বক্ষ্যমাণঃ বিধিঃ পরশ্লোকে উপদিষ্টো নিয়মঃ জ্ঞেয়ঃ কঃ পুনঃ স বিধিঃ ? ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়া বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যয়া ন বরস্য হস্ত ধারণং কার্য্যং পরন্তু শরঃ ব্রাহ্মণবরগৃহীতশরস্য প্রান্তান্তরং ধারণীয়ং বৈশ্যয়া পুনঃ প্রতোদঃ বলীবর্দ্দতাড়নদণ্ডস্য প্রান্তান্তরং গ্রহণীয়ং।

মেধাতিথিও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেন উহ্যমানয়া ক্ষত্রিয়য়া শরঃ, ব্রাহ্মণ পাণিগৃহীতো গ্রাহ্যঃ। পাণিগ্রহণস্থানে শরস্য বিধানাৎ। টীকাকারেরাও এই পাণিগ্রহণ কথাটার অর্থ কেবল হস্তধারণ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভরতশিরোমণিমহাশয়ও উহার অনুবাদে বলিয়াছেন—

"সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে
পাণিগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিবে"

সুতরাং এই বচনের অর্থ এরূপ নহে যে অসবর্ণবিবাহ পাণিগ্রহণ বা বিবাহই নহে, উহা উপপত্নী গ্রহণ। মনু কি মূলেই "উদ্বাহকর্ম্মণি" কথাটার ব্যবহার করিয়া সে আশঙ্কার নিরাশ করিয়া দেন নাই ? উক্ত কথাটার সহিত সবর্ণবিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ এই উভয় বিষয়েরই কি তুল্যভাবে অন্বয় রহিয়াছে নহে ? ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও কি প্রত্যেকেই অসবর্ণার "উদ্বাহকর্ম্ম" (মে), "বিবাহকর্ম্মণি" (কু), "অসবর্ণাসু স্ত্রীষু বিবাহেষু" (রাম), ও "অসজাতিষু বিবাহকর্ম্মণি" (গোবিন্দ) বলিয়া অসবর্ণার বিবাহের কথাই ব্যক্ত করিয়া ও বলিয়া যান নাই ? রাঘবানন্দ যে লিখিয়াছেন—

অসবর্ণাসু পাণিগ্রহণাভাবেন

ইহার কি ইহাই অর্থ নহে যে, অসবর্ণবিবাহে শর, প্রতোদ ও বসনদশা গ্রহণ করিতে হয়, পরন্তু পাণি গ্রহণ করিতে হয় না। এই পাণিগ্রহণ অর্থ বিবাহ নহে, মাত্র হস্তধারণ এবং এই পাণিগ্রহণাভাব অর্থও বিবাহের অভাব বা উপপত্নী গ্রহণ হইতে পারে না। তাহা হইলে দ্বিজগণ যে অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ করিতে পারিবেন, এ ব্যবস্থাই ঋষিরা দিতেন না, এবং সকলে মূর্দ্ধাব-সিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ (কায়স্থ), এই সকল জাতিকেই

সমভাবে জারজ বলিয়া অবগত থাকিতেন ও ঋষিরাও এই ছয় জনকে পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণ পতিত কি অপতিত তাহা তাঁহাদের শাস্ত্রের পঠনপাঠনায় অধিকার ও সামাজিক মর্য্যাদা দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে? যে কায়স্থগণ আজি সমাজে ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা দাবীদার, সেই কায়স্থগণের কেবল দে দত্ত নহে, ঘোষ বসুরাও বৈদ্যের বাড়ীতে এখনও হীন ভৃত্য খানসামার কাজ করিতেছে। ইহাতেই সকলে অনুমান করিয়া লইবেন, অম্বষ্ঠগণের সামাজিক মর্য্যাদা কত প্রশস্ত ও প্রসারিত। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন যে—

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিৎ পূজ্যতে হন্যতেঽপি বা।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় পূজ্যতে হন্যতেঽথবা॥

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা শূদ্র বলিয়া কোন জাতি নাই, জাতি লোকের আচার ও ব্যবহার। চাণক্য কায়স্থের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"কিং কায়স্থঃ? লঘ্বী মাত্রা"।

কি কায়স্থ? উহার মর্য্যাদার মাত্রা অতি লঘু। আমরা কিন্তু কায়স্থ জাতিতে কত দেবোপম চরিত্রের লোক দেখিয়াছি ও এখনও দেখিতেছি, কিন্তু সেই চাণক্যের প্রকৃত কায়স্থ, সেই, যে ব্যক্তি এই জাতিরহস্যগ্রন্থের প্রণেতা, প্রচারয়িতা ও মুদ্রয়িতা। ফলতঃ যে ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথ্যা অর্থের নির্দ্দেশ করিয়া কোন জাতির হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়, সে যে চণ্ডাল অপেক্ষাও নরাধম তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। জাতিরহস্যপ্রণেতা দ্বিজগণের অসবর্ণা স্ত্রীগণকে হীন কামপত্নী বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য বলিতেছেন—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানা মিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥ ১২—৩অঃ

তৎপরে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা হইলে দ্বিজাতিগণ আপন বর্ণ হইতে ক্রমশঃ যে হীন ঐরূপ বর্ণেই বিবাহ করিবেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রথমে সবর্ণ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। তৎপরে কামপত্নীরূপে প্রথমে ক্ষত্রিয়কন্যা, তৎপরে বৈশ্যকন্যা ও সর্ব্বশেষে শূদ্রকন্যা লইতে পারেন। সুতরাং সবর্ণা ভিন্ন অন্য পত্নী ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গণ্য নহেন। অসবর্ণা পত্নীগণ

কামপত্নী। কামপত্নীগ্রহণ বা কামজ বিবাহটা কি? ভগবান মনু (৩।৩২) বলিতেছেন—

গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।

যখন ভগবান্ মনু অসবর্ণাবিবাহকে কামসম্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যখন আট প্রকার বিবাহমধ্যে কেবল গান্ধর্ব্ব বিবাহই "কামসম্ভব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তখন অসবর্ণাবিবাহরূপ কামপত্নীগ্রহণও অধিকাংশস্থলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়াই যে গণ্য হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫ পৃষ্ঠা।

আমরা জাতিরহস্যপ্রণেতার এই দুর্ব্বুদ্ধি বা অপাণ্ডিত্য দর্শনে স্তম্ভিত হইতেছি। মনু কি অসবর্ণবিবাহকে বস্তুতই গান্ধর্ব্ববিবাহবিশেষ বা কামসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? কখনই নহে। অন্যান্য সমুদয় কোষের সহিত ঐকমত্য রাখিয়া মেদিনী বলিতেছেন যে—

কামঃ স্মরেচ্ছয়োঃ পুমান্।

কাম শব্দের অর্থ কন্দর্প (কাম প্রবৃত্তি) ও ইচ্ছা। এখানেও মনু সেই ইচ্ছা অর্থে কাম শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা মেধাতিথি উক্ত বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না।

সবর্ণা সমানজাতীয়া সা তাবৎ অগ্রে প্রথমতঃ অকৃতবিজাতীয়দারপরিগ্রহস্য প্রশস্তা। কৃতে সবর্ণাবিবাহে যদি তস্যাং কথঞ্চিৎ প্রীতির্নভবতি কৃতৌ অপত্যার্থো ব্যাপারো ন নিষ্পদ্যতে, তদা কামহেতুকায়াং প্রবৃত্তৌ ইমা বক্ষ্যমাণা অসবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাত্তু জ্ঞাতব্যাঃ।

অর্থাৎ অগ্রে দ্বিজগণ সজাতীয় নারীর পাণি গ্রহণ করিবেন, পরে যদি দেখেন যে, তাঁহার সহিত মনের মিলন হইতেছে না, অথবা তিনি বন্ধ্যা, তখন সেই দ্বিজ ইচ্ছা হইলে অসবর্ণাবিবাহও করিতে পারিবেন। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাবিবাহও করণীয় বলিয়া জানিবে। তবে দ্বিজগণের শূদ্রাপরিণয় অপেক্ষা বৈশ্যাপরিণয় শ্রেষ্ঠ, আবার বৈশ্যাপরিণয় অপেক্ষা ক্ষত্রিয়াপরিণয় শ্রেষ্ঠতর। তাই মনু (১৫।১৬।১৭।১৮।১৯—৩অঃ) শ্লোকসমূহে শূদ্রাদারপরিগ্রহের দোষ সঙ্কীর্ত্তন করেন। ব্যাস ও যাজ্ঞবল্ক্যও দ্বিজগণের শূদ্রাপরিণয় অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কেন না শূদ্রাপরিণয় দ্বিজগণের কামপ্রবৃত্তিচরিতার্থজন্যই অনুষ্ঠিত হইত। যদাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ—

চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতা॥ ৪—৪৭অঃ অনুশাসন পর্ব্ব।

হে পিতামহ! ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির কন্যাই বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শূদ্রাপরিণয় ধর্ম্মের জন্য নহে, কেবল কামরিপুচরিতার্থের জন্যই। ভগবান মনুও বলিলেন যে—

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবা স্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥ ১৮—৩অঃ

যে ব্রাহ্মণ আপনার শূদ্রা স্ত্রীর দ্বারা দৈব, পিত্র্য ও অতিথিকার্য্য সম্পাদন করায়, তাহার সেই কার্য্যসমূহ বিনষ্ট হয়। তৎপ্রদত্ত হব্যকব্যাদিও দেবতা ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না। সেই গৃহস্থও সেই সকল কার্য্যদ্বারা স্বর্গ-লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন না।

সুতরাং বেশ জানা গেল যে দ্বিজগণের ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পত্নী কামপত্নী নহেন, এবং তাঁহারা সহধর্ম্মিণীও বটেন, কেন না তাঁহাদিগের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইবে না, মনু এরূপ নিষেধ করিলেন না। অবশ্য ব্যাস বলিয়াছেন—

নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।
ধর্ম্মাধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য সজাতিষু॥

যদি কাহার নানাজাতীয়া ভার্য্যা থাকে, তবে তিনি তন্মধ্যে সজাতীয়া ভার্য্যাকে লইয়াই ধর্ম্মকার্য্যাদি করিবেন, কেন না তিনিই সকলের জ্যেষ্ঠা-স্বরূপা। বিষ্ণু বলিতেছেন—

সমানবর্ণাসু ভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মাচরণং কুর্য্যাৎ, মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া, সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়া এব আপদি চ, নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া।

অর্থাৎ যদি কাহার সবর্ণা বহু স্ত্রী থাকে, তবে স্বামী তন্মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠা তাহাকে লইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবেন। নানাজাতীয় ভার্য্যা থাকিলে, অসবর্ণা জ্যেষ্ঠা ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সবর্ণা বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যাকে লইয়া ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হইবে। আর যদি সবর্ণা স্ত্রী না থাকে, কিংবা তাঁহার কোন রোগ বা অশৌচাদি হয়, তাহা হইলে অসবর্ণা ভার্য্যাকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্য

সম্পাদন করিবেন। কিন্তু শূদ্রা ভার্য্যাকে লইয়া নহে। সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যারা কেহই সহধর্ম্মিণী-পদবাচ্যা নহেন, ইহা সত্য কথা হইতেছে না। আর ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা ভার্য্যাকেও তোমরা কামপত্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ নহ, কেন না কেবল শূদ্রা পত্নীই দ্বিজগণের রতিপত্নী, তাহার সাহায্যে ধর্ম্মকার্য্য করা যায় না। এবং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা অসবর্ণা ভার্য্যা উপপত্নী বিশেষ হইলে ভগবান্ মনু, তাঁহাদিগের এত দূর সপর্য্যার কথাও বিবৃত করিয়া যাইতেন না।

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ॥ ২১০—২অঃ

অন্তেবাসিগণ, গুরুর সবর্ণভার্য্যাগণকে ঠিক গুরুর ন্যায় পূজা করিবেন। গুরুর অসবর্ণস্ত্রীগণকেও তাঁহারা দেখিতে পাইলে উঠিয়া দাঁড়াইবেন ও পাদবন্দনাপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। সুতরাং তৎকালে কাঁহার সবর্ণা বা অসবর্ণা স্ত্রীতে মর্য্যাদাগত কোন প্রভেদই ছিল না।

নির্লজ্জ ও শাস্ত্রে অনধিকারী জন্মশূদ্র রহস্যপ্রণেতা আপনার মিথ্যা সমর্থনের জন্য বলিতেছেন যে, অসবর্ণা স্ত্রী ও গান্ধর্ব্বপত্নী একই। উহারা তুল্যভাবেই কামপত্নী-পদবাচ্য। অসবর্ণবিবাহ ও গান্ধর্ব্ববিবাহে কোন ভেদই নাই। অতি অসত্য সংবাদ। গান্ধর্ব্ববিবাহে ও অন্যান্য বিবাহে কি ভেদ, তাহা আমরা বিবাহপ্রকরণে বলিয়াছি, সামাজিকগণও সে প্রভেদের স্বরূপ ও অস্তিত্ব অনবগত নহেন, সুতরাং এই উভয়ের সমতাখ্যাপন যেমন ধৃষ্টতাবিশেষ, তেমনই মূর্খতাবিশেষও বটে। আর গান্ধর্ব্ববিবাহও যে নিকৃষ্ট বিবাহ বা কামগন্ধি, আমরা তাহাও মনে করিবার কোন হেতু দেখিতে পাইয়া থাকি না। বরং সকল বিবাহ অপেক্ষা ইহাই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ বিবাহপদ্ধতি। স্বয়ং সাবিত্রী, শকুন্তলা ও সুভদ্রা গান্ধর্ব্ববিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য কোন প্রকৃতিস্থ ভারতসন্তানই এই তিন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাকে কামপত্নী বা উপপত্নী মনে করিয়া থাকেন না। এবং জাতিরহস্যপ্রণেতাও আপন কন্যাদিগকে "সাবিত্রীসদৃশী ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বিরত নহেন। অবশ্য গান্ধর্ব্ববিধানে "মৈথুন" কথাটীর সমাবেশ রহিয়াছে, কিন্তু অন্য সাত প্রকার বিবাহেও কি মৈথুন বাদ পড়িয়া থাকে? এই সাত প্রকারের বিবাহিতা

ভার্য্যাগণকে কি সামাজিকেরা শিকায় তুলিয়া রাখিয়া তাঁহাদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন? মনু কি বলিতেছেন না যে—

অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫—৩অঃ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন দ্বিজের পক্ষে মাতৃকুলের সপিণ্ডা ও পিতৃকুলের সগোত্রা কন্যা ভিন্ন অন্য কন্যা দারকর্ম্ম (বিবাহ) ও মৈথুন বিষয়ে প্রশস্ত। এখন কি জাতিরহস্যপ্রণেতা মৈথুনশব্দের সমাবেশবশতঃ এইরূপ বিবাহকেও উপপত্নীগ্রহণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন? কুল্লূক গান্ধর্ব্ব-বিবাহের বচনের টীকা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

সর্ব্ববিবাহানামেব মৈথুনত্বে যদস্য
মৈথুনত্বাভিধানং তৎ সত্যপি মৈথুনে
ন বিরোধ ইতি প্রদর্শনার্থং।

ইহাতে কি গান্ধর্ব্ববিধানের নির্দ্দোষত্বই খ্যাপিত করা হইল না? আর কামশব্দ থাকিলেই যে বুঝিতে হইবে, তথায় ব্যভিচার ঘটিয়াছে, তাহাও নহে। মনুই বলিতেছেন—

যস্মিন্ ঋণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজান্ ইতরান্ বিদুঃ॥ ১০৭—৯অঃ

যাহার জন্মে পিতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়েন, পিতা যদ্দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রকৃত ধর্ম্মজ পুত্র, অন্যেরা কামজ পুত্র।

মনে কর জাতিরহস্যপ্রণেতারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও চারি ভ্রাতা, তিনি ও তাঁহার আর দুইটী ভাই কনিষ্ঠ, রামচন্দ্র তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এখন কি রহস্য-প্রণেতার বিধিঅনুসারে চলিয়া আমরা তাঁহাদের ভ্রাতৃত্রয়ের পদার্থনির্ণয় করিব?

ফলতঃ আমার গ্রন্থে প্রতিবাদযোগ্য কোন কথা নাই, অথচ কায়স্থজাতির নিকট আমার গ্রন্থের প্রতিবাদকরণ ও আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ (যাহা চণ্ডালের পক্ষেও অকর্ত্তব্য) জন্য হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাই রহস্যপ্রণেতা অকারণ বৈদ্যজাতিকে গালি দিতে যাইয়া শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা ও কূট বিতর্ক করিয়াছেন। অথবা দুর্জ্জনের ইহা ছাড়া আর করণীয়ই বা কি আছে?

সরলহৃদয়বালঃ পাতি দুগ্ধং স্তনেভ্যঃ,
গ্রহতি তরুণরক্তং হন্ত তেভ্যো জলৌকাঃ। ই
রত্নাকরাৎ দধতি রত্নচয়ং হি সভ্যাঃ,
তস্মাদহো বককুলং কৃমিকীট মুৎকম্। ই
উদ্যানমধ্যে কতি পুষ্পগুচ্ছা,
স্বাদুনি বা হন্ত ফলান্যসংখ্যং।
হিত্বৈব তৎসর্ব্ব মপূর্ব্ববস্থা,
দত্তে শকৃৎ শূকর এব তৃপ্ত্যা॥-১

যাহা হউক কায়স্থগণ কি প্রকারে অমরের পবিত্র নাম দিয়া 'শ্লোক জাল ও কি প্রকারে ধর্ম্মপত্নীকে উপপত্নীতে পরিণত করিয়া বৈদ্যকে জারজে পরিণত করিতে মোঘ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল, অতঃপর তাঁহাদিগের আরও কতকগুলি ধৃষ্টতার সমুল্লেখ করিব। জাতিরহস্যপ্রণেতা বলিতেছেন যে—

"বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকারও যে অম্বষ্ঠকে
বৈশ্যার অবৈধসন্তান বলিয়া
প্রতিপন্ন করিয়াছেন।" ৮২ পৃষ্ঠা।

আমরা নিজেই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে বৃহদ্ধর্ম্মের বচনাদি অধ্যাহৃত করিয়া উহার অসারতা প্রদর্শন করিয়াছি, রহস্যপ্রণেতাকে বৈদ্যজাতিকে গালি দিবার জন্য কোন গ্রন্থ স্বয়ং অধ্যয়ন করিতে হয় নাই। যাহা হউক, আমরা সামাজিক-গণের মনঃপ্রসাদনের নিমিত্ত পুনরায় বৃহদ্ধর্ম্মের আবর্জ্জনারাশির সমালোচনা করিব। উহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সঙ্গময্য তু ক্ষত্রিয়ং।
পুত্র মুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তমঃ॥ ৩০
শূদ্রায়াং বৈ সুতো জজ্ঞে করণোনাম সঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতোঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকো বণিক্॥ ৩৪—৮অ
অয়মন্যঃ সঙ্করো হি বেণস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যাং সমুপসঙ্গম্য চক্রেঽন্য মপি সঙ্করম্॥ ৩৩
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ॥ ৩৪—৯অঃ
উত্তরখণ্ড।

আমরা বর্ণসঙ্করপ্রকরণে বৃহদ্ধর্ম্মের এই সকল বচনাবলী লইয়া বিশেষ আলোচনা করিব। এখানে সাধারণতঃ ইহাই বক্তব্য যে, বেদ ও স্মৃতি ভিন্ন পুরাণ বা ইতিহাসগ্রন্থ শাস্ত্রবাক্য বা প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। বৃহদ্ধর্ম্ম আবার উপপুরাণ, সুতরাং ইহার কোন কথা কাহার প্রতিকূলে ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। তবে যাহা যুক্তিযুক্ত ও বেদস্মৃতির সহিত বিরোধপরিশূন্য, কেবল সেই কথাই গ্রহণীয় ও প্রামাণ্য। বৃহদ্ধর্ম্ম বলিতেছেন যে বেণ রাজা বলপ্রয়োগদ্বারা একের স্ত্রীতে অন্যকে উপগত করাইয়া ব্যভিচারক্রমে বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুর নবমাধ্যায়ে যে ঐতিহ্য রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বেণরাজ সর্ব্বত্র নহে, কেবল নিয়োগবিধির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মন্বাদি ঋষিরা যখন বলিতেছেন যে, অম্বষ্ঠাদি অনুলোমবৈধবিবাহে ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যা স্ত্রীতে সমুৎপন্ন, তখন আমরা সে অম্বষ্ঠকে পরস্ত্রীতে বলাৎকারজাত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। বৃহদ্ধর্ম্মপ্রণেতা বাঙ্গলার সামান্য ব্যক্তি, তাঁহার গ্রন্থে "রায়" শব্দ থাকাতে বুঝিতে হইবে, ইহা কোন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ নহে। তৎপর ইহা যখন মন্বাদির মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতবাহী, তখন এই উপপুরাণ বচন প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ফলতঃ মনু "ধর্ম্ম্যং বিদ্যাৎ ইমং বিধিম্" বলিয়া যে জাতির বৈধপ্রভবত্ব খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই অভিজাত জাতিকে কোন উপপুরাণের বচনানুসারে বলাৎকারজাত জারজ বলিয়া মনে করা সমীচীন কি না, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণেরা বিবেচনা করিবেন। খুব সম্ভব যে সময় বাঙ্গলা দেশ পঠনপাঠনার তিরোভাবে সপ্তশতী প্রসব করিতেছিল, সেই যুগের কোন মন্বাদিশাস্ত্রানভিজ্ঞ অম্বষ্ঠবিদ্বেষ্টা এই বচনাবলীর রচনা করিয়াছে। পুরাণ বা উপপুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, সুতরাং ইহাদের শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধ কথা অগ্রাহ্য।

জাতিরহস্যপ্রণেতা বৈদ্যকে জারজে পরিণত করিবার জন্য বলিতেছেন যে—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার যে বৈদ্যকে বলাৎকারজাত নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন", ইহাও তাঁহার বৈদ্যবিদ্বেষের উদ্বমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রায় ৮০।৯০ বৎসর হইল রাজা রাধাকান্ত দেব দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যগণকে গালি দিবার জন্য, তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অলীক

ও অপ্রাসঙ্গিক কাহিনীর পরিগ্রহ করেন। তৎপর বৈদ্যবিদ্বেষ্টা তর্কবাচস্পতি তারানাথ আপন বাচস্পত্যে সেই গরলরাশির স্থান দান করেন, এইক্ষণে বৈদ্য-বিদ্বেষ্টা নগেন বাবু তাঁহাদের বিশ্বকোষ বা কায়স্থকোষে ও অন্য কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জাতিরহস্যগ্রন্থে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সেই আবর্জ্জনারাশির সমাহার করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলজাতির্বভূব হ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং সরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১২১
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যশ্চ শ্রুতজাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কোবা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ॥ ১২২
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥ ১২৩
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যালগ্রাহিণোভুবি॥ ১২৪

শৌনক উবাচ

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যাং তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহোকেন বিপাকেন বীর্য্যাধানম্ চকার হ॥ ১২৫

সৌতিরুবাচ।

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকঃ শ্রান্তাং পুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে॥ ১২৬
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥ ১২৭
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
সদ্যোবভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥ ১২৮
সপুত্রা স্বামিনোগেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবসঙ্কটম্॥ ১২৯
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রঞ্চ কামিনীং।
সরিদ্ বভূব যোগেন সাচ গোদাবরী স্মৃতা॥ ১৩০

পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।

নানাশিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥ ১৩।১০অ—ব্রহ্মখণ্ড।

এইক্ষণ শাস্ত্রকোবিদ সমাজতত্ত্বজ্ঞ প্রবীণেরা চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই বৈদ্যজাতির সহিত বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যগণের বস্তুতই কোন প্রভেদ আছে কি না? এবং এখানে প্রবীণেরা ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই বিবৃতিকে কেহ কোন ঐতিহ্যের পবিত্র আসনে স্থান দান করিতে সম্মত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন কি না?

বঙ্গদেশের বৈদ্যগণের নামান্তর অম্বষ্ঠ, ইহা একটী সর্ব্ববাদিসুসম্মত স্বীকৃত সত্য। রঘুনন্দনপ্রভৃতিও অম্বষ্ঠগণকে বৈদ্য বলিয়াই অবগত ছিলেন। তোমরা যে বৈদ্যগণকে গালি দিতে যাইয়া জারজ বলিয়া লিখিয়াছ—

অম্বষ্ঠোজারজোবৈদ্যঃ।

ইহাদ্বারাও তোমরা বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে অভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নিজেও বলিতেছেন যে—

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥ ১৭
ইত্যেবমাগ্যাবিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥ ১৮—১০অঃ

ব্রহ্মখণ্ড।

সুতরাং বুঝা গেল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপ্রণেতা, অমরের বচন গ্রহণ করিলেও তিনি "অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাপ্রভব" তাহা জানিতেন। পক্ষান্তরে তিনিই তাঁহার বৈদ্যকে অশ্বিনীকুমার ও ব্রাহ্মণপত্নীপ্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সুতরাং তিনি যাহাকে অম্বষ্ঠ বলিতেছেন, তাহাকেই অশ্বিনীকুমারজাত বৈদ্য বলিয়াও অবগত ছিলেন না ও থাকিতে পারেন না। আমরাও বৈদ্য বটে, কিন্তু উহা আমাদের জাতীয় নাম নহে। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ও শ্রেণীতে অম্বষ্ঠ। অতএব তোমরা যাহারা নিজে প্রকৃত সুজন্মা তাহারা অম্বষ্ঠ বৈদ্য আমাদিগকে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই জারজের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পার না।

তৎপরে দেখ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই বৈদ্য, যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ, তেমনই নানা শিল্প ও মন্ত্রৌষধিজ্ঞানসম্পন্ন, পক্ষান্তরে আমরা একমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রবীণ এবং

উহাই আমাদের জীবিকা হইলেও আমরা কোন দিন কোন শিল্প বা মন্ত্রৌষধি-জীবিক ছিলাম না ও এখনও নহি। সুতরাং এই বৈদ্য যে অন্য এক স্বতন্ত্র জাতি, পরন্তু আমাদের প্রকারভেদ নহে, তাহাও ধ্রুবই, তবে এ বৈদ্য কাহারা? এ বৈদ্য, বঙ্গদেশের বেদেরা। ময়মনসিংহে যে সকল হিন্দুবেদে মুসলমান হইয়াছে, তাহাদিগকে সকলে "বৈদ্" বা মীরশিকারী বলে। উহারা স্বর্ণকারের কাজ করে, আর উহাদের স্ত্রীলোকেরা বাড়ী বাড়ী মেয়েদের নিকট মনোহারী জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে। আর বরিশাল ও বিক্রমপুরে উহারা বেবাজিয়া বা বাদিয়া বলিয়া প্রখ্যাত। ময়মনসিংহের হিন্দুবেদেদের নামান্তরও "বেজ"। উহা উক্ত বৈদ্যশব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ইহারা সর্ব্বত্রই সাপ খেলে, মন্ত্র পড়িয়া সাপের বিষ নামায়, নানা শিল্পকার্য্য করে ও "মালবৈদ্য" বলিয়াও পরিচিত। পক্ষান্তরে পুরাণকার এই বৈদ্যগণকে ব্যালগ্রাহিপ্রকরণে স্থান দান করাতেও বুঝিতে হইবে যে, এই বৈদ্যগণ বেদিয়া বা মালবৈদ্য, পরন্তু অম্বষ্ঠাপরনামা অভিজাত বৈদ্যজাতি নহে। বৈদ্য চারি প্রকার—

রোগহর, শল্যহর,
কৃত্যাহর ও বিষহর।

অম্বষ্ঠগণ রোগহারী বলিয়া রোগহরবৈদ্য, নাপিতেরা শল্য বা অস্ত্রবিশেষ দ্বারা স্ফোটকাদি চিরিয়া দিত বলিয়া শল্যহরবৈদ্য, ওঝারা ঝাড় ফুক করিয়া ভূত ছাড়াইত বলিয়া কৃত্যাহরবৈদ্য ও মালবৈদ্যেরা মন্ত্র পড়িয়া সাপের বিষ নামাইয়া দিত বলিয়া বিষহর বা মালবৈদ্যনামের বিষয়ীভূত। সুতরাং "বৈদ্য" বলিলেই যে তদ্দ্বারা জগতের আর কোন বস্তুর অববোধ হইবে না, ইহা প্রকৃত কথা নহে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসাকার্য্য করিতেন, পরে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইলে উক্ত চিকিৎসা অম্বষ্ঠের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার চিকিৎসাই করিতেন কিনা তাহা আমরা জানি না। করাও আশ্চর্য্য নহে, একদিন অম্বষ্ঠেরাও হয় ত উক্ত চতুর্ব্বিধ চিকিৎসার ভারই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে অস্ত্রচিকিৎসা ঘৃণাজনক বলিয়া বোধ হওয়াতে অম্বষ্ঠেরা নাপিতদিগকে উহার ভার দেন। তাই পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের কোন কোন স্থানের লোকেরা নাপিতদিগকে অম্বষ্ঠের বিকারজ অম্বঠ বলিয়া থাকে, তথায় উহা কবিরাজার্থবাচী। বলা বাহুল্য

উক্ত অম্বঠেরা হীনাচারসম্পন্ন, তজ্জন্য সুযোগপ্রয়াসী বৈদ্যবিদ্বেষ্টা জাতিরহস্য-প্রণেতা উহাদিগকে ও বাঙ্গলার অম্বষ্ঠগণকে এক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে। নাম এক হইলেই জাতি এক হয় না। ভৃত্য-পঞ্চকের সন্তানেরা এখনও নদিয়া, যশোহর, খুলনা, পূর্ব্ববঙ্গ ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভৃত্যের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসদাসীগণের সন্তান গোলাম নফরেরাও (ডেঙ্গরা বা উপকায়স্থ) ভৃত্যের কার্য্য করিয়া থাকে, বেশীর ভাগ তাহারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় ও ঘোষবসুগুহমিত্রাদি কায়স্থের সহিত তাহাদের আদান প্রদানও রহিয়াছে। তথাপি এই ভৃত্যবংশ ও গোলামনফরবংশ যেমন এক বস্তু নহে, তদ্রূপ জাতি অম্বষ্ঠ ও শঙ্কুহর অম্বষ্ঠ এক হইতে পারে না। যাহা হউক ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই বৈদ্য যে বেদিয়া তাহা ব্যালগ্রাহিপ্রভৃতি জাতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গসাহচর্য্যবশতও অনুমিত হইতে পারে, এই বেদিয়া মাল বৈদ্যকে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে কি না, তাহা ভদ্র-সন্তানেরা ভাবিয়া দেখিবেন। এবং যাঁহারা ইহা বৈদ্যজাতির উৎপত্তিগত প্রকারভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কতদূর সত্যসন্ধ ও ন্যায়পরায়ণ তাহাও ন্যায়বান্ সামাজিকগণ নির্ণয় করিবেন।

বৈদ্য শব্দ নানার্থভাক্, উহার একার্থ বিদ্বান্, একার্থ চিকিৎসক, একার্থ বেদিয়া, একার্থ আয়োগব ও অন্যার্থ বেদসম্বন্ধীয়। তাই কেহ কেহ বৈদ্য জাতিকে "বেদোদ্ভব" বলিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে প্রমাণপ্রদর্শনদ্বারা ইহার সমর্থন করিব।

মহাভারত—উদ্ভিৎত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজোনীরজোঽমরঃ।

৮।৪৮। ১৭অঃ — অনুশাসন পর্ব্ব।

তত্র নীলকণ্ঠঃ—বৈদ্যো বিদ্যাবান্।

চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।

বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ ॥ ৯

৪৯অঃ—অনুশাসন।

শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত পুত্রের নাম চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়া গর্ভজ সন্তানের নাম ব্রাত্য ও শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজ সন্তানের নাম বৈদ্য।

এই ব্রাত্য ও বৈশ্য যথাক্রমে মন্বাদি গ্রন্থোদিত ক্ষত্তা ও আয়োগবের সহিত অভিন্ন। হিন্দুর অন্য কোন গ্রন্থে এই নামদ্বয় দেখা যায় না, সুতরাং ইহা প্রকৃত ঋষিবাক্য বলিয়া মনে হয় না। ৮ম শ্লোকে অম্বষ্ঠের পৃথক পরিগণনা রহিয়াছে, সুতরাং এ ব্যাসদেব এই বৈশ্য ও অম্বষ্ঠকে এক বলিয়াও অবগত ছিলেন না। যাহাই হউক, এই বৈশ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈশ্য ও অমরধৃত চিকিৎসক বৈশ্য কখনই:এক বস্তু নহে ও হইতে পারে না। বৃহদ্ধর্ম্মে বিবৃত আছে—

বৈশ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাৎ মলেগ্রাহী ব্যজায়ত। ৪৩—৮ অঃ উত্তরখণ্ড।

বৈশ্যপত্নীর গর্ভে স্বর্ণকারের ঔরসে মেথরজাতি সমুদ্ভূত। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই বৈশ্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সেই বেদিয়া বৈশ্য। কিন্তু বঙ্গদেশের চিকিৎসক বৈশ্যজাতি যখন অম্বষ্ঠাপরনামা, তখন তাঁহাকেই আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনভিজাত বৈশ্য মনে করা বেয়াদবিবিশেষ। বলিবে কেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈশ্য, মহাভারতের বৈশ্য (আয়োগব) ও অম্বষ্ঠ মিলিয়া বাঙ্গলার বৈশ্যজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাই কেন মনে করা যাউক না? মনে করা সকলই যাইতে পারে, একবার সোমপ্রকাশের একজন লেখক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের কায়স্থেরা যখন কাহার ভৃত্যের কার্য্য করেন না, তথায় কাহারেরা ভৃত্যের কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব বঙ্গদেশ সমাগত ঘোষবস্বাদি, ভৃত্যপঞ্চককে কেন কাহার ভাবা যাউক না? আমরা এরূপ ভাবার অধিকারী নহি, কেন না ইহা অসত্য। যাঁহারা অম্বষ্ঠবৈশ্যগণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মহাভারতের বৈশ্যের সমবায়সমুত্থ মিশ্র পদার্থ বলিয়া মনে করিতে অভিলাষী, তাঁহারাও আপনাদিগকে কাহার ভাবিতে অনধিকারীই বটে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির ন্যায় অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈশ্যগণ নানাজাতির সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আজি বৈশ্যের সংখ্যা অনধিক লক্ষ সংখ্যা থাকিত না, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ন্যায় চৌদ্দ পনর লক্ষে পর্য্যবসিত হইত এবং বৈশ্যের মধ্যে ইতর ও ভদ্র বলিয়া দুইটা থাক থাকিত। ভদ্র কায়েত, ভৃত্য কায়েত ও গোলাম কায়েত আছে, কিন্তু ভদ্র বৈশ্য ও গোলাম বৈশ্য বা বাজে বৈশ্য বলিয়া কোন শ্রেণীভেদ নাই। ফলতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই বৈশ্য যে বেদিয়া, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই।

অতঃপর আমরা এই বৈদ্য বা বেদিয়াদিগের উৎপত্তিও যে এইভাবে অশ্বিনীকুমার ও ব্রাহ্মণী হইতে হইয়াছিল না, ইহা যে নিছক্কা পুস্তীর গল্প, তৎসম্বন্ধেও দুচার কথা বলিব। স্বর্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া কোন জাতি ছিল না। ভারতবর্ষেও অশ্বিনীকুমার বলিয়া কেহ বিদ্যমান ছিলেন না। অশ্বিদ্বয় দেবভিষক্ পরম পণ্ডিত ও মহাধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা যে ভারতবর্ষে শুধু বলাৎকার করিতে আগমন করিবেন, ইহা একটা কথাই নহে। পুরাণকার ইহা গাঁজায় দম দিয়া নিজের তাঁতে বুনিয়াছিলেন। তৎপর যেমন ধর্ষণ, অমনই বর্ষণ, ইহাও যুক্তির কথা হইতে পারে না। আর ধর্ষিত ব্রাহ্মণীটা গলিয়া দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীতে পরিণত হইয়া গেলেন, ইহা বিশ্বাস করিবার দিনও বহুদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই পুস্তির গল্পের উপর নির্ভর করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে, আমরা আশা করি, প্রকৃতিস্থ মনুষ্যেরা ইহাকে ঘৃণার চক্ষেই পদবিদলিত করিবেন।

যাহা হউক বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ অভিজাত কি অনভিজাত, তাহা প্রবীণগণ প্রতিকূল ও অনুকূল প্রমাণ এবং যুক্তির বলাবল বুঝিয়াই নির্ণয় করিবেন। তাঁহারা ইহাও ভাবিয়া দেখিবেন যে মন্বাদি ঋষিরা যে অসবর্ণবিবাহের বিধি দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিবাহের গৌণকল্প হইলেও বৈধবিবাহ, পরন্তু উপপত্নীগ্রহণ নহে, ঋষিরা উপপত্নীগ্রহণের বিধি দান করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা পাঁচ সিকার পাতিতে কেমিকেলবর্ম্মীভূত জীবেরাই ভাবিতে পারেন, পরন্তু মনুষ্যের আত্মাধারীরা নহে। আর যে জাতি জারজ সে "পতিতো জারদোষতঃ" এই বিধি অনুসারে পতিত হইয়া থাকে, সমাজে কি বৈদ্যগণ পতিত? যে জারজ সে বর্ণসঙ্কর হইবে, ইহাও ধ্রুবই, যে বর্ণসঙ্কর সে শূদ্রধর্ম্মা, যে শূদ্র বা শূদ্রধর্ম্মা, তাহারা কায়স্থের ন্যায় সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় বারিত থাকিত, কিন্তু বৈদ্যজাতি ঠিক্ ব্রাহ্মণের ন্যায়ই অধীতী ও অধ্যাপনাধিকারী, সুতরাং এহেন একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠগণকে বৈধজন্মারা কখনই অবৈধজন্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন না ও করিবেন না।

এখানে আমরা প্রকরণের উপসংহারে দুইটী হাস্যজনক বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কুলসারগ্রন্থপ্রণেতা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—অম্বষ্ঠোজারজোবৈদ্যঃ

, এই ইত্যমরের বচনটী প্রকৃত বস্তু মনে করিয়া বৈশ্যজাতিকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলিতেছেন যে—

"অম্বষ্ঠোজারজোবৈশ্যঃ"—এই বাক্যদ্বারা আমরা কখনও বৈশ্যকে "জারজ" আখ্যায় পরিগণিত করিতে পারি না। যেহেতু কোন সৎপুরুষেরাই দ্বিজাতি-সংযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াও জারজ বলিয়া পরিগণিত হয়েন নাই। অপি চ "অম্বষ্ঠোজারজোবৈশ্যঃ" এই শ্লোকের অর্থও এইরূপ নহে। বাস্তবিক অম্বার ক্রোড়ে থাকানিবন্ধন অম্বষ্ঠ এবং জন্মসময়ে বার, তিথি ও নক্ষত্রবিবেচনায় "জারজ" এইরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থ হইয়াছে। পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে শ্লোক দুইটী উদ্ধৃত করিলাম।—

ভগ্নপাদার্কসংযোগাৎ দ্বিতীয়া দ্বাদশী যদি।
সপ্তমী চার্কমান্দারে জায়তে জারজোধ্রুবম্॥
বারঃ ক্রূরস্তিথির্ভদ্রা নক্ষত্রে ভগ্নপাদকে।
জননে জারজাতঃ স্যাৎ মরণে পুষ্করা স্মৃতা॥

বলা বাহুল্য ইহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অপর "সপ্রমাণ প্রতিবাদবাক্যাবলীনামক" গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্রসেন কবিরত্ন মহাশয় (নিবাস যশোলঙ—বিক্রমপুর) তদীয় গ্রন্থে লিখিতেছেন যে—

"অম্বষ্ঠোজারকোবৈশ্যঃ" গ্রন্থে পাঠোঽয়মীক্ষ্যতে।
জারজো জারকস্থানে ধূর্ত্তৈস্তর্কায় পঠ্যতে॥ ৩—৮১ পৃষ্ঠা।

কিন্তু বলা বাহুল্য পৃথিবীর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কোরাণ বা বাইবেলের কোন স্থানে উক্ত পাঠ বিদ্যমান নাই। প্রায় ৮০।৯০ বৎসর যাবৎ কায়স্থগণ ও তদনুভক্তদাস ব্রাহ্মণবিশেষেরা ঐ মিথ্যা বচন রচনা ও পাঠ করিয়া আসাতে ও বৈশ্যজাতির অধ্যয়নবিষয়ে অধঃপাত ঘটাতেই কালে অনেকে উহা প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য মনে করিতে বাধ্য হয়েন!!!

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ বর্ণসঙ্কর নহেন

আবালবৃদ্ধবনিতা, পাপী, তাপী, নারকী, পণ্ডিত, মূর্খ, বিদ্বান্‌, গৃহী, সন্ন্যাসী ও শ্মশানগোচর, এবং সাক্ষর, নিরক্ষর বা ত্র্যক্ষর, সকলেরই ইহা একটী স্থির সিদ্ধান্ত ও অচল অটল পৈতৃক ধারণা যে, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ "বর্ণসঙ্কর" বা "দোজেতে," কেন না তাঁহারা দ্বিবর্ণসম্ভূত। যদি হালের চারিটা বলদ দিয়াও প্রবোধ দিতে চাহ, তাহা হইলেও অহম্মন্য জীবেরা কেহ বুঝিতে বা মানিয়া লইতে চাহিবে না যে, দ্বিবর্ণসম্ভূতি বর্ণসাঙ্কর্য্যের নিদান নহে। জাতি-প্লাবিত এই ভারতে ছত্রিশ নহে, ছত্রিশ ডজন অবান্তর জাতিরই বসবাস এবং তন্মধ্যে মূল চারিটী বর্ণ ভিন্ন অবশিষ্ট সমগ্র জাতিই অম্বষ্ঠবৎ দ্বিবর্ণ-সম্ভূত বা দোজেতে এবং চারিবর্ণের ওতপ্রোত সংমিশ্রণেই তেলী, তামলী, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত এবং কায়স্থ প্রভৃতি সমগ্র জাতিরই উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, "দোজেতে" বিশেষণের বেলা বৈদ্য-জাতিই একমাত্র উদাহরণভূমি। এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এই খানেই আসিয়া বর্ণসঙ্কর ও দোজেতে কথাটার ফুলষ্টপ দিয়া বসিয়াছেন!! কিন্তু বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণ করণ বা কায়স্থাদির ন্যায় দোজেতে বা মিশ্র জাতি হইলেও তাঁহারা বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য নহেন ও হইতেও পারেন না। জাতহারান্‌ নানাজাতির সংমিশ্রণনিবন্ধন কায়স্থেরাই এইক্ষণ প্রকৃত বর্ণসঙ্করশব্দের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ অনুলোমজসন্তান অহীনকর্ম্মা অম্বষ্ঠগণ অদ্যাপি উহা হইতে আত্মবিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া অবর্ণসঙ্করই রহিয়া গিয়াছেন।

তবে বর্ণসঙ্কর কাহাকে কহে? কি কি দোষ ঘটিলেই বা লোকের বর্ণ-সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে? বর্ণের সঙ্কর বা দুই বর্ণের মেলনের নামই কি বর্ণসঙ্কর নহে? হাঁ শাস্ত্রে অকৃতশ্রম সাধারণ লোকেরা দুই বর্ণের মিলনকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ও বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু কোষকার ও ঋষিগণ তাহা বলেন নাই। জগতের কোন কোষেই সঙ্কর শব্দ মিশ্রণ বা মেলন অর্থে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং বর্ণসঙ্কর শব্দের অর্থও "দুই বর্ণের মিশ্রণ" এরূপ হইতে পারে না। যদি সঙ্কর শব্দের অর্থ মিলন বা মিশ্রণই না হয়, তাহা হইলে ঋষিগণ, কালিদাসাদি মহাকবিবৃন্দ ও কোষকারগণ কেন স্ব স্ব গ্রন্থে উহা

মিশ্রণার্থেই গ্রহণ করিলেন? হাঁ স্মৃতিতে—পাপসঙ্কর; বৈদ্যকে—রোগ-সঙ্কর; শকুন্তলায়—পত্তসঙ্করকথায়; এবং সাহিত্যদর্পণে—

"কচিৎ স্বভাবোক্তৌ অপি অন্যা
বিচ্ছিত্তেঃ সম্ভবঃ। তদা উভয়োঃ সঙ্করঃ"

প্রভৃতি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বয়ং অমরও তদীয় কোষের প্রারম্ভ-কালে বলিয়াছেন যে—

ভেদাখ্যানায় ন দ্বন্দ্বো নৈকশেষো ন সঙ্করঃ

ইত্যাদি স্থলে সঙ্কর শব্দ মিশ্রণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং অমরের প্রামাণ্য টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীও

সম্মার্জ্জনী শোধনী স্যাৎ
সঙ্করোঽবকরঃ স্মৃতঃ

এই অমরবাক্যের টীকা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—"সমিতি দ্বয়ং (সঙ্কর ও অবকর শব্দ) তয়া শোধন্যা ক্ষিপ্তরজস্তৃণাদৌ। সঙ্কীর্য্যতে মিশ্রীক্রিয়তে ইতি সঙ্করঃ"।

উক্ত মিশ্রণার্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং অমরসিংহ মূলে কেন সে মিশ্রণার্থের গ্রহণ করিলেন না? কেন তিনি বলিলেন খেঙরার আর দুইটি নাম সম্মার্জ্জনী (যদ্দ্বারা সম্যকরূপে মার্জ্জনা করা যায়) ও শোধনী (যে শোধিত করে), এবং খেঙ্‌রা দ্বারা যে ধূলি বা তৃণাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম সঙ্কর বা অবকর (অবকীর্য্যতে, নিরস্যতে ইতি অবকরঃ)।

এখানে অমর ত এমন একটি কথাও মুখে আনয়ন করিলেন না যে, সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ বা মিশ্রীকরণ বা মিশ্রিত বস্তু? করিবেন কোথা হইতে, অমরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শিষ্ট কি সঙ্কর শব্দ মিশ্রণার্থে ব্যবহার করিয়াছেন? স্মৃতি ও বৈদ্যকাদির প্রয়োগ ঠিক সাধু প্রয়োগ নহে। হলায়ুধও বলিয়াছেন—

সঙ্করোঽবকর স্তথা

ইহা অমরের প্রতিধ্বনি মাত্র হারাবলী বলিতেছেন—"সঙ্করোগ্নিচটৎকারে সম্মার্জ্জন্যপসারিতে"—মেদিনীও বলিয়াছেন—"সঙ্করোগ্নিচটৎকারে সম্মার্জ্জন্য-বপুঞ্জিতে"—অর্থাৎ অগ্নিজ্বলনকালে যে চট্ চট্ শব্দ হয়, উহার নাম সঙ্কর, আর সম্মার্জ্জনীদ্বারা ঝাঁট দিয়া যে ধূলিতৃণাদি পুঞ্জীকৃত হয়, তাহার নামও

সঙ্কর। সুতরাং সঙ্কর শব্দের অর্থ মিশ্রণ, ইহা কেহই বলিলেন না। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সঙ্কর শব্দের মিশ্রণার্থ ফলিতার্থ মাত্র। সুতরাং উহা মিশ্রণার্থে ব্যবহার করা ঠিক নহে। তবে "বর্ণসঙ্কর" শব্দের অর্থ কি

বর্ণস্য সঙ্করঃ মেলনম্

এরূপ বুঝিতে হইবে না? না কখনই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে "বর্ণেষু সঙ্কর ইব" ইতি বর্ণসঙ্করঃ। যে প্রকার খেঙরাদ্বারা ঝাঁট দিলে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ধূলি ও তৃণাদির মিশ্রণ হয়, তদ্রূপ সমাজে যাহারা তাদৃশ নিকৃষ্ট বস্তু, তাহাদের নামই বর্ণসঙ্কর। সে কোন্ কোন্ জাতি? তাহা আমরা মন্বাদি স্মৃতিবচনদ্বারা যথাসময়ে সপ্রমাণ করিব। এই সঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর শব্দের ন্যায় সঙ্কীর্ণ শব্দও তাদৃশ হীন বস্তু-বা জাতির অববোধক। অমরকোষ বলিতেছেন—

সঙ্কীর্ণং সঙ্কটে ব্যাপ্তে কুত্রচিৎ বর্ণসঙ্করে।

সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ সঙ্কট, ব্যাপ্ত ও ক চিৎ বা বর্ণসঙ্কর। বৈদ্যকুলপ্রদীপ মহেশ্বরাচার্য্যও তদীয় বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে বলিয়াছেন যে—

সঙ্কীর্ণং নিচিতে প্রোক্তং অশুদ্ধে চাপি বাচ্যবৎ

অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ নিচিত (সঞ্চিত), ও অশুদ্ধ বা অপবিত্র। অতএব কোষকারগণের অভিমত হইতে জানা যাইতেছে যে, সমাজে যে সকল জাতি তুচ্ছ রজস্তৃণাদির ন্যায় হেয় ও অপবিত্র, তাহারাই বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ শব্দের বিষয়ীভূত। মন্বাদি ঋষিরা কাহাকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? মনু বলিতেছেন—

ব্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ২৪—১০ অঃ

ব্যভিচার, অবেদ্যাবেদন ও স্বকর্ম্মত্যাগে লোক বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। তাহা হইলেই জানা গেল মনুর মতে বর্ণসাঙ্কর্য্য দ্বিবিধ কারণে ঘটিয়া থাকে। এক কারণ উৎপত্তিগত দোষ, অন্য কারণ স্বকর্ম্মত্যাগজনিত ব্রাত্যতা বা ক্রিয়ালোপ। আমরা প্রথমতঃ উৎপত্তিগত বর্ণসাঙ্কর্য্যের কথা বলিব।

একের স্ত্রীতে অন্যের অবৈধগমনের নাম ব্যভিচার। ব্যভিচারে লোক বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। আর বেদ্যা অর্থ বিবাহ্যা, অবেদ্যা অর্থ অবিবাহযোগ্যা

যদি কেহ অবেত্তাবেদন বা অবিবাহ্যা কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়া সন্তান জন্মায় তবে তাহাতেও বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে।

মনে কর ক ব্রাহ্মণ খ—অন্য কোন ব্রাহ্মণের সধবা বা বিধবা স্ত্রী। এখন যদি ক, নিয়োগবিধি বা ক্ষেত্রজসন্তানোৎপাদনের অধিকার না পাইয়া সধবা খ এর গর্ভে সন্তানোৎপদন করে, কিংবা খ বিধবা হইলে তাহাকে শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহ বা শৈববিবাহ না করিয়া তাহাতে পরস্ত্রীভাবে উপগত হয় ও তাহাতে গ নামক পুত্র জন্মে, তবে গ বর্ণসঙ্কর হইবে,কেন না সে ব্যভিচারজাত। এখানে দেখ ক ও খ—সমান জাতি, এখানে দ্বিবর্ণ সমাগম হয় নাই, তথাপি কেবল ব্যভিচারনিবন্ধন গ এর বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিল। দেবলও বলিয়া গিয়াছেন—

দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াঃ প্রজায়তে।
অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মা স জাতিতঃ॥
ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যা স্বতন্ত্রাস্বপি যে সুতাঃ।
উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যাইব বহিষ্কৃতাঃ॥

কোন স্বতন্ত্রা বা স্বৈরিণী সবর্ণা নারীতে, কোন সবর্ণ পুরুষ (পতি ছাড়া অন্য ব্যক্তি) যদি সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান অবাবট (আবোড়) ও জাতিতে শূদ্রধর্ম্মা হইয়া থাকে। তাহার কোন ব্রতে বা সংস্কারে অধিকার থাকে না, সে সন্তানেরা ব্রাত্যের ন্যায় অব্যবহার্য্য।

অতএব যাঁহারা মনে করেন, দ্বিবর্ণসম্ভূতিই বর্ণসাঙ্কর্য্যের নিদান, তাঁহারা কতদূর অসম্যগ্‌দর্শী, তাহা চেতস্বান্ ব্যক্তিরাই ভাবিয়া দেখুন। ফলতঃ অন্যের স্ত্রী সবর্ণাই হউক বা অসবর্ণাই হউক, কোন বৈধ বিধি ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি তাহাতে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভোৎপাদন করিলেই সে সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে।

অপর মনে কর ক ব্রাহ্মণ, খ, তাহার খুড়াত, জেঠাত, মামাত, পিসাত বা মাসতাত ভগিনী, এখন যদি ক, ঢাক ঢোল বাজাইয়াও তাহাকে বিবাহ করে ও তাহাতে গ নামক পুত্র জন্মায় তাহা হইলে এই গও বর্ণসঙ্কর হইবে। কেন না গ—অবেত্তাবেদনজ হইতেছে। ক, আপনার সগোত্রা বা বা সপিণ্ডা ভগিনীকে বিবাহ করাতে উহা অবেত্তাবেদন হইয়াছে।

ঐরূপ যদি ম ব্রাহ্মণকন্যা, আর প, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হয়, এবং প, মকে ঢাকঢোল বাজাইয়াও বিবাহ করে ও তাহাতে ন নামক পুত্র জন্মে, তবে এই নও বর্ণসঙ্কর হইবে। কেন না নও—অবেদ্যাবেদনজ।

নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাং

ব্যাস বলিয়াছেন অধম বর্ণ—উত্তম বর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না। মনুও—৩য় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে প্রতিলোমবিবাহের বিধিদান করিয়া যান নাই, সুতরাং অবেদ্যাবেদনত্বনিবন্ধন ন বিবাহে (অবৈধ বিবাহ?) উৎপন্ন হইয়াও বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইল। এখানে দ্বিবর্ণ সমাগম ঘটিয়াছে. কিন্তু তাহা নী-এর বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের কোন নিদান নহে।—কেন না দ্বিবর্ণসম্ভূতি সর্ব্বত্র বর্ণসাঙ্কর্য্যজনক হয় না।

অতঃপর মনে কর চ—ব্রাহ্মণ, আর ছ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকন্যা, এখন যদি চ, ছকে বিধি অনুসারে (৩ অ—১৩ মনু দেখ) বিবাহ করে ও তাহাতে জ নামক সন্তান হয়, তাহা হইলে সেই অনুলোমজ সন্তান জ, বর্ণসঙ্কর হইবে না। কেন না সে যেমন ব্যভিচারজাত নহে, তদ্রূপ তাহার জননে অবেদ্যা-বেদন দোষও ঘটে নাই। জ দ্বিবর্ণসম্ভূত বলিয়া সে মিশ্রবর্ণ (Mixed Caste) নামের বিষয়ীভূত হইবে, কিন্তু সে বর্ণের মধ্যে সম্মার্জ্জনী-পুঞ্জীকৃত রজস্তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ ও অপবিত্র বস্তু নহে বলিয়া তাহার বর্ণসঙ্করসংজ্ঞা হইবে না।

মনু ত সবর্ণ পুত্র অপেক্ষা অসবর্ণ বা অনুলোমজ পুত্রগণকে অপসদ বা নিকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥১০—১০অঃ

হাঁ। মনু ব্রাহ্মণহইতে, ক্ষত্রিয়াজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাজাত অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাজাত পারশব, এবং ক্ষত্রিয়হইতে বৈশ্যাজাত মাহিষ্য ও শূদ্রাজাত উগ্র (আগুরি) এবং বৈশ্যহইতে শূদ্রাজাত করণ (কায়স্থ), এই ছয়জন অনু-লোমজ সন্তানকে অপসদ বা নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বা অস্পৃশ্য কিংবা অনাচরণীয় জাতি বলেন নাই। তবে ইঁহারা সবর্ণস্ত্রীজ পুত্রহইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন, মনু এই অপসদ সংজ্ঞাদ্বারা কেবল তাহাই সংসূচিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ণসঙ্করগণ, অনাচরণীয়, পতিত ও শূদ্রধর্ম্মা, পক্ষান্তরে অপসদগণ কেহই পতিত

বা অস্পৃশ্য নহেন, পরন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ সকল সংস্কারেই অধিকারবান্। যদুক্তং ভগবতা মনুনৈব—

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।

তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥৬৯—১০ অঃ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—যথা শোভনবীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাতে র্দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়াং আনুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োর্জাতঃ (সবর্ণসংস্কারং ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারঞ্চ) সর্ব্বং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ অর্হতি। ন চ পারশবচণ্ডালৌ ইতি পূর্ব্বোক্ত দাঢ্যার্থ মেতৎ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্য বৈশ্যাতে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণবৈশ্যাজাত অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়বৈশ্যাজাত মাহিষ্য, আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত এই ছয় সন্তান (মনু—১০ অ—৪১ দেখ) উপনয়নাদি সকল সংস্কারেরই তুল্যাধিকারী। ইহারই অনুবাদচ্ছলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও বলিয়া গিয়াছেন যে—

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ।

অতোঽন্যতরতো হীনাৎ অবরোনাম জায়তে ॥৪—২৯৬ অঃ

শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষ।

যদি বীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই উত্তম হয় (আর্য্য হয়), তাহা হইলে তাহাতে জাত শস্য (সন্তান) পুণ্য বা পবিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা হীনপ্রভব সুতরাং প্রতিলোমজাদি, তাহারাই অবর বা অশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। তাই গৌতম বিশদাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ শূদ্রায়াঞ্চ অসমানায়াঞ্চ

শূদ্রাৎ পতিতবৃত্তিরন্ত্যঃ পাপিষ্ঠঃ।

সুতরাং সমাজের মধ্যে প্রতিলোমজাত সূতমাগধাদিই রজস্তৃণাদির ন্যায় অপবিত্র ও তাই হীনপদার্থ বা বর্ণসঙ্কর, পরন্তু আর্য্যহইতে বৈধবিবাহজাত অনুলোমজ ষট্‌ক নহে। তাই মনু দশমের ৪১ম শ্লোকে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই অনুলোমজত্রয়কেই দ্বিজধর্ম্মা বলিয়াছেন,. পক্ষান্তরে ঐ বচনেই অপধ্বংসজ বা বর্ণসঙ্করগণকে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া সূচিত হইয়াছেন। আদিপুরাণও বলিতেছেন যে—

শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।

বর্ণসঙ্করগণ, শূদ্রগণের ন্যায় শৌচাশৌচ করিবেক। পক্ষান্তরে দেখ—মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণ প্রত্যেকেই দ্বিজধর্ম্মা এবং সংস্কৃতের অধ্যয়নে তুল্যাধিকারী এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণবৎ অধ্যাপনাধিকারীও বটেন, ইঁহারা বর্ণসঙ্কর হইলে ইঁহারাও শূদ্রধর্ম্মা হইয়া কায়স্থাদি শূদ্রগণের ন্যায় পঠনপাঠনায় অনধিকারী হইতেন। অতএব বর্ণের মধ্যে কাহারা সম্মার্জ্জনীপুঞ্জীকৃত রজস্তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ ও অপবিত্র বস্তু, তাহা ভাবিয়া দেখ, এবং এইজন্যই আমরা "বর্ণেষু সঙ্কর ইব" এই বিগ্রহে "বর্ণসঙ্কর" পদে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করিতে অভিলাষী, পরন্তু বর্ণস্য সঙ্করঃ নহে। আচ্ছা মনু কি তদীয় সংহিতার কোন স্থানেই অনুলোমজগণকে সঙ্কীর্ণ বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? না কুত্রাপি নহে। আমরা তোমাদের মনঃপ্রসাদনের নিমিত্ত সেই বচনগুলি একটী একটী করিয়া অধ্যাহৃত করিতেছি। মনু প্রথমতঃ বলিলেন যে, এই যে অনুলোমজগণ, ইঁহারা অপসদ নামের বিষয়ীভূত, তৎপরই বলিলেন—

ক্ষত্রিয়াৎ বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যাৎ মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥ ১১
শূদ্রাৎ আয়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমোনৃণাং।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১২—১০ অঃ।

তত্র কুল্লূকঃ—এবমনুলোমজান্ উক্ত্বা প্রতিলোমজান্ আহ ক্ষত্রিয়াদিতি। অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্র প্রদর্শনার্থং * * * বর্ণানাং সঙ্করো যেষু জনয়িতব্যেষু তে বর্ণসঙ্করাঃ।—

রামচন্দ্রশ্চ.........ক্ষত্রিয়াৎ বিপ্রকন্যায়াং জাতঃ সূতঃ। বৈশ্যাৎ রাজকন্যায়াং মাগধঃ বৈতালিকো ভবতি, বৈশ্যাৎ বিপ্রকন্যায়াং বৈদেহো নাম ভবতি। শূদ্রাৎ বৈশ্যায়াম্ আয়োগবঃ, শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্তা, শূদ্রাৎ ব্রাহ্মণ্যাং চণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু এবং বর্ণসঙ্করা জায়ন্তে।

তাহা হইলেই জানা গেল, যেমন দশমের "অপসদ" পরিভাষার সহিত ১১শ ও ১২শের বর্ণসঙ্করগণের কোন সংস্রব নাই, তদ্রূপ ১১শ ১২শের এই বর্ণসঙ্কর শব্দের সহিতও দশমের উক্ত অপসদগণের কোন তোয়াক্কাই দেখা যায়

না। কেন না প্রতিলোমজগণই অবৈধ বিবাহ বা অবেদ্যাবেদনজ, সুতরাং একমাত্র বর্ণসঙ্করসংজ্ঞার বিষয়ীভূত। মনু অনুলোমজগণকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া জানিতেন না, তাই তাঁহাদিগকে অনন্যসাধারণ অপসদ সংজ্ঞার বিশেষিত করিলেন। কেবল এই স্থলেই নহে, অন্যত্রও তাঁহার এই অভিপ্রায় স্ফুটিত রহিয়াছে এরূপ জানা যায়।—

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানা মেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥ ৪৭—১০অঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দ্বিজগণের যে সকল পুত্র অপসদ ও যে সকল পুত্র অপধ্বংসজ, তাহারা দ্বিজগণের পক্ষে যাহা নিন্দিত কার্য্য, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেক। পূর্ব্বে মুখ্য ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিতেন, ব্রাহ্মণবৈশ্যা-বিবাহে গৌণ ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইলে ব্রাহ্মণ আপনার সেই অপসদ পুত্রকে আপনাদের নিন্দিত কার্য্য (হীনজাতি ও শবদেহাদিস্পর্শপূর্ব্বক) যে চিকিৎসা, তাহা অম্বষ্ঠকে প্রদান করিলেন। ঐরূপ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণই সারথ্য ও বৈশ্যেরা অন্তঃপুর রক্ষা ও স্থলবাণিজ্য করিতেন, কালক্রমে প্রতিলোম-বিবাহে অপধ্বংসজ বা বর্ণসঙ্কর সূতমাগধাদি জাতির উৎপত্তি হইলে সামাজিকগণ কর্ত্তৃক, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিন্দিত কার্য্য উক্ত সারথ্যাদি সূত, বৈদেহ ও মাগধের জীবিকা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

মনু, দশমের ৬।৮।৯ ও ১০ম শ্লোকে অনুলোমজগণকে অপসদ ও ১১।১২শ শ্লোকে সূতমাগধাদি অবৈধ বিবাহজ প্রতিলোমজগণকে বলিলেন বর্ণসঙ্কর, এবং ৪১ম শ্লোকের প্রথমে অনন্তরজ অপসদ ত্রিতয়কে (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে) দ্বিজধর্ম্মা বলিয়া—বর্ণসঙ্কর বা অপধ্বংসজগণকে বলিলেন শূদ্রধর্ম্মা, আর এই ৪৬ম শ্লোকেও অপসদ ও অপধ্বংসজগণের পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলেন, সুতরাং মনুর ২৪শ শ্লোকের পরিভাষার দিকে দৃষ্টিদান করিয়া বুঝিতে হইবে, মনু—১১।১২ শ্লোকের অবেদ্যাবেদনজ সূত মাগধাদি প্রতিলোমজগণকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন, পরন্তু অনুলোমজগণকে নহে।

কেবল স্বয়ং মনু নহেন, ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণও এই ৪৬ ও ৪১ শ্লোকের

অপধ্বংসজ শব্দ দ্বারা প্রতিলোমজাত সূতমাগধাদি জাতিকেই সূচিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধারণের মনঃপ্রসাদনের নিমিত্ত এখানে ৪১ম শ্লোকের টীকা ও ভাষ্যের কিয়দংশ অধ্যাহৃত করিব।

মেধাতিথিঃ ... যে পুনরপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ।
সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ ... অপরেতু অপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ।
নন্দনঃ ... অপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাঃ।
রামচন্দ্রঃ ... অপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাঃ।
কুল্লূকঃ ... যে পুনরন্যে সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাঃ।
গোবিন্দরাজঃ ... যে পুনরন্যে সঙ্করজাঃ সূতাদয়ঃ।
রাঘবানন্দঃ ... অপধ্বংসজা ইতি পরিভাষিকা আয়োগবাদয়ঃ।

অতএব বেশ বুঝা গেল, কি মনু, কি ভাষ্যকার বা টীকাকারগণ সকলেরই মতে অপসদ বা অনুলোমজগণ এক জিনিস, আর অপধ্বংসজগণ আর এক জিনিস, এবং অপধ্বংসজ সূতমাগধাদি জাতিই একমাত্র বর্ণসঙ্করপরিবাচ্য। কেন না ইহারা অবেদ্যাবেদনজ। ঐরূপ যাহারা ব্যভিচারজাত, তাহারাও যে অপধ্বংসজ বা বর্ণসঙ্কর, তাহা মনুর অন্য বচনদ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে। মনু বলিতেছেন যে—

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৃণ্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ॥ ৩৫২

অর্থাৎ যদি কেহ পরস্ত্রীতে উপগত হয়, তবে রাজা সেই লম্পট ব্যক্তির নাসা, কর্ণ বা অন্য কোন অঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কেন?

তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে॥ ৩৫৩—৮অঃ

তত্র কুল্লূকঃ—"যস্মাৎ পরদারাভিগমনাৎ সংভূতো বর্ণস্য সঙ্করঃ সম্পদ্যতে" —যেহেতু পরস্ত্রীগমনে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা অতি অধর্ম্মকর ব্যাপার, উক্ত অধর্ম্মদ্বারা সামাজিক সুখশান্তিকল্যাণ সকলই বিনষ্ট হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটে।

সুতরাং এতদ্দ্বারাও সুন্দররূপে সম্প্রমাণ হইল যে, মনু প্রতিলোমাদি অবৈধ

বিবাহ ও ব্যভিচারেই বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে, ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, পরন্তু ধর্ম্ম্য অসবর্ণবিবাহে উৎপন্ন অনুলোমজগণ বর্ণসঙ্কর, এমন কথা একবারও মুখে আনয়ন করেন নাই। অতএব ১২শ শ্লোকের বর্ণসঙ্কর শব্দদ্বারা মনু অপসদ অনুলোমজগণকে সম্পৃক্ত করেন নাই, ইহাই প্রকৃত কথা। মনু স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥ ৫৯

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—অসৌ সঙ্করজাতো দুষ্টযোনিঃ পিতৃসম্বন্ধি দুষ্টস্বভাবত্বং সেবতে মাতৃসম্বন্ধি বা উভয়সম্বন্ধি বা ন কদাচিৎ অসৌ আত্মকারণং গোপয়িতুং শক্নোতি।

যাহারা ব্যভিচারক্রমে দুষ্টযোনিতে জাত, তাহারা কি পিতা বা কি মাতা, অথবা পিতা মাতা উভয়েরই দুষ্ট প্রকৃতি পাইয়া থাকে। উঁহা গোপন করিতে পারে না।

কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাৎ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু ॥ ৬০

তত্র কুল্লূকঃ—মহাকুলপ্রসূতস্যাপি যস্য যোনিসঙ্করঃ প্রচ্ছন্নো ভবতি স মনুষ্যো জনকস্বভাবং স্তোকং প্রচুরং বা সেবতএব।

মহৎকুলে জাত ব্যক্তিরও মাতা যদি প্রচ্ছন্নরূপে ব্যভিচারদ্বারা সেই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তবে সেই পুত্র আপন দুষ্ট জনকের মন্দ স্বভাবের কিছু না কিছু পাইবেই।

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্র মেব বিনশ্যতি ॥ ৬১—১০অঃ

যে জনপদে এই বর্ণদূষক পরিধ্বংস (অপধ্বংস) বর্ণসঙ্করগণ উৎপন্ন হয়, সেই জনপদ, জনপদবাসী সাধু সদাশয়গণের সহিতই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব (তস্মাৎ রাজ্ঞা বর্ণানাং সঙ্করো নিরসনীয়ঃ—কুল্লূকঃ), রাজা তজ্জন্য দেশ হইতে বর্ণসঙ্করগণকে দূর করিয়া করিয়া দিবেন।

এখানেও ইহাই জানা গেল যে মনু—কেবল ব্যভিচারজাত প্রচ্ছন্ন উৎপন্ন গণকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরন্তু বৈধবিবাহজ অনুলোমজ

গণকে নহে। মনু ২৪শ শ্লোকে বর্ণসঙ্করের নিদান ও পরিভাষা নির্দ্দেশ করিয়াই বলিলেন—

সঙ্কীর্ণযোনয়ো যেতু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ২৫—১০অঃ

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, মনু এই যে বচন প্রণয়ন করিয়াছেন ইহ্যর প্রথমার্দ্ধেরই অর্থ হইল যে প্রতিলোমজগণ ও অনুলোমজগণ ত সঙ্কীর্ণ যোনি আছেই, ইহার পর, অন্যান্য নানা জাতির ওতপ্রোত সংমিশ্রণে যে সকল মিশ্র সঙ্কীর্ণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, মনু পরে তাহাদের কথাই বলিবেন বলিয়া তাহারি ভূমিকা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। ইহার অর্থ এই যে—

প্রতিলোমজ সূতমাগধাদি, আপন আপন জাতিতে অনুলোমক্রমে যে সকল মিশ্র বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে এবং অনুলোম প্রতিলোম বা মূল বর্ণ ও অনুলোম প্রতিলোমের ওতপ্রোত ব্যতিষঙ্গ বা মিশ্রণে যে সকল মিশ্র বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহাদের কথা বলিব। ইহা বলিয়াই মনু বলিলেন—

সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।

মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এবচ॥ ২৬

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।

মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥ ২৭—১০অঃ

অতএব বেশ বুঝা গেল "প্রতিলোমানুলোমজাঃ" এই পদে দ্বন্দ্ব সমাস হয় নাই, উহার অর্থ প্রতিলোমজাত ও অনুলোমজাত জাতিসমূহ নহে, পরন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস—"প্রতিলোমজানাং অনুলোমজাঃ" তাই মনু ২৬শ শ্লোকে কেবল প্রতিলোমজজাতি ছয়টীর নাম (১১।১২শ বচনের ন্যায়) পুনরায় লইয়া বলিলেন এই প্রতিলোমজাত সূতাদি ছয়টী জাতি, অনুলোমক্রমে আপন আপন জাতিতে ছয়টী আত্মসদৃশ জাতির জন্মদান করিয়া থাকে। উক্ত সূতাদি ছয় বর্ণসঙ্কর আপন আপন মাতৃজাতিতে কিংবা মাতৃজাতি অপেক্ষা উচ্চ জাতিতে অথবা হীন জাতিতে ও আপনাদিগের সদৃশ আরও কতকগুলি বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে।

আয়োগবের মাতা বৈশ্যা ও পিতা শূদ্র। এই আয়োগব, আর এক

আয়োগবীতে যে সন্তান জন্মায় (স্বযোনিষু), তাহারাও বর্ণসঙ্কর। এই আয়োগব আপন মাতৃজাতি কোন বৈশ্যা নারীতে যে সন্তান জন্মায় (মাতৃজাত্যাং প্রসূয়তে) তাহারাও সঙ্কীর্ণ জাতি বা বর্ণসঙ্কর। ঐরূপ, উক্ত আয়োগব, আপনার মাতৃজাতি বৈশ্যা হইতে উচ্চতর ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণীতে কিংবা শূদ্রাতে যে যে সন্তান জন্মায়, (প্রবরাসু চ যোনিষু), তাহারাও সঙ্কীর্ণ জাতি বা বর্ণসঙ্কর। তৎপর মনু, ৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯ শ্লোকে সৌরিন্ধ্র, মৈত্রেয়ক, দাশ বা কৈবর্ত্ত, কারাবার, অন্ধ্র, মেদ, পাণ্ডুসোপাক, আহিণ্ডিক, সোপাক, পুক্কস, দস্যু, অন্ত্যাবসায়ী ও ওতপ্রোতমিশ্রণজ আরও বহু সঙ্কর জাতির নাম লইয়া পরে ৪০ম শ্লোকে বলিলেন—

সঙ্করে জাতয় স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৪০—১০অঃ

এই ২৬ হইতে ৪০ শ্লোকে আমি যে সকল জাতির নাম গ্রহণ করিলাম, ইহাদের কে পিতা ও কে মাতা তাহা প্রদর্শিত হইল। ইহা ছাড়াও আরও বহু বর্ণসঙ্কর আছে, যাহাদের কেহ বা প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যভাবেই জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদিগের আপন আপন কর্ম্মদ্বারা জানিয়া লইবে।

বেশ বুঝা গেল, ২৬ হইতে ৪০ শ্লোকের মধ্যে মনু সূতাদির নাম ২৬শ্লোকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া অন্যান্য নানা জাতির নাম লইয়া যখন বলিলেন ইহারাই সঙ্কর জাতি, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, এই ছয়জন অনুলোমজ জাতি বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য নহেন। ফলতঃ অনুলোমজগণ যখন না ব্যভিচারজাত ও না তাঁহারা অবেত্তাবেদনজ অথবা ওতপ্রোতমিশ্রণজ বিমিশ্রমিশ্র পদার্থ বিশেষ; তখন তাঁহাদিগকে কোন কারণেই বর্ণসঙ্কর ভাবা যাইতে পারে না। কেন মনু কি প্রথমাধ্যায়ের ১১৬ শ্লোকে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ উভয় শ্রেণীকেই "সঙ্কীর্ণ" শব্দে সংসূচিত করেন নাই? না কখনই নহে। মনু সেই শ্লোকে বলিয়াছেন—

বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবং।
আপদ্ধর্ম্মঞ্চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা॥ ১১৬—১অঃ

তত্র কুল্লূকঃ—বৈশ্যশূদ্রোপচারং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানং এতন্নবমে, এবং সঙ্কীর্ণানাং

অনুলোম প্রতিলোমজানামুৎপত্তিং আপদি চ জীবিকোপদেশং আপদ্ধর্ম্মং এতৎ দশমে, প্রায়শ্চিত্তবিধিং একাদশে (উক্তবান্ মনুঃ—১১৯)।

এই শ্লোকগুলির মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ ও রাঘবানন্দ, ইহাঁরা প্রত্যেকেই কুল্লূকের ন্যায় ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তকচ্ছ টীকাকারগণের লেখনী এইরূপই মুক্তকচ্ছ ও স্বৈরিণী, কিন্তু বস্তুতঃ মনুশ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে।

পাঠক তুমি মনু খুলিয়া দেখ, নবমাধ্যায়ে কেবল বৈশ্য ও শূদ্র জাতির ধর্ম্ম বিবৃত হয় নাই, উহাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মও বলা হইয়াছে। আর দশমাধ্যায়ে কেবল প্রতিলোম ও অনুলোম জাতির উৎপত্তি বা আপদ্ধর্ম্ম বলা হয় নাই, উহাতে (৫ম শ্লোকে) মূলবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তিও বলা হইয়াছে। এবং আমরা তজ্জন্যই বলিতে অধিকারী যে মনু চকারদ্বারা যেমন মূলবর্ণের কথা জানাইয়াছেন, তদ্রূপ উহাদ্বারা অসঙ্কীর্ণবর্ণ অনুলোমজ- গণের কথাও ব্যক্তীকৃত হইয়াছে। এবং কার্য্যতঃ দেখাও যায় যে মনু ৬।৮।৯।১০ম শ্লোকে অনুলোমজ ও ১১ হইতে ৩৯ শ্লোকে প্রতিলোমজ ও অন্যান্য বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন। এবং ইহাতে যেমন আপদ্ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ অনাপদ্ধর্ম্মও কথিত রহিয়াছে। মনু ব্যাস-দেবের ন্যায় চ, বৈ, তু, হির অক্ষয় তূণ ছিলেন না, তিনি যতগুলি চকারের প্রয়োগ করিয়াছেন, সকলগুলিই সার্থক প্রযুক্ত। অতএব এই মন্ত্রের সঙ্কীর্ণ শব্দদ্বারা কেবল বর্ণসঙ্করগণই সংসূচিত হইয়াছেন, আর চকারদ্বারা অনু-লোমজগণের অববোধ করান হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। অনুলোমজ-গণকে সঙ্কীর্ণ বা বর্ণসঙ্কর বলিলে মনুর ৪১ প্রভৃতি সকল বচনের সহিতই বিরোধ ঘটিয়া উঠে। মনু স্থানান্তরে বলিতেছেন—

ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবৎ অনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো বক্তু মর্হসি ॥ ২—১অঃ
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ১৮—২অঃ

তত্র কুল্লূকঃ—অন্তরপ্রভবানাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি অনুলোমপ্রতিলোম

জাতানাং অম্বষ্ঠকরণক্ষত্তৃপ্রভৃতীনাং ।(২—১অঃ)। ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং সঙ্কীর্ণ জাতি পর্য্যন্তানাঞ্চ য আচারঃ স সদাচার উচ্যতে (১৮—২অঃ)।

এখানেও কুল্লূকাদি অন্তরপ্রভব ও সান্তরাল বর্ণ শব্দের অর্থব্যক্তি করিতে যাইয়া যে একটী সঙ্কীর্ণ বর্ণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। "অন্তরপ্রভব" শব্দের অর্থই যাহারা দুই বর্ণের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার প্রতিশব্দ "অনুলোমজ-প্রতিলোমজানাং" দিলেই ঠিক হইত। এবং "সান্তরালানাং অন্তরালেণ অন্তরপ্রভবেন সহ বর্ত্তমানানাং বর্ণানাং অনুলোমজ-বিলোমজবর্ণাভ্যাং সহ বর্ত্তমানানাং বর্ণানাং" বলিলেই প্রমাদশূন্যতা ঘটিত। কেন না অনুলোমজগণকে সঙ্কীর্ণ বা সঙ্করবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে মনুর নিজের উক্তির সহিতই মহান্ সংঘর্ষ ঘটিয়া উঠে। বর্ণসঙ্করেরা শূদ্রধর্ম্মা ভিন্ন কথনই দ্বিজধর্ম্মা হইতে পারে না, তাহাদের পঠনপাঠনাতেও অধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠাদির সে অধিকার আছে, সুতরাং অনুলোমজ তাঁহারা বর্ণসঙ্কর পরিভাষার বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। অবশ্য ভাষ্য ও টীকাকারগণ আমাদের প্রণম্য, কিন্তু তাঁহাদের দোষ কথনই প্রণম্য বা সমাদেয় নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিলেই সামাজিকগণ আমাদিগের উক্তির সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন।

বৃথা সঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাং।
আত্মন স্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া॥ ৮৯—৫ অঃ

তত্র মেধাতিথিভাষ্যং—সঙ্করজা ইতরেতরজাতিব্যতিকরেণ প্রতিলোমা আয়োগবাদয়ঃ। নিন্দিতত্বাৎ বৃথা সাহচর্য্যেণ। অনুলোমাস্ত সত্যপি সঙ্কীর্ণ যোনিত্বে মাতৃজাতীয়ত্বাৎ অধিকারিত্বাচ্চ নেহগৃহ্যন্তে। ন চ অনুলোমেষু সঙ্কীর্ণযোনিত্বব্যবহারঃ। সঙ্কীর্ণযোনয়স্ত্বেতাঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

কুল্লূকভট্টঃ—সঙ্করজাতানাং হীনবর্ণেন উৎকৃষ্টস্ত্রীষু উৎপন্নানাং।

রাঘবানন্দঃ—সঙ্করজাতানাং হীনবর্ণেন উৎকৃষ্টস্ত্রীষু জাতানাং।

নন্দনঃ—সঙ্করজাতাঃ পরভার্য্যায়াং অনিযুক্তায়া মুৎপন্নাঃ।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ—সঙ্করজাঃ প্রতিলোমাঃ।

ফলতঃ এই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা সঙ্করবর্ণের মধ্যেও বৃথা জাত, (যেমন বেশ্যাপুত্রাদি) তাহাদের, সন্যাসীদের এবং আত্মহত্যাকারীদের

কোন শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য করিতে নাই। সূতমাগধাদি বা চণ্ডালদিগেরও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও তর্পণক্রিয়া সব সমাজে প্রচলিত, সুতরাং জাতশব্দের সহিত বৃথা ও সঙ্করশব্দের তুল্য সম্পর্ক নহে, বৃথাশব্দ, সঙ্করজাত শব্দের ক্রিয়া বিশেষণ। এখানে টীকাকারগণ কেন বিনা প্যাদাতেই বলিলেন, সঙ্কর অর্থ প্রতিলোমজাত সূতাদি জাতি? কেন মেধাতিথি এখানে অনুলোমজের প্রতি এত খাতির দেখাইলেন? বস্তুতঃ কোন ঋষিই অনুলোমজগণকে সঙ্কীর্ণ বা বর্ণসঙ্কর বলেন নাই, কিন্তু ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ মুক্তকচ্ছতানিবন্ধনই এক একবার এক এক কথা বলিয়া আপনাদের অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয় দিয়াছেন। কুল্লূক এখানে কেন সঙ্কর শব্দে অনুলোমজগণেরও পরিগ্রহ করিলেন না? আর কেনই বা তিনি অন্যত্র (২—১অ, ১৮—২অঃ—প্রভৃতিস্থলে) তাহার বিরোধ ঘটাইলেন? দশমের ২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালেও মেধাতিথি প্রভৃতি—

"প্রতিলোমানুলোমজাঃ"

কথাটীর প্রকৃত সমাস ও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নানা গোল-মাল ঘটাইয়াছেন, রামচন্দ্র উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আরও কদর্য্য হইয়াছে। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে—

"প্রতিলোমানুলোমজাঃ—সূতবৈদেহ চণ্ডালাঃ।
অম্বষ্ঠনিষাদমাহিষ্যোগ্রকরণাঃ ষট্॥

ফলতঃ তাহা হইলে মন্বাদি সমুদয় ঋষির মূল বচনের যে মস্তকচ্ছেদ ঘটে, তাহা উঁহারা কেহই তলাইয়া দেখেন নাই। এখানে আরও একটী আশ্চর্য্য ইহাই যে কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তাই রাজার ভয়ে মূর্দ্ধাবসিক্তের নাম গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা দেখাইলাম, চেতস্বান্ মনীষিগণ নিশ্চয়ই তৎপাঠে, আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া সত্যের সেবা করিবেন এবং মানিয়া লইবেন বাঙ্গলার অম্বষ্ঠগণ বর্ণসঙ্কর নহেন।

এই গেল উৎপত্তিগত বর্ণসাঙ্কর্য্যের কথা, এখন আমরা মনুর স্বকর্ম্মত্যাগ-নিবন্ধন ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্যের কথা বলিব। ইহার হস্তহইতে ভারতের কোন্ জাতি নিস্তার পাইয়াছেন? কেহই নহে, ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণ এইক্ষণে বেয়াল্লিশ কর্ম্মা। কেবল মুদী ও রুটিওয়ালা ব্রাহ্মণ নহে, শুঁড়িব্রাহ্মণেরও বেশী অভাব সর্ব্বত্র দেখা যায় না, সুতরাং বারিষ্টার, উকিল, মোক্তার,

ডাক্তার, ও মুদী শুঁড়ী ব্রাহ্মণেরা বিশেষতঃ বাঙ্গালার অতিদিষ্ট শূদ্র, সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা যে কারণে স্বকর্ম্মত্যাগে বর্ণসঙ্কর হন নাই, সেই কারণে, উকিল, মোক্তার, বারিষ্টার বৈদ্যেরাও বর্ণসঙ্করত্বহইতে নির্ম্মুক্ত রহিয়াছেন ও থাকিবেন। বঙ্গজ বা পূর্ব্ববঙ্গসমাজের কোন কোন বৈদ্যের উপনয়ন ও অশৌচগত ব্যভিচার এখনও রহিয়াছে, কিন্তু বেদহীন শূদ্রযাজী ভৃতকাধ্যাপক বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ যদি এখনও ব্রাহ্মণনামের যোগ্য রহিয়াছেন মনে কর, তাহা হইলে বঙ্গের বৈদ্যগণকেও ঐ কারণে ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্যহইতে রেহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। মনুই বলিতেছেন—

বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥ ৩—১০অঃ

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও মুখ্যব্রাহ্মণগণের নিয়ম ও সংস্কারগত কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব রহিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় না হউক অন্ততঃ এইক্ষণ পঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের উপনয়নসংস্কার ও অশৌচাদিবিষয়ে কতক শিথিলতা ঘটিয়াছে। মান্দ্রাজ ও পঞ্জাবাদি স্থানের লোকেরাও বিবাহের সময়ে উপবীত ধারণ করেন, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের তাদৃশ ব্যবহারেও তাঁহাদের ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিতে পারে না। কেন না তাঁহারা গৌণ ব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ হিন্দুর রাজত্বকালে কোন ঋষি এমন কথা বলিয়া যান নাই যে, আজ থেকে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ ক্রিয়ালোপে বর্ণসঙ্কর হইলেন, সুতরাং সপ্তশতী-দিগের ন্যায় তাঁহাদিগকেও কে বর্ণসঙ্করে পরিণত করে? শাস্ত্রের শাসন ও বিধি, কেবল অন্যের দমনের জন্য নহে, শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের সন্তানেরাও উহার অত্যধীন বটেন, সুতরাং একালের বেয়াল্লিশকর্ম্মা ও সপ্তশতীসুত ব্রাহ্মণেরা যদি সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, "হাঁ আমরাও ক্রিয়াগতবর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়াছি," তাহা হইলে অম্বষ্ঠেরাও তাহা মাথা পাতিয়া লইবেন।

মনুর কথা বলা গেল, অতঃপর আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের কথা বলিব। তিনি বর্ণসঙ্করের কোন পরিভাষা করেন নাই। মাত্র বলিয়াছেন—

অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরমিতাক্ষরা—অসন্তঃ প্রতিলোমজাঃ সন্তশ্চ অনুলোমজা জ্ঞাতব্যা ইতি।

অর্থাৎ অনুলোমজগণ সৎ, আর প্রতিলোমজগণ অসৎ বা মন্দ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাজ্ঞের মতে অনুলোমজগণ বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কীর্ণবর্ণ নহেন। যাজ্ঞ অবৈধবিবাহজ সূতমাগধাদিকেই অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অম্বষ্ঠগণ যদি যাজ্ঞেরই মতে কোন বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে অন্য কোন ব্রাহ্মণের ঔরসে জারজভাবে প্রসূত হইতেন, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয়ই বলিতেন যে, অনুলোমজগণের মধ্যে অম্বষ্ঠ "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ" এই বৈধ বিধির অন্তর্ভুক্ত নহেন এবং তিনি প্রতিলোমজবৎ অসৎ। অতঃপর আমরা মহর্ষি বিষ্ণুর কথা বলিব, তিনি বলিতেছেন যে—

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি, অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ, প্রতিলোমাসু আর্য্যবিগর্হিতাঃ। তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণ আয়োগবঃ, পুক্কসমাগধৌ ক্ষত্রিয়া পুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রাভ্যাং; চাণ্ডালবৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়ৈঃ; সঙ্করসঙ্করাশ্চ অসংখ্যেয়াঃ।

রঙ্গাবতরণম্ আয়োগবানাং ব্যাধতা পুক্কসানাং, স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং। বধ্যঘাতিত্বং চাণ্ডালানাং; স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকানাম্ অশ্বসারথ্যং সূতানাং; চাণ্ডালানাং বহির্গ্রামনিবসনং মৃতচেলধারণমিতি চ বিশেষঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজাতিভি র্বিহারাঃ স্বপিতৃবিত্তাহরণঞ্চ।

সঙ্করে জাতয় স্ত্বেতা পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥ ১৬ অঃ

বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিষ্ণু মহর্ষি মনুর মতেরই প্রায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। এই বচনটি যে মনুর, তাহা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে। এখন ইহার মধ্যে কাহারা সঙ্কর? বিষ্ণু ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির পিতা ও মাতার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন? তিনি সবর্ণজ বা অনুলোমজদিগের কাহারও কে মাতা ও কে পিতা, তাহা বলেন নাই, বলিয়াছেন কেবল, সূত, মাগধ, পুক্কস, আয়োগব, বৈদেহ ও চণ্ডালগণের, সুতরাং ইঁহারাই যে বিষ্ণুর মতে বর্ণসঙ্কর, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে তিনি কেবল মনুর ক্ষত্তাকে পুক্কস বলিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু মনুর মতেও ক্ষত্তা বর্ণসঙ্করই বটেন। আর বিশেষত্ব ইহাই যে মনু কুত্রাপি মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য-গণকে মাতৃধর্ম্মা বলেন নাই (১০অঃ—১৪শ্লোকের ভাষ্য ও টীকা ভ্রান্তিপূর্ণ);

পক্ষান্তরে বিষ্ণু অনুলোমজগণকে মাতৃধর্ম্মা বলিয়াছেন। তাহাতে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তি অম্বষ্ঠদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিতে অভিলাষী। কেন না তাঁহারা মাতৃধর্ম্মা ?

জায়ন্তে যোনিসম্বন্ধাৎ সঙ্করা মাতৃজাতয়ঃ।

৪৮—১৪অঃ বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণ উত্তরখণ্ড ঃ

মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

হাঁ বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণ ও ন্যক্কারজনক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ঐরূপ কথাই আছে, কিন্তু বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রধর্ম্মা ভিন্ন মাতৃধর্ম্মা হইবেন, ইহা কোন মহর্ষিই অবগত নহেন। ফলতঃ "মাতৃবৎ" পাঠ বিকৃত, প্রকৃত পাঠ "শূদ্রজাতয়ঃ" ও "শূদ্রবৎ" হইবে। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আদি পুরাণবচণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে—

শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্
শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ"

যদি উক্ত পুরাণদ্বয়ের পাঠ ও মত ঠিক হইত, তাহা হইলে আজি আমরা চণ্ডালগণকে বেদ পড়িতে ও পড়াইতে দেখিতাম, সূতেরাও বেদ পড়িতে বা পড়াইতে অধিকারী হইতেন। অবশ্য চণ্ডালগণের অশৌচ তের দিন বটে, কিন্তু উহা ব্যভিচার বা স্বেচ্ছাচার মাত্র। এখন যে কায়েতেরা দ্বাদশ দিন অশৌচ ও উপবীত ধারণ করিতে চাহিতেছেন, তাহাই বা কে রাখে, আর কেই বা মারে ?

যাহা হউক বিষ্ণু যে একমাত্র বিলোমজগণকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, অতঃপর আমরা মহর্ষি নারদের কথা বলিব। নারদ বলিতেছেন যে—

বিবাহাদিবিধিঃ স্ত্রীণাং যত্র পুংসাং চ কীর্ত্ত্যতে।
স্ত্রীপুংসযোগনামৈতৎ বিবাদপদ মুচ্যতে ॥ ১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৪
ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যা স্তিস্র এব তু ॥ ৫

দ্বাদশ ব্যবহারপদ।

এই প্রকরণে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের কথা বিবৃত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, প্রত্যেক জাতির পক্ষেই সজাতীয় স্বামী ও সজাতীয়া নারী প্রশস্ত (মনু ৩অ—১২ দেখ), তৎপর যদি ব্রাহ্মণ অনুলোমক্রমে বিবাহ করিতে চাহেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যারও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।

যদি সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে কি অসবর্ণা স্ত্রী অর্থাৎ অনুলোম বিবাহের স্ত্রীসকল অসবর্ণ্যা বলিয়া গৌণপত্নীরূপে বিবেচিত হইত? তাহা হইলে কি অনুলোমবিবাহ বৈধবিবাহই নহে? না তাহা নহে। স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য ও লৌহপাত্রে যেরূপ গুণ ও মর্য্যাদাগত আংশিক প্রভেদ আছে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাস্ত্রীতেও ঐরূপ আংশিক মর্য্যাদাগত প্রভেদ ছিল। কিন্তু সে প্রভেদ যতই কেন থাকুক না, উঁহারা প্রত্যেকেই যে বৈধ ধর্ম্মপত্নী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাই নারদ বলিয়া গিয়াছেন—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥ ১০২
অনন্তরঃ স্মৃতঃ পুত্রঃ পুত্র একান্তর স্তথা।
দ্ব্যন্তর আনুলোম্যেন তথৈব প্রতিলোমতঃ॥ ১০৩
উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদ শ্চানুলোমতঃ॥
অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ॥ ১০৪
আনুলোম্যেন তত্রৈকো দ্বৌ জ্ঞেয়ৌ প্রতিলোমতঃ।
ক্ষত্রাদ্যাঃ প্রতিলোমাঃ স্যু রনুলোমাস্ত্বিমে স্মৃতাঃ॥ ১০৫

অর্থাৎ লোকের অনুলোমক্রমে যে জন্ম, তাহাই বৈধ বলিয়া কথিত। কিন্তু প্রতিলোমক্রমে যে জন্ম, তাহাই বর্ণসঙ্করশব্দের বিষয়ীভূত। উক্ত অনুলোম ও প্রতিলোম সন্তানদিগের মধ্যে অনন্তর, একান্তর ও দ্ব্যন্তর বলিয়া তিনটী শ্রেণীভেদ আছে। উগ্র, পারশব ও নিষাদ ইহারা অনুলোমক্রমে সম্ভূত। আর অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াত্মজ মাগধ এবং ক্ষত্রিয়াত্মজ ক্ষত্তা, এই তিনটী জাতির মধ্যে একটী অম্বষ্ঠ অনুলোমপ্রভব, মাগধ ও ক্ষত্তা প্রতিলোমপ্রসূত।

ক্ষত্তৃপ্রভৃতি জাতি প্রতিলোমজ, আর পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বক্ষ্যমাণ জাতিসমূহ অনুলোমজ। তাঁহারা কে কে? নারদ বলিলেন—

সংস্কারাশ্চরুপাকাদ্যাস্তেষাং ত্রিঃসপ্ত বৈ মতাঃ।
সবর্ণো ব্রাহ্মণীপুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়া মনন্তরঃ॥ ১০৬
করণোগ্রৌ * তথা পুত্রৌ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
একান্তর স্তু অম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ সুতঃ॥ ১০৭
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ তদ্বৎ নিষাদো নাম জায়তে।
শূদ্রা পারশবং সূতে ব্রাহ্মণাৎ উত্তরং সুতং॥ ১০৮
আনুলোম্যেন বর্ণানাং পুত্রাহ্যেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১০৯

দ্বাদশ ব্যবহারপদ।

ব্রাহ্মণ অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণীতে যে সন্তানোৎপাদন করেন, সেই সন্তান পিতামাতার সবর্ণ হয় (আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্তএব তে মনু— ১০ অ—৫)। ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়হইতে বৈশ্যাতে জাত উগ্র (মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির মতে মাহিষ্য), এবং বৈশ্য ও শূদ্রা হইতে অনুলোমবিবাহে উৎপন্ন করণ বা কায়স্থ অনন্তর সংজ্ঞাভাক্। আর ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যাতে ও ক্ষত্রিয়হইতে শূদ্রাতে অনুলোমক্রমে উৎপন্ন যথাক্রমে অম্বষ্ঠ ও নিষাদ (মন্বাদির মতে উগ্র) একান্তর সংজ্ঞাভাক্ এবং ব্রাহ্মণহইতে শূদ্রাতে জাত পারশব দ্ব্যন্তর পরিভাষার বিষয়ীভূত। এই প্রকরণে সবর্ণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, উগ্র (মাহিষ্য), করণ, অম্বষ্ঠ, নিষাদ, উগ্র ও পারশব নামে যে সাতজনের জন্ম বিবৃত হইল, ইহারা সকলেই অনুলোমজ সন্তান বলিয়া কীর্ত্তিত। অবশ্য আপত্তি করিবে যে, জলিসাহেবের ধৃত পাঠ যে প্রমাদদুষ্ট, তাহা কেন বলিতেছ? বলিবার হেতু এই যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে জাত জাতিকে কোন ঋষিই অম্বষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। এবং স্বয়ং নারদ অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব বলিয়া পৃথক্ নির্দ্দেশ করাতেই বুঝিতে হইবে যে এখানে অম্বষ্ঠশব্দের সমাগম সম্ভব নহে। বিশেষতঃ নারদ যখন অনন্তর, একান্তর ও দ্ব্যন্তর জাতির নাম গ্রহণ করিতেছেন, তখন তিনি যে অনন্তরসংজ্ঞার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াপ্রভবের নাম লইয়া মাঝে আবার

* জলিসাহেবের গ্রন্থে এখানে "অম্বষ্ঠোগ্রৌ" পাঠ ধৃত আছে, উহা লিপিকর প্রমাদদুষ্ট।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে একান্তরজ অম্বষ্ঠের নাম লইবেন, করণের নাম বাদ দিয়া যাইবেন ও আবার একান্তরজ অম্বষ্ঠের নাম লইবেন (১০৭) ইহা সম্ভাবনার কথা নহে, সুতরাং এখানে যে লিপিকরের প্রমাদে করণের স্থানে অম্বষ্ঠের নাম লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

কেবল ঋষিগণ নহেন, মধ্যযুগের লোকেরাও যে অম্বষ্ঠগণকে কেবল ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব বলিয়া জানিতেন, পরন্তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যাপ্রভব নহে, তৎসমর্থনার্থ আমরা এখানে প্রামাণ্য টীকাকার নীলকণ্ঠধৃত একটি বচনের অধ্যাহার করিব। নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—"অম্বষ্ঠাদীনাং স্বরূপং জাতিবিবেকাৎ হি বেত্তব্যম্—

সবর্ণা ব্রাহ্মণান্ সূতে, রাজ্ঞী মূর্দ্ধাবসিক্তকং।
বৈশ্যাম্বষ্ঠং নিষাদস্তু শূদ্রা পারশবশ্চ সঃ॥

৮—২৯৬ অঃ শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষধর্ম্ম টীকাধৃত।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাজাত সন্তান অম্বষ্ঠ ও শূদ্রাপ্রভব সন্তান পারশব বা পরনামা নিষাদ। সুতরাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যপিতৃক বা ক্ষত্রিয়বৈশ্যাপ্রভব কোন স্বতন্ত্র অম্বষ্ঠ জগতে ছিল বলিয়া জানা যায় না। অম্বষ্ঠদেশপ্রসূত যে কোন জাতির নামই অম্বষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু এখানে সেরূপ ভাবের কোন কথা না থাকাতে এই অম্বষ্ঠ শব্দকে লিপিকরপ্রমাদ ভাবিয়া লইতে হইল।

ধরিয়া লও এই পাঠই শুদ্ধ, একদল অম্বষ্ঠ ও উগ্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যপ্রভব কিন্তু তাহাতেও সে অম্বষ্ঠের অনুলোমজত্ব নিরাকৃত হইতেছে না? নারদ এই প্রকরণে (১০৫ হইতে ১০৯ প্রথমার্দ্ধ) অনুলোমজ ভিন্ন বিলোমজের প্রসঙ্গ করেন নাই। কিন্তু নারদ যখন বলিতেছেন যে, যাহারা অনুলোমজাত, তাহারা বৈধজন্মা, প্রতিলোমজগণই বর্ণসঙ্কর, তখন নারদের মতেও অম্বষ্ঠের অবর্ণসঙ্করত্ব প্রতিপাদিত ও সমর্থিত হইতেছে। অতঃপর আমরা নিম্নে কতিপয় ঋষিবাক্যের অবতারণা করিয়া অম্বষ্ঠগণের বর্ণসঙ্করাপবাদের নিরসন করিব।

ব্রয়াণা মানুলোম্যং হি প্রাতিলোমং ন বিদ্যতে।
প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ॥

১২—১ম অঃ—দক্ষসংহিতা।

অনুলোমানন্তরৈকান্তর-দ্ব্যন্তরাসু জাতা সুবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ।
প্রতিলোমাসু সুতমাগধায়োগবক্ষত্তৃবৈদেহচণ্ডালাঃ প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।
শূদ্রায়াঞ্চ অসমানায়াঞ্চ শূদ্রাৎ পতিতবৃত্তিরন্ত্যঃ পাপিষ্ঠঃ। ৪অঃ—গৌতমসংহিতা।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ভগবদ্গীতা।
মৌঞ্জীবন্ধনতো জন্ম বিপ্রাদেশ্চ দ্বিতীয়কম্।
আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতির্মাতৃসমা স্মৃতা॥ ১০
চণ্ডালো ব্রাহ্মণীপুত্রঃ শূদ্রাচ্চ প্রতিলোমতঃ।
সূতস্তু ক্ষত্রিয়াৎ জাতো বৈশ্যাৎ বৈদেহকস্তথা॥ ১১
পুক্কসঃ ক্ষত্রিয়াপুত্রঃ শূদ্রাৎ স্যাৎ প্রতিলোমতঃ।
মাগধঃ স্যাৎ তথা বৈশ্যাৎ শূদ্রাদায়োগবো ভবেৎ॥ ১২
বৈশ্যায়াম্ প্রতিলোমেভ্যঃ প্রতিলোমাঃ সহস্রশঃ।
বিবাহঃ সদৃশৈ স্তেষাম্ নোত্তমৈর্নাধমৈ স্তথা॥ ১৩
সঙ্করে জাতয়ো জ্ঞেয়াঃ পিতুর্মাতুশ্চ কর্ম্মতঃ। ১৮—১৫১অঃ
বৃষলা জঘন্যজাঃ শূদ্রাশ্চাণ্ডালাস্ত্যাশ্চ সঙ্করাঃ।

৪৩—৩৬৬ অঃ অগ্নিপুরাণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি অনুলোমক্রমে আপন অপেক্ষা হীন জাতিতে বিবাহ করিতে পারেন, প্রতিলোমবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকৃত। যে সকল জাতি প্রতিলোমক্রমে জাত, তাহাদিগের ন্যায় পাপিষ্ঠ জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। দক্ষ, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় প্রতিলোমজগণকে ঘৃণিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। গৌতমও প্রতিলোমজগণকে ধর্ম্মহীন, অন্ত্যজ ও পাপিষ্ঠ বলাতে অম্বষ্ঠাদি অনুলোমজগণ যে অশূদ্র ও অবর্ণসঙ্কর তাহা ঘোষিত হইল। গীতা বলিলেন যে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইলে তদ্গর্ভে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং এতদ্দারাও বৈধবিবাহ গর্ভজাত অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদির বর্ণসঙ্করত্ব নিরাকৃত হইতেছে। অগ্নিপুরাণও বলিলেন যে অনুলোমজগণ মাতৃধর্ম্মা, আর সূতমাগধাদি প্রতিলোমজগণই শূদ্রধর্ম্মা ও বর্ণসঙ্করপদবাচ্য। পদ্মপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

অধরোত্তরধারেণ জজ্ঞে তদ্বর্ণসঙ্করঃ।
যোঽত্র ক্ষত্রাৎ সমভবৎ ব্রাহ্মণস্তৈব যোনিতঃ॥

৩৪—১অঃ সৃষ্টিখণ্ড।

এই পৃথিবীতে যাহারা অধমবর্ণহইতে উত্তমবর্ণের স্ত্রীতে প্রতিলোমক্রমে প্রসূত, যেমন ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়প্রভব সূত, ইহারা বর্ণসঙ্কর। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় ও অভিমতদ্বারা ইহাই জানা গেল যে অম্বষ্ঠগণ বর্ণসঙ্কর নহেন।

প্রতিবাদপ্রকরণ

অম্বষ্ঠগণ যে বর্ণসঙ্কর নহেন, তাহা প্রদর্শিত হইল, এইক্ষণ পরিপন্থিবাদিগণের উক্তির অসারতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগের মতের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করিব। আমরা মন্বাদির বচনসমালোচনাকালে যাহাই বলিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, তথাপি লোকের মনঃপ্রসাদনের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে হইল। কেবল নিরক্ষর নহে, অনেক সাক্ষর লোকের মনেও এই একটি ধান্ধা ঢুকিয়াছিল যে, দ্বিবর্ণসম্ভূতিই বর্ণসাঙ্কর্য্যের নিদান, অনেক ঋষি বা ঋষিকল্প ব্যক্তিও উহার মোহহইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কাজেই ইঁহাদের মতখণ্ডনজন্য কিছু বলিতে হইল। বৃদ্ধ হারীত বলিতেছেন যে—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণা যথাক্রমাৎ।
আদ্যা স্ত্রয়ো দ্বিজাঃ প্রোক্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রবৎ ক্রিয়া॥
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
তেষাং সঙ্করযোগাচ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥
বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়া মজায়ত।
বৈশ্যায়ান্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা॥
রাজন্যাৎ বৈশ্যশূদ্রোস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ স্মৃতৌ স্মৃতৌ।
শূদ্র্যাং বৈশ্যাত্তু করণঃ ষড়েতে ত্বনুলোমজাঃ॥
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাৎ বৈদেহক স্তথা।
চণ্ডালশ্চ তথা শূদ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥

মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যাৎ ক্ষত্তাথ শূদ্রতঃ।
শূদ্রাৎ আয়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস-বৈ সুতম্॥
রথকার ঃকরণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥
প্রতিলোমাসু বৈ জাতা গর্হিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
পাষণ্ডাঃ পতিতাঃ পাপা স্তথৈব প্রতিলোমজাঃ॥
কুলটাশ্চ বিকর্ম্মস্থা অসন্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অপকৃষ্টনিকৃষ্টানাং জীবিতং শিল্পকর্ম্মভিঃ।
হীনস্তু প্রতিলোমানাম্ অহীন মনুলোমিনাম্॥

পাঠমাত্রই জানা যাইতেছে যে, এই বৃদ্ধহারীত গরুড়পুরাণের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার বচনগুলি লইয়া আপনার গ্রন্থে স্থানদান করিয়াছেন। এবং যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় প্রতিলোমজগণকে অসৎ ও অনুলোমজগণকে সৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অতিরিক্তের মধ্যে তিনি দুইটি কথা বলিয়াছেন, প্রথম কথা অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ উভয় দলের ক্রিয়াই মন্ত্রশূন্য ও দ্বিতীয় কথা ইহারা উভয় দলই বর্ণসঙ্কর। তাঁহার আদর্শ যাজ্ঞবল্ক্য ঃইহার একটি কথাও মুখে আনয়ন করেন নাই, মহর্ষি মনুও সমগ্র অনুলোমজগণকে বর্ণসাঙ্কর্য্যহইতে নির্ম্মুক্ত রাখিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে সম্পূর্ণ দ্বিজ-ধর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যাহা আদর্শ যাজ্ঞ ও মন্বর্থের বিপরীত তাহা গ্রাহ্য নহে। উক্তঞ্চ—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ বৃহস্পতি।

ফলতঃ কেবল যে মনু বলিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার মত গ্রাহ্য, হারীতের মত অগ্রাহ্য তাহা নহে, যুক্তিও হারীতের মতের প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেছে। যে বর্ণসঙ্কর সেই শূদ্রধর্ম্মা ও পতিত। কিন্তু আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অম্বষ্ঠাদি অনুলোমজগণকে ব্রাহ্মণবৎ অধ্যয়নঅধ্যাপনাবান্ দেখিতেছি ভিন্ন শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া অবগত নহি, কোন সংহিতাকর্ত্তা প্রকৃত ঋষিও ইঁহাদিগকে মন্ত্রবর্জ্জিত শূদ্রধর্ম্মা বলেন নাই, তাই আমরা মনুর মতের বিরুদ্ধ বলিয়া বৃদ্ধহারীতের কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করিলাম। ফলতঃ পুত্তি ভিন্ন উপপত্তি বস্তুটা যেমন

অগ্রাহ্য, তেমনই উপপুরাণ ও উপস্মৃতিগুলিও অগ্রাহ্য, বৃদ্ধ ও লঘুনামে যত স্মৃতি আছে, উহার একখানিও হারীতাদি প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত নহে, কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিজের তাঁতে বোনা, নিজের আক্কেলে লেখা শ্লোক গুলি যুড়িয়া দিয়া এই সকল মিথ্যা গ্রন্থ খাড়া করিয়া দিয়াছেন। তাই বিষ্ণু-পুরাণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং
যস্য যৎ বচনং দ্বিজ"

হে দ্বিজ! যে কেন যে কোন বচন লিখুক না, কলিতে তৎসমুদায়ই শাস্ত্র বলিয়া গণ্য। আমরা এই কারণে মন্বাদির মতবিরুদ্ধ বৃদ্ধহারীতবাণীতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলাম না। অতঃপর আমরা মহাভারতের কথা ভাবিয়া দেখিব॥ মহাভারত বলিতেছেন যে—

মুখজা ব্রাহ্মণা স্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পদজাঃ পরিচারকাঃ॥ ৬
চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭
ক্ষত্রিয়াতিরথাম্বষ্ঠা উগ্রা বৈদেহকা স্তথা।
শ্বপাকাঃ পুক্কসা স্তেনা নিষাদাঃ সুতমাগধাঃ॥ ৮
অয়োগাঃ করণা ব্রাত্যা শ্চণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ॥ ৯

২৯৬ অঃ, শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ চারিবর্ণ ছাড়া অম্বষ্ঠ, উগ্র, সূত, মাগধ ও অন্যান্য যত জাতি আছে, তাহারা পরস্পরের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর। কিন্তু মহাভারতের এই কথা প্রকৃত নহে। যে প্রকার বহু সন্ন্যাসীর হাতে পড়িয়া পবিত্র মনুসংহিতার মহিমা খর্ব্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ নানা লোকের হাতে পড়িয়া পবিত্র মহাভারতও এইক্ষণে কলিকাতার ধাপায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কেন আমরা এরূপ কথা বলিতে অভিলাষী? যখন এই প্রকরণে ও মহাভারতের অন্যস্থলে এই বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকটিত রহিয়াছে এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে মনুকে আদর্শ করিয়া আপনার জাতিতত্ত্বঘটিত

সমগ্র বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই মনুসংহিতার সহিতই মহাভারতের এই উক্তিসমূহের মহান্ সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে, তখন আমরা "অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদিও বর্ণসঙ্কর," একথাগুলি কর্ণে স্থান দিতে নারাজ।

আরও দেখ, এখানে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণের (১) একটি কথাও বলা হয় নাই। যদি উঁহারাও অম্বষ্ঠবৎ অনুলোমজ ও মিশ্রজাতি হয়েন, তাহা হইলে কেন ব্যাসদেব ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অম্বষ্ঠ, উগ্র ও নিষাদের পরিগ্রহ করিলেন? তাহাতেই মনে হয়, করণ বা কায়স্থগণের দুরাকাঙ্ক্ষা বলবতী হওয়ার পরে তদন্নদাস কেহ এই কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া অম্বষ্ঠদিগকে খাট করিবার জন্যই মহাভারতের বিশুদ্ধ দেহ কলুষিত করিয়াছেন। পাঠক, তোমার মনঃকণ্ডূয়ননিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা এখানে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকচতুষ্টয়ের অবতারণা করিব। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পরাশর!

যদেতৎ জায়তেঽপত্যং স এবায় মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষবর্ণতাং গতঃ॥ ২

শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, পিতা যে জাতীয়, সন্তান সেই জাতীয়ই হইবেন। তবে ব্রাহ্মণপুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব ইঁহারা ব্রাহ্মণেতর ভিন্নজাতি বলিয়া কেন সংজ্ঞিত হইলেন? পরাশর বলিলেন—

এবমেতৎ মহারাজ! যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্ত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ॥ ৩

হাঁ মহারাজ! এইরূপই বটে, মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না পিতা যে জাতীয়, সন্তান সেই জাতীয়ই হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহাই হইত, কিন্তু তপস্যা বা গুণের অপকর্ষনিবন্ধন সেই ব্রাহ্মণসন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি ভিন্ন জাতি বলিয়া সংসূচিত হইতে লাগিলেন।

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যোভবতি সম্ভবঃ।
অতোঽন্যতরতো হীনাৎ অবরো নাম জায়তে॥

৪—২৯৬ অঃ শান্তিপর্ব্ব।

---

(১) আয়োগবশব্দের পর যে করণশব্দ আছে, সে করণ নটনিচ্ছিবিবৎ ব্রাত্যকরণ, সে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব অনুলোমজ করণ নহে।

তবে উক্ত ব্রাহ্মণসন্তানগণ ভিন্নজাতীয় নাম প্রাপ্ত হইলেও বীজগত প্রাধান্য ও ক্ষেত্রগত উৎকর্ষনিবন্ধন পুণ্য বা বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। আর যাহারা হীন বীজহইতে জাত, তাহারাই অশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

বলিতে পার, কেন এই শ্লোকের অর্থ কেন ইহাই হউক না যে, ভাল বীজ ও ভাল ক্ষেত্রহইতে পুণ্য শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অসবর্ণজগণ উত্তম বীজ ও উত্তমক্ষেত্রপ্রভব নহে, তাহারা হীনপ্রভব, তাই তাহারা পিতার জাতি না পাইয়া মূর্দ্ধাবসিক্তাদি নীচ জাতিতে পরিগণিত হয়।

না এরূপ অর্থ ঠিক নহে। কেন না পরাশর ও জনক ত উত্তম বীজ ব্রাহ্মণ পিতার কথাই বলিয়াছেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের বীজ কি উৎকৃষ্টই নহে? ক্ষেত্রও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা? সুতরাং আর্য্য ও দ্বিজ কন্যা ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাপ্রভবেরা কেন হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন? আর বচনে যখন "হীনাৎ" পঞ্চমী রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা সূতমাগধাদি বিলোমজগণের হীন পিতার কথাই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ত আর হীন পদবাচ্য নহেন? ফলতঃ এই বচনটী মনুর দশমের ৬৯ম বচনেরই ছায়া মাত্র। সেই মন্ত্রের কথা বলিতে যাইয়া কুল্লূক বলিয়াছেন—

যথা শোভনবীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাতির্দ্বিজাতি স্ত্রিয়াং সবর্ণায়া মানুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োর্জাতঃ সর্ব্বং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ সংস্কারম্ অর্হতি। নচ পারশবচণ্ডালৌ।

সুতরাং ব্যাসদেব মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদিকে শোভন বীজ ও শোভন ক্ষেত্রজাত জানিয়া কখন অসংস্কার্য্য বর্ণসঙ্করজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। অতএব প্রথম অধ্যাহৃত ৬।৭।৮।৯ বা অন্ততঃ সপ্তম ও নবম বচনটী স্বয়ং ব্যাসদেবের লেখনীবিনির্গত নহে। হয় লিপিকরপ্রমাদে এই বিরোধ ঘটিয়াছে, নতুবা অম্বষ্ঠবিদ্বেষী কেহ এই কৃত্রিমতার নিদান। কেবল আমাদিগের অনুমানই একমাত্র প্রমাণ নহে, আমরা অনুশাসনপর্ব্বের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, একই ব্যাসদেব এরূপ বিরুদ্ধমতের অবতারণা করিতে পারেন না। উহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে—

তিস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ সজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥ ১১—৪৪ অঃ

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এবং বৈশ্যের কেবল সজাতীয়া বৈশ্যাভার্য্যাই প্রশস্ত, এই সকল ভার্য্যাতে যে কোন সন্তান জন্মে, তাহারা স্ব স্ব পিতার সদৃশ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের বৈশ্যাবনিতাপুত্র অম্বষ্ঠ একতর ব্রাহ্মণ হইতেছেন। কেন ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈশ্যা স্ত্রী কি নিষিদ্ধ নাহে? কখনই না।

বৈষম্যাৎ অথবা লোভাৎ কামাৎ বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেৎ শূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৮—৪৫ অঃ

সবর্ণা স্ত্রীর সহিত বৈষম্য বা লোভ কিংবা কামপ্রবৃত্তিবশতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যার পাণিপীড়ন করিতে পারেন, কিন্তু উহা তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। কেন না "শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্" এ কথা মনু ও ব্যাস উভয়েই বলিয়াছেন (মনু ৩ অঃ—১৭ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব—৯—৪৭ অঃ দেখ), অতএব ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বিজকন্যা বৈশ্যাবিবাহ কোন কারণে নিন্দনীয় হইল না। ব্যাস তৎপরেই বলিতেছেন যে—

অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্র মনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ১৭
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়া মপি চৈব হি॥ ২৮।৪৭অ অনুশাসন

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্রাহ্মণ হয় বা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ফলতঃ ব্রাহ্মণহইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যে ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, ঐরূপ ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠও যে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে তাহাও নিঃসংশয়ে জানিও।

তবে উঁহাদের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠাদি বলিয়া কেন পৃথক্ নাম হইল? মাতৃকুলের অপকর্ষনিবন্ধনই ঐরূপ পৃথক্ নাম হইয়াছে, কিন্তু উঁহারাও পিতৃ-সদৃশ (মনু—১০ অঃ—৬ দেখ) এবং একতর ব্রাহ্মণই বটেন।

যাহা হউক যে ব্যাসদেব অম্বষ্ঠাদিকে একতর ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত আছেন ও নির্দ্দেশ করিতেও অগ্রসর, সেই ব্যাসদেবই কি সেই অম্বষ্ঠাদিকে বর্ণসঙ্কর, সুতরাং শূদ্রধর্ম্মা বলিতে পারেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য শূদ্রধর্ম্মা ও বর্ণসঙ্কর হইলে কি মনুর দশমের ৬।৪১ ও ২৮।৬৪।৬৯ শ্লোক বৃথা হইয়া যায় না? ফলতঃ ব্যাসদেব কি কারণে বর্ণসাঙ্কর্য্য জন্মে ও কে কে বর্ণসঙ্কর, তাহা এইখানেই বিস্তৃতভাবে নির্দ্দেশ ও বিবৃত করিয়াছেন, সামাজিকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য সেই বচনাবলী আমরা আমূল উদ্ধৃত করিতেছি।—

অর্থাৎ লোভাৎ বা কামাৎ বা বর্ণানাং চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাৎ বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ১

তেষা মেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তৎ মে ব্রূহি পিতামহ॥ ২

চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥ ৩

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাৎ দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তে॥ ৪

পরং শবাৎ ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রঃ, শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ।
শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ স্বচারিত্র্যং নিত্যমথো ন জহ্যাৎ॥ ৫

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাৎ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীনবর্ণা স্তৃতীয়ায়াম্ শূদ্রাউগ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥ ৬

দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্র মেব প্রজায়তে॥ ৭

অতোপি শিষ্টস্বধমো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্বর্ণ্যবিগর্হিতম্॥ ৮

বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং সূতং স্তোমক্রিয়াপরং।
বৈশ্যো বৈদেহকং চাপি মৌদ্গল্য মপবর্জ্জিতম্॥ ৯

শূদ্রশ্চাণ্ডাল মত্যুগ্রং বধ্যম্নং বাহ্যবাসিনং।
ব্রাহ্মণ্যাং সংপ্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ।
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রভো॥ ১০
বন্দী তু জায়তে বৈশ্যাৎ মাগধো বাক্যজীবনঃ।
শূদ্রাৎ নিষাদো মৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ॥ ১১
শূদ্রাৎ আয়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তক্ষা তক্ষণজীবনঃ॥ ১২
এতেঽপি সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে অবরা হীনযোনিষু॥ ১৩
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ॥ ১৪
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥ ১৫
যথা শূদ্রোপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাৎ বাহ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে॥ ১৬
প্রতিলোমং তু বর্দ্ধন্তে বাহ্যা বাহ্যতরাৎ পুনঃ।
হীনাৎ হীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু॥ ১৭
অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানা মনুজায়ন্তে সৈরিন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞ মদাসং দাসজীবনম্॥ ১৮
অতশ্চায়োগবং সূতে বাগুরাবন্ধজীবনং।
মৈরেয়কঞ্চ বৈদেহঃ সংপ্রসূতেঽথ মাধুকম্॥ ১৯
নিষাদো মদ্‌গুরুং (মার্গবং ?) সূতে দাসং নাবোপজীবিনং।
মৃতপং চাপি চাণ্ডালঃ শ্বপাক ইতি বিশ্রুতম্॥ ২০
চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্ মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধ ইতি বিশ্রুতম্॥ ২১
বৈদেহকাচ্চ পাপিষ্ঠা ক্রূরং মায়োপজীবিনং।
নিষাদাৎ মদ্রনাভং চ খরযানপ্রযায়িনম্॥ ২২

চাণ্ডালাৎ পুক্কসং চাপি খরাশ্বগজভোজিনং।
মৃতচৈলপ্রতিচ্ছন্নং ভিন্নভাজনভোজিনম্ ॥ ২৩
আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্তু তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রো বৈদেহকাৎ অন্ধ্রো বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ২৪
কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসৌপাকস্ত্বক্‌সারব্যবহারবান্ ॥ ২৫
আহিণ্ডকো নিষাদেন বৈদেহ্যাং সংপ্রসূয়তে।
চণ্ডালেন তু সোপাক শ্চণ্ডালসমবৃত্তিমান্॥ ২৬
নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনং।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিষ্কৃতম্ ॥ ২৭
ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৮

৪৮অঃ—অনুশাসন।

এখানে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন যে হে পিতামহ! ধন, রূপজমোহ, কিংবা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উচ্চবর্ণের নারীগণ হীনবর্ণে অনুরাগিণী হইয়া যে সন্তানোৎপাদন করে সেই সন্তান কিংবা নারী গোপনে কোন্ জাতিদ্বারা গর্ব্ভোৎপাদন করাইয়াছে তাহা জানা না গেলে, সেই গূঢ়োৎপন্ন সন্তান বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। সেই বর্ণসঙ্করগণের ধর্ম্ম কি, আর কর্ম্মই বা কি তাহা আমাকে বলুন।

ভীষ্ম বলিলেন, প্রজাপতি যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বেই চাতুর্ব্বর্ণ্য ও উঁহার কর্ম্ম সৃজন করিয়াছেন। তৎপর সমাজে অসবর্ণবিবাহের প্রচলন হইলে ইহাই নির্দ্দিষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারিকন্যারই অনুলোমক্রমে পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন, তন্মধ্যে তাঁহার ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াস্ত্রীর গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত বলিয়া যে সন্তান হইবে, তাহারা সেই ব্রাহ্মণের আত্মা বলিয়া গৃহীত হইবে, আর বৈশ্যা ওশূদ্রাগর্ব্ভজ ব্রাহ্মণ সন্তান অম্বষ্ঠ ও পারশব, মাতৃধর্ম্মা হইবে, মাতার আপেক্ষিক হীনত্বনিবন্ধন তাহারা পিতার সাজাত্য ভজনা করিতে পারিবে না। ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন জাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণে অধিকার আছে, তন্মধ্যে

ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাস্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের আত্মা (ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য) জন্মগ্রহণ করিবে, তৃতীয় শূদ্রাপুত্র উগ্র হীনশূদ্রবর্ণমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে। আর বৈশ্যেরও বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই স্ত্রী হইবে এবং তদ্গর্ভজ সন্তান বৈশ্য ও করণ বৈশ্যের আত্মা বলিয়া গৃহীত হইবে। শূদ্র আপনার শূদ্রা ভার্য্যাতে কেবল শূদ্রের জন্মদান করিতে অধিকারী হইবে, কিন্তু সে উচ্চবর্ণের নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

ব্যাসদেব ত অনুলোমজবর্ণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন (৪৪অ—১১, ৪৭অঃ—৪।১৭।২৮ দেখ), তবে এখানে আবার কেন পুনরাবৃত্তি করিলেন? নীলকণ্ঠও ত ৪৮ অধ্যায়ের টীকা প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে—

এবমনুলোমজজাতিজানাং পুত্রাণাং।
তারতম্য মুক্ত্বা বিলোমজাতিজানামপি॥
তদাহ অধ্যায়েন অর্থাৎ ইতি—

অর্থাৎ ব্যাসদেব ৪৪।৪৭ অধ্যায়ে অনুলোমজ জাতির কথা বলিয়া এই ৪৮ অধ্যায়ে প্রতিলোমজ জাতির কথা বলিতেছেন। হাঁ কথা তাহাই তবে যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভীষ্মদেব ৩য় হইতে ৮ম পর্য্যন্ত শ্লোকে তাহার আবার পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

তাহাতে কি ভীষ্মদেব অনুলোমজ কাহাকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন? না কখনই নহে। তিনি অনুলোমজগণের মধ্যে মূর্দ্ধাবসিক্তকে ব্রাহ্মণ মাহিষ্যকে ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠ ও করণকে বৈশ্য এবং পারশব উগ্রকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই ছয় অনুলোমজের একজনকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়া সংসূচিত করেন নাই। তবে তাঁহাদিগের স্ব স্ব মর্য্যাদা গত তারতম্যের কথা মাত্র বলিয়াছেন। আর নবমহইতে ঊনত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত ২১ টী শ্লোকে বর্ণসঙ্করগণের লেখা দিয়াছেন।

অতোপি শিষ্ট স্বধমঃ।
গুরুদারপ্রধর্ষকঃ॥

হে যুধিষ্ঠির তোমাকে ইহার পর যে সকল অবশিষ্ট জাতির কথা বলিব, তাহারাই অতি অধম জাতি, কেননা তাহারা গুরুদারপ্রধর্ষক (গুরুণাং

ব্রাহ্মণাদীনাং দারপ্রধর্ষকঃ) অর্থাৎ শূদ্রাদি হীন জাতিগণ ব্রাহ্মণাদি উত্তম জাতীয় কন্যাগণের ধর্ষণকারী।

বাহ্যস্তু বর্ণং জনয়তি।
চাতুর্বর্ণ্যবিগর্হিতং॥৯

তাহারাই প্রতিলোমক্রমে নানা পতিত জাতির উৎপাদন করিয়া থাকে। এই সকল জাতি "বাহ্য" বা অপাংক্তেয় ও চাতুর্বর্ণ্যবিগর্হিত। তাহারা কোন্ কোন্ জাতি।

তাহারা স্তোমক্রিয়াপর বাহ্য সূত জাতি, তাহার মাতা ব্রাহ্মণী, পিতা ক্ষত্রিয়; ঐরূপ বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত আর একটী বাহ্য জাতির নাম বৈদেহক। তাহারা পুরনারীগণের রক্ষা বা অন্তঃপুররক্ষাদি করিয়া থাকে, উহারাও সংস্কারানর্হ (অপবর্জ্জিতং সংস্কারানর্হং—নীলকণ্ঠঃ) আর শূদ্রহইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে চণ্ডালনামে একটী জাতির জন্ম হইয়াছে, উহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে, উহারা কুলাধম ও উহাদের বৃত্তি বধ্যবধ। হে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ! ইহারাই বর্ণসঙ্কর। অপিচ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া এবং শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াহইতে প্রতিলোমক্রমে যথাক্রমে বাক্যজীবন স্তুতিকারী মাগধ (ভাট) ও মৎস্যঘাতী নিষাদের জন্ম হইয়াছে। ঐরূপ শূদ্রহইতে বৈশ্যাগর্ভে গ্রাম্যধর্ম্মা আয়োগবের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাদের বৃত্তি কাষ্ঠতক্ষণ, ইহারা অগ্রাহ্য এবং ইহাদের ওতপ্রোতসংমিশ্রণেও—

অগম্যাগমনাৎ চৈব।
জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ (১৯)

আরও অসংখ্য বর্ণসংকরের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদের নাম সৈরিন্ধ্র, মৈরেয়ক, মদ্গুর (মার্গব বা কৈবর্ত্ত) শ্বপাক, মাংস, স্বাদুকর, ক্ষৌদ্র, সৌগন্ধ, মদ্রনাভ, পুক্কস, ক্ষুদ্র, অন্ধ্র, কারাবর, পাণ্ডুসোপাক, আহিণ্ডিক, সোপাক ও অন্ত্যাবসায়িপ্রভৃতি—

ইত্যেতে সঙ্করে জাতা পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

হে যুধিষ্ঠির! ইহারাই বর্ণসঙ্কর, ইহাদের কে মাতা ও কে পিতা তাহাও প্রদর্শিত হইল, এইরূপ আরও কতকগুলি বর্ণসঙ্কর আছে, উহাদের কে মাতা

কে পিতা তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। জানা না গেলেও কর্ম্মদ্বারা উঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে পারা যায়।

বেশ বুঝা গেল ব্যাসদেব ভীষ্মদেবের মুখদিয়া ইহাই বাহির করাইয়াছেন যে সবর্ণজ ও অনুলোম অম্বষ্ঠাদির কেহই বর্ণসঙ্কর নহেন, প্রতিলোমজাত সূতমাগধাদিই একমাত্র বর্ণসঙ্করপদবাচ্য। ফলতঃ ব্যাস ইহা নিজের তাঁতে বুনেন নাই, তিনি মনুর দশমাধ্যায়ের ১১ হইতে ৩৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে যাহা যাহা আছে, অবিকল তাহারই উদ্বমন করিয়াছেন মাত্র। এবং বহু শ্লোকই আস্ত আঠি সমেত গিলিয়াছেন। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখ। আর মনুর ৪০ ও মহাভারতের ২৯ শ্লোকে কোন ইতরবিশেষ নাই।

সুতরাং যে ব্যাসদেব মনুর দ্বারে ভিখারী, তিনি মনুর দশমের—২৪ শ্লোকের পরিভাষার বিরুদ্ধে বৈধবিবাহে উৎপন্ন অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদি ছয়-জনকে কখনই বর্ণসঙ্কর বলিতে পারেন না। আমরা এই জন্যই বলিয়াছি যে শান্তিপর্ব্বের ২৯৬ অধ্যায়ের ৬।৭।৮।৯ শ্লোক সম্পূর্ণই কল্পিত ও প্রক্ষিপ্ত। কি কাশী, কি কাঞ্চী, কি মহারাষ্ট্র, কি অযোধ্যা ও কি বঙ্গদেশ সর্ব্বত্রই করণ বা কায়স্থগণ হিন্দুর রাজত্ববিলোপের পর যবনসংসর্গে ধনার্জ্জন করিয়া রাজাগজা ও পদস্থ ব্যক্তি হইয়াছেন, মহাভারতের মুদ্রণ ও অনুবাদাদি কার্য্যও ইঁহাদের অথবা ইঁহাদের অন্নদাস তৈলবটপ্রণয়ী গৃধ্রস্বভাব ব্রাহ্মণ-দিগের হস্তেই বিন্যস্ত ছিল, সুতরাং ইহাঁরা গ্রন্থ ছাপাইয়া যাহা আমাদিগের সাম্‌নে হাজির করিয়াছেন, আমরা তাহাই আসল জিনিস বলিয়া ভাবিয়া লইতেছি? একালের জীবানন্দী পরাশরসংহিতা ও সুশ্রুত এবং কলিকাতার কোন কোন শৌদ্র আড্ডাহইতে প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অবস্থা দেখি-লেই ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া লইতে পার। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে ব্যাসদেব অনুশাসনের ৪৪।৪৭ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠগণকে ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়া কেন আবার সেই অনুশাসনপর্ব্বেরই ৪৮ অধ্যায়ে সেই ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠকে শূদ্র ও শূদ্রকরণকে বৈশ্য বলিয়া দাগাইয়া দিবেন? ব্যাস কি ভাঙ্গ বা গাঁজা খাইয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন? তোমাদের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য আমরা আরও কয়েকটী শ্লোকের পুনরধ্যাহার করিব।

মনুসংহিতা	মহাভারত
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাস্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥ ২৮—১০ অঃ তত্র কুল্লুকঃ—যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাৎ দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে অস্য ব্রাহ্মণস্য আনুলোম্যাৎ দ্বিজ (বস্তুতঃ কিন্তু আত্মা) উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজোজায়তে, এবং বাহ্যেষ্বপি বৈশ্য-ক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণ্যোর্জাতেষু উৎকর্ষাপক্রমোভবতি শূদ্রজাতপ্রতি-লোমাপেক্ষয়া দ্বিজাদ্যুৎপন্নপ্রতিলোম প্রাশস্ত্যার্থ মিদং। মেধাতিথিস্তু দ্বিজত্বপ্রতিপাদক মেতদ্ বচনম্ এষাম্ উপনয়নার্থ মিত্যাহ। তন্ন। "প্রতি-লোমজাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ" ইতিগৌতমেন নিষেধাৎ।	ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে। আনুপূর্ব্যাৎ দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাতৌ প্রসূয়তঃ॥ ৬ তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাৎ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। হীনবর্ণা তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ॥ ৭ দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥ ৮ ৪৮ অঃ অনুশাসন। যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বায়ো রাত্মাস্য জায়তে। আনন্তর্য্যাৎ প্রজায়ন্তে, তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ॥ ১৫ ৪৮ অঃ অনুশান পর্ব্ব।

এখন পাঠক তুমি চাহিয়া দেখ, বামদিকের ২৮শ শ্লোকটী কিরূপ চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া দক্ষিণদিকের ৪টী শ্লোকের দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে। মনু কি বলিয়াছেন? যে প্রকার ব্রাহ্মণের সজাতীয়া পত্নী ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই তিনবর্ণের মধ্যে কেবল ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নীগমনে অনুলোমক্রমে তাঁহার ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ, এই তিন আত্মা বা আত্মজ জন্মে (আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" ইতি শ্রুতেঃ। "আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ" ৩।৪৯ অঃ অনুশাসন পর্ব্ব) সেই প্রকার ক্ষত্রিয়হইতে ব্রাহ্মণীতে প্রতিলোমক্রমে জাত সূত

ও বৈশ্যহইতে ক্ষত্রিয়াতে প্রতিলোমক্রমে জাত মাগধ এবং ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ দ্বিজাতি উৎপন্ন এই জাতিত্রয় শূদ্রপ্রতিলোমজাত আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডালহইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জালিয়তেরা কোন্ জলধর হলধরকে পাঁচসিকা দিয়া মহাভারতের প্রকৃত শ্লোক বিকৃত করিয়া কি একদম ফেলিয়া দিয়া এই মিথ্যা চারিটী শ্লোকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে!!!

পাঠক, মনুর দশমের ২৮।৬৯ শ্লোক পাঠ করিলে তুমি কি মনে করিতে পারিবে মনুও অম্বষ্ঠকে জন্মব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত ছিলেন না? পরে দশমের ৬৭।৬৮।৬৯ ও ৪১ শ্লোক পাঠ করিলেও কি তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে না যে শূদ্রাজাত করণ কখনও বৈশ্য হইতে পারে না? ব্যাসদেব মনুর মত আমূল গ্রহণ করিয়া তিনি যে নেমকহারামী করিবেন, ইহা একটা কথাই না, নিশ্চয়ই কোন দুষ্টবুদ্ধি পাঁচসিকা খেয়ে আপন অন্নদাতার খাতিরে এই মিথ্যা চারিটী শ্লোক নিজের তাঁতে বুনিয়া মহাভারতের মহাভার আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক যখন ব্যাস মনুর ছায়ানুগ, তখন তিনি কখনই শান্তিপর্ব্বের উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়েরও প্রণেতা নহেন, অম্বষ্ঠগণকেও তোমরা বর্ণসঙ্কর বলিয়া মনে করিতে অধিকারী নহ। ফলতঃ ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে যদি তাহা তাঁহার পক্ষে গুরুদারপ্রধর্ষণ ও অগম্যাগমন না হয়, তাহা হইলে বৈধবিবাহজ অনুলোমপ্রভব অম্বষ্ঠাদিও বর্ণসঙ্কর বলিয়া সূচিত হইতে পারেন না।

আচ্ছা অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যখন এক, আর সেই বৈদ্যকে (চণ্ডালোব্রাত্যবৈদ্যৌ চ) যখন ব্যাসদেব প্রতিলোমজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন সেই বৈদ্যাপর নামা অম্বষ্ঠ কেন বর্ণসঙ্কর পদবাচ্য হইবেন না? না ইহাও তোমাদিগের বুঝিবার ভুল। বৈদ্য শব্দ দেখিলেই তোমরা তথায় উহা যে কোন অর্থপর বলিয়া মনে করিতে অধিকারী নহ। পঞ্জাব বা সিন্ধুদেশ কিংবা পশ্চিম মহারাষ্ট্রে লোকে নাপিতকে অম্বষ্ঠ বা অম্বঠ বলিয়া থাকে, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের একতর ব্রাহ্মণ অধ্যয়নঅধ্যাপনাধিকারবান্ অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্য ও উহারা একই বস্তু? উহারা অম্বষ্ঠের বৃত্তি অস্ত্র চিকিৎসা গ্রহণ করাতে সাধারণ লোকেরা উহাদিগকে অম্বষ্ঠ বা অস্ত্রচিকিৎসক বলিয়া ডাকিয়া

আসিতেছে মাত্র। ঐরূপ একই বৈশ্য শব্দ বহুস্থানে বহু অর্থে প্রযুক্ত ও প্রচলিত থাকিলেও উহাকে এক বস্তু বলা যাইতে পারে না। মহারাষ্ট্রের বৈশ্যোপাধিক ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালার বৈশ্যেরা একই জিনিষ, তা বলিয়া তোমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈশ্য বা বেদে ও অম্বষ্ঠ বৈশ্যকে এক ভাবিতে পার না। মহাভারতের কথাগুলিও তোলা যাইতেছে দেখিয়া অর্থ ও বিষয়সঙ্গতি কর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন হে পিতামহ—

ষড়পধ্বংসজাঃ কে স্যুঃ কে বা অপসদা স্তথা।
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাতুং মে ত্বমর্হসি ॥ ৬

ছয় জন* অপধ্বংসজ ও ছয় জন অপসদ কে কে, তাহা আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বিবৃত করুন। ভীষ্ম বলিলেন—

ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজন্যস্য ভারত ॥ ৭
একো বিড়্বর্ণ এবাথ তথাঽত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ষড়পধ্বংসজাস্তে হি তথৈবাপসদান্ শৃণু ॥ ৮

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণহইতে তাঁহার ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে যে তিন পুত্র অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও পারশব নিষাদ জন্মে, ঐরূপ ক্ষত্রিয় হইতে অনুলোমক্রমে তাঁহার বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীজাত মাহিষ্য ও উগ্র এবং বৈশ্য তাঁহার শূদ্রাস্ত্রীতে যে একটী করণ জাতিকে উৎপাদন করেন, ইহাঁরাই ছয়জন অপধ্বংসজশব্দের বিষয়ীভূত। অপসদগণ কে কে তাহাও বলা যাইতেছে শ্রবণ কর।

চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াং চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ ॥ ৯
মাগধশ্চৈব দ্বৌ বৈশ্যস্যোপলক্ষিতৌ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যৈক এব তু ॥ ১০
ব্রাহ্মণ্যাং লক্ষ্যতে সূত ইত্যেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।
পুত্রাহ্যেতে ন শক্যন্তে মিথ্যা কর্ত্তুং নরাধিপ ॥ ১১—৪৯ অঃ:
অনুশাসন।

হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রহইতে প্রতিলোমক্রমে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রের নাম

চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে জাতের নাম ব্রাত্য, আর বৈশ্যাতে জাতের নাম বৈদ্য, এই তিনটী শূদ্রাপসদ। আর বৈশ্যহইতে ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াতে প্রতিলোমক্রমে যে দুই পুত্র জন্মে তাহাদের নাম যথাক্রমে বামক ও মাগধ, আর ক্ষত্রিয়হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্রের নাম সূত, ইহারাই ছয়টী অপসদ বলিয়া গণ্য। হে নরাধিপ! প্রতিলোমক্রমে জাত হইলেও এই সূতাদি অপসদগণ যে পিতার পুত্র নয় এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

বেশ জানা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে জাত অনুলোমজ অম্বষ্ঠ (৭ম শ্লোকের প্রথম চরণ দেখ), ও শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত এই বৈদ্য একবস্তু হইতে পারে না। কোন ঋষিই ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভবকে বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিভাষিত করেন নাই। বাঙ্গলার বৈদ্যের সে বৈদ্যত্ব চিকিৎসা-হইতে সমাগত, উহা বৃত্তিগত উপাধি মাত্র জাতিগত নাম নহে। মনু শূদ্রবৈশ্যা জাতকে আয়োগব ও শূদ্রক্ষত্রিয়াজাতকে ক্ষত্তা বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন। অন্য কোন ঋষিগ্রন্থেই এই সকল ব্রাত্য, বৈদ্য, ও বামক, নামের পরিচয় পাওয়া যায় না। ধরিয়া লও কোন দেশে উহাদের এই নামও যেন প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠাপরনামা বৈদ্যেরা আর এই মহাভারতীয় বৈদ্য যে একই বস্তু, তাহা ভাবার কোন কারণই দেখা যায় না। তাহা হইলে বৈদ্যজাতির সংখ্যা নানাজাতির সমাহারে নানখেদাইভূত কায়স্থজাতির ন্যায় চৌদ্দ পনর লক্ষে যাইয়া দাঁড়াইত। ফলতঃ এই শ্লোকগুলির প্রণেতাও যেন কোন আক্কেলবান্ ঋষি নহেন। ব্যাস মনুর আদি অন্ত নকল করিয়া এই কয়টা নামের বেলা যে আবার অন্য মহাজনের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসই হয় না। আরও এক কথা এই যে, মনুর দশমের দশম ও ৪১।৪৬ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিবিধান করিলেও জানা যায় যে, তিনি অনুলোমজ ষট্‌ককে অপসদ ও বর্ণসঙ্কর প্রতিলোমজ ষট্‌ককেই অপধ্বংসজ পরিভাষায় বিশেষিত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি ব্যাসের হইলে তিনি কখনই মনুর পরিভাষার বৈপরীত্যাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। হয় লিপিকরপ্রমাদে না হয় কোন অর্ব্বাচীনের হাতে পড়িয়া নাম ও পরিভাষার এই দুর্গতি ঘটিয়া গিয়াছে। এই শ্লোকগুলি প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া একমাত্র নির্ব্বোধের কার্য্য। আর এই বৈদ্যের বর্ণসঙ্করত্বারা

ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অনুলোমজ অম্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করত্ব টানিয়া আনাও বেয়াদবী-বিশেষ। এই বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ মিশিয়া যাইয়া যে বাঙ্গালার বৈদ্য জাতি রচিত হয় নাই তাহাও ধ্রুবই। কেননা বৈদ্যজাতিতে গোলাম কায়েত ও ভদ্র কায়েতের ন্যায় ইতর ও ভদ্র বলিয়া কোন শ্রেণীভেদ নাই এবং কোন শ্রেণীভেদও দেখা যায় না, বৈদ্যের সংখ্যাগত মুষ্টিমেয়তাই বৈদ্যের বিশুদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করে।

অতঃপর আমরা বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণের কথা বলিব। এই উপপুরাণখানী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অপেক্ষা ৫।৭ মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও এখানীও যে একজন বাঙ্গালী কবির লেখনীলীলা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে জাবালি বলিলেন হে ব্যাসদেব!

অদ্ভুতং ভবতা পূর্ব্বং শ্রুতঞ্চৈবাদ্ভুতং ময়া।
কীদৃশং জাতিসাঙ্কর্য্যং কথং জাতং বদস্ব মে ॥ ১

আপনি বহু অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, আমিও তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছি, এইক্ষণে আপনি আমাকে কেমন করিয়া জাতিসাঙ্কর্য্য ঘটিল, তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন

পুরা বেণো ধর্ম্মপথং ত্যক্তৈশ্বর্য্য মকারয়ৎ।
তস্যাধিকারকালে তু জাতীনাং সঙ্করোঽভবৎ ॥ ২
স্বভাবপীড়কো বেণো লব্ধা সিংহাসনং পুরা।
ধর্ম্মান্ নিষেধয়ামাস বর্ণাশ্রমকুলোচিতান্ ॥ ১৮
ন যষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হোতব্যং দ্বিজাঃ কচিৎ।
ইতি শ্রাবয়ৎ সর্ব্বান্ ভেরীঘোষেণ সর্ব্বতঃ ॥ ১৯
ত্যক্তধর্ম্মে জনে ভূতে ধনং যস্য ন তস্য তৎ।
যস্য স্ত্রী তস্য ন স্ত্রী চ গৃহং যস্য ন তদ্‌গৃহম্ ॥ ২৪
বিষ্ণুর্ন পূজ্যতে যত্র স হি দেশো হ্যরাজকঃ।
অরাজকে পরস্ত্রীভীরমতে তু বলাৎ পরঃ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীমপি।
এব মাদি-বিরুদ্ধেন ধর্ম্মেণ সঙ্করোঽভবৎ ॥ ২৬

শ্রুতং বো নরকার্থোহি সঙ্করো ভবতি ধ্রুবং৷
তস্মাদহং করিষ্যামি সঙ্করানেব সর্ব্বথা ॥ ২৮
বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সঙ্গমষ্য তু ক্ষত্রিয়ং।
পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তমঃ ॥ ৩০
দ্বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাঞ্চ বৈশ্যপত্ন্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ং।
দ্বিজং বৈশ্যস্ত্রিয়াং চাপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যুত ॥ ৩১
এবমন্ত্যং তথান্ত্যস্যাং সঙ্গমষ্য স ভূপতিঃ।
পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকান্ ॥ ৩২
সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সঙ্কীর্ণং সঙ্গমষ্য ততোনৃপঃ।
চকার সঙ্করান্ অন্যান্ রাজ্যমধ্যে স ভূপতিঃ ॥ ৩৩—৮ অঃ উথ

পুরাণকর্ত্তা বেণরাজসম্বন্ধে এই যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন আমরাও তাহার সত্যতায় আংশিক আস্থা প্রদর্শন করি। কেননা মহর্ষি মনুও তদীয় সংহিতার একত্র বলিয়াছেন যে

দেবরাৎ বা সপিণ্ডাৎ বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ৫৯
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্ ॥ ৬৪
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৬৬
স মহীমখিলং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ ৬৭
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ং।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮—৯ অঃ

যখন বেণ রাজা হইলেন, তখন তিনি অন্যের বিধবা নারীতে দেবর বা সপিণ্ড ব্যক্তিকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত না করাইয়া যাকে তাকে দিয়া সন্তানোৎপাদন করাইতেন, কাজেই তাহাতে সমাজে বর্ণসঙ্করের প্রাবল্য হইয়াছিল।

এ অতি ঠিক কথা, ব্যভিচার হইলেই তাহাতে বর্ণসঙ্করত্ব ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বেণ রাজার সময় যাহারা ব্যভিচারে সমুৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা

অবশ্যই বর্ণসঙ্করপদবাচ্য হইবে। কিন্তু অম্বষ্ঠগণ কি অন্যের বিধবা স্ত্রীতে অন্য পুরুষদ্বারা উৎপন্ন? মনু, যাজ্ঞ, গৌতম, উশনা, ব্যাস ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি কি অম্বষ্ঠাদিকে বৈধধর্ম্মবিবাহজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন নাই? কিন্তু পুরাণপ্রণেতা বলিতেছেন যে

শূদ্রায়াং বৈ সুতোজজ্ঞে করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতাঽম্বষ্ঠোঽথ গান্ধিকোবণিক্॥ ৩৪
কাংস্যকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাৎ বভূবতুঃ॥ ৩৫—৮ অঃ
উত্তর খণ্ড।

অর্থাৎ বৈশ্যহইতে শূদ্রাতে জাত করণ, ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণসন্তান গন্ধবণিক্, কাংস্যকার ও শঙ্খবণিক্ এবং ক্ষত্রিয় হইতে তাহাতে জাত উগ্র ও রাজপুত্র বর্ণসঙ্কর।

অয়মন্যঃ সঙ্করোহি বেণেস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যাং সমুপসঙ্গম্য চক্রেঽন্য মপি সঙ্করম্॥ ৩৩
তস্মাৎ অম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোয়ং ধরাপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ॥ ৩৪—৯ অঃ
উত্তর খণ্ড।

আমরা এতৎপাঠে নিতান্তই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কি করণ, কি উগ্র বা কি অম্বষ্ঠ ইহাঁরা বর্ণসঙ্করপদবাচ্য হইবেন কেন? বচনাবলীর অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, লিপিকরপ্রমাদে পুরাণপ্রণেতার প্রকৃত কথা কি ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছিনা। অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা ইহা পরিজ্ঞাত সত্য, আর বৃদ্ধহারীতসংহিতাই যখন অম্বষ্ঠাদিকে প্রমাদ বশতঃ সঙ্কর বলিয়াছেন, তখন অর্ব্বাচীন যুগের একজন বাঙ্গালী বা বিহারী কবির সে প্রমাদ ঘটা বিচিত্র কি? কিন্তু বচনাবলী যে ভাবে আছে ইহা হইতে অর্থসঙ্গতি হয় কি প্রকারে? অম্বষ্ঠ, গন্ধবেণে, কাঁসারী ও শাঁখারী ইহাঁরা কি একই বস্তু? গন্ধবেণে, শাঁখারী ও কাঁসারীর পিতা যদি ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে মাতা কে? উগ্র ও রাজপুত্রের মাতাই বা কে হইতেছেন? বচনস্থ "তস্যাং" কথাটি কাহার দ্যোতক? তাহাতেই মনে হয়, বচন ঠিক

নাই, ইহার কতক অংশ বিকৃত, আর কতক অংশ যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর উত্তর খণ্ডের নবমাধ্যায়ের ৩৩৩৪ শ্লোকেরই বা অর্থ কি হইতে পারে?

এই অন্য সঙ্কর পূর্ব্বে বেণের বশীভূত ছিল।
সে বৈশ্যাতে উপগত হইয়া অন্য এক সঙ্করের
উৎপাদন করিয়াছিল (৩৩)

এই অন্য সঙ্কর কে? সে বৈশ্যাতে অন্য যে সঙ্কর জন্মাইল সেই বা কে বাপু সকল? যদি বল এই অন্য সঙ্কর অম্বষ্ঠ, তাহা হইলে সে বৈশ্যাতে বলাৎকার বা ব্যভিচারদ্বারা যাহাকে জন্মাইল সেও অম্বষ্ঠ হয় কি প্রকারে? তাহা হইলে বল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবৈশ্যার ব্যভিচারজাত নহে সে অন্য কেহ? পুরাণ প্রণেতা ৮ম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে অম্বষ্ঠের কথা বলিয়া আবার কেন এই অধ্যায়ের ৩৩ প্রভৃতি শ্লোকে উহার পুনরবতারণা করিলেন? এই ৩৩.শ্লোকের "চক্রে" ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? সেই ৮ম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকের ব্রাহ্মণ?

তস্মাৎ অম্বষ্ঠনামা তু
সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে?

তস্মাৎ কস্মাৎ? নিশ্চই ইহার পূর্ব্বের শ্লোকনাই, তাহাতে এই তস্মাৎ এর মালমসলা ছিল? বলাৎকার ও ব্যভিচারে ত করণ, উগ্র ও অম্বষ্ঠ সবই হইল তবে অম্বষ্ঠ নাম শুধু বৈশ্যের হইল কেন? ইহাতেই মনে হয় পুরাণের প্রকৃত অবস্থা যাহা ছিল তাহা ছাপায় আসিয়া পৌছে নাই। যে সে ব্যক্তি যাহা তাহা ছাপাইয়া প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত ঐতিহ্যের ব্যতীপাত ঘটাইয়াছে। তারপর এই উপপুরাণের কথাগুলি যখন মন্বাদি স্মৃতির বিরুদ্ধে তখন শাস্ত্রানুসারেই ইহা অগ্রাহ্য হইতেছে।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

এখানে স্মৃতি মন্বাদির সহিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপপুরাণ বৃহদ্ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত, সুতরাং বৃহদ্ধর্ম্মের কথা অগ্রাহ্য। ফলতঃ পুরাণপ্রণেতা যখন আপন গ্রন্থে "রায়" শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তখন এই পুরাণপ্রণেতা যে বাঙ্গালী বা অবরঙ্গযুগের লোক, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, তাঁহার মন্বাদি গ্রন্থে দৃষ্টি থাকিলেও তিনি এরূপ বেয়াদবী করিতেন না। বেণের

সময়ে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি অবশ্যই হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নিয়োগধর্ম্মের অতিক্রমে ও ব্যভিচারে, পরন্তু অনুলোমবিবাহে নহে। অতঃপর আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা বলিব। উহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বভূবু র্ব্রহ্মণোবক্ত্রাৎ অন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশৃঙ্গাশ্চ শৌনক॥ ১৪
চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ অন্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥ ১৫
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবু র্বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১৬
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥ ১৭
ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদিজন্মনোঃ॥ ১৮—১০ অঃ
ব্রহ্মখণ্ড।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অর্ব্বাচীনত্বের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি হইলে সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে, পুরাণপ্রণেতা তাহাও অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি অম্বষ্ঠকরণাদিকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন, এবং অমরের কোষানুগ হইয়া অম্বষ্ঠকে সৎশূদ্র বলিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। ফলতঃ যাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুই আছে, মন্বাদি যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পুরাণের কথায় তাঁহাদিগের সাঙ্কর্য্য বা শূদ্রত্ব কিছুই হইতে পারে না। দুইবর্ণ মিলিত হইলেই যে সে বর্ণসঙ্কর হইবে, এই বাল্য-কুসংস্কার এই নবীন পুরাণপ্রণেতাকে কুপথগামী করিয়াছিল। অপি চ এই পুরাণ প্রণেতা যে লিখিতেছেন।

শুধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন জাতকে মৃতকে তথা।
ভূমিপো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহতঃ॥ ৮৯
শূদ্রোমাসেন বেদেষু মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।
অশুচিঃ স্ত্রীজিতঃ শুধ্যেৎ চিতাদাহনকালতঃ॥ ৯০—১৬ অঃ
প্রকৃতি খণ্ড।

বর্ণসঙ্করগণ মাতৃধর্ম্মা, ইহাও সম্পূর্ণ অলীক সংবাদ, বৃহদ্ধর্ম্মও (জারতে যোনিসম্বন্ধাৎ সঙ্করা মাতৃজাতয়ঃ ৪৮—১৪ অঃ উত্তর খণ্ড) ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, বর্ত্তমানকালের নিরক্ষর লোকেরা বর্ত্তমানকালের মাতৃধর্ম্মা অম্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর ভাবিয়া আসিতেছেন। বোধ হয় বাল্যকালের কুসংস্কার ও অনধ্যয়ন বৃহদ্ধর্ম্মকে কুপথগামী করিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই মিথ্যার আশ্রয় করিয়াছেন। ফলতঃ

শৌচাশৌচং প্রকুর্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ।

আদি পুরাণের এই পাঠই শুদ্ধ ও সত্যমূলক, মনুও দশমের ৪১ম শ্লোকে অপধ্বংসজ বা সূতাদি বর্ণসঙ্করগণকে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়াছেন। মনুর দশমের ১৪ বচনানুসারে কুল্লূকাদি যে অম্বষ্ঠাদিকে মাতৃধর্ম্মা বলিয়াছেন, উহা তাঁহাদের প্রমাদ। উক্ত বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্যই তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আর বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রধর্ম্মা ভিন্ন মাতৃধর্ম্মা হইবেন এমন কথাও কোন ঋষি বলিয়া যান নাই। তাহাই প্রকৃত শাস্ত্র হইলে আমরা সূত ও চণ্ডালগণকে ব্রাহ্মণধর্ম্মা দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলে তাঁহারা আর্য্য-ধর্ম্ম-বিগর্হিত ও অপাংক্তেয় বলিয়াই বিবৃত ও ব্যবহৃত হইতেন না। চণ্ডালেরা যে তেরদিন অশৌচ করিয়া থাকেন, উহা দেশাচার মাত্র, পরন্তু শাস্ত্র নহে। এবং অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণ যে পক্ষাশৌচ করিয়া আসিতেছেন, উহাও তাঁহাদের পক্ষে পাতিত্যকর ভিন্ন ধর্ম্ম্যবিধি নহে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের দশদিনেই অশৌচান্ত হওয়া বিধিসঙ্গত। অতঃপর আমরা পারশবকুলধুরন্ধর অমরসিংহের কথা বলিব। অমর তদীয় কোষের শূদ্রবর্গে বিবৃত করিতেছেন যে—

অমরকোষ	হেমকোষ
শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ	শূদ্রোঽন্ত্যবর্ণোবৃষলঃ
বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।	পদ্যঃ পজ্জোজঘন্যজঃ। ৫৫৮
আচণ্ডালাত্ত সঙ্কীর্ণা	তে তু মূর্দ্ধাবসিক্তাদ্যা
অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥ ১	রথকৃন্মিশ্রজাতয়ঃ॥
শূদ্রাবিশোস্ত করণোঽ	ক্ষত্রিয়ায়াম্ দ্বিজাৎ মূর্দ্ধা
ম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।	বসিক্তো বিট্স্ত্রিয়াং পুনঃ॥ ৫৫৯

অমরকোষ — হেমকোষ

শূদ্রাক্ষত্রিয়রোঃ উগ্রঃ
মাগধঃ ক্ষত্রিয়াবিশোঃ ॥ ২
মাহিষ্যোঽর্য্যাক্ষত্রিয়য়োঃ।
ক্ষত্তার্য্যাশূদ্রয়োঃ সুতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ,
তস্যাং বৈদেহকো বিশঃ ॥
রথকারস্তু মাহিষ্যাৎ
করণ্যাং যস্য সম্ভবঃ।
স্যাৎ চণ্ডালস্তু জনিতো
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেণ যঃ ॥ ৪

অম্বষ্ঠোঽথ পারশব
নিষাদৌ শূদ্রযোষিতি।
ক্ষত্রাৎ মাহিষ্যোবৈশ্যায়াং
উগ্রস্তু বৃষলস্ত্রিয়াম্ ॥ ৫৩০

পাঠক দেখিতেছ, অমর কেবল অম্বষ্ঠ নহে, মাহিষ্যকেও শূদ্রবর্গে স্থানদান করিয়া বর্ণসঙ্করনামের বিষয়ীভূত করিতেছেন। কিন্তু মহর্ষি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি কি মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে (১০অঃ—৪১) দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই? যদি তোমরা দশমের ৬।৪১ বচনে [illegible]কে ত্যাগ করিতে চাহ, তাহা হইলেও মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য যে দ্বিজ ও অশূদ্র তাহা ত ঠিকই, তথাপি অমর কেন সেই মাহিষ্যকেও শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর বলিতেছেন? কেন হেমচন্দ্র মূর্দ্ধাবসিক্তকেও শূদ্রের পালে মিশাইয়া লইয়াছেন? উঁহারা কি কেহই মন্বাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই? তোমরা কি বৈদ্যকে জব্দ করিবার জন্য মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যগণকেও বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র বলিতে বদ্ধপরিকর? ফলতঃ এবিষয়ে অমর ও হেমচন্দ্র কেহই অপরাধী নহেন, তোমরা তাঁহাদের মনোভাব ও গ্রন্থের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছ যে, উঁহারা মন্বাদির বিরুদ্ধে প্রকৃত দ্বিজ ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং প্রকৃত দ্বিজ মাহিষ্যকে শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে অমর বা হেমচন্দ্রের সময়ে অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাবসিক্তের মধ্যে যাঁহারা স্বকর্ম্মত্যাগে লিপিবৃত্তির অবলম্বনে কায়স্থীভূত, কাজেই বর্ণসঙ্করীভূত ও বৃষলীভূত (অতিদিষ্ট শূদ্র) হইয়াছিলেন, অমর ও হেমচন্দ্র তাঁহাদেরই নাম শূদ্রবর্গে লইয়া গিয়াছেন। এখন যে এত রেল ষ্টীমার হইয়া বাঙ্গালার

সহিত অবন্তীর এত আলাপ পরিচয় হইয়াছে, উজ্জয়িনী বাঙ্গালীতে ছাইয়া পড়িয়াছে, জয়পুর বাঙ্গালীবৈদ্যে পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল দেশের লোকেরা অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতি বলিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকেন, পদার্থগ্রহ করিতে পারেন না, সুতরাং দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী উজ্জয়িনীর অমর বা হেমচন্দ্র যে বাঙ্গালার অম্বষ্ঠগণকে জানিতেন না, বাঙ্গালায় যে অম্বষ্ঠ নামে একটা জাতি অবর্ণসঙ্কর ও অশূদ্রভাবে এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাহা যে তাঁহারা অবগত ছিলেন না ইহা ধ্রুবই। সুতরাং অমর বা হেমচন্দ্র তাঁহাদের গ্রন্থে যে, বাঙ্গালার অম্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর বা শূদ্র বলিয়াছেন, ইহা কেহ মনেও স্থান দিবেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে অমরের সময় যে সকল অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য লিপিবৃত্তি অবলম্বনে ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র হইয়া অম্বষ্ঠকায়স্থ ও শ্রীবাস্তব-কায়স্থ-নামে পরিচিত হইতে ছিলেন, অমর তাঁহাদিগকেই বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন, উহার সহিত বাঙ্গলার জাতিতে ও স্বকর্ম্মে স্থিত অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণের কোন সংশ্রবই নাই। রঘুনন্দনও অমরের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপনার শুদ্ধিতত্ত্বে একালের অম্বষ্ঠগণকে শূদ্র বলিতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ হৈমচন্দ্রের সময়ে কতকগুলি মূর্দ্ধাবসিক্ত লিপি লইয়া বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র হইয়া যান, হেমচন্দ্র সেই শূদ্রীভূত সূর্য্যধ্বজ (ভূতপূর্ব্ব মূর্দ্ধাবসিক্ত) কায়স্থগণকেই শূদ্রপ্রকরণে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাঁহারা অমর ও হেমচন্দ্রের কোষ দেখিয়াই বৈদ্যগণকে বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র ঠাহরাইতে চাহেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের ন্যায়ই উন্মার্গগামী হইতেছেন মাত্র। অপি চ অমরসিংহ যে অগ্নিপুরাণকে আদর্শ করিয়া অথবা যে অগ্নিপুরাণের মালমসলা লইয়া আপনার কোষের দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অগ্নিপুরাণই যখন অম্বষ্ঠকে শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া অভিহিত করেন নাই তখন তদনুগ অমর ঐরূপ কথা বলিবেন ইহা ভাবাই সঙ্গত নহে।

অমরকোষ	অগ্নিপুরাণ
শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ	বৃষলা জঘন্যজাঃ শূদ্রা
বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।	শ্চাণ্ডালান্ত্যাশ্চ সঙ্করাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা	কারুঃ শিল্পী সংহতৈস্তৈ

অমরকোষ	অগ্নিপুরাণ
অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ ॥	র্বয়োঃ শ্রেণিঃ সজাতিভিঃ।
কারুঃ শিল্পী সংহতৈস্তৈ	৪৩—৩৬৫ অঃ
র্বয়োঃ শ্রেণিঃ সজাতিভিঃ॥ শূদ্রবর্গ।	

দেখ অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন যে শূদ্র, বৃষল ও জঘন্যজ এই তিনটী শব্দ একই পর্য্যায়স্থ। আর চণ্ডাল-প্রভৃতি জাতি বর্ণসঙ্কর। শূদ্র কি বর্ণসঙ্কর? না কখনই নহে, সে মূল চতুর্থ বর্ণ? তবে কে কে বর্ণসঙ্কর? সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডালপ্রভৃতি জাতি। অগ্নিপুরাণ অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যাদিকে কখনই বর্ণসঙ্কর বলিয়া সংসূচিত করেন নাই। হেমচন্দ্রও তাহা বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, অগ্নিপুরাণ মাত্র বলিয়াছেন—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং।
জাতির্মাতৃসমা স্মৃতা॥ ১০—১৫১ অঃ

ইহা আমরা স্বীকার না করিলেও অন্ততঃ ইহাদ্বারা ইহাই বুঝিয়া লইতে পারা যায় যে, অগ্নিপুরাণ অম্বষ্ঠাদিকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া অবগত ছিলেন না, সুতরাং যেখানে আদর্শ অগ্নিপুরাণ অম্বষ্ঠকে বৈশ্যাচারী বলিয়া অবগত ছিলেন, তথায় ছায়া অমর কখনই সে অম্বষ্ঠকে শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর বলিতে পারেন না, সেই জন্যই আমরা বলিতে অধিকারী যে, অমর বাঙ্গলার অম্বষ্ঠবৈদ্যগণের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না, তিনি তাঁহার দেশের কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠ কায়স্থগণেরই ক্রিয়াগত বর্ণসাঙ্কর্য্য ও অতিদিষ্ট শূদ্রত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এবং সূতাদি প্রতিলোমজগণই যে বর্ণসঙ্কর, অগ্নিপুরাণ তাহা বলিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই।

চণ্ডালো ব্রাহ্মণীপুত্রঃ শূদ্রাচ্চ প্রতিলোমতঃ।
সূতস্তু ক্ষত্রিয়াৎ জাতো বৈশ্যাৎ বৈদেহকস্তথা॥ ১১
পুক্কসঃ ক্ষত্রিয়াপুত্রঃ শূদ্রাৎ স্যাৎ প্রতিলোমতঃ।
মাগধঃ স্যাৎ তথা বৈশ্যাৎ শূদ্রাদায়োগবোহভবৎ॥ ১২
বৈশ্যায়াং প্রতিলোমেভ্যঃ প্রতিলোমাঃ সহস্রশঃ।
বিবাহঃ সদৃশস্তেষাং নোত্তমৈর্নাধমৈস্তথা॥ ১৩

চণ্ডালকর্ম্মনির্দ্দিষ্টং বধ্যানাং ঘাতনং তথা।
স্ত্রীজীবনস্তু তদ্রক্ষা প্রোক্তং বৈদেহকস্য চ॥ ১৪
সূতানামশ্বসারথ্যং পুক্কসানাঞ্চ ব্যাধতা।
স্তুতিক্রিয়া মাগধানাং তথা আয়োগবস্য চ॥ ১৫
রঙ্গাবতরণং প্রোক্তং তথা শিল্পৈশ্চ জীবনং।
বহির্গ্রামনিবাসশ্চ মৃতচেলস্য ধারণং॥ ১৬
ন সংস্পর্শ স্তথৈবান্যৈ শ্চণ্ডালস্য বিধীয়তে।
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽত্র যঃ কৃতঃ॥ ১৭
স্ত্রীবালাদ্যুপপত্তৌ বা বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণং।
সঙ্করজাতয়োজ্ঞেয়াঃ পিতুর্মাতুশ্চ কর্ম্মতঃ॥ ১৮—১৫১অঃ

বেশ জানা গেল যে অগ্নিপুরাণ অনুলোমজগণকে বাদ দিয়াই সূতাদি প্রতিলোমজগণের বর্ণসাঙ্কর্য্য বিবৃত করিয়াছেন, অতএব যাঁহারা অমরকোষ পাঠে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বৈধজন্মা অনুলোমজ স্বকর্ম্মস্থ অম্বষ্ঠগণকে শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর ভাবিতে অভিলাষী, তাঁহারা কতদূর অসমীক্ষ্যকারী ও সত্যভ্রষ্ট, তাহা পণ্ডিতেরাই ভাবিয়া দেখিবেন। বলিবে অমরসিংহ যে অগ্নিপুরাণের দ্বারস্থ, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ অমরের বয়ঃকনিষ্ঠতা। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে তান্ত্রিক যুগ, তাহার পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগ, সেই যুগের অগ্নিপুরাণ বিষ্ণু ও বায়ু প্রভৃতি পুরাণের অবরজ হইলেও অমরের অবরজ নহেন। শব্দ-কল্পদ্রুমের বস্তুসমাহর্ত্তা ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও বলিয়া গিয়াছেন যে অমর অগ্নি-পুরাণহইতেই বস্তুসমাহার করিয়াছিলেন।

আদিকোষবিবরণং—সর্ব্বেষাং কোষাণা মাদিঃ অগ্নিপুরাণোক্তোঽভিধানং। তত্রাদৌ স্বর্গপাতালাদিবর্গঃ। ততঃ অব্যয়বর্গঃ ততো নানার্থবর্গঃ। ততঃ ভূপুরাদ্রিবনৌষধিসিংহাদিবর্গঃ। ততো নৃব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবর্গাঃ। শেষে সামান্যানি নামলিঙ্গানি সন্তীতি ময়া দৃষ্টং। অমরসিংহস্তু উক্তাগ্নিপুরাণীয়াভি-ধানস্য কস্যচিৎ কস্যচিৎ বর্গস্য ব্যতিক্রমং কৃত্বা তত্রোদিতসামান্যনামলিঙ্গানাং বিশেষ্যনিঘ্নবর্গসঙ্কীর্ণবর্গা বিতি সংজ্ঞাং স্থাপয়িত্বা অন্তে লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গস্য যোগং কৃত্বা স্বীয়কোষং রচিতবান্।

অতএব এতদ্দ্বারা অমরের অর্ব্বাচীনত্ব স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইতে পারে।

যাহা হউক এই গেল গ্রন্থের কথা—অতঃপর আমরা ভাষ্যকার ও টীকাকার-দিগের কথা বলিব। মেধাতিথি ও কুল্লূকাদির কথা আমরা প্রসঙ্গতঃ স্থানান্তরেই বলিয়াছি। তথায় হেতুও প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে আরও কয়েক জনার কথা বলা যাইবে।

বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা—"এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োৎপন্নমূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যা-ন্থলোমসঙ্করে জাত্যন্তরতা উপনয়নাদিপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োর্হি দ্বিজাতিত্বাৎ।" ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোমান্তরোৎপন্নোরথকারঃ তস্য ইজ্যাদানোপ-নয়নসংস্কারক্রিয়া অশ্ব প্রতিষ্ঠারথসূত্রবাস্তুবিদ্যাধ্যয়নবৃত্তিতা চ।

প্রথম কথা অম্বষ্ঠকে বাদ দিয়া রথকারকে উপবীতী বলা। রথকারের পিতা মাহিষ্য, মাতা করণী বা কায়স্থী, সুতরাং শূদ্রমাতৃত্বনিবন্ধন মনুর ৬৮।১০ অঃ অনুসারে যখন করণই অনুপনেয়, তখন তাহার নাতি রথকার কি প্রকারে উপনেয় হইতে পারে? বোধ হয় বিজ্ঞানেশ্বর নিজে উৎকলের রথশর্ম্মা ছিলেন, তাই তাঁহার এই পক্ষপাত!!

তৎপর যদি মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যও বর্ণসঙ্করই হন, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণের বিধি অনুসারে কি তাঁহাদের শূদ্রত্বও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে না? ফলতঃ কাছাহীন টুলো পণ্ডিতদিগের এই সাধারণ জ্ঞান না থাকাতেই মেধাতিথি, কুল্লূক ও বিজ্ঞানেশ্বরপ্রভৃতির এই স্খলন ঘটিয়াছিল। শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং

৩০—১১ অঃ—৭ স্কন্ধ

প্রতিলোমজানুলোমজানাং বৃত্তি রিতি

ইহাও ঐরূপ হেতুতে স্খলনবহুল। ফলতঃ দুই বর্ণে জন্মিলেই লোক বর্ণসঙ্কর হয়, এই কুসংস্কারই ইহাঁদিগকে বিপথগামী করিয়াছে। ঐ সময়ে মনু ও নারদাদি স্মৃতি কেহ পড়িতেন না, পড়িলেও টোলের হাওয়ায় কেহ প্রকৃততাৎপর্য্যগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন না, তাই এহেন পণ্ডিতদিগেরও এহেন প্রমাদ। এ কালের কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকও শূদ্রগণের প্রীত্যর্থ বৈদ্যগণকে বর্ণসঙ্কর বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একে একে তাঁহাদের নাম লওয়া যাইতেছে—

২। সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য ভারতী—১৩০৮ সাল, মাহ—কার্ত্তিক। "অতএব অম্বষ্ঠকেই যদি বৈদ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাতেও আপত্তি উপস্থিত হয়। বৈদ্যেরা স্বয়ংই ঐরূপ আপত্তি করেন। কারণ মনুসংহিতাপ্রোক্ত অম্বষ্ঠজাতি বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্
অম্বষ্ঠো নাম জায়তে। ৮—১০ অঃ

প্রাচীন মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থ মিতি ব্যাচক্ষতে বৈশ্যস্ত্রীয়ামিত্যর্থঃ। অর্থাৎ এই শ্লোকে যে বৈশ্যকন্যাশব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ বৈশ্যস্ত্রী। অতএব মেধাতিথির মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে কোন বৈশ্যস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ। ইহাতে ব্রাহ্মণের পরিণীতা পত্নী বুঝাইল না। অতএব ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত না হইলে অবৈধ সন্তান হয়। সুতরাং প্রাচীন অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ বরং বৈশ্যত্ব কিংবা শূদ্রত্ব স্বীকার করিতেন, তথাপি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান বলিতে সম্মত হইতেন না।" ৪০।৪১ পৃষ্ঠা ভারতী।

আমরা ভারতীতেই এই কথার উত্তর দিয়াছি, তথাপি প্রসঙ্গতঃ এখানেও কিছু বলিতে হইল। প্রবন্ধলেখকের শাস্ত্রে কোন দৃষ্টি থাকিলে একথা লিখিতেন না। আমরা "অম্বষ্ঠগণ জারজ নহেন" এই প্রকরণে "বিশঃ স্ত্রিয়াং" কথার ব্যাখ্যাকালে এই কথাগুলির উত্তর দিয়াছি। কোন্ প্রবীণ বৈদ্য-সন্তান আপনাকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা প্রবন্ধলেখক দেখাইয়া দিলেই ভাল হইত। দেবলব্রাহ্মণের ঔরসজাত লগ্নাচার্য্যগণই যে দেশে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য, সেই দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সন্তান অম্বষ্ঠ কতদূর সম্মানভাজন, তাহা অবশ্যই অনুমেয়। যে জাতি জারজ, সে জাতি পতিত ও শূদ্র হইয়া থাকে, যে দেশে কায়স্থগণ সংস্কৃতের ছায়াসংস্পর্শে অনধিকারী, সেই দেশেরই অম্বষ্ঠগণ, ব্রাহ্মণবৎ অধ্যয়নাধ্যাপনায় পূর্ণাধিকারবান্, সুতরাং যাহারা এই জাতিকে জারজ বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকে, তাহারা নিজে কতদূর শাস্ত্রদৃক্ বা প্রকৃত সুজন্মা, তাহা প্রাজ্ঞেরাই ভাবিয়া দেখিবেন। ফলতঃ মেধাতিথির ভাষার অর্থ ঐরূপ নহে। অর্থ—বৈশ্যজাতীয়া অনূঢ়া স্ত্রী, যিনি পরে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়াছিলেন। নতুবা যাজ্ঞ বলিতেন

না যে—"বিপ্রাশ্বেষ বিধিস্মৃতঃ।" এবং স্বয়ং মহর্ষি মনু ও উশনাও বলিতেন না যে—

ধর্ম্ম্যং বিত্তাৎ ইমং বিধিং। ৭—১০অঃ
বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ
জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে। উশনাঃ।

বৈশ্যবিদ্বেষ্টা সত্যপ্রকাশ মনুর ৮ম শ্লোক দেখিলেন, দেখিলেন না ৭ম ও ২৮।৬৪।৪১ শ্লোক!!! তাঁহার উশনা খানাও কি দেখা উচিত ছিল না? মন্বাদি তাঁহাদিগের গ্রন্থের কোন্ স্থানে বিশুদ্ধ অনুলোমজগণকে বা অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন? ধন্য আচার্য্যত্ব!!

২। ৺ফকির চাঁদ বসু—অন্ধের চক্ষুদান প্রণেতা। ইনি ৸৶০ পৃষ্ঠায় বৈশ্যকে বৃষলাধম বর্ণসঙ্কর বলিয়া বহু গালি দিয়াছেন, বলা বাহুল্য অমরের অম্বষ্ঠ আমরা নহি, সুতরাং এ গালিও আমাদের প্রতি বর্ত্তিতে পারে না।

৩। বাবু অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—জাতিবিচারগ্রন্থপ্রণেতা। অনুকূলবাবু বুদ্ধিমান্ ও উকীল বলিয়া তর্ক-শক্তিতে প্রখর, কিন্তু তাঁহার শাস্ত্রে দৃষ্টি না থাকায়, তাঁহার বুদ্ধি ও তর্কশক্তি প্রসর লাভ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেছেন—

"যাহারা বর্ণসঙ্কর, তাহাদের আবার উপনয়ন অধিকার কোথায়? ৩৫পৃঃ

আশ্চর্য্য এই যে অনুকূলবাবু মনুর ১০অঃ—২৪ শ্লোকটী তুলিয়াছেন, অথচ উহার অর্থগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। অম্বষ্ঠগণ যে অনুলোমজ, তাহা কি অনুকূলবাবু ১৭ পৃষ্ঠায় নিজেই বলেন নাই? (ইহা দ্বারা স্থির হইল, অম্বষ্ঠ, অনন্তরজ নহে, একান্তরজ), যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই অনুলোমজ অম্বষ্ঠকে তিনি কোন্ বচনানুসারে বর্ণসঙ্কর বলিতে চাহেন? শাস্ত্র না বুঝিয়া ওকালতি করা ঠিক নহে। অম্বষ্ঠগণ, মনুর দশমের ৬ষ্ঠ ও ৪১ শ্লোকের অনন্তরজ সংজ্ঞার বিষয়ীভূত কিনা, তাহা যার তার নজরে পড়িতে পারে না।

৪। ৺গোবিন্দমোহন নন্দী বিদ্যাবিনোদ (কাকিনীয়া) অষ্টাদশবিদ্যাপ্রণেতা। "কালসহকারে প্রাগুক্ত চারি প্রকার আর্য্য-জাতির স্ত্রীপুরুষের সহযোগে যে সকল সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হয়, তাহারা বর্ণসঙ্করনামে

অভিহিত হইয়াছে। "এই সঙ্করজাতি সাধারণতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমভেদে দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে অনুলোম শ্রেষ্ঠ, প্রতিলোম নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যকন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত। অম্বষ্ঠজাতি চিকিৎসা-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য।" ৩।৪ পৃষ্ঠা টীকা, ২য় খণ্ড।

বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকাতেই তজ্জাতিকে সরল বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে।

উক্ত গোবিন্দবাবু—নব্যভারত ১২৯৯—৫৭৫ পৃষ্ঠা।

৫। বৈদ্যরহস্য—৺যদুনাথ ন্যায়রত্ন (দীননাথ শাস্ত্রী) অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর সকল জাতিপদবাচ্য, বর্ণ নহে। (অনুবাদ ভরত শিরোমণি)।

আচণ্ডালাস্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ। অর্থ অম্বষ্ঠকরণপ্রভৃতি চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

৬। বিশ্বকোষ—বৈদ্যজাতি শব্দ ৫২৮ পৃষ্ঠা "মহর্ষি নারদের মতে—

উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদ শ্চানুলোমতঃ।
অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ॥

উগ্র, পারশব ও নিষাদ, অনুলোমক্রমে ইহাদের উৎপত্তি। অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তা এই কয় জাতি ক্ষত্রিয়কন্যাহইতে জাত। পরে আবার তিনি বলিয়াছেন—

অম্বষ্ঠোগ্রৌ তথা পুত্রৌ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহইতে অম্বষ্ঠ ও উগ্র জাতি। মনুটীকাকার রামচন্দ্র এক স্থানে লিখিয়াছেন—"নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে শূদ্রে উৎপন্নে সতি উভৌ অম্বষ্ঠৌ ভবতঃ (মনু টীকা ১০ অঃ। ৭)।

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে দুই প্রকার অম্বষ্ঠ হয়। স্মার্ত্ত রামচন্দ্র আবার "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—অম্বষ্ঠানাং শূদ্রাৎ অম্বষ্ঠা জাতাঃ চিকিৎসনং শাস্ত্রং বৈদ্যকম্। (১০ অঃ—৪৭)।

অর্থাৎ অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা অর্থাৎ বৈদ্যশাস্ত্রই উপজীবিকা। এই অম্বষ্ঠ শূদ্রাৎ শূদ্রহইতে উৎপন্ন।

১। জাতিরহস্ত—   উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদ শ্চানুলোমতঃ।
ইহাতে গ্রন্থকারের নাম, ছাপাখানা   অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ॥
বা প্রিণ্টারেরও নাম নাই

অর্থাৎ উগ্র, পারশব ও নিষাদ অনুলোমক্রমে ইহাদের উৎপত্তি; অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তা এই কয় জাতি ক্ষত্রিয়কন্যা হইতে জাত।

অম্বষ্ঠোগ্রৌ তথা পুত্রৌ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহইতে অম্বষ্ঠ ও উগ্রজাতি। ২৯ পৃষ্ঠা

২। মনু ও নারদের মতে ব্রাহ্মণহইতে বৈশ্যকন্যাতে আর এক প্রকার অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। এই সন্তান বিবাহিতা কি অবিবাহিতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত, তাহা মনু কি নারদের উক্তিহইতে স্পষ্ট জানা যায় না।

৩। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভে আর একটি অম্বষ্ঠের জন্ম।

৪। নারদ ও মনুটীকাকার রামচন্দ্রের মতে বৈশ্যহইতে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে এক প্রকার অম্বষ্ঠ। ৫। ঐ রামচন্দ্রের মতে শূদ্রহইতে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে অন্যবিধ অম্বষ্ঠ। ৬। কমলাকর ভট্টের মতে ব্রাহ্মণহইতে আগুরিকন্যার গর্ভে আর এক প্রকার অম্বষ্ঠ। ৭। ঐ কমলাকরের মতে ক্ষত্রিয়হইতে শূদ্রার গর্ভে আর এক প্রকার অম্বষ্ঠ। ৩৭—৩৮ পৃষ্ঠা।

(ক) নারদ যে জাতিকে একতর প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৮২ পৃষ্ঠা।

আমরা একে একে এই আপত্তি ও মতসমূহের অসত্যমূলকত্ব ও অসারতা বিষয়ে দুইচার কথা বলিব। অন্ধের চক্ষুদান গ্রন্থে বসু ফকিরচাঁদ ও বৈদ্য রহস্য গ্রন্থে ৺যদুনাথ আমাদিগকে অমরের প্রমাণ বলে "বৃষলাধম বর্ণসঙ্কর" বলিয়াছেন। অমরের এই উক্তি যে আমাদের জাতিস্থিত স্বকর্ণস্থ অম্বষ্ঠপর নহে, পরন্ত পশ্চিমদেশীয় কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠপর, তাহা আমরা বলিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আমরা দ্বিবর্ণসম্ভূত বলিয়া জাতিবিচারগ্রন্থে উকীল অনুকূলবাবু আমাদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। দ্বিবর্ণসম্ভূতি বর্ণসাঙ্কর্য্যের নিদান নহে, ইহা জানা থাকিলে ইংরাজীসর্ব্বস্ব অনুকূলবাবুর এ প্রমাদ

ঘটিত না। আমার প্রিয়তম সুহৃৎ ৺গোবিন্দমোহনও উক্ত বাল্যকুসংস্কার বশতঃ দ্বিবর্ণসম্ভূত অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন।

কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ মাশ্রয়ন্তে।

তিনি যে সকল টুলো পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষার দোষে ও কাছাশূন্য টীকাকারগণের কুপরামর্শে গোবিন্দ বাবুর এই ভ্রম জন্মিয়াছিল, তিনি স্বাধীনচিত্তে মন্বাদি পাঠ করিলে তাঁহার মতন লোকের এ ভ্রান্তি ঘটিত না। গোবিন্দবাবুরাও ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান।

বৈদ্যরহস্যপ্রণেতা ভরতশিরোমণির অনুবাদকে সার ভাবিয়া অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর ঠাহরিয়াছেন। তিনি অসবর্ণবিবাহকে "উপপত্নী রাখা" বলিয়াও বৈদ্যকে জারজ ও বর্ণসঙ্কর বলিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। বাগ-বাটীর বৈদ্যজমিদারমহাশয়গণ তাঁহার শূদ্রপ্রীতি ও বৈদ্যবিদ্বেষের জন্য বাস্তুহইতে উৎখাত করিলে, তিনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও পরে দীননাথ শাস্ত্রী আপননামে ইহা ছাপাইয়াছিলেন। মন্বাদি ঋষিরা বিধিপ্রণয়ন করিয়া উপপত্নী রাখিতে ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ এ কথা বলিতে ও লিখিতে পারেন, তাঁহার স্থান নরকেও হইবে না, ইহা ধ্রুবই। এইরূপে শাস্ত্রের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গালি দেওয়া শূদ্রোচিত কার্য্যই হইয়াছে। তবে যাঁহারা ১৷০ পাঁচসিকা খাইয়া শূদ্রগণকে ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতারণামূলক মিথ্যাপাতি দিয়া ঠকাইতে পারেন, তাঁহারা যে শাস্ত্রার্থ কলুষিত করিয়া বৈদ্যকে গালি দিবেন, ইহা কি বেশী আশ্চর্য্য বল?

এইরূপ জনশ্রুতি যে বিশ্বকোষের "বৈদ্যজাতি" শব্দটি নাকি নগেনবাবুর একজন বৈদ্যজাতীয় বেতনভুক্ ভৃত্যের লেখা। এরূপও জনরব যে, যিনি ভারতীতে "সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য" এই মিথ্যানাম দিয়া বৈদ্যকে গালি দেন, এ কুকার্য্য তাঁহারই। নগেনবাবু বলেন, ইহা "S. শাস্ত্রীর রচনা।" ভগবান্ জানেন প্রকৃত ব্যাপার কি। তবে লেখক এস, শাস্ত্রীই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি সত্যবিনোদী নহেন। আমরা বিশ্বকোষকে যেরূপ বিশ্বজনীন হওয়া উচিত বলিয়া আশা করিতেছিলাম, তাহা যেন হইতেছে না; ইহার কার্য্যভার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তেই বিন্যস্ত হওয়া প্রার্থনীয় ছিল। যাহা হউক বিশ্বকোষ বৈদ্যজাতিকে প্রতিলোমজাত বলিবার জন্যই যেন এখানে

বচনের একাংশ উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। নারদ-সংহিতায় কিন্তু রহিয়াছে।

উগ্রঃ পারশব শ্চৈব নিষাদ শ্চানুলোমতঃ।
অম্বষ্ঠো মাগধ শ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ॥ ১০৪
আনুলোম্যেন তত্রৈকো দ্বৌ জ্ঞেয়ৌ প্রতিলোমতঃ। ১০৫

এই তৃতীয় পংক্তিদ্বারা কি ইহাই প্রতীত হইয়া থাকে না যে, পরে যে অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তার নাম করিলাম, ইহার মধ্যে এক "অম্বষ্ঠ" অনুলোমজ ও অপর দুইটি "মাগধ" ও "ক্ষত্তা" ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে প্রতিলোমক্রমে জাত? যখন প্রত্যেক ঋষিই বলিয়া গিয়াছেন যে, মাগধের মাতা ক্ষত্রিয়া পিতা বৈশ্য ও ক্ষত্তার মাতা ক্ষত্রিয়া পিতা শূদ্র, এবং অম্বষ্ঠের মাতা বৈশ্যা ও পিতা ব্রাহ্মণ, নারদও যখন ১০৭ শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন, তখন একটি পংক্তি গোপন করিয়া বিশ্বকোষকে বিষকোষে পরিণত করার চেষ্টা করা কি সাধুজনোচিত কার্য্য হইয়াছে? অপিচ

অম্বষ্ঠোগ্রৌ তথা পুত্রৌ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ

১০৭ শ্লোকের এই প্রথমার্দ্ধে যে লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে, বিশ্বকোষের কি তাহা তলাইয়া দেখাও উচিত ছিল না? নারদ ১০৬ শ্লোকে অনন্তরজগণের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াপ্রভব মূর্দ্ধাবসিক্তের নিদান বলিয়া পরেই করণ ও উগ্র (মাহিষ্য) এই বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়সন্তান অনন্তরজদ্বয়ের নাম করিয়াছেন, এখানে অম্বষ্ঠের নাম কিছুতেই আসিতেই পারে না, কেননা অম্বষ্ঠ একান্তরজ এবং নারদ ১০৭ শ্লোকে অম্বষ্ঠের সে একান্তরজত্বের কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বকোষের এই ব্যবহারে লোকে যদি মনে করে যে, তিনি বৈদ্য জাতিকে গালি দিবার জন্যই এই নেকামি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার কোষের গৌরব বিনষ্ট হইবে। বলিবে, নগেনবাবু ত আর বিশ্বকোষের প্রণেতা নহেন, ইহা তাঁহার বেতনভুক্ পণ্ডিতদিগের দোষ। কিন্তু এত বড় একখানা গ্রন্থের সমাধানজন্য উপযুক্ত লোক না রাখাও তাঁহারই অপরাধ। অপিচ তাঁহারা ত জাতিরহস্য বই ছাপাইয়াই বৈদ্যকে গালি দিবার আশ মিটাইয়াছেন? আবার বিশ্বকোষে সে বিষের পুনরুদ্বমন কেন? বিশ্বকোষ মনুর টীকাকার রামচন্দ্রের লিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে—

একটি অম্বষ্ঠের মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা ও পিতা বৈশ্য,
আর একটি অম্বষ্ঠের মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা ও পিতা শূদ্র।

কিন্তু রামচন্দ্র যদি ইহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে আমরা ইহা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতাম। তিনি টুলো পণ্ডিত ছিলেন, তাই যাহা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। এই রামচন্দ্রই মনুর ১০ অঃ—৪৬ শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

তে দ্বিজানাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং
সকাশাৎ অপসদাঃ সূতাম্বষ্ঠবৈদেহক
মাগধাদয়ঃ অপধ্বংসজাঃ

কিন্তু মনু কি স্বদীয় সংহিতার ১০ অঃ—১০ শ্লোকে অম্বষ্ঠকে বাদ দিয়া অপসদের পরিভাষা করিয়াছেন? অম্বষ্ঠকে বাদ দিলে কি পাঁচটি অবশিষ্ট থাকে না? মনু কি অপসদসংখ্যা ছয়টি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? আর অম্বষ্ঠ অনুলোমজ হইয়া যে কি প্রকারে সূত মাগধের দলে ঢুকিয়া অপধ্বংসজ পদবাচ্য হইলেন, তাহা রামচন্দ্রই জানেন। এই সকল বর্ব্বরের হাতে খণ্ডা পড়াতেই পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র মাটি হইয়াছে। আর টীকা মাটি হইতে চলিল শূদ্রের হাতে পড়িয়া!!!

অহো ভেটকশৃঙ্গস্য মহিমা কীদৃগেবহি।
হীরং বহেল্যতে নিত্যং পূজ্যঃ কাণবরাটকঃ॥

নগেনবাবু বলিয়াছেন যে জাতিরহস্য, একজন এস্ শাস্ত্রীর প্রণীত। আমরা কিন্তু এই গ্রন্থে শূদ্রগন্ধ ভিন্ন একটুও ব্রাহ্মণচিহ্ন দর্শন করিয়া থাকি না। তবে অসত্যপ্রিয় যদুনাথ ন্যায়রত্ন, হলধর ও কতিপয় গৃধ্রপ্রকৃতিক মহামহোপাধ্যায়ের ব্যবহার দর্শনে ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণজাতিই যে অধঃপাতের দিকে ধাবিত, ইহাই যেন মনে হইতেছে। এই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় বিশ্বকোষের ভাষা ও বিষয়ের সহিত অবিকল এক, সত্যসংগোপনবুদ্ধিও উভয়েরই এক দেখা যায়।

মনু ও নারদ অম্বষ্ঠকে বিবাহজ কি অবিবাহজ তাহা স্পষ্ট বলেন নাই, যে ব্যক্তি এই মিথ্যা কথা লিখিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত "মৌরশী দায়েরগো" বটে কি না, তাহা ন্যায়বান্ ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মভীরু সত্যবাদী শূদ্রেরা ভাবিয়া দেখিবেন। বৈদ্যজাতিকে গালি দিবে? তা যাহার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া গালি দিবেই

হইত? গ্রন্থ লিখিয়া ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কেন ? অনুস্বারবিসর্গের গায়ে হাত দিবার অধিকার, হে জাতিরহস্যপ্রণেতা ! তোমার জাতির এখনও বহু দূরে,—আগে সত্যপ্রিয় হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লও, তারপর উহাতে হাত দিও ও একমাত্র বিজলভ্য সূতার দিকে তাকাইও।

কি কাজ বিসর্গ অনুস্বারে দিয়া হাত।
কসে চড় গাড়ী-ঘোড়া খাও মাছ ভাত॥
কিলোৎপাটী জীবের দুর্দ্দশা শেষে হবে।
অকালে জাগিলে অকা সবংশেই পাবে॥

যাজ্ঞবল্ক্য অম্বষ্ঠকে বৈশ্যের স্ত্রীর গর্ভজ বলিয়াছেন, এরূপ অর্থ যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূদ্র। এখনও এ জাতির উত্থানের দিকের শুকতারার উদয় হয় নাই। নারদ কুত্রাপি অম্বষ্ঠকে ক্ষত্রিয়াসন্তান বলেন নাই, কমলাকর ও রামচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলে তাঁহারা ঐরূপভাবে অম্বষ্ঠের উৎপত্তির নিকাশ দিতেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মাগধ বা ক্ষত্তৃজাতীয় কোন অম্বষ্ঠদেশবাসীকে অম্বষ্ঠ বলিয়া (যেমন পঞ্জাবী) পরিচয় দিতে কিংবা চিকিৎসা-বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া প্রমাদবশতঃ নাপিতঅম্বষ্ঠের ন্যায় উহাদিগকেও অম্বষ্ঠান্তর বলিয়া ভাবিয়া থাকিবেন। রাঘবানন্দ ভূর্জ্জকণ্টকের নাম লইয়াছেন, সে ব্রাত্যক্ষত্রিয়বিশেষ, তাহার সহিত বৈধজন্মা অম্বষ্ঠের কোন সম্বন্ধই নাই। অবশ্য গৌতম অম্বষ্ঠের নামান্তর "ভৃজ্জকণ্টক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন ঋষিবাক্যের সহিত উহার সমতা না থাকায় আমরা গৌতমকেই এ বিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। ভারতবাসী কোন দিন প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে জানিতেন বলিয়া জানা যায় না, ইহা ঐতিহ্য গবেষণাগত ব্যভিচার। আর নন্দননামক টীকাকার যখন মনুর ১০অঃ—৪৬ শ্লোকের টীকায়—

অপসদাঃ চৌর্য্যজাতা অনুলোমজাঃ

বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও সমর্থ ও সাহসী হইয়াছেন, তখন এ হেন ঋষিবাক্যবিধ্বংসী জীবগণকে আমরা আর কি বলিব? মনু কি এই চৌর্য্যজাত সুতরাং ব্যভিচারজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদিকেই দ্বিজ বলিয়া যান নাই? ধন্য টীকাকারগণ! তিষ্ঠ নিঃশব্দ যাবঃ।

অম্বষ্ঠগণ শূদ্র নহেন

কালমাহাত্ম্যে আজি এ কথারও জবাব দিতে হইল যে, অম্বষ্ঠগণ শূদ্র নহেন বা শূদ্র হয়েন নাই। কেন? বৈদ্যজাতির অপরাধ যে তাঁহারা অহীন-কর্ম্মা ও অন্য বহু উচ্চনীচজাতিহইতে আত্মসম্মানবান্ ও আভিজাত্যগৌরবে গৌরবান্বিত এবং স্ফীতবক্ষাঃ। তাই বৈদ্যকে সমাজে খাট ও জব্দ রাখিবার জন্য জালিয়াতেরা রটাইলেন—

অম্বষ্ঠোজারজো বৈদ্যঃ

আর অসমীক্ষ্যকারী রঘুনন্দন, আপনার শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়া বসিলেন যে—

"ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ"—

অর্থাৎ মনু এ কালের ক্ষত্রিয়দিগেরও শূদ্রত্ব খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনু সেকালের লোক হইয়া একালের ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্বের কোন কথা কেমন করিয়া বলিতে পারিবেন ও যাইবেন? তিনি মাত্র বলিয়াছেন—

স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। ২৪—১০অঃ

শূদ্রোব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ৬৫—১০অঃ

অর্থাৎ কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, যে কোন জাতি স্বকর্ম্মত্যাগ বা ক্রিয়ালোপে ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর, সুতরাং শূদ্র হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলিলেন যে যেমন গুণবান্ হইলে শূদ্র পারশবও সপ্তমপুরুষে মুখ্যব্রাহ্মণে পরিণত হইতে পারেন, (৬৪—১০ অ), তদ্রূপ ক্রিয়াহীন হইলে ব্রাহ্মণও ঐরূপে শূদ্র হইয়া যাইবেন। কিন্তু একালের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠগণই কেবল শূদ্র হইয়াছেন বা হইবেন, এমন কথা মনু কুত্রাপি বিবৃত করেন নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অতঃপর আপনার উক্তির সমর্থনজন্য মনুর এই শ্লোকটির অধ্যাহার করিয়া বসিলেন—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩—১০অঃ

কিন্তু আমরা স্তম্ভিত হইয়া বলিতেছি যে, ভগবান্ মনু একালের কোন অনির্দ্দিষ্টনামা ক্ষত্রিয়জাতির বৃষলত্বপ্রাপ্তিসম্বন্ধে এই বচনের প্রণয়ন করেন

নাই। রঘুনন্দন নিজে মনুসংহিতা চক্ষে দেখিলে কখনই এহেন জীবন্ত প্রমাদের উদ্গিরণ করিতেন না। তিনি অন্য কোন গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ অধ্যাহৃত এই মনুবচনটি দেখিতে পাইয়া ইহার মর্ম্মার্থবোধে অসমর্থ হইয়াই ইহার অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। কুল্লূক ইহার টীকা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

"ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদিক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপনাপ্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈঃ লোকে শূদ্রতাম্ প্রাপ্তাঃ।"

অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা যজন, অধ্যাপনা ও প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য সম্পাদিত না করাইয়া, পরবর্ত্তী শ্লোকে বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুতরাং এ বচন একালের কোন ক্ষত্রিয়ের বৃষলত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক নহে। একালের বা যে কোন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে মনু যাহা বলিবার তাহা ২৪শ শ্লোকেই বলিয়া গিয়াছেন।

ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ

বলাতেই বুঝিতে হইবে ও বুঝা উচিত ছিল যে, মনু এখানে যাঁহাদের নাম করিতেছেন, সেই কয়টি গণ্য ক্ষত্রিয়ই মনুর জ্ঞানগোচরানুসারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একালের জয়পুর, যোধপুর, অযোধ্যা, পাটনা, বিহার ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষত্রিয় বা একালের কোন বৈশ্যসন্তান বা বাঙ্গালার কোন অম্বষ্ঠসন্তানসম্বন্ধে মনু কোন কথাই এখানে বলিয়া যান নাই। তবে এই বৃষলীভূত তাঁহারা কে কে? মনু বলিতেছেন যে—

পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪—১০অঃ

তত্র কুল্লূকভট্টঃ ··পৌণ্ড্রাদিদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্নাঃ। মহাভারতও বলিতেছেন যে—

শকা যবনকম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥ ২১
দ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
কোলিসর্পা মহিষকা স্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥ ২২

বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ ॥ ২৩—৩৩অ
মেকলা দ্রাবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কাম্বশিরা তথা।
শৌণ্ডিকা দরদা দর্ব্বা শ্চৌরাঃ শবরবর্ব্বরাঃ ॥ ১৭
কিরাতা যবনা শ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্ব মনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামমর্ষণাৎ ॥ ১৮—৩৩অঃ

অনুশাসন পর্ব্ব।

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক (পোঁদ নহে, পরন্তু পুণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ, পোঁদগণ পুলিন্দবংশপ্রভব, তবে পুলিন্দগণও ব্রাত্যক্ষত্রিয়) দ্রাবিড়, কম্বোজ, শক, যবন, কিরাত ও চীনপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, কেহ কেহ ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শনবশতঃ, আর কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের যে কোন ক্ষত্রিয় জাতি নহে। কিন্তু নদিয়ার উদীয়মান ভাস্কর রঘুনন্দন অক্লেশেই লিখিয়া বসিলেন যে—

"অতএব বিষ্ণুপুরাণং মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবঃ অতিলুব্ধঃ মহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরঃ অখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি ইতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবং চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি তথা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাৎ উক্তং। ৪৪১ পৃষ্ঠা বটতলা সংস্করণ শুদ্ধিতত্ত্ব।

বলা বাহুল্য পুরাণসর্ব্বস্ব রঘুনন্দনের এই উক্তি সর্ব্বথাই অগ্রাহ্য ও অমূলক। চক্ষুষ্মান্ প্রবীণেরা প্রত্যেক পুরাণের শেষার দিকেই এইরূপ একটা "ভবিতা" বা ভবিষ্যৎ প্রকরণ দেখিতে পাইবেন। বুঝিতে হইবে উহার প্রত্যেক বর্ণই অভূদীয় ও প্রক্ষিপ্ত। ভবিষ্যৎ বলিবার ও জানিবার শক্তি এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারই নাই। ধূর্ত্তেরা অতীত ঘটনা ভবিষ্য বলিয়া পরে যোজনা করিয়া দিয়াছে। এই মহাপাপেই ভারত আজি যার তার পদাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। তৎপর দেখ পরশুরামের একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার সংবাদ যেমন অতিবাদবহুল ও অলঙ্কৃত, নন্দের সমগ্র ক্ষত্রিয়বধের বৃত্তান্তও তদ্রূপ অতিবাদকলুষিত। পরশুরামের ন্যায় নন্দও দুই চারিটা নগণ্য অসমর্থ ক্ষত্রিয়াপসদের প্রাণসংহার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাতেই বিবেকের রাজ্যের লোককে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবেনা যে

তারতে প্রকৃতক্ষত্রিয়ের বিলোপ বা বিধ্বংস ঘটিয়াছিল। যদি ভারত নিঃক্ষত্রিয়ই হইবে, তাহা হইলে রামচন্দ্র কি প্রকারে মিথিলার পথে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিলেন? পরশুরাম কি বৈবস্বতবংশীয় একটী ক্ষত্রিয়েরও কেশ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? একবার নিঃক্ষত্রিয় হইলে দ্বিতীয়বার বধ করিবার ক্ষত্রিয় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে? ফলতঃ পরশুরামের শৌর্য্য ও ক্ষত্রিয়বিদ্বেষ এবং তিনি যে প্রধান অপ্রধান কতকগুলি ক্ষত্রিয়ের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন, তাহা কবিত্বচ্ছলে লিখিতে যাইয়াই এই অতিবাদের অবতারণা হইয়াছিল, ইহা উৎপ্রেক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্রূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নন্দরাজের কোপেও বিহার অঞ্চলের দুচারটা ক্ষত্রিয়শিশু বা বৃদ্ধের বিধ্বংস ভিন্ন অন্য কোন ক্ষত্রিয়বংশের কেশস্পর্শ হইয়াছিল না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের কথাগুলি যেমন অগ্রাহ্য ও অকর্ম্মণ্য, তদ্রূপ ঐতিহ্যজ্ঞানভিজ্ঞ শাস্ত্রের একদেশদর্শী রঘুনন্দনের কথাও পূর্ণমাত্রায় অগ্রাহ্য ও অকর্ম্মণ্য। অপিচ যখন মহারাজ নন্দের সময়ে কোন ক্ষত্রিয়বংশ ক্রিয়ালোপে শূদ্র হইয়াছেন, এমন কথা স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণও মুখে আনয়ন করিলেন না, আর ঐ সময়ে পরশুরাম বা নন্দের কোপে যখন বৈশ্য বা অম্বষ্ঠগণের শূদ্রত্ব ঘটিবার কোন কথা ও হেতুও বিষ্ণুপুরাণে বিদ্যমান নাই, তখন অসম্বদ্ধভাষী রঘুনন্দন কেন বলিলেন যে—

> এবং চ ক্রিয়ালোপাৎ বৈশ্যানামপি
> তথা এব মম্বষ্ঠাদীনামপি
> জাতিপ্রসঙ্গাৎ উক্তম্?

ক্রিয়ালোপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য সকলেরই শূদ্রত্ব ঘটিতে পারে, কিন্তু রঘুনন্দনের জ্ঞাতসারে সকল বৈশ্য ও সকল অম্বষ্ঠেরই ক্রিয়ালোপে শূদ্রত্ব ঘটিয়াছিল, ইহা তিনি কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া বসিলেন? ফলতঃ রঘুনন্দনের মম্বাদি প্রাচীন স্মৃতি ও মহাভারতাদি কোন প্রকৃত শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলে তিনি কখনই এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার নিকট মস্তক পাতিয়া দিতেন না। সম্ভবতঃ তিনি অমরের কোষ দর্শনে এরূপ বিপথগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু অমর বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠগণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। অবশ্য অমর লিখিয়া গিয়াছেন যে—

শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠোবৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।
শূদ্রাক্ষত্রিয়য়োরুগ্রো মাগধঃ ক্ষত্রিয়াবিশোঃ॥
মাহিষ্যোঽর্য্যাক্ষত্রিয়য়োঃ ক্ষত্তার্য্যাশূদ্রয়োঃ সুতঃ।

অর্থাৎ শূদ্র, অবরবর্ণ, বৃষল ও জঘন্যজ, এই কয়েকটী শব্দ শূদ্রপর। অম্বষ্ঠকরণপ্রভৃতিহইতে চণ্ডালপর্য্যন্ত যত সঙ্কীর্ণ জাতি আছে, ইহারা সকলেই শূদ্রজাতীয়। বৈশ্য ও শূদ্রাহইতে করণ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাহইতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাক্ষত্রিয়হইতে উগ্র, ক্ষত্রিয়াবৈশ্যহইতে মাগধ (ভাট), বৈশ্যাক্ষত্রিয়হইতে মাহিষ্য ও বৈশ্যাশূদ্রহইতে ক্ষত্তৃগণ সমুদ্ভূত।

কিন্তু অমর এই কথাগুলি বিবৃত করিলেও রঘুনন্দনের ইহা তলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য ছিল যে, এই কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? সূত, মাগধ, আয়োগব, বৈদেহ, ক্ষত্তা ও চণ্ডালগণ প্রাতিলোমজাত, সুতরাং বর্ণসঙ্কর, আর যাঁহারা বর্ণসঙ্কর তাঁহারা শূদ্রধর্ম্মাও বটেন, সুতরাং অমর তাঁহাদিগের পরিগণনা শূদ্রবর্গে করিয়া কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই। কেননা প্রত্যেক ঋষিরও মত তাহাই।

তৎপর অমর যে ক্ষত্রিয়শূদ্রাজাত উগ্র, বৈশ্যশূদ্রাজাত করণ বা কায়স্থ ও মাহিষ্যকরণীসম্ভূত রথকারকে শূদ্রবর্গে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গতই হইয়াছে, কেন না স্বয়ং মন্বাদি ঋষিগণ (মনু—১০ অঃ ৬৭।৬৮ ও বিষ্ণুসংহিতা দেখ) শূদ্রমাতৃকগণকে অসংস্কার্য্য, সুতরাং শূদ্রই বলিয়া গিয়াছেন। মনু তাঁহার দশমের ৪১ শ্লোকে পারশব, উগ্র ও করণের দ্বিজত্বপরিহার করাতেও তাঁহাদিগের শূদ্রত্ব অব্যর্থ হইতেছে।

কিন্তু অমর যে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকেও শূদ্রবর্গে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া রঘুনন্দনের ইহার হেতু অন্বেষণ করা উচিত ছিল। কেন না যাঁহারা আর্য্যহইতে আর্য্যাতে জাত, তাঁহারা অসংস্কার্য্য বা শূদ্র নহেন ও হইতে পারেন না। অম্বষ্ঠগণ শূদ্র হইলে রঘুনন্দনই বা কেন একালের অম্বষ্ঠগণকে শূদ্র বলিতে অনুমতি চাহিলেন? তাঁহার লেখাতেই প্রতীত হইতেছে যে, তাঁহার মতেও সেকালের অম্বষ্ঠগণ শূদ্র ছিলেন না। তথাপি অমর কেন অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে

শূদ্রবর্গে স্থান দান করিলেন, ইহা রঘুনন্দনের ভাবিতে উচিত ছিল। মন্বাদি সকল সংহিতার মতেই মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য দ্বিজধর্ম্মা। অম্বষ্ঠাদির পঠনপাঠনায় অক্ষুণ্ণ অধিকার থাকাতেও তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য ও অশূদ্রত্ব সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং বুঝা উচিত ছিল যে অমর যে অম্বষ্ঠ ও যে মাহিষ্যকে শূদ্র বলিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণবৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়বৈশ্যাপ্রভব হইলেও ক্রিয়ালোপে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে কাহারা? তাঁহারা অমরের দেশের অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ। ফলতঃ ঐ সকল দেশে যে সকল অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ, সুতরাং স্বকর্ম্ম ত্যাগে বর্ণসঙ্কর হইয়াছিলেন, অমর অতিদিষ্ট শূদ্র তাঁহাদিগকেই শূদ্রবর্গে স্থান দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, সোম, চন্দ্র, কুণ্ড, রক্ষিত, দেব, ধর, কর, নাগ, ইন্দ্র, আদিত্য ও রাজপ্রভৃতি উপাধিধারী যে সকল ভদ্র কায়স্থ আছেন, তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গদেশে পাল, পালিত, সিংহ ও বল উপাধিধারী যে সকল ভদ্র কায়স্থ আছেন, তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব মাহিষ্য দ্বিজ। বঙ্গদেশে যে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ নামে একটী জাতি আছে তাহা রেল ও ষ্টিমারের দিনেও যখন ঐ সকল দেশের লোকেরা অবগত নহেন, তখন বর্ত্তমান সময় হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অন্ধ অমর যে বাঙ্গলার অম্বষ্ঠগণের কথা আপন অভিধানে লিখিয়া যাইবেন, ইহা একটা কথাই হইতে পারে না। ফলতঃ অমরের সময়ে কতকগুলি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য লিপিবৃত্তিগ্রহণে কায়স্থ ও বর্ণসঙ্কর হওয়াতে অমর তাঁহাদিগকেই শূদ্রবর্গে স্থান দান করিয়া গিয়াছেন। এদিকে হেমচন্দ্রও বলিতেছেন যে—

শূদ্রোঽন্ত্যবর্ণো বৃষলঃ পদ্যঃ পজ্জো জঘন্যজঃ ॥ ৫৫৮
তে তু মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বাঽঽরথকৃন্মিশ্রজাতয়ঃ ॥
ক্ষত্রিয়ায়াং দ্বিজাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তো বিট্স্ত্রিয়াং পুনঃ ॥ ৫৫৯
অম্বষ্ঠোঽথ পারশবো নিষাদঃ শূদ্রযোষিতি।
ক্ষত্রাৎ মাহিষ্যো বৈশ্যায়াম্ উগ্রস্তু বৃষলস্ত্রিয়াং ॥ ৫৬০
বৈশ্যাৎ তু করণঃ; শূদ্রাৎ ত্বায়োগবো বিশঃ স্ত্রিয়াং।
ক্ষত্রিয়ায়াং পুনঃ ক্ষত্তা চণ্ডালো ব্রাহ্মণস্ত্রিয়াং ॥ ৫৬১

বৈশ্যাৎ তু মাগধঃ ক্ষত্র্যাং বৈদেহকো দ্বিজস্ত্রিয়াং।
সূতস্তু ক্ষত্রিয়াৎ জাত ইতি দ্বাদশ তদ্বিদি॥ ৫৬২ মর্ত্যকাণ্ড।

অর্থাৎ শূদ্র, অন্ত্যবর্ণ, বৃষল, পন্থ, পজ্জ ও জঘন্যজ, এই শব্দকদম্বক শূদ্র পর্য্যায়স্থ। মূর্দ্ধাবসিক্তহইতে আরম্ভ করিয়া রথকার পর্য্যন্ত সমুদায় মিশ্র জাতি সেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াহইতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণ বৈশ্যাহইতে অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণশূদ্রাহইতে পারশব, যাঁহার নামান্তর নিষাদ; ক্ষত্রিয় বৈশ্যাহইতে মাহিষ্য ও ক্ষত্রিয়শূদ্রাহইতে উগ্র, বৈশ্য ও শূদ্রহইতে করণ, বৈশ্যাশূদ্রহইতে আয়োগব, শূদ্রক্ষত্রিয়াহইতে ক্ষত্তা, শূদ্রব্রাহ্মণীহইতে চণ্ডাল, বৈশ্যক্ষত্রিয়াহইতে মাগধ, বৈশ্যব্রাহ্মণীহইতে বৈদেহক, আর ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণী-হইতে সূত, এই দ্বাদশটী জাতি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

কিন্তু মন্বাদি ঋষিরা ও টীকাকারগণ কি সমস্বরে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের আর্য্যত্ব ও দ্বিজত্ব বিঘোষিত করিয়া যান নাই?

কৃত্তদ্ধিতসমাসানাম্ অভিধানং নিয়ামকম্

অভিধান সকল কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের নিয়ামক, পরন্তু চাতুর্বর্ণ্য-বিষয়ক বিধিব্যবস্থার নিয়ামক নহেন। অহিন্দু অমর ও অহিন্দু হেমচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা মন্বাদি ঋষিকে পদবিদলিত করিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে শূদ্র বলিতে পারেন না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে অমরের সময়ে কতক-গুলি অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য লিপিবৃত্তিঅবলম্বনে কায়স্থ হইয়া যাওয়াতে অমর "জাত হারালে কায়েৎ" সেই মুষ্টিমেয় অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকেই শূদ্র ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ বলিয়া গিয়াছেন, পরে হেমচন্দ্রের পরিজ্ঞানমতে কতকগুলি মূর্দ্ধাবসিক্তও কায়স্থ (সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ) হইয়া যাওয়াতে তিনি তাঁহাদিগকেও শূদ্রশ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবেনা যে, স্বকর্ম্মস্থ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ বা মাহিষ্যগণও, জন্মশূদ্র। সুতরাং রঘুনন্দনপ্রভৃতির ইহা একমাত্র অসমীক্ষ্যকারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখানে আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অমরসিংহ শূদ্রবর্গে মূর্দ্ধাবসিক্ত ও পারশবের নাম গ্রহণ করেন নাই। বলিবে কেন?

মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো
বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্

এই ত করিয়াছেন ? না ইহা মূর্দ্ধাবসিক্ত শব্দ নহে, ইহা "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" কথা। ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজ্যাভিষেককালে "মূর্দ্ধি অভিষিক্তঃ" হইতেন বলিয়া তাঁহাদিগের উক্ত পরিভাষা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়া-প্রভব মূর্দ্ধাবসিক্তগণ স্বতন্ত্র পদার্থ। খুব সম্ভব অমরের সময়ে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতীয় কেহ স্বকর্ম্মলোপে শূদ্র ও কায়স্থ হইয়াছিলেন না, অথবা তিনি মূর্দ্ধাবসিক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের ভয়ে উঁহাদিগের নাম শূদ্রবর্গে গ্রহণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। আর অমরসিংহ নিজে পারশবজাতীয় শূদ্র ছিলেন। তাই স্বজাতিপ্রেমে পড়িয়া প্রকৃত শূদ্র পারশবের নাম বাদ দিয়া গিয়াছেন। অমর যে পারশব ও বিক্রমাদিত্য যে মূর্দ্ধাবসিক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি ? অমরসিংহের দেশের কোহ্লাপুরের সংস্কৃতচন্দ্রিকাই বলিতেছেন যে—

ব্রাহ্মণ্যা মভবৎ বরাহমিহিরো জ্যোতির্বিদা মগ্রণীঃ
রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়া মভূৎ।
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্রবৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
শূদ্রায়া মমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ॥
শ্লোকোয় মতি প্রাচীন ইতি সম্পাদকঃ।

সংস্কৃত চন্দ্রিকা ৫৬১ পৃষ্ঠা চৈত্র—১৮১৭ শকাব্দ।

অর্থাৎ অতিপ্রাচীনকাল হইতে মালবাদি দেশে এই কিংবদন্তী পরিশ্রুত যে, ব্রাহ্মণ শবরস্বামীর ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে জ্যোতির্বিৎশ্রেষ্ঠ বরাহমিহির, ক্ষত্রিয়কন্যাগর্ভে রাজা ভর্ত্তৃহরি ও রাজা বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যকন্যার গর্ভে বৈদ্যকুলকেতু ধন্বন্তরি হরিচন্দ্র ও মহাকবি শঙ্কু, এবং শবরস্বামীহইতে শূদ্রকন্যার গর্ভে অমরসিংহ সমুদ্ভূত। তাই মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে আপনার নবরত্নমধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

ফলতঃ অমর নিজে পারশব শূদ্র ছিলেন বলিয়া পারশবের নাম শূদ্রবর্গে গ্রহণ করেন নাই। গ্রহণ করিয়াছেন নানার্থবর্গে—

শূদ্রায়াং বিপ্রতনয়ে শস্ত্রে পারশবো মতঃ।

কেন? লোকে তাঁহার জাতিকে শূদ্র না ভাবুক!! রঘুনন্দনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। যাহা হউক মন্বাদি ঋষিগণ যখন মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণকে দ্বিজধর্ম্মা ও প্রথম দুই জনকে জলদস্করে ব্রাহ্মণ বলিয়াও গিয়াছেন, তখন অমর বা হেমচন্দ্র উহাদিগের উপর বিদ্বিষ্ট হইলেও পণ্ডিত-গণের ভয়ে স্বকর্ম্মস্থ উহাদিগকে শূদ্র বলিতে সাহসী হইবেন, এরূপ মনে হয় না। ফলতঃ অমর ও হেমচন্দ্র লিপিবৃত্তিগ্রহণে কায়স্থীভূত মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও কায়স্থীভূত মাহিষ্যগণকেই শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন। ইহার সমর্থনজন্য আমরা এথানে অগ্নিপুরাণের কিয়দংশের অধ্যাহার করিব। "অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন যে—

বৃষলা জঘন্যজাঃ শূদ্রা
শ্চাণ্ডালান্ত্যাশ্চ সঙ্করাঃ।
কারুঃ শিল্পী সংহতৈস্তৈ
র্দ্বয়োঃ শ্রেণী সজাতিভিঃ॥ ৪৩—৩৬৫ অঃ

বৃষল, জঘন্যজ ও শূদ্র, এই শব্দগুলি একপর্য্যায়ক। চণ্ডালপ্রভৃতি জাতি বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রধর্ম্মা।

সুতরাং অগ্নিপুরাণ যে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের কাহাকেও বর্ণসঙ্কর বা শূদ্র বলেন নাই ইহা ধ্রুবই। সুতরাং অগ্নিপুরাণের পদলেহী অমর কোন প্রকারে ইঁহাদিগকে শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর বলিতে পারেন না ও বলেন নাই ইহাই প্রকৃত কথা। তবে অগ্নিপুরাণের রচনার পরে যে সকল অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য কায়স্থ হইয়া গিয়াছিলেন, অমর তাঁহাদিগকেই বৃষল ও বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। বলিবে কেন "চাণ্ডালান্ত্যাঃ" এই কথা দ্বারা কেন অনুলোমজ অম্বষ্ঠদেরও বিনিগমনা হউক না? না তাহা হইতে পারে না। কেন না অগ্নিপুরাণ স্পষ্টতই বলিয়া গিয়াছেন যে

আনুলোম্যেন বর্ণানাং
জাতির্মাতৃসমা স্মৃতা।

অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, এই ছয় জাতি মাতৃসম। তাহা হইলেই পারশব, উগ্র ও করণ (কায়স্থ) এই তিন

জাতির নাম ভিন্ন অমর অম্বষ্ঠপ্রভৃতিকে শূদ্রবর্গে স্থান দান করিতে পারেন না। তিনি যে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে শূদ্রবর্গে স্থান দান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও কায়স্থ মাহিষ্য। এখন "অন্ধের চক্ষু দান" গ্রন্থের প্রণেতা ৺ফকিরচাঁদ বসু দেখুন, তিনি যে বাঙ্গলার বৈদ্যগণকে অমরের বৃষলাধম বর্ণসঙ্কর বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিদ্বেষ ও অনভিজ্ঞতামূলক, না সারল্যসমাগত ?

বলিবে রঘুনন্দন ত সেকালের অম্বষ্ঠগণকে শূদ্র বলেন নাই, তিনি একালের অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণকেই অতিদিষ্ট শূদ্র বলিয়াছেন ? হাঁ তাহাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা দুইটিকারণে উহাতেও আপত্তির দরখাস্ত পেশ করিতে চাহি।

প্রথম কারণ এই যে, তিনি কে ? ঋষি না মহর্ষি ? যখন পুরাণপ্রণেতা মহর্ষি অগ্নি পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠাদিকে মাতৃধর্ম্মা ভিন্ন শূদ্রধর্ম্মা বলেন নাই, যখন মন্বাদি ঋষিরা অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যখন কতকগুলি মূর্খ বা সত্যতস্কর পাষণ্ড ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিতেরা অম্বষ্ঠের সে ব্রাহ্মণ্যে কোনও আপত্তিই করিতে পারেন না, তখন রঘুনন্দনন কাহার বলে এরূপ ঔদ্ধত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ? ভরত মল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভায় বলিতেছেন যে—

> কৃতে বৈদ্যাঃ পিতৃস্তুল্যাঃ
> ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।
> দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ
> কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥

মন্বাদিও অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈদ্যগণের আবহমান কাল অধ্যাপনাধিকার থাকাতেও সকলকে তাঁহাদিগের, ব্রাহ্মণ্য অবাধেই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ কোন ঋষিই যখন অম্বষ্ঠকে অব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, তখন অঋষি, অমুনি ও অসর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ একদেশদর্শী রঘুনন্দনের একটা মহোচ্চ জাতির বিরুদ্ধে এরূপ বৃথাপবাদ প্রখ্যাপন উচিত কার্য্য হয় নাই। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পুরাণ ও তন্ত্রের বচন লইয়া বিরচিত। উহা এ কালের জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেট বা ম্যাজিষ্ট্রেট মুনসেফের রায়ের ন্যায় অগ্রাহ্য। যেরূপ প্রিভিকৌন্সিল বা হাইকোর্টের ডিসিশন নজির, তদ্রূপ বেদ ও স্মৃতির প্রমাণ, নজির বা ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও

অন্যের বচনবহুল রঘুনন্দনবাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র নহে এবং উহা কখনই বিদ্বৎসমাজে কাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাঁহার রোদনে অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণের আভিজাত্যগৌরবে একটা কালিমার রেখাপাতও হয় নাই, অম্বষ্ঠগণ এখনও অক্ষত শরীরেই রহিয়াছেন। কেন?

যদি বৈদ্যেরা শূদ্রত্বহইতে অক্ষত না থাকিতেন, তাহা হইলে সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণেরা কখনই সেনভূমি, রাঢ় ও কলিকাতা হইতে চট্টল শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত জনপদবাসী সমগ্র বৈদ্যসন্তানদিগকে সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে অধিকার দান করিতে প্রস্তুত হইতেন না। যখন রঘুনন্দনের চৌদ্দ চৌদ্দং পুরুষের জন্মের পূর্ব্ব হইতে এবং তাঁহার স্মৃতি রচনার পরেও সমগ্র বঙ্গদেশের বৈদ্যগণ পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণবৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাধিকারী রহিয়াছেন, তখন আমরা অবশ্যই বলিব যে, কোন প্রকৃত ব্রাহ্মণই রঘুনন্দনের কথা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন নাই, রঘুনন্দন শুধু অরণ্যেই রোদন করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের এ উক্তির সমর্থন জন্য আমরা এখানে বিদ্যাসাগরের জীবনী হইতে কিয়দংশের অধ্যাহার করিব।

"তৎকালে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত, বৈদ্যজাতীয় বালকেরা দর্শন শাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল। ৯০ পৃষ্ঠা

ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিজোক্তি। তিনি ও তৎসমসাময়িক পণ্ডিতগণ কায়স্থকে শূদ্র ও বৈদ্যগণকে অশূদ্র বৈদ্য বলিয়াই জানিতেন। বৈদ্যেরা প্রকৃত শূদ্র হইলে তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই বৈদ্যজাতির অধ্যয়নেও আপত্তি উত্থাপন করিতেন ও বৈদ্যগণকেও কায়স্থের ন্যায় তুল্যভাবে শূদ্র বলিয়া বিশেষিত করিতেন। হাঁ একথা সত্য যে ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যদিগকে বেদান্ত বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে দিতেন না। কিন্তু ইহা পণ্ডিতগণের যেমন অবিচার ও স্বার্থান্ধতা, তেমনই আংশিক অনভিজ্ঞতাবিজড়িত কুসংস্কারও বটে। যখন মনু বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও বেদ পাঠ করিতে পারিবে

(১—১০ অঃ), যখন বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন, (তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় অন্যান্য বেদও পড়িতেন ও পড়াইতেন, নতুবা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের শাখা ভূমিহর-ব্রাহ্মণকুলে "ত্রিবেদি" প্রভৃতি ও সেনাঢ্য-ব্রাহ্মণকুলে "চৌবে" প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হইত না। বাঙ্গালার মুখ্য ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণেরও মূল বেদচতুষ্টয়ের পঠনপাঠনা তিরোহিত হওয়াতেই সাধারণ লোকেরা বৈদ্যগণকে বেদে অনধিকারী মনে করিয়া থাকেন) দর্শন, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার পড়িতেন, পড়াইতেন ও বহুকোষ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারগ্রন্থের প্রণেতাও বটেন এবং অদ্যাপি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থের সাদরে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছেন, তখন বেদপাঠে বেদের পাঠনায় অধিকারী বৈদ্য বেদান্ত বা স্মৃতি পড়িতে পারিবেন না, ইহা অপেক্ষা অবিচার বা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আয়ুর্ব্বেদ কি ঋগ্‌বেদ বা অথর্ব্ববেদের একটী অঙ্গবিশেষ নহে? ফলতঃ ইহা সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণের কতক স্বার্থপরতা ও কতক অমরপাঠের কুফলজনিত প্রমাদও বটে। অবশ্য মনুর স্থলান্তরে রহিয়াছে, যে—

তস্য কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণা মনু পূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমান্ ইদং শাস্ত্র মকারয়ৎ॥ ১০২
বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদম্ অধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যক্ নান্যেন কেনচিৎ॥ ১০৩—১ অঃ

কিন্তু অম্বষ্ঠগণও যখন একতর ব্রাহ্মণ ও বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অধিকারবান্, তখন এই বচনদ্বারা একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের মন্বাদি সংহিতার পাঠ বা পাঠনাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল, এরূপ মনে করিতে হইবে না। ইহা কেবল অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের নিষেধপর। এই ব্রাহ্মণশব্দ এখানে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য, বেদাধ্যয়নে অধিকারী এই ষট্‌দ্বিজাববোধক। "ব্রাহ্মণাদয় স্ত্রয়োবর্ণা বেদং পঠেয়ু" কুল্লূকাদির এ ব্যাখ্যা যখন "অধীয়ীরন্ ত্রয়োবর্ণাঃ" এই মনুবচনের অনুরূপ এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ যখন সর্ব্বসংস্কারবান্ ও সকল দ্বিজধর্ম্মে অধিকারী, তখন বৈশ্য অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট অম্বষ্ঠের স্মৃতি অধ্যয়ন দূরে থাকুক বেদাধ্যয়নই বা কিরূপে নিরাকৃত হইতে পারে? অবশ্য কোন কোন বড় বড় পণ্ডিতকেও আমরা

বৈশ্যের বেদাধ্যয়ন ও বেদালোচনাবার্ত্তাশ্রবণে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে দেখিয়া থাকি, কিন্তু সে দোষ বৈশ্যের নহে, উহা সেই পণ্ডিতম্মন্য অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিকগণেরই বৈশ্যবিদ্বেষবিজৃম্ভণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অবশ্য বলিবে, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকও ত রঘুনন্দনের শাসন মাথায় করিয়া বৈশ্যের শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন? হাঁ তিনি চন্দ্রপ্রভায় এই কয়েকটী শ্লোক ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাৎ বৈশ্যা দ্বিজা ইতি স্মৃতাঃ।
তপোযোগাৎ পুরা বৈশ্যা স্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ॥
বিপ্রক্ষত্রজতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ।
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ অথ তা বৈশ্যজাতয়ঃ॥
কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ। বিষ্ণুঃ
যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ॥ ইতি যমঃ
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

ইতি মনুবচনং ধৃত্বা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্ব মিতি স্বস্ব গ্রন্থেষু বাচস্পতি মিশ্রাদিভিঃ তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি উক্তং। অতএব কুলপঞ্জিকায়ামুক্তং—

অতিদিষ্টং হি বৈশ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।
তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈশ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ॥

চন্দ্রপ্রভা ৫ পৃষ্ঠা।

কিন্তু আমরা তাঁহার এ ব্যাহত উক্তিকে সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। যদি অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদ ও উপনয়নেও অধিকার থাকে, তবে সে জাতি যে ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ, ইহা ধ্রুবই। পূর্ব্বকালে বৈশ্য বা অম্বষ্ঠগণ যে পিতৃবৎ ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাহাও সেনবী, সেনাঢ্য, মাথুর, মাগধ, অমৃতসেনী ও ভূমিহর ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যসন্দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে। আর বিষ্ণুসংহিতা ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতির মতে তাঁহাদের বৈশ্যাচার কল্পিত বা কথিত হইলেও তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে কবে ন্যূন হইলেন, তাহা আমরা শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে অবগত নহি। কেন না বৈশ্যগণ অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণবৎ

অধিকারী, পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়গণের সে অধিকার কোন কালেই ছিল না। ভরত মল্লিক মহাশয়ের অধ্যাহৃত হারীত বচনও বলিতেছেন যে—

ব্রহ্মমূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই পাঁচজন দ্বিজ, ইঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি তৎপরবর্ত্তী জাতিসমূহহইতে শ্রেষ্ঠতম।

এ বচন প্রচলিত হারীতসংহিতাতে নাই। নাই থাকুক, কুল্লূক ও বিজ্ঞানেশ্বর স্ব স্ব টীকায় উশনাঃ ও শঙ্খের যে সকল বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও কোন প্রচলিত মুদ্রিত সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ অধ্যাপনায় অনধিকারী, পক্ষান্তরে অম্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণ্য-নিবন্ধন তাহাতে পূর্ণাধিকারবান্, তখন ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অম্বষ্ঠের যে আভিজাত্য গৌরব অত্যধিক, তাহা হারীতের এ বচন না থাকিলেও মানিয়া লইতে হইত। হারীতের নামে পরিচিত এই বচন কোন অসম্ভব কথা বলে নাই, সুতরাং ইহা অকৃত্রিম হওয়াই সম্ভবপর। তৎপর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যেরা শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপে শূদ্র হইয়া গিয়াছেন, "বৈদ্যেরা ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন," ইহাও প্রকৃত কথা নহে। বিষ্ণুসংহিতাতে এভাবের কোন কথা গদ্যে বা পদ্যে নাই। বরং গদ্যে আছে—

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ

তাহা হইলেই সেই বিষ্ণুসংহিতাতেই চন্দ্রপ্রভাধৃত উক্ত বচনাবলী থাকিতে পারে না। ইহা কৃত্রিম বচন। কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই, কোন যমসংহিতাতেও এরূপ ভাবের কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাও কোন বৈদ্যবিদ্বেষ্টা জাল করিয়া লিখিয়াছেন। কলিকালের কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, স্বীয় অনুশাসনপর্ব্বে যখন অম্বষ্ঠগণকে পুনঃ পুনঃ তারস্বরেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন বৈদ্যেরা কলিকালে শূদ্র হইয়া গিয়াছেন, ইহা কার্য্যতঃ সত্য কথা নহে। ফলতঃ যখন বিষ্ণু বা যমসংহিতাতে এরূপ ভাবের কোন বর্ণই বিন্যস্ত নাই ও বিন্যস্ত থাকিতেও পারে না, তখন এই বচন-দ্বয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করাই মল্লিক মহাশয়ের কর্ত্তব্য ছিল।

তৎপরে বাচস্পতি মিশ্র ও রঘুনন্দন যে মনুবচন ধরিয়া বৈদ্যের শূদ্রত্ব-

খ্যাপনে প্রয়াস্‌বান, তাহার অপ্রাসাঙ্গিকত্ব ও অলীকত্ব আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। ব্রাহ্মণে অতি ভক্তি ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রবেশ না থাকাতেই ভরতমল্লিক প্রভৃতি এই স্বজাতিদ্রোহিতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনার ত্রুটিতে সমগ্র অম্বষ্ঠগোষ্ঠীর আভিজাত্যমর্য্যাদার কোন ব্যতীপাত বা ব্যামোহ ঘটিতে পারে না। তিনি যদি বৈদ্যজাতিকে শূদ্রই ঠাহরিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া ধাত্রীগ্রামের চতুষ্পাঠীতে প্রকাশ্যভাবে সংস্কৃতের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেছিলেন? যাহা হউক মল্লিক মহাশয়ের কথায় বৈদ্যজাতি কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বৈদ্যজাতির মধ্যে একজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, পরন্তু তিনি বৈদ্যজাতির নিয়ন্তা বা প্রতিনিধি ছিলেন না।

রঘুনন্দনের কথা অগ্রাহ্য করিবার দ্বিতীয় কারণ তাঁহার পক্ষপাত-প্রবণতা। আমরা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি যে বৌদ্ধবিপ্লবে পড়িয়া ও বল্লাল লক্ষ্মণের আত্মকলহে এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি বৈদ্যসন্তানের উপনয়ন ও অশৌচগত ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, এখনও উহার জের না চলিতেছে, তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র বৈদ্যজাতিকেই তাহার ফলভাগী করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে রাঢ়, বঙ্গ ও বারেন্দ্র সমাজের বৈদ্যদিগের মধ্যে অবাধ আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে ঐ সকল ব্যভিচার ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যেরা তাঁহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। রঘুনন্দন নিজে পশ্চিমবঙ্গের লোক হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যগণের আচারগত বিশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াও তিনি যে সমগ্র বৈদ্যসমাজকে তুল্যভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, এ কারণ আমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিতে অসম্মত। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণেরও ক্রিয়ালোপ ঘটিলে কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে লইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিতেন? বৈদ্যদিগের সহিত এক হুঁকায় তামাক খাওয়ার প্রথা কি এখনও রাঢ়ের বহুস্থানে প্রচলিত নাই? কায়স্থগণের ক্লীব কোলাহল উত্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সমাজই কি যে কোন দেশের বৈদ্যের বাটীতে স্বপক্বান্ন ভোজন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন না? এখনও কি কেবল দুচারজনে মাত্র কেবল কায়স্থগণের মনোরঞ্জনের জন্য কায়স্থবৎ বৈদ্যের বাটীতেও আহার পরিত্যাগের একটা নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছেন নহে?

অপিচ যদি ক্রিয়ালোপে লোকের বর্ণসাঙ্কর্য্য ও শূদ্রত্ব ঘটিয়াই থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও সে বিধির প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রঘুনন্দন ক্রিয়ালোপে বৃষলীভূত ব্রাহ্মণগণের বিপক্ষে একটি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াও যান নাই, এই কারণে আমরা তাঁহার মত স্বার্থান্ধের কোন কথা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

বঙ্গের ব্রাহ্মণদিগেরও কি ক্রিয়ালোপ ঘটিয়াছিল? না ঘটিলে আদিশূরের রাজ্যে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ থাকিতেও কেন তাঁহাকে সুদূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইল? যেহেতু তাঁহারা ক্রিয়া কলাপাভিজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু রঘুনন্দন কি এই ক্রিয়াহীন সপ্তশতীদিগকে অব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন? ঐ সকল ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জেরা স্বজাতিপ্রেমে মজিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, উহারা কেহ মামা, কেহ পিসে, কেহ জেঠা, ও কেহ খুড়া, কাজেই রঘুনন্দনের লেখনী উহাদিগের বেলা ভোতা হইয়া গেল। সুতরাং এহেন রঘুনন্দনের কথা অগ্রাহ্য।

তৎপর আদিশূরের সময়হইতে রঘুনন্দনের সময় পর্য্যন্ত এ দেশে কান্যকুব্জের যে বংশাবলী বিরাজ করিতে ছিলেন, তাঁহরাও বেদ ও বৈদিক ক্রিয়ায় বিবর্জিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে শূদ্র হইয়া গিয়াছিলেন, রঘুনন্দন সেই বেদবর্জিত আপনাকে ও আপনার সেই বৃষলীভূত বাপদাদাকেও কেন শূদ্র বলিয়া গেলেন না? পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা পরে আসিয়া এদেশে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম চালাইতে ও কান্যকুব্জগণের গুরুত্ব করিতে থাকেন, কালে তাঁহারাও বেদবিবর্জ্জিত ও বেয়াল্লিশকর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কই কোন ভৃতিজীবী তর্কালঙ্কার কি বলিয়াছেন যে, আমরাও অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ শূদ্র হইয়া গিয়াছি? মনু বলিতেছেন যে—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বং আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ১৬৮—২ অঃ

তত্র কুল্লূকঃ—যো দ্বিজো বেদং অনধীত্য অন্যত্র অর্থশাস্ত্রাদৌ শ্রমং যত্নাতিশয়ং করোতি স জীবন্নেব পুত্রপৌত্রাদিসহিতঃ শীঘ্রং শূদ্রত্বং গচ্ছতি।

যদি মনু মিথ্যা না বলিয়া থাকেন, যদি হিন্দুরা মনুসংহিতাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মানিতেও নারাজ না হয়েন, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে যে রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তশতী ও তাঁহার সমসাময়িক বেদহীন কান্যকুব্জেরা যে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। নিজের বেলা অন্ধ পুরাণসর্ব্বস্ব রঘুনন্দন এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন ও পক্ষপাত করাতেই আমরা বেদবর্জ্জিত তাঁহার কোন কথা শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। বিষ্ণুপুরাণ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন—

সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং
যস্য যৎ বচনং দ্বিজ।

হে দ্বিজ! যে কোন ব্যক্তি কেন যে কোন একটা অনুষ্টুপ্ ছন্দের বচন লিখুন না, কলিতে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া মান্যগণ্য!!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন নামে একজন বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিত তর্কস্থলে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "হাঁ আমরা বেদ অধ্যয়ন করি না বটে, কিন্তু বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম "কয় জনে সে গায়ত্রীর অর্থ বুঝিয়া জপ করিয়া থাকেন?" আর যদি একটী গায়ত্রী জপ করিলেই সমগ্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদপড়ার ছত্রিশবৎসরের কার্য্য শেষ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যেরা যে ধুতিচাদর ব্যবহার করেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের পৈতার কাজ হইয়া থাকে। কেন না ধুতিচাদরে একটি পৈতা অপেক্ষা অনেক সূতা বর্ত্তমান। ফলতঃ বৈদ্যও যে একতর ব্রাহ্মণ, মুখ্য ব্রাহ্মণগণের প্রণম্য গয়ালীরাও যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহা জানা না থাকাতেই কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি বৈদ্যের বেদপাঠ ও বেদচর্চ্চায় নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন, ও অমরের কোষ এবং রঘুনন্দনের ভ্রষ্ট লেখনীও বাঙ্গলার পণ্ডিতগণের এই বৈদ্যবিদ্বেষগত চিত্তব্যামোহ আরও যেন সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক অমরের লিপি ও রঘুনন্দনের কথায় অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের বৃষলত্ব ঘটে নাই ও ঘটিতে পারে না। আশা করি জগদ্বন্দ্য জগদ্গুরু প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত পণ্ডিতগণ আমাদিগের যুক্তিপূর্ণ কথাই সত্য বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত হইবেন, বাল্য কুসংস্কার দ্বারা চালিত হইবেন না।

বলিবে বিজ্ঞানেশ্বরও ত তাঁহার মিতাক্ষরা টীকায় অম্বষ্ঠকে দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব প্রতীত হইতে পারে? না তাহা নহে। বিজ্ঞানেশ্বর যে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার, তাহাতে

এমন কোন কথা নাই যে, অম্বষ্ঠগণ অদ্বিজ বা শূদ্র, সুতরাং তাঁহার কথা অগ্রাহ্য। অপিচ তিনি যখন শূদ্র করণ বা কায়স্থের কন্যার গর্ভে মাহিষ্যহইতে জাত রথকারকে (মনুর কথা অগ্রাহ্য করিয়া) সূত্রদান করিতে লালায়িত তখন আমরা তাঁহার মতন অপণ্ডিতের শাসন মানিয়া লইতে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারি না। রথকারগণ বঙ্গদেশের সূত্রধর জাতি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহেন। অবশ্য বৌধায়ন করণকেও সূত্রধর বলিয়াছেন, কিন্তু বৌধায়নের সে কথা অসত্যগন্ধি। তবে এক সময়ে করণ ও সূত্রধরেরও উপবীত হইত, তথাপি করণ ও সূত্রধরহইতে অম্বষ্ঠগণ যখন সর্ব্বাংশেই অভিজাত ও উচ্চতর, তখন সেই অম্বষ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া বিবেক ও বিচারবিমূঢ় যিনি রথকারের গলায় সূত্র যোজিত করিতে লোলুপ, আমরা তাঁহার কথা কর্ণে স্থান দান করিতেও সম্পূর্ণ নারাজ। বৈশ্য-বৃষভপুঙ্গবের শৃঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর ও রঘুনন্দনের মত কত মশকই না এ পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হইলেন? তথাপি বৈদ্যগণ হিমাচলবৎ অচল ও অটল রহিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর নিজেই একত্র বলিতেছেন যে—

সঙ্কীর্ণসঙ্করজাতাশ্চ রথকারনিদর্শনেন দর্শিতাঃ। (৯৬—১ অঃ)

অর্থাৎ রথকারগণ সঙ্কীর্ণদিগের সাঙ্কর্য্যে মিশ্রসঙ্কররূপে প্রসূত, তাহা দর্শিত হইয়াছে। যদি রথকারগণ মিশ্রসঙ্করই হয়েন, তাহা হইলে কোন্ শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদিগের আবার উপবীত হইতে পারে? সঙ্কর বা মিশ্রসঙ্কর-গণ কি শূদ্রধর্ম্মা নহেন। আর মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ, ইঁহারাই বা হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রানুসারে সঙ্কর বা সঙ্কীর্ণবর্ণ বলিয়া পরি-ভাষিত? ইঁহারা সঙ্কর হইলে ঋষিরা কি ইঁহাদের প্রথম তিন জনকে (আর্য্য-মাতৃক) দ্বিজশ্রেণীতে স্থান দান করিতেন? আর বিজ্ঞানেশ্বর স্বয়ং যে মূর্দ্ধাব-সিক্ত ও মাহিষ্যকে সঙ্কর বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া অবগত, তিনি কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধি অনুসারে সেই মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যকে উপবীত দানে সমগ্রসর? ফলতঃ চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের কাছা ঠিক ছিল না বলিয়াই তাঁহারা যাহা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এখনও পাঁচসিকা পাইয়া জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা-পূর্ব্বক কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা পাতি দান করিয়া তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম, ক্রিয়া, কর্ম্ম ও বংশলোপের রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর৹

বাঙ্গলার এই সকল মহামহোপাধ্যায়গণেরই সমশ্রেণীর লোক ছিলেন। নতুবা তিনি লিখিয়া যাইতেন না যে—

"এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োৎপন্নমূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্যাদ্যনুলোমসঙ্করে জাত্যন্তরতোপনয়নপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োর্হি দ্বিজাতিত্বাৎ। অসন্তঃ প্রতিলোমাঃ সন্তশ্চ অনুলোমজা জ্ঞাতব্যা ইতি।

বলা বাহুল্য অনুলোমজগণ কোন ঋষিকর্ত্তৃকই সঙ্কর বলিয়া কথিত হয়েন নাই, হইলে সাঙ্কর্য্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের উপনয়ন হইতে পারিত না। আর মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য যে কবে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাও আমরা অবগত নহি। উঁহারা পিতৃসদৃশ, সুতরাং পিতার জাতির গৌণত্বভাক্ মাত্র। আমাদিগের বিশ্বাস অমর পাঠে বিজ্ঞানেশ্বরের মস্তিষ্কও বিকৃত হইয়াছিল। অমর মাহিষ্যকেও শূদ্র বলিয়াছেন, বিজ্ঞানেশ্বর সে মাহিষ্যকেও দ্বিজকুলে গ্রহণ করিয়া কেবল পৈতৃক অম্বষ্ঠ বিদ্বেষেরই পরিচয় দিয়াছেন। উৎকলে এক শ্রেণীর রথশর্ম্মা আছেন, আমরা সেই "রথশর্ম্মা" কথাটীর ব্যুৎপত্তি অবগত নহি, উৎপত্তির কথাও আমরা জানি না। যদি কেহ মনে করেন যে রথশর্ম্মারা রথকার ও বিজ্ঞানেশ্বর নিজেও জাতিতে রথকার ছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অতঃপর আমরা বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণের কথা বলিব। "স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ" স্বয়ং পুরাণই প্রমাণ বলিয়া মানিবার বস্তু নহে, তাহার পর উপপুরাণের কথা আবার বিশেষ করিয়া কি বলা যাইবে? তথাপি লোকের মনঃ প্রসাদনের জন্য কিছু বলা যাইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্ম বলিতেছেন যে—

অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতোভূত্বা পুনর্জাত ইবাস্তু চ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌ।
তয়োরনুগ্রহাৎ বিপ্রা দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩৫
আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠখ্যাতিসংযুতঃ॥ ৩৬

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি গৃহীত্বা কুশলী ভব॥ ৩৮
চিকিৎসাকুশলোভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যথ॥ ৩৯—৯অঃ

উত্তরখণ্ড।

বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, অতি আধুনিক বস্তু। এই উভয় গ্রন্থই যেন বাঙ্গালী গ্রন্থকারের বিরচিত। বৃহদ্ধর্ম্মে "রায়" ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে "জোলা" শব্দ বিদ্যমান থাকায়, কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই এই উভয় গ্রন্থকে কোনও ঋষি বা কোনও কাশীকাঞ্চীঅবন্তীবাসি-পণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া মনে করিতে সম্মত হইবেন না। তৎপর বৃহদ্ধর্ম্ম যে ভাবে অম্বষ্ঠজাতির জন্ম ও আচারব্যবহারের কথাগুলি বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাকে একজন অপণ্ডিত ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় বলিয়া ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

পুরাণ বা উপপুরাণ কাহার কোনও বিষয়ে ব্যবস্থা দান করিবার কে? অম্বষ্ঠের উৎপত্তির সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আসিয়া জড় হইয়াছিলেন, এ পুস্তির গল্পের কোনও মূল্যই নাই। আর তাঁহারা অশ্বিদ্বয়ের স্মরণই বা কেন করিবেন, আর মৃত তাঁহাদের অনুগ্রহই বা কিরূপে অম্বষ্ঠের উপর বর্ষিবে? অনুগ্রহ কি বর্ষিল? অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণপ্রসূত, অতএব তাঁহারা সংস্কারার্হ, কি সংস্কার? যাহাতে তাঁহারা সংস্কৃত হইয়া

পুনর্জ্জাত ইব

হন। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই দ্বিজত্বের চিহ্ন উপনয়নসংস্কার? তৎপর দয়াবান্ বিপ্রেরা অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ বা ব্রাহ্মণকৃত সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র ও বৈদ্য নাম প্রদান করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। এই সঙ্করোত্তম বৈদ্যেরা শূদ্রধর্ম্মসমাশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবেন।

অম্বষ্ঠগণ সঙ্কর হইলেন কি প্রকারে? অনুলোমজগণ কি সঙ্কর? যিনি কে সঙ্কর, কে অসঙ্কর, তাহা অবগত নহেন, যিনি মনুখানিও পড়িয়া দেখেন নাই, তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে যাওয়া কেন? অবশ্য তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণবৈশ্যার বলাৎকারজাত। কিন্তু তাহা হইলে মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমপ্রভৃতি কি সে কথা বলিতেন না? ভাষ্যকার ও

টীকাকারগণও কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে মৌনাবলম্বন করিতেন? মন্বাদি কি অম্বষ্ঠকে বৈধজন্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? যদি কোনও বৈদ্যসন্তান একটা অনুষ্টুপ্ শ্লোক রচনা করিয়া বলেন যে—

বৃহদ্ধর্ম্মপ্রণেতা যো ধর্ম্মশাস্ত্রনিরক্ষরঃ।
মলেগ্রাহী পিতা হ্যস্য মাতা চ ব্রাহ্মণাত্মজা॥

অর্থাৎ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণপ্রণেতার পিতা জাতিতে মেথর ও মাতা ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, তাহা হইলে কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণপ্রণেতা তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন? আর যে বলাৎকারজাত জারজ সেই নির্ব্যূঢ় বর্ণসঙ্কর, যে বর্ণসঙ্কর, তাহার আবার উপনয়নসংস্কার ও সংস্কৃতবহুল আয়ুর্ব্বেদ এবং বৈদিককার্য্যে কিরূপে অধিকার থাকিতে পারে? যে শূদ্রধর্ম্মা সুতরাং শূদ্র, সে আয়ুর্ব্বেদ পড়িবে, ইহা কি মূর্খের ব্যবস্থা নহে? ফলতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণের কাহার কাহার ক্রিয়ালোপ-দর্শনে কোন বৈদ্যবিদ্বেষ্টা এই মিথ্যা শ্লোকগুলির প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। করণ বা কায়স্থগণকেও ইনি জাতিহীন বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। ইঁহার মতন অর্ব্বাচীনের কথায় অভিজাত একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব ঘটিতে পারে না। ফলতঃ যদি অম্বষ্ঠগণ জন্ম হইতেই শূদ্রধর্ম্মা হইবেন তাহা হইলে রঘুনন্দন কেন একালের অম্বষ্ঠগণকেই (ক্রিয়ালোপে) অতিদিষ্ট শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? বস্তুতঃ এই পুরাণ-প্রণেতা অতীব অর্ব্বাচীন যুগের লোক ও অতীব শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন এবং সামাজিক জ্ঞানবিমূঢ় তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। কোনও ভদ্রসন্তানই এই সকল গ্রন্থকে কখনও ভক্তি বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন না। রঘুনন্দনের স্মৃতির ন্যায় এগুলিও অনার্য বস্তু ও অগ্রাহ্য, কেবল অভ্রান্ত ঋষিগণ জগন্মান্য ও জগদ্বন্দ্য এবং তাঁহারাই একমাত্র সপর্য্যাভাজন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিতেছেন যে,—

তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্বর্ণসঙ্করাঃ। ১৬
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককুবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বাণিজজাতয়ঃ॥ ১৭
ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্ত করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ॥ ১৮—১০ অঃ

ব্রহ্মখণ্ড।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয়ের সাঙ্কর্য্যে বর্ণসঙ্করগণ সমুদ্ভূত। গোপ, নাপিত, ভিল, ময়রা, কুবী, তাম্বুলি, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্, কাংস্যবণিক্ ও শঙ্খবণিক্ প্রভৃতি সৎশূদ্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। আর বৈশ্য ও শূদ্রহইতে করণ বা কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণবৈশ্যাহইতে অম্বষ্ঠগণ প্রসূত।

ইহার মধ্যে কে বর্ণসঙ্কর? গ্রন্থকার তাহা খুলিয়া বলিলেন না। অভিপ্রায় ইহাই যে গোপহইতে অম্বষ্ঠপর্য্যন্ত সকলই বর্ণসঙ্করপদবাচ্য। সৎশূদ্রের পর্য্যায়েও যেন উঁহারাই অনুস্যূত। কিন্তু কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তাই তাহা বলেন নাই বলিয়া আমরা অদৃষ্টশাস্ত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথায় সম্মতিদানে অসমর্থ। ফলতঃ যিনি অমরের কোষটী পর্য্যন্ত আশ্রয় করিতে প্রয়াসী (১৮ শ্লোকের শেষার্দ্ধ দেখ) চৌর্য্যপরায়ণ তাঁহার কথায় কেহই আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতঃপর আমরা এ কালের একজন ভীষণ জালিয়াতের কথা বলিব। সম্প্রতি আকাশকুসুম আনন্দ ভট্টের নামাঙ্কিত একখানি বল্লাল চরিতের অভ্যুদয় হইয়াছে। উহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে,—

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রকন্যায়াং মৌলোনাম প্রজায়তে।
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠস্তনয়ঃ স্মৃতঃ॥
অম্বষ্ঠাৎ বৈশ্যকন্যায়াং বৈদ্যোনাম প্রজায়তে।
শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাৎ করণ্যাং চ ততঃ পুনঃ॥
স্থিতঃ করণকায়েষু ততঃ কায়স্থ উচ্যতে।
পাদজাঃ সন্তি কায়স্থাস্তথৈবাম্বষ্ঠজা অপি।
তৈলিকো গান্ধিকো বৈশ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সৎশূদ্রাণাস্তু সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তমঃ স্মৃতঃ॥
ব্রাহ্মণো নোদ্বহেৎ কন্যা মসবর্ণাং কদাচন।
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়া মম্বষ্ঠো যো ব্যজায়ত।
স তু শূদ্রত্ব মাপন্নো বিবহেন্ন যতো বিশাম্॥

আমরা বল্লালমোহমুদ্গারে দেখাইয়াছি যে আনন্দভট্টের নামাঙ্কিত এই অভিনব বল্লালচরিতখানিও আদি অন্ত জাল ও বিদ্বেষমূলক। যে প্রকার মনু, অনুমন্তা, বিশসিতা ও ভোক্তৃ প্রভৃতি সকলেরই নরকগমনের ব্যবস্থা

দিয়াছেন, তদ্রূপ এই কৃত্রিম গ্রন্থের প্রণেতা, প্রচারয়িতা ও সমর্থয়িতৃগণেরও নিরয়প্রাপ্তির ব্যবস্থা দান করা কর্ত্তব্য। কোনও জাতির কোনও ব্যক্তির সহিত কাহারও মিউনিসিপালিটীর কোনও বিষয় লইয়া ঝগড়া বা অন্ত কোনও বিবাদ থাকিলেও এরূপ মিথ্যা শ্লোক রচাইয়া সমগ্র বৈদ্য জাতিকে অন্যায়রূপে গালি দেওয়া কোনও ভদ্রসন্তানের পক্ষেই কর্ত্তব্য নহে। এই জাল করার মহাপাপেই হিন্দুর মহামান্য শাস্ত্রসমূহের মহাগৌরব আজি কালিমাসংলিপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে এতদ্ বচনসমূহ, ব্যাসপুরাণের। কিন্তু কোন অধীয়ান্ ব্যক্তি ব্যাসকাশী ভিন্ন ব্যাসপুরাণের নাম শ্রুতিগোচর করিয়াছেন বলিয়াও আমরা অবগত নহি। ফলতঃ এই ব্যাসপুরাণ কথাটাই কায়স্থগণের বিরাট্‌সংহিতা, ব্যোমসংহিতা ও আচারনির্ণয় তন্ত্রপ্রভৃতি কথার ন্যায় জাল ও কুতক। তৎপরে সামাজিকগণ ইহার কথাগুলির স্বরূপ তলাইয়া দেখুন।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াহইতে মৌলনামে একটা জন্তুর জন্ম হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় মন্বাদিও অবগত নহেন। ব্রাহ্মণবৈশ্যাহইতে যে অম্বষ্ঠ হইয়াছে, তাহা ঠিক্, কিন্তু অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যকন্যাহইতে যে বৈদ্য নামে একটা নূতন জাতি হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় জগতে কেহই পরিজ্ঞাত নহেন। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ কি একই জাতি নহে? কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বা পুরাণপ্রণেতা কি বৈদ্য নামে একটী জাতির নাম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার নিদান অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যকন্যা? কোনও অম্বষ্ঠ, কোনও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করা ও তদ্গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতিতে গৃহীত হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু তাহা বলিয়াই কি বৈদ্য একটা স্বতন্ত্র জাতি ও তাহার নিদান স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? ব্যাস, বশিষ্ঠ ও পরশুরামের জাতি কি স্বতন্ত্র? নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, নৈহাটী, বিক্রমপুর বা কান্যকুব্জের কোন ব্রাহ্মণ কি উক্ত ব্যাসবশিষ্ঠাদির অনন্তরবংশ্য নহেন? তবে তাঁহারা কেন আপনাদিগকে ব্রাহ্মণেতর ধীবর প্রভৃতি অন্য জাতি বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকেন না?

পাদজাঃ সন্তি কায়স্থা
স্তথৈবাম্বষ্ঠজা অপি।

কাহার মুখ, বাহু, বক্ষঃ, উরু বা পাদহইতে জগতের কোনও জাতি

সমুদ্ভূত হয় নাই। পুরুষ সূক্তের ১২শ মন্ত্রের অর্থ ঐরূপ নহে। ভাষ্যকার ও পুরাণপ্রণেতৃগণ মন্ত্রের বিকৃতার্থ গ্রহণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং মুখজ, বাহুজ, বক্ষোজ, উরুজ বা পাদজ বলিয়া কাহার কোনও পরিভাষা হইতে পারে না। ধরিয়া লও উহাই সত্য, তাহা হইলেও শূদ্রমাতৃক করণ বা কায়স্থ ভিন্ন অশূদ্রমাতৃক অশূদ্রপিতৃক বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান অম্বষ্ঠ কি প্রকারে "পাদজ" বলিয়া গর্হিত হইতে পারে?

"হিন্দু রাজা থাকিলে
ধরিয়া দিত ফাঁশী।" পৈতাদর্পণ।

যদি দেশের রাজা হিন্দু হইতেন অথবা হিন্দু রাজা বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি এই জালিয়াতদিগকে ধরিয়া নিশ্চিতই ফাঁশী দিতেন। ধৃষ্ট, মিথ্যাবাদী, ফেরেপবাজ ও জালিয়াত এই নরাধম গ্রন্থকার বৈদ্য ও কায়স্থ-প্রভৃতি সকলকেই পালসমেত শূদ্র বলিয়া শেষে বলিল যে, এই সৎশূদ্রগণের মধ্যে বৈদ্য অপেক্ষা কায়স্থই উত্তম, কেন না তার থলি আছে ও সে ১০ দিয়া কেমিকেল বর্ম্মন্বের পাতি লইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের নিকট যে একখানি নেপালী ব্যাসপুরাণ আছে, উহার পাঠ কিন্তু এইরূপ—

বৈদ্যাৎ শ্রেষ্ঠতমা বিপ্রা বিপ্রেভ্যো ভৃত্যনন্দনাঃ।
তেভ্যশ্চ মুচয়ঃ সর্ব্বে শুচয়ঃ শুদ্ধিমত্তরাঃ॥
মুচিভ্যঃ প্রবরা বঙ্গে মুর্দ্দাফরাশজাতয়ঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠা মলেগ্রাহা মহাপাবনপাবনাঃ॥

অর্থাৎ বৈদ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণহইতে (অবশ্য বল্লালচরিতের রচয়িতারা) ভৃত্যসন্তান শূদ্রেরা শ্রেষ্ঠ, শূদ্রহইতে মুচি বড়, মুচি হইতে মুর্দ্দাফরাশ বড় ও মেথরেরা বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণহইতেও বড় জাতি।

বৈদ্য অপেক্ষা কায়স্থ শ্রেষ্ঠ, ইহা কোনও ব্রাহ্মণ অবগত নহেন, কোনও নিষ্ঠাবান্ প্রকৃত কায়স্থও তাহা অবগত থাকিতে পারেন না। তবে ভৃত্য সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা কৃতঘ্ন, ধনমানবিহ্বল ও মোহান্ধ, তাঁহারা কেহ কেহ আজি এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লালচরিত যখন সংস্কৃতশ্লোকে বিরচিত, তখন ইহা যে কোনও ব্রাহ্মণসন্তানের লেখনীলীলা তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু তিনি জাত বামুন হইয়া কেমন করিয়া

এই মিথ্যা কথাগুলি বিবৃত করিলেন ? ব্রাহ্মণের কি যথার্থই এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে? যাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাহ্মণ্যবান্ ও অধ্যয়নঅধ্যাপনায় পূর্ণঅধিকারবান্ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা, তাঁহারা বড়? না যাঁহারা সংস্কৃতের পঠনপাঠনা দূরে থাকুক, অক্ষরপর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে নিষিদ্ধ, যাঁহাদের জন্য কায়েতী নাগরীর নূতন সৃষ্টি, যাঁহারা ভৃত্যভাবে এদেশের পবিত্র মৃত্তিকা পাদস্পৃষ্ট করিয়াছেন ও অদ্যাপি অনেকে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও ধনশালী কায়স্থের বাড়ীতে বা কায়স্থের মদের দোকানে সেই পৈতৃক ভৃত্যের কার্য্যই করিয়া আসিতেছেন, সেই ভৃত্যাঙ্গজনুরা বড়? ভর্ত্তাহইতে ভৃত্য বড়, ইহা কি অপ্রকৃত সংবাদ নহে ?

সুধায়াশ্চেৎ হৃদ্যং গরল মিহ কস্যাপি ভবতু।
পয়োভ্যোবা মন্দং ভবতু শুচি মত্তস্য নয়নে॥
মলেগ্রাহী গ্রাহ্যো ভবতি যদি বিপ্রাৎ ভবতু বা
তথাপ্যস্মিন্ নূনং ন খলু কুলভৃত্যাৎ প্রভুকুলম্॥

ফলতঃ যে নরাধম মিথ্যা ব্যাসপুরাণের নাম দিয়া সত্যের অপলাপ পূর্ব্বক "বৈদ্য অপেক্ষা কায়স্থ উত্তম" এই মিথ্যা কথা রচনা করিয়াছে, তাহার কৃমিকীটকলুষিত নরকেও স্থান হইবে না। হায় রাজা হিন্দু হইলে নিশ্চিতই এই গ্রন্থকার ও তাহার দলবলকে কর্ণনাসিকাচ্ছেদনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রখাত পার করিয়া দিতেন।

ধৃষ্ট ফেরেপবাজ মিথ্যাবাদী গ্রন্থকার স্থানান্তরে বলিতেছে যে, "পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা অসবর্ণা বা বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন না, সুতরাং অবিবাহজাত অম্বষ্ঠ জারজ, সুতরাং বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র।" তবে কি মনু, যাজ্ঞ, বিষ্ণু, বৌধায়ন, গৌতম, পরাশর ও ব্যাসবশিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিরা মিথ্যা কথা লিখিয়া গিয়াছেন ? মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ (কায়স্থ) গণও কি অসবর্ণ কন্যার গর্ভপ্রভব নহেন ? বৈদ্যবিদ্বেষবহ্নি উদ্‌গিরণ করিবার জন্য, বৈদ্যকে অনভিজাত বানাইবার জন্য হে নরাধম! তুমি লিখিয়া বসিলে—

বিবহেৎ ন যতো বিশাম্!

যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্যকন্যাবিবাহ নাই করিবেন, তাহা হইলে কেন জগন্মান্য মনু ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যা পরিণয়ের ব্যবস্থা দান করিবেন ?

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্॥ ২৩—৯ অঃ

তত্র কুল্লূকঃ—অক্ষমালাখ্যা নিকৃষ্টযোনিজা বশিষ্ঠেন পরিণীতা, তথা চটকা (বস্তুতঃ শারঙ্গীনাম্নী কাচিৎ শূদ্রকন্যা) মন্দপালাখ্যেন ঋষিণা সঙ্গতা পূজ্যতাং গতা।

মহর্ষি বশিষ্ঠ শূদ্রকন্যা অক্ষমালা ও মন্দপাল শারঙ্গীনাম্নী শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, উঁহারা নিজগুণোৎকর্ষে ভর্ত্তৃগৃহে সমাদৃতাও হয়েন। অত দূরের কথা কেন? একালেও কি বিক্রমপুর ও বরিশাল প্রভৃতি দেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভরার মেয়ে বিবাহ করিয়া তাহাদিগের গর্ভে ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তীর আমদানী করিতেছেন না? ভরার মেয়েরা কি যুগী, জোলা, হাড়ী, বাগ্‌দী ও ধোপা নাপিতের মেয়েই অধিকাংশ নহে? ফলতঃ যদি কাহার জন্মগতবিশুদ্ধি ও অহীনকর্ম্মতার জন্য স্পর্দ্ধা ও গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা একমাত্র মুষ্টিমেয় বৈশ্যজাতিরই আছে, বেয়াল্লিশকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বা "জাত হারালে কায়স্থ" জাতির তাহা নাই। মূষিকে ও মহিষে যত তফাৎ কায়স্থে ও বৈশ্যে তত প্রভেদ।

বৈদ্যরহস্যপ্রণেতা ও বাঙ্গলার পুরাবৃত্তলেখক কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যখন বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে সেন, দাস, দত্ত ও ধর, কর, নন্দিপ্রভৃতি বহু উপাধিতে একতা রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, এই উভয় জাতিই এক ও উভয় জাতিই শূদ্র, কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে কোনও সত্যই বিনিহিত নাই। যে দুই জাতির একজাতি অদাসজীবী ও পঠনপাঠনায় পূর্ণাধিকারী ও অন্য জাতি দাসত্বজীবী ও পঠনপাঠনায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যে জাতির বার আনা বিধবা অদ্যাপি একাদশী ও হবিষ্যান্নের সংবাদ রাখে না, সেই দুই জাতি কখনও এক হইতে পারে না। তবে বহু বৈদ্যসন্তান লিপিবৃত্তির অবলম্বনে কায়স্থ হইয়া যাওয়ায়, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে উপাধিগত এই সাম্য ঘটিয়াছে। তাহাও সর্ব্বাঙ্গীণ নহে, কেননা বৈদ্যজাতিতে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ প্রভৃতি উপাধি আদবেই নাই। তৎপর বৈদ্যজাতির এই সেন, দাশ, দত্ত, ধর ও কর প্রভৃতি উপাধিবাচক শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন বংশের বীজিপুরুষের নাম মাত্র। উহার একটীও শূদ্রত্বব্যঞ্জক নহে। কেবল "দাস" উপাধি শূদ্রত্ব ব্যঞ্জক। কিন্তু

বৈদ্যের সে দন্ত্যসকারান্ত দাসোপাধি নাই, উহা কায়স্থ ও নবশাখগণের মধ্যেই বর্ত্তমান, কেন না ঐ সকল জাতিতে শূদ্রসম্পর্ক রহিয়াছে। দাশ ও দাসে কি প্রভেদ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং উপাধিগত সাম্যদ্বারা বৈদ্যকে কেহ শূদ্র বলিতে পারেন না। দাশ উপাধি ব্রাহ্মণগণমধ্যেও প্রচলিত। উৎকল ও মেদিনীপুরের বহু ব্রাহ্মণের দাশোপাধি রহিয়াছে। দত্ত ও সেন প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণও পঞ্জাব, মথুরা ও ইটোয়া প্রভৃতি স্থানে বহু রহিয়াছে। ধর, কর উপাধির ব্রাহ্মণও বঙ্গীয় বৈদিকব্রাহ্মণগণমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ্মণসেনের একখানি তাম্রফলকহইতে প্রমাণপ্রদর্শনদ্বারা আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব।

"জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহ ধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যগোত্রায় অঙ্গিরোবৃহস্পতিশিনগর্গভরদ্বাজপ্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিকশ্রীকৃষ্ণধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবৎ উদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তঃ অস্মাভিঃ। ৩২৭ পৃঃ

রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ।

আমরা একত্র ব্রাহ্মণের চন্দ্র উপাধির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি, এই ক্ষণে ধর উপাধিরও প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। সম্বন্ধনির্ণয়েও বিবৃত রহিয়াছে যে,

করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দিশর্ম্মাচ কাশ্যপঃ॥
কৌশিকো দাশশর্ম্মাচ পতিশর্ম্মাচ মুদ্গলঃ।

৩য় সংস্করণ—সম্বন্ধ নির্ণয় ৩৬৫ পৃঃ।

এই ধর, কর, নন্দি, দাশ ও পতি (গুপ্ত) বা গুপ্তোপাধিক শর্ম্মারা যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন, এই সকল উপাধিমান্ ব্রাহ্মণকে যদি তোমরা শূদ্র বলিয়া মনে না কর, তাহা হইলে বৈদ্যগণকেও কেবল এই সকল উপাধির জন্য শূদ্র ভাবিতে পার না। মুখ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও দাশ ও ধর কর উপাধি বিশ্চিতই ছিল, তবে দোবে, চোবে, শুকুল, ভট্টাচার্য্য, তর্কালঙ্কার ও মুখোপাধ্যায়

প্রভৃতি অবান্তর উপাধিদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল উপাধি বৈশ্যের শূদ্রত্ববিরোধী নহে।

অতঃপর আমরা কায়স্থকোষের কথা বলিব,—বিশ্বকোষ বৈদ্যকে শূদ্রে পরিণত করিবার জন্য বলিতেছেন যে—

১। মনুটীকাকার রামচন্দ্র এক স্থানে লিখিয়াছেন—"নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে শূদ্রে উৎপন্নে সতি উভৌ অম্বষ্ঠৌ সম্ভবতঃ।"

অস্যার্থ—বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রি- কন্যার গর্ভে দুই প্রকার অম্বষ্ঠ হয়। বৈদ্যজাতি শব্দ।

আমরা মনে করি, অমুক নিরুক্তকার, অমুক বেদের ভাষ্যপ্রণে- মনু বা গীতার টীকাকার, ইহাদ্বারা কাহার ঋষিত্ব বা মহত্ত্ব সপ্রমা- হইয়া থাকে না। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যুক্তিযু- বটে কি না, ইহাই দ্রষ্টব্য।—

নন্থু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা
গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চি-

কেবল ভারবি নহেন, অন্যান্য মহাত্মা-
হইলে বালকের কথাও গ্রাহ্য, আর অ-
নহে। রামচন্দ্র এখানে স্বয়ং ে
টীকাকার, তাহাও অনগ্রগ-
যে, ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব -
নিজোক্তি। সে-
ঋষিবা- -

এখানে আরও একটী কথাও চিন্তনীয়। "নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে শূদ্রে উৎপন্নে সতি" এই পদাবলীদ্বারা ঐরূপ অর্থেরও প্রতীতি হইতে পারে না। বরং উহার এইরূপ অর্থই সাধুসম্মত "নৃপকন্যার গর্ভে বৈশ্য বা শূদ্র উৎপন্ন হইলে" কিন্তু বৈশ্য পুরুষদ্বারা নৃপকন্যার গর্ভে যাহার জন্ম হয়, তাহার নাম মাগধ বা ভাট ভিন্ন অম্বষ্ঠ হইতে পারে না। নৃপকন্যার গর্ভে বৈশ্য বা শূদ্রহইতে ভাট বা ক্ষত্তা যাহারই কেন জন্ম হউক না, াহারা শাস্ত্রানুসারে বর্ণসঙ্করত্বনিবন্ধন শূদ্রধর্ম্মা, তাহার সহিতও অশূদ্র- ম্বষ্ঠের কোন সংস্রবই দেখা যায় না। সুতরাং আমরা কায়স্থ রোদনধ্বনিতে কর্ণপাত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

বাম্বেহইতে যে ছয় টীকা ও একভাষ্যের মনু আনাইয়াছি, ১ এইরূপ রহিয়াছে—

ণ (১৯) বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে ন্দৌ অম্বষ্ঠৌ ভবতঃ। আত্মা বিজায়তে পুত্র ইতি।"

যে, ইহা বিকৃত পাঠ, লিপিকর বা মুদ্রাকর িশ্চিতই কোন দুর্গতি ঘটিয়াছে। যাহা ইহার কোন সদর্থ হইতে পারে তে ভীত বা চকিত হইলাম শূদ্রে বসিতেছে ও অক্ষত

এই শ্লোকের

ঋষি কি কোন স্থানে শূদ্রপ্রভব কোন অম্বষ্ঠের কথা বলিয়াছেন? কেবল ইহাই নহে, রামচন্দ্র—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়ো র্দ্বয়োঃ।

বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০—১০অ

মনুর এই বচনের টীকা করিতে যাইয়াও বলিতেছেন যে, "বিপ্রস্য কন্যায়াং ত্রিষু (ক্ষত্রিয়) বৈশ্যশূদ্রেষু জাতেষু সৎসু, নৃপতেঃ ক্ষত্রি- ...র কন্যায়াং বর্ণয়োঃ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ নৃপকন্যায়াঞ্চ এবং বৈশ্যে উৎপন্নে উৎপন্নে সতি উভৌ অপসদৌ আখ্যা বিজ্ঞায়তে পুত্র ইতি বৈশ্য ...তা, অমুক বর্ণে একস্মিন্ শূদ্রে উৎপন্নে সতি।" ...। বা ব্যক্তীকৃত

কিন্তু ইহা মূল, ভাষ্যকার ও সমগ্র টীকাকারগণের ...ক্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত বিরুদ্ধ বিবৃতি। এরূপ অর্থ করিলে মনুর মূল বচন আর রামচন্দ্র যে সংস্কৃত লিখিয়াছেন, তাহা যদি কি... প্রমাদদুষ্ট না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে ...ঃ। না। তিনি কীলোৎপাটী জীবের ন্যায় জ...াও বলিয়া গিয়াছেন যে, যুক্তিযুক্ত ফলতঃ মনুর বচনের অর্থ ইহাই হইবে। যুক্ত হইলে পদ্মজন্মা ব্রহ্মার কথাও গ্রাহ্য

বিপ্রের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ...কান সংহিতাপ্রণেতা নহেন, তিনি মনুর অম্বষ্ঠ ও পারশব, ক্ষত্রিয়ের ...া ব্যক্তি। মনু মূলে এমন একটী কথাও বলেন নাই দুই পুত্র জন্মে এবং বৈ...ভব আরও দুই প্রকার অম্বষ্ঠ আছে। ইহা রামচন্দ্রের প্রসূত হয়, এই ...ই নিজোক্তিও যাজ্ঞ, গৌতম, বশিষ্ঠ, পরাশর বা আর কোন তাঁহারা...কংবা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণবচনদ্বারা সমর্থিত হয় নাই সুতরাং রামচন্দ্রের এই উক্তি আমরা কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ীভবনের বচনাবলীর ন্যায় অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিলাম। তবে রামচন্দ্র যদি নিতান্তই আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্জাবের নাপিত অম্বষ্ঠের ন্যায় অন্য কোন প্রতিলোমজ দুইটী জাতিকে চিকিৎসার অঙ্গীভূত কোন কার্য্য করিতে দেখিয়া রামচন্দ্র তাহাদিগকেই অম্বষ্ঠশব্দে বিশেষিত করিয়াছেন, সুতরাং ইহা দ্বারা বাঙ্গালার প্রকৃত অম্বষ্ঠগণের অবেদ্যাবেদনজত্ব, সঙ্করত্ব বা শূদ্রত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

মন্থ বলিলেন অতঃপর গৌণ ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠগণ উক্ত চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ব্রাহ্মণ আর চিকিৎসাজীবিক হইবেন না। ঐরূপ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় নিজে সারথ্য করিতেন, নিয়ম হইল, অতঃপর বিলোমজ স্থত সেই সারথ্য করিবেন।

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

তে নিন্দিতৈ বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানা মেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬—১০ অঃ

কিন্তু এই শ্লোকের মধ্যে "নিন্দিত কর্ম্ম দ্বিজসেবা" আসিল কোথা হইতে? অম্বষ্ঠ বা স্থতগণ কি ব্রাহ্মণদিগের সেবা অর্থাৎ ভৃত্যের কার্য্য করিতেন, না করিয়া থাকেন। আর—

অপসদাঃ স্থতাম্বষ্ঠবৈদেহকমাগধাদয়ঃ

যে অপধ্বংসজাঃ তে

ইহারই বা অর্থ কি? মনু ১০অঃ—১০ বচনে কাহাকে কাহাকে "অপসদ' বলিয়াছেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণকেই নহে কি? আর প্রতিলোমজ স্থত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, এই ছয়জনই কি অপধ্বংসজ বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া কথিত হয় নাই? তবে নিরক্ষর রামচন্দ্র অপধ্বংসজ স্থত, বৈদেহ, মাগধের সহিত অম্বষ্ঠের পরিগণনা করিলেন কেন? অম্বষ্ঠগণ কি অপধ্বংসজ? এই উভয় বিশেষণই কি স্থতাম্বষ্ঠাদির? রামচন্দ্র বাঙ্গালী কি মেড়ুয়াবাদী তাহা আমরা জানি না। তবে তিনি একজন ঘোরতর অম্বষ্ঠবিদ্বেষী তাহা জানা যাইতেছে। কেবল রামচন্দ্র নহেন নন্দন নামে মনুর আর একজন টীকাকারও বলিতেছেন যে—

অপসদাঃ—চৌর্য্যজাতাঃ অনুলোমজাঃ—অভিষিক্তাদয়ঃ

অপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাঃ স্থতাদয়ঃ

ভগবান্ এমন সকল জানোয়ারের হাতেও খন্তা দিয়াছিলেন! ইহার আর সমালোচনা করিব কি? বলি—

মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) মাহিষ্য,

পারশব, উগ্র (আগুরি) ও করণ (কায়স্থ)

ইঁহারা যদি চৌর্য্যজাত হয়েন, তাহা হইলে মন্বাদি ঋষিরা কি এই অবৈধজন্ম উচ্ছিষ্টগুলিকেই সর্ব্বসংস্কারার্হ বলিয়া সংস্থচিত করিয়া গিয়াছিলেন? আর

তাঁহাদিগের মতে, চৌর্য্যজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ বর্ণসঙ্করপদবাচ্য না হইয়া একতর ব্রাহ্মণ হইলেন ! ! ! বলা বাহুল্য নগেন বাবুর মতন লোক ভিন্ন বোধ হয় কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই এই রামচন্দ্র ও নন্দনের কথায় অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাবসিক্তাদি আর্য্যধর্ম্মা প্রকৃত আর্য্যগণকে শূদ্র ও অনভিজাত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। মহাজনেরা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন—

অস্থানে পততা মতীব মহতা
মেতাদৃশী দুর্গতিঃ ! !

অতঃপর আমরা একজন পণ্ডিত শক্রর পালা আরম্ভ করিব, তিনি "মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের প্রণেতা ও একজন সংস্কৃতজ্ঞ বিএ। তাঁহার কুবুদ্ধির দৌড় দেখিয়া আমরা বস্তুতই ক্ষুব্ধ হইয়াছি, কেন না তাঁহাকে আমরা পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম, তিনিও সত্যের অপলাপ করেন, এরূপ বিদিত ছিলাম না। তিনি বলিতেছেন যে—

"তৎকালে (চৈতন্যের সময়ে) হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। শূদ্রদিগের মধ্যে কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক্, নবশাখ ও তদ্ভিন্ন অনেক নীচ জাতিও ছিল। ব্রাহ্মণসন্তানেরা সাধারণতঃ চতুস্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারপ্রভৃতি পাঠ করিতেন। পরে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। কায়স্থগণ ফরাসী আদি লেখাপড়া শিখিয়া রাজদরবারে ও অন্যান্য স্থানে নানাপ্রকার চাকরী গ্রহণ করিতেন। বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। ৩২৩ পৃ

কেন বৈদ্যেরা কি কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও উহার অধ্যাপনা পর্য্যন্ত করিতেন না ? তাঁহারা কি মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই শূদ্রের পাঠ্য আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে যাইতেন ? ধন্য সত্যাপলাপ ! ! তবে কলাপপরিশিষ্ট, কলাপপঞ্জী, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ ও বিশ্বপ্রকাশ, মেদিনী, ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী ও একাক্ষরকোষ প্রভৃতি কোষাবলী এবং সাহিত্যজগতের আকৃষ্টসার সাহিত্যদর্পণ ও ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি কাহারা লিখিল ? বাঙ্গালার মধ্যে কোন্ ব্রাহ্মণ মল্লিনাথের সহিত টক্কর দিয়া টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, একমাত্র বৈদ্য ভরতমল্লিকসেনই কি তিনি নহেন ?

নিখিল বাবুর মতে বৈদ্য ও কায়স্থ অপেক্ষা ছোট শূদ্র, বলি তবে বড় শূদ্র কায়স্থগণ কেন সংস্কৃতে এত অরুচি প্রদর্শন করিয়া যবনভাষা ফারশী শিখিতে গেলেন? তখন সংস্কৃত ছুঁইলে প্রকৃত শূদ্রগণের জিহ্বাচ্ছেদ ও পুচ্ছচ্ছেদ হইত, ইহাই কি বড় শূদ্র কায়স্থগণের সংস্কৃত পাঠে অরুচির একমাত্র কারণ নহে? আমরা নিখিল বাবুকে লাজে ভয়ে কিছু বলিতে পারি না কিন্তু অন্য কোন লোক অভিরূপভূয়িষ্ঠ বৈদ্যজাতিকে শূদ্র বলিলে ও তাঁহার নাম সংস্কৃতের পাঠপাঠনায় অনধিকারী তাঁহার শূদ্র ভৃত্যজাতির নামের পরে বসাইলে আমরা তাহাকে "বেয়াদব" ও "বেতমিজ" বলিয়া উপেক্ষা করিতাম। নিখিল্ বাবু বলিয়াছেন যে—

বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা ও কোন কোন স্থানে বৈদ্যেরা উপনয়ন ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রঘুনন্দনের সময় বৈদ্যগণ যে শূদ্ররূপে গণ্য ছিলেন, তাহা তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বহইতে অবগত হওয়া যায়। বৈদ্যগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। রঘুনন্দনের মতে কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য, অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্র। সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গদেশর অন্যান্য সকল জাতিরই ত্রিশদিন অশৌচ ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের পর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্য নুলোপঞ্চাননের উক্তিহইতেও জানা যায় যে, রাঢ়, বঙ্গ সকল স্থানের বৈদ্যগণই শূদ্র ছিলেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যাজনাদি করিতেন না। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কুলাচার্য্য ভরত মল্লিক রঘুনন্দনের মত অবলম্বন করিয়া বৈদ্যগণের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং সে সময়েও বৈদ্যেরা শূদ্রবৎই ছিলেন, ভরত মল্লিক প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুইশত বৎসরের পর হইতে বৈদ্যেরা উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজা রাজবল্লভের সময়হইতে উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ কিনা তাহা বুঝা কঠিন। মহাভারতের মতে শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান বৈদ্য। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেও মনু ও বৌধায়নের মতে তাঁহারা দ্বিজ নহেন। মনু ও বৌধায়নের মতে সজাতিজ ও অনন্তরজ সন্তান দ্বিজ হন। অম্বষ্ঠ একান্তরজ হওয়ায় তাঁহারা

দ্বিজ পদবাচ্য নহেন। অমরকোষে অম্বষ্ঠগণ শূদ্রবলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন সুতরাং বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হইলেও শূদ্র।" ৩২৩ পৃষ্ঠা

আমি প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তর সংস্করণেই নিখিলবাবুর আপত্তিগুলির খণ্ডন করিয়াছি। তিনি আমার গ্রন্থেই এই কথাগুলি পাঠ করিয়াছেন তথাপি পুনরায় কেন ইহার পুনরুত্থাপন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং
কেবলং বিষবর্দ্ধনম্

সাপকে দুধ খাওয়াইলে কোন ফল না হইয়া বরং তাহাদিগের দংশনশক্তি ও বিষেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এতদিনে একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। অহো এই জন্যই মনু ও বিষ্ণু বলিয়া গিয়াছেন—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" আমরা রঘুনন্দনের কথায় অম্বষ্ঠগণের যে শূদ্রত্ব হইতে পারে না ও হয় নাই, তাহা দেখাইয়াছি, এবং অমর যে স্বকর্ম্মস্থ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণকে শূদ্র বলেন নাই, পরন্তু তিনি লিপিবৃত্তি অবলম্বনে বর্ণসঙ্কর ও বৃষলীভূত তদ্দেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের কথা বলিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য গণ যে এক, আর একান্তরজ হইলেও মনু যে অম্বষ্ঠকে অনন্তরজ সংজ্ঞাভাক্ দ্বিজও বলিয়াছেন, অনন্তরজ পারশব, উগ্র ও করণকে উপবীতার্হ বলেন নাই তাহাও বিবৃত করিয়াছি, নিখিলবাবু তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। আর মনুখানি রীতিমত বুঝিয়া পড়িয়া, পরে উহার কোন কথা লইয়া বিতর্ক করিবেন। তাঁহার শ্বশুর রামদাসবাবু কিন্তু বোপদেবপ্রবন্ধে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণকে দ্বিজ বলিতে অনগ্রসর হয়েন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও মহাভারতের বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু আমাদিগের জাতির নাম যে বৈদ্য নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণ, তাহাও অমরা বহুদিন হইল যথাস্থানে বলিতে বিস্মৃত হই নাই। ভরতমল্লিক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যেমন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বা বেদজ্ঞ ছিলেন না, তেমনই ব্রাহ্মণে অন্ধ-ভক্তিমান্ থাকাতেও রঘুনন্দনের কথায় না বুঝিয়া সায় দিয়া গিয়াছেন। তিনি সঞ্জয়দাশ, চিরঞ্জীবদাশ, নারায়ণদাশ, দুর্জ্জয়দাশ ও ঋষিসূত্রনামক কুলপঞ্জিকাপ্রণেতা কুলাচার্য্যগণহইতে অবরজ ছিলেন, উঁহারা কিন্তু কেহই মাথা পাতিয়া বৈদ্যের শূদ্রত্ব মানিয়া লয়েন নাই। ভরতমল্লিক বৈদ্যসমাজের প্রতিনিধি ছিলেন না,

সুতরাং তাঁহার বুঝিবার ত্রুটিতে সমগ্র বৈদ্যজাতির দ্বিজত্ব ও ব্রাহ্মণ্যে কালিমার কোন রেখাপাতও হইতে পারে নাই, ভরত যদি বৈদ্যকে শূদ্রই জানিতেন, তাহা হইলে কেন তিনি ব্রাহ্মণবৎ অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন ?

বৌধায়ন কবে ও কোথায় বৈদ্য বা অম্বষ্ঠগণকে অদ্বিজ বলিয়াছেন, তাহা আমরা শ্যাম কেশ শ্বেত করিয়াও অবগত নহি। আমরা সাধারণের মনঃপ্রসাদনের নিমিত্ত এখানে বৌধায়নের কথাগুলি অধ্যাহৃত করিতেছি।—

চত্বারোবর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ। ১
তেষাং বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রোভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য। ২
তিস্রো রাজন্যস্য। ৩। দ্বে বৈশ্যস্য। ৪
একা শূদ্রস্য। ৫।—৮অঃ

বর্ণ সমুদয়ে চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ; বৈশ্য—বৈশ্যা ও শূদ্রা এবং শূদ্র কেবল আপনার সজাতি শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।

তাসু পুত্রাঃ সবর্ণানন্তরাসু সবর্ণাঃ। ৬
একান্তরদ্ব্যন্তরাসু অম্বষ্ঠোগ্রনিষাদাঃ। ৭—৮অঃ
ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ, বৈশ্যায়াম্
অম্বষ্ঠঃ, শূদ্রায়াম্—নিষাদঃ। ৩
ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াম্ ক্ষত্রিয়ঃ, শূদ্রায়াম্
উগ্রঃ। ৫। বৈশ্যাৎ শূদ্রায়াম্ রথকারঃ। ৬—৯অঃ

সেই স্ত্রীসমূহের গর্ভে জাত পুত্রগণ সবর্ণ—সবর্ণা হইলে পিতৃসবর্ণ, আর, অনন্তরস্ত্রীসমূহের গর্ভে অনুলোমক্রমে জন্মিলেও সে অনন্তরজ সন্তানেরা পিতৃসবর্ণ হইবে। ইহার মধ্যে অম্বষ্ঠ ও উগ্রগণ একান্তরজ ও পারশব নিষাদগণ দ্ব্যন্তরজ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াপ্রসূতেরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রসূতেরা অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়শূদ্রাপ্রভবেরা উগ্র ও বৈশ্যশূদ্রাপ্রভবেরা রথকার।

বলিবে, কই এখানে ত বৌধায়ন একান্তর অম্বষ্ঠ ও উগ্র এবং দ্ব্যন্তর পারশবের দ্বিজত্বের কোন কথাই বলিলেন না ? অবশ্যই তিনি সে কথা মুখে

আনয়ন করেন নাই। কিন্তু "অম্বষ্ঠগণ শূদ্র," এখানে তিনি এমন কোন কথাও বলিয়াছেন কি ? বলিবে

মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও রথকার
(বৌধায়ন করণ বা কায়স্থকে রথকার বলিয়া
লিখিয়াছেন), ইঁহারা অনন্তর স্ত্রীজ, সুতরাং
স্বস্বপিতৃসাজাত্যভাজী ?

কিন্তু, অম্বষ্ঠ, উগ্র ও পারশবগণও সেই অনন্তরস্ত্রীজই বটেন। অনন্তর স্ত্রীগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে বলিয়াই বৌধায়ন একান্তর ও দ্ব্যন্তর শব্দের অকারণ উল্লেখ করিয়াছেন, উহা মনুর দশমের ৭ম বচনের ন্যায় অজাগল স্তনবৎ অকর্ম্মণ্য। ফলতঃ মনুর দশমের ১৪শ ও বৌধায়নের অষ্টমের ষষ্ঠ বচন একই। তদনুসারে একান্তর অম্বষ্ঠ ও উগ্র এবং দ্ব্যন্তর পারশবগণও অনন্তরজ সংজ্ঞাভাক্। এবং তাই মনুর দশমের ৪১ম বচনের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মেধাতিথি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—

অনন্তরজাঃ—অনুলোমাঃ
ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ
ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যায়াং জাতাঃ
তেঽপি দ্বিজধর্ম্মাণঃ।
অনন্তরগ্রহণম্ অনুলোমোপ
লক্ষণার্থম্ এব তেন ব্যবহিতোপি
ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াম্ জাতো গৃহ্যতে।

অর্থাৎ যে কোন অনুলোমজ জাতি "অনন্তরজ" সংজ্ঞাভাক্, ব্রাহ্মণহইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়হইতে বৈশ্যাতে জাত মাহিষ্যও উপনেয় ও দ্বিজ। এই বচনে যে "অনন্তরজ" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যে কোন অনুলোমজপর, তাই একান্তরজাত অম্বষ্ঠ দ্বিজবর্ণে গৃহীত হইয়াছে। স্বয়ং মনুও দশমের চতুর্দ্দশ বচনে যে কোন অনুলোমজ সন্তানকে অনন্তরজ বলিয়া ২৮শ বচনে "আনন্তর্য্যাৎ" কথা দ্বারা অম্বষ্ঠাদি যে কোন অনুলোমজের অববোধ করাইয়াছেন। এবং এই বচনে মনু অম্বষ্ঠকে "আত্মজ" বা ব্রাহ্মণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি নিখিলবাবু

বলেন যে, মনু অম্বষ্ঠকে দ্বিজ বলেন নাই !! মনু ১০অঃ—৬৪ বচনে শূদ্রাপুত্র পারশবের ব্রাহ্মণ্যলাভের কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, কেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ ত স্বতই ব্রাহ্মণ হইতেছেন? কেন না তাঁহারা আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত ও উপনয়নাদি সর্ব্বসংস্কারার্হ (১০অ—৬৯ দেখ)। ফলতঃ মনুতে অম্বষ্ঠ ও পারশব, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ হইলেও যেমন অনন্তরজ সংজ্ঞাভাক্‌, তদ্রূপ বৌধায়ন, উঁহাদিগকে একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ বলিলেও উঁহারা অনন্তরজসংজ্ঞাভাগী। সুতরাং তদনুসারে অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ, ও উগ্রগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহীতব্য। তাহা না হইলে মনু ২৮শ বচনে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের আত্মজ বা ব্রাহ্মণ বলিতেন না ও মনু ৯ম বচনে উগ্রকেও—

ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জস্তুরুগ্রোনাম প্রজায়তে

বলিয়া উগ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব ও শূদ্রত্বের প্রখ্যাপন করিতেন না। উগ্র—একান্তর হইয়াও যেমন পিতার ক্ষত্রিয়ত্বভাক্‌, তদ্রূপ অম্বষ্ঠও একান্তর হইয়াও পিতার ব্রাহ্মণ্যভাগী। ফলতঃ যদি তাহাই বৌধায়নের অভিমত না হইত, তাহা হইলে বৌধায়ন অম্বষ্ঠকে "শূদ্র" বা অদ্বিজ বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। আর বৌধায়নের পরবর্ত্তী বচনদ্বারাও জানা যায় যে অম্বষ্ঠ স্বতই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নিষাদেন নিষাদ্যাম্‌ আপঞ্চমাৎ
জাতঃ অপহন্তি শূদ্রতাং। ১৩
তম্‌ উপনয়েৎ ষষ্ঠং যাজয়েৎ। ১৪—৮ অঃ

ব্রাহ্মণহইতে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানের নাম নিষাদ বা পারশব। সেই নিষাদ, অপর নিষাদকন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মায় সে শূদ্র। কিন্তু সে পঞ্চম পুরুষে শূদ্রত্বশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। পারশবের পঞ্চম পুরুষের পারশবকে ব্রাহ্মণগণ উপনীত করিবেন এবং ষষ্ঠ পুরুষের পারশবকে মুখ্য ব্রাহ্মণবৎ পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে দিবেন।

বৌধায়নের এই বচন ও মনুর ১০অঃ—৬৪ বচন সমান। এই উভয় বচনে মনু ও বৌধায়ন পারশবের ৭ম ও ৫ম পুরুষে মুখ্যব্রাহ্মণ্যলাভের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা বল, মনু মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং বৌধায়ন অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ্যের কোন কথা বলেন নাই। কেন বলেন নাই? যেহেতু তাঁহারা

মনুর ১০অঃ ৬।২৮ ও বৌধায়নের ৬—৮ বচনানুসারে স্বতই ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন তাঁহারা প্রথম পুরুষেই উপনীত হইয়া যজন যাজন করিতেন। জন্মমাত্রই অম্বষ্ঠে ব্রাহ্মণ্যের সঞ্চার হইত। নিখিলবাবু বোধ হয় অন্যের মুখে শুনিয়া মনুবৌধায়নের দোহাই দিয়াছেন, নিজে পড়িয়া তবে কোন কথা বলা উচিত ছিল। বৌধায়ন যখন শূদ্রাপুত্র দ্ব্যন্তর পারশবের ব্রাহ্মণ্যলাভের বিধি দান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত একান্তর অম্বষ্ঠের কোন কথা বলিলেন না, তখন বুদ্ধিমান্ নিখিল বাবুর বুঝা উচিত ছিল যে, অম্বষ্ঠ স্বতই ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন।

তৎপর মহাভারত, একত্র ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, অন্যত্র শূদ্র-বৈশ্যা প্রভবকে আয়োগব ও বৈদ্য দুই বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে আয়োগবকে কোন দেশে কোন কারণে বৈদ্য বলিয়া পরিভাষিত করিত, তাই দ্বৈপায়নও তাহাই লিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে অম্বষ্ঠবৈদ্যগণ ভিন্নো-পাদানে প্রসূত, সুতরাং অম্বষ্ঠবৈদ্যের সহিত মহাভারতের প্রতিলোম শূদ্রধর্ম্মা অচিকিৎসক বৈদ্যের সমতা হইতে পারে না, সংজ্ঞা এক হইলেও সর্ব্বত্র জিনিষ এক হইয়া থাকে না।• ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আবার ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে অশ্বিনী কুমারের ধর্ষণে জারজাত এক বৈদ্যের (বেদের) উৎপত্তির কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা মন্ত্র ও ঔষধদ্বারা সর্পবিষ নষ্ট করে ও নানা প্রকার শিল্পও করিয়া থাকে। এই বৈদ্যও মহাভারতের বৈদ্যের সহিত সমতাপন্ন নহে, আমরাও জাতিতে বৈদ্য নহি, জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রেণীতে কান্যকুব্জাদির ন্যায় অম্বষ্ঠ। আমরা নিয়ত চিকিৎসা-বৃত্তিক বলিয়া শৌণ্ডিকের সাহা নামের ন্যায় বৈদ্য বলিয়া পরিচিত

রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্বৈদ্যৌ চিকিৎসকে

সুতরাং কোন স্থানে বা কোন দেশে "বৈদ্য" নামে পরিচিত বা পরিভাষিত কোন জাতি বা সম্প্রদায় থাকিলেও তাহার সহিত অম্বষ্ঠবৈদ্যগণের সমতা খ্যাপিত হইতে পারে না। তার পর মহাভারতের ঐ সকল বচন যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও আমরা প্রতিবাদপ্রকরণে দেখাইয়াছি।

অতঃপর আমরা মুলোর কথা বলিব। মুলো সমগ্র বৈদ্যজাতিকে শূদ্র বলিয়াছেন ও কান্যকুব্জেরা সমগ্র বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া-

ছিলেন, ইহাও যেন প্রকৃত সংবাদ নহে। বৈদ্যেরা যেন রাজবল্লভের সময় হইতেই পুনরায় উপবীতী হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কবে আবার নূতন করিয়া কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন? তাহাও কি রাজবল্লভের সময় হইতে? ফলতঃ বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল, রাজবল্লভ তাঁহাদিগেরই পুনরায় উপবীতী হইবার ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, আর কান্যকুব্জেরা কখনই বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন না, পূর্ব্বাপরই করিয়া আসিতেছেন, তবে রাজপুরোহিতেরা বল্লালের পদ্মিনীগ্রহণে বিরক্ত হইয়া রাজবংশ ও তৎসংসৃষ্ট বৈদ্যগণের পৌরোহিত্য পরিত্যাগের ভয় দেখাইয়াছিলেন মাত্র। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থন জন্য এখানে কুলোর কয়েকটি বচনের উল্লেখ করিব।

কুলো—আদিশূর রাজা বৈদ্য—বৈশ্যে তার জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি॥ ৭৩৪ পৃঃ
বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার॥ ৭৩৮ পৃঃ সম্বন্ধনির্ণয়।

অর্থাৎ রাজা আদিশূর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু রাজা বলিয়া ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার ও ক্ষত্রিয়ের ভাণ করিতেন, অশৌচাদি মাতৃবৎ ছিল। কিন্তু বেদ অর্থাৎ শাস্ত্রে তাঁহারা ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ একতর ব্রাহ্মণ।

সুতরাং বুঝা গেল—বৈদ্যগণ আদিশূরের রাজত্ব পর্য্যন্ত দ্বিজই ছিলেন। তবে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে বৈশ্যাচারী হয়েন। তারপর বল্লালের সময়ে তাঁহার অবৈধ আচরণে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা যায়।

রামজীবন—লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়া সবে।
ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শূদ্র এবে॥
লক্ষ্মণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল।
সেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥ ২২০ পৃঃ

কুলো পঞ্চানন—বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথা ত দেখি না॥

তাই বল্লাল তাজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে॥
ইথে উভয়পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য॥
তাই কান্যকুব্জ বৈদ্য যাজন না করে।

৭৩৫ পৃঃ সম্বন্ধ নির্ণয়।

সুতরাং বুঝা গেল যে, বল্লাল পর্য্যন্তও বৈদ্যের পৈতা ও বৈশ্যাচার ঠিক ছিল। পরে বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদে কতকগুলি বৈদ্যের পৈতা যায়—রাজবল্লভ তাঁহাদেরই পৈতা দেন। রামজীবন বলেন লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যেরা পৈতা ফেলিয়া শূদ্র বলে, যাহাতে বল্লালের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইতে না হয়। মুলো বলেন—লক্ষ্মণ পৈতা ত্যাগ করেন। ফলতঃ মুলোর এ কথা অলীক। গোবিন্দ ভাট লিখিয়াছেন—

"দুরাচার বৈদ্যকো পৈতা ছিন লিয়া"

লক্ষ্মণ দুরাচার বৈদ্যদিগের পৈতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত কথা। যে সকল বৈদ্য লক্ষ্মণের অমতে বল্লালের পদ্মিনীর পাকস্পর্শে গমন করেন, লক্ষ্মণ রাজা হইয়া তাঁহাদেরই পৈতা ফেলিয়া দেন। রাজবল্লভ বিক্রমপুর ও বরিশালপ্রভৃতি দেশের সেই বৈদ্যগণেরই পৈতা দেওয়াইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁহারা পৈতা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা এখনও মাসাশৌচী ও অনুপবীতী রহিয়াছেন, ইহাতে উভয়পক্ষীয় বৈদ্য বা সমগ্র বৈদ্যের শূদ্রত্বের কি হেতু হইতে পারে? মুলোও স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

সৎশ্রোত্রীয় আর যে কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার, শূদ্র বলে ভয়ে॥ ৭৩৬ পৃঃ

সৎশ্রোত্রীয় ও কুলীনেরা শুদ্ধ রাজা বল্লালের যাজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরন্তু আর কোন বা সমগ্র বৈদ্যজাতির নহে। আর বল্লালের দেশের বৈদ্যেরা নিমন্ত্রণে যাইয়া জাতি না যাউক, এইজন্য পৈতা ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,"আমরা বৈদ্য না, শূদ্র।" সুতরাং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সমগ্র বৈদ্যজাতির পৈতা লোপ ও শূদ্রত্বের আশঙ্কা সর্ব্বথাই সুদূরপরাহত মিথ্যা পরিবাদ। নিখিলবাবু মুলোর কারিকাগুলিও যেন ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন

নাই। তৎপর নিখিলবাবু বলিতেছেন যে, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক কি না, বুঝা কঠিন। এ কথা ঠিকই, কেননা, এই সবে তাঁহারা দু চার দিনমাত্র সংস্কৃতপাঠে অধিকার লাভ করিয়াছেন, আরও অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করুন, কালে বুঝিতে পারিবেন। আমরা কিন্তু মূলগ্রন্থে ইহার প্রমাণ দিয়াছি এবং বৈদ্যেরা যে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অবগত ছিলেন, তাহা তিনিও তাঁহার গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠকুলে জন্ম।

* * * *

তেলিয়াবুধুরি গ্রামে জন্মস্থান হয়॥ ১৪।

প্রেম-বিলাস গ্রন্থ।

এই রামচন্দ্র সেন ও পদাবলীপ্রণেতা গোবিন্দদাস (উপনাম) উভয়েই চৈতন্যদেবের পারিষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। ইঁহারা ও চৈতন্যদেব, সকলেই রঘুনন্দনের সমসাময়িক। ইঁহারা তখনও আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিতেছিলেন, রঘুনন্দনও তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গদেশের বৈদ্যেরা যে, অম্বষ্ঠ তাহা নূতন কথা বা না বুঝিবার বিষয় নহে। যাহা হউক, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকারী বৈদ্যগণ পূর্ব্বেও শূদ্র ছিলেন না এবং এখনও শূদ্র হইয়া যান নাই। বৈদ্যগণ ক্রিয়াব্যভিচারে শূদ্র হইলে বেদহীন বেয়াল্লিশকর্ম্মা ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

বৈদ্যগণের বাঙ্গালায় আগমন

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কোন স্থানে বৈদ্য নাই, বৈদ্যগণ বঙ্গদেশের ভুইফোড় জাতি—বোধ হয় এ সংস্কার আর কাহারও নাই। যে প্রকার অন্যান্য জাতি ভারতের নানাস্থানহইতে নানাস্থানে গিয়াছেন ও বঙ্গদেশেও আসিয়াছেন, অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণসম্বন্ধেও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতীপাত ঘটিয়া ছিল না। এবং তাঁহারাও অন্যান্য জাতির ন্যায় অগ্রপশ্চাদ্ভাবে এদেশে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে কেহ বা আপন ইচ্ছায় আসিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের অনুরোধ উপরোধে বা আহ্বানমতে এদেশে পদার্পণ করেন। বাঙ্গলার সেনরাজগণের মধ্যে বল্লালপ্রভৃতির পূর্ব্বপিতামহগণ অম্বষ্ঠদেশহইতে দাক্ষিণাত্যের পথে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। সুতরাং তাঁহারা যে কুলগুরু বা কুলপুরোহিতের ন্যায় আপনাদিগের কুলচিকিৎসক বা আত্মীয়স্বজনগণের দু'চারজনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা যেন ধ্রুবই। তৎপর তাঁহারা বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হওয়ার পরও বহু অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের আহ্বানক্রমে কান্যকুব্জাদি নানাস্থান হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপবিষ্ট হয়েন। তবে ইতিহাস লিখিয়া রাখা এদেশের রীতি ছিল না, তজ্জন্য অথবা লিখিত ইতিহাস রাষ্ট্রবিপ্লবে বা গৃহদাহাদিতে বিনষ্ট হওয়াতে আমরা প্রমাণদ্বারা আমাদিগের কথার সমর্থন করিতে সমর্থ নহি। তবে মঙ্গলিয়ার লোক পঞ্চনদে আসিয়া ক্রমে ক্রমে যে ভারতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন ও এখনও পড়িতেছেন, এই সত্যের সমর্থনজন্য কোন প্রমাণ তলব না করাই যুক্তিসিদ্ধ। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আর্য্যাবর্ত্তের পথেও অম্বষ্ঠগণ বঙ্গদেশে আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিলেন,

আর্য্যাবর্ত্তাৎ সমাগত্য বঙ্গদেশে মহাবলাঃ।
অম্বষ্ঠা ন্যবসন্ রাজন্ স্বাধিপত্যং ব্যতম্বত॥

খুব সম্ভব মহাভারত-কথিত রাজা সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনই বঙ্গদেশের সেই আদি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণরাজবংশ। এবং খুবসম্ভব মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণসেন উক্ত সমুদ্র

সেনের বংশেরই অধস্তন সন্তান। ইনিই সর্ব্বাদৌ শূরোপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম আদিশূর হইয়াছিল। অনেকেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রমাণের অনুবর্ত্তন করিয়া বীরসেন ও আদিশূরকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ কেহ বা সামন্তসেন ও হেমন্তসেনকেও আদিশূরের অনন্তরবংশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বসিয়াছেন, বলাবাহুল্য এতৎসমুদায়ই তাম্রফলকবিরুদ্ধ কল্পিত মত। আদিশূরের পুত্র মহারাজ বিমলসেনের নামান্তর ভূশূর। এই রাজবংশকে শূরবংশীয় ক্ষত্রিয় বা শূরবংশীয় কায়স্থে পরিণত করিবার জন্য অনেকেই অনেক খেলা খেলিয়াছেন, কিন্তু আদি ও ভূ যে কাহার নাম থাকে না, তাহা যে কোন চেতস্বান্ ব্যক্তিই বুঝিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ প্রমাদদ্বারা চালিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গলার পালরাজগণকে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও এখনও সেই প্রমাদের পুনরুদ্বমন করিতেছেন। তাঁহাদিগের নামের পালভাগও উপাধি নহে, পরন্তু নামৈক দেশ, কেন না ভূ-পাল ও গো-পাল নামের পাল উপাধি ও ভূ ও গো নাম হওয়া অসম্ভব। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমরা পালরাজ গণকেও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, পক্ষান্তরে তাঁহারাও মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয় কিংবা অন্য কোন জাতি নহেন, তাঁহারা ভূমিহর ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের সহিত অভিন্ন হইতেছেন। যাহা হউক কতকগুলি বৈদ্যসন্তান যে আর্য্যাবর্ত্তের পথে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাণিনালার গুপ্তমহাশয়দিগের কুর্চ্চিনামা হইতেও সপ্রমাণ করিব। কুর্চ্চিনামাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

শোণনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রীতিকূটনগরে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীনৃসিংহদেব গুপ্ত মহাশয়ের ঔরসে শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবীর গর্ব্ভে (৫২৭ শকাব্দা) ৬০৬ খৃষ্টাব্দে আদিপুরুষ রসায়ন দেবগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বয়ঃপ্রাপ্তে কবিত্ব ও শাস্ত্রবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইলে, তদীয় গুণে আকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধনবংশীয় মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীশ্রীহর্ষবর্দ্ধনদেব ইঁহাকে কান্যকুব্জে আনয়ন করেন। তথায় ইনি বসবাস করিলে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর সহিত ইঁহার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়। গুপ্তবংশ পাণিনালা।

বংশাবলী

১। নৃসিংহ দেবগুপ্ত

২। শ্রীরসায়ন দেবগুপ্ত (বয়স ১২৫)

৩। শ্রীকুমার গুপ্ত (৯৮) ৩। শ্রীমাধব গুপ্ত (১২৭)

শ্রীমতী যশোমতীদেবী ৪। শ্রীশ্রীকণ্ঠ গুপ্ত (৮৫) ৪। শ্রীমুকুন্দদেবগুপ্ত (৬৯)

শ্রীমতী গোলাপ দেবী ৫। শ্রীমহীদত্ত দেবগুপ্ত (৬৯) (ক)

৬। চিত্রভানু দেবগুপ্ত (৮৭) শ্রীমতী চিত্রলেখা দেবী

৭। পশুপতি দেবগুপ্ত (১২৯)। খ।

৮। শ্রীশশাঙ্ক দেবগুপ্ত (১২৩)। গ।

৯। শ্রীবাসুদেব গুপ্ত (৯২)

১০। শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত (৯৯)

১১। শ্রীবৈদ্যনাথ গুপ্ত (১২৭)

শ্রীমতী রাধাসুন্দরী দেবী ১২। শ্রীকরুণাময় গুপ্ত (৯৯)

১৩। শ্রীকৃষ্ণধন গুপ্ত (৫৭) ১৩। গুরুচরণ গুপ্ত (৮৪)

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী (স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী)

শ্রীমতী বগলাপ্রসন্ন দেবী ১৪। শ্রীদুর্গানাথগুপ্ত (৪৫) ১৪। শ্রীনবকৃষ্ণগুপ্ত (১০)

১৪। শ্রীরাজকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৭ (ঘ)

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ১৫। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা দেবী

১৫। শ্রীসাতকড়ী গুপ্ত, শ্রীমতী মণিমালা দেবী

ক। এই মহীদত্ত দেবগুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার অন্তঃপাতী বর্দ্ধমান জেলা রাঢ়ের মধ্যস্থ শ্রীখণ্ডনামক গ্রামে আসিয়া সেই স্থানে অবস্থান করেন।

খ। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাঢ়ে বেঙ্গানামক স্থানে আসিয়া বাস করেন।

গ। ইনি ৬০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছুদিন গৌড়ে রাজত্ব করেন। পরে মালোরাজের পুত্রের হস্তে পরাজিত হন।

ঘ। ইনি মুর্শিদাবাদ জিলার বাগড়ীবিংঘাটা নামক স্থানে প্রথমে বাস করিয়া পরে বহরমপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

শ্রীমতী গিরিবালার চারি পুত্র কন্দর্পমোহন, মোহিনীমোহন, অমৃতমোহন ও সজনীমোহনসেন। শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গানাথসেন ও কন্যা শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী এবং শ্রীমতী মণিমালা দেবীর কন্যা শ্রীমতী সবিতাসুন্দরী দেবী।

স্বনামধন্য কবিরাজ পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন এই বংশাবলীখানি হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ও সুয়াপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় বিএল, মহাশয়কে প্রদান করেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া গ্রন্থস্থ করিলাম।

লিখিত বিবৃতিদৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, এই গুপ্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ পশুপতি গুপ্ত যখন শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন, তখন আদিশূরের রাজত্বের কোন শঙ্খধ্বনিও হয় নাই। ইহাঁর পৌত্র শশাঙ্কদেব গুপ্ত যখন ৬০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও আদিশূরের পিতামহের জন্ম হইয়াছিল না। আর এই গুপ্তবংশীয়গণের বয়ঃক্রমের দ্রাঘিমা সন্দর্শনেও নগেনবাবু বুঝিতে পারিবেন যে. বৈদ্যগণ কত দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন এবং তাঁহাদিগের দশ বারো পুরুষে কায়স্থগণের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পুরুষ অপেক্ষাও বেশী পুরুষের আগম নির্গম ঘটিয়াছে। বলিতে পার ঐ সকল দেশে (শোণতটে) গুপ্ত কোথায়? চোক খুলিয়া চাহিয়া দেখ, পঞ্জাব, অযোধ্যা, ইটোয়া, মথুরা, গয়া, কাশী ও কাঞ্চী প্রভৃতি জনপদ গুপ্তশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা ও সেনশর্ম্মায় পরিপূর্ণ। রাঢ়াগত এই গুপ্তবংশও সেই গুপ্তশর্ম্মা (গুপ্তশর্ম্মা) দিগেরই সন্তানসন্ততি। ইহারা ত্রিপুর ও কায়ু গুপ্ত হইতে পৃথক্‌ধারা।

অতঃপর আমরা এখানে আর একখানি পাতড়ারও কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিব। এখানিও উক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় মহাশয় সেনহাটী হইতে আনাইয়া আমাকে দিয়াছেন। এই বচনসমূহ জগন্নাথগুপ্তের "ভাবাবলী" গ্রন্থের শেষে "ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকা হইতে সংগৃহীত বচনাবলী" বলিয়া সূচিত। আমরা নিম্নে সেই বচনসমূহ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।—

অম্বষ্ঠকেশরী পূর্ব্বং কৃতী শক্তিধরোঽনায়ি।
যত্নৈর্ভূপাদিশূরেণ তস্য সভ্যশ্চ সোঽভবৎ॥
মৌদ্গল্যঃ কবিদাশশ্চ বুধো ধান্বন্তর স্তথা।
কাশ্যপঃ সুমতিগুপ্তস্ত্রয়োঽপ্যেব তথাগতাঃ॥
চত্বারো জ্ঞানিনশ্চৈতে বেদবেদান্ততৎপরাঃ।
পূর্ণমায়ুর্মনুষ্যাণাং লব্ধ্বা তস্থু র্যশস্বিনঃ॥
তে তদ্বংশভবাশ্চাপি সর্ব্বে সম্মানগর্বিতাঃ।
অভ্যাস্য বিবিধাং বিদ্যাং বভূবুরতিপণ্ডিতাঃ॥
তৈশ্চতুর্ভিঃ কৃতৈঃ কাব্যৈরাহূতাঃ সাগ্নিকা দ্বিজাঃ।
ভূপেন্দ্রেণাদিশূরেণ কান্যকুব্জেশসংসদঃ॥
স এভিঃ পঞ্চভির্বিপ্রৈশ্চতুর্ভিশ্চ ভিষগ্বরৈঃ।
বিক্রমাদিত্যবৎ চক্রে নবরত্নময়ীং সভাম্॥
এতেষা মপি পঞ্চানাং বিপ্রাণা মেব সূনবঃ।
পূজিতা বঙ্গদেশস্থৈ রাঢ়বারেন্দ্রভেদতঃ॥
পঞ্চৈতে ব্রাহ্মণাধীরা বৈদ্যাশ্চত্বার এব চ।
ভূপেণ স্থাপিতা রাঢ়ে গঙ্গাতীরে মনোহরে॥
বংশে শক্তিধরস্যাভূৎ দুহিঃ পরমপণ্ডিতঃ।
কবিদাশান্বয়ে চায়ুর্বুধবংশে বিনায়কঃ॥
ত্রিপুরশ্চ তথা কায়ুঃ সুমতিগুপ্তবংশজৌ।
উচ্যতে কেনচিৎ কায়ুঃ সুমতেভ্রাতৃজাত্মজঃ॥
পঞ্চোগরী শিয়ালশ্চ তে তু তৎপরমাগতাঃ।
ভুবুবঃ সদ্গুণৈরেতে রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

বৈদ্যাবাট্যাং পুরা বৈদ্যা সুস্থস্তথা বহুস্থলে।
লব্ধা গ্রামান্ বহূন্ ভূপাৎ জগ্মুস্তেষু ক্রমেণ তে॥

ইতি শ্রীযুক্ত দেবীচরণ হড় ঠাকুর মহাশয়-ভাবাবলী পুস্তকান্ত শ্লোকাবলী।

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অম্বষ্ঠকুলকেশরী শক্তিগোত্রীয় মহামতি শক্তিধর সেন পশ্চিমাঞ্চলহইতে মহারাজ আদিশূরকর্ত্তৃক আনীত হইয়া তাঁহার সভাসদ্‌পদে বরিত হয়েন। মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় মহামতি কাবদাশ, ধন্বন্তরী গোত্রীয় মহামতি বুধসেন এবং কাশ্যপগোত্রীয় সুমতি গুপ্ত, এই চারিজন বেদবেদান্তপারদৃশ্বা মহাপণ্ডিত অম্বষ্ঠব্রাহ্মণও আনীত হইয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মচতুষ্টয় ও তাঁহাদের বংশধরেরা নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সমাজে অতি প্রধান পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইতে থাকেন। তাঁহাদিগের যশে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হয় এবং তাঁহারা সকলেই মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বুধচতুষ্টয়, মহারাজ আদিশূরের আদেশে কতিপয় কবিতা প্রণয়ন করিয়া দিলে ঐ সকল কবিতা কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট প্রার্থনা পত্রস্বরূপ প্রেরিত হয়। তাহাতেই তিনি মহারাজ আদিশূরের সভায় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। এই নবাগত ব্রাহ্মণ পাঁচজন ও উক্ত বৈদ্যচতুষ্টয় লইয়া মহারাজ একটি পণ্ডিত-সভার গঠন করেন, উহা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় শোভা ও সমৃদ্ধি ধারণ করিয়াছিল। এই নবাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততিরাই বঙ্গদেশবাসিগণকর্ত্তৃক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণ বলিয়া পূজিত। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যচতুষ্টয় রাজকর্ত্তৃক মনোহর গঙ্গাতীরে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

উক্ত মহামতি শক্তিধর সেনের বংশে ঢুহিসেন নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই ঢুহি বা ধোয়ীসেনই লক্ষ্মণের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্নত্ব লাভ করেন এবং মহামতি কবিদাশের বংশে মহামতি চায়ূদাশ, মহামতি বুধসেনের বংশে বিনায়ক সেন ও সুমতি গুপ্তের বংশে ত্রিপুর ও কাযু গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, কাযু গুপ্ত, মহামতি সুমতি গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ছিলেন। পদ্মদাশ এবং গয়ি ও শিয়াল সেন এদেশে পরে আগমন করেন। ইঁহাদিগের সন্তানসন্ততি বৈদ্য-গণই রাঢ় ও বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক সময়ে বৈদ্যেরা অনেকে

বৈদ্যবাটী নামক স্থানে বসবাস করাতে উহা বৈদ্যবাটী নামে প্রখ্যাত লাভ করে। কালক্রমে রাজার নিকট অন্যান্য গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা নানাদিকে ছড়াইয়া পড়েন।

এই শ্লোকাবলীর বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, বৈদ্যদিগের প্রধান প্রধান সকল কুলীনদিগেরই পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন। অথচ অন্যান্য বৈদ্যকুলপাঞ্জিকা বলিতেছেন যে, আমরা পঞ্চকূট সমাজ হইতে রাঢ়ে, রাঢ় হইতে বঙ্গে (যশোহর, ঢাকা, বিক্রমপুর, বরিশাল), ও বঙ্গ হইতে উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র ও পূর্ব্ববঙ্গ বা সুবর্ণগ্রাম, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ও ঐ সকল স্থান হইতে আবার সমগ্র আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছি। জনশ্রুতিও এইরূপ ঐতিহ্যের সমর্থন করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রমাণাবলী কি প্রকারে অবিতথ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? হাঁ আমাদিগের মনেও আপাততঃ এ খটকা না জন্মিয়া থাকে তাহা নহে। কিন্তু যে প্রকার বাঙ্গলার অন্যান্য ব্রাহ্মণ (যেমন সপ্তশতীগণ) অন্যান্য কায়স্থ (ভৃত্যপঞ্চকের বংশধরগণ ছাড়া) ও নবশাখ প্রভৃতি অন্যান্য জাতি আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান হইতে নানা সময়ে বাঙ্গলার নানাস্থানে আসিয়া বাস করিয়া বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছেন তদ্রূপ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণও একবারে তাল পাকাইয়া না আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন রূপে আসিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বা নগরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহই নাই। সেনরাজগণ অর্থাৎ মহারাজ আদিবল্লালের পূর্ব্ব-পুরুষেরা দাক্ষিণাত্যের ভিতর দিয়া উৎকলের পথে বাঙ্গলায় প্রবেশ করেন। কোন দল বা মিথিলা বা মগধের পথে আসিয়া পঞ্চকূটে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐরূপ আদিশূরের আহ্বানক্রমেও চারিজন অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ প্রথমে আসিয়া গঙ্গাতীরে বৈদ্যবাটীতে আশ্রয়গ্রহণ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। কাল-ক্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ যেমন বরেন্দ্রে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ বৈদ্যবাটীর আগন্তুকগণও কোন কারণে পঞ্চকূটে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। তৎপর আবার মহারাজ আদিবল্লালের আহ্বান ক্রমে পঞ্চকূটগত বৈদ্যেরা অনেকে রাঢ়ে আসিয়া পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়েন। বারেন্দ্রব্রাহ্মণেরাও কি অনেকে বহুকাল যাবৎ রাঢ়ে বা বঙ্গে আসিয়া

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই? সুতরাং বৈদ্যবাটীর নামের অম্বর্থতাসমর্থনজন্যও আমরা উক্ত শ্লোকাবলীর বিবৃতি প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইলে তাহাতে কোন দোষই ঘটিতে পারে না। যদি আমরা প্রত্যেক বৈদ্যের গৃহ হইতে কুর্ছিনামা বা পাতড়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, এইরূপ প্রমাণ আরও শত শত হস্তগত হইতে পারিত এবং তাহা হইলে হয় ত আমরা বহুকায়স্থীভূত বৈদ্যের নিদান বাহির করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইতাম। যাহাহউক অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ এইরূপে নানাজনপদহইতে নানাপথে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া বদ্ধমূল হইলে নানা কারণে তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল পৃথক্ পৃথক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে যথাথভাবে বিবৃত হইতেছে।

বৈদ্যগণের সমাজ

যে প্রকার বাসস্থানের পার্থক্যনিবন্ধন একই কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র, এই দুইটী সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তেমনই একই অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ বাসস্থানের পার্থক্যবশতঃ পৃথক্ চারিটী সমাজে বিভক্ত হইয়াছেন। যথা—

১। পঞ্চকূট সমাজ,
২। রাঢ়ীয় সমাজ,
৩। বঙ্গীয় সমাজ,
৪। পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজ।

অবশ্য বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের পথে কতকগুলি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যসন্তান বিক্রমপুরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন, তথাপি রাঢ় ও বঙ্গের সমগ্র কুলীনগণ পঞ্চকূট সমাজ হইতে আগমন করেন, তাই আমরা উক্ত পঞ্চকূট সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বাদৌ উহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। পঞ্চকূট সমাজ......হিন্দুরাজত্বকালে পঞ্চকূট, সেনভূমি, শিখরভূমি, বরাহভূমি, ব্রাহ্মণভূমি, সামন্তভূমি, গোপভূমি, মল্লভূমি, ধলভূমি, মঙ্গলকোট, মানভূমি ও বীরভূমি প্রভৃতি স্থান স্ব স্ব প্রধান ও স্বতন্ত্র স্থান ছিল। তৎকালে

এই সকল স্থানের বৈদ্যগণ একসমাজভুক্ত ছিলেন, এই সমাজেরই নাম পঞ্চকূট সমাজ। কালক্রমে উক্ত সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সেনভূমি সমাজ ও বীরভূমি সমাজ এই দুই নাম ধারণ করে।

ক। সেনভূমি সমাজ......সেনভূমি একটী স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা মানভূমি জিলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এখানে ধন্বন্তরিগোত্রীয় মহারাজ শ্রীহর্ষসেন রাজা ছিলেন। পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলসেন ইহার রাজা হয়েন। এই-ক্ষণে সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন সেনভূমির আর কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রকৃতিপ্রভব অসংখ্য বিল্ববৃক্ষদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত বিল্ববৃক্ষ হইতে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরিলিখিত বীরভূমি ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় স্থান লইয়া সেনভূমিসমাজ পরিগণিত। এবং এই সমাজের স্থানগুলি মানভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান এই তিনটী জিলার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। তবে যে কয়েকটী গ্রাম বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত, ঐ সকল স্থান উল্লিখিত কোন ভূমির (যেমন ধলভূমি, শিখরভূমি) অন্তর্গত নহে। ইহা পঞ্চকূট সমাজের বৈদ্যগণের উপনিবেশ-ভূমি-মাত্র।

পঞ্চকূট গ্রামের বর্ত্তমান নাম পাঁচুত। এই গ্রামের পর্ব্বতের নামও পঞ্চ-কূট বা পাঁচুত। ইংরাজ আমলের প্রথম অবস্থায় ইহা বীরভূমি জিলার অন্তর্গত হয়। পরে গবর্ণমেণ্ট ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে আবার বাঁকুড়া জিলার সামিল করিয়া দেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা আবার মানভূম জিলার সামিল হইয়া গিয়াছে। শিখরভূম স্বনামপ্রসিদ্ধ জনপদ। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার রাজা ছিলেন, এইক্ষণে রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ এখানে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার রাজধানীর নাম কাশীপুর, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। শিখর-ভূমির ন্যায় ব্রাহ্মণভূমি ও সামন্তভূম প্রভৃতি স্থানও মানভূমর জিলার অন্তর্গত। কেবল ধলভূম ও মল্লভূমি বাঁকুড়া জিলার অধীন হইয়া গিয়াছে। মল্লভূমির রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর। এখানে ব্রাত্যক্ষত্রিয় মল্ল-জাতি রাজা ছিলেন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের রাজত্ব বর্দ্ধমানের রাজা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, রাজবংশ অস্তমিত প্রায়। বৈদ্যকুলকেতু ভৃগুরাম দাশ, এই রাজবংশ হইতেই শুভঙ্কর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ লইয়া সম্প্রতি সেনভূম সমাজ গঠিত—

১। তিলুড়ী, ২। কাশীহিড়, ৩। রামচন্দ্রপুর, ৪। মদনপুর, ৫। গোপাল নগর, ৬। বাকুলিয়া, ৭। বেলঠা, ৮। মাজিট, ৯। ভাড়া, ১০। রাওতড়, ১১। কুজকুড়া, ১২। কেশরপুরী, ১৩। মল্লভূমি, ১৪। ধলভূমি, (এই সকল স্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত)। ১৫। মুরারিডিহ, ১৬। বৃন্দাবনপুর, ১৭। রামকানালী, ১৮। মধুতটী, ১৯। বিলতড়া, ২০। তালাযুড়ী, ২১। পলাশপাহাড়ী, ২২। খাড়বাড়, ২৩। ডামড়িয়া, ২৪। ধাঙ্কাযোড়, ২৫। হাতিনল, ২৬। মক, ২৭। টাড়া, ২৮। গেঙ্গাড়া, ২৯। জয়পুর, (এই সকল স্থান মানভূমি জিলার অধীন)। ৩০। সৈদপুর ৩১। পানুড়িয়া ও ৩২। অলিপুর (এই তিনটি গ্রাম বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত) প্রভৃতি।

তিলুড়ি গ্রামে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু রায় ও হংসেশ্বর রায়, বংশে ত্রিপুরগুপ্ত ও প্রধান কুলীন। এই গ্রামের বিনায়ক সেন-বংশীয় শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত সেন পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সেন পাঁড়ে প্রভৃতিও মহাকুল বটেন। এই গ্রামে আরও বহু সম্রান্ত বৈদ্য সন্তান বাস করেন। ইহা মুরুলিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মুরারিডিহিগ্রামের শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ফৌজদার দাশগুপ্ত মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ঐ গ্রামের বিনায়ক সেন শ্রীযুক্ত শ্রীধররায়মহাশয়ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বটেন। পানুড়িয়াগ্রামের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ কবিরাজ, কাশীপুর রাজবাটীর রাজবৈদ্য। রামচন্দ্রপুরে ধন্বন্তরীগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ পট্টনায়ক মহাশয়ের বাস, আর মধুতটীগ্রামে বিনায়কসেন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় পাঁড়ে মহাশয়ও মহাকুল বটেন। বাকুলিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ও একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। মদনপুরে ধন্বন্তরীকল্প কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহানন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বাটী, ষ্টেশন পানাগড় (চিকিৎসালয় কলিকাতা নেবুতলা)। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় রাঁচীর একজন প্রধান উকিল। ষ্টেশন অণ্ডাল।

বৈদ্যবংশাবতংশ মহারাজ বল্লালসেনের সহিত তদীয় পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বিবাদ হইলে মহারাজ লক্ষ্মণ আপনার অনুগত কতিপয় বৈদ্যসন্তান ও গুরু পুরোহিত লইয়া অজয়নদের দক্ষিণতীরবর্ত্তী (ষ্টেশন রাজবাঁধ বা দুর্গাপুর) সেনপাহাড়িতে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাহা হইতে পঞ্চকূট সমাজে কুলীন বিনায়ক সেন, ত্রিপুর গুপ্ত ও পদ্মদাস এই তিন মহাকুলের সমাগম হয়।

পঞ্চকূটসমাজে চায়ুদাশ ও কায়ুগুপ্তের কুলগত প্রাধান্য নাই, তাঁহারা দশঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে রাঢ়াগত চায়ুদাশ ও কায়ু গুপ্ত রাঢ়ে বঙ্গে মহাকুল বলিয়া স্বীকৃত ও পরিজ্ঞাত। ইহাতেই মনে হয় যে পঞ্চকূট-সমাজে পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির মধ্যে কৌলীন্যের প্রচলন ছিল না। ফলতঃ যেপ্রকার কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণ অকুলীন অবস্থায় বাঙ্গলায় প্রবেশ করেন, তদ্রূপ অম্বষ্ঠদেশ ও কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশের অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণও অকুলীন অবস্থায় পঞ্চকূটে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেন, মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাশ ও কাশ্যপগোত্রীয় গুপ্তেরা বল্লালের কৌলীন্য লইয়া পঞ্চকূট হইতে রাঢ়ে শুভাগমন করেন। পঞ্চকূট সমাজের সমগ্র বৈদ্যগণ লক্ষণসেনী বৈদ্য বলিয়া প্রথিত।

যাহা হউক লক্ষ্মণসেন সেনপাহাড়ীর যে স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করেন, তথায় কল্যাণেশ্বরী নামে পাষাণময়ী এক দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান। উহা বর্ত্তমান বরাকর গ্রামের নিকটবর্ত্তী, কুল্‌টী ষ্টেশনে নামিয়া তথায় যাইতে হয়। এই সেনপাহাড়ী শিখরভূমির অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন এই দেবী প্রতিমার প্রতিষ্ঠাপয়িতা। কেহ কেহ বলেন যে, তৎকালে পঞ্চকূট-রাজবংশে কল্যাণশিখর নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম মহারাজ জগদ্দেব (জগদ্দেও), তাঁহারা ধারা নগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা প্রমরবংশীয় ক্ষত্রিয়। উক্ত কল্যাণশিখরের নাম হইতেই শিখরভূমি নাম ব্যুৎপাদিত। তিনি বল্লালের অসবর্ণপত্নী-গর্ভজ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কন্যা ও জামাতা বল্লালের কালী ঘুড়ী (কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকী), খড়্গ ও উক্ত দেবমূর্ত্তি স্বদেশে লইয়া যান। পূর্ব্বে উহার নাম মারমায়া ছিল, পরে কল্যাণশিখর আপনার নামানুসারে উহার নাম কল্যাণেশ্বরী রাখেন। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে সেনভূমি ও সেনপাহাড়ী একই বস্তু। কিন্তু মহামতি ভরতের বর্ণনানুসারে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে উহারা দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। ভরত বলিতেছেন যে :—

ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা কমলসেনকঃ। *
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥

* শ্রীহর্ষের পুত্র কমল ও বিমল। কমল পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, বিমল কৌলীন্য লইয়া রাঢ়ে আগমন করেন। সুতরাং আমরা বিমলের স্থানে কমল করিলাম।

একঃ কমলসেনস্য পুত্রোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে বাসুদেবোগুণিপ্রিয়ঃ॥
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোঽয়ং মহীভুজা॥
বাসুদেবস্য তনয়োঽনন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ॥
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোঽজনি।
বাল্য কুমারসংসর্গাৎ অস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ॥
তস্যাস্ত্রবিদ্যা মালোক্য প্রীতোঽভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্মৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাম্॥
ততঃ পূর্ব্বার্জিতং দেশং বিহায় খণ্ডসাধিতম্।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোঽভবৎ নৃপঃ॥
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষা রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাঽভবৎ রাজা নাথসেনোঽতিযত্নতঃ॥ ২১০ পৃ

চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ সেনভূমিতে ধন্বন্তরীগোত্রীয় কমলসেন রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের পুত্র বাসুদেব, বাসুদেবের পুত্র অনন্ত ও অনন্তের পুত্র নাথসেন, তাঁহার শৌর্য্যাদি নানাগুণে সন্তুষ্ট হইয়া শিখরভূমির রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে পাহারখণ্ডের রাজত্ব প্রদান করেন। এই দেশ পূর্ব্বে নাথসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের ছিল, একারণ তিনি আপনার বর্ত্তমান খণ্ড রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম সন্তোষের সহিত পাহাড়খণ্ডরাজ্যে গমন করিলেন।

খুব সম্ভব ইহাই সেনরাজের সমাগমে সেনপাহাড়ী নামে প্রখ্যাতি লাভ করে, সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত সেনভূমি ও এই নবপ্রাপ্ত সেনপাহাড়ি এক হইতে পারে না। যাহা হউক এখন সকলে জিলা বা গ্রামের নামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু জিলা-বিভাগের পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান স্বতন্ত্র ভাবেই উল্লিখিত হইত। যথা—

সেনভূমি—রাজা কমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।১

শিখরভূমি—পাত্রো দামোদরঃ সেনঃ পাত্রং শিখরভূপতেঃ॥ ৯

ধলভূমি—বিনসেনোঽপি যস্তেকো ধলভূমিকৃতাশ্রয়ঃ। ১০

মল্লভূমি—একো মুণ্ডীরসেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।

স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভুবঃ॥ ১০

গোপভূমি—শ্রীধরঃ পদ্মসেনস্য গোপভূমেঃ সুতাসুতঃ। ২৪৮

মঙ্গলকোঠ—এতৌ মঙ্গলকোঠীয়গন্ধর্ব্বসেনসূনুজৌ। ২৬৬ পৃ

পঞ্চকূট—পঞ্চকূটস্থিতে নারায়ণসেনস্য কন্যকাং। ৩০১

সামন্তভূমি—চতুর্থী শ্যামসেনায় সামন্তভূমিবাসিনে। ৩৫৮

ব্রাহ্মণভূমি—মধুর্ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠধন্বন্তরিসুতাপতিঃ। ৩৭২

আমরা এই খানেই সেনভূম-সমাজের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া অতঃপর পঞ্চকূটসমাজের দ্বিতীয় শাখা বীরভূমিসমাজের কথা বলিব।

খ। বীরভূমিসমাজ—সনামপ্রসিদ্ধ বীরভূমি জিলার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইহার রাজধানী বা প্রধান নগর শিউড়ি। অজয় নদ বীরভূমি ও মানভূমি জিলাকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিতেছে। নিম্নলিখিত চৌদ্দটি গ্রামের বৈদ্যগণ লইয়া এই সমাজ গঠিত। যথা—

১। পঞ্চ পুষ্করিণী, ২। গোপালপুর, ৩। ভাদুলিয়া,
৪। পেড়ুয়া, ৫। ভবানীপুর, ৬। সুপুর,
৭। চন্দনপুর, ৮। রজতপুর, ৯। দ্বারন্দা,
১০। শিউড়ি, ১১। লম্বোদরপুর, ১২। কাকুটিয়া,
১৩। শ্রীরামপুরহাট ও ১৪। রায়পুর।

পঞ্চ পুষ্করিণীতে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন বক্সী, গোপালপুরে পেনশন প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাদুলিয়ায় শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল কবিরাজ, পেড়ুয়ায় শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর চতুর্ধুরীণ এবং ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র রায়, সুপুরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ সেন, বি-এ, (চিপ্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আউট সাইড অডিট, বেতন ৭০০) ও ত্বদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত হারাধন সেন প্রভৃতি মহাশয়গণের বাস।

এই পঞ্চকূট সমাজের বৈদ্যগণ অতীব সদাচারসম্পন্ন। ইঁহারা রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যগণের সহিতও আদান প্রদান করিয়া থাকেন না। সম্প্রতি চন্দ্রনাথ গুপ্তমহাশয় রাঢ়ীয় সমাজে ক্রিয়া করাতে তাঁহাকে পঞ্চকূট সমাজের

নিকট দায়ী হইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন সকল বৈদ্যই এক, রাঢ়ীয়গণও যখন ভূতপূর্ব্ব পঞ্চকূটবাসী ও পূর্ব্বেও যখন এই দুই সমাজে আদান প্রদান ছিল, তখন এরূপ দ্বৈধভাব শুভোদর্ক নহে।

২। রাঢ়ীয়-সমাজ—উত্তরে বড় গঙ্গা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, কটক ও মেদিনীপুর, পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে বাঁকুড়া, মানভূমি ও বীরভূমি, এই সীমাবচ্ছিন্ন জনপদের নাম রাঢ় দেশ। বর্ত্তমান হুগলি ও বর্দ্ধমান জিলা লইয়া এই প্রদেশ পরিগণিত। পূর্ব্বে ইহা অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল। তাই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দম্ভ সাহঙ্কারে বলিতে ছিলেন—

গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী,
ভূরিশ্রেষ্ঠিকরম্যধামপরমা তত্রোত্তমো নঃ পিতা।

গৌড় বা বাঙ্গলা দেশ বহু জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উহার মধ্যে আবার রাঢ়া পুরী, অতীব নিরুপম, উহাতে আবার বহু শ্রেষ্ঠিগণের অত্যুৎকৃষ্ট বাসভবন, তন্মধ্যে আবার আমার পিতা সকলের হইতে প্রধান ব্যক্তি। হুগলিও যে রাঢ়ের অংশবিশেষ, তাহা তন্ত্রবচনেও সমর্থিত হইয়া থাকে।

রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ

একান্নপীঠের অন্যতম পীঠস্থান তারকেশ্বর রাঢ় দেশে অবস্থিত। তারকেশ্বর হুগলি জিলার অন্তর্গত। এই জনপদ হিন্দুরাজত্বকালে সুহ্ম দেশ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। উক্তঞ্চ নীলকণ্ঠেন—

সুহ্মাঃ—রাঢ়াঃ। সভাপর্ব্ব ৩০ অ—১৬।

তবে কি মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদিয়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগণা রাঢ়দেশ নহে? না এই কয়েকটী জনপদ না রাঢ় ও না বঙ্গদেশ। অতি অল্পদিন হইল এই সকল দেশ গঙ্গার গর্ভে দ্বীপবৎ উৎপন্ন হইয়া বঙ্গদেশ অর্থাৎ যশোহর ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় ও পূর্ব্বতীরে ফরিদপুর ও যশোহর জিলা অবস্থিত ছিল। যাহা হউক এই সকল স্থান লোকের বাসোপযোগী হইলে রাঢ় দেশের লোকেরা ইহা অধিকারপূর্ব্বক এই সকল স্থানকেও রাঢ় আখ্যা প্রদান করেন। অবশ্য বঙ্গের পয়স্থি বলিয়া এই সকল নূতন ভূমি বঙ্গদেশের সামিল হওয়ারই কথা ছিল কিন্তু ঐ সময়ে নবোত্থিত ভূমি সকলের পূর্ব্বেও ভাগীরথীর কতক অংশ সজীব

ছিল, তজ্জন্য ইহা রাঢ়ের সমীপস্থ বলিয়া রাঢ়ের অন্তর্গত হইয়া যায়। এই সকল ভূমির পূর্ব্বে ক্ষে গঙ্গা ছিল, তাহা বহরমপুরের সাত আট ক্রোশ পূর্ব্বস্থিত ভাণ্ডারদহ, বালীবিল, শৈলেবিল ও কালখালী প্রভৃতি বিলসমূহের সত্তা সন্দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এই নবোত্থিত দ্বীপসমূহ পূর্ব্বে বিহরোঢ় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, বল্লালের পরে উহা ভাষার বিকারে বাগডি বা বাগড়ি হইয়া গিয়াছিল। এইক্ষণ আর কেহ বাগড়ি নামও মুখে আনয়ন করিয়া থাকেন না, উহারা রাঢ় বলিয়াই সূচিত হয়। ভরতও বলিয়া গিয়াছেন--

রাঢ়া প্রসিদ্ধো বিহরোঢ়মধ্যে,
তৈহট্টদেশঃ সুরসিন্ধুতীরে। ২৫৪ পৃ। চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ রাঢ়ের মধ্যে তেহট্ট বা ত্রিহট্ট দেশ অতীব প্রসিদ্ধ, উহা রাঢ়ের বিহরোঢ় বা বাগড়ি বিভাগের মধ্যগত এবং ভাগীরথীর তীরদেশে অবস্থিত। ঐ সময়ে বর্ত্তমান কলিকাতার নাম "কেরালকাতা" ছিল। যদাহ ভরতঃ—

পূর্ব্বা কেরালকাতায়াং বিনোদদাশসংজ্ঞিনে। ২১৫
মদনঃ পরিজগ্রাহ দৈন্যাৎ শ্রীবল্লভাত্মজাং।
কেরালকাতাগ্রামস্থাং সোহনপত্যোহন্যথা গতঃ॥ ৩৯ পৃ। ঐ

খুব সম্ভব ইংরাজ আসিয়া কেরালকাতাকে CALCUTTAয় পরীণত করিলে তাহা বিকৃত হইয়া কলিকাতার উদ্ভাবন করিয়াছে। যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন সৃষ্ট "দূরবীক্ষণ" শব্দ তাঁহারই আমলে বিকৃত হইয়া "দূরবীণে" পরিণত হইয়াছে, যখন টাটকা ইংলিশ শব্দ সদ্যো বিকৃত হইয়া ইংরাজ শব্দের উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, তখন ইংরাজের CALCUTTA যে কলিকাতা হইয়া যাইবে ইহাতে কি আপত্তির বিষয় আছে?

যাহাহউক পুরাতন ও নূতন রাঢ়দেশে যে সকল অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্যসন্তান আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমাজের নামই রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজ। এখানে কে কোথা হইতে আগমন করিয়াছিলেন? রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহার (আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ) বলিতেছেন যে:—

সেনভূমৌ অভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলোবিমলস্তথা॥

পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশমুপাগতঃ॥ ৪৬ পৃঃ। কণ্ঠহার।

পঞ্চকূটসমাজের মধ্যে সেনভূমি নামে একটি প্রসিদ্ধ জনপদ আছে, ধন্বন্তরিগোত্রপ্রভব মহারাজ শ্রীহর্ষসেন সেই দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কমল ও বিমল। কমল পিতার রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, বিমল বল্লালপ্রদত্ত কুলচ্ছত্র অর্থাৎ কৌলীন্য লইয়া রাঢ়দেশে আগমন করেন। রাঢ়ের কোথায়? ভরত বলিতেছেন যে:—

যো বিনায়কসেনোঽভূৎ বিনায়ক ইবাপরঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে চ বিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিজৈর্গুণৈঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা॥
অসৌ ব্রাহ্মণবৈদ্যেভ্যো গজবাজিধনানি চ।
দদৌ বহূনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্‌কুলে॥ ৭ পৃঃ রত্নপ্রভা।

ভিষক্‌কুলকেতু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা বিনায়কসেন পূর্ব্বেই নিজগুণে গৌড়াধিপতি বল্লালের নিকট গজবাজিপ্রভৃতি নানা ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি মালঞ্চে আসিয়া অবস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণবৈদ্য-প্রভৃতিকে নানা রত্ন দান করেন।

তাহা হইলেই জানা গেল বিমলসেন পুত্র বিনায়কসেনসহ সেনভূমি হইতে আসিয়া প্রথমে নূতন রাঢ় বা বিহরোঢ় মধ্যগত মালঞ্চগ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। তাই ধন্বন্তরি কুলীনগণ "মালঞ্চবিনায়ক" বলিয়া কথিত ও গর্ব্বিত। এই মালঞ্চগ্রাম কোথায়? ইহা শান্তিপুরের অনতিদূরসংস্থ ফুলেগ্রামের নিকটবর্ত্তী। ব্রাহ্মণের কুলীনশ্রেষ্ঠ মুখটী আসিয়া ফুলেগ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন, সেনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন বিনায়ক আসিয়াও ফুলের নিকটে ভাগীরথীতীরে উপনিবিষ্ট হয়েন। অবশ্য পিলাগ্রামের পশ্চিমে দেয়াশীন মালঞ্চ বলিয়া আরও একটি মালঞ্চগ্রাম আছে, কিন্তু তদপেক্ষা ফুলেমালঞ্চেরই যেন সমধিক উৎকর্ষ উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাই ভরত মালঞ্চের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিতে যাইয়া লিখিতেছেন যে—

সর্ব্বেষেব সমাজেষু মালঞ্চঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে।
মালঞ্চীয়েষু সর্ব্বেষু ভাস্করঃ শ্রেষ্ঠ ঈরিতঃ॥ ১৩ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ সেনকুলীনদিগের যত সমাজ আছে, তন্মধ্যে মালঞ্চই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার মালঞ্চীয় সেনগণে ভাস্করসেন সর্ব্বপ্রধান।

আচ্ছা বিনায়কসেন, সেনভূমির কোন্ স্থানহইতে মালঞ্চে আগমন করিয়াছিলেন, আর তদ্বংশীয়গণ পরেই বা রাঢ়ের আর কোন স্থানে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েন? কণ্ঠহারই বা কেন বিনায়কের আগমন বর্ণনা করিলেন না? বিনায়কসেন বিমলসেনের পুত্র। খুব সম্ভব ঐ সময়ে পিতাপুত্র উভয়েই রাজসম্মান পাইয়া আগমন করেন। ভরত ঐতিহ্যতত্ত্বসমাহারে কণ্ঠহার অপেক্ষা উদাসীন ছিলেন, কণ্ঠহার তাই বিমলের নামই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বিনায়ক যে বিমলেরই পুত্র তাহা বলিতেও তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।—

বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোঽভবৎ।
বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তরিশুকাবুভৌ॥ ৪৭ পৃঃ

বিমলের পুত্রের নাম বিনায়কসেন, তিনি অতিশয় পুণ্যকর্ম্মা ছিলেন। ধন্বন্তরি ও শুকসেন, বিনায়কসেনের পুত্রদ্বয়। ভরত বলিতেছেন যে—

কাঞ্চী গাঁ প্রথমং স্থানং সেনানাং তদনন্তরং।
মালঞ্চো ধলহণ্ডশ্চ বেতড়ো নরহট্টকঃ॥
থানা মঙ্গলকোঠশ্চ তেহট্টো গুঠিনাগড়িঃ।
সেনহাটী তথা খণ্ডো রাম্মির্গা নদীয়া তথা॥
বিষপাড়া পাথড়িয়া শাঁখরা বাগিড়া তথা।
যশোরঃ পাঁচপাড়া চ তিকান্নিপুর মেবচ॥
পঞ্চকূটং গুপ্তপাড়া নাদোয়ালী বদীপুরং।
পোড়াগাছা পুথারিয়া গোড়ো মানকরস্তথা॥
তালায়ী (তেনায়া?) সেনপাড়া চ মহত্তাটিকরী তথা।
মহলন্দো মালদহো ভোটগাঁ যাজিগাঁ তথা॥
বান্দড়া মেরুপুরঞ্চ জামনা ধুলিয়াপুরং।
চাপতা বোধখানা চ রুক্মিণুদন (ল?) পুরকম্॥

সেনভূমিঃ পৌটবা চ ধলভূঃ কুলবাটিকা।
মোরন্দী গোরণা শীলগ্রামঃ খিদিরপুরকম্॥
কড়য়ী রাজহাটী চ নারায়ণপুরঃ শিলা।
এলাচী ধামনগরং ধাড়া শান্তিপুরং তথা॥
নপাড়া বিরজী ঝিল্লী মামুদাবাদ এবচ।
গোয়াশঃ কাঁচড়াপাড়া, সাতগড়্যা চ বেয়ুলা॥
খাজুরডাঙ্গিঃ কুরুলা তথা পাম্বিকড়োঽপি চ।
সেনভূমীতি বাচ্যেন সেনরাজকৃতাশ্রয়াৎ॥
বহূনি সন্তি স্থানানি ঘুড়িশান্দোরমুখ্যতঃ।
সেনবংশোদ্ভবাঃ সর্ব্বে স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ॥
ন জ্ঞাতানি ময়া যানি তানি জ্ঞেয়ানি বৃদ্ধতঃ॥ ১২ পৃষ্ঠা

ইতি সকলসেনানাং সামান্যতঃ স্থানকথনম্।

চন্দ্রপ্রভা।

ভরত যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় তিনি পঞ্চকুট সমাজ, রাঢ়, যশোহর, ফরিদপুর ও মালদহ প্রভৃতি যে যে স্থানে সেনগণের বসবাস ছিল তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন। মালদহ বরেন্দ্রভূমে, তেনায়ী ফরিদপুরে, পোড়াগাছা বিক্রমপুরে (সম্ভবতঃ রাঢ়েও অন্য কোন পোড়াগাছা আছে)। তৎপর পঞ্চকুট, সেনভূমি, মঙ্গলকোট ও ধলভূমির একটিও রাঢ়ের গ্রাম নগর নহে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা বুঝাগেল সেনেরা সেনভূমির কাঞ্চীগ্রাম হইতে আসিয়া সর্ব্বাদৌ রাঢ়ের মালঞ্চে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, পরে কালক্রমে ঐ সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়েন।

বিনায়কস্য মালঞ্চঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে মালঞ্চীয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সর্ব্বে বৈনায়কা বৈদ্যা মালঞ্চীয়া উদীরিতাঃ।
যে যে গতা অন্যতস্তে জ্ঞাতা তৎস্থাননামতঃ॥ ১৬ পৃ।

চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ বিনায়কসেনের সমাজ মালঞ্চ, তজ্জন্য তাঁহার অধস্তন সন্তানগণ মালঞ্চীয় অর্থাৎ মালঞ্চবিনায়ক বলিয়া কথিত। তবে যাঁহারা অন্যত্র যাইয়া

বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্থানের নামে পরিচিত। যেমন রাম্বিগাঁই বিনায়ক, বেতড়-বিনায়ক, খানা বিনায়ক-প্রভৃতি। উক্তঞ্চ

একো বিনায়কসেনো ভেদেন নবধাঽভবৎ।
মালঞ্চো ধলহণ্ডীয়ঃ খানকঃ সেনহাটিকঃ॥
মারহট্টো নিরোলীয় স্তথা মঙ্গলকোঠকঃ।
রাম্বিগ্রামী বেতড়ীয়ো নব বৈনায়কা অমী॥ ৯ পৃ। চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ বাসস্থানভেদে একই বিনায়কসেন নয়ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। যেমন মালঞ্চীয়, ধলহণ্ডীয়, খানক, সেনহাটিক, নারহট্টীয়, নিরোলীয়, মঙ্গল-কোঠীয়, রাম্বিগ্রামী ও বেতড়ীয়। নরহট্টের বর্ত্তমান নাম কাঞ্চনপল্লী বা অপভ্রষ্ট কাঁচড়াপাড়া। কানুজংসন খানা।

সেনভূমীতি বাচ্যেন সেনরাজকৃতাশ্রয়াৎ

ভরতের এই উক্তিদ্বারা ইহাও জানাগেল যে যে সকল গ্রামের নাম করিলাম, এই সকল গ্রাম সেনগণের ভূমি বা বাসস্থান বলিয়া বাচ্য। সেনেরা রাজার নিকট ইহা আশ্রয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন্ রাজা? সম্ভবতঃ বল্লালসেন।

এখানে আরও একটি কথা চিন্তনীয়। আমরা বিনায়কসেনের বংশধরদিগের আগমন ও বাসস্থানের কথাই বলিলাম, শক্ত্রীগোত্রীয় মহাকুল হুহিসেনের বংশধরগণের ত কোন কথাই বলিলাম না? কেন ভরত উঁহাদিগের বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন? ইহার কারণ ইহাই যে এই সকল বাসগ্রাম কেবল বিনায়কসেনগণের নহে, পরন্তু সাধারণতঃ যে কোন সেনেরই বাসভূমি। তবে বিনায়কসেন কৌলীন্য পাইয়া সেনভূমিহইতে এদেশে আগমন করিয়া মালঞ্চে উপনিবিষ্ট হয়েন, আর হুহিসেন পূর্ব্বহইতেই এদেশে থাকিয়া বল্লালহইতে কৌলীন্যলাভ করিয়াছিলেন। যদুক্তং কণ্ঠহারেণ—

পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত-বল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবাস্থাপি চ কৌলীন্যং হুহিসেনাদিবংশজে॥ ২ পৃঃ

পূর্ব্বকালে বৈদ্যবংশপ্রভব মহারাজ বল্লালসেন হুহিসেনপ্রভৃতির বংশধর-দিগকে কৌলীন্য দান করেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহারাজ আদিশূর পশ্চিমাঞ্চলহইতে শক্তি-

গোত্রীয় শক্তিধরসেন, মৌদ্গল্যগোত্রীয় কবিদাশ, ধন্বন্তরিগোত্রীয় বুধসেন ও কাশ্যপগোত্রীয় সুমতি গুপ্তকে আনয়ন করেন। এবং তাঁহারা আদিশূরের সভাপণ্ডিতরূপে গৃহীত হয়েন। কালক্রমে শক্তিধরসেনের অনন্তরবংশ্য মহাত্মা ছুহিসেন লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নসভায় একজন পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ছুহি বা তাঁহার উর্দ্ধতনপুরুষের কেহ, পঞ্চকূটের দিকে গমন করিয়াছিলেন না, কাজেই তাঁহাদিগের তথা হইতে রাঢ়ে আগমনের কোন কথাও থাকিতে পারে না। ছুহীর বংশীয়েরা পূর্ব্বাপর কোথায় ছিলেন? ভরত বলিতেছেন যে—

শ্রীবৎসসেনপ্রমুখাঃ ষড়মী শক্তিগোত্রজাঃ।
ভেদেন সপ্তধা জ্ঞেয়া যথাক্রম মমী পুনঃ॥
একঃ শ্রীবৎসসেনোঽভূৎ তেহট্টগ্রামবিশ্রুতঃ।
তেহট্টজ ইতি খ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥ ১০ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা।

শ্রীবৎসসেনপ্রভৃতি ছয়জন শক্তিগোত্রপ্রভব, তাঁহারাও বাসস্থানের ভেদ বশতঃ সাতভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। শ্রীবৎসসেন বিহরোঢ়মধ্যবর্ত্তী তেহট্ট-গ্রামবাসী, তাঁহার আর রাঢ়ে স্বতন্ত্র কোন সমাজস্থান নাই। এই তেহট্ট ও ত্রিহট্ট একই, ইহা মেহেরপুরের তিনক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। জিলা নদিয়া। উক্ত গ্রাম পূর্ব্বে ঠিক ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরেই বর্ত্তমান ছিল, নদী ভরাট হওয়ায় এখন একটু দূরে গিয়াছে। এখানে একটি থানা আছে, অথচ সম্প্রতি একঘর বৈদ্যও বিদ্যমান নাই।—

একঃ শিয়ালসেনোঽসৌ ভেদেন দ্বিবিধোঽভবৎ।
পোড়াগাছাভবঃ শ্রেষ্ঠঃ পরঃ পুখড়িয়াভবঃ॥ ১০ পৃঃ

শক্তিগোত্রপ্রভব আর এক ব্যক্তির নাম শিয়ালসেন। তদীয় বংশধরগণ মধ্যে কেহ পোড়াগাছাবাসী, কেহ বা পুখরিয়াবাসী হয়েন। ইঁহাদিগের মধ্যে পোড়াগাছার শিয়ালসেনই শ্রেষ্ঠ। এই পোড়াগাছা রাজনগরের সন্নিহিত পোড়াগাছার সহিত অভিন্ন কিনা তাহা অনুসন্ধেয়।

একো যঃ পুরুসেনোঽভূৎ গুঠিনাগড়িমাশ্রিতঃ।
গুঠিনাগড়িজত্বেন খ্যাতোঽসৌ নাপরং স্থলম্॥ ১০ পৃঃ।

শক্তিগোত্রজ পুরুসেন, তেহট্ট হইতে যাইয়া রাঢ়ের গুঠিনাগড়ি স্থানে বাস করেন, তদ্বংশীয়গণ তখন অন্য আর কোন গ্রামে গমন করেন নাই।

চন্দ্রসেনোঽপরস্ত্বেকশ্চন্দ্রদ্বীপনিবাসকৃৎ।
শক্তিগোত্রসমুদ্ভূত ইদিলপুরমাশ্রিতঃ॥ ১০ পৃঃ।

শক্তিগোত্রজ চন্দ্রসেন রাঢ়হইতে যাইয়া বঙ্গদেশের অর্থাৎ বরিশালের চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয়গ্রহণ করেন। পরে তদ্বংশীয়েরা ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী ইদিলপুরে যাইয়া বাস করেন।

একো মুণ্ডীরসেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠী নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥ ঐ

মল্লভূভব মুণ্ডীরসেন বল্লালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া স্বর্ণপীঠ বা সোণার পীড়ি পাইয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার স্বর্ণপীঠ বলিয়া খ্যাতি হয়।

রামসেনঃ পরস্তস্যৈবাস্তভূর্তো বভূব যঃ।
স মল্লভূমিবসতৌ বিহিতানেকপৌরুষঃ॥ ঐ চন্দ্রপ্রভা।

রামসেনও শক্তিগোত্রপ্রভব, তিনিও মল্লভূমিতে বাস করেন, তিনি অতীব পৌরুষসম্পন্ন লোক ছিলেন। অতঃপর আমরা আত্তর্ষিগোত্রজ সেনগণের কথা বলিব।

আত্তসেনস্তু ষড়্বীজিভেদেন ত্রিবিধোঽভবৎ।
নপাড়াসম্ভবস্ত্বেকঃ শালগ্রামভবোঽপরঃ॥
মানকরীয় এবান্যস্ত্রয় আদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আত্তর্ষিগোত্রসম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি॥

আত্তর্ষিগোত্রপ্রভব আত্তসেনপ্রভৃতি ছয়জন বীজী ছিলেন। তাঁহারা নপাড়া, শালগ্রাম ও মানকর এই তিন গ্রামে বসবাসনিবন্ধন ঐ তিন সমাজী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

সেনগণের সমাজের কথা বলা গেল, অতঃপর আমরা দাশগণের কথা বলিব। ভরত বলিতেছেন যে,—

আদৌ গোনগরং স্থানং দাশানাং তদনন্তরং।
তৈহট্টো মালিকাহারঃ কচ্বীবনসমুজ্জ্বলঃ॥
যত্র কচ্বীবনং ভুক্ত্বা দুর্ভিক্ষে রক্ষিতং কুলং।
চামুদাশতনূদ্ভূতদিবাকরকুলোদ্ভবৈঃ॥

তন্নাম্নাপি তে খ্যাতাঃ কচুয়া ইতি ভূতলে।
বিষপাড়া বালিনাছিঃ পালিগ্রামশ্চ ফুলিয়া॥
নান্দনা মণ্ডলজানা বৌহারিঃ পাজনৌরকঃ।
মৌরেশ্বরশ্চ কোগ্রাম স্তথা পানুরহট্টকঃ॥
খাটুঙ্গী রামনগরং শিঝা মন্দারবাটিকা।
কাদিপুরং মালদহ ছৈঙ্গা বৈদ্যপুরং তথা॥
হাপানিয়া গুপ্তপাড়া বেজড়া ঘণ্টকেশ্বরঃ।
উজানপাড়া মল্লভূমির্ধলভূঃ সেনভূমিকা॥
স্থানান্যেতানি দাশানাং সন্তি জ্ঞেয়ানি বৃদ্ধতঃ॥ ১২ পৃঃ
ইতি সকলদাশানাং সামান্যতঃ স্থানকথনম্। চন্দ্রপ্রভা।

দাশগণ সকলেই প্রথম সেনভূমির গো-নগরে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রাঢ়ে তেহট্ট নগরে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়েন। পঞ্চকুটসমাজে তাঁহারা ধলভূমি, মল্লভূমি ও সেনভূমিতে বাস করিতেন। মহারাজ বল্লাল তাঁহাদিগকেও কৌলীন্য দান করিয়া রাঢ়ে আনয়ন করেন।

মৌদ্গল্যগোত্রে যো বীজী চায়ুদাশ উদাহৃতঃ।
সহি দাশকুলে শ্রেষ্ঠো বৈদ্যগোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠিতঃ॥
আসীৎ মহাত্মা ভুবি চায়ুদাশঃ
বিখ্যাতকীর্ত্তির্বিনয়ৈকবাসঃ॥
বিদ্যানবদ্যো নৃপলব্ধমানঃ।
সদ্ধর্ম্মকর্ম্মা প্রথিতাবদানঃ॥
রাঢ়াপ্রসিদ্ধো বিহরোঢ়মধ্যে
তৈহট্টদেশঃ সুরসিন্ধুতীরে।
তমাশ্রিতো গোনগরং বিহায়।
কৌলীন্যবিদ্যানয়সম্পদাঢ্যঃ॥ ২৫৪ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা।

যে চায়ুদাশ মৌদ্গল্যগোত্রের একজন অন্যতম বীজী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনি দাশবংশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সকলবৈদ্যের প্রতিষ্ঠা-ভাজন। তিনি অতীব ধার্ম্মিক ও সাধুকর্ম্মা, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ও অবদান

পরম্পরা চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। এবং তিনি যেমন বিদ্বান্ তেমনই বিনীতও ছিলেন। তিনি মহারাজ বল্লালের নিকট কৌলীন্যসম্মানলাভ পূর্ব্বক পঞ্চকূটসমাজের গোনগর পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে প্রসিদ্ধ বিহরোঢ় বা বাগড়িমধ্যবর্ত্তী ভাগীরথীসৈকতসেবী পূর্ব্বোক্ত তেহট্টনগরে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

মৌদ্গল্যগোত্রে কথিতো দ্বিতীয়ো।
বীজী মহাত্মার্জ্জিতশুদ্ধকীর্ত্তিঃ॥
যঃ পদ্মদাশঃ শ্রুতভূরিবংশঃ।
তস্যান্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি॥
সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষঃ।
গৌড়েশসেবার্জিতপৌরুষশ্রীঃ॥
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্।
স বালিনাছ্যাং বসতিং চকার॥ ৩১৫ পৃঃ।

চন্দ্রপ্রভা।

মৌদ্গল্যগোত্রের যিনি দ্বিতীয় বীজী, তাঁহার নাম মহাত্মা পদ্মদাশ, তিনি সংগ্রামে অতি দক্ষ ছিলেন, শত্রুগণ তাঁহার নিকট সততই পরাজিত হইত। তিনি মহারাজ বল্লালের সেনাপতিপদে বৃত হইয়া বহু পৌরুষ ও সুখসৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অতি দাতা, বিনীত ও বহুলোকের প্রতিপালক ছিলেন, তিনিও গোনগরপরিত্যাগপূর্ব্বক বালিনাছিতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। ভরত তৎপর বলিতেছেন যে—

কাশ্যপান্বয়সম্ভূতো যো বীজী কায়ুগুপ্তকঃ।
সহি গুপ্তকুলে শ্রেষ্ঠঃ সম্ভূতভূরিসন্ততিঃ॥
রাজাপ্তমানঃ প্রথিতাবদানঃ।
সন্নীতিবিদ্যাকুলসম্পদাঢ্যঃ॥
মন্দারগুপ্তস্য বভূব পুত্রো।
বংহিষ্ঠকীর্ত্তির্ভুবি কায়ুগুপ্তঃ॥ ৩৮৪ পৃঃ। ঐ

কায়ুগুপ্ত, কাশ্যপগোত্রপ্রভব মন্দারগুপ্তের পুত্র। গুপ্তকুলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ বল্লাল তাঁহাকেও কৌলীন্যদানপূর্ব্বক রাঢ়ে আনয়ন

করেন। ইঁহারা সেনভূমিসংস্থ করঙ্ককোঠহইতে রাঢ়ের বরাহনগরে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

কাশ্যপান্বয়সম্ভূতঃ প্রধানং জ্যেষ্ঠ এব যঃ
পরমেশ্বরগুপ্তোঽয়ং বীজী গুপ্তকুলে পুনঃ ॥
পরমেশ্বরগুপ্তস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহাযশাঃ।
শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরগুপ্তোঽয়ং বীজী সৎকর্ম্মধর্ম্মকৃৎ ॥
চৌড়ালাবিহিতস্থানো বিদ্যাকৌলীন্যসম্পদা ॥ ৪৪০ পৃঃ। ঐ

পরমেশ্বরগুপ্তও গুপ্তকুলে বীজী ও তিনি মন্দারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরমেশ্বরগুপ্তের নামান্তর সূর্য্যগুপ্ত—(কণ্ঠহার দেখ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহাত্মা ত্রিপুরগুপ্ত, তিনি মহাযশাঃ, সাধুকর্ম্মা ও পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কৌলীন্য লইয়া করঙ্ককোঠপরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়ের চৌড়ালা গ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। গুপ্তবংশের সমাজ স্থান এই সকল—

করঙ্ককোঠো গুপ্তানাং স্থান মাদৌ ততঃপরং।
বরাহনগরং পালিনালা চৌড়ালিকা তথা ॥
বারাশতো নিয়োলশ্চ তৈপুরং সুপুরং টিটা।
শিঙ্গানো বীরভূমিশ্চ ফুল্লশ্রীমল্লভূমিকা ॥
দ্বারহাটা তথা দীপা মাটিয়ারী চ ভীপুরং।
বাগুণ্ডা চাঁপতা বেঙ্গা সরা খ্যানরপূরকং ॥
ভদ্রখালী ভায়ুসিংহো ভূঞাড়া কড়য়ী তথা।
অগ্রহাড়া দশঘরা পিড়াগাঁ নদীয়া তথা ॥
স্থানান্যন্যানি গুপ্তানাং সন্তি জ্ঞেয়ানি বুদ্ধতঃ ॥ ১২ পৃঃ। ঐ

গুপ্তসমাজের ফুল্লশ্রী ও বাগুণ্ডা গ্রাম যথাক্রমে বরিশাল ও যশোহরের অন্তর্গত বটে কিনা, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। ভরত কুলীনদিগের এই সমাজস্থানের নাম লইয়া তৎপর বলিলেন যে—

খণ্ডে কোগ্রামোবোহারিঃ কড়য়ী পাজনৌরকঃ।
কদাচিৎ আর্ত্তিসময়ে কুলীনস্যাবলম্বনম্ ॥ ১২ পৃঃ। ঐ

ইতি কুলীনানাং [illegible]বলম্বনস্থানম্।

অর্থাৎ কুলীনেরা কষ্টের সময়ে খণ্ড সমাজের অন্তর্গত কোগ্রাম, কড়্রী ও পাজনৌরক নামক স্থানে আদান প্রদান করিতে পারিবেন। কালক্রমে কুলীনগণ সকলে একত্রাবস্থান জন্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত উক্ত খণ্ড বা শ্রীখণ্ড নগরে যাইয়া কুলীনদিগের সমাজ স্থাপন করেন। যদাহ ভরতসেনঃ—

শ্রীখণ্ডনামনগরী রাঢ়ে বঙ্গে চ বিশ্রুতা।
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানাং আশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে॥
যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যঃ খণ্ডোহভূৎ ভিষক্প্রিয়ঃ।
বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্ব্বেষামেব বাসভূঃ॥ ১৩ পৃঃ
আদৌ শ্রীখণ্ডনগরী রাঢ়ামধ্যে চ ভূষিতা
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানাং কুলীনানাং সমাজভূঃ॥ ১২ পৃঃ ঐ

শ্রীখণ্ডনগরী রাঢ় ও বঙ্গে বিশ্রুত, সেন, দাশ, গুপ্ত, সকল কুলীনগণেরই ইহা আশ্রয়স্থান। ইহা বৈদ্যমাত্রেরই অতি প্রিয়ধাম। এবং সকল কুলীনগণের বাসভূমি, কুলীনেরা অনেকেই মালঞ্চ, তেহট্ট ও বরাহনগরহইতে তথায় যাইয়া সমবেত হয়েন।

মহাকুল শক্তি্গোত্রীয়গণ কি শ্রীখণ্ডে গমন করিয়াছিলেন? না, এই বংশ শ্রীখণ্ডে গমন করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, ঐ সময়েই রণ্ডদোষে তাঁহাদিগের কৌলীন্য-সূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছিল। এই কথার সমর্থন জন্য আমরা এখানে শ্রীখণ্ডের অধিবাসিগণের নাম ও বংশ নির্দ্দেশ করিব।

১। চৌধুরীপাড়া ·········এই পাড়ায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চতুর্ধুরীণ্, রামচরণ চতুঃ, দীননাথ চতুঃ, হেমচন্দ্র চতুঃ, চারুচন্দ্র চতুঃ, অবিনাশচন্দ্র চতুঃ ও কার্ত্তিকচন্দ্র চতুর্ধুরীণ্। (ইঁহারা মহাকুল হরিহর খাঁ); শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় মল্লিক, খগেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক, মোহিনীমোহন মল্লিক, কিশোরীমোহন মল্লিক ও যতীন্দ্রমোহন মল্লিক। (ইঁহারা মহাকুল কৃষ্ণ খাঁ); শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায়, হরলাল মজুমদার, উমানারায়ণ মজুমদার, নগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও রজনীকান্ত মজুমদার (ইঁহারা মহাকুল দুর্জ্জয় দাশ); শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গুপ্ত দেবশর্ম্মা (ইনি বরাহনগরীয় মহাকুল কাবুগুপ্ত) ও শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ দাশ (ইনি মহাকুলপ্রভব বাণ দাশ) মহাশয় প্রভৃতি বাস করেন।

২। ঠাকুরপাড়া.........এই পাড়ায় শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ঠাকুর, রাধিকানন্দ ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, রাখালানন্দ ঠাকুর, নদিয়াবিলাস ঠাকুর, কৃষ্ণনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঠাকুর (ইঁহারা বালিনাছী পন্থদাশ কুলীন), শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় কবিরাজ (ইনি পালীগ্রামী কুলীন পন্থ) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাশ, গোলোকনাথ দাশ, গোপালকৃষ্ণ দাশ, যুগলকৃষ্ণ দাশ (ইঁহারা মহাকুল দুর্জ্জয় দাশ), শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মল্লিক, দ্বিজপদ মল্লিক, ক্ষেত্রপদ মল্লিক বিজয়কৃষ্ণ রায়, বনওয়ারীলাল রায় (ইঁহারা মহাকুল কৃষ্ণ খাঁ), শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেন (ইনি খানেয়া ধন্বন্তরী মধ্যমকুল), শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র সেন (ইঁহারা তেউসেন মধ্যমকুল) প্রভৃতি মহাশয়গণ বাস করেন।

৩। মৌলিকপাড়া.........এই পাড়ায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, রাধিকানাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বহুবল্লভ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ বাস করেন।

এইরূপে কুলীনগণ যাইয়া পুণ্যধাম শ্রীখণ্ড নগরে সমবেত হইলে বৈদ্য কুলীনগণ, শ্রীখণ্ডসমাজীয় বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করেন। এই শ্রীখণ্ড সমাজই রাঢ়ীয় সমাজের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ। এই সমাজের বৈদ্যগণকে সকলেই প্রভূত সম্মান করিয়া থাকেন, শ্রীখণ্ডসমাজ বৈদ্যজাতির মহাগৌরব ভূমি। কালক্রমে এই শ্রীখণ্ড সমাজ হইতে সপ্তগ্রামী ও সাতশৈকা নামে আর দুইটি শাখাসমাজ বহির্গত হইয়া রাঢ়ীয়বৈদ্যসমাজকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছে, সেই তিনটি সমাজই এইক্ষণ প্রধান বলিয়া গণ্য। নিম্নে এই সমাজত্রয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ক। শ্রীখণ্ডসমাজ...........শ্রীখণ্ডনগর, বর্দ্ধমান জিলার অধীন। ইহার উত্তরে যাজিগ্রাম (হিলোড়া যাজিগ্রাম নহে, উহা মুর্শিদাবাদে) ও নয়ানগর, দক্ষিণে আলমপুর, পূর্ব্বদিকে হরিপুর ও মস্তাপুর, পশ্চিমে নহাটা, বাউড়ে ও দেবকুণ্ড। এই গ্রাম কাটোয়া সবডিবিশনের এলাকাধীন। এই গ্রাম এবং বেণেপাড়া, উদ্ধরণপুর, টেঙ্গা, বৈদ্যপুর, পাণিহাটী, নিরোল, কেতুগ্রাম, তৈপুর, বিল্বেশ্বর, পাণ্ডুগ্রাম, গোরণা, ঝামটপুর, শেরানদী, বাগেশ্বরদী, দৈদা, পাঁজরা, আলমপুর, অগ্রদ্বীপ, বেঙ্গা ও পানুর হট্টগ্রামের বৈদ্যগণ লইয়া শ্রীখণ্ডসমাজ পরিগণিত। এই সকল গ্রাম প্রাচীনতম সুহ্ম দেশ

বা আদিম রাঢ়ের অন্তর্গত। তবে ভাগীরথীর উত্তর তীরবর্ত্তী বুধরি গ্রামের বৈদ্যগণও এই সমাজভুক্ত বটেন। (১)

এই সমাজের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ঝামটপুর গ্রামে চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। আলমপুর গ্রামে অবদানকল্পতরু মহা মনস্বী উদারচেতাঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট উকিল জমিদার মহাশয়ের বাসস্থান। এবং অগ্রদ্বীপ গ্রামে অতীব ধর্ম্মপরায়ণ দানশৌণ্ড শ্রীযুক্ত মধুসূদন মল্লিক, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক জমিদার মহাশয় ভ্রাতৃত্রয় বসবাস করেন, ইঁহারা মধ্যমকুল। বুধরি গ্রাম রামচন্দ্র সেন কবিরাজ বা পদাবলীপ্রণেতা গোবিন্দদাসের জন্মভূমি।

খ। সপ্তগ্রামী সমাজ.........স্বনামধন্য সপ্তগ্রাম নগর সরস্বতী নদীর উত্তর এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নবদ্বীপহইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী জনপদসমূহ এই সমাজের অন্তর্গত। ইহার উত্তরে শ্রীখণ্ডসমাজ ও পশ্চিমে সাতশৈকাসমাজ। উক্ত সপ্তগ্রাম এবং পিণ্ডিরা, ত্রিবেণী, বিষপাড়া, অম্বিকা, কালনা, ধাত্রীগ্রাম, পাতিলপাড়া, মালঞ্চ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, শুকড়িয়া, নাটাগড়ি, দীঘড়িয়া, নরহট্ট বা কাঁচড়া পাড়া, কুমারহট্ট বা হালিসহর, গৌরীভা বা গরপে, গোনড়া, ভাজনঘাট, মেহেরপুর, ত্রিহট্ট, কৃষ্ণনগর, বরাহনগর, কেরালকাতা কলিকাতা এবং চব্বিশপরগণা লইয়া এই সপ্তগ্রামসমাজ পরিগণিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সপ্তগ্রামসমাজ শ্রীখণ্ডসমাজের অবান্তর শাখা, উক্ত সমাজের বৈদ্যগণ আসিয়াই পিণ্ডিরা গ্রামে এই সমাজের পত্তন করেন। কিন্তু তৎকালে সপ্তগ্রাম বিশেষ পরিচিত ছিল বলিয়া উক্ত সপ্তগ্রামের নামেই সমাজের নাম রক্ষিত হয়।

দুর্জ্জয় দাশ, চণ্ডীবর দাশ, গণপতি দাশ ও বাণ দাশ, ইহাঁরা চারি সহোদর ভ্রাতা। ইহাঁরা সকলেই শ্রীখণ্ডগ্রামে বাস করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে

(১) শ্রীখণ্ড গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় মহাকুল দুর্জ্জয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ বাবুর বৈবাহিক) ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার বাস করেন। ঠাকুর পাড়ার রাধিকানাথ রায় (দ্বারিকানাথ নহে), গোপালকৃষ্ণ দাশ (রায়) ও শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ দাশ (রায়) দুর্জ্জয় মহেশ, পালিগ্রামী পন্থ। শ্রীখণ্ডে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর বরাট প্রভৃতিও বাস করেন।

দুর্জ্জয় দাশ, আপনার অধ্যাপক দ্বিতীয় চক্রপাণি দত্ত বা পাণিঠাকুরের অনুরোধে তাঁহার কন্যা ঠাকুর দাসীকে বিবাহ করিলে দুর্জ্জয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাণ দাশ ভ্রাতৃবধূর পাকস্পর্শে ভোজন করিতে অসম্মত হয়েন। তাহাতে অভিমানিনী দুর্জ্জয়বনিতা বহু বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে দুর্জ্জয় বাণকৃত অবমাননার প্রতিশোধজন্ত আপনার কুলপঞ্জিকায় লিখিয়া বসিলেন—

বাণদাশে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ

কুলীনে কন্যা দান বা কুলীনের কন্যা গ্রহণ না করার নাম রণ্ডদোষ এবং পিণ্ডবাধে এমন কন্যার পরিণয়ের নাম পিণ্ডদোষ। যাঁহাদিগের রণ্ড বা পিণ্ডদোষ ঘটে, তাঁহারা নিষ্কুল, আর বাণদাশও অদ্যাবধি নিষ্কুল হইলেন। এ বিষয় লইয়া শ্রীখণ্ডনগরে আন্দোলন উপস্থিত হইলে প্রধানগণ দুর্জ্জয়ের পক্ষপাতী হইলেন। তখন গণপতি দাশ, ভ্রাতা বাণ ও ধনহণ্ড সেন প্রভৃতিকে লইয়া পিণ্ডিরা গ্রামে আসিয়া নরহট্টপ্রভৃতি গ্রামবাসিগণের সমবায়ে এই সপ্তগ্রাম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লীর সান্নিধ্যবশতঃ কালে এই সপ্তগ্রামসমাজেই বহু মনীষী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হয়েন।

কালনা গ্রামে স্বনামধন্য কবিরাজ ৺চন্দ্রকিশোর সেন ও তদীয় পুত্র প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যশাস্ত্রী ও ৺বিনোদলাল সেন কবিরাজ মহাশয়ও এই গ্রামবাসী বটেন। পাতিলপাড়া গ্রাম মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয়ের জন্মভূমি ও ধাত্রীগ্রামে উঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। মালঞ্চ গ্রাম বিনায়কসেনের আদি উপনিবেশ ভূমি। শান্তিপুরে শক্তিগোত্রীয় মহামতি শান্তিসেন বাস করিতেন. তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম শান্তিপুর হয়। নাটাগড়ি গ্রাম জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী ৺সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্মভূমি। নরহট্ট বা কাঁচড়াপাড়ায় পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর বা চৈতন্যদাস জন্মগ্রহণ করেন। দুর্জ্জয়কুলভূষণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র দাশগুপ্ত এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে সমলঙ্কৃত করেন। কুমারহট্ট বা হালিসহরে ভগবতীভক্ত ভক্তবৃন্দবন্দিত ৺রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত কর্ণেল্ কে, পি, গুপ্ত ডাক্তার মহাশয়ও এই গ্রামের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী। গৌরীভাগ্রামে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বরদারাজের কর্ম্ম

সচিব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাশ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের জীবন-দাতা ব্রহ্মানন্দ মনীষী কেশবচন্দ্র সেনের আদিনিবাসভূমিও এই গৌরীভাগ্রাম। ভাজনঘাটে মহামনাঃ ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম হয়। মেহেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক প্রভৃতি মহোদয়গণ বিখ্যাত ব্যক্তি। ত্রিহট্ট গ্রাম শক্তি ও চায়ুদাশগণের রাঢ়ীয় আদি বাসস্থান।

(গ)। সাতশৈকাসমাজ......ইহার উত্তরসীমা, শ্রীখণ্ডসমাজ, দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া, পূর্ব্বসীমা সপ্তগ্রামসমাজ ও ভাগীরথী, পশ্চিমসীমা বাঁকুড়া মানভূমি ও বীরভূমি। উক্ত সাতশৈকা, চুপী, কঢ়য়ী, মানকর, জামনা কাণপুর, দীর্ঘপাড়া, হাঁরাড়া, নপাড়া, সাতগড়িয়া, বাগিড়া ও আমুদপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া এই সমাজ গঠিত।

এই সমাজও শ্রীখণ্ডসমাজের শাখান্তরবিশেষ। এই সমাজের এলাকার মধ্যে সমুদ্রগড় নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রাজারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বঙ্গজবৈদ্য রামানন্দ রায় উক্ত সমুদ্রগড় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এই দেশেই বাস করিতে অভিলাষী হইয়া বাগিড়া গ্রামে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এবং তিনিই শ্রীখণ্ডের নানাস্থানহইতে কুলীনগণকে আনিয়া আদানপ্রদানদ্বারা বশীভূত করিয়া তথায় বাস করান, তাহা হইতেই এই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সমাজের মধ্যগত চুপীগ্রামে ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি দর্শনশাস্ত্রে পারদৃশ্বা স্বনামধন্য ধন্বন্তরিকল্প, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস দাশ কবিভূষণ, বিদ্যাবাচস্পতি, শিরোমণি, সরস্বতী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইনি অতীব উদারচেতাঃ, মনস্বী, দাতা ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। ইঁহার কলিকাতাস্থ চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রগণ ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার বৈদ্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। মানকর গ্রামে বর্দ্ধমানের রাজবৈদ্য মহামতি ৺ভোলানাথ কবিরাজ বাস করিতেন। হাঁরাড়া গ্রামে অবদানকল্পতরু দাতাকর্ণ মূর্ত্ত ধন্বন্তরী ৺রমানাথ সেন বরাট সরস্বতী কবিরাজ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া উহাকে অলঙ্কৃত করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর চিন্তাসংকোবিদ ৺শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার ডিঃ মাজিষ্ট্রেট নপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ৺মহেশচন্দ্র চতুর্ধুরীণ ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চতুর্ধুরীণপ্রভৃতি মহাশয়গণ আমুদপুরের কৃতী সন্তান।

আমরা আবশ্যকবোধে এখানে একটী অবান্তর বিষয়েরও অবতারণা করিব। উল্লিখিত সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণ রাজগণকে তদানীন্তন দুর্বৃত্ত মুসলমান নবাবগণ বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির উচ্চসম্মান অদ্যাপি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেক পুত্রেরই অন্নপ্রাশনের সময় একটি মুসলমান ও একটি হিন্দুনাম রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বংশের প্রধান ব্যক্তির নাম শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঠাকুর ও মহম্মদ ইছামৎ খাঁ এবং তাঁহার পিতার নাম ৺মধুসূদন ঠাকুর ও মহম্মদ মহব্বত খাঁ সাহেব। যাহা হউক, অতঃপর আমরা গোয়াশ সমাজের কথা বলিব।

ঘ। গোয়াশ সমাজ ....গোয়াশ গ্রাম বহরমপুরের আট দশ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে চান্দ্রাপাধিক বৈদ্যগণ জমিদার ছিলেন। তাঁহারা যে সকল কুলীনকে কন্যাদানাদিসূত্রে ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, তাঁহাদিগের সমবায়ে এই সমাজ গঠিত। ইহাও উত্তর রাঢ় বা বিহরোঢ় প্রদেশের অংশ বিশেষ। এই সমাজ গোয়াশ, মালীবাড়ী, বিলচাংড়া, শ্রীরামপুর, ঝাঁঝাঁ, অম্বরপুর, পঞ্চাননপুর, ইছলামপুর, কামালপুর ও রামপুর প্রভৃতি গ্রাম লইয়া পরিগণিত।

উক্ত শ্রীরামপুর গ্রাম, কলিকাতার স্বনামধন্য ধন্বন্তরিকল্পকবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন মহাশয়ের জন্মভূমি ও বাসস্থান। ৺চারুকৃষ্ণ মজুমদার রায় বাহাদুর, ৺হরিকৃষ্ণ মজুমদার রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত প্রিয়কৃষ্ণ মল্লিক বারিষ্টার উক্ত ইছলামপুরের জমিদার ও অধিবাসী।

আমরা সংক্ষেপে রাঢ়ীয় প্রধান সমাজচতুষ্টয়ের কথা বলিলাম, অতঃপর রাঢ়ীয় সমাজের দত্তধরকরাদি বৈদ্যগণের সমাজের কথা বলিব। ভরত বলিতেছেন যে,—

কেতুগ্রামো বটগ্রামো যাজিগ্রামো বদীপুরম্।
কোদলা ভদ্রখালী চ দিগঙ্গো হুহুরাপুরম্॥

রুক্মিণী কাঁচড়াপাড়া চুপিঃ খাগড়িয়া তথা।
ভূঞাড়া শিধলগ্রামোহপ্যনগ্নশিকড়স্তথা॥
পরোভাথুরিয়া বাজুর্ধুনিয়াপুরমেব চ।
দত্তদেবাদয়ো বৈদ্যাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।
স্থানানি তেষামন্যানি বিজ্ঞাতব্যানি বুদ্ধতঃ॥
ইতি সামান্যতঃ দত্তদেবাদীনাং বৈদ্যানাং স্থানকথনম্।
চন্দ্রপ্রভা – ১২ পৃঃ

কেতুগ্রাম, বটগ্রাম, যাজিগ্রাম, বদীপুর, কোদলা, ভদ্রখালী, দিগঙ্গ, হুদুরাপুর, রুক্মিণী, কাঁচড়াপাড়া, চুপি, খাগড়িয়া, ভূঞাড়া, শিধল, অনগ্ন শিকড় (লিপিকর প্রমাদ), ভাথুরিয়া, বাজু, ধুনিয়াপুর, ইহা দত্ত ও দেবাদি বৈদ্যগণের সাধারণ স্থান। ইহা ভিন্নও অন্যান্য স্থানে ইঁহারা বাস করিতেছেন ও করিয়াছেন। ভরতসেন "ভাথুরিয়া বাজু" একটি শব্দ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পৃথক্ দুইটি স্থান। মাণিকগঞ্জ ভাথুরিয়া (বেথুর) নামে একটি স্থান আছে, পরন্তু মাণিকগঞ্জ বাজু প্রদেশ নহে।

৩। বঙ্গীয় সমাজ.........সমগ্র বঙ্গদেশের (বাঙ্গালা নহে) বৈদ্যগণের যে সমাজ, উহার নাম বঙ্গীয় সমাজ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র বলিতেছেন যে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ ৭ম পটল।

অর্থাৎ যাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদ, পশ্চিমে ভাগীরথীগর্ভপ্রভব বিহরোঢ় বা বাগড়ী, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানের নাম বঙ্গদেশ।

সুতরাং জানা গেল যে, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল ও ঢাকা বিক্রমপুর লইয়া বঙ্গদেশ পরিগণিত। তবে কি আলাপসিং ও মহেশ্বরদি পরগণাও বঙ্গদেশের অন্তর্গত? না তাহা নহে। ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ময়মনসিংহ, দক্ষিণ সীমা ঢাকা জিলা। কিন্তু কাওরাদের নদীর উত্তরে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত যে চড়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ যাহার নাম আলাপসিং পরগণা, যাহার মধ্যে গফরগাঁ, ফুলবাড়ী, কুষ্টিয়া, ধলা, কান্দিহারী, নশিরাবাদ, মুক্তাগাছা ও বেগুণবাড়ী প্রভৃতি জনপদ অবস্থিত, উহা নূতন উৎপন্ন এবং উহা

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে যে দুইটি নূতন চড়া পড়ে, তাহাও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মহেশ্বরদিপ্রভৃতি পরগণার অন্তর্গত হইয়া উহাও মহেশ্বরদি সুবর্ণগ্রাম নামের বিষয়ীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিমে লক্ষা নামে যে নদী প্রবাহিত, উহা ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমাংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ত্রিপুরা ও মহেশ্বরদি পরগণার মধ্যবর্ত্তী মেঘনা নদও ব্রহ্মপুত্রের অংশবিশেষ। পূর্ব্বোক্ত আলাপসিং ও এই অভিনব মহেশ্বরদী পরগণা পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের অন্তর্গত।

আচ্ছা, তাহা হইলে বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বৈদ্যগণ কি তবে বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্য নহেন? স্থানের নামানুসারে উঁহারা বারেন্দ্র বৈদ্য বলিয়া বিঘোষিত, কিন্তু উঁহাদিগের সহিত বঙ্গীয় সমাজের সমগ্র বৈদ্যগণের আবহমানকাল আদান প্রদান হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য উঁহারা বারেন্দ্র হইলেও লোকে উঁহাদিগকে বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্য বলিয়া থাকেন। আচ্ছা, তাহা হইলে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের বৈদ্যগণকে কোন্ সমাজের অন্তর্গত বলিতে হইবে? টাঙ্গাইল বা পশ্চিম ময়মনসিংহবাসী বৈদ্যগণও সেনহাটী বা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের অন্তর্গত। কেহ বলেন, টাঙ্গাইল পরগণা পূর্ব্বে ঢাকা বা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ছিল, কেহ কেহ বলেন যে উহা পূর্ব্বে পাবনার একাংশ ছিল, পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহাকে ময়মনসিংহ জিলার সামিল করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু উঁহাদিগের আদান প্রদান পূর্ব্ববৎই সেনহাটী ও বিক্রমপুর সমাজের সহিত চলিত রহিয়াছে। যে প্রকার অভিনব পদ্মানদী বিক্রমপুর পরগণাকে দ্বিধা বিভক্ত করায় বিক্রমপুরের কতকগুলি অতি প্রধান স্থান কার্ত্তিকপুর, কোমরপুর, রাজনগর, পোড়াগাছা, সঙ্কট, পালং ও দাশড়া প্রভৃতি ঢাকা জিলা হইতে খারিজ হইয়া ফরিদপুর জিলার সামিল হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ অভিনব যমুনানদী আটিয়া ও কাগমারী পরগণাকে পাবনা সিরাজগঞ্জ হইতে পৃথক্ করায় উহারা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি, টাঙ্গাইল, যশোহর, নদীয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, বিক্রমপুর ও বরিশাল জিলা লইয়া বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ পরিগণিত। তন্মধ্যে—

নদীয়ায়—লাখুড়িয়া, দাহুপুর; যশোহরে, কালিয়া, ছোটকালিয়া, রামনগর, বেন্দা, ইতিনা, বোধখান, আঠারখাদা, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, গয়েশপুর, বাটাযোড়, দ্বারিকাপুর, হরিহরনগর, দীঘলকান্দী, ময়না, নান্দাইল, সারোলিয়া, বাবইজানি ও কুড়লিয়া ; খুলনায়—সেনহাটী, পয়োগ্রাম, মূলঘর, ভট্টপ্রতাপ ও উৎকূলগ্রাম বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্যগণদ্বারা অধ্যুষিত। তবে বোধখান, দ্বারিকাপুর, গয়েশপুর ও ডুমরিয়াতে কয়েকঘর রাঢ়ীয় বৈদ্যও বাস করিতেছেন। খুলনা জিলার ভোগিলহট্ট, শুভবাটী বা শুভলাড়া, কাটিপাড়া এবং চন্দনীমহল গ্রাম বৈদ্যদিগের প্রধান বাসস্থান ছিল, কিন্তু এইক্ষণ ঐ সকল গ্রামে একঘর বৈদ্যও বিদ্যমান নাই। ফরিদপুর জিলায় বাণীবহ, তেনায়ী, তেঘড়ি, খান্দারপাড়, সেনদিয়া, কাহুড়িয়া, কাজলিয়া, কোটালিপাড়, মস্তাফাপুর, আড়কান্দী, কাশিয়ানি, পাঁচথুপী, পাঁচচড়, মেঘচামী, দুলালী ও ভূষণা প্রভৃতি স্থান বৈদ্যপ্রধান।

ঢাকাজিলায়—ঢাকা, বিক্রমপুর ও চাঁদপ্রতাপ পরগণা বৈদ্যপ্রধান স্থান। মুন্সীগঞ্জের অন্তর্গত রামপালনামক স্থানে বল্লালপ্রভৃতি বৈদ্যরাজগণের রাজধানী ছিল। তথায় এইক্ষণ কয়েকখানী পর্ণকুটীর ও কয়েক ঘর মুসলমান ভিন্ন কাহারও বসবাস দৃষ্ট হইয়া থাকে না। ঢাকা জিলার ঢাকানগরে কোন দিন বৈদ্যের বাস ছিল না। এইক্ষণ অনেকে কার্য্যোপলক্ষে ঢাকা, ওয়ারি ও গেণ্ডারীতে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঢাকার পশ্চিমে মিরপুর ও নবাবগঞ্জ থানার অধীন গোবিন্দপুরে কয়েক ঘর বৈদ্যের বাস আছে। ঢাকার অধীন জয়দেবপুর ও মহেশ্বরদী পরগণা এবং সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলেও বহু বৈদ্যের বাস আছে, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের অন্তর্গত। ঢাকার অধীন চাঁদপ্রতাপ পরগণাও বৈদ্যপ্রধান স্থান। তথায় তেওতা, বাটঘর, সুয়াপুর, দাশড়া, গালা, বায়রা, ভাথুরিয়া, নবগ্রাম, মত্ত, নালী ও মহীয়ারীপ্রভৃতি স্থান বৈদ্যপ্রধান। কাগমারি ও আটিয়া পরগণায় শাখরাইল, কালীহাতি ও বিয়াফৈর প্রভৃতি বহু গ্রাম বৈদ্যপ্রধান; ঢাকার মধ্যে বিক্রমপুর পরগণা সর্ব্বপ্রধান বৈদ্যপ্রধান স্থান। এই বিক্রমপুর পরগণার পদ্মার উত্তর পাড়ে সোণারঙ্গ, কামারখাড়া, বিদগাও, গাকুড়গাঁও, কলমা, বেজগাও, মধ্যপাড়া, ভরাকৈর, তেলীরবাগ, টঙ্গীবাড়ী, মালপদী, বজ্রযোগিনী

বানরী, গাউপাড়া, সাওগাঁও, চারিআনি, গুপগাও, চুয়াইন, কাঁচাদিয়া, খালিগাও, শিমুলিয়া, মূলচর, হাশাড়া, ষোলঘর, দেভোগ, জৈনসার, বেলতলী, বাঘিয়া. চাজিরতলা, বাহেরক, সানীহাটী, বরাইল, নয়না ও আউটসাহী প্রভৃতি স্থান প্রধান। পদ্মার দক্ষিণপাড়ে রাজনগর, জপসা, সঙ্কট, কার্ত্তিকপুর, কোমরপুর, পোড়াগাছা, দাশড়া ও পালং প্রভৃতি স্থান বৈদ্যপ্রধান। কিন্তু রাজনগর, সঙ্কট, জপসা ও পোড়াগাছা প্রভৃতি স্থানের এখন কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই, ঐ সকল গ্রাম কীর্ত্তিনাশার বিশাল কুক্ষিতে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বিক্রমপুর একটি প্রশস্তভূমিই ছিল, পদ্মা আসিয়া উহাকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে তেওতা, ঘাটিঘর ও সুয়াপুর প্রভৃতি স্থানও জিলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ছিল, পদ্মা উহাদিগকেও এইরূপ ফরিদপুর হইতে বিযুক্ত করিয়া ঢাকার সামিল করিয়া দিয়াছে এবং ঢাকা বিক্রমপুরের পালং, দাশড়া, কাত্তিকপুর ও কোমরপুর প্রভৃতি স্থান ফরিদপুরের মধ্যগত হইয়া সেই ক্ষতির পূরণ করিয়াছে। এইরূপ বঙ্গীয়সমাজের বৈদ্যগণ নানা স্থানে বসবাস করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে কেবল পরিমিত সাতাইশটি গ্রাম লইয়া বঙ্গীয়সমাজ পরিগণিত ছিল। উক্ত সাতাইশ সমাজের নাম এই—

১। সেনহাটী, ২। চন্দনমল্ল, ৩। দশবাড়ী, ৪। ভেড়ারবল্ল।
৫। দাপন্দী, ৬। আড়পাড়া, ৭। ভোগিলহট্ট, ৮। শুভলাড়া।
৯। পয়োগ্রাম, ১০। তেনাই, ১১। তেঘরি, ১২। বারমল্লিকা।
১৩। পাঁচথুপী, ১৪। নাগেরহাট, ১৫। মেঘচামী, ১৬। রৌহাটিকুলি।
১৭। জামতই, ১৮। ইদিলপুর, ১৯। পোড়াগাছা, ২০। বিক্রমপুর।
২১। আদকচি, ২২। বাঘলাড়া, ২৩। কাটিপাড়া, ২৪। দাশড়া॥
২৫। শৌলকোপা, ২৬। জাইঝাড়া, ২৭। বুড়লিয়া সমাজসারা। উক্তঞ্চ—

সেনহট্টঃ পয়োগ্রামশ্চন্দনীমহলস্তথা।
দশবাটী ভেড়াবল্লো দাপন্দী ভুগিলহাটিকঃ॥
আড়পাড়া শুভেরাঢ়া তেঘরির্বারমল্লিকা।
পঞ্চথুপী চ তেনান্নী নাগেরহট্ট এব চ॥
মেঘচামী রৌহাটিকূলী জামৃতৈল মিদিলপুরং।
বিক্রমপুরং পোড়াগাছা, আদকুচির্দাশড়াহপিচ॥

বুড়ুলিয়া বাঘলাড়া কাটীপাড়াঽপি চ স্মৃতা।
শৌলকোপা জাইঝাড়া সমাজাঃ সপ্তবিংশতিঃ॥

কিন্তু এইক্ষণ চন্দনীমহল, ভেড়ারবল্ল, দাপনদী, ভোগিলহট্ট, শুভলাড়া নাগেরহাট, রৌহাটিকলি, ইদিলপুর, আদকচি, শৌলকোপা ও কাটিপাড়া প্রভৃতি স্থানে একঘর বৈদ্যও বিদ্যমান নাই।

৪। পূর্ব্ববঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ। ইহা দুইভাগে বিভক্ত একভাগে ঢাকা জিলার মহেশ্বরদি পরগণা ও সুবর্ণগ্রাম, অন্যভাগ ভাওয়াল, জয়দেবপুর, ত্রিপুরা, নওয়াখালী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পূর্ব্বময়মনসিংহের বৈদ্যগণ লইয়া গঠিত।

(ক) মহেশ্বরদী ও সুবর্ণগ্রাম…এরূপ জনশ্রুতি আছে যে হামছাদিগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী বৈদ্য মহেশ্বরসেন মহাশয়ের নামহইতে মহেশ্বরদী পরগণা ও সুবর্ণগ্রাম নামহইতে সোণারগাঁ পরগণার নাম গঠিত। সুবর্ণগ্রাম ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী, কিন্তু মহেশ্বরদী ও সোণারগাঁ পরগণার গ্রামসকল ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীরেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনব্রহ্মপুত্রের গর্ভে লক্ষা ও মরা ব্রহ্মপুত্র এবং মরা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যে যে দুইটি নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে, উহারা উক্ত মহেশ্বরদী ও সোণারগাঁ পরগণার অধীন ও ঢাকা জিলার অন্তর্গত। মৃত ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমতীরে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ বৈদ্যপ্রধান।—

১। বন্দর—অধিবাসী শক্তি, শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণসেন চৌধুরী প্রভৃতি।

২। কেওঢালা—শক্তি, প্রভাতচন্দ্র সেন ও শাণ্ডিল্য ভারতচন্দ্র দত্ত প্রঃ।

৩। পঞ্চমীঘাট—রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত কাশ্যপ প্রঃ।

৪। কর্ণগোপ– ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, কাশ্যপ ও প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত মৌদ্গল্য প্রভৃতি।

৫। রাউৎগাঁ—অম্বিকাচরণ সেন শক্তি, পেন্সনপ্রাপ্ত এ, সার্জ্জন, কাশ্যপ মনোহর গুপ্ত ডিঃ মাঃ ও শক্তি, কেদারনাথ সেন, হেড-পণ্ডিত, মধ্য ইঃ স্কুল প্রভৃতি।

৬। দুপতারা—রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন ধন্বন্তরি ও জয়চন্দ্র দাশ মৌদ্গল্য, পোঃ ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি। কৈলাসচন্দ্র দাশ সব-ডিঃ।

৭। নপাড়া—যতীন্দ্রচন্দ্র সেন, বি, এ, ক্লার্ক রেভিনিউ বোর্ড প্রভৃতি।

৮। বিরামপুর—প্রভাতচন্দ্র সেন, ধন্বন্তরি শিক্ষক প্রঃ।

৯। সাতগাঁ—নীলমণি দত্ত গুপ্ত, শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত উকিল প্রভৃতি।

১০। আমদিয়া—কালীমোহন সেন শক্তি, বি-এল্, ভুবনমোহন সেন, বি-এ, শক্তি ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার, রাজমোহন সেন শক্তি, এম-এ, প্রফেসর রাজসাহী কলেজ, কালীমোহন সেন শক্তি, বি-এ, ডিঃ মাঃ, ধন্বন্তরি নীরদচন্দ্র সেন উকিল ও কাশ্যপ যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি।

১১। মাথরা—কামিনীমোহন সেন ধন্বন্তরি, বি-এ, আবগারি ডিঃ সুঃ, নবীনচন্দ্র সেন শক্তি কবিরাজ ও কাশ্যপ প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ প্রঃ।

১২। পাকড়িয়া—উপেন্দ্রচন্দ্র দাশ, ধন্বন্তরি মনোরঞ্জন সেন ও মৌদ্গল্য সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ, অম্বিকাচরণ সেন শক্তি ও শ্যামাচরণ দেব গুপ্ত অত্রি প্রঃ।

১৩। পাঁচদোনা—ধন্বন্তরি কালীকুমার সেন, শক্তি ৺ দর্পনারায়ণ সেন রায় জমিদার, চারুচন্দ্র সেন, পরেশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার সেন ও তৎপুত্র প্রখ্যাতনামা বীরেন্দ্রনাথ সেন, I. C. S. প্রভৃতি।

১৪। ভাটপাড়া—মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কাশ্যপ I. C. S. ও নরেন্দ্রচন্দ্র সেন ধন্বন্তরি, বি-এল, পুলিশ ইন্স্পেক্টর ও অমূল্যচন্দ্র দাশ গুপ্ত মৌদ্গল্য, বি-এ, একসাইজ সব ইন্স্পেক্টর ও ধন্বন্তরি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন, তৎপুত্র কবিরাজ শচীন্দ্রনাথ সেন কবিভূষণ (ইঁহারা বিক্রমপুর মধ্যপাড়া হইতে আগত) প্রভৃতি।

১৫। শানথলা—ধন্বন্তরি পূর্ণচন্দ্র সেন প্রঃ।

১৬। গোতাসিয়া—হরিমাণিক্য সেন শক্তি, বি-এল, প্রঃ।

১৭। একদুয়ারিয়া—গগনচন্দ্র সেন ধন্বন্তরি প্রঃ।

১৮। সাতপাইকা—উমানাথ সেন শক্তি ও কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত কাশ্যপ প্রভৃতি।

১৯। গয়েশপুর—ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত কাশ্যপ, এম্-এ, বি-এল, প্রফেসর প্রঃ।

২০। কাউয়াদী—তারিণীচরণ সেন শক্তি প্রঃ।

২১। ধাপুয়া—মদনমোহন সেন ও শাণ্ডিল্য চন্দ্রকুমার ও চন্দ্রকিশোর দত্ত গুপ্ত প্রঃ।

২২। পাঁচগাঁ—গগনচন্দ্র দেব গুপ্ত অত্রি প্রঃ।

এতদ্ভিন্ন মূলপাড়া প্রভৃতি বৈদ্যপণ্ডিতপ্রধান বহুস্থানেও বহু বৈদ্যের বাস ছিল।

মৃত ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বতীরে মেঘনানদের পশ্চিমের দ্বীপে এই সকল গ্রাম বৈদ্যপ্রধান।—

১। আমিনপুর—শক্তি, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন, প্রভাতচন্দ্র সেন ভূতপূর্ব্ব ডিঃ ইঃ স্কুল, ঐশ্বর্য্যকান্ত সেন, জমিদার ও কালীপ্রসাদ দাশ গুপ্ত মৌদ্গল্য প্রভৃতি।

২। হামছাদী—ধন্বন্তরি নিশিকান্ত সেন কবিরাজ, শক্তি, আনন্দচন্দ্র সেন, কাশ্যপ কালীমোহন গুপ্ত ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার ও ধন্বন্তরি আদিত্যকুমার সেন, পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর প্রঃ।

৩। সম্মান্দী—তারিণীচরণ সেন, শক্তি, কবিরাজ প্রঃ।

৪। দামোদরদী—কাশ্যপ শ্রীনাথ গুপ্ত ও শক্তি, তারিণীচরণ সেন প্রঃ।

৫। খন্দসারদী—হরিহর গুপ্ত কাশ্যপ প্রঃ।

৬। হারিয়া—কাশ্যপ গুরুদাস গুপ্ত প্রঃ।

৭। কৃষ্ণপুর—অশ্বিনীকুমার দাশ এল, এম্ এস্, মৌদ্গল্য প্রঃ।

৮। গোবিন্দপুর—অখিলচন্দ্র সেন (সুরথ ব্রহ্মচারী) ও ক্ষিতীন্দ্রকিশোর দাশ গুপ্ত মৌদ্গল্য প্রঃ।

৯। মনোহরদী—রজনীকান্ত সেন প্রঃ।

১০। জাঙ্গালিয়া—হরনাথ সেন শক্তি, প্রঃ।

১১। সুলতানসাহাদী—জ্ঞানচন্দ্র দাশ, জয়চন্দ্র দাশ ও রাজকুমার দাশ ভরদ্বাজ প্রঃ।

১২। মাধবদী—কাশ্যপ হরকুমার গুপ্ত ডাক্তার, রাজকুমার গুপ্ত জমিদার ও ধন্বন্তরি কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ প্রঃ।

১৩। বাণিয়াদী—অনঙ্গমোহন সেন ধন্বন্তরি ও বিপিনচন্দ্র দত্তগুপ্ত—শাণ্ডিল্য প্রঃ।

১৪। কাঠালিয়া—মহেন্দ্রচন্দ্র সেন ধন্বন্তরি প্রঃ।

১৫। মাছিমপুর—নরনারায়ণ দাশগুপ্ত ভরদ্বাজ প্রঃ।

১৬। সৈকারচর—অভয়লোচন সেন শক্তি।

১৭। চৌধরিয়া—মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গুপ্ত শাণ্ডিল্য।

১৮। গজারিয়া—গিরিজাভূষণ সেন, শক্তি।

১৯। থামারদী—জ্ঞানদাপ্রসাদ দত্ত গুপ্ত।

২০। আঠারদিয়া—কালীকুমার সেন।

২১। বগাদী—চন্দ্রকিশোর সেন।

২২। আটপাকিয়া—বৈশ্বানর দীনবন্ধু সেন।

২৩। গাবতলী—বৈশ্বানর কালীকুমার ও চন্দ্রকুমার সেন।

(খ) ময়মনসিংহ...এই জিলা ব্রহ্মপুত্রনদদ্বারা বিভক্ত হওয়াতে উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ময়মনসিংহ এই দুই নামে বিশেষিত হইয়া পড়িয়াছে।

কাওরাদের নদী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। পূর্ব্বে বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র নদ ঢাকা ও ময়মনসিংহকে পৃথক্ করিতেছিল। কিন্তু নূতন চড় পড়াতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরে যে বিস্তৃত আলাপসিংহ পরগণা উৎপন্ন হইয়াছে, ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে উহা পশ্চিমময়মনসিংহের অন্তর্গত। কিন্তু টাঙ্গাইল ও আটিয়াকাগমারি ভিন্ন বাণিয়াকাজী, ঘোষবেড়, কুষ্টিয়া, উস্থি, মক্ষিপুর ও কলাবাধা প্রভৃতি পশ্চিম ময়মনসিংহান্তর্গত স্থান অর্থাৎ যাহা আলাপসিংহ ও জফরসাই পরগণার অন্তর্গত, ঐ সকল স্থান ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইলেও উহাদিগের সমাজ পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অন্তর্গত।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে কোকাইল, কোরাটী, আইঙ্গাদী, বাসাটী, মাইজভাগ, পদুখালী, রামচন্দ্রপুর, কালিয়াটী (নেত্রকোণা), সেরপুর, মামুদপুর, কুমারুল, উলাটী, আইথর, বাণিয়াগ্রাম ও কাটীহালী প্রভৃতি স্থান বৈদ্যপ্রধান। অপিচ রায়পুরা, গচিহাটা, অষ্টগ্রাম ও বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানের দত্ত, নন্দী ও হুম (প্রকৃত পক্ষে সোম) উপাধিধারী কায়স্থগণও বৈদ্য বটেন, তবে তাঁহারা এইক্ষণে নামে কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন।

বাণিয়াকাজী গ্রামের শ্রীযুক্ত উমাকান্ত রক্ষিত, হরানন্দ গুপ্ত ও হরচরণ চন্দ্র প্রভৃতি বৈদ্য হইয়াও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কুষ্টিয়া গ্রাম অতি বর্দ্ধিষ্ঠ। উক্ত গ্রামের তালুকদার স্থলেখক বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রকিশোর সেন

ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় প্রভৃতির বসবাস। কোকাইলের শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মজুমদার ও কোরাটীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সেন ও হরনাথ সেন ও আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়গণ প্রসিদ্ধ। মাইজভাগের তালুকদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন নেউগী, পদুখালির শ্রীযুক্ত চাঁদ মজুমদার ও রামচন্দ্রপুরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মজুমদার এই তিন ঘর পরস্পর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। ইঁহারা পদ্মদাশ। কিন্তু নবীনচন্দ্র মজুমদারেরা উঁহাদিগকে জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দিলেও আঁপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করেন। আইথর গ্রামে পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার ও কাটিহালী গ্রামে পেন্সনপ্রাপ্ত মুনসেফ ৺রামচন্দ্র ধর মহাশয়ের নিবাস। বাসাটি গ্রামে হরনাথ সেন, উস্থি গ্রামে কুলচন্দ্র রায়, গিরিশচন্দ্র রায়, কালীহাটী গ্রামে আনন্দচন্দ্র সেন, মহিমচন্দ্র সেন, আইঙ্গাদি গ্রামে গিরিশচন্দ্র রায় ও মহিমচন্দ্র সেন, মামুদপুর গ্রামে—ভিটাদিয়া গ্রামের ভূতপূর্ব্ব নিবাসী ৺মনোহর সেনের বংশধর শক্তি, মাধবসন্তান শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন, উমানাথ সেন, অধরনাথ সেন, বি-এল্, উকিল জজকোর্ট, অযোধ্যানাথ সেন কবিভূষণ কবিরাজ ও অখিলনাথ সেন, মোক্তার, কিশোরগঞ্জাধীন মধ্যপাড়া গ্রামে মৌদ্গল্য ৺ জগচ্চন্দ্র দাশ, বি-এ, এসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৺গগনচন্দ্র দাশ, বি-এ, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, ৺ঈশ্বরচন্দ্র দাশ কণ্ট্রেক্টার, জগৎবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ, বারিষ্টার, ৺ জয়চন্দ্র দাশ, ৺ নবীনচন্দ্র দাশ, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশ ও জামদগ্ন্য গোত্রীয়, নবীনচন্দ্র ধরবিশ্বাসপ্রভৃতি, জামালপুর ফুলবাড়িয়া গ্রামে হেমন্তকিশোর রায় ও দেবেন্দ্রকিশোর রায়, কলাবাধা গ্রামে রাজেন্দ্রকিশোর সেন, দ্বারকানাথ নিয়োগী, রামচন্দ্র সেন, মথুরানাথ নিয়োগী ও ব্রজনাথ নিয়োগী প্রভৃতির বসবাস।

ময়মনসিংহের মধ্যে টাউন সেরপুর অতীব বিখ্যাত স্থান, এত বড় বৈদ্য-জমিদার এখন আর বঙ্গদেশের কোন স্থানেই নাই। ইঁহারা বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েও অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একজন কৃতবিদ্য ও উন্নতমনা লোক ছিলেন, তাঁহারা বংশে জয়দাশ। এখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী, হেমাঙ্গচন্দ্র ও হিরণচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি আছেন। ইঁহারা নয় আনীর জমিদার। আড়াই আনীর জমিদার ৺গোবিন্দকুমার

চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ও একজন অতীব প্রতিভাশালী চরিত্রবান্ ব্যক্তি, তিনি এবার বি-এ, পরীক্ষা দিলেন। পৌনে তিন আনীর জমিদার ৺কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-এল, ডিঃ মাঃ ও কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী (এবার এল-এ, দিলেন), তিন আনীর জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি-এ, বি-এস, সি, লণ্ডন, অন্যতর জমিদার সুকবি ভাষাচার্য্য শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী এবং আড়াই আনীর ছোট তরফের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার চৌধুরী, দেড়ানীর জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রকুমার, দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ইঁহারা সকলে বংশে নন্দী সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বৃত্তিকার মহারাজ জুমর নন্দীর অনন্তরবংশ্য। এবং রমণীকিশোর রায়, বি-এল, যামিনীকিশোর রায়, এম-এ. বি-এল, মুনসেফ ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ বি-এ, (পন্থ) ও আরও বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ এখানে বাস করেন।

(গ) ত্রিপুরা বা কুমিল্লা জিলার মধ্যে কালীকচ্ছ, চুন্‌টা, মৈনপুর গৌতমপাড়া, সুইলপুর, গাঙ্গাটিয়া, ফান্দাউক, ঔরদইল, খড়িয়ালা, দারোড়া বাতিসা (থানা চৌদ্দগ্রাম), চান্দিষ্করা, পাতড্ডা (থানা চৌদ্দগ্রাম পং তিষ্ণা) চেলিখোলা, আমদাবাজ, অষ্টগ্রাম, মেরকুটা, মজলিশপুর, আখাউড়া, বিনাউটী, পত্তন, সুলতানপুর, লৌহগড়, ইব্রাহিমপুর, ভেলানগর, বিটঘর, ভোলাচঙ্গ, বাজাপ্তি, মাছুয়াখাল, খিদিরপুর, নৈয়ার, সাচার ও রুটী প্রভৃতি গ্রাম বৈদ্য প্রধান।

কালীকচ্ছগ্রামে—ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণ দুই শাখায় বিভক্ত, দাতা গোপী নাথের বংশ ও বসন্তরায়ের বংশ। বসন্তরায়ের বংশ কালীকচ্ছের প্রথম ঔপনিবেশিক। এই বংশে আমার প্রিয়তম ছাত্র অশেষগুণসম্পন্ন প্রভূত প্রতিভাশালী শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র রায় বি-এ প্রভৃতি; দাতা গোপীনাথের বংশে বিলাত প্রত্যাগত পেন্সনপ্রাপ্ত প্রফেশর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, এম-এ, এফ্, আর, এস, তৎপুত্র নির্ব্বাসিত উল্লাসকর দত্ত, ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডিঃ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দত্ত, দ্বারিকানাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, প্রতাপচন্দ্র দত্ত, বি-এল, সতীশচন্দ্র দত্ত বি, এল, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত উকিল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ,

ডিঃ মাজিষ্ট্রেট, দিগিন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী উকিল, উপেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী মোক্তার ও কায়স্থীভূত ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দিপ্রভৃতি মহাশয়গণের বাস।

চুনটাগ্রামে—ভূতপূর্ব্ব ডিঃ মাঃ উদারচেতাঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন, স্কুল ডিঃ ইঃ রায় সাহেব ৺নবকিশোর সেন, সতীশচন্দ্র সেন বি, এল, হরিশ্চন্দ্র সেন সবডিপুটিকালেক্টর, ধীরাজমোহন সেন, এঃ সার্জ্জন, ৺হরিশ্চন্দ্র সেন সবজজ, প্যারীচরণ গুপ্ত ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার, অন্নদাচরণ গুপ্ত বি, এ, ডিঃ মাজিষ্ট্রেট (ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আগরতলা), প্রতাপচন্দ্র সেন পুলিশ ইনস্পেক্টর ঢাকা, ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত (চিফ এজেণ্ট এম্পায়ার লাইফ কোঃ) প্রভৃতি মহাশয় গণের বাস। চুনটার সেন মহাশয়গণ, কালীকচ্ছের বসন্তরায়ের বংশীয়গণের স্থাপিত এবং চুনটার গুপ্তগণ উক্ত সেন মহাশয়গণের সমানীত।

ক্যান্দাউক গ্রামে—ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত, সুইলপুর (সুশীলপুর) গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত (হেডক্লার্ক স্কুল ডাইরেক্টর), গুতাউরা গ্রামে ৺দুর্গা দাস দত্ত এঃ সার্জ্জন, তৎপুত্র পরেশরঞ্জন দত্ত (কলিকাতা মিউনিসিপালিটি), মেড্ডা গ্রামে—৺কৈলাসচন্দ্র দত্ত এম, এ, বি, এল, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার কুমিল্লা, ভূপেশচন্দ্র দত্ত বি, এল, উকিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লাখাই গ্রামে—কৈলাসচন্দ্র দেব গুপ্ত বি, এল, উকিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সুলতানপুর গ্রামে—বিপিনবিহারি দত্ত বি, এল, উকিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, প্রতাপচন্দ্র দত্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর মালদহ। হাবলা উচ্চ গ্রামে—যোগেশচন্দ্র দত্ত কবিভূষণ কবিরাজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, উরসি উরা গ্রামে—পেন্সনপ্রাপ্ত ক্লার্ক কালীকুমার দত্ত, পত্তনগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী ছাত্র প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, ডিঃ মাজিষ্ট্রেট, নুরনগর পরগণার খরিয়ালা গ্রামে—গিরিশচন্দ্র সেন বি-এল, মুনসেফ বাজিতপুর, হরিশ্চন্দ্র সেন, চন্দ্রকিশোর দত্ত, বি, এল, উকিল ও শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সেন, বিনাউটী গ্রামে হরিনাথ দাশ বি. এল, উকিল কুমিল্লা, ৺গোবিন্দচন্দ্র দাশ এম, এ, উকিল হাইকোর্ট, তৎপুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র দাশ বি-এল, উকিল হাইকোর্ট। জিলদপুর গ্রামে আনন্দকিশোর দাশ এম, এ, প্রফেসর, কটক কলেজ, মালাইগ্রামে—৺রায় সাহেব জগদ্বন্ধু দত্ত, গাঙ্গাটিয়া গ্রামে—ললিত চন্দ্র দাশ বি, এ, ডিঃ মাঃ পাবনা, ও অক্ষয়কুমার সেন ডিঃ মাঃ, দারড়া গ্রামে ৺শরচ্চন্দ্রদাশ (পন্থ) ডিঃ মাঃ ও তদীয় ভ্রাতা সবজজ রঙ্গপুর, শ্রীযুক্ত কমলানাথ

দাশ, এম, এ, বিটঘর গ্রামে দাতা গোপীনাথের বংশের শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দত্ত গুপ্ত ডিঃ মাঃ ডিঃ কঃ ঢাকা, ভেলানগর গ্রামে ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের ২য় পণ্ডিত ভক্তিভাজন ৺ঈশানচন্দ্র রায়, মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শচীন্দ্রকুমার দত্ত, এম-এ, বি-এল, উপেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল, উকিল হাইকোর্ট, (ইঁহারা মহেশ্বরদী পরগণার ধানুয়াগ্রামের লোক), বাতিসাগ্রামে শরচ্চন্দ্র দাশ ভৌমিক, ধন্বন্তরি গোত্রীয় রঘুচন্দ্র রায় কবিরাজ, ঈশানচন্দ্র রায়, প্রসন্নকুমার রায় কবিরাজ, অন্নদা-চরণ রায়, হেমন্তকুমার রায় মোক্তার, অনন্তকুমার রায়, কবিরাজ, নলিনীকুমার রায়, শরচ্চন্দ্র রায়, উপেন্দ্রকুমার রায়, লোকনাথ রায়, কবিরাজ, বসন্তকুমার গুপ্ত, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় তারিণীপ্রসাদ দত্ত গুপ্ত ও সুলতানপুর গ্রামে প্রখ্যাত নামা উকিল শ্রীযুক্ত রাম কানাই দত্ত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মৈনপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন কবিভূষণ কবিরাজ ও গগনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণের বাস। ইঁহারা কাঁচা দিয়া হইতে গত।

চান্দিস্কুরা গ্রামে—শক্তি্রগোত্রীয় স্বনামধন্য মহাপুরুষ সুন্দরবনের কমিশনর ৺উমাকান্ত সেন রায় বাহাদুর, জমিদার, তৎপুত্র শশিমোহন সেন ও রায় বাহাদুরের ভ্রাতার পৌত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন জমিদার, পাতড্ডা গ্রামে শক্তি্রগোত্রীয় অভয়াচরণ সেন, রমেশচন্দ্র সেন তালুকদার ও মৌদগল্যগোত্রীয় উদয়চন্দ্র দাশ ভৌমিক মহাশয় প্রভৃতির বাস।

(ঘ) শ্রীহট্ট জিলার তুঙ্গেশ্বর, সুখর, গুপ্তিপাড়া, দুলালী, জগদীশপুর, ছাতিআইন, উচাইল, আটালিয়া, দাশপাড়া, দত্তপাড়া, হাসারগাঁও, মিরাশী, জয়পুর, লাখাই, অলোয়া, মটুকপুর বেজুয়া, ইটাখোলা, সুরমা, মুড়াকড়ি, বাণিয়াচঙ্গ, চারণাও, চুয়াল্লিশ, সাতগাঁও, পঞ্চখণ্ড, সটিয়া পুরী, চরহামোহা ও চুয়াল্লিশপরগণার বহু স্থানে বহুবৈদ্যের বসবাস। জনশ্রুতি যে শ্রীহট্টের সাতগাঁও পরগণাতে চক্রপাণি দত্তের সন্ততিগণ প্রথমে গমন করেন। ইটা পরগণাতেও বহু বৈদ্যের বাস। সাজ্যরগ্রামের ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণও বৈদ্য বটেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাতনামা উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তন্মধ্যে একজন, তাঁহারা কালীকচ্ছের দ্বিজদাসদত্ত মহাশয়দিগের নেদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব। আখালিয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মজুমদার, যদুনন্দন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দস্তিদার ডিঃ মাঃ, শ্রীযুক্ত

সর্ব্বানন্দদাশ (ভূতপূর্ব্ব ডিঃ মাঃ) ও শ্রীযুক্ত সদয়চরণ দাশ (ডিঃ মাঃ নোয়াখালী) ইঁহারা দুই সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু প্রথম হিন্দু ও বৈদ্য, দ্বিতীয় ব্রাহ্ম ও কায়স্থ!! দীঘলীগ্রাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাশ গুপ্ত, এম, বি, মহাশয়ের জন্মস্থান, । মিরাশী গ্রামে চন্দ্রকুমার দত্ত ডাক্তার, ঢাকা। বাণিয়াচঙ্গে ৺চন্দ্রনাথ নন্দী ডিঃ মাঃ, শ্রীশচন্দ্র সেন ডিঃ মাঃ, কৈলাসচন্দ্র সেন, তৎপুত্র সুশীলকৃষ্ণ সেন, চারণাও গ্রামে অতুলচন্দ্র দেব গুপ্ত ও হবিগঞ্জ এলাকাধীন চরহামোহাগ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেবগুপ্ত ও তৎপুত্র শ্রীমান্ অশোকচন্দ্র প্রভৃতির বাস।

জগদীশপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল, ডিঃ মাঃ, নিকুঞ্জবিহারি দত্ত বি, এল, উকিল ও শ্রীযুক্ত কালীকুমার দত্ত চৌধুরী মোক্তার প্রভৃতির বাস। তুঙ্গেশ্বর গ্রামে জমিদার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন মজুমদার মহাশয় প্রভৃতির বাস। এই গ্রাম শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে অতীব সম্মানিত স্থান এবং মহেশ বাবুর বাটী "মহাশয়ের বাটী" বলিয়া প্রখ্যাত। সুখর গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীকুমার মজুমদার, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ও মোহিনীমোহন মজুমদার, সেনপাড়া গ্রামে নগেন্দ্রনাথ দত্ত উকিল, নপাড়া গ্রামে কৃষ্ণনারায়ণ দত্ত চৌধুরী, অলোয়া গ্রামে সারদাচরণ গুপ্ত জমিদার, শঙ্করপুর গ্রামে দ্বারকানাথ সেন, সারদাচরণ সেন, আরালিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ধর গুপ্ত, পুত্র রাধারঞ্জন ধর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিমোহন ধর, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনীমোহন ধর, (ইঁহারা ত্রিপুরা জিলার তন্ত্রগ্রামহইতে শ্রীহট্টে গত), মাছলি গ্রামে শম্ভুনাথ সেন, মৃজাপুর গ্রামে রাজচন্দ্র দাশ, রায়নগর গ্রামে কেদারনাথ সেন, ভারতচন্দ্র সেন, বোয়ালযোড় গ্রামে শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত গুপ্ত, বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র দাশ, জমিদার, বরদামোহন দাশ, বি, এল, জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাশ উকিল ও উচাইল গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দেবগুপ্ত পুরকায়স্থ * (ইনি ত্রিপুরার খরিয়ালা গ্রামনিবাসী গিরীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের শ্বশুর) মহাশয়ের বাস।

* রাঢ়ের কামদেব সেন (চন্দ্রপ্রভা ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখ) "পুরকায়স্থ" (পুরের কেরাণী) ও সেনহাটীর জগদানন্দ সেন "ভাণ্ডারকায়স্থ" উপাধিমান্ ছিলেন। সুতরাং কেহ চন্দ্রনাথবাবুর এই পুরকায়স্থ উপাধিটী জাতিকায়স্থত্বসংসূচক বলিয়া ভাবিবেন না।

(ঙ) নোওয়াখালী—এই জিলার মধ্যে সাপমান্দার, সেনেরখিল, মঙ্গল কান্দী, পালগিরি, আকিলপুর, বাহুড়িয়া মান্দারীদুর্গাপুর, মমরোজপুর, প্রতাপ পুর, ছাড়াইতকান্দী, নবাবপুর ও রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম বৈদ্যপ্রধান।

১। গ্রাম সাপমান্দার—এই গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রীয় তালুকদার শ্রীযুক্ত নব
পং—দানরা কুমার সেন রায় প্রভৃতি পাঁচ সহোদরের বাস।
থাঃ—ফেণী শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশিকুমার সেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাশ শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ সরকার ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ সরকারও এই গ্রামবাসী।

২। সেনের খিল—এই গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গুপ্ত, কালী
পং—দানরা কুমার গুপ্ত, গোবিন্দচরণ গুপ্ত বাস করেন। ইঁহারা
থাঃ—ফেণী দানরা পরগণার ৶১৷৷= ও এলাহাবাদ পরগণার ৵৹ হিস্যার জমিদার। ভরদ্বাজ দাশ শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভৌমিক, উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাশ ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় দত্ত শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের নিবাস।

৩। গ্রাম মঙ্গলকান্দী—এই গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন
পং—দানরা দত্ত গুপ্ত, শশিকুমার দত্ত গুপ্ত কবিরাজ ময়মন-
থাঃ—ফেণী সিংহ সদর, (ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সাংখ্যদর্শনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন)। ভরদ্বাজগোত্রীয় মহিমদাশের ধারা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চৌধুরী, এই গ্রামের অধিবাসী। ইঁহারা যোগাস্থা পরগণার দাশতরফের জমিদারির ।৵৬৷৷=র মালিক ছিলেন। শালঙ্কায়নগোত্রপ্রভব শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশ (রায়) ও উমাচরণ দাশ রায় বাস করেন।

৪। গ্রাম পালগিরি—এই গ্রামে মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র
পং—দানরা দাশ চৌধুরী ও তৎপুত্র অক্ষয়কুমার দাশ গুপ্তের
থাঃ—ফেণী বাস।

৫। গ্রাম আকিলপুর—এই গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় তালুকদার
পং—দানরা শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, তৎপুত্র চন্দ্রমাধব
থাঃ—ফেণী দত্ত উকীল স্বাধীন ত্রিপুরা। ভ্রাতৃপুত্র

প্রসন্নকুমার দত্ত পেস্কার সবজজ কোর্ট নোওয়াখালী ও তালুকদার গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাস।

৬। গ্রাম বাহুড়িয়া—এই গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দত্ত গুপ্ত জমিদার বাস করেন। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দকুমার দত্ত নায়েব, তৎপুত্র পুলিনবিহারি দত্ত (ছাত্র মেডিকেল কলেজ) ও বিনোদবিহারি দত্ত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমুদবিহারি দত্ত কবিরাজ।

৭। মান্দারি দুর্গাপুর—এই গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচরণ দাশগুপ্ত তালুকদার মহাশয়ের বাস।

৮। গ্রাম মমরোজপুর—এই গ্রামে মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাশ ভৌমিক, ক্ষীরোদচন্দ্র দাশ ভৌমিক ও জগদ্বন্ধু দাশ ভৌমিক মহাশয়ের বাস, ইহাঁরা তালুকদার।

৯। গ্রাম প্রতাপপুর—এই গ্রামে শালঙ্কায়নগোত্রীয় শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাশ রায় তালুকদার মহাশয়ের বাস।
পং—অমরাবাদ, থাঃ—ফেণী

১০। ছাড়াইতকান্দী—শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত তালুকদার মহাশয়ের বাস।
পং—যোগাস্থা, থাঃ—ফেণী

১১। গ্রাম নবাবপুর—মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার দাশ ভৌমিক তালুকদার, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাশ ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশ গুপ্ত (রেলওয়ে অডিটর অফিস ক্লার্ক) ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দাশ তালুকদার ও কাশ্যপ গোত্রীয় নন্দকুমার গুপ্ত তালুকদার মহাশয়ের বাস।
পং—আমিরাবাদ
থাঃ—ফেণী

১২। গ্রাম রঘুনাথপুর—এই গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাস।

চ। জিলা চট্টগ্রাম—এই জিলার মধ্যে পরৈকুড়া, নয়াপাড়া, ধলঘাট, কেলিসহর, বরমা, আজমপুর, পটিয়া, কাননগুপাড়া, শ্রীপুর, কুয়েপাড়া, দারোয়াতলী,

হাইদ্‌গাও, ছনহরা, ভাটীখাইল, আনওয়ারা, ফতেয়াবাদ, খিত্তাপচর, ছনদন্ডী, ধুরলা ও দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রাম বৈদ্যপ্রধান।

১। পরৈকুড়াগ্রাম—এই গ্রামে শালঙ্কায়নগোত্রপ্রভব প্রখ্যাতনামা জমিদার, লেজিস্‌লেটিভ্‌ কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর, ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত দাতা, মনস্বী ও উদারচেতাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাশ, বি-এ, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পেন্সন্‌প্রাপ্ত সবজজ, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র রায় জমিদার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-কুমার রায় বি-এল্‌, উকিল (ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মধুসূদন বিশ্বাস, রাঢ়ের কাল্‌না হইতে চট্টগ্রামে গমন করেন), শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় এম্‌-এ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চৌধুরী বি-এল্‌, উকিল ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত কবিরাজ প্রভৃতির বাস।

২। নয়াপাড়া—এই গ্রামে মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় সেন, বৈদ্য ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী মহাকবি ৺নবীনচন্দ্র সেন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তৎপুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেন (ব্যারিষ্টার, রেঙ্গুন), ৺অখিলচন্দ্র সেন এম্‌-এ, বি-এল্‌ উকিল হাইকোর্ট, রজনীরঞ্জন সেন বি-এল্‌ উকিল ও ল-লেক-চারার্‌ (ইনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌-এ মহাশয়ের বাল্মীকিপ্রতিভা গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েন), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এল্‌ উকিল ও জমিদার মহাশয়ের বাস।

৩। ধলঘাট গ্রাম—এই গ্রামে ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি-এল্‌ উকিল, মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশ রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দস্তিদার, (ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্লিডার্‌), ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেন বি-এল্‌, মুন্‌সেফ্‌ ও শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেন এম্‌ এ, বি-এল্‌ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাস।

৪। কেলিসহর গ্রাম—এই গ্রামে ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চৌধুরী, বি-এল্‌ উকিল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ

চৌধুরী এম্-এ বি-এল্ উকিল ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী ও সুরেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়দিগের বাস্।

৫। বরমা গ্রাম—এই গ্রামে বৈশ্বানরগোত্রীয় অনারেবল শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন বি-এল্, (ভূতপূর্ব্ব কৌন্সীল-মেম্বর) উকিল, তৎপুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন, ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার বি-এল্ উকিল, বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন এম্-বি গ্লাসগো (এখন লণ্ডনে), প্রভৃতির বাস।

৬। আলমপুর গ্রাম—এখানে ভরদ্বাজগোত্রীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত C. I. E., অনারেবল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্, কবিগুণাকর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তৎপুত্র বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশগুপ্ত, এম্-বি, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি-এল্, উকিল ও শরৎ বাবুর পুত্র প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এল্ (উকিল হাইকোর্ট) প্রভৃতির বাস।

৭। পটিয়া গ্রাম—এখানে শালঙ্কায়নগোত্রপ্রভব মহাত্মা ৺অন্নদাচরণ কাস্তগির, এল, এম, এস,, সারদাচরণ কাস্তগির এম্-এ বি-এল্, হেমেন্দ্রনাথ কাস্তগির এম্-এ ডেঃ ম্যাঃ, সুরেন্দ্রনাথ কাস্তগির ব্যারিষ্টার, ধীরেন্দ্রনাথ কাস্তগির বি-এল্ উকিল, যোগেন্দ্রনাথ কাস্তগির বি-এ ডেঃ ম্যাঃ, প্রভৃতির বাস। বেথুন কলেজের বর্ত্তমান লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাশ বি-এ, উক্ত অন্নদা কাস্তগির মহাশয়ের কন্যা।

৮। কাননগুপাড়া—এখানে ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাননগু উকিল, ৺গোলোকচন্দ্র কাননগু ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, তৎপুত্র ৺দিগম্বর কাননগু মুন্সেফ্ ও তৎপুত্র মুনীন্দ্রচন্দ্র কাননগু (লণ্ডনে মৃত) প্রভৃতির বাস।

৯। ধুরলা গ্রাম—এখানে শক্তি গোত্রীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এল্ উকিল (গবর্ণমেণ্ট প্লিডার্) ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন উকিল মহাশয়ের বাটী।

১০। কুয়েপাড়া গ্রাম—এখানে ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বি-এল্ উকিল বাস করেন। ইঁহারা খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গ হইতে চট্টগ্রামে গমন করেন।

১১। দুর্গাপুর গ্রাম—এখানে ভরদ্বাজগোত্রীয় মহিম্নদাশের ধারা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (জমিদার ও যোগাস্থার গবর্ণমেণ্ট তরফের ম্যানাজার), শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাশ ফটোগ্রাফার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশ (বি, এস্, সি, কেমেষ্ট্রী ও বটানীতে অনার)। এই ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশ মহাশয়গণ মিথিলা হইতে গুরু ও পুরোহিত সহ এখানে আসিয়া বাস করেন। দানরার মঙ্গলকান্দীর দাশবংশ ইঁহাদিগের জ্ঞাতি। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন দাশ, সারদামোহন দাশ (কবিরাজ, কটক), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাশ মোক্তার চট্টগ্রাম, শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত বরদাকিঙ্কর সেন জমিদার (সরিক পরগণা যোগাস্থা নোওয়াখালী)। মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ দাশ প্রভৃতির বাস।

১২। দারোয়াতলী গ্রাম—এখানে রেঙ্গুনের প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাস। এখানে বেণী মাধব সেন মোক্তার জমিদার, শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এম্-এ বি-এল্ উকিল হাইকোর্ট ও শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন এম্-এ (অধ্যাপক কুচবিহার কলেজ) প্রভৃতির বাস।

১৩। ভাটিখাইল গ্রাম—লণ্ডনে বাণিজ্যার্থ অবস্থিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্ত এই গ্রামবাসী।

রাঢ়ে বঙ্গে সমতা

আমরা উপরে বৈদ্যগণের চারিটি সমাজের কথা বলিয়াছি। এই সমাজগত প্রভেদের নিদান প্রধানতঃ ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য। যে প্রকার একই কান্যকুব্জব্রাহ্মণ বাসস্থানের পৃথক্‌ত্বনিবন্ধন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও একই বৈদিকব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যসংজ্ঞা ভজনা করিয়াছেন, তদ্রূপ একই অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ কেবল বাসস্থানগতপ্রভেদবশতঃ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজপ্রভৃতি পরিভাষার বিষয়ীভূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহারা একেরই সন্তান ও একনিদানসমুত্থ অভিন্ন পদার্থ। যে প্রকার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন দোষের জন্য আদানপ্রদান বন্ধ হইয়া উক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের সমাগম ঘটে নাই, তদ্রূপ বৈদ্যগণের মধ্যেও সংজ্ঞাগতপ্রভেদবিষয়ে কোন দোষগুণ নিদান নহে। অপিচ একের সন্তান হইলেও কেবল কৌলীন্যপ্রথা ও কতিপয় সাধারণ বিষয়ে পার্থক্যনিবন্ধন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে যেরূপ আদানপ্রদান ও আহার বিহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদ্যদিগের চারি সমাজের মধ্যে পূর্ব্বে সেরূপ পার্থক্যও ছিল না, চারি সমাজের সহিত আবহমান কালই আদানপ্রদান ও আহারাদি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে বল্লাল ও লক্ষ্মণে বিবাদ হইলে লক্ষ্মণ যাইয়া সেনভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে লক্ষ্মণীথাকের বৈদ্যেরা এবং রাঢ়ীয় থাকের অর্থাৎ বর্দ্ধমান, হুগলি, চব্বিশপরগণা, নদিয়া, মুরশিদাবাদ, ফরিদপুর ও যশোহরবাসী বৈদ্যগণ বল্লালের থাকের বৈদ্য অর্থাৎ ঢাকা, বিক্রমপুর ও বরিশালপ্রভৃতি স্থানের বল্লালী থাকের বৈদ্যগণের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করেন। আর ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টচট্টলাদি পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজ "কায়স্থসংসর্গী" এই সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া পড়াতে অন্য তিন সমাজের বৈদ্যগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। এবং কালক্রমে যখন যশোহর ও ফরিদপুরের বৈদ্যগণ যাইয়া ঢাকা, বিক্রমপুর ও বরিশালের বৈদ্যগণ সহ আদানপ্রদান করিতে আরম্ভ করেন, তখন রাঢ়ীয়গণ তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া বল্লালী থাকে পরিণত করিয়া দেন ও তদবধি চারিটি সমাজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। ঐ সময়েই বঙ্গীয় সমাজ রাঢ়হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সাতাইশ সমাজে বিভক্ত হয়। যাহা হউক পঞ্চকূট,

রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে একই এবং উঁহাদিগের মধ্যে যে পূর্ব্বে অবাধ আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল, তাহার সমর্থনজন্য আমরা নিম্নে ক্রমে কতিপয় প্রমাণের অবতারণা করিব। মহাত্মা ভরতমল্লিক বলিতেছেন যে :—

রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায় স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন॥ ৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ যাঁহারা যাঁহারা রাঢ়ীয় বৈদ্য, প্রায়শঃ তাঁহারাই বঙ্গে যাইয়া বঙ্গজনামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। নন্দিপ্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে যাইয়া বাস গ্রহণ করেন। পরন্তু নন্দিগণ যে কেবল মাহারাষ্ট্রে গমন করেন, তাহা নহে, তাঁহারা রাঢ়হইতে বঙ্গে ও বঙ্গহইতে পূর্ব্ববঙ্গেও গমন করিয়াছিলেন। তাই উত্তর রাঢ় বা মুরশিদাবাদের হিলোড়াষাজী গ্রামের ভূতপূর্ব্ব রাজা জুমর নন্দীর বংশধরগণকে সুদূর সেরপুরে (ময়মনসিংহ) বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় বৈদ্য। সেরপুরে প্রবেশের পূর্ব্বে জুমরের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবণেশ্বর ময়মনসিংহের গচিহাটা ও বনগ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কাল বা কলিমাহাত্ম্যে তাঁহারা এখন কায়স্থজাতিতে পরিণত। এবং ইঁহাদিগেরই অন্যতর শাখা যাইয়া বেজুরা ও কালীকচ্ছে উপনিবিষ্ট হইয়া কায়স্থমহাসাগরের মহাকুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাহি :—

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দ্রিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌ চ রক্ষিতঃ॥
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।
নানাস্থানকৃতস্থানা যথাপূর্ব্বং কুলোত্তমাঃ॥
পরৌ দ্বৌ ইন্দ্র আদিত্যো নাতিখ্যাতৌ ভিষক্‌কুলে।
আমূলং স্থায়িনৌ বঙ্গে নৈতয়োঃ কাপি সূচনা॥
৭ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দী, চন্দ্র (চন্দ), কুণ্ড ও রক্ষিত, এই তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বারেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান। ইহাঁরা রাঢ়হইতে বঙ্গে ও বরেন্দ্রাদি নানাস্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ইহাঁরা রাঢ়ে যে ভাবে কুলীন মৌলিক ছিলেন, অন্যত্র যাইয়াও সেই ভাবেই কুলীন মৌলিক বলিয়া পরিচিত ও গৃহীত হইয়াছেন। তবে ইন্দ্র ও

আদিত্য উপাধিধারী বৈদ্যগণ তত প্রসিদ্ধ নহেন, ইহাঁরা পূর্ব্বাবধিই বঙ্গে বাস করিতেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল সেনদাশাদি তের ঘর বৈদ্যই রাঢ়ের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাঁহারা রাঢ়হইতে যাইয়াই বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সুতরাং পঞ্চকূট, রাঢ়, বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যগণ একভিন্ন পৃথক বস্তু নহেন। পঞ্জিকান্তরও বলিতেছেন যে—

অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষ্বপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপিচ ॥
কেচিৎ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষ্বপি।
৯ পৃঃ -চন্দ্রপ্রভা ধৃত'।

অর্থাৎ সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, রাজ, সোম, এই আট ঘর বৈদ্য রাঢ় বঙ্গ উভয় স্থানেই বিদ্যমান। নন্দিপ্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যসন্তান মহারাষ্ট্রে যাইয়া নন্দিসেনপ্রভৃতি উপাধি গোপন করিয়া 'সেনবী' ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া গিয়াছেন, বোপদেবগোস্বামী তাহার উদাহরণস্থল। তবে কেহ কেহ অন্য স্থানে যাইয়াও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, যেমন উৎকলবাসী সেন, দাশ, গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্যগণ। মহারাষ্ট্রে বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য উহাঁরাও বাঙ্গলার বৈদ্যগণের দায়াদবান্ধব ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তবে একদল অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন, অন্য দল লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। পঞ্জিকান্তরও বলিতেছেন যে—

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ পঞ্চ দত্তাদয়স্তথা।
অষ্টৌ রাঢ়াসু বিখ্যাতাঃ প্রায়োঽমী বঙ্গগা অপি ॥
৯ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা ধৃত।

অর্থাৎ সেন, দাশ ও গুপ্তপ্রভৃতি আট ঘর বৈদ্য রাঢ়ীয় বৈদ্য, ক্রমে তাঁহারা বঙ্গদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন।

কিন্তু এ কথা ঠিক প্রকৃত নহে। কেন না জুমরনন্দী রাঢ় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া যে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ধ্রুবই, সুতরাং নন্দ্যাদি বৈদ্যগণ

রাঢ়ীয় বৈদ্য নহেন, ইহা দুষ্ট ঐতিহ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভরতই স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

অষ্টৌ নন্দ্যাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষপি বসন্ত্যমী।

৯ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

নন্দিপ্রভৃতি আট ঘর বৈদ্য রাঢ়ীয়, ইহাঁরা বঙ্গেও বাস করিয়া থাকেন। এই আট জন কে কে, তাহা বিবৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, সোম, দত্ত, রক্ষিত ও দেবগণ এই আটঘরের অন্তর্গত। তবে ইঁহারা প্রধান আট ঘর নহেন, প্রধান আট ঘর সম্বন্ধে কণ্ঠহার বলিতেছেন যে—

দুহির্বিনায়ক শ্চাযুঃ পন্থত্রিপুরকাযুকাঃ।

শিয়ালো গয়ি রিত্যষ্টৌ রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৪ পৃঃ।

অর্থাৎ দুহিসেন, বিনায়ক সেন, চাযুদাশ, পন্থদাশ, ত্রিপুরগুপ্ত, কাযুগুপ্ত, শিয়ালসেন ও গয়িসেন, এই আট ঘর বৈদ্য রাঢ় ও বঙ্গ, উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। রামভদ্রগুপ্তও বলিতেছেন যে ঃ—

পূর্ব্বে সেনহাটী স্থান খণ্ডমধ্যে ছিল।
ক্রমে সেনহাটীসমাজ খণ্ড ছাড়া হল॥
রাঢ়দেশে কুলাকুল কুলজ্ঞ সমাজ।
রাঢ়দেশে পূর্ব্ববাস বঙ্গেতে বিরাজ॥

আচ্ছা এখানে কেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাউক না যে, এই আট ঘর বৈদ্য, যেমন পঞ্চকূটহইতে রাঢ়ে আগমন করিয়াছেন, তেমনই অন্য কোন স্থান হইতেও বঙ্গে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। সেনরাজগণের বংশ ভিন্ন (ইঁহারা অম্বষ্ঠদেশহইতে মহারাষ্ট্রের পথে বিক্রমপুরে আগমন করেন) অন্য কোন বৈদ্যই, একছের পঞ্চকূট বা কান্যকুব্জাদিহইতে রাঢ় না হইয়া বঙ্গে আগমন করেন নাই। চাযুদাশ পূর্ব্বে পঞ্চকূটের গোনগরে ছিলেন, পরে রাঢ়ের ত্রিহট্ট হইয়া যশোহরের শুভবাটিতে গমন করেন। ঐরূপ বিনায়কসেন পঞ্চকূটের কাঞ্চীগ্রাম ছাড়িয়া রাঢ়ের মালঞ্চে বসবাস করার পর, চন্দনীমহল ও তৎপর সেনহাটিতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। শক্তি দুহির সন্তানেরাও রাঢ়ের ত্রিহট্টহইতে খুলনার পয়োগ্রামে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কণ্ঠহারও বলিতেছেন যে ঃ—

পুণ্ডরীকাক্ষসেনস্য দুহিসেনঃ সুতোঽভবৎ।
কাশী চ কুশলী চৈব তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ॥
রাঢ়ায়াং ভূষিতঃ কাশী কুশলী বঙ্গমীয়িবান্।
ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুশলিনো গণো হিঙ্গুশ্চ মাধবঃ॥
গণস্তেনায়িতেঘর্য্যাং পয়োগায়াঞ্চ হিঙ্গুকঃ।
মাধবঃ পঞ্চথুপ্যাঞ্চ বসতিং তে হি চক্রিরে॥ ৬ পৃঃ—কণ্ঠহার।

অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষসেনের পুত্র দুহিসেন, দুহিসেনে পুত্র কাশী ও কুশলী। কাশী রাঢ়দেশেই (ত্রিহট্টে) থাকিলেন, আর কুশলী বঙ্গদেশে আসিয়া পয়োগ্রামে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন। কুশলীর তিন পুত্র, গণ, হিঙ্গু ও মাধব। গণ ফরিদপুরের অন্তর্গত তেনায়ি ও তেঘরি গ্রামে, আর মাধব ফরিদপুরের পাঁচ-থুপীতে গমন করিলেন, আর হিঙ্গু পয়োগ্রামেই থাকিয়া গেলেন।

সুতরাং বেশ জানা গেল যে রাঢ়ের কাশীর ভাই কুশলীই বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সুতরাং রাঢ় ও বঙ্গের দুহিসেনেরা একই বস্তু। কণ্ঠহার স্থানান্তরে বলিতেছেন যে :—

সেনভূমৌ অভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমল স্তথা॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা বিমলস্য সুতোঽভবৎ।
বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্তরিশুকৌ উভৌ॥
ধন্বন্তরেশ্চ ষট্ পুত্রা বভূবুঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
কাম আভঃ কার্পটিকো রোষো গুপ্তদুহিতৃজাঃ।
গাণ্ডেয়ী সাণ্ডু সেনশ্চ নাগজায়াং বভূবতুঃ॥
গাণ্ডেয়িকস্য ষট্ পুত্রা হিঙ্গুসেনস্ত্রিলোচনঃ।
উমাপতিঃ পদ্মনাভঃ সোমশ্চ মধুসূদনঃ॥
ষণ্ণাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলীন্যে খ্যাতিমীয়িবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরী মধ্যাবাস সঃ॥ ৪৬।৪৭ পৃঃ কণ্ঠহারঃ।

অর্থাৎ বিমলসেন বল্লালপ্রদত্ত কৌলীন্য লইয়া পঞ্চকূটস্থ সেনভূমিহইতে রাঢ়ে

আগমন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিনায়কসেন। বিনায়কের দুই পুত্র ধন্বন্তরি ও শুকসেন। ধন্বন্তরির ছয় পুত্র কাম, আভ, কার্পটিক, রোষ, (রাঢ়ীয় পঞ্জীপ্রণেতৃগণ রোষকে পিতৃশাপহইতে মুক্ত রাখিবার জন্য তাঁহাকে ধন্বন্তরির ভাই বলিয়া লিখিয়াছেন) গাণ্ডেয়ী ও সাণ্ডু সেন। ইহার মধ্যে রোষপ্রভৃতি চারিজন গুপ্তকন্যাগর্ভ্তপ্রভব, আর গাণ্ডেয়ী ও সাণ্ডু শোভাকর নাগকন্যাপ্রসূত। গাণ্ডেয়ীর ছয় পুত্র, তন্মধ্যে হিঙ্গুসেন কৌলীন্যে খ্যাত ছিলেন, তিনি রাঢ়হইতে যাইয়া সেনহাটীতে (চন্দনীমহলে) গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ভরতও বলিলেন যে:—

তত্রৈব বঙ্গে সর্ব্বেঽমী সাতৌরী গ্রামমাশ্রিতাঃ।
মঙ্গলানন্দসেনাদ্যাঃ শৌলকোপী মুপাশ্রিতাঃ।
তে চ বঙ্গোদ্ভবা জাতা স্তত্র বঙ্গে কৃতাশ্রয়াঃ।
বঙ্গেষু বসতিং চক্রুরমী সর্ব্বে সহোদরাঃ। ৭৭।৭৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

ধন্বন্তরিবংশপ্রভব গাণ্ডেয়িসেনের পুত্রেরা সকলে বঙ্গদেশে বাস করিলেন। সুতরাং রাঢ়ের বিনায়ক ও বঙ্গের বিনায়কসেনও একই বস্তু। তৎপর কণ্ঠহার স্থানান্তরে বলিতেছেন যে:—

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ পশুদাশ ইতি শ্রুতঃ।
ততো জজ্ঞে নীলকণ্ঠো নীলকণ্ঠ ইবাপরঃ॥
অজায়েতাং সুতৌ তস্য নৃসিংহোঽথ মহীপতিঃ।
নৃসিংহো গতবান্ বঙ্গে রাঢ়ায়াঞ্চ মহীপতিঃ॥ ৩৮ পৃঃ।

অর্থাৎ মৌদ্গল্যগোত্রপ্রভব পশুদাশ অতি খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের দুই পুত্র নৃসিংহদাশ ও মহীপতি দাশ। মহীপতিদাশ রাঢ়েই থাকিলেন, আর নৃসিংহদাশ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। তথাহি—

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ সদ্বৈদ্যকুলভূষণং।
চায়ুদাশঃ পুণ্যকর্ম্মা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বভূবুস্তস্য তনয়াঃ পুরোদিবাকরো নরঃ।
পুরতো নরসিংহোঽভূৎ শুকসেনসুতাসুতঃ॥
যন্নাম্না চায়ুদাশস্য বংশঃ খ্যাতিমুপাযযৌ।
তস্মাৎ নারায়ণঃ কান্নোরামশ্চ নিমদাশকঃ॥

প্রজাপতীশানদাশৌ জাতৌ নারায়ণাদপি।
অরবিন্দোজয়োবিষ্ণুঃ প্রজাপতেঃ সুতাস্ত্রয়ঃ॥
১০৫পৃঃ কণ্ঠহার।

চায়ুদাশ মৌদ্গল্যগোত্রীয়, তিনি সদ্বৈদ্যদিগের মধ্যে কুলের ভূষণস্বরূপ, তিনি অতীব পুণ্যকর্ম্মা ও রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র পুরন্দরদাশ, দিবাকরদাশ ও নরদাশ। পুরন্দরদাশের পুত্র নরসিংহ দাশ। বঙ্গাগত চায়ুদাশগণ নরসিংহদাশের নামে পরিচিত। নরসিংহের পুত্র নারায়ণ কায় (স্কন্দ), রাম ও নিমদাশ। নারায়ণের পুত্র প্রজাপতি ও ঈশানদাশ আর প্রজাপতিদাশের পুত্রই অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুদাশ।

সুতরাং রাঢ়ের পন্থদাশ ও চায়ুদাশ, বঙ্গের পন্থ ও চায়ুদাশও অভিন্ন বস্তু হইতেছেন। ঐরূপ রাঢ়ের কায়ু ও ত্রিপুরগুপ্তই বঙ্গে আসিয়া বদ্ধমূল হয়েন। সুতরাং রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যের মধ্যে জন্ম ও বংশগত কোন পার্থক্যই নাই। ভরতমল্লিক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে :—

যো গঙ্গাদাশসেনোঽহসৌ চ্যুতোযূথাৎ যশোরগঃ।
স্থিতো বেণাদনাগ্রামে ধূলিয়াপুরসন্নিধৌ॥ ৩৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ রাঢ়ীয় বৈদ্য গঙ্গাদাসসেন আপনার দল ছাড়িয়া যাইয়া যশোহরের অন্তর্গত বেণাদনাগ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, উহা প্রসিদ্ধ ধূলিয়াপুর গ্রামের উপকণ্ঠবর্ত্তী। তথাহি—

একোবীজী দেববংশে নিকারুণ ইতি স্মৃতঃ।
আত্রেয়গোত্রসম্ভূতো রাঢ়বঙ্গকৃতাশ্রয়ঃ॥
২১ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

দেববংশে একমাত্র নিকারুণদেবই বীজী, তাঁহার গোত্র আত্রেয়, তাঁহার বংশধরেরা রাঢ় ও বঙ্গ উভয় দেশেই বাস করিয়াছেন। তথাহি—

কুণ্ডবংশে বৃন্দকুণ্ডো বীজী বৈদ্যকশাস্ত্রকৃৎ।
স ভরদ্বাজসম্ভূতো বঙ্গভূমিকৃতাশ্রয়ঃ॥ ২১ পৃঃ।

কুণ্ডবংশে বৃন্দাবনকুণ্ড একমাত্র বীজী, তিনি বৈদ্যকশাস্ত্রপ্রণেতা ও ভরদ্বাজগোত্রপ্রভব, তিনিও রাঢ়হইতে বঙ্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাহি—

পুত্রশ্চৈতন্যসেনস্য নরসিংহ ইতি শ্রুতঃ।
সোন্ধারকুলসংস্থায়ী চণ্ডীশরণসূনুজঃ।
মাতামহকুলে তত্র সোন্ধারকুলকে স্থিতঃ॥ ৬৭ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

বিনায়কসেনবংশীয় চৈতন্যসেন সোন্ধারকুলে চণ্ডীশরণের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র নরসিংহসেন, তিনি আপন মাতামহ আশ্রয়ে সোন্ধারকুলেই বাস করেন। এই সোন্ধারকুল বরিশালের বাসণ্ডা ও কীর্ত্তিপাশা বা শিকারপুর প্রভৃতি গ্রাম। কেননা উহারা সুগন্ধানদীতীরবর্ত্তী স্থান। তথাহি—

পুরুষোত্তমসেনো যো বিষ্ণুপারিষদোপমঃ।
স ঠক্কুর ইতি খ্যাতো বিশ্ববিশ্রুতসদ্‌যশঃ॥
তত্তুল্য স্তস্য পুত্রোঽভূৎ কান্দুঠক্কুরসংজ্ঞকঃ।
বৈষ্ণবো জগতি খ্যাতঃ সৎসম্বন্ধপরায়ণঃ॥
চুপীগ্রামং পরিত্যজ্য বোধখানা মুপাশ্রিতঃ। ৭৪ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

মহাকুল রোষসেনবংশের পুরুষোত্তমসেনের পুত্র কান্দুঠাকুর, তিনি রাঢ়ের চুপী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যশোহরের অন্তর্গত বোধখান গ্রামে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

শূলপাণেশ্চতুঃপুত্রা জজ্ঞিরে বিনয়ান্বিতাঃ।
শুভবাটীং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে বঙ্গস্থিতা অমী॥ ১১৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

বিনায়কসেনবংশধর শূলপাণিসেনের চারি পুত্র বঙ্গদেশের শুভবাটী গ্রামে যাইয়া বাসগ্রহণ করেন। এই শুভবাটী খুলনাজিলায়, এখন উহা শুভলাড়া নামে খ্যাত। তথাহি—

হাড়সেনস্য যে পুত্রা বভূবুঃ শঙ্করাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে নিজবৃন্দেন সেনহাটীমুপাশ্রিতাঃ। ১৫২পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

বিনায়কসেনবংশপ্রভব হাড়সেনের পুত্র শঙ্করসেনপ্রভৃতি, তাঁহারা আপনার দলবল সহ রাঢ়হইতে যাইয়া সেনহাটীতে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

রঘুসেনসুতাঃ সর্ব্বে পূর্ব্বদেশমুপাশ্রিতাঃ। ১৭৫পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

রঘুসেন গয়িসেনকুলসম্ভব, তাঁহার পুত্রগণ রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেশে যাইয়া বাস করিলেন। এই পূর্ব্বদেশ শব্দে যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকা ও বিক্রমপুরপ্রভৃতি যে কোন স্থান অববোধিত হইতে পারে। তথাহি—

বাণসেনস্য যে পুত্রাঃ
চাটিগ্রাম মুপাশ্রিতাঃ। ১৭৬ পৃঃ

গয়িসেনবংশপ্রভব বাণসেনের পুত্রগণ রাঢ়হইতে চট্টগ্রামে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

শ্রীনিধেস্তনয়োজাতো গঙ্গাহরি রিতিশ্রুতঃ।
নিজযূথাৎ বিচ্যুতোঽসৌ বঙ্গজাগর্ভ সম্ভবঃ॥ ২০৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

ধন্বন্তরিগোত্রীয় নিধিসেন বঙ্গদেশে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্র গঙ্গাহরি, তিনি আপন যূথহইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন। তথাহি—

জাতাঃ পশুপতের্বংশ্যা অসারা স্তে স্বদোষতঃ।
তে সর্ব্বে বঙ্গভূমিষ্ঠাঃ সিংহাড়িগ্রাম মাশ্রিতাঃ॥
সূর্য্যাৎ দ্বৌ তনয়ৌ জাতৌ রাজসেননৃসিংহকৌ।
এতে কৌকচ্ছিড়াগ্রামে বঙ্গদেশে বসন্তি চ॥
শ্রীরামাৎ তনয়ো জজ্ঞে হরি রিত্যভিধানভাক্।
তস্য পুত্রপ্রপৌত্রাদ্যা বসন্তি বিক্রমপুরে॥
দেবুলীগ্রাম মাশ্রিত্য তত্র সম্বন্ধ মাচরন্॥
চাঙ্কসেনস্য যে পুত্রা মিত্রসেনাদয়োঽভবন্।
তে সর্ব্বে তত্র বঙ্গে চ বসন্তি স্বেচ্ছয়া পুনঃ॥ ২১২ পৃঃ
কেশবস্য সুতা জাতা স্ত্রয় এতে গুণান্বিতাঃ।
শ্রীমানো লক্ষ্মণশ্চৈব মনোহর ইতি ক্রমাৎ॥
তে সর্ব্বে তত্র বঙ্গে চ বসন্তি নিজচেষ্টয়া।
প্রাণাৎ কান্দাদয়োজাতা ঈশানাৎ শঙ্করাদয়ঃ।
শূলপাণেঃ কার্ত্তিকাদ্যা বঙ্গদেশ মুপাশ্রিতাঃ॥
মধুসেনো বিশ্বনাথো মহীসেন ইতঃ পরঃ।
স্বকর্ম্মভির্ব্বসন্ত্যেতে বঙ্গে হরিমর্দ্দনে পুরে॥
কল্যাণরাঘবাবেতৌ অসারৌ চ প্রকীর্ত্তিতৌ।
তৌ দ্বৌ চ বঙ্গভূমিষ্ঠৌ জ্ঞেয়ৌ লোকবিদাং মুখে॥ ২১২ পৃঃ

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বুয়িসেনবংশপ্রভব পশুপতিসেনের পুত্রগণ, বঙ্গদেশের সিংহাড়িগ্রাম; শ্রীরামসেনের পুত্র হরিসেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত দেবুলীগ্রাম,

অঙ্কসেনের পুত্র মিত্রসেনপ্রভৃতি ও কেশবসেনের পুত্র, শ্রীমান্, লক্ষ্মণ ও মনোহরসেনপ্রভৃতি, শূলপাণিসেনের পুত্র কার্ত্তিকসেনপ্রভৃতি বঙ্গদেশ এবং বুন্নিবংশপ্রভব মধুসেন, বিশ্বনাথসেন, মহীসেন বঙ্গদেশের অন্তর্গত অরিমর্দ্দনপুরে যাইয়া বাস করেন। ঐরূপ কল্যাণ ও রাঘবসেনও রাঢ়হইতে বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তথাহি—

অচ্যুতস্য সুতো নীলাম্বরো বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ।
বীরসেনস্য চত্বার স্তনয়া বামনোঽগ্রজঃ। ২২২ পৃঃ
বসুদেবোনন্দনশ্চ দিবাকর ইমে পুনঃ।
স্বকীয়দৈবদোষেণ বঙ্গদেশ মুপাশ্রিতাঃ॥ ২২৪ পৃঃ

শক্তি্রগোত্রীয় কাশীসেনের তৃতীয় ভ্রাতা উগ্রসেনের বংশধর অচ্যুতসেনের পুত্র নীলাম্বরসেন এবং বীরসেনের পুত্র বামন, বসুদেব, নন্দন ও দিবাকরসেন বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করেন। তথাহি—

শক্তি্রগোত্রেঽভবৎ বীজী চন্দ্রসেনো মহাযশাঃ।
ইদিলপুর মাশ্রিত্য চন্দ্রদ্বীপকৃতাশ্রয়ঃ॥ ২৪৪ পৃঃ

শক্তি্রগোত্রের অন্যতম বীজী মহাযশাঃ চন্দ্রসেন, রাঢ়দেশপরিত্যাগপূর্ব্বক ইদিলপুরে যাইয়া চন্দ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভবসেনাৎ অভূৎ পুত্র আদিত্যসেননামভৃৎ।
বঙ্গদেশে বসন্ত্যেতে আদিত্যতনয়াদয়ঃ॥ ২২৬ পৃঃ

স্বর্ণপীঠী মুণ্ডীরসেনবংশীয় ভবসেনের পুত্র আদিত্যসেন, তাঁহার পুত্রগণ, রাঢ়হইতে বঙ্গদেশে গমন করেন।

চক্রপাণিঃ পরো জাতঃ সেনহাটীনিবাসকৃৎ। ২৫১ পৃঃ

আস্তসেনবংশপ্রভব চক্রপাণিসেন, রাঢ়হইতে যাইয়া সেনহাটীতে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

হেরম্বস্য সুতৌ জাতৌ যুধিষ্ঠিরকভীমকৌ।
এতৌ দেবস্য দৌহিত্রৌ পূর্ব্বদেশনিবাসিনৌ॥ ২২৫ পৃঃ

আস্তসেনবংশপ্রভব হেরম্বসেনের পুত্র যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন, তাঁহারা দেব দৌহিত্র, তাঁহারাও রাঢ় হইতে যাইয়া পূর্ব্বদেশে বাস করেন। তথাহি—

রত্নাকরসুতা বিশ্বম্ভরসেনসুতাসুতাঃ।
সেনহাট্যাদি মাশ্রিত্য তিষ্ঠন্ত্যেতে নিজেচ্ছয়া॥ ৩৫৯ পৃঃ

পদ্মবংশপ্রভব রত্নাকরদাশের পুত্রগণ, রাঢ়দেশপরিত্যাগপূর্ব্বক সেনহাটী-প্রভৃতি দেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

ধনগুপ্তসুতঃ শার্ঙ্গো বঙ্গদেশ মুপাশ্রিতঃ। ৩৯৭ পৃঃ—ঐ

অর্থাৎ কাযুগুপ্তবংশীয় ধনগুপ্তের পুত্র শার্ঙ্গগুপ্ত রাঢ়হইতে বঙ্গে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন।

আমরা উপরে যে সকল প্রমাণের অধ্যাহার করিলাম, তদ্দর্শনেই প্রবীণগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কি প্রকারে রাঢ়ের বৈদ্য বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়া বঙ্গজসমাজের গঠন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কি পঞ্চকূটসমাজ, কি রাঢ়ীয়-সমাজ, কি বঙ্গজসমাজ অথবা কি পূর্ব্ববঙ্গসমাজ সকল সমাজের বৈদ্যগণই মূলতঃ একই। কেবল ইহাই নহে, কেবল রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যেরাই যে বঙ্গে যাইয়া বঙ্গজসমাজের গঠন করিয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গীয়সমাজের বৈদ্যেরাও অনেকে পুনরায় রাঢ়ে প্রত্যাগত হইয়া রাঢ়ীয়সমাজের ক্ষতিপূরণ ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। যদুক্তং ভরতেন—

তোম্বুসেনস্য* তনয়ো রবিসেন স্তদগ্রজঃ।
মহামণ্ডল ইত্যেষ খ্যাতো নৃপতিবল্লভঃ॥
দ্বিতীয়ঃ কবিসেনোঽসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যশীলবান্।
সেনহাটীসমাজস্থৌ কুলকর্ম্মপরায়ণৌ॥
তয়োঃ কেচিৎ বিনিষ্ক্রম্য সেনহাটিসমাজতঃ।
গৃহীত্বা নিজবৃন্দানি নরহট্ট মুপাশ্রিতাঃ॥ ১০৫ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ সেনহাটী সমাজস্থ সেনহাটী নিবাসী রবি ও কবিসেন, তোম্বুসেনের পুত্র। রবিসেন রাজপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার উপাধি মহামণ্ডল ছিল। এই রবি কি কবির বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি সেনহাটীহইতে সদলবলে নরহট্টে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

---

* বোধ হয় তোম্বুসেনের প্রকৃত নাম ডমন সেন। যদাহ কণ্ঠহারঃ।
রবিসেনকবিসেনৌ ডমনস্য সুতা বুভৌ।
গুপ্তত্রিপুরবংশীয়মাধবস্য সুতাসুতৌ॥ ৫৯ পৃঃ

নরহট্ট বর্ত্তমান কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামের নামান্তর মাত্র, সুতরাং বঙ্গজ বৈদ্যেরাও রাঢ়ীয়সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা প্রতীত হইতেছে। তথাহি—

বিনায়কস্য সেনস্য জজ্ঞিরে সপ্ত সূনবঃ।
রাজবৈদ্যঃ শক্তিসেনো বৎসসেন শ্চিকিৎসকঃ॥
বন্ধুসেনো নাথসেন স্ততোরত্নাকরঃ পরঃ।
লম্বোদরস্তৎ কনিষ্ঠঃ প্রিয়ঙ্কর ইতি ক্রমাৎ॥
অমী চায়ুকুলোদ্ভূতকুবেরদাশসূনুজাঃ।
সর্ব্বে গৃহীত্বা স্বং বৃন্দং নরহট্ট মুপাশ্রিতাঃ॥ ১০৯পৃঃ ঐ

রবিসেন মহামণ্ডলের সপ্তম পুত্র বিনায়ক (২য় বিনায়ক) সেনের সাত পুত্র। শক্তিসেন, বৎসসেন, বন্ধুসেন, নাথসেন, রত্নাকরসেন, লম্বোদরসেন ও প্রিয়ঙ্করসেন। ইহাঁরা চায়ুদাশবংশপ্রভব কুবেরদাশের দৌহিত্র। ইহাঁরাও আপন দলবল লইয়া সেনহাটীহইতে নরহট্টে আগমন করেন। কিন্তু নরহট্টে আগমন করিয়াও উঁহারা বহুকাল সেনহট্টীয় নামেই পরিচিত ছিলেন।

জনমেজয়দাশস্য গোকুল স্তনয়োঽজনি।
নরহট্টসমুদ্ভূতসেনহাটিকসূনুজঃ॥ ২৯৬ পৃঃ ঐ

দুর্জ্জয়দাশের বংশে জনমেজয়দাশ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র গোকুল দাশ, তিনি নরহট্টগ্রামপ্রভব সেনহাটীর ধন্বন্তরী সেনকুলের দৌহিত্র। তথাহি—

দধার যং তেকড়িসেনপুত্রী
রত্নোদরে রত্ন মিবাচলে যম্।
যা সেনহাটীয়কুলপ্রসিদ্ধা
গুণৈর্ব্বরেণ্যা নরহট্টগোষ্ঠ্যাম্॥ ৩৩৯ পৃঃ ঐ

পন্থবংশপ্রভব মণ্ডলজানীয় মকরন্দদাশের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র কংসারিদাশ, নরহট্টবাসী সেনহাটীয় তেকড়িসেনের দৌহিত্র। তথাহি—

যঃ সেনহাটীসম্ভূতঃ স এব নরহট্টজঃ।
সেনভূমীয়সেনোঽপি সেনহাটীয়বংশজঃ॥ ১৪ পৃঃ—ঐ

অর্থাৎ সেনহাটীতে গাণ্ডেয়িসেনের বংশজগণও যাহা, নরহট্ট বা কাঁচড়া

পাড়ায়, গাঙ্গেয়িবংশধরগণও তাহাই। আর পঞ্চকুট সমাজের সেনভূমিতে যে সেনগণ বাস করেন, তাঁহারাও সেনহাটীয়গণের সহিত অভিন্ন। কেননা সেনভূমির বিমল ও বিনায়কই, ধন্বন্তরী সেনগণের আদি নিদান। কিন্তু এই দুইটি বংশের কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেনহাটীহইতে নরহট্টে আগমন করেন, তাহা অনধিগম্য। নরহট্টবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণরায় কবিভূষণ যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে মহাত্মা শিবানন্দসেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তৎপুত্র রামদাস, চৈতন্যদাস ও পুরীদাস কবিকর্ণপুর ঠাকুর। এই কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পারিষদ ছিলেন। আমরা এখানে কেবল কবি-কর্ণপুরের পুত্র মধুস্দনসেনের এক বংশের নাম দিলাম। মধুস্দনের পুত্র চণ্ডীচরণ রায় (নবাব প্রাপ্ত উপাধি), তৎপুত্র রামচন্দ্ররায়, রামচন্দ্রের পুত্র রামলোচন রায়, রামলোচনের পুত্র বিশ্বনাথ রায়। তিনি অশেষশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বনাথের তৃতীয় পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্র শশিভূষণ, শশিভূষণের পুত্র গিরিজাভূষণ, ফণিভূষণ, মণিভূষণ ও হিমাংশুভূষণ, গিরিজার পুত্র মৃগাঙ্কভূষণ, ফণির পুত্র শশাঙ্কভূষণ ও আরও দুইটি এবং মণির পুত্র কিরীটিভূষণ রায়। ভরত স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

অথ বারকড়েঃ পুত্রৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
সহদেবো ভীমসেনঃ পন্থবংশ্যসুতাসুতৌ॥
এতৌ দ্বৌ নিজবৃন্দেন গঙ্গাবাসচিকীর্ষয়া।
সেনহাটীং পরিত্যজ্য নবদ্বীপ মুপাশ্রিতৌ॥ ১০৭ পৃঃ—ঐ

বারকড়ি সেন, বঙ্গজসমাজের লক্ষ্মণসেনপ্রভব। সহদেব ও ভীমসেন, উক্ত বারকড়িসেনের পুত্রদ্বয়। তাঁহারা গঙ্গাবাসাভিলাষে সেনহাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তথাহি—

রঘুনাথস্য পুত্রোঽভূৎ যুবরাজ ইতি শ্রুতঃ।
উলাস্থবঙ্গদেশীয়মথুরানাথসূনুজঃ॥ ১৩০ পৃ—ঐ

বিনায়কসেনবংশ্যরঘুনাথের পুত্র যুবরাজ সেন, তিনি নদিয়া জিলার উলাগ্রামস্থিত বঙ্গজ বৈদ্য মথুরানাথের দৌহিত্র। সুতরাং জানা গেল মথুরানাথ বঙ্গ ছাড়িয়া রাঢ়ে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ঐ কারণে এইক্ষণ নদিয়ার দাহপুর ও লাখুড়িয়াতেও বঙ্গজ বৈদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তথাহি—

নারায়ণস্য তনয়া স্ত্রয়োঽমী রাজসেবিনঃ।
রামসেনতুয়াদ্দারো বিষ্ণুশ্চ কর্ণপূরকঃ॥
শ্রীকৃষ্ণোঽন্যঃ কণ্ঠহারমজুমদার ইতি শ্রুতঃ।
এতে বঙ্গং পরিত্যজ্য গুপ্তপাড়া মুপাশ্রিতাঃ॥ ২২০ পৃ—ঐ

পয়োগ্রামগত কুশলীর দ্বিতীয় পুত্র হিঙ্গুসেনের অনন্তরবংশ্য নারায়ণ সেনের তিন পুত্র রামসেন তুয়াদ্দার, বিষ্ণুকর্ণপূর ও শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠহার মজুমদার। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা বঙ্গের পয়োগ্রামপরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়ের গুপ্তিপাড়াতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এল্ এম্ এস্, যতীন্দ্রনাথ সেন, বি-এল্, ৺শ্যামাচরণ সেন, কেসিয়ার চার্টার ব্যাঙ্ক, সতীশচন্দ্র সেন, এম-এ বি-এল উকিল, রমেশচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার (এই শ্যাম বাবুর কন্যা শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী শ্রীযুক্তা ফুলকুমারী দেবী পরম-বিদুষী)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন, মেকেনিনমেকেঞ্জীর ভূতপূর্ব্ব কেসিয়ার, গোপালদাসসেন স্বনামখ্যাত সওদাগর, সুরেন্দ্রনাথসেন, নরেন্দ্রনাথ সেনপ্রভৃতি।

কংসারিদাসসেনস্য পুত্রোঽভূৎ মধুসূদনঃ।
যো বিশ্বাস ইতি খ্যাতো গুপ্তকন্যাসমুদ্ভবঃ।
বঙ্গদেশং পরিত্যজ্য খড়্দহ গ্রামমাশ্রিতঃ॥ ২৩১ পৃ—ঐ

শক্তিগোত্রীয় পুরসেনের বংশপ্রভব কংসারিদাসসেনবিশ্বাস বঙ্গদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়ের খড়্দহগ্রামে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তথাহি—

যো গৌরীবরদাশোঽয়ং বিশ্বাসো বিদিতক্রিয়ঃ।
শিবদাস স্তৎকনীয়ান্ শুচিঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥
বঙ্গদেশং পরিত্যজ্য গঙ্গাবাসচিকীর্ষয়া।
উভাভ্যাং ফুলিয়াগ্রামমাশ্রিত্য বসতিঃ কৃতা॥ ৩৬১ পৃষ্ঠা ঐ

পন্থবংশীয়গৌরীবরদাশবিশ্বাস ও শিবদাসবিশ্বাস পিতার বার্দ্ধক্যনিবন্ধন গঙ্গাবাস করিতে অভিলাষী হইয়া বঙ্গদেশপরিত্যাগপূর্ব্বক ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথাহি—

রাঘবো ভাস্করশ্চৈব পরো হরিহরস্তথা।
সর্ব্বেঽমী নিজবৃন্দেন সংসম্বন্ধচিকীর্ষয়া।
নিরোলগ্রামমাশ্রিত্য রাঢ়ে বসতি মাচরন্॥ ৩৯৮ পৃঃ ঐ

হেরম্বগুপ্তের তিন পুত্র রাঘব, ভাস্কর ও হরিহরগুপ্ত, ইঁহারা সৎসম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া রাঢ়ের নিরোলগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথাহি—

ত্রিবিক্রমস্য দেবস্য নরসিংহঃ সুতোঽজনি।
তস্য পুত্রাশ্চ বহবো বিক্রমপুরমাশ্রিতাঃ॥
তেষামেকো বঙ্গদেশাৎ সৎসম্বন্ধচিকীর্ষয়া।
দেবো নিকারুণোবীজী কেতুগ্রামকৃতাশ্রয়ঃ॥ ৪৪৩ পৃঃ ঐ

ত্রিবিক্রমদেবের পুত্র নরসিংহদেব। তাঁহার পুত্রগণ বিক্রমপুরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নিকারুণদেব সৎসম্বন্ধ করিবার অভিলাষে বিক্রমপুরপরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়ের কেতুগ্রামে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কণ্ঠহারও বলিতেছেন যে—

গৌতমাৎ জগদানন্দো গঙ্গাদাশসুতাসুতঃ।
তস্মাৎ অভূদেকপুত্রো নবদ্বীপে স তিষ্ঠতি॥
লক্ষ্মীপতেশ্চ সন্তানাঃ খণ্ডদেশ মুপাগতাঃ। ২০ পৃঃ।

গণবংশীয়জগদানন্দসেনের পুত্র রাঢ়ের নবদ্বীপে ও লক্ষ্মীপতিসেনের পুত্রগণ বৈদ্যজাতির পুণ্যতীর্থ রাঢ়ের শ্রীখণ্ডগ্রামে গমন করেন। তথাহি—

ভবসেনস্য সন্তানাঃ কেচিৎ বাজু মুপাগতাঃ।
পলাশীগ্রামমপরে জগ্মুঃ সভ্রাতৃবান্ধবাঃ॥ ৩৩ পৃঃ।

হিঙ্গু ভবসেনের সন্তানেরা কেহ কেহ বাজুদেশে গমন করেন, কেহ কেহ বা সবান্ধবে রাঢ়ের পলাশীগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তথাহি—

নবদ্বীপে সন্তি সর্ব্বে মধুসূদনকাদয়ঃ। ৫২ পৃঃ।

গাণ্ডেরিসেনবংশীয় মধুসূদনসেনপ্রভৃতি সেনহাটীহইতে নবদ্বীপে যাইয়া বাস করেন। তথাহি—

গঙ্গাধরোঽধুনা শ্রীলঃ পলাশীমধিতিষ্ঠতি। ৮৪ পৃঃ।

ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীমান্ গঙ্গাধরসেন সম্প্রতি রাঢ়ের পলাশীগ্রামে বাস করিতেছেন।

বিশ্বনাথোঽধুনা গ্রামমান্দুরমধিতিষ্ঠতি। ১১৯ পৃঃ।

চায়ুদাশ (জয়দাশ) বংশপ্রভব বিশ্বনাথদাশ সম্প্রতি রাঢ়ের আন্দুর (আন্দুল) গ্রামে বাস করিতেছেন। তথাহি—

শিয়ালকুলসম্ভূত জগদানন্দকন্যকাম্।
গৌরীনাথশ্চোপযেমে শান্তিপুরে স তিষ্ঠতি॥ ১২৮ পৃঃ।

কান্নদাশবংশীয় গৌরীনাথ দাশ শিয়ালসেন জগদানন্দের কন্যা বিবাহ করিয়া শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তথাহি—

রামকৃষ্ণোঽধুনাসীকপলাশীমধিতিষ্ঠতি। ১৪১ পৃঃ।

পদ্মদাশ রামকৃষ্ণ বঙ্গদেশের বিক্রমপুরপরিত্যাগপূর্ব্বক সম্প্রতি পলাশীগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। (সীকশব্দ—লিপিকর প্রমাদগ্রস্ত ?) তথাহি—

বসন্তি লাখড়িয়াগ্রামে শ্রীবরগুপ্তসম্ভবাঃ। ১৬৪ পৃঃ কণ্ঠহার।

অর্থাৎ ত্রিপুরবংশীয় শ্রীবরগুপ্তের বংশধরগণ সম্প্রতি বঙ্গদেশ হইতে নদিয়া জিলার সুতরাং রাঢ়ের লাখড়িয়া গ্রামে (থানা কালীগঞ্জ) যাইয়া বাস করিতেছেন।

সুতরাং এতদ্দ্বারা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, রাঢ়ীয় বৈদ্যগণই বঙ্গে যাইয়া বঙ্গজ সমাজের গঠন করিয়াছেন এবং আবার বঙ্গগত বহু রাঢ়ীয় বৈদ্য বংশ, বঙ্গজসংজ্ঞালাভের পরও পুনরায় রাঢ়ে প্রত্যাগত হইয়া রাঢ়ীয় সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। (তবে দাদুপুর ও লাখড়িয়া সমাগত বঙ্গজেরা এখনও বঙ্গজই রহিয়াছেন) রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থপ্রণেতা রামভদ্রগুপ্তও বলিতেছেন যে—

"ধলণ্ডীয়ে নরহট্টীয়ে
এরা নহে রাঢ়ীয়ে।
ইহাদিগের দক্ষিণদেশে ঘর।"

অর্থাৎ ধলহণ্ডীয় ও নরহট্টীয় ধন্বন্তরিসেনগণ রাঢ়ীয় বৈদ্য নহেন, ইঁহারা দক্ষিণদেশবাসী। কেন ? আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, নরহট্টীয়গণ সেনহাটীহইতে আসিয়া নয়হট্ট বা কাঁচড়াপাড়ায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। নরহট্ট, খণ্ডসমাজের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং নরহট্টীয়েরা টাটকা বঙ্গজসমাজহইতে রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। বিহরোঢ় বা বাগড়ির অন্তর্গত নরহট্টাদি স্থান প্রকৃত রাঢ় বলিয়াও স্বীকৃত ছিল না। ধলহণ্ডীয়গণও সেনহাটীর ফেরত আসামী। তাঁহারাও সেনহাটীহইতে কেরালকাতা বা কলিকাতার দক্ষিণস্থ ধলহণ্ডে আসিয়া বাস করিয়া ধলহণ্ডনামের বিষয়ীভূত হয়েন। পূর্ব্বে যে স্থানে

প্রাচীন হাইকোর্ট ছিল, এইক্ষণ যাহা সেনানিবাসে পরিণত, উহা ও তৎসংলগ্ন স্থান লইয়া ধলহণ্ডগ্রাম পরিগণিত ছিল।

উঁহারা কাহার সন্তান? ভরতের মতে বিনায়কের পুত্র রোষ ও ধন্বন্তরি, রোষের পুত্র নাযায়ণ, নারায়ণের পুত্র সাণ্ড, সাণ্ডর তৃতীয় পুত্র সরণিসেন, সরণিসেনের পুত্র কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসের সন্তানগণই ধলহণ্ডীয় বিশেষণের বিষয়ীভূত। উক্তঞ্চ—

তে এব পূর্ব্বং ধলহণ্ডগোষ্ঠীং
সমাশ্রিতা স্তত্র তদীয়বংশ্যাঃ।
স্থিতা শ্চিরং তে কুলশীলভাজঃ
তন্নামতোঽন্যাপি মতাশ্চ সর্ব্বে॥ ৩। ৫০ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

কিন্তু কৃত্তিবাসের সন্তানগণ যে কোথাহইতে আসিয়া ধলহণ্ডে উপনিবিষ্ট হয়েন, তাহা বিবৃত হইল না। তবে অন্যান্যেরা যে প্রকার সেনহাটী সমাজ হইতে পুনরায় রাঢ়ে পুনরাগমন করেন, তদ্রূপ ধলহণ্ডীয়গণও সেনহাটীর ফেরত হওয়া সম্ভবপর। এবং বঙ্গজত্বনিবন্ধন রামভদ্রগুপ্ত ইঁহাদিগকে অরাঢ়ীয় বলিয়া অধিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতনামা রামকমলসেন, নরেন্দ্রনাথ সেন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেনপ্রভৃতি এই বংশপ্রভব।

যশোহর জিলাতে দারিয়াপুর (দ্বারিকাপুর) নামে একটী গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে এখনও রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ উভয় শ্রেণীর বৈদ্যই বাস করিতেছেন। কলিকাতা শিমলাষ্ট্রীটের ১৫ নং বাটীর অধিস্বামী শ্রীযুক্ত গুরুচরণদাশগুপ্ত (বাণদাশ) মহাশয় বলিলেন, তাঁহারাও পূর্ব্বে উক্ত দারিয়াপুরে ছিলেন, পরে তাঁহার পিতামহ আনন্দচন্দ্র দাশ বরিশাঁতে বিবাহ করিয়া পুনরায় রাঢ়ে (বেহালার নিকটবর্ত্তী উক্ত বরিশাঁতে) আসিয়া বাস করেন। কিন্তু সেনহাটীর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণ এখনও তাঁহাদিগের গুরু রহিয়াছেন। কেন না তাঁহারা ইঁহাদিগের পৈতৃক গুরু। ৺পূর্ণচন্দ্র সাঙ্খ্যচঞ্চু মহাশয়ও ইঁহাদের গুরু ছিলেন। গুরুচরণ বাবুর পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুন্সী মহাশয়গণও উক্ত দারিয়াপুরহইতে আসিয়া বেহালার নিকটবর্ত্তী হরিদেবপুরে বাস করিতেছেন। গুরুচরণ বাবুরাও এইক্ষণ হরিদেবপুরবাসী বটেন।

অতএব পঞ্চকূটের বৈদ্য রাঢ়ে ও রাঢ়ের বৈদ্য বঙ্গে যাইয়াই যে বঙ্গীয় সমাজের গঠন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গজ বৈদ্যেরাও যে অনেকে আসিয়া রাঢ়ীয় বৈদ্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা স্বীকৃত সত্য। ঐরূপ রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরাপ্রভৃতি দেশে যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় সমাজের গঠন করিয়া দিয়াছেন। আমরা কতকগুলি প্রমাণের অধ্যাহার করিয়া আমাদিগের এই উক্তির সমর্থন করিব। ভরতসেন বলিতেছেন—

বাণসেনস্য যে পুত্রা চাটিগ্রাম মুপাশ্রিতাঃ। ১৭৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বাণসেনের পুত্রগণ চট্টগ্রামে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। কণ্ঠহার বলিতেছেন—

উষাপতের্ব্বংশজা যে পূর্ব্বদেশেষু তে গতাঃ। ৭ পৃঃ

দুহিবংশীয় (গণ) উষাপতিসেনের সন্তান গণ পয়োগ্রাম (খুলনার) হইতে পূর্ব্বদেশে গমন করেন।

সদাশিবস্য পুত্রাস্তাঃ কুলহীনা বিদেশগাঃ। ১০ পৃঃ
দ্বাবেতৌ পরিণীয়ৈব ফুল্লশ্রীমধিতিষ্ঠতঃ। ১৭
রুদ্রস্য সন্ততির্নাস্তি সন্তি যে তে বিদেশগাঃ। ২৩
ভবসেনস্য সন্তানাঃ কেচিৎ বাজু মুপাগতাঃ। ৩৬
যে সন্তি তে কুলভ্রষ্টা বাঠধিং সমুপাগতাঃ। ৭৬
পরিণীয়ৈব গোবিন্দো বিক্রমপুরেঽধ্যুবাস চ। ৮৫
মাধবান্বয়সম্ভূতাঃ সর্ব্ব এবোত্তরে গতাঃ। ৮৮
গঙ্গানন্দস্য সন্তানাঃ মেঘচামীমধিষ্ঠিতাঃ। ৯৭
বারেন্দ্রভূমৌ অধুনা ভ্রাতরৌ দ্বৌ চ তিষ্ঠতঃ। ৯৯
অধুনা মথুরানাথো বিক্রমপুরেঽবতিষ্ঠতি। ৯৯
উত্তরে পূর্ব্বদেশে চ বাজু বিক্রমপুরয়োঃ। ১০১

উদ্ধৃত প্রমাণে যে উত্তর শব্দ আছে, তদ্দ্বারা রাজসাহীপ্রভৃতি উত্তরবঙ্গ বা ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলপ্রভৃতি স্থান ও পূর্ব্ব শব্দদ্বারা বরিশাল, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ অববোধিত হইতে পারে। ফুল্লশ্রী ও বাঠধি বরিশালে, মেঘচামী ফরিদপুরে অবস্থিত। আর বাজুদেশ শব্দে আইন ই-আকবরিপ্রভৃতির দ্বারা বরেন্দ্রভূমি, ময়মনসিংহ ও মহেশ্বরদী

অঞ্চলের অববোধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সামান্য কয়েকটি উদাহরণেই জানা গেল যে, বঙ্গ বা সেনহাটীসমাজের লোক যাইয়া কি প্রকারে বিক্রমপুর, বরিশাল, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টল, ত্রিপুরা, নোওয়াখালী এবং ময়মনসিংহাদি দেশে বৈদ্যের সমাগম ঘটাইয়াছিল।

ভরত মল্লিক "বাজু ভাথুরিয়া" কথার নির্দ্দেশ ও কণ্ঠহার হিঙ্গু ভবসেনের সন্তানগণের বাজু গমনের কথা বিবৃত করায়, আমরা পূর্ব্বে চাঁদপ্রতাপ বা মাণিকগঞ্জকেও বাজু বলিয়া বুঝিতেছিলাম। কিন্তু পরমার্থতঃ উহা ছোট বড়, প্রতাপ, ইহার কোন বাজুরই অন্তর্গত নহে। লোকের মুখে শুনিয়া লিখাতে উঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া আমাদিগকেও উৎপথগামী করিয়াছিলেন। হিঙ্গু ভবসেনের সন্তানেরা ভাথুরিয়া বা বেথুর গ্রামে বা চাঁদপ্রতাপে গমন করেন। শ্রীযুক্তজ্ঞানশঙ্করসেনপ্রভৃতি উক্ত ভবসেনের অনন্তরবংশ্য। তথা হইতেই অনন্তসেনবিশারদ বিক্রমপুরের সোণারঙ্গে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমান্ মনোমোহন ও শ্রীমান্ ক্ষিতিমোহনসেন এম্-এ, প্রভৃতি উক্ত বিশারদ বংশপ্রভব। কণ্ঠহার স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

রৌহায়াং বসতিং চক্রুর্বরুণান্বয়সম্ভবাঃ।
রামচন্দ্রো বুয়িবংশ্যগোবিন্দতনয়াপতিঃ ॥১৯পৃঃ
গোপীনাথো বুয়িবংশ্য দুর্গাদাসসুতাপতিঃ।
উভৌ চ ভ্রাতরা বেতৌ নাওটানানিবাসিনৌ॥ ১৩১
জনার্দ্দনাৎ যাদবোঽভূৎ নৌসেনো মধুসূদনাৎ।
পূর্ব্বদেশীয়বৈদ্যস্য সুতাপুত্রৌ বিদেশগৌ ॥ ৩৬ পৃঃ
রত্নগর্ত্তাৎ উভৌ পুত্রৌ শিয়ালকুলজাসুতৌ।
লাখড়িয়াং গতা বেতৌ সেরপুরে সুলোচনঃ ॥ ৮৭

রৌহা ময়মনসিংহের অন্তর্গত গফরগাঁ থানার অধীন, পরগণা আলাপসিংহ ও সেরপুর জামালপুরের অধীন। সুতরাং জানা গেল, দুহি ধরুণ ও বিনায়ক সেন সুলোচন সেরপুরে যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গীয়বৈদ্যসমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের জজের উকিল শ্রীমান্ অধরনাথসেনপ্রভৃতি মাধবের সন্তান, তাঁহারা পয়োগ্রাম কিংবা ফরিদপুরের পাঁচথুপী হইতে তথায় যাইয়া থাকিবেন। উল্লিখিত জনার্দ্দন ও মধুসূদনসেন হিঙ্গু উমাপতির সন্তান।

ইঁহারা শ্রীহট্টের সরসপুরে বিবাহ করিয়া তথাতেই আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইঁহাদের পুত্র যাদবসেন ও নৌসেনই সরসপুরী হিঙ্গুনামের বিষয়ীভূত। কেহ কেহ উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার ন্যায় দোষী জনার্দ্দন ও মধুসূদনের সরসপুরী অপবাদ তাঁহাদিগের নিরপরাধ ভ্রাতা শ্রীপতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকেন। সেরপুরের প্রসিদ্ধ নন্দিজমিদারবংশ মুর্শিদাবাদের হিলোড়া যাজীগ্রামহইতে গঁচিহাটা হইয়া সেরপুরে গমন করেন। তাঁহারা মহারাজ জুমরনন্দীর অনন্তরবংশ্য। ত্রিপুরার চুনটানিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বলিয়াছেন যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যদাস-সেন একবারে রাঢ়ের হামুটিয়া গ্রাম কি ফরিদপুরের ভূষণাহইতে চুনটা গমন করেন। তথাহি—

মহেশসেনজ্ঞাভর্তুর্গোপীনাথাৎ সুতোঽভবৎ।
চাটিগ্রাম মসৌ নীতো বলাৎ মেঘচমূচয়ৈঃ॥ ৫৭ পৃঃ

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিনায়কসেনসন্তান গোপীনাথসেনের পুত্রকে মগ-সেনারা বলপূর্ব্বক চট্টগ্রামে লইয়া যায়। সম্ভবতঃ ইঁহার নাম কন্দর্পরায়, মগেরা তাঁহাকে যশোহরের শিলাচিয়া হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। পরৈকুড়ার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের শ্যালক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সেন মহাশয় এই বংশপ্রভব।

সুতরাং কি পঞ্চকূট, কি রাঢ়, কি সেনহাটী, কি বিক্রমপুর, কি বরেন্দ্র, কি মহেশ্বরদী, কি শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও নোয়াখালী, সকল স্থানের বৈদ্যগণই একশোণিতসম্পৃক্ত ও একই পদার্থ। ইঁহারা কেহই কাহাকে হীন বলিয়া অবগীত করিতে পারেন না। অপিচ বৈদ্যগণ যে কেবল এই চারিটি সমাজেই আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা ব্রহ্মদেশে যাইয়া বিজ্জিয়া (বেজ্জ) ও আসামে যাইয়া বেজ বড়ুয়া নামে বিশেষিত হইয়াছেন এবং কেহ বা কটক, কেহ বা কলিঙ্গপ্রভৃতি দেশেও গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া এখনও বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ভরত বলিতেছেন যে—

ভগিসেনসুতো যস্তু পশ্চিমং দেশমাশ্রিতঃ। ১৯০ পৃঃ
রুক্মাঙ্গদসুতো যস্তু রবিসেন ইতীরিতঃ।

স এব দেশমুৎসৃজ্য ওড্রদেশং সমাশ্রিতঃ॥ ১৭৮
তে সর্ব্বে নিজবৃন্দেন মল্লভূমিং সমাশ্রিতাঃ। ৩১৪ চন্দ্রপ্রভা।

আমরা উৎকলবাসী বহু বৈদ্যের সহিত আলাপে জানিয়াছি, তাঁহাদিগের উপাধি সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত ও গুপ্তপ্রভৃতি। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহা হইতেই ইহা জানা যাইতেছে যে, পঞ্চকূট, রাঢ়, বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের বৈদ্যগণ একই। অবশ্য মহারাজ আদিবল্লালের বংশ অম্বষ্ঠদেশহইতে দাক্ষিণাত্যের পথে সমাগত, কিন্তু তাঁহারা কিংবা মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণসেন (আদিশূর) বিক্রমপুরে বসবাসনিবন্ধন বঙ্গজসমাজেরই অন্তর্গত হইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালের জ্ঞাতিগণ এখনও বিক্রমপুরের সালপদি গ্রামে বাস করিতেছেন।

নরসিংহ ও নয়দাশের কৈফিয়ৎ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বঙ্গজসমাজের চায়ুদাশ (অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণু) এবং পন্থ বা নয়দাশদিগের বঙ্গাগমনসম্বন্ধে ভরতাদি কেন কোন কথাই মুখে আনয়ন করিলেন না? তবে কি অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণু চায়ুদাশ ও নয়দাশেরা পন্থবংশপ্রভব নহেন? তাহা না হইলে কেন কণ্ঠহার লিখিবেন যে—

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ সদ্বৈদ্যকুলভূষণম্।
চায়ুদাশঃ পুণ্যকর্ম্মা রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বভূবুস্তস্য তনয়াঃ পুরোদিবাকরো নরঃ।
পুরতো নরসিংহোঽভূৎ শুকসেনসুতাসুতঃ॥
যন্নাম্না চায়ুদাশস্য বংশঃ খ্যাতিমুপাযযৌ।
তস্মাৎ নারায়ণঃ কান্নোরামশ্চ নিমদাশকঃ॥
প্রজাপতীশানদাশৌ জাতৌ নারায়ণাদপি।
অরবিন্দো জয়ো বিষ্ণুঃ প্রজাপতেঃ সুতাস্ত্রয়ঃ॥ ১০৫ পৃঃ

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূত চায়ুদাশ অতি পুণ্যকর্ম্মা, তিনি সদ্বৈদ্যগণের কুলের ভূষণস্বরূপ, কি রাঢ়, কি বঙ্গ, তিনি সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠাবান্। তাঁহার তিন পুত্র, পুরন্দর, দিবাকর ও নরদাশ। জ্যেষ্ঠ পুরন্দরদাশের পুত্র নরসিংহদাশ, তিনি বিনায়কসেনের দ্বিতীয়পুত্র শুকসেনের দৌহিত্র। সেই নরসিংহদাশের নামানুসারেই বঙ্গজসমাজের চায়ুবংশ্যগণ পরিচিত। নরসিংহের পুত্র নারায়ণ, কানু, রাম ও নিমদাশ। নারায়ণের পুত্র প্রজাপতি ও ঈশানদাশ এবং প্রজাপতিদাশের পুত্রই অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুদাশ। তথাহি—

মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ পদ্মদাশ ইতিশ্রুতঃ।
ততো জজ্ঞে নীলকণ্ঠো নীলকণ্ঠ ইবাপরঃ॥
অজায়েতাং সুতৌ তস্য নৃসিংহোঽথ মহীপতিঃ।
নৃসিংহো গতবান্ বঙ্গে রাঢ়ায়াঞ্চ মহীপতিঃ॥
নৃসিংহাচ্চ সুতো জজ্ঞে নয়ো নয়বিচক্ষণঃ।
প্রভাকরো রাঘবশ্চ কাকশ্চ তস্য সূনবঃ॥ ১৩৮

অর্থাৎ পদ্মদাশ মৌদ্গল্যগোত্রপ্রভব। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের পুত্র নৃসিংহ ও মহীপতি। তন্মধ্যে মহীপতি রাঢ়েই থাকিলেন, নৃসিংহ বঙ্গে আগমন করিলেন। উক্ত নৃসিংহদাশের পুত্রই নয়, নয়ের পুত্র প্রভাকর, রাঘব ও কাকদাশ। সুতরাং বঙ্গজসমাজের অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুদাশ রাঢ়ের চায়ু এবং বঙ্গজসমাজের নয়দাশও রাঢ়ীয় পদ্মদাশের সন্তান হইতেছেন। সুতরাং বঙ্গজসমাজের নরসিংহ ও নয়দাশ যে ভূতপূর্ব্ব রাঢ়ীয় বৈদ্য ও তাঁহারাও যে রাঢ়হইতে বঙ্গাগত, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে কেন ভরত লিখিলেন—

নৃসিংহনয়দাশৌ দ্বৌ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতৌ।
তৌ বঙ্গজৌ ইতি খ্যাতৌ কুলকার্য্যপরায়ণৌ॥ ১০৮

অর্থাৎ নৃসিংহ বা নরসিংহদাশ ও নয়দাশ বঙ্গজসমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা বঙ্গজবৈদ্য বলিয়াই খ্যাত, রাঢ়ীয় বৈদ্য নহেন এবং তাঁহারা কুলকার্য্যপরায়ণ, পরন্তু নিজেরা অকুলীন। তথাহি—

ভরত	নারায়ণদাশ
চায়ুদাশঃ পদ্মদাশঃ	চায়ুদাশঃ পদ্মদাশঃ
কায়ুদাশো নৃসিংহকঃ।	বীরদাশ স্ততঃ পরঃ।

ভরত	নারায়ণদাশ
নরদাশো বরাহশ্চ	নৃসিংহনরদাশৌ যৌ
বীরদাশস্তথাপরঃ॥ ১	বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
তোয়িদাশ স্তথা তস্য	কায়ুদাশোঽপি চ তথা
পুত্রৌ দীঘলফেফরৌ।	বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
রামদাশ স্তথা তস্য	বরাহদাশো বৌহারি
চত্বারস্তনয়া অপি॥ ২	গ্রামবাসেন বিশ্রুতঃ॥
খ্যাতা উত্তরপাড়ে চ	তোয়িদাশোপি তৎপুত্রৌ
ধাতবিড়ালদাশকাঃ।	খ্যাতৌ দীঘলফেকরৌ।
মৌদ্গল্যগোত্রদাশেষু	খ্যাতঃ পাথরড়াগ্রামে
বীজিনো দশ পঞ্চচ॥ ৮ *	রামদাশোঽপি তাদৃশঃ॥
২০ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।	মৌদ্গল্যগোত্রাঃ সর্ব্বেঽমী
	যথাপূর্ব্বং কুলোত্তমাঃ॥ ঐ

* ইহা চন্দ্রপ্রভার পাঠ, রত্নপ্রভার পাঠ আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যথা—

খ্যাতা উভে উপাভেউ ধাউ বিড়ালদাশকাঃ। ৬ পৃষ্ঠা

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার ৩য় ও এই শ্লোকের পাঠ উভয়ই লিপিকর বা মুদ্রাকরপ্রমাদদুষ্ট। একই ভরত আবার ১০ম পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে—

খ্যাতঃ পাথরতাগ্রামে রামদাশোপি তাদৃশঃ।
সুনবস্তস্য চত্বারো বীজিনস্তেঽপি বিশ্রুতাঃ॥
খ্যাতাঃ ভাতড় পাতেড় ধাড় বিড়ালদাশকাঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্বএবহি॥ চন্দ্রপ্রভা

এ বিরোধ লিপিকর বা মুদ্রাকরপ্রমাদ ভিন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কণ্ঠহারে রহিয়াছে যে—

চায়ুপস্থৌ চ মৌদ্গল্যো গোত্রমেষাং নিরূপিতং।
উপরিঃ ফাফরিঃ পাহির্ভবন্ত্যায়ু বিড়ালকাঃ॥
অমৃতৌ দ্বৌ বৃহৎস্বল্পৌ অষ্টৌ দাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টাশ্চ্যুতাচারাঃ কষ্টসম্বন্ধদূষিতাঃ॥
মৌদ্গল্যগোত্রে সম্ভূতা সাধ্যভাব মুপাগতাঃ॥ ৪—৫ পৃঃ

ভরত ও নারায়ণের কথা এই যে চায়ু, পঙ্কু, কায়ু, নৃসিংহ ও নয় প্রভৃতি পনর জন দাশ স্বতন্ত্র পনর জন বীজী। ইহার কাহার সহিত, কাহার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অচায়ু ও অপঙ্কু নরসিংহ ও নয় কুলীন হইতেছেন না? উক্তঞ্চ ঋষিসূত্রেষু—

সেনে কুলীনোহি বিনায়কাখ্যো।
দাশে কুলীনৌ ইহ চায়ুপঙ্কৌ।
গুপ্তেষু কায়ুত্রিপুরৌ কুলীনৌ,
পরে মতা যে কিল মৌলিকাস্তে॥

ভরতশ্চ আহ বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনো
দাশেষু চায়ুঃ কুলবান্ প্রসিদ্ধঃ।
পঙ্কোপি দাশেষু কুলীন উক্তো
গুপ্তেষু কায়ুত্রিপুরৌ কুলীনৌ॥
পরে চ সেনা অপরে চ দাশাঃ,
গুপ্তাঃ পরে যে কিল মৌলিকাস্তে।
তেষাং সুসম্বন্ধপরাঃ সুশীলাঃ
সন্মৌলিকাস্তে কথিতা ভিষগ্‌ভিঃ॥ ১৮ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

হাঁ নরসিংহ ও নয় যদি চায়ু ও পঙ্কের সন্তান না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কুলীন হইতে পারেন না, তাহা সর্ব্বথাই স্বীকৃত সত্য। কিন্তু পরমার্থতঃ উঁহারা চায়ু ও পঙ্কের সন্তান ভিন্ন অন্য কোন দাশপ্রভব বঙ্গের ভুইফোড় বৈদ্য নহেন। কেন? আমরা একে একে তাহার হেতু বা যুক্তি ও প্রমাণপ্রদর্শন করিতেছি। কণ্ঠহার বলিতেছেন যে—

শক্তিকাশ্যপমৌদ্‌গল্যধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ।
বৈদ্যাঃ কুলীনাঃ সিদ্ধাঃ স্যুস্তদন্যে সাধ্যসংজ্ঞিতাঃ॥ ২ পৃঃ

অর্থাৎ বঙ্গজসমাজে শক্তিগোত্রীয়, কাশ্যপগোত্রীয়, মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় ও ধন্বন্তরীগোত্রীয় বৈদ্যগণ সিদ্ধবৈদ্য ও কুলীন।

তাহা হইলেই দেখাগেল যে রাঢ়ে ও বঙ্গে সর্ব্বত্রই মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশগণ কুলীন পদবাচ্য। রাঢ়ে চায়ু (দুর্জ্জয়, চণ্ডীবর, গণ ও বাণ) ও পঙ্কু কুলীন? বঙ্গে ভব, ভায়ু, পাহি, বিড়াল, উপরি, ফাঙ্করি, স্বল্পামৃত

বৃহদমৃত ইহারা কেহই কুলীন নহেন।* বঙ্গে কায়ু, বীর ও তোয়ীদাশেরও কোন অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে না। কিন্তু বঙ্গজসমাজে মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় নরসিংহ অর্থাৎ অরবিন্দ, জয়, বিষ্ণু, কায়, রাম ও নিমই অত্যুজ্জ্বল মহাকুল এবং মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় নয়দাশও কুলীনপদবাচ্য বটেন। যদি অরবিন্দপ্রভৃতি চায়ু ও নয়দাশ পঙ্খের সন্তান না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা কে? তাঁহারা কি বঙ্গের ভূইফোড়? কেবল কণ্ঠহার নহেন, মহামতি রামমাণিক্যসেনও বলিতেছেন যে—

অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাশস্তু মধ্যমঃ।
মহাভাগ্যবশাদেব বিষ্ণোরপি কুলং মহৎ॥
সম্বন্ধদোষতো বিষ্ণুঃ পুরা ভাবান্তরং গতঃ।
ইদানীং কুলীনৈঃ সার্দ্ধং সমানত্বং বিধীয়তে॥ যশোরঞ্জিনী।

অর্থাৎ মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় দাশের মধ্যে অরবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুলীন। জয়দাশ, নাগকন্যাপরিণয়নিবন্ধন মধ্যমকুলীন, আর মহাভাগ্যনিবন্ধন বিষ্ণুদাশও মহাকুলীন বলিয়া গৃহীত। সম্বন্ধদোষে বিষ্ণুদাশগণ শ্রেষ্ঠত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, পরে সম্প্রতি সৎসম্বন্ধদ্বারা অন্যান্য মহাকুলীনের সহিত তুল্যত্ব লাভ করিয়াছেন। জগন্নাথগুপ্ত বলিতেছেন—

নরসিংহস্য দাশস্য চত্বার স্তনয়াঃ স্মৃতাঃ।
নারায়ণস্তথা কায়োরামশ্চ নিমদাশকঃ॥
নারায়ণো মহাকুলো মৌদ্‌গল্যকুলভূষণম্।
তস্মাৎ ন্যূনত্বমাপন্নঃ কায়োরামশ্চ বংশজঃ॥
নারায়ণাৎ সুতোজাত ঈশানঃ কুলজঃ স্মৃতঃ।
মহাবংশস্য মাহাত্ম্যাৎ নিমোঽপি সিদ্ধতাং গতঃ॥
নারায়ণস্য দাশস্য প্রজাপতিঃ সুতোঽভবৎ।
অরবিন্দো জয়ো বিষ্ণুঃ প্রজাপতেঃ সুতাস্ত্রয়ঃ॥

---

* স্বল্লামৃতো ভবোভেয়ুঃ শিবদাশোবৃহস্পতিঃ।
চিন্তামণিঃ ফাফরশ্চ বৃহদ্দাশ ইতি স্মৃতঃ।
ইত্যেতেঽষ্টৌ ক্রমেণৈব মৌদ্‌গল্যে সাধ্যসংজ্ঞকাঃ॥ চতুর্ভুজ

অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাশঃ কুলাধমঃ।
মহাভাগ্যবশাদেব বিষ্ণোরপি কুলং মহৎ॥ ইতি চায়ুঃ।

নরসিংহদাশের চারি পুত্র। নারায়ণ, কায়, রাম ও নিম। তন্মধ্যে নারায়ণদাশ মহাকুল ও তিনি মৌদ্‌গল্যগোত্রের ভূষণস্বরূপ। কায় তাঁহা হইতে কৌলীন্যে ন্যূন, রাম বংশজ ও নিমদাশও মহাবংশপ্রভব বলিয়া সিদ্ধ ভাবাপন্ন। নারায়ণের দুই পুত্র ঈশান ও প্রজাপতি। তন্মধ্যে ঈশান কুলজ আর প্রজাপতি মহাকুল। প্রজাপতির আবার তিন পুত্র, অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণু। তন্মধ্যে অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ, জয়দাস কুলে অধম, আর মহাভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুদাশও মহাকুলমধ্যে গণ্য। ইতি চায়ুবংশ।

বিকর্ত্তনারবিন্দৌ চ বিষ্ণুদাশ স্তথৈবচ।
রবিসেনস্ত সন্তানা হিঙ্গুসেন স্তথৈব চ।
এতে পঞ্চ সমাজ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥

অর্থাৎ মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় অরবিন্দ ও বিষ্ণুদাশ, ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিকর্ত্তন, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, কন্দর্প, বিনায়ক, আদিত্য, শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গু এই পাঁচজন কুলীন সমান।

তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে নরসিংহ, নারায়ণ, প্রজাপতি, অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুপ্রভৃতি ইঁহারা যেমন মৌদ্‌গল্যগোত্রীয়, তেমনই চায়ুকুলপ্রভব মহাকুলও বটেন। কায়ুগুপ্ত জগন্নাথ, বিশদাক্ষরেই নরসিংহকে চায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং সকলে সমস্বরে মহাকুল বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। রামমাণিক্য, চতুর্ভুজ ও জগন্নাথ তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহারা কি কারণে অকুলীন ও অচায়ু নরসিংহাদিকে চায়ুজ ও মহাকুল বলিয়া বিবৃত করিবেন? এবং তাঁহারা নিজে মহাকুল হইয়া কেন অকুলীনকে মহাকুল বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন? তাঁহারা কেন ভরতাদির ন্যায় নরসিংহ ও নয়কে ভূইফোড় অকুলীন বঙ্গজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না? কেবল উইঁারা নহেন, স্বনামধন্য ঘটকবিশারদ কায়দাশ রামকান্তও বলিয়া গিয়াছেন যে—

অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ, জয় কুলহারা।
ভাগ্যগুণে বিষ্ণুদাশের কুলে জ্বলে তারা॥

চায়ুদাশের চারি ধারা, ভোগিলহট্ট শুভ লাড়া।
নারায়ণ কুলের বাড়া, অরবিন্দ তাতে সেরা॥
তার অর্দ্ধ কায় পায়, রামদাশ বনে যায়।
ঘোড়াঘাটে নিমের বাস, পচা সিদ্ধি কুলের নাশ॥

চায়ুদাশের চারিটি ধারা কেন? প্রথম ধারা রাঢ়, দ্বিতীয় ধারা শুভলাড়া, তৃতীয় ধারা ভোলিলহট্ট, চতুর্থ ধারা সেনহাটী।

সেনহাটীতে নারায়ণদাশ প্রথমে বসতি।

এরূপ জনশ্রুতি অথবা বংশপরম্পরাগত জ্ঞান যে, রাঢ়হইতে পুরন্দর ও দিবাকরদাশ সর্ব্বাদৌ খুলনা (পূর্ব্বে যশোহর) জিলার শুভবাটী গ্রামে আগমন করেন। রাঢ়ীয় তাঁহাদিগের আগমনে উক্ত শুভবাটী "শুভে রাঢ়া" বা "শুভরাঢ়া" নামে প্রখ্যাতি লাভ করে, কালে ভাষার বিকারে উহা "শুভলাড়া" হইয়া যায়। ভরতও এই শুভরাঢ়ার তত্ত্ব রাখিতেন—

শূলপাণেশ্চতুষ্পুত্রা জজ্ঞিরে বিনয়ান্বিতাঃ।
শুভবাটীং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে বঙ্গে স্থিতা অমী॥ ১১৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

কবিসেনের বংশীয় শূলপাণিসেনের চারিপুত্র শুভবাটী আশ্রয় করিয়া বঙ্গে বাস করেন।

সেই শুভবাটীর নাম শুভলাড়া হইয়াছিল কেন? উক্ত চায়ুবংশীয় পুরন্দর ও দিবাকরের আগমনে। ধন্বন্তরি হিঙ্গুসেন রাঢ়হইতে চন্দনীমহলে গমন করেন। তাঁহারা তথায় থাকা অবস্থাতেই নারায়ণদাশ সকলের প্রথমে বৈদ্যশূন্য ছুঁচোহাটীতে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর তাঁহার আহ্বান-ক্রমে রাঘব কবিবল্লভ-প্রভৃতি চন্দনীমহল হইতে সেনহাটীতে উঠিয়া আইসেন ও প্রতিশ্রুত্যনুসারে ছুঁচোহাটীর নাম সেনহাটী রাখা হয়। নারায়ণের সেনহাটীগমনের পূর্ব্বেই দিবাকরদাশ আবার রাঢ়ে ফিরিয়া যান। শুভজন্য বঙ্গে চায়ুর সন্তানের মধ্যে কেবল পুরন্দরই থাকিয়া যান, অরবিন্দ, জয়, বিষ্ণু, কায়, রাম, নিম ও ঈশানদাশেরা সেই চায়ুসন্তান পুরদাশেরই অনন্তরবংশ্য। চতুর্ভুজসেন স্থানান্তরেও বলিয়া গিয়াছেন যে—

ইতি প্রাচীনস্য মতং জ্ঞাত্বাহং বচ্মি সাম্প্রতম্।
যাদৃশঃ কুলভাবশ্চ তাদৃশো লিখ্যতে ময়া॥

দুহির্বিনায়কশ্চায়ুঃ পন্থস্ত্রিপুরকায়ুকাঃ।
শিয়ালো গয়িসেনশ্চ ইত্যষ্টৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
দুহিবংশে চ কুশলী গোপালশ্চ শিয়ালকে।
বৈনায়কে হিঙ্গুসেনস্ত্রিপুরে মাধব স্তথা॥
বনমালী কায়ুবংশে পুরারি শ্চায়ুবংশজে।
নয়শ্চ পন্থবংশে চ পুরসেনো গয়িষু চ।
এতেষাং বৈদ্যবংশানাং রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতিঃ॥

অর্থাৎ আমি প্রাচীনগণের মতানুসরণপূর্ব্বকই যাহার যাহার কৌলীন্যভাব আছে, তাহাই লিখিতেছি। দুহি, বিনায়ক, চায়ু, পন্থ, ত্রিপুর, কায়ু, শিয়াল ও গয়ি, এই আট ঘর বৈদ্য কুলীন বলিয়া কীর্ত্তিত। কি রাঢ় কি বঙ্গ সর্ব্বত্রই ইঁহারা প্রতিষ্ঠাবান্। বঙ্গজসমাজে দুহিবংশে কুশলিসেন, শিয়ালসেনে গোপাল সেন, বিনায়কসেনে হিঙ্গুসেন (শক্তি হিঙ্গু স্বতন্ত্র), ত্রিপুরগুপ্তে মাধবগুপ্ত, কায়ুগুপ্তে বনমালী গুপ্ত, চায়ুবংশে পুরারি (ছন্দের জন্য পুরন্দরকে পুরারি করা হইয়াছে) দাশ ও পন্থবংশে নয়দাশ ও গয়িসেনবংশে পুরসেন শ্রেষ্ঠ।

চতুর্ভুজ, ভরত ও রামকান্ত কণ্ঠহারের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনিও বলিতেছেন যে প্রাচীনেরা পুরারিদাশকে চায়ু ও নয়দাশকে পন্থ এবং কুলীন বলিয়া জানিতেন সুতরাং বঙ্গজসমাজের নরসিংহ ও নয় যে বঙ্গের ভূইফোড় নহেন, পরন্তু রাঢ়ীয় বৈদ্যই, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল জগন্নাথ ও চতুর্ভুজের গ্রন্থ নহে, অন্য একখানি পাতড়াতেও পুরদাশের নাম বিধৃত রহিয়াছে। যথা—

মৌদ্গল্যগোত্রেঽভবৎ চায়ুদাশঃ
রাঢ়ে চ বঙ্গে যস্য প্রকাশঃ।
রাঢ়ে স্থিত শ্চায়ু নৃসিংহো বঙ্গে,
সমাজাধিপতেরুচলেশ্চ সঙ্গে॥
উচলি নরসিংহঃ সৌহৃদ্যবদ্ধঃ,
কৃষ্ণার্জ্জুনভাবোহভিন্নদেহঃ।

বেশ বুঝা গেল চায়ুদাশের বংশ, রাঢ় ও বঙ্গের সর্ব্বত্রই বিরাজমান ছিল? বলিবে তবে কেন ভরত লিখিতেছেন যে—

তস্যৈব চায়ুদাশস্য তনয়ৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
মহাকুলীনৌ বিদ্বাংসৌ খ্যাতৌ নরদিবাকরৌ॥

অর্থাৎ সেই বিশ্ববিশ্রুত চায়ুদাশের দুই পুত্র, নরদাশ ও দিবাকরদাশ। তাঁহারা মহাকুলীন ও অতীব বিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন।

হাঁ, ভরত এইরূপই লিখিয়াছেন, তিনি চায়ুদাশের জ্যেষ্ঠপুত্র পুরারি বা পুরদাশের অস্তিত্ব একবারেই স্বীকার করেন নাই। কেন? না করার কারণ গর্ব্বিত দুর্জ্জয়দাশেরই দম্ভ, অহঙ্কার ও ক্রোধাতিশয্য। দুর্জ্জয়দাশ বিদ্যা, বুদ্ধি, মহাকৌলীন্য ও সুখসৌভাগ্যে উর্জ্জস্বল ছিলেন। তিনি যখন তাঁহার কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন, তখন রাঢ় ও বঙ্গের সমগ্র কুলীনমণ্ডলীকে তাঁহার নিকট আগমনজন্য নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে সেনহাটীসমাজহইতে ধন্বন্তরি, শক্তি ও কাশ্যপগোত্রীয় বৈদ্যগণ দুর্জ্জয়ের সভাতে গমন করিলেন, কিন্তু মৌরেশ্বরী রাঢ়ীয়পন্থ, বঙ্গজসমাজের পন্থ ও বঙ্গজসমাজের চায়ুদাশেরা আগমন করিলেন না। তাহাতে অভিমানী দুর্জ্জয় বৈরনির্য্যাতনমানসে সেনহাটী সমাজের চায়ু ও পন্থবংশের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া বসিলেন, চায়ুর সন্তানদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরন্দরদাশ ও বঙ্গজ নয়দাশের পিতা নৃসিংহদাশের নাম মুখেও আনিলেন না, আর মৌরেশ্বরীপন্থেরা রাঢ়ে রহিয়াছেন, অপলাপ করিলে ধরা পড়িবেন, এইজন্য আপনার গ্রন্থে লিখিলেন—

মৌড়েশ্বরপন্থদাশা দম্ভাহঙ্কারশালিনঃ।
ঋষিসূত্রে কুলং তস্য অপনীতং ময়া কুলম্।
অদ্যাবধি চ তদ্বংশ্যা জ্ঞাতব্যা মৌলিকাঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ মৌড়েশ্বরের পন্থদাশেরা বড়ই দাম্ভিক ও অহঙ্কৃত, উহারা আমার নিমন্ত্রণে আগমন করিল না, বৈদ্যগণের আদিকুলপঞ্জিকা ঋষিসূত্রে উহাদের কৌলীন্য থাকা দৃষ্ট হয়, কার্য্যক্ষেত্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আজ থেকে আমি উহাদিগকে নিষ্কুল করিলাম, উহারা এখন হইতে মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পঞ্জিকাকার রঘুমল্লিকও আপনগ্রন্থে এই বচনাবলী গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্জ্জয় এদেশে বড়ই প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহার কলমের খোঁচায় তাঁহার

সহোদর বাণদাশ নিষ্কুল হইয়া যান, মৌরেশ্বরীপন্থেরাও কৌলীন্যপরিভ্রষ্ট হইয়া গেলেন। রাঢ়ীয় পঞ্জিকাকার রামভদ্র গুপ্তও বলিতেছেন যে—

ধনব্যয় নাহি গণি, নানাস্থান হৈতে আনি,
বৈদ্যসভা করিলা দুর্জ্জয়।
যিঁহ নিমন্ত্রণে আল্যা, তাঁহারে সদয় হৈল্যা,
অনাগতে হইলা নির্দ্দয়॥

এই অনাগত দলে সেনহাটীর চায়ু পুরন্দরসন্তানগণ ও পন্থ নয়দাশগণও ছিলেন। দুর্জ্জয় তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন। আই রাঢ়ের কোন পঞ্জিকাতে পুরন্দর ও নয়দাশের বঙ্গগমন কিংবা বঙ্গে অস্তিত্বের কোন কথা দুর্জ্জয় বা ভরতাদির কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেন-হাটীর চায়ুর সঙ্গে তখন ক্রিয়া চলিতেছিল, তাই দুর্জ্জয় ভরতাদি চায়ুনাম ভেঙ্গাইয়া কায়ুদাশ করিয়াছেন। এবং সেনহাটীসমাজের চায়ুবংশপ্রভব উমাপতিদাশপ্রভৃতি সেনহাটী ছাড়িয়া রাঢ়ের কোগ্রামে আগমন করিলেও তাঁহাকে সকলে কায়ুদাশ বলিয়াই দাগাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত উমাপতি দাশেরাও দুর্জ্জয়ের নিমন্ত্রণে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করেন। যদুক্তং চিরঞ্জীবেন—

বঙ্গে চ কায়ুদাশস্য বংশ্যাস্তিষ্ঠন্তি বিস্তরাঃ।
কোগ্রামে কতিচিৎ সন্তি দাশোমাপতিসম্ভবাঃ॥
যদা দুর্জ্জয়দাশেন বিহিতা কুলপঞ্জিকা।
নানাদিগ্‌দেশতো বৈদ্যান্ সমানীয় সভা কৃতা॥
রাজসেবাপলেপেন নাগতং তত্র কেনচিৎ।
কোগ্রামবাসিনা কায়ুদাশোমাপতি সম্ভুবা॥
তেন ক্রোধেণান্তরঙ্গো জাতু দুর্জ্জয়দাশকঃ।
থানান্তরঙ্গোপি তথা নালেখীৎ ইহ তৎকুলম্॥
দৌহিত্রকথনাৎ মাত্রং কোগাঁ বাসেতি লিখ্যতে।
তন্নামগ্রহণং কাপি পঞ্জিকায়াং ন দৃশ্যতে॥ ১৫ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

চিরঞ্জীবদাশের এই উক্তিদ্বারাও জানা যায় যে চায়ুদাশবংশের অনাগমন নিবন্ধন দুর্জ্জয় ক্রোধবশতঃ উঁহাদের কাহার কথা আপন গ্রন্থে স্থান দান করেন নাই, অন্তরঙ্গথান নারায়ণও বাদ দিয়া গেলেন। তাই রাঢ়ীয় কোন

পঞ্জিকাতে বঙ্গজ সমাজের চায়ু ও নয়দাশের বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কালে সহৃদয় অনেকে চিরঞ্জীবকে কোগ্রামের দাশদিগের বিষয় লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি আপন পঞ্জিকায় উঁহাদের নাম গ্রহণ করেন। তাই ভরত লিখিতেছেন যে—

অথ যৎ কায়ুদাশস্ত বংশলেথার্থ মুক্তবান্।
চিরঞ্জীব স্তৎ তদীয়পঞ্জাবল্যা নিগদ্যতে॥
চিরঞ্জীবেন দাশেন কবিরাজেন তেহখিলাঃ।
লিখিতাস্তেন তদ্বংশ্যা লিখিতব্যা ময়াপি চ॥ ১৫ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

কিন্তু ভরতও কোগ্রামের উমাপতির বংশ লিখিলেন, কিন্তু সেনহাটীর দাশেরা তাঁহার সভাতেও না যাওয়াতে যাহা শুনিয়া লিখিলেন, তাহাও ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় মিথ্যা হইল। ফলতঃ বঙ্গজসমাজে কায়ুদাশ বলিয়া কোন সম্প্রদায় পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। দুর্জ্জয় চায়ু কথাটি ভেঙ্গাইয়া কায়ু লিখিয়া গিয়াছেন—

রাঢ়ায়াং ভূষিতশ্চায়ুর্বঙ্গে কায়ুশ্চ যদ্যপি।
তথাপি স্বস্তিভিন্না বচ্মি ধন্বন্তরেঃ কুলম্॥ দুর্জ্জয়পঞ্জী।

ইহা দুর্জ্জয়ের নিজোক্তি, রত্নপ্রভার ৭ম পৃষ্ঠাতেও ইহা ভরত তুলিয়াছেন। এখানে দুর্জ্জয় রাঢ়ের চায়ু ও বঙ্গের কায়ুকে ধন্বন্তরিহইতেও শ্রেষ্ঠতর বলিতেছেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গজসমাজে চায়ুদাশ ভিন্ন কায়ুদাশের একটি বাছুরও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঢ়ীয় নারায়ণদাশও বলিতেছেন যে—

রাঢ়ায়াং ভূষিতশ্চায়ুঃ পদ্মঃ সর্ব্বত্রভূষিতঃ।
বঙ্গে কায়ু স্তথাপ্যাদৌ বক্ষ্যে ধন্বন্তরেঃ কুলম্॥

সুতরাং বঙ্গে পদ্মদাশ গিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে? বঙ্গে কায়ু দাশ নাই, সুতরাং যে কায়ু রাঢ়ের চায়ুর সমতুল্য, সে কায়ু পরমার্থতঃ চায়ুদাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ভরত স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

মৌদ্গল্যগোত্রে যো বীজী কায়ুদাশস্তদন্বয়ম্।
কোগ্রামে বিহিতাবাসং ব্রূতে ভরতমল্লিকঃ॥
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতো নৃসিংহদাশ এব যঃ।
তস্য পুত্রা স্ত্রয়ো জাতাঃ প্রভাকর ইহাগ্রজঃ॥

কায়ুদাশো মধ্যমোঽত্র কনিষ্ঠো বাসুদেবকঃ।
ত্রয়াণাং কায়ুদাশোভূৎ বীজী বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৩৬২
যস্তুমাপতিদাশোঽসৌ বঙ্গং ত্যক্ত্বা স্বপৌরুষাৎ।
গৃহীত্বা নিজবৃন্দানি রাঢ়ে কোগ্রাম মাশ্রিতঃ॥ ৩৬৩ পৃঃ চঃ প্রঃ

ইহাদ্বারা জানা গেল কায়ুদাশ ও নৃসিংহদাশ কোন স্বতন্ত্র বীজী পুরুষ নহেন, তাঁহারা বাপ-বেটা। কিন্তু বঙ্গদেশে এমন নৃসিংহদাশের সত্তাও অনুভূত হইয়া থাকে না, যাঁহার পুত্রের নাম প্রভাকরদাশ, কায়ুদাশ ও বাসুদেবদাশ। পক্ষান্তরে বঙ্গজসমাজের মহাকুল নরসিংহের পুত্রের নাম মহাত্মা নারায়ণদাশ, কান্নদাশ, রামদাশ ও নিমদাশ।

সুতরাং মনে হয়, যদি ইঁহাদের কথার মধ্যে কোনও সত্য থাকে, তাহা হইলে কথাটা ইহাই যে—বঙ্গাগত চায়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র পুরারির নাম উঁহারা ভেদ করিয়া বাদ দিয়াছেন ও পুরারির বংশধরগণকে কায়ুদাশ এবং পুরারির পুত্র নরসিংহকে চন্দ্রপ্রভায় নৃসিংহ বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু সে নৃসিংহ ও এই কায়ুর পিতা এই নৃসিংহ একবস্তু নহে।—

ভরত

মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতো
নৃসিংহদাশ এব যঃ।
তস্য পুত্রস্ত্রয়ো জাতাঃ
প্রভাকর ইহাগ্রজঃ॥
কায়ুদাশো মধ্যমোঽত্র
কনিষ্ঠো বাসুদেবকঃ।
ত্রয়াণাং কায়ুদাশোভূৎ
বীজী বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
৩৬২ পৃঃ

সুতরাং মনে হয় যে, রাঢ়হইতে সেনহাটীগত চায়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র পুরারিদাশের পুত্র নরসিংহদাশের বংশে অন্য কোনও একজন নৃসিংহ

ভরত

মৌদ্গল্যগোত্রে যো বীজী
নৃসিংহদাশ ঈরিতঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে
হাপান্যাগ্রামবাসিনঃ॥
নৃসিংহদাশস্য চ পঞ্চ পুত্রাঃ
দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ সদ্গুণশালিন স্তে।
যঃ কান্দুদাশোঽজনি শক্তিবংশে
নারায়ণস্যাত্মজয়া প্রসূতঃ॥
অন্যত্র পক্ষেঽপি চতুস্তনূজাঃ
তেষগ্রজো রাম ইতি প্রসিদ্ধঃ।
অস্মাৎ পরেঽন্যে নিমদাশ রাম
দাশৌ চ নারায়ণদাশ এব॥
৬৮৩ পৃঃ

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্রের নামও স্বতন্ত্র কায়ু থাকিতে পারে বা হয় ত ছিল, কিন্তু তদ্বংশীয় উমাপতিদাশ রাঢ়ের কোগ্রামে চলিয়া যাওয়াতে দেশান্তরগত তাঁহার কোন কথা রামকান্তদাশ কবি কণ্ঠহারে বিবৃত করেন নাই। কিন্তু তথাপি ইহা ধ্রুবই যে সেনহাটীসমাজে কায়ুদাশ বলিয়া কোন অকুলীন বা মহাকুলের অস্তিত্ব সেনহাটী, বিক্রমপুর বা চট্টগ্রামাদি সমাজের কোন বঙ্গজবৈদ্যসন্তানই অবগত নহেন। ভরত লিখিতেছেন যে—

রোষসেনাৎ অজায়ন্ত ষট্ পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
নারায়ণঃ পশুপতির্দায়ুসেন স্তৃতীয়কঃ॥
তপস্বিসেনোঽপ্যপরো যাভগোপালসেনকৌ।
সর্ব্বে বঙ্গসমুদ্ভূতবঙ্গদাশসুতাসুতাঃ॥

২২ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা—৭ পৃঃ রত্নপ্রভা।

ভরতের পূর্ব্বপুরুষ রোষসেনের ছয় পুত্র, তাঁহারা সকলেই বঙ্গদেশপ্রসূত বঙ্গদাশের দৌহিত্র। তথাহি—

অচ্যুতস্য সুতো জাতো নাম্না শ্রীপতিসেনকঃ।
স বঙ্গদেশসম্ভূতদাশকন্যাসমুদ্ভবঃ॥ ৬৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ রোষসেনের দ্বিতীয়পুত্র পশুপতিসেনের পুত্র অচ্যুতসেন, তৎপুত্র শ্রীপতিসেন, তিনি বঙ্গজসমাজের একজন দাশের কন্যার গর্ভজাত।

আমরা বাহুল্যবোধে অধিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলাম না, রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা যে রোষের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তিনি বঙ্গজসমাজের বঙ্গদাশের ও রোষের দ্বিতীয়পুত্র পশুপতির পুত্র অচ্যুত বঙ্গজসমাজের আর এক দাশের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কোন্ দাশ?

ভরত তাহা বলিলেন না। ইঁহারা বঙ্গের ভব, ভেমু, পাহি বা বিড়ালদাশ? কখনই নহে। অবশ্যই উঁহারা এমন কোন দাশ, যাঁহাদিগের সহিত রাঢ়ের মহাকুল রোষ যাইয়া সম্বন্ধ করিতে পারেন। যদি বঙ্গে কায়ুদাশ বলিয়া কেহ মহাকুল থাকিতেন, তাহা হইলে রোষ ও অচ্যুত কি তাঁহার কন্যা বিবাহ না করিয়া কোন অজ্ঞাতনামা দাশের কন্যা বিবাহ করিতেন? ফলতঃ বঙ্গজ সমাজে তখনও কায়ুদাশ বলিয়া কোন কুলীনবৈদ্য ছিলেন না, এখনও কেহ নাই। রোষ ও অচ্যুত যাঁহাদিগের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই

সেনহাটীর অরবিন্দ বা বিষ্ণুদাশবংশীয় কোন ব্যক্তি। তবে তাঁহাদিগকে চায়ু বলিয়া স্বীকার করা হইবে না, এজন্যই উঁহাদিগের বংশের পরিচয় দেওয়া হয় নাই। অবশ্য কালিয়ার শ্যামাচরণসেন মহাশয়, তাঁহার ডাকৈরের প্রতিবাদগ্রন্থে—

"রাঢ়ে চায়ু, বঙ্গে কায়ু"

এই একটা প্রবাদ থাকার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহা হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া ও শ্যামকেশ শ্বেত করিয়াও এই প্রবাদের বার্ত্তাটি শ্রুয়তে করিতে পারি নাই। কেবল ইহাই নহে, ভরতও সেনহাটীসমাজের অরবিন্দপ্রভৃতিকে চায়ু বলিয়া সংসূচিত করেন নাই, অধিকন্তু যার তার কাছে শুনিয়া নরসিংহের বংশের এমন একটি বিকৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে অট্টহাস্য না করিয়া থাকা যায় না। তিনি লিখিতেছেন—

কণ্ঠহার

সবৈদ্যকুলভূষণম্।
চায়ুদাশঃ পুণ্যকর্ম্মা
রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বভূবু স্তস্য তনয়াঃ
পুরো দিবাকরো নরঃ।
পুরতো নরসিংহোঽভূৎ
শুকসেনসুতাসুতঃ।
যন্নাম্না চায়ুদাশস্য
বংশঃ খ্যাতিমুপাবযৌ॥
তস্মাৎ নারায়ণঃ কায়ো
রামশ্চ নিমদাশকঃ।
কায়ুগুপ্তস্য দৌহিত্রো
নারায়ণপরায়ণাঃ॥

চন্দ্রপ্রভা

মৌদ্গল্যগোত্রে যো বীজী
নৃসিংহদাশ ঈরিতঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে
হাপাঙ্গাগ্রামবাসিনঃ॥
নৃসিংহদাশস্য চ পঞ্চ পুত্রাঃ
দ্বয়োঃ স্ত্রিয়োঃ সদ্গুণশালিন স্তে।
যঃ কান্দুদাশোঽজনি শক্তিবংশে,
নারায়ণস্যাত্মজয়া প্রসূতঃ॥
অন্যত্র পক্ষেপি চতুস্তনূজাঃ
তেম্বগ্রজো রাম ইতি প্রসিদ্ধঃ।
তস্মাৎ পরোঽজো নিমদাশ রাম
দাশৌ চ নারায়ণদাশ এব॥
রামদাশস্য চত্বার
স্তনয়াঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।

কণ্ঠহার	চন্দ্রপ্রভা
প্রজাপতীশানদাশৌ	অরবিন্দঃ পদ্মনাভঃ
জাতৌ নারায়ণাদপি।	শক্তি বামনস্বস্তুজৌ॥
উচলে স্তনয়াপুত্রৌ	দ্বিতীয়পক্ষে দ্বৌ পুত্রৌ
একা চ তনয়া শুভা॥	বিষ্ণুশ্চ জয়দাশকঃ।
অরবিন্দো জয়ো বিষ্ণুঃ	অরবিন্দস্য যে পুত্রাঃ
প্রজাপতিসুতাস্ত্রয়ঃ।	তে চামুকসুতাসুতাঃ॥
হিঙ্গুসেনসুতাপুত্রা	জয়দাশস্য যে বংশ্যাঃ
দ্বে কন্যে চ তয়োঃ পত্নী॥	তে জ্ঞেয়া বৃদ্ধবৈদ্যতঃ।
১০৫ পৃঃ।	নারায়ণস্য পুত্রাস্তাঃ
	জ্ঞেয়া লোকানুসারতঃ॥
	৩৮৪ পৃঃ।

এখন প্রবীণেরা এই উভয় বংশাবলী লইয়া তুলনায় সমালোচনা করুন। রামকণ্ঠ তাঁহার নিজের বংশের পরিচয় দিয়াছেন, ভরত বর্দ্ধমানের ধাত্রীগ্রামে বসিয়া লোকের মুখে শুনিয়া, অন্যদেশের অন্যবংশের বংশাবলী লিখিয়াছেন, ইহার মধ্যে কাহার কথা প্রামাণ্য? তিনি নিজেই বলিতেছেন—

ইত্যেব দাশসন্তানং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
যথাজ্ঞানং প্রযত্নেন জগাদ ভরতো ভিষক্॥ ৩৮৪ পৃঃ

কোন দেশের সামাজিক বা ভৌগোলিকতত্ত্ব যোগবলে জানা জানা যায় না। হয় লিখিত গ্রন্থদৃষ্টে, না হয় সেই দেশের সেই বংশের বিশেষজ্ঞ লোকের নিকট জানিয়া লিখিতে হয়। সুতরাং তাঁহার "যথাজ্ঞানং" কথাটির কোনও মূল্যই নাই। ভরতের চন্দ্রপ্রভা ১৫৯৭ শকাব্দে ও কণ্ঠহারের পঞ্জিকা ১৫৭৫ শকাব্দে লিখিত। ভরত চেষ্টা করিলে উহা দেখিয়া নরসিংহদাশের কথা লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার "যথাদৃষ্টং" কথাটিও মূল্যবিহীন। তবে তাঁহার "যথাশ্রুতং" কথাটিই ঠিক, তাহাতেই তাঁহার এত গলদ হইয়াছে। নরসিংহদাশ ও তাঁহার সন্তান নারায়ণ ও অরবিন্দ, বিষ্ণুপ্রভৃতি শুভলাড়া, ভোগিলহট্ট, সেনহাটী, কালিয়া, মূলঘর ও সেনদিয়াপ্রভৃতি স্থানের অধিবাসী, বঙ্গজসমাজে "হাপানিয়া" বলিয়া কোনও

স্থান নাই, আছে রাঢ়ে, উহা দাশগণের আদিস্থানও বটে, কিন্তু যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সেনহাটীর নরসিংহ ও নারায়ণকে প্রকারান্তরে ভূতপূর্ব্ব রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়াই স্বীকার করা হইতেছে? তৎপর নরসিংহদাশের চাসদাশ বলিয়া কোনও পুত্রই ছিল না, তাঁহার নারায়ণ, কাম, রাম ও নিম এই চারি পুত্র।

উক্ত চাসদাশের আবার চারি পুত্র—অরবিন্দ, পদ্মনাভ, বিষ্ণু ও জয়দাশ। কিন্তু রামকণ্ঠ বলিতেছেন যে নরসিংহের পুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র প্রজাপতি, প্রজাপতির পুত্রই অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণু। অথচ ভরত বলিতেছেন যে নারায়ণদাশের কে পুত্র, কত পুত্র, তাহা আমি জানি না, গরজ থাকে ত তাহা তোমরা বুড়াদের কাছে জানিয়া লও। ধন্য গবেষণা!! জয়দাশের কথাও জানিয়া লও, অরবিন্দের কে পুত্র, কে শ্বশুর, তাহাও খুঁজিয়া লইও। কিন্তু যে নারায়ণের সন্তানেরাই (অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুপ্রভৃতি) বঙ্গজসমাজের প্রধান মহাকুল, ভরতের বাপ-দাদারা যাঁহাদিগের দৌহিত্র, তাঁহাদিগের কথাগুলি কি সত্য সত্যই জানিয়া লিখিলেই ভাল হইত না?

রাঢ়ে বঙ্গে আদানপ্রদান

এখন আর পঞ্চকূট, রাঢ়, বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গসমাজে আদানপ্রদান প্রচলিত নাই। অনেকের বিশেষতঃ রাঢ়ীয় বৈদ্যমহাশয়দিগের ধারণা ও জ্ঞান যে, বঙ্গজসমাজ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গজসমাজের বৈদ্যগণ একবারে অপাংক্তেয়, পূর্ব্বেও কোন দিন তাঁহাদিগের সহিত উক্ত বঙ্গজসমাজের বৈদ্যদিগের আদানপ্রদান ছিল না। বঙ্গজসমাজের বৈদ্যগণও পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণের সহিত আদানপ্রদান করিতে নারাজ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন দিন যে আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল, তাহাও যেন স্বীকার করিতে কত কুণ্ঠিত। অবশ্য প্রায় ২০।২৫ কি ৩০।৪০ বৎসর গত হইল, সেরপুরের বৈদ্যমহাশয়দিগের সহিত রাঢ়ীয় ও সেনহাটীর বৈদ্যমহাশয়গণ কয়েকটি কার্য্য করিয়াছেন, মহেশ্বরদি পরগণার বৈদ্য মহাশয়দিগের সহিতও যশোহর, ফরিদপুর ও বিক্রমপুরের কেহ কেহ আদান

প্রদান করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি রাঢ়ের সহিত চাঁদপ্রতাপের চারিটি কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও যে কাহাকেও কিছু কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে না হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু যখন বৈদ্যগণ সকলেই একমূলজ, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কোনপ্রকার দ্বৈধভাব থাকা সঙ্গত ও প্রার্থনীয় নহে। পঞ্চকূট ও রাঢ়ীয় সমাজের বৈদ্যগণ পক্ষাশৌচী ও উপবীতী। এবং তজ্জন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতও বটেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যতদিন তাঁহারাও ঠিক্ ব্রাহ্মণবৎ দশাহ অশৌচপালন না করিবেন, ততদিন তাঁহারাও প্রকৃত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কেহ নহেন। বঙ্গজসমাজের দোষগুলি অবশ্যই উল্লেখ-যোগ্য, তবে তাঁহাদিগের বৈদ্যোচিত প্রতিভা, আভিজাত্যগৌরব ও আত্মসম্মান জ্ঞানপ্রভৃতি কতকগুলি অসাধারণগুণের বিষয়ও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফলতঃ বঙ্গজ সমাজের দোষসমূহ যে প্রকারে মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় আদানপ্রদান করিতে রাঢ়ীয় বৈদ্যমহাশয়-গণের আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। মুষ্টিমেয় বৈদ্যের মধ্যে যদি আবার পার্থক্যের চারি পাঁচটা আলি থাকে, তাহা হইলে এ অধঃপতিতজাতির উদ্ধারের আর কোনও পন্থাই থাকিবে না।

অবশ্য কেহ কেহ ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোওয়াখালী এবং মহেশ্বরদি পরগণার বৈদ্যদিগের বিরুদ্ধে কায়স্থ সংস্রব থাকার একটা ধ্বনি তুলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি ক্রমাগত তেইশ বৎসরকাল ময়মনসিংহে থাকিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও সেরপুর ও কুষ্টিয়ার বৈদ্য মহাশয়দিগের কায়স্থসহ আদান প্রদানের একটি কথাও অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যাহা শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা মুখরমুখরব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহেশ্বরদী পরগণা ও চট্টগ্রামের বৈদ্যমহাশয়গণও কায়স্থসংসর্গবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-ছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, বহুদিন হইল এই সকল স্থানহইতে কায়স্থসংস্পর্শ তিরোহিত হইয়াছে। আর যাঁহাদিগকে আমরা কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মনে করিয়া থাকি, তাঁহারা কেহই পরমার্থতঃ জাতিকায়স্থ অর্থাৎ করণ নহেন। ঐ সকল জিলার কেহই ঘোষ, বসু, গুহ বা মিত্রগণের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন না। ফলতঃ ময়মনসিংহের গচিহাটা ও বনগ্রামের নন্দী, রায়পুর, মুমুরদিয়া ও অষ্টগ্রামপ্রভৃতির দত্ত এবং হুমরায় (সোমরায়) গণ ও ধর, কর,

রক্ষিত, দেব, দাশ ও চন্দ্র মহাশয়েরা সকলেই প্রকৃত বৈদ্যসন্তান। শ্রীহট্ট ত্রিপুরার দত্তগণও অনেকেই বটগ্রামী দত্ত ও মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের অনন্তরবংশ্য। তাঁহাদের পুরকায়স্থ উপাধিও বৈদ্যত্বভ্রংশকর নহে। রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের মধ্যেও অনেকে পুরকায়স্থউপাধিবিশিষ্ট ছিলেন, বঙ্গজসমাজেও ভাণ্ডারকায়স্থ উপাধির বৈদ্য ছিল বলিয়া জানা যায়। বহু ব্রাহ্মণ ও সদ্‌গোপ মধ্যেও ঐ সকল উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং কায়স্থ, পুরকায়স্থ বা ভাণ্ডারকায়স্থ উপাধি থাকিলেই তাঁহাদিগকে জাতি কায়স্থ (করণ) বলিয়া মনে করা অসমীচীন ও অবিচারবিশেষ।

তবে একথাও ঠিক যে আমি অনুসন্ধানে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নওয়াখালী ও শ্রীহট্টের বৈদ্য মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে এখনও সিংহ, পাল ও দাম উপাধিধারী লোকদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা পূর্ব্বকালের সেই অসবর্ণবিবাহের জের মাত্র। অথবা উপাধিগুলি যখন পূর্ব্বপুরুষের নামমাত্র, তখন বৈদ্যদিগের মধ্যেও যে ঐ সকল উপাধির প্রচলন একদিন ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি লিপিকর বা মুদ্রাকরপ্রমাদ না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বৈদ্যের উপাধি পূর্ব্বে গুহও ছিল। যথা—

> ধর্ম্মসেনসুতৌ জাতৌ রাঘবোঽথ গুণাকরঃ।
> গুহপদ্ধাতবৈদ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবো॥ ২১১ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা।

আমাদিগের মধ্যে নাগ, সোম ও আদিত্যপ্রভৃতি উপাধি ছিল, সেই সকল উপাধির বৈদ্যেরা এখন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। ঐরূপ পাল ও দাম উপাধির বৈদ্যেরাও কায়স্থ হইয়া যাইয়া থাকিবেন? সুতরাং তাঁহাদের সহিত কার্য্য করিলে বৈদ্যত্বের বিলোপ কার্য্যতই হইয়া থাকে কিনা, তাহা বিচার্য্য ও বিবেচ্য। অবশ্য পাল, পালিত ও সিংহ উপাধি বৈদ্যের মধ্যে নাই, উহা সম্ভবতঃ মাহিষ্যজাতির পদবী, কিন্তু ক্ষত্রিয়বৈশ্যাজাত মাহিষ্যগণ সহ একদিন আমাদের আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ভরতই বলিতেছেন যে—

> বামনঃ শিবদাসশ্চ পন্থবংশে কুলাম্বুভৌ।
> ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে॥

বংশ্যো ডোমনদাশস্তু বামনঃ কুলবান্ কথম্।
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো বামনে বহবোগুণাঃ॥
কুলং পৌরুষসাধ্যং হি তৎ স পন্থে কুলান্বিতঃ।
সংসম্বন্ধবশাদেব শিবোপি কুলবান্ অভূৎ॥ ১৯ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

পন্থবংশে বামন ও শিবদাশ কুলীন। পন্থ ডোমন দাশ, পালের জামাতা। বৈদ্যজাতিতে পাল উপাধি নাই, সুতরাং ডোমন দাশ নিশ্চয়ই কায়স্থ বা মাহিষ্য-জাতীয় কাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন? যদি তাহাতে তদানীন্তন রাঢ়ীয় বৈদ্যমহাশয়দিগের জাতি দূরে থাকুক, কৌলীন্য পর্য্যন্ত দূষিত না হইয়া থাকে, তাঁহা হইলে শ্রীহট্টাদি দেশের বৈদ্যদিগের বৈদ্যত্বই বা যায় কেন? তাঁহাদিগের দেশ যেমন পাণ্ডববর্জ্জিত, তেমনই বল্লালীপরিশূন্য। বৌদ্ধবিপ্লবেই হউক কিংবা অপার অগম্য নদীর ব্যবধানবশতই হউক, তাঁহারা কোন অন্যায় করিয়া থাকিলেও তাহা ক্ষন্তব্য। ধীবরপ্রভব ব্যাস, ক্ষত্রিয়াপ্রভব পরশুরাম এবং বেশ্যাপ্রভব বশিষ্ঠের কি ব্রাহ্মণ্য বিকৃত হইয়াছিল? কণ্ঠহার বলিতেছেন যে—

মহৎপরিগৃহীতত্বাৎ নাগাদিত্যৌ অপি ক্বচিৎ। ৩ পৃঃ

অর্থাৎ নাগ ও আদিত্যেরা বৈদ্যই নহেন, তবে মহতেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহারাও বৈদ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। যদি রাঢ়ীয় ধন্বন্তরি নাগ কন্যা বিবাহ করিয়া কেবল বৈদ্য নহেন, মহোজ্জ্বল কুলীন বৈদ্যই থাকিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে চট্টলাদি দেশের বৈদ্যেরাই বা অপরাধী কেন হইবেন? ভরত বলিতেছেন যে—

লক্ষ্মীধরস্যৈকসুতোঽপ্যনন্তঃ,
খানান্তরঙ্গোঽজনি গৌড়দেশে।
পিতুঃ কুসম্বন্ধবশেন বঙ্গা
দিত্যস্য কন্যাজঠরোদ্ভবোঽসৌ॥ ৩৫ পৃ চন্দ্রপ্রভা।

রাঢ়ীয় মহাকুল রোষবংশীয় কাকুৎস্থসেনের পুত্র লক্ষ্মীধর সেন বঙ্গজসমাজের এক আদিত্য উপাধির বৈদ্যকন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে অনন্তসেন বৈদ্যান্তরঙ্গের জন্ম হয়।

অথচ তিনিও একজন মহাকুলীন বৈদ্য বটেন? কিন্তু যদি নাগ ও

আদিত্য রামকান্তের মতে বৈদ্যই না হয়েন, তাহা হইলে রাঢ়, সেনহাটী ও বিক্রমপুরসমাজের বৈদ্যদিগের বৈদ্যত্ব থাকিল কি প্রকারে? ভরত বলিতেছেন যে—ডোমনপ্রভৃতি পৌরুষদ্বারা বৈদ্যত্ব ও কৌলীন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র, রায় বাহাদুর সি, আই, ই শরচ্চন্দ্রদাশগুপ্ত, মাননীয় মিঃ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই, সি, ভি মাননীয় মিঃ বি, সেন আই, সি, ভি ও মাননীয় শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন এম, এ বি, এল মহাকবি হরগোবিন্দলস্কর, মিঃ বনওয়ারি লাল চতুর্ধুরীণ বি, এস্, সি লণ্ডন ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চতুর্ধুরীণ এম-এ, বি-এল, ডিঃ মাঃ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-এল, কবিগুণাকরপ্রভৃতি কি প্রকৃত পৌরুষবান্ নহেন?

আমরা কিন্তু উক্ত পাল, নাগ ও আদিত্যগণকে প্রকৃত বৈদ্য বলিয়াই জানি। পিঙ্গল নাগ ও অজয়পাল রভসপালপ্রভৃতি বৈদ্য কি তদ্রূপ কোন দ্বিজাতি না হইলে সংস্কৃতছন্দোগ্রন্থ বা কোষগ্রন্থের প্রণয়নে অধিকারী হইতেন না। সোমউপাধিধারী বৈদ্যদিগের ন্যায় পাল, নাগ ও আদিত্য উপাধির বৈদ্যেরা এখন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ডোমন ও ধন্বন্তরি যখন বিবাহ করেন, তখন হয় ত উঁহারা বৈদ্যই ছিলেন, আদিত্য বৈদ্যগণও প্রকৃত বৈদ্য বটেন, সেদিন হইল তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগের প্রলোভনে পড়িয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন যাহা হউক পূর্ব্বে যে রাঢ়ে, বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গসমাজে অবাধ আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল, তৎপ্রমাণার্থ আমরা নিম্নে কতিপয় মহাজনবাক্যের অবতারণা করিব। ভরত বলিতেছেন যে—

রোষসেনাদজায়ন্ত ষট্ পুত্রাঃ স্বকুলোজ্জ্বলাঃ।
সর্ব্বে বঙ্গসমুদ্ভূতবঙ্গদাশসুতাসুতাঃ॥

রাঢ়ের মহাকুল রোষসেন বঙ্গজসমাজের বঙ্গদাশের কন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার নারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র হয়। ভরত মল্লিক এই নারায়ণেরই অনন্তরবংশ্য, সমগ্র হরিহরখাঁ ও কৃষ্ণখাঁ মহাকুল সেনহাটীর বাঙ্গাল বৈদ্যের দৌহিত্র। তথাহি—

তৎপক্ষে কন্যকে জাতে তে দত্তে সময়োচিতং।
সেনহাটীসমুদ্ভূতরামসেনায় পূর্ব্বিকা। ২৫৫ পৃঃ

রাঢ়ের মহাকুল চায়ুকুলজ বিশ্বম্ভর দাশের দ্বিতীয় পক্ষে চণ্ডীবর, গণপতি,

দুর্জ্জয়, বাশদাশ ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠকন্যাকে সেনহাটীর রামসেনের নিকট বিবাহ দেন। তথাহি—

জজ্ঞিরে রামসেনস্য তনয়াঃ ষট্ চ পণ্ডিতাঃ।
তে বিশ্বম্ভরদাশস্য চায়ুবংশস্য সুসুতাঃ॥ ১০৬ পৃঃ

সেনহাটীর রবিসেন মহামণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসেন শ্রীখণ্ডের মহাকুল চায়ু বিশ্বম্ভর দাশের কন্যা (দুর্জ্জয়দাশের ভগিনী)কে বিবাহ করেন। সেই গর্ভে তাঁহার ছয়জন পণ্ডিতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তথাহি—

তৎপক্ষে কন্যকে জাতে তে দত্তে স্বকুলোচিতম্।
কচ্ছীয় কুলসঞ্জাত বিশদাশায় পূর্ব্বিকা॥
পরা শ্রীধরগুপ্তায় বরাহনগরোদ্ভবে॥ ১০৫ পৃঃ

অর্থাৎ সেনহাটীর রবিসেন মহামণ্ডলের বড়পুত্র রামসেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রথমা কন্যাকে রাঢ়ের চায়ুদাশ কচ্ছীবংশপ্রভব বিশদাশ ও দ্বিতীয়া কন্যাকে বরাহনগরের মহাকুল শ্রীধর গুপ্ত বিবাহ করেন।

তাহা হইলেই জানা গেল রাঢ়ের মহাকুল রোষের সন্তানেরা সেনহাটীর দাশ বংশের দৌহিত্র, সেনহাটীর রামসেন রাঢ়ের গর্ব্বভূমি দুর্জ্জয়দাশের ভগিনীপতি ও সেনহাটীর রামসেন রাঢ়ের মহাকুল বিশদাস ও শ্রীধর গুপ্তের শ্বশুর। কেহ কি ইহার পরও রাঢ়ে বঙ্গে আদান প্রদান ছিল কিনা, এসম্বন্ধে আরও প্রমাণ প্রদর্শের আবশ্যকতা মনে করেন? ভরত স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

অচ্যুতস্য সুতোজাতো নাম্না শ্রীপতিসেনকঃ।
স বঙ্গদেশসম্ভূতদাশকন্যাসমুদ্ভবঃ॥ ৬৯ পৃঃ

রোষ সেনের দ্বিতীয় পুত্র পশুপতি সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুত সেন, তাঁহার পুত্র শ্রীপতিসেন বঙ্গজসমাজের একজন দাশের কন্যাপ্রভব।

পাঠক দেখুন কি ভীষণ জেদ, ভরতাদি সেনহাটী সমাজের চায়ু (অরবিন্দাদি) দাশের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, অথচ তাঁহারা তাঁহাদিগেরই দৌহিত্রসন্তান! এত জিগীষা যে মাতামহের নাম লইতেও নারাজ। সামাজিকগণ কি মনে করেন, রাঢ়ের রোষসেনের পৌত্র অচ্যুত সেন সেনহাটী কি কালিয়ার কোন মৌলিক বৈদ্য বা হেলেদাসের মেয়ে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন? কেন? বঙ্গজসমাজে

যদি কায়ুদাশই কুলীন হয়েন, তাহা হইলে সে মহাকুলের মেয়ে কেন বিবাহ করা হইল না ?

দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূৎ উমাপতি রিতিশ্রুতঃ।
শুভদত্তস্য কন্যায়া বঙ্গজস্য সমুদ্ভবঃ॥
তৃতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূৎ নাম্নাসৌ তোম্বুসেনকঃ।
কেশদত্তস্য কন্যায়াঃ কুক্ষিজো বঙ্গবাসিনঃ॥ ৭১ পৃঃ

রাঢ়ের মহাকুল রোষসেনের বংশীয় গোবিন্দসেনের পুত্র উমাপতি ও তোম্বু সেন বঙ্গজসমাজের শুভদত্ত ও কেশবদত্তের কন্যা বিবাহ করেন।

ধন্বন্তরেঃ সুতোজাতো হরিসেন উদারধীঃ।
অসৌ গুপ্তস্য দৌহিত্রো বঙ্গদেশনিবাসিনঃ॥ ৭২ পৃঃ

রোষসেনের পুত্র পশুপতিসেনের বংশীয় ধন্বন্তরিসেনের পুত্র হরিসেন তিনি বঙ্গজসমাজের গুপ্তের দৌহিত্র।

রতিবল্লভসেনস্য রামদেবাভিধঃ সুতঃ।
মধুদাশস্য দৌহিত্রঃ সেনহাটীনিবাসিনঃ॥

রোষবংশীয় রতিবল্লভসেনের পুত্র রামদেবসেন, তিনি সেনহাটীর মধুদাশের দৌহিত্র।

গোপীকান্তেন জগৃহে সিদ্ধধন্বন্তরেঃ সুতা।
চন্দ্রবংশসমুদ্ভূতা বঙ্গদেশনিবাসিনী॥ ৮২ পৃঃ

থানাকীয় ধন্বন্তরিবংশের গোপীকান্তসেন বঙ্গজসমাজে সিদ্ধধন্বন্তরি উপাধি-বিশিষ্ট একজন চন্দ্র (চন্দ) বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করেন।

রামনারায়ণো দৈবাৎ খুলনাবন্দরস্থিতেঃ।
শ্রীরাজীবাখ্যস্য দত্তস্য কন্যকাং পরিণীতবান্॥ ১০২পৃঃ

উত্তর রাঢ় গোয়াসের রামনারায়ণসেন খুলনাবন্দরবাসী রাজীবদত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। এটা দৈবাৎ হইতে পারে, কিন্তু রোষসেন প্রভৃতিও কি দৈবাৎ বিবাহ করেন ? না মহাদাম্ভিক দুর্জ্জয় দৈবে পড়িয়া তাঁহার ভগি-নীকে সেনহাটীতে বিবাহ দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকিঙ্করসেনস্য তনয়ো যাদবোঽভবৎ।
পদ্মগোপীবল্লভস্য সেনহাটীস্থস্য স্বভূজঃ॥ ১৪২ পৃঃ

অর্থাৎ রাঢ়ের চোল্লসেনবংশীয় কৃষ্ণকিঙ্করসেনের পুত্র যাদবসেন সেনহাটীর পন্থদাশ গোপীবল্লভের দৌহিত্র। ১৪১ পৃঃ

তৃতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূৎ নাম্না শ্রীপতিসেনকঃ।
শৈলকোপাসমুদ্ভূতযদুদাশসুতাসুতাঃ॥ ১৪৭ পৃঃ

অর্থাৎ রাঢ়ীয় ধন্বন্তরি নিমসেনের বংশের নিশাপতিসেনের পুত্র ভূপতিসেন তিনি যশোহরের অন্তর্গত শৈলকোপানিবাসী বঙ্গজবৈদ্য পন্থদাশ যদুদাশের দৌহিত্র।

শ্রীবল্লভস্য সেনস্য তনয়াঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে।
নৃসিংহবংশসম্ভূতমধুসূদনসূনুজাঃ॥
ষাঠসেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ নীলাম্বরদিগম্বরৌ।
এতৌ অমুকদাশস্য দৌহিত্রৌ বঙ্গবাসিনঃ॥
নীলাম্বরস্য তনয়ো রবিসেন ইতি স্মৃতঃ।
অয়ঞ্চ বঙ্গসম্ভূতদাশপুত্রীসমুদ্ভবঃ॥ ১৪৯ পৃঃ

অর্থাৎ রাঢ়ের রোষসেনবংশীয় শ্রীবল্লভসেনের তিন পুত্র, তাঁহারা বঙ্গজ সমাজের নৃসিংহদাশের দৌহিত্র। ষাঠসেনের পুত্র নীলাম্বর ও দিগম্বর, তাঁহারা ও উক্ত নীলাম্বরের পুত্র রবিসেন বঙ্গজসমাজের দাশের দৌহিত্র।

পশুরামঃ কালুসেনো রাজীবলোচনোঽনুজঃ।
গোপীকান্তস্য চন্দ্রস্য গোয়াশস্থস্য সূনুজাঃ॥ ২১৭ পৃঃ

পরশুরাম, কালু ও রাজীবলোচনসেন, ফরিদপুরের পাঁচথুপীগ্রামনিবাসী শক্তি-মাধবসেনের বংশ, তাঁহারা উত্তর রাঢ় (বহরমপুর) গোয়াশগ্রামের রাঢ়ীয়বৈদ্য গোপীকান্তচন্দ্রের দৌহিত্র।

অথোমাপতিসেনস্য সুতা একাদশেরিতাঃ।
এতে কুমারসেনস্য মালঞ্চস্য সুতাসুতাঃ॥ ২২১ পৃঃ

উমাপতিসেন পয়োগ্রামের হিন্দু, পয়োগ্রাম খুলনা জিলায়, এই উমাপতি সেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্নসেন কবিরঞ্জন কবিরাজ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ, পক্ষান্তরে কুমারসেন রাঢ়ীয় মহাকুল রোষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। উমাপতি শ্রীখণ্ডের এহেন কুমারসেনের জামাতা।

জাতিতত্ত্ব-বারিধি

অপরে কন্যকে জাতে তে দত্তে সমযোচিতম্।
ধনঞ্জয়ায় গুপ্তায় সেনহাটীভুবেঽগ্রজা॥ ২২৫ পৃঃ

রাঢ়ের কড়য়ীনিবাসী কান্দুসেনের বংশীয় সৃষ্টিধরসেনের প্রথমা কন্যা সেনহাটীর ধনঞ্জয়গুপ্ত বিবাহ করেন।

শ্রীকরঃ শ্রীপতিশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ জগসেনকঃ।
ষাঠগুপ্তস্য দৌহিত্রাঃ পোড়াগাছানিবাসিনঃ॥ ২৩০ পৃঃ

রাঢ়ের শ্রীকরসেনপ্রভৃতি চারি ভ্রাতা বিক্রমপুর পরগণার পোড়াগাছার ষাঠগুপ্তের দৌহিত্র।

ভুবনো মামুদাবাজে দেবিদাসসুতাপতিঃ। ২৩২ পৃঃ

রাঢ়ের পুরসেনবংশীয় ভুবনসেন ফরিদপুরের মামুদাবাদের দেবিদাসের জামাতা।

তৎপক্ষেঽজনি কন্যৈকা সা দত্তা স্বকুলোচিতম্।
পরমানন্দসেনায় সেনহাটীনিবাসিনে॥ ২৮০

রাঢ়ীয় জগদীশসেনের কন্যা সেনহাটীর পরমানন্দসেন বিবাহ করেন।

পরাশরো যঃ কবিচক্রবর্ত্তী
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত বভূবুরেতে।
চতুঃ সুতাস্তেষু গতাসবোঽমী
বিবাহিতা বঙ্গজবৈদ্যবংশে॥ ৪০৭

রাঢ়ীয় কায়ুগুপ্ত কবিচক্রবর্ত্তী পরাশরগুপ্তের সাত পুত্র, তন্মধ্যে চারিপুত্র শৈশবে মৃত। অবশিষ্ট তিনজন বঙ্গজবৈদ্যের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রভাকরস্য গুপ্তস্য দশপুত্র বধূত্রয়ে।
বিষ্ণুগুপ্তো রবিসেনমহামণ্ডলসুসুজাঃ॥ ৪১৫ পৃঃ

বরাহনগরের মহাকুল প্রভাকরগুপ্তের তিন বিবাহে দশ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে সেনহাটীর রবিসেন মহামণ্ডলের কন্যার গর্ভে মহেশ্বর, ঈশ্বর, গর্ভেশ্বর, কাশেশ্বর ও বিষ্ণু এই পাঁচ পুত্র প্রসূত হয়।

পুত্রো রাজেন্দ্রসেনস্য প্রাণবল্লভসেনকঃ।
ভূষণাবাসিবৈদ্যস্য দৌহিত্রঃ পরলোকগঃ॥ ৫১ পৃঃ

রোষবংশীয় ধর্ম্মগুপ্তসেন ও প্রাণবল্লভসেন ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণা গ্রামবাসী কোন বৈদ্যের দৌহিত্র।

নীতা শ্রীহরিসেনেন কন্যা বঙ্গজসম্ভবা।
দক্ষিণা কাঁচড়াগ্রামে তস্যাপত্যং ন চাভবৎ ॥ ৫৩ পৃঃ

কাঁচড়াপাড়ার শ্রীহরিসেন বঙ্গজ বৈদ্য কন্যা দক্ষিণাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই।

রতিবল্লভসেনোঽসৌ প্রসূতো ভূষণাস্থয়া।
শালঙ্কায়নসংস্থানমথুরারায়কন্যয়া ॥ ৭৫ পৃঃ

রোষসেনের পুত্র শাণ্ডসেনের বংশীয় রতিবল্লভসেন ফরিদপুরের ভূষণাগ্রাম বাসী শালঙ্কায়নগোত্রীয় মথুরারায়ের দৌহিত্র। এই মথুরারায় সংগ্রামসাহের বংশধর।

নরসিংহস্য রায়স্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
বিনীতা ভূষণাবাসিমথুরারায়সূনুজাঃ ॥ ৭৮ পৃঃ

রাঢ়ের রোষসেন নরসিংহরায়ের ধীরসিংহ, রাজসিংহ ও গোবিন্দরায় নামক পুত্রত্রয় ফরিদপুরের ভূষণাগ্রামবাসী উক্ত মথুরারায়ের দৌহিত্র।

চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ।
ভূষণারাজসংগ্রামসাহস্য কন্যকোদ্ভবাঃ ॥ ২৪৯ পৃঃ

রাঢ়ীয় আদ্যর্ষিগোত্রীয় সেন রঘুনাথের চারিপুত্র, তাঁহারা ফরিদপুরের অন্তর্গত ভূষণার রাজা সংগ্রামসাহের দৌহিত্র।

তৎপক্ষে কন্যকে জাতে তে দত্তে দৈন্যদোষতঃ।
দুর্গাদাসায় গুপ্তায় পূর্ব্বা মালদহোদ্ভবে।
অন্যা মানিকৃডিহিবাসিসোমরামেশ্বরায় চ ॥

রাঢ়ীয় পদ্ম গোপালদাশের দুই কন্যা। তিনি নির্ধনত্বহেতু প্রথমা-কন্যাকে মালদহের দুর্গাদাসগুপ্ত ও দ্বিতীয়কন্যাকে ফরিদপুরের মাণিকদহ গ্রামের রামেশ্বর সোমের নিকট বিবাহ দেন।

মোহনস্য সুতোজাতঃ শ্রীরামশরণাভিধঃ।
স মাণিকডিহীবাসিহর্ষসোমসুতাসুতঃ ॥ ৩৭৭পৃঃ

রাঢ়ীয় পঙ্ক মোহনদাশের পুত্র রামশরণ দাশ, ফরিদপুরের মাণিকদহ গ্রামের হর্ষসোমের দৌহিত্র।

বেশ বুঝাগেল এই সময়ে বৈদ্যের মধ্যে সোমোপাধি ছিল, তখনও সোমেরা কায়স্থ হইয়া যান নাই। আর রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা কেবল সেনহাটী নহে, বঙ্গজসমাজের বিক্রমপুর ও ফরিদপুরে যাইয়া আদান প্রদান করিয়াছেন। এবং লোকে যে সংগ্রামসাহকে "হাম বৈদ্য" বলিয়া থাকে, রাঢ়ীয়গণ তাঁহার সহিতও যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়াছেন।

সহস্রাক্ষোঽগ্রহীৎ কন্যাং নিজদারিদ্র্যদোষতঃ।
বাজুভাথুরিয়াবাসি শ্রীমন্তথান সম্ভবাম্॥ ৪৪ পৃঃ

রাঢ়ীয় মহাকুল রোষসেনবংশের সহস্রাক্ষসেন দরিদ্রতানিবন্ধন ভাথুরিয়া গ্রামের শ্রীমন্তসেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত ভাথুরিয়া গ্রাম বাজু দেশের অন্তর্গত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বরেন্দ্রভূমি ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জনপদ বাজু দেশের অন্তর্গত। বাজুদেশের বৈদ্যের সহিত আদান প্রদান নিন্দিত কার্য্য। কেহ কেহ বলেন যে টাঙ্গাইল অঞ্চলে ভাথুরিয়া নামে একটি গ্রাম আছে, সুতরাং উহা বাজুদেশের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে আমাদিগের বিশ্বাস যে ভাথুরিয়া বা বর্ত্তমান বেথুরগ্রাম পরগণা চাঁদপ্রতাপ মহকুমা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত। প্রখ্যাতনামা রামশঙ্করসেন ডিঃ মাঃ মহোদয় উক্তগ্রামের অধিবাসী। উহা বাজুদেশ না হইলেও পঞ্জিপ্রণেতৃগণ ভৌগোলিক জ্ঞানের ন্যূনতাবশতঃ চাঁদপ্রতাপ পরগণাকে বাজুদেশ বলিয়াই জানিতেন। যাহা হউক উহা যে সেনহাটী ও বিক্রমপুর ছাড়া পৃথক স্থান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আচ্ছা এই গ্রাম রাঢ়ের কোন স্থানে আছে বলিয়া স্বীকার করা যাউক না? রাঢ়ে বাজুদেশ নাই ও ইহা বহু দূরবর্ত্তী স্থানও বটে।

পরৈকা কন্যৈকা জাতা সা দত্তা দৈবদোষতঃ।
দূরে ভাথুরিয়া বাজু রমানাথায় তেন চ॥ ৮৫ পৃঃ

রাঢ়ীয় রোষসেন বৈদ্যনাথের একমাত্র কন্যা, তিনি সেই কন্যাকে রাঢ় হইতে সুদূরসংস্থ ভাথুরিয়া গ্রামবাসী রমানাথের নিকট বিবাহ দেন।

পূর্ব্বপক্ষবধূরস্ত বাজুভাথুরিয়াস্থিতেঃ।
লক্ষ্মীকান্তস্ত তনয়া তত্রৈকা কন্যকাঽভবৎ ॥ ৮৬ পৃঃ

রোষসেন নরসিংহসেন বাজুভাথুরিয়ার লক্ষ্মীকান্তের কন্যা বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে তাঁহার একটি কন্যা হয়।

বাসুদেবোঽথ গোপালঃ পরিজগ্রাহ কন্যকে।
উভে ভাথুরিয়াবাজুরূপরায়স্ত ছত্রিণঃ ॥ ১৮০ পৃঃ

গোয়াশ সমাজের বাসুদেব ও গোপালসেন বাজুভাথরিয়ার রূপরায় ছত্রীর (ছত্রধারী) কন্যার পাণি পীড়ন করেন।

দৈবকীনন্দনঃ কন্যাং জগ্রাহ নিজদৈবতঃ।
বাজুভাথুরিয়াগ্রামে রাজলক্ষ্মণসম্ভবাম্ ॥ ১১২ পৃঃ

রাঢ়ীয় দৈবকীনন্দনসেন দৈববশতঃ বাজুভাথুরিয়াবাসী রাজোপাধিক বৈদ্য লক্ষ্মণের কন্যা বিবাহ করেন।

চিরঞ্জীবেন জগৃহে বাজুভাথুরিয়া স্থিতেঃ।
কন্যা শ্রীকান্তদাশস্য নিজদারিদ্রদোষতঃ ॥ ১৫৮ পৃঃ

রাঢ়ীয় চিরঞ্জীবসেন দরিদ্রতানিবন্ধন বাজুভাথুরিয়াবাসী শ্রীকান্তদাশের কন্যা বিবাহ করেন।

নারায়ণোঽগ্রহীৎ কন্যাং নিজদারিদ্রদোষতঃ।
ছত্রিণো রূপরায়স্ত বাজুভাথুরিয়াস্থিতেঃ ॥ ১৬১ পৃঃ

রাঢ়ীয় নারায়ণসেন, দারিদ্রতাবশতঃ বাজুভাথুরিয়ার রূপরায়ছত্রীর কন্যা বিবাহ করেন। ছত্রী, ছত্রধারী, ইহা রাজপ্রাপ্ত উপাধিবিশেষ।

নিকেতনস্ত দাশস্ত যে পুত্রা নাম-ধারিণঃ।
শ্রীহট্টব্যাসনো বিদ্যাধরস্য দুহিতুঃ সুতাঃ ॥ ২৬৫ পৃঃ

রাঢ়ের মহাকুল গণপতিদাশের দ্বিতীয় পুত্র ভাস্করদাশের বংশীয় নিকেতন দাশ, শ্রীহট্টদেশবাসী বিদ্যাধর ধরের কন্যা বিবাহ করেন। তদ্‌গর্ভজ পুত্রগণ প্রখ্যাতনামা।

রাজীবোহর্ষসেনস্য কবিরাজস্য কন্যকাং।
পূর্ব্বাং মালদহস্থস্য জগ্রাহ সময়োচিতং ॥ ২৭৯ পৃঃ

উক্ত গণপতিদাশের বংশীয় রাজীবদাশ, মালদহের হর্ষসেন কবিরাজের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

রঘুনাথোঽগ্রহীৎ কন্যাং রূপরায়স্য ছত্রিণঃ।
বাজুভাথুরিয়াস্থস্য নিজদুর্দ্দৈববশতঃ॥ ৩৮৮ পৃঃ

রাঢ়ীয় রঘুনাথগুপ্ত দুর্দ্দৈববশতঃ বাজুভাথুরিয়ার রূপরায়ছত্রীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

ত্রিপুরারেঃ সুতা যে তে শ্রীহট্টীয় সুতাসুতাঃ।

রাঢ়ীয় ধন্বন্তরি ত্রিপুরারিসেন (বোদারিসেন) শ্রীহট্টদেশে বিবাহ করেন তাহাতে তাঁহার বহু পুত্র হয়।

লক্ষ্মীধরস্যৈক সুতোপ্যনন্তঃ
থানান্তরঙ্গোঽজনি গৌড়দেশে।
পিতুঃ কুসম্বন্ধবশেন বঙ্গা
দিত্যস্য কন্যাজঠরোদ্ভবোঽসৌ॥ ৫৫ পৃঃ

রাঢ়ের মহাকুল কাকুৎস্থসেনের বংশীয় অনন্তসেন থানান্তরঙ্গ আদিত্যবংশীয় বঙ্গজ বৈদ্যের দৌহিত্র।

আমরা বাহুল্যভয়ে কেবল সামান্য কয়েকটি আদানপ্রদানের উদাহরণ সমাহৃত করিলাম, ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে রাঢ়ীয় মহাকুলীনগণ বঙ্গজসমাজের সেনহাটী, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বিক্রমপুর, চাঁদপ্রতাপ বা ময়মনসিংহ এমন কি শ্রীহট্টপ্রভৃতি দেশবাসী বৈদ্যগণের সহিতও আদান প্রদান করিয়াছেন। রাজা সংগ্রামসাহের সহিতও তাঁহারা অনেকে যৌন-সম্বন্ধে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা কটক, বালেশ্বর ও কলিঙ্গ দেশের সহিতও যৌনসম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতেন।

লক্ষ্মীনাথেন সেনেন বালেশ্বরনিবাসিনঃ।
রামকৃষ্ণস্য তনয়া গৃহীতা দৈবদোষতঃ॥ ৫২ পৃঃ

রাঢ়ের মহাকুল রোষবংশীয় লক্ষ্মীনারায়ণসেন বালেশ্বরের রামকৃষ্ণের কন্যা বিবাহ করেন।

বলরামস্য সেনস্য রামকৃষ্ণঃ সুতোঽজনি।
জানকীবল্লভস্যাসৌ দৌহিত্রোভদ্রকস্থিতেঃ॥ ১২৪ পৃঃ

রাঢ়ীয় রোষ বলরামসেনের পুত্র রামকৃষ্ণসেন, উড়িষ্যা জিলার ভদ্রক গ্রামের জানকীবল্লভের দৌহিত্র।

কন্যে দ্বে চ সমুদ্ভূতে তে দত্তে ক্রমশোঽমুনা।
রামভদ্রায় দত্তায় পূর্ব্বা বালেশ্বরোদ্ভবে॥ ১৩৮ পৃঃ

রোষসেন পরশুরামের প্রথমা কন্যা বালেশ্বরবাসী রামভদ্রদত্তের নিকট বিবাহ দেন।

অথো শরণকৃষ্ণেন বালেশ্বরনিবাসিনী।
কন্যা মহেশদাশস্য গৃহীতা দৈবদোষতঃ॥ ১৪১ পৃঃ

রোষসেন শরণকৃষ্ণ বালেশ্বরের মহেশদাশের কন্যা বিবাহ করেন।

রঘুসেনেন স্বগৃহে নিজদুর্দ্দৈবদোষতঃ।
শ্যামদাশস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটকস্থিতেঃ॥ ১৯৬ পৃঃ

রোষসেন কামদেব পুরকায়স্থের বংশীয় রামসেন কটকের শ্যামদাশমিশ্রের কন্যা বিবাহ করেন।

তে সর্ব্বে ওড্রদেশীয়বিদদাশসুতাসুতাঃ। ২১১ পৃঃ

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিদ্যাপতিসেনের পুত্র বাণসেনপ্রভৃতি উড়িষ্যাদেশীয় বিদ দাশের দৌহিত্র।

তেঽমী বুড়নসেনস্য কলিঙ্গস্য সুতাসুতাঃ। ২৫২ পৃঃ

আদ্যর্ষিগোত্রীয় গোবিন্দসেনের পুত্রগণ কলিঙ্গদেশবাসী বুড়নসেনের দৌহিত্র।

উৎকলদেশে অসংখ্য বৈদ্যের বাস। তাঁহারা সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত ও গুপ্ত প্রভৃতি উপাধিধারীও বটেন। আলাপে জানিয়াছি, তাঁহারা বঙ্গদেশহইতে তথায় যাইয়া বাস করিতেছেন। ঐরূপ কলিঙ্গাদি দেশেও বহু বৈদ্য রহিয়াছেন, পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত আদানপ্রদান ছিল, সে দেশে তাঁহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে এবং স্থানের দূরত্ব ও অন্যান্য নানা কারণে কালে আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কন্যে দ্বে চ সমুদ্ভূতে তে চ দত্তে যথাক্রমং।
গঙ্গারামায় দাশায় পঞ্চকূটভুবেঽগ্রজা॥
আদ্যায় মানরামায় পরা নাগপুরোদ্ভবে॥ ৪৭ পৃঃ

যদুনন্দনসেনের প্রথমা কন্যা পঞ্চকূটসমাজের গঙ্গারামদাশ ও দ্বিতীয়া কন্যা মধ্যভারতবর্ষস্থ নাগপুরবাসী মানরাম আদ্যের নিকট বিবাহ দেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নাগপুরে অনেক গুপ্তশর্ম্মার বাস আছে। মানরাম ঐরূপ কোন গুপ্তশর্ম্মা হইবেন, তাঁহার গোত্র আদ্যর্ষি ছিল।

আদ্য কেশবসেনায় পঞ্চকূটভূবেহপরা। ৪০২ পৃঃ

নারায়ণগুপ্তের দ্বিতীয় কন্যা পঞ্চকূটসমাজের আদ্যকেশবসেনের নিকট বিবাহ দেন।

আমরা যাহা যাহা দেখাইলাম, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে পূর্ব্বে পঞ্চকূট, সেনভূমি, বীরভূমি, রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও পূর্ব্ববঙ্গ বা শ্রীহট্ট চট্টলাদি সকলদেশের বৈদ্যগণের মধ্যেই অবাধ আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। কেন না তাঁহারা সকলেই একই মহাত্মা অমৃতাচার্য্যের শোণিতগন্ধি। যাহা হউক অতঃপর আমরা দেখাইব যে বঙ্গজসমাজের সহিতও পূর্ব্ববঙ্গসমাজের অবাধ আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল। কণ্ঠহার বলিতেছেন যে :—

শ্রীহট্টীয়স্য দেবাইবিশ্বাসস্য সুতাপতেঃ।
হরিহরাচ্চ গোপালো নয়শ্রীপতিজাসুতঃ॥ ৯ পৃঃ

বঙ্গজসমাজের কুলীন গণসেনের বংশীয় হরিহরসেনের দুই বিবাহ। নয়দাশ শ্রীপতির কন্যা এক স্ত্রী, তদ্গর্ভে গোপালসেনের জন্ম হয়, অন্য স্ত্রী শ্রীহট্টদেশবাসী দেবাইবিশ্বাসের কন্যা। তথাহি—

কন্যাং চতুর্ধুরীণস্য সেনবর্ষনিবাসিনঃ।
হরিচরণগুপ্তস্য তনয়ঃ পরিণীতবান্॥ ৩১ পৃঃ

হিঙ্গু পীতাম্বরের সন্তান শঙ্করসেনের কন্যাকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত সেনবর্ষ (ছেণবরষ) গ্রাম নিবাসী হরিচরণ গুপ্ত চতুর্ধুরীণের পুত্র বিবাহ করেন। তথাহি—

জয়রামঃ সুতোজজ্ঞে চন্দ্রশেখরসেনতঃ।
জগদানন্দজাপুত্রৌ হৈকা তনয়াপিচ॥
তস্য পুত্রী ভবানন্দদাশেন চ বিবাহিতা।
নন্দনস্ত তু পুত্রেণ পুখরীপাড়বাসিনা॥ ৩০ পৃঃ

হিঙ্গু পীতাম্বরের বংশধর চন্দ্রশেখর সেনের জয়রাম নামে এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা নয়দাশ জগদানন্দের দৌহিত্র। উক্ত কন্যাকে পুখরীপাড়বাসী ভবানন্দদাশের পুত্র নন্দনদাশ বিবাহ করিয়াছিলেন।

পুখরীপাড় দুইটি। একটি শ্রীহট্টে, অন্যটি বিক্রমপুরে। সেটি ঘাসীপুকুর-পাড় বলিয়া স্বতন্ত্রীকৃত। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে পুখরী-পাড় প্রসঙ্গ নাই। অথচ পীতাম্বরের সন্তান শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রকাশিতগ্রন্থে উদ্ধৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য বহু প্রাচীনগ্রন্থেও আমাদের এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন্ পাঠ প্রকৃত, তাহা প্রবীণেরা নির্ণয় করিবেন।

মৌলিকেতি প্রসিদ্ধস্য শ্রীহট্টদেশবাসিনঃ।
ধনাইকস্য তনয়াং শ্রীপতিঃ পরিণীতবান্॥ ৩৫ পৃঃ

হিঙ্গু উমাপতিসন্তান শ্রীপতিসেন শ্রীহট্টদেশবাসী ধনাইমৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন যে কালিয়াগ্রামে যে প্রাচীন হস্তলিখিত কণ্ঠহার আছে, উহাতে "মল্লিকে"তি পাঠ ছিল, উহা কেহ লালকালীদিয়া কাটিয়া "মৌলিকে"তি পাঠ করিয়াছেন। যদি "মল্লিক" পাঠ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ধনাইকে রাঢ়ীয় বৈদ্য বলিয়াই মনে করা উচিত, কেন না রাঢ় ভিন্ন বঙ্গজসমাজে মল্লিক উপাধির বৈদ্য নাই। কেহ কেহ বলেন যে মুদ্রিত পুস্তকের শ্রীহট্ট পাঠও বিকৃত, প্রকৃত পাঠ "ত্রিহট্ট" হইবে। ত্রিহট্টগ্রাম নদিয়া জিলায় গঙ্গাতীরে। দুহিসেন ও চায়ু দাশেরা পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে ছিলেন। ফলতঃ যে উমাপতিকে শ্রীখণ্ডের কুমারসেন কন্যা দান করেন, তাঁহার বংশধরকে কুমারের কোন মল্লিকাখ্য বংশধর কন্যা দান করা বিচিত্র নহে। এই পাঠান্তরসমূহেরও যাথার্থ্যনির্ণয়বিষয়ে প্রবীণগণ প্রমাণ।

হিরণ্যাখ্যস্য সেনস্য তনয়োরাঘবোঽভবৎ।
শ্রীহট্টদেশবাসীয়শুভঙ্করসুতাসুতঃ॥ ৪২ পৃঃ

শক্তি মাধবসেনের বংশীয় হিরণ্যসেনের পুত্রের নাম রাঘবসেন। তিনি শ্রীহট্টদেশীয় শুভঙ্করের দৌহিত্র।

শ্রীহট্টবাসিনে দেবানন্দাদিত্যায় তাং দদৌ। ৫৯ পৃঃ

শ্রীহট্টদেশবাসী দেবানন্দ আদিত্য ধন্বন্তরি রুদ্রসেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীহট্টবাসিনো দেবানন্দাদিত্যস্য কন্যকাম্।
পরিণীয় বাসুদেবো দেশান্তরমুপেয়িবান্॥ ৭৪ পৃঃ

ধন্বন্তরিশক্রয়সেনবংশপ্রভব বাসুদেবসেন শ্রীহট্টের দেবানন্দ আদিত্যের কন্যা বিবাহ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

সপ্ত পুত্রা জয়পতে র্বভূবুর্ভাস্করাদয়ঃ।
কনৈকা দত্তদৌহিত্রাঃ পরিণীতা চ সা সুতা।
শুভঙ্করেণ খানেন শ্রীহট্টদেশবাসিনা॥ ৯০ পৃঃ

ধন্বন্তরি ডমনসেনের বংশধর জয়পতিসেনের সাত পুত্র ও এক কন্যা। শ্রীহট্টদেশীয় শুভঙ্কর খাঁ উক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

হরিচরণগুপ্তস্য সেনবর্ষনিবাসিনঃ।
কন্যাং ব্যুবাহ রাজীবস্তস্য চৈকঃ সুতোঽজনি॥ ৯৭ পৃঃ

ধন্বন্তরি বিকর্ত্তনসেনের বংশীয় রাজীবসেন শ্রীহট্ট সেনবর্ষের হরিচরণগুপ্তের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, সেই স্ত্রীর গর্ভে রাজীবের এক পুত্র হয়।

পীতাম্বরস্য তনয়ো জনার্দ্দন ইতি শ্রুতঃ।
শুভঙ্করস্য খানস্য শ্রীহট্টীয়স্য কন্যকাং।
দৈবযোগাৎ উদবহৎ ততোঽভূৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ১১৩ পৃঃ

সেনহাটীর অরবিন্দদাশবংশীয় পীতাম্বরদাশের পুত্র জনার্দ্দনদাশ। তিনি শ্রীহট্টদেশীয় শুভঙ্কর খানের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম পুরুষোত্তমদাশ।*

অজ্ঞাতান্বয়গোত্রায় সেনবর্ষনিবাসিনে।
বৈদ্যায় প্রদদৌ একাং কন্যাং রাজীবদাশকঃ॥ ১৪৩ পৃঃ

---

* ভরত বলিতেছেন যে—

তৃতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ ভৎ‍সনশ্রীকরাবপি।
চাটিগ্রামীয়বৈদ্যস্য হাড়দত্তস্য শুনুজৌ॥ ৩৮৩ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

অর্থাৎ নিমদাশবংশীয় ভৎ‍সন ও শ্রীকর দাশ চট্টগ্রামের হাড়দত্তের দৌহিত্র।

কায়দাশবংশীয় রাজীবদাশ শ্রীহট্টের সেনবর্ষগ্রামনিবাসী এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে আপনার কন্যা দান করেন।

শ্রীহট্টদেশদেশীয়গুণরাজসুতাপতিঃ।
দণ্ডপাণিসুতাপুত্রীং হৃদয়ঃ পরিণীতবান্॥

পদ্মবংশীয় হৃদয়দাশ, শ্রীহট্টদেশের গুণরাজের কন্যা ও শক্তি দণ্ডপাণি সেনের দৌহিত্রীর পাণি গ্রহণ করেন।

রামনাথস্য তনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণদাসদাশকঃ।
শ্রীহট্টীয়ধর্ম্মরায়দেবকন্যাসমুদ্ভবঃ॥ ১৫০ পৃঃ

পদ্মবংশীয় শ্রীকৃষ্ণদাস দাশ, শ্রীহট্টদেশীয় ধর্ম্মরায় দেবের দৌহিত্র।

গোপীনাথাৎ উমানন্দঃ শ্রীহট্টদেশবাসিনঃ।
শুভঙ্করস্য খানস্য তনয়াতনুসম্ভবঃ॥ ১৫৮ পৃঃ

পদ্মবংশীয় উমানন্দদাশ, শ্রীহট্টদেশীয় শুভঙ্করখানের দৌহিত্র।

বাণীনাথস্য তনয়ো রতিবল্লভদাশকঃ।
রামানন্দস্য দৌহিত্রো রৌহাগ্রামনিবাসিনঃ॥ ১৩১ পৃঃ

চায়ুবামদাশবংশীয় কাশীনাথদাশের পুত্র রতিবল্লভদাশ ময়মনসিংহের রৌহাগ্রামের রামানন্দের দৌহিত্র।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের সহিত আদানপ্রদান করিয়াছেন, এইক্ষণে দেখাইলাম যে, বঙ্গজসমাজের বৈদ্যেরাও তাহাতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ফলতঃ তৎকালে সকল সমাজের সহিতই সকল সমাজের বৈদ্যের ক্রিয়া ছিল, বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদের পরই আচারগত ব্যভিচার ঘটাতে রাঢ়ের সহিত বঙ্গের ও কায়স্থসংসর্গনিবন্ধন ময়মনসিংহাদিসহ রাঢ় বঙ্গ উভয়েরই আদানপ্রদান বন্ধ হইয়া যায়। অপিচ আমরা দেখাইয়াছি যে রাঢ়ীয়দিগের সহিত সংগ্রামসাহের যৌনসম্বন্ধ ছিল, এখন দেখাইব যে বঙ্গজ-বৈদ্যগণও তাঁহার সহিত অসম্পৃক্ত ছিলেন না।

তিস্রঃ কন্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রা দুর্গাদাসাচ্চ জজ্ঞিরে।
রাজ্ঞঃ সগ্রামসাহস্য তনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥ ১২ পৃঃ কণ্ঠহার।

শক্তিগণসেনবংশীয় দুর্গাদাসসেন ভূষণার রাজা সংগ্রামসাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা ও তিন পুত্র হয়।

সদাশিবাৎ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কন্যামেকাং ব্যুবাহ চ।
শালঙ্কায়নসম্ভূতসংগ্রামসাহভূপতিঃ ॥ ৪০ পৃঃ

শক্তি, মাধবসেনের অনন্তরবংশ্য সদাশিবসেন শালঙ্কায়নগোত্রসম্ভূত রাজা সংগ্রামসাহের নিকট আপনার কন্যার বিবাহ দেন।

শিবনাথো ব্যুবাহৈকাং পরিণীতা পরা সুতা।
শালঙ্কায়নসম্ভূত-গোপীকান্তেন ভূভুজা ॥ ৪ পৃঃ

শক্তি, মাধবসেনের বংশীয় গোপীরমণ সেনের কন্যাকে সংগ্রামসাহের জ্ঞাতি রাজা গোপীকান্ত বিবাহ করেন।

রামনাথঃ শিবনাথঃ দেবনাথঃ সুতাপি চ।
সংগ্রামসাহকন্যায়াং বিশ্বনাথাচ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৪৯ পৃঃ

ধন্বন্তরি উচলিসেনের বংশধর বিশ্বনাথসেনের ঔরসে রাজা সংগ্রামসাহের কন্যার গর্ভে রামনাথ প্রভৃতি তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্দৈবাশনিসম্পাতাৎ রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়াপাণিগ্রহণপীড়িতঃ ॥ ৫০ পৃঃ

উচলিসেনের বংশধর, রঘুনাথসেন সংগ্রামসাহের কন্যা বিবাহ করিয়া যৌবনেই উপরত হয়েন।

সংগ্রামসাহকন্যায়াং রঘুনাথাৎ উভৌ সুতৌ।
সংগ্রামসাহতনয়ো রাধাকান্তো ব্যুবাহ তাম্ ॥ ৮৩ পৃঃ

রবিসেনমহামণ্ডলের বংশীয় রঘুনাথসেন সংগ্রামসাহের কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার দুই পুত্র হয়। সংগ্রামসাহের পুত্র রাধাকান্ত ঐ বংশের কাশীনাথসেনের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

রামচন্দ্রাৎ উভে কন্যে
সংগ্রামসাহজাসুতে। ৯২ পৃঃ

বিকর্ত্তন রামচন্দ্রসেন সংগ্রামসাহের কন্যা বিবাহ করিলে তদ্গর্ভে তাঁহার দুইটি কন্যা জন্মে। শক্তি, মাধব শিবনাথসেন ও কাযুগুপ্ত রঘুনন্দনগুপ্ত উহাদিগের পাণি গ্রহণ করেন।

রূপনারায়ণঃ কন্যা জাতৌ গোবিন্দগুপ্ততঃ।
মণিরামো ব্যুবাহৈনাং রাজসংগ্রামসাহজঃ ॥ ১৬৫ পৃঃ

রাজা সংগ্রামসাহের পুত্র, রাজা মণিরাম, ত্রিপুরবংশীয় গোবিন্দগুপ্তের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

আমরা এইখানেই চারি সমাজের আদানপ্রদানের পালা সমাপ্ত করিয়া একালে রাঢ়ে বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল আদান প্রদান হইয়াছে, তাহারও নিকাশ দিব। তবে প্রকাশ থাকে যে সেরপুর ও মহেশ্বরদি পরগণার বৈদ্যগণ কায়স্থসম্পর্কশূন্য হইলেও রাঢ় ও বঙ্গের সামাজিকগণ উঁহাদিগকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন না ও করেন নাই। এজন্য নির্দ্দোষ মুখরগণকে সর্ব্বদাই বেগ পাইতে হয়।

আধুনিক আদানপ্রদান

রাঢ়ে—ঢাকায়—১। পাত্র সেনহাটীসমাজের মাণিকগঞ্জ সুয়াপুরনিবাসী প্রখ্যাতনামা জমিদার ও হাইকোর্টের উকিল গীর্বাণ বাণীকোবিদ্ শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় বি-এল, মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ক্ষেমদাকিঙ্কর রায়, বি-এ। পাত্রী শিমলা জগদীশনাথ রায়ের গলি, ৺জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায় (মৌরেশ্বরীপন্থ) মহাশয়ের কন্যা ৺শ্রীদেবী।

২। পাত্র—ঐ—পাত্রী নদিয়া রঘুনাথপুরনিবাসী মহাকুল চণ্ডীবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যা ৺কমলা দেবী।

৩। পাত্র—ঐ—পাত্রী বালীনাছীপন্থ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

৪। পাত্র, উক্ত সুয়াপুর নিবাসী কলিকাতা বাগবাজারপ্রবাসী প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র সেন। পাত্রী কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন (ধন্বন্তরি) মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দেবী।

রাঢ়ে—যশোহরে—১। পাত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাশগুপ্ত। পাত্রী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণসেন (কলিকাতা) মহাশয়ের কন্যা।

রাঢ়ে—সেরপুরে—১। আড়াই আনীর জমিদার ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ৺জাহ্নবীচরণ চৌধুরী, কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ৺অখিলচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন।

২। স্বর্গীয় কিশোরীমোহন চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, ডিঃ মাঃ, কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী ৺বেণীমাধব মল্লিক মহাশয়ের কন্যা ৺গঙ্গাপদদেবীকে বিবাহ করেন।

৩। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবুর সহোদর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী (ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ), সোমড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহারা রায়ীগ্রামী মালঞ্চবিনায়ক।

৪। হুগলী জিলার অন্তর্গত বুহিতাগ্রাম নিবাসী শক্তিগোত্রীয় ৺দীননাথসেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবীকে সেরপুরের দেড় আনীর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী বিবাহ করেন।

৫। পাত্র কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথসেনের পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ সেন (হাঃ সাং রাণাঘাট)—পাত্রী সেরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

৬। পাত্র সেরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত পত্রনবিশ। পাত্রী কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ধন্বন্তরি শ্রীযুক্ত শশিভূষণসেনের কন্যা শ্রীমতী কমলবাসিনী দেবী।

৭। পাত্র হুগলি জিলার খানাকুলকৃষ্ণনগরবাসী ৺মধুসূদনসেনগুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন সেন গুপ্ত। পাত্রী সেরপুরের ৺দ্বারিকানাথগুপ্ত পত্রনবিসের কন্যা শ্রীমতী যামিনী দেবী।

৮। পাত্র সেরপুর নিবাসী ৺লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী। পাত্রী মুরশিদাবাদের অন্তর্গত সাদকবাগনিবাসী স্বর্গীয় সন্তোষ দাশগুপ্তের কন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী।

সেনহাটী—সেরপুর—১। পাত্র সেরপুরের নয় আনীর জমিদার স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর হরচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী সেনহাটী-

নিবাসী গণ ৺জগবন্ধুসেন মহাশয়ের কন্যা শ্যামাচরণসেন মহাশয়ের ভগিনী ৺স্বর্ণময়ী দেবী।

২। পাত্র উক্ত হরচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ৺হেমচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী যশো-হরের হোগলডাঙ্গা নিবাসী ৺কেদারনাথসেনের কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবী। কেদার বাবু মহাকুল লক্ষ্মণ।

৩। পাত্র উক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী উক্ত কেদারনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলালসেনের কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী।

৪। পাত্র উক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী ছোটকালিয়ানিবাসী শত্রুঘ্ন শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

৫। পাত্র উক্ত হেমাঙ্গবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হিরণচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী উক্ত শ্যামাচরণসেনের অপরা কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।

৬। পাত্র সেরপুরের রায়বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জনবল্লভ চৌধুরী। পাত্রী উক্ত হোগলডাঙ্গার লক্ষ্মণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রসেনের কন্যা শ্রীমতী তরুবালা দেবী।

বরিশাল ও সেরপুরে—১। পাত্র কুলকাঠিনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ প্রতাপকান্ত রায় চৌধুরী। পাত্রী সেরপুরের দেড়আনীর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী।

২। পাত্র সেরপুরের শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র দত্তগুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দত্ত গুপ্ত। পাত্রী বায়ুকাঠীর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসেনের কন্যা শ্রীমতী সুধীরবালা দেবী।

৩। পাত্র বায়ুকাঠীনিবাসী শ্রীমান্ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ। পাত্রী সেরপুরের শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্রদত্তগুপ্তের কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলহাসিনী দেবী। ইঁহারা রাঢ়ের বটগ্রামী দত্ত।

ফরিদপুর—সেরপুরে—১। পাত্র সেরপুরের জমিদার ৺হরকুমার চৌধুরী (শিবেন্দ্র দেবেন্দ্র বাবুর পিতৃদেব) পাত্রী

ভূষণা কাপাসটিকরী গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরি ৺ভোলানাথসেনের কন্যা ৺কৃষ্ণমণি দেবী।

২। পাত্র সেরপুরের শ্রীযুক্ত যামিনীকিশোর রায়, এম, এ, বি, এল, মুনসেফ বগুড়া। পাত্রী লক্ষ্মণদিয়ানিবাসী বিকর্ত্তন ৺কৈলাসচন্দ্রসেনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী। যামিনীবাবু শিবেন্দ্রবাবুর ভাগিনেয়।

৩। পাত্র সেরপুরের আড়াইআনীর জমিদার সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী (৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর পুত্র) পাত্রী খান্দারপাড় নিবাসী বিষ্ণুদাশ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী।

৪। পাত্র সেরপুরের ৺রাজচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী ভূষণাকাপাস টিকরীর বিনায়ক ৺বৈদ্যনাথ সেনের কন্যা (ভোলানাথসেনের ভগিনী) শ্রীমতী মহা মায়া দেবী।

৫। পাত্র সেরপুরের শ্রীযুক্ত শিবনাথ চৌধুরী। পাত্রী উক্ত বৈদ্যনাথ সেনের অপরা কন্যা শ্রীমতী ভগবতী দেবী।

৬। পাত্র ভূষণানিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় (এইক্ষণ নিবাস সেরপুর) পাত্রী ৺কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী তারাবতী দেবী।

৭। পাত্র দয়ারাম দত্ত, নিবাস কাপাসটিকরি (এইক্ষণ সেরপুর) পাত্রী উক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরীর অপরা কন্যা উমাবতী দেবী।

৮। পাত্র সেরপুরনিবাসী রমানাথ গুপ্ত পত্রনবিশ। পাত্রী ভূষণাবাসী রামানন্দ দাশ মজুমদারের কন্যা ৺কাত্যায়নী দেবী।

ঢাকা সেরপুরে—১। পাত্র সেরপুরের রাজচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী ঢাকা কলাকোপা গোবিন্দপুরনিবসী কেদার নাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিজয়া দেবী।

২। পাত্র সেরপুরের ৺নবকুমার চৌধুরী। পাত্রী সোণারদেউলনিবাসী চন্দ্রমাধব দাশের কন্যা রুক্মিণী দেবী।

৩। পাত্র—ঐ। পাত্রী উক্ত পায়ুদাশ চন্দ্রমাধবদাশের অপরা কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবী।

৪। পাত্র সেরপুরের ৺নন্দকুমার চৌধুরী। পাত্রী মাইজগাছানিবাসী কেবলকৃষ্ণদাশের কন্যা রাধামণি দেবী।

৫। পাত্র—ঐ। পাত্রী রামভদ্রপুরনিবাসী ৺বৈদ্যনাথসেনের কন্যা ৺মণিকর্ণিকা দেবী।

৬। পাত্র সেরপুরের দেড়ানীর জমিদার ৺গোলোকনাথ চৌধুরী। পাত্রী সোণারদেউলনিবাসী চন্দ্রমাধবদাশের কন্যা ৺শ্রীমতী দেবী (শিবেন্দ্র বাবুর পিতামহ পিতামহী)।

৭। পাত্র সেরপুরের ৺কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী। পাত্রী চাঁপাতলীনিবাসী কাশীনাথ দত্তগুপ্তের কন্যা আনন্দময়ী দেবী।

৮। পাত্র সেরপুরের ৺কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। পাত্রী রায়বুকনিবাসী রামচন্দ্র কর গুপ্তের কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবী।

৯। পাত্র সেরপুরের আড়াই আনীর জমিদার প্রখ্যাতনামা ৺গোবিন্দ কুমার চৌধুরী। পাত্রী সাহাবাজনগরনিবাসী ৺ঈশানচন্দ্রসেনের কন্যা ৺জয়দুর্গা দেবী।

১০। পাত্র সেরপুরের ৺প্যারীমোহন চৌধুরী। পাত্রী ডোমসারের ছিন্নু ৺জগচ্চন্দ্রসেনের কন্যা মোক্ষদা দেবী।

১১। পাত্র তেওতানিবাসী জয়দাশ ৺যদুনন্দন দাশ। পাত্রী সেরপুরের উক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা রাজেশ্বরী দেবী। যদুনন্দন পরে সেরপুরে স্থায়ী হয়েন।

এই যদুনন্দনদাশের পুত্র ৺গোবিন্দচন্দ্রদাশই উত্তরাধিকারিসূত্রে আনন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নয় আনী জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। এই গোবিন্দচন্দ্রদাশের পত্নী—তারামণি চৌধুরাণী—হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

১২। পাত্র—সেরপুরের গোবিন্দচন্দ্রদাশ চৌধুরী—পাত্রী—বিক্রমপুরের আরিয়াবিলনিবাসী ৺দীননাথসেনের কন্যা শ্রীযুক্তা তারামণি দেবী।

১৩। পাত্র—সেরপুরের ৺হরকিশোর চৌধুরী। পাত্রী—বেলতলীনিবাসী ৺কৃষ্ণকান্তসেনের কন্যা কিশোরী দেবী। কৃষ্ণকান্ত পরে সেরপুরবাসী হয়েন।

১৪। পাত্র—সেরপুরের ৺শ্রীধরদাস চৌধুরী। পাত্রী—মাণিকগঞ্জের বায়রানিবাসী মাধবচন্দ্রসেন মজুমদারের কন্যা মনোমোহিনী দেবী।

১৫। পাত্র—সেরপুরের মথুরামোহনরায়,—পাত্রী—বিক্রমপুর রামভদ্রপুর নিবাসী ঈশানচন্দ্রসেনের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী।

১৬। পাত্র—সেরপুরের ৺দীনবন্ধু রায়। পাত্রী—চাঁপাতলার রামকান্ত দাশের কন্যা দুর্গামণি দেবী।

১৭। পাত্র—শিবেন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ ভাগিনেয় শ্রীমান্ রজনীকিশোর রায়, পাত্রী—বালীগাঁওনিবাসী ৺কালীকিশোরসেনের কন্যা শ্রীমতী চারুবালা দেবী।

১৮। পাত্র—শিবেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ ভাগিনেয় শ্রীমান্ রমণীকিশোর রায় B.A., B.L.,—পাত্রী—বিক্রমপুর সাইনহাটীনিবাসী শিয়ালসেন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনের কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

১৯। পাত্র—গজারিয়ানিবাসী ৺ দ্বারকানাথদাশ, পাত্রী—সেরপুরের ৺ব্রজমোহন রায়ের কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

২০। পাত্র—দোসরপাড়া (বিক্রমপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত পাত্রী—উক্ত শিবেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ সহোদরা শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী দেবী। কাশীবাবু এখন সেরপুরবাসী।

২১। পাত্র—চাঁপাতলানিবাসী শ্রীমান্ বিমলাচরণদাশ, পাত্রী--সেরপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলকুমারী দেবী।

২২। পাত্র- বিক্রমপুরনিবাসী রামকানাই সেন, পাত্রী—সেরপুরের নন্দকিশোর রায়ের ভগিনী ৺কুমারী দেবী।

২৩। পাত্র বালীগাঁও নিবাসী ৺জগদ্বন্ধু দত্তের পুত্র শ্রীমান্ মনোমোহন দত্ত। পাত্রী সেরপুরের নন্দকিশোর রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী।

২৪। পাত্র সেরপুরের ৺হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী (ইনি অতীব বিনীত, চরিত্রবান্ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন)। পাত্রী বায়রানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেনের ভগিনী ৺সরলা দেবী।

২৫। পাত্র আড়াই আনীর ছোট তরফের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার চৌধুরী। পাত্রী মধ্যপাড়ানিবাসী ধন্বন্তরি শ্রীযুক্ত হরকুমার সেনের কন্যা শ্রীমতী সরোজবালা দেবী।

সেনহাটী সমাজ ও মহেশ্বরদিতে আদানপ্রদান।—১। পাত্র বেজগাঁনিবাসী ৺কালীনাথ গুপ্ত। পাত্রী হামছাদী গ্রামনিবাসী গিরিশচন্দ্রসেন মহাশয়ের ভগিনী।

২। পাত্র উক্ত গ্রামের ৺দীনবন্ধুসেন। পাত্রী উক্ত গিরিশবাবুর অপরা ভগিনী।

৩। পাত্র বরিশালের গৈলানিবাসী নিশিকান্ত দাশ। পাত্রী উক্ত গিরিশচন্দ্রসেনের কন্যা।

৪। পাত্র উক্ত গিরিশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ সেন। পাত্রী বরিশাল লাখুটিয়া গ্রামনিবাসী প্রসন্নকুমার দাশগুপ্তের কন্যা।

৫। পাত্র হামছাদীগ্রামের কালীমোহন গুপ্তের পুত্র ব্রজেন্দ্রমোহন গুপ্ত। পাত্রীর পিত্রালয় ফরিদপুর বাণীবহ গ্রাম, পিতা তারিণীচরণসেন।

৬। পাত্র বন্দর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সেন। পাত্রী বেজগাঁর ধন্বন্তরি মহিমচন্দ্রসেনের ভগিনী। কালীকৃষ্ণসেনের কন্যা।

৭। পাত্র গারুড়গাঁনিবাসী সতীশচন্দ্র দাশ কবিরাজ। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী।

৮। পাত্র ছোটকালিয়াগ্রামবাসী উমাশঙ্করসেনের পুত্র কেদারনাথসেন। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী।

৯। পাত্র উক্ত কালীনারায়ণবাবুর পুত্র ৺ফণীন্দ্রনারায়ণ সেন। পাত্রী বিক্রমপুর শিমুলিয়াগ্রামবাসী গৌরমোহন সেনের কন্যা।

১০। পাত্র উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমার সেন। পাত্রী বিক্রমপুর ঘাসীরপুকুরপাড়বাসী নয়দাশবংশীয় ভৈরবচন্দ্রদাশের কন্যা। দ্বিতীয় পরিণয় গুণগাঁ কায়ুগুপ্ত, বিমলামোহন গুপ্তের কন্যা।

১১। ঐ তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণকুমার সেন। পাত্রী ছোটকালিয়া কায় মনোরঞ্জন দাশের কন্যা। দ্বিতীয় পাত্রী নদীয়া জিলার দাহপুর গ্রামের আদিত্য বংশীয় যতীন্দ্রনাথ সেনের কন্যা।

১২। ঐ চতুর্থ পুত্র ধরণীকুমার সেন। পাত্রী বিক্রমপুর বাশিয়াগ্রামবাসী নিমবংশীয় প্যারীমোহন দাশের কন্যা।

১৩। ঐ পঞ্চম পুত্র ভূপতিকুমার সেন। পাত্রী রাজনগরবাসী হাঃ সাং খাগড়া, বৈশ্বানরগোত্রীয় প্রখ্যাতনামা কবিরাজ মণিমোহন সেনের কন্যা।

১৪। পাত্র বিক্রমপুর টঙ্গিবাড়ীবাসী নয় প্রসন্নকুমারদাশের পুত্র ললিতচন্দ্র দাশ। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী।

১৫। পাত্র পালং নিবাসী ত্রিপুর প্রসন্নকুমার গুপ্তের পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর চতুর্থ কন্যা মন্দাকিনী দেবী।

১৬। পাত্র বিক্রমপুর মধ্যপাড়ানিবাসী উচলি গোবিন্দচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্রসেন। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর প্রথম পুত্র ৺ফণীন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী।

১৭। পাত্র বরিশাল গৈলাবাসী ভবদাশ বিশ্বেশ্বরদাশের পুত্র শ্রীমন্তদাশ। পাত্রী উক্ত ৺ফণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

১৮। পাত্র কার্ত্তিকপুরনিবাসী মঙ্গলানন্দবংশীয় প্যারীকিশোরদাশের পুত্র ব্রজকিশোরদাশ। পাত্রী উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমারসেনের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী।

১৯। পাত্র রতিরামসেন (উক্ত কালীনারায়ণ বাবুর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) পাত্রী ফরিদপুরের মেঘচামীনিবাসী ধরণীধর গুপ্তের কন্যা।

২০। ৺বিষ্ণুরাম সেন (উক্ত কালীবাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ)। পাত্রী ফরিদপুরের আড়কান্দীনিবাসী বিনায়ক মদনমোহনসেনের কন্যা।

২১। পাত্র মায়ারাম সেন (উক্ত কালীবাবুর প্রপিতামহ)। পাত্রী বেড়াডাঙ্গানিবাসী রামদাশবংশ্য বিশ্বেশ্বর দাশের কন্যা।

২২। পাত্র কীর্ত্তিনারায়ণসেন (উক্ত কালীবাবুর পিতামহ)। পাত্রী হারোয়াবাসী রোষ গদাধরসেনের কন্যা।

২৩। পাত্র ঈশানচন্দ্রসেন (উক্ত কালীবাবুর পিতা)। পাত্রী রূপসী রোষ কানাইসেনের কন্যা।

২৪। পাত্র শোলকগ্রামবাসী দীনবন্ধুসেনের পুত্র। পাত্রী দুপতারাগ্রাম বাসী রাজচন্দ্রসেনের কন্যা।

২৫ পাত্র থলিশাকোঠাবাসী অভয়াচরণদাশের পুত্র। পাত্রী উক্ত রাজেন্দ্র বাবুর অপরা কন্যা।

২৬। পাত্র আমদিয়া গ্রামের জজের উকিল কালীমোহনসেনের পুত্র। পাত্রী যশোহরের।

২৭। পাত্র আমদিয়াবাসী আনন্দচন্দ্রসেন। পাত্রী বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া নিবাসী ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্রসেনের কন্যা।

২৮। পাত্র পাঁচদোনাগ্রামের যাদবলালসেনের প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রলাল সেন। পাত্রী কোমরপুরনিবাসী চন্দ্রকুমারসেনের কন্যা।

২৯। পাত্র যাদবলালসেনের দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন্দ্রচন্দ্রসেন। পাত্রী বড় কালিয়ানিবাসী শ্যামাচরণদাশের কন্যা।

৩০। পাত্র পাঁচদোনাগ্রামবাসী জগন্মোহনসেনের পুত্র শ্রীমান্ রেবতী মোহনসেন। পাত্রী উক্ত শ্যামাচরণদাশের অপরা কন্যা।

৩১। পাত্র উক্ত গ্রামের বৈকুণ্ঠচন্দ্রসেনের পুত্র বিনোদচন্দ্রসেন। পাত্রী বিক্রমপুর ইছাপুরাগ্রামের মহেশচন্দ্রদাশের কন্যা।

৩২। পাত্র আমদিয়াগ্রামবাসী ঢাকার জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কালী মোহন সেনের পুত্র হিমাংশুচন্দ্রসেন। পাত্রী যশোহরের ইতনাবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ মজুমদারের কন্যা।

৩৩। পাত্র বেজগাঁনিবাসী বিপিনচন্দ্রসেন। পাত্রী উক্ত কালীমোহন বাবুর একতমা কন্যা।

৩৪। পাত্র ভাটপাড়ার (মহেশ্বরদী) ৺মোহনচন্দ্র গুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র গুপ্ত, বি, এল,। পাত্রী কালিয়ার (রামনগর) প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম, এ, বি, এল, (গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, বরিশাল) মহাশয়ের কন্যা।

৩৫। পাত্র পাঁচদোনাগ্রামনিবাসী কামিনীকুমারসেনের পুত্র শ্রীমান্ রোহিণীকুমারসেন। পাত্রী বাণীবহগ্রামনিবাসী পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ড শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরসেনের কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী।

৩৬। পাত্র ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীমান্ তেজেশচন্দ্রসেন, বি, এ, স্কুল-সবইনেস্পক্টর। পাত্রী উক্ত বীরেশ্বরবাবুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী উষাপ্রভা দেবী।

৩৭। পাত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথসেন, বি, এ, নিবাস আঁঠক, জিলা বরিশাল। পাত্রী ত্রিপুরারর দারোড়াগ্রামবাসী ৺শরচ্চন্দ্রদাশগুপ্ত (পদ্মদাশ) ডিঃ মাঃ মহাশয়ের কন্যা।

আমরা উপরে যে সকল প্রমাণের অধ্যাহার করিলাম, তৎপাঠে জানা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বে সকল সমাজের সহিতই সকলের আদানপ্রদান চলিত,

এখনও প্রায় ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ রাঢ়ে সেরপুরে, সেরপুরে যশোহরে এবং মহেশ্বরদী ও যশোহর, বিক্রমপুরে আদানপ্রদান চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতিও আবার রাঢ়ে বঙ্গে, রাঢ়ে সেরপুরে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কল্যাণ ভিন্ন কখনই অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোওয়াখালির বৈদ্যগণ এখন আর পারত পক্ষে কায়স্থসংসর্গী হইয়া থাকেন না। ঐ সকল স্থানের সকল বৈদ্যই যে কায়স্থসংসর্গী তাহা নহে, এবং ঐ সকল কায়স্থও কেহ প্রকৃত কায়স্থ (ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি) নহে, উঁহারা কায়স্থোপাধিক বৈদ্য মাত্র। মহেশ্বরদী পরগণা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের সেরপুর ও কুষ্ঠিয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া জানা যাইতেছে। ময়মনসিংহের অন্যান্য স্থানের বৈদ্যেরাও শনৈঃ শনৈঃ বিশুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা আবহমানকাল অশূদ্রসম্পৃক্ত, তাঁহাদের সহিত আদানপ্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেরপুরে দত্তকগ্রহণ—১। সেরপুরের ৺রাজচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী বিজয়া দেবী চৌধুরাণী ফরিদপুরের বাণীবহ গ্রাম নিবাসী শিবচন্দ্রদাশের পুত্রকে "কৃষ্ণকুমার" নামে দত্তক গ্রহণ করেন।

২। সেরপুরের মণিকর্ণিকা চৌধুরাণী বর্দ্ধমানের কাশিয়ারানিবাসী হরি-নারায়ণসেনের পুত্র সুখলালসেনকে "কৃষ্ণকুমার" নাম দিয়া দত্তক গ্রহণ করেন।

৩। গোপালকৃষ্ণ গুপ্তপত্রনবিশের বিধবা পত্নী গোলোকমণি দেবী মেদিনীপুরনিবাসী লক্ষ্মণ গুপ্তের ঔরস পুত্র চিন্তামণি কৃষ্ণহরি পত্রনবিশ নামকরণে দত্তক গ্রহণ করেন।

৪। সেরপুরের প্রসিদ্ধ গোবিন্দকুমার চৌধুরী, কাঁচড়াপাড়ার বেণীমাধব মল্লিকের পুত্রকে জাহ্নবীচরণ নামকরণে দত্তক গ্রহণ করেন।

৫। উক্ত জাহ্নবীচরণের উপরতির পরে গোবিন্দকুমার চৌধুরী বিক্রমপুর ডোমসারের কামিনীভূষণসেনের পুত্রকে "গোপালদাস" নাম দিয়া দত্তক গ্রহণ করেন। গোপালদাস প্রকৃত চরিত্রবান্, কৃতবিদ্য ও বি-এ, উপাধিধারী।

৬। সেরপুরের ৺হরিচরণ লস্কর জমিদার, মুরশিদাবাদ বালুরচর নিবাসী বাপদাশ হরিনারায়ণ মজুমদারের পুত্রকে হরগোবিন্দ লস্কর নাম দিয়া দত্তক গ্রহণ করেন। হরগোবিন্দ বাবু, বাঙ্গলা ভাষার শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি।

কৌলীন্য প্রথা

বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে কুলীন শব্দের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে কেহ সদ্বংশপ্রভব ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই সমাজে তিনি কুলীন বলিয়া গৃহীত হইতেন। এইজন্য আমরা রামায়ণ, মহাভারত, নীতিগ্রন্থ ও মন্বাদি শাস্ত্রেও কুলীন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়া থাকি।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এই বচনটী কোন্ গ্রন্থের তাহা জানা যায় না, তবে ইহা যে বল্লালসেনের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। মহারাজ বল্লাল এই নবগুণবিশিষ্ট লোকদিগকেই কৌলীন্য প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে বল্লালসেন বৈদ্যজাতির কৌলীন্য দান করেন নাই। আমিও বারেন্দ্র কায়স্থদিগের কুলপঞ্জিকা ঢাকুরের নির্দ্দেশানুসারে বল্লালমোহমুদ্গরে সেইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে ঢাকুরের এ কথা সর্ব্বাংশে ঠিক নহে। ঢাকুর বলিতেছেন যে—

কলিতে বল্লালসেন রাজা মহাশয়।
পরাক্রমে মহাবল গৌড়ভূমে হয়॥
তাহার কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম না যায় বর্ণনা।
*　　　*　　　* ॥ (১)
তদন্তর বল্লাল মর্য্যাদা যায় হৈল।
ছোট বড় ভেদাভেদ কিছু না রহিল॥
কাহাকে কুলীন-পদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীন-পদ কাড়িয়া লইল॥

পুত্রান্তে কন্যান্তে কুল জন্মিতে লাগিল।
এই ত অধর্ম্ম বীজ সঞ্চার হইল॥
কেহ কেহ রাজ আজ্ঞা করিল গ্রহণ।
কেহ নবকৃত-পদ করিল নিন্দন॥
বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লালমর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥
উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥
বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিলা কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ববলে করে অনুচিত॥ ১ অ—২০ পৃষ্ঠা।

আমাদিগের মনে হয়, বল্লাল কায়স্থীভূত বৈদ্যদিগকে (যেমন বারেন্দ্র-কায়স্থের দাশ ও নন্দী) কৌলীন্য দান করেন নাই এবং দত্ত, কর, ধর প্রভৃতি যে সকল বৈদ্যসন্তান মহাবিদ্বান্ ছিলেন, তাঁহারা বল্লালের বিপক্ষতাচরণ করাতে তাঁহাদিগকেও কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন না, দত্তাদি যাঁহাদের কৌলীন্য ছিল, তাহাও কাড়িয়া লয়েন। এবং অনেক বৈদ্য বল্লালের মেলবন্ধনের কাঠিন্যদর্শনে উহাতে অনুমোদন না করাতে বল্লালের কোপে পড়িয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ অনন্ত দত্ত তাহার উদাহরণস্থল। ফলতঃ কায়স্থীভূত বৈদ্যেরা বল্লালের কৌলীন্য গ্রহণ না করায় তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণের পঞ্চ ভৃত্যের সন্তান অগুণসম্পন্ন শূদ্রগণকে (অবশ্য আর্য্যবংশীয় অতিদিষ্ট শূদ্র) কৌলীন্য দান করিয়া কায়স্থজাতিতে প্রবেশিত করিয়া দেন। কিন্তু বল্লাল বৈদ্যদিগের বিদ্যাগুণসম্পন্ন সেন, দাশ ও গুপ্তদিগকেও যে কৌলীন্য দান করিয়াছিলেন, তাহা কণ্ঠহারও বলিয়া গিয়াছেন, মহামতি চতুর্ভুজও বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেনমহীভুজা।
ব্যবাস্থাপি চ কৌলীন্যং দুহিসেনাদিবংশজে॥ কণ্ঠহার।

অর্থাৎ বৈদ্যকুলপ্রভব মহারাজ বল্লালসেন পূর্ব্বে ছহিসেনপ্রভৃতি সিদ্ধবংশীয় বৈদ্যগণকে কৌলীন্য দান করেন।

তেন হি ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মনা।
স্থাপিতা কুলমর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাম্॥
ছহিসেনপ্রভৃতীনাং পুরা হি কৃতনিশ্চয়া॥ চতুর্ভুজ।

অর্থাৎ মহারাজ বল্লাল বৈদ্যদিগের মধ্যে ধন্বন্তরিসেন, মৌদ্গল্যদাশ (পশু ও চায়ু) এবং কাশ্যপগোত্রপ্রভব গুপ্তদিগকে কৌলীন্যদানপূর্ব্বক পঞ্চকূটসমাজ হইতে রাঢ়ে আনয়ন করেন। ছহিগণ পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়ের ত্রিহট্টনগরে ছিলেন, তাঁহারা বল্লাল হইতে পূর্ব্বেই কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন। মহামতি জয়সেনও বলিয়া গিয়াছেন যে—

ভূপেন স্থাপিতাঃ পূর্ব্বং বল্লালেন মহাত্মনা।
বিপ্রাদীনান্তু বর্ণানাং সপ্তগ্রামে মহাকুলাঃ॥

পূর্ব্বকালে মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মহাকুলগণকে সপ্তগ্রামে স্থাপিত করেন। বল্লাল কেবল কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দান করিলে জয়সেন "বিপ্রাদীনাং বর্ণানাং" এতগুলি কথা লিখিতেন না। কণ্ঠহারও স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,

পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায় রাঢ়দেশ মুপাগতঃ॥ ৪৬ পৃঃ কণ্ঠহার।

অর্থাৎ মহারাজ শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল পিতার রাজত্ব পাইয়া সেনভূমিতেই থাকিয়া যান, আর দ্বিতীয় পুত্র বিমল বল্লালপ্রদত্ত কৌলীন্য লইয়া রাঢ়ে মালঞ্চনগরে আগমন করেন। বিমলের পুত্রের নামই বিনায়কসেন।

আসীৎ মহাত্মা ভুবি চায়ুদাশঃ বিখ্যাতকীর্ত্তি র্বিনয়ৈকবাসঃ।
বিদ্যানবদ্যো নৃপলব্ধমানঃ সদ্ধর্ম্মকর্ম্মা প্রথিতাবদানঃ।
রাঢ়াপ্রসিদ্ধো বিহরোঢ়মধ্যে তৈহট্টদেশঃ সুরসিন্ধুতীরে।
তমাশ্রিতো গোনগরং বিহায়, কৌলীন্যবিদ্যানয়সম্পদাঢ্যঃ॥

২৫৪ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

পূর্ব্বে চায়ুদাশ নামে অতি বিনয়ী কৃতবিদ্য, প্রখ্যাতকীর্ত্তি একজন বৈদ্যসন্তান সেনভূমির গোনগরনামক স্থানে ছিলেন। মহারাজ বল্লাল তাঁহাকে

কৌলীন্যদানপূর্ব্বক রাঢ়ের বিহরোঢ় (বাগড়ী) মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ ত্রিহট্টনগরে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তথাহি—

রাজাপ্তমানঃ প্রথিতাবদানঃ, সন্নীতিবিদ্যাকুলসম্পাদাঢ্যঃ।
মন্দারগুপ্তস্য বভূব পুত্রো বংহিষ্ঠকীর্ত্তির্ভুবি কায়ুগুপ্তঃ॥

৩৮৪ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

পরমেশ্বরগুপ্তস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহাযশাঃ।
শ্রেষ্ঠস্ত্রিপুরগুপ্তোঽয়ং বীজী সৎকর্ম্মধর্ম্মকৃৎ।
চৌড়ালাবিহিতস্থানো বিদ্যাকৌলীন্যসম্পদা॥

৪৮০ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা।

অর্থাৎ মন্দারগুপ্তের পুত্র কায়ুগুপ্ত ও পরমেশ্বরগুপ্তের (কণ্ঠহার মতে সূর্য্য গুপ্তের) পুত্র ত্রিপুরগুপ্ত, রাজা বল্লালদত্ত কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকূটহইতে রাঢ়ে আগমনপূর্ব্বক চৌড়ালাগ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। পরমেশ্বরগুপ্ত মন্দার গুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। কালক্রমে মন্দারগুপ্তের সন্তান কায়ুগুপ্তবংশীয়েরা বরাহ-নগরপ্রভৃতি স্থানে উঠিয়া যান।

একশ্চৌড়ালিকাগ্রামঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স তু ত্রিপুরগুপ্তস্য প্রজাভিঃ সমুপাশ্রিতঃ॥
বরাহনগরং পাণিনালা বারাশত স্তথা।
সমাজাঃ কায়ুগুপ্তানাং বংশ্যানাং ভিষজামমী॥
বাসুদেবস্য গুপ্তস্য সপ্ত পৌত্রা মহাকুলাঃ।
সর্ব্বে বরাহনগরমাশ্রিতা গাঙ্গরোধসি॥ ১৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অবশ্য গুপ্তেরা যে পঞ্চকূট হইতে আগমন করেন, এমন কোন কথা মূলে নাই এবং আগমন করিলেও যে উভয় দল চৌড়ালাগ্রামে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহার কোনও নির্দ্দেশও দেখা যায় না। কিন্তু "রাজাপ্তমান" ও 'চৌড়ালা-বিহিতস্থান' এই দুইটি বিশেষণহইতে আমরা ঐরূপ অর্থের বিনিগমনা করিয়া লইলাম। যাহা হউক সেন, দাশ, গুপ্তগণ যে বল্লাল হইতে কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবই। তবে যে ইদানীন্তনকালের লোকেরা বলিয়া ও লিখিয়া থাকেন যে বল্লাল "কায়েত বামুণের" কৌলীন্য দান করেন, তাহার তাৎপর্য্য ইহাই যে তদানীন্তনলোকেরা বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণশ্রেণীতেই

গণনা করিতেন, এখনও সত্যভীরু প্রাচীন প্রাচীনারা বৈদ্যদিগকে "বন্দিবামুণ" বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন ও অবগত আছেন। আর যে সকল ভৃত্যসন্তান কৌলীন্য লাভ করেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থকুলপঞ্জিকামতে তাঁহারা শূদ্র বলিয়াই বিবৃত। তাঁহারা চতুর্থ বর্ণ বিশুদ্ধ শূদ্র, কি বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণশূদ্র কিংবা সদ্‌গোপাদি ছিলেন, তাহা জানা যায় না।

আচ্ছা বৈদ্যের মধ্যে কি সকল সেন ও সকল দাশই কুলীন ছিলেন? না, তাহা নহে। ভরত ও কণ্ঠহারের বর্ণনানুসারে মনে হয়, পূর্ব্বে আটটি বংশ কুলীন ছিলেন, পরে শেষ অবস্থায়, ধন্বন্তরি বিনায়কসেন, চায়ু ও পন্থদাশ এবং কায়ু ও ত্রিপুরগুপ্ত এই কয়েকবংশের কৌলীন্য থাকিয়া যায়। যদাহ কণ্ঠহারঃ—

ছুহির্বিনায়কশ্চায়ুঃ পন্থস্ত্রিপুরকায়ুকাঃ।
শিয়ালোগয়িরিত্যষ্টৌ রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৪ পৃঃ

অর্থাৎ শক্তিগোত্রের ছুহিসেন, ধন্বন্তরি বিনায়কসেন, মৌদ্গল্যগোত্রীয় চায়ু ও পন্থদাশ, কাশ্যপগোত্রীয় কায়ু ও ত্রিপুরগুপ্ত, শক্তি শিয়ালসেন ও ধন্বন্তরিগোত্রীয় গয়িসেন, রাঢ়ে ও বঙ্গে এই আটজন বৈদ্য-সন্তান কুলীন ছিলেন। তথাহি—

ছুহিঃ শিয়ালঃ শক্তিঃ স্যাৎ কাশ্যপৌ ত্রিপুরকায়ুকৌ।
বিনায়কোগয়িশ্চাপি ধন্বন্তরিরুদাহৃতঃ।
চায়ুপন্থৌ চ মৌদ্গল্যৌ গোত্রমেষাং নিরূপিতম্॥ ৫ পৃঃ

তবে রাঢ়ের ছুহি, রাঢ় ও বঙ্গের শিয়াল, গয়ি ও ত্রিপুর এবং বহু স্থানের কায়ুগুপ্তেরও কৌলীন্য এখন দেখা যায় না কেন? কণ্ঠহার বলিলেন যে—

স্থানদোষাৎ রাজদোষাৎ তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে তে সাধ্যভাব মুপাগতাঃ।
তথা কষ্টত্বমাপন্নাস্তানত্র প্রবিচক্ষ্মহে॥
গুপ্তবংশে মহৎস্বল্পৌ উভৌ অপ্যধিকারিণৌ।
তথৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ॥
গয়িসেনোঽঙ্কসেনশ্চ ভসেনোমীনসেনকঃ।
স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
বল্লালস্যায়দোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ॥

শক্তিগোত্রোদ্ভবো দণ্ডপাণিঃ শক্তিধরাত্মজঃ।
পিতুঃ শাপবশাদেব সাধ্যভাব মুপাগতঃ॥
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভূতো বুদ্ধিসেনোঽতি শীলবান্।
স্থানত্যাগবশাদেব সাধ্যত্বে স ব্যবস্থিতঃ॥
উপরিঃ ফাফরিঃ পাহির্ভবভায়ুর্বিড়ালকাঃ।
অমৃতৌ দ্বৌ বৃহৎস্বল্পৌ অষ্টৌ দাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
স্থানভ্রষ্টাশ্চ্যুতাচারাঃ কষ্টসম্বন্ধদোষতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতাঃ সাধ্যভাব মুপাগতাঃ॥
শ্রীহট্টপূর্ব্বদেশাস্থাদেশাঃ সর্ব্বত্র নিন্দিতাঃ।
শ্রীহট্টদোষাৎ ফুল্লশ্রীর্ব্বাঠ্যধিঃ ফুল্লশ্রীদোষতঃ॥ ৪ পৃঃ

অর্থাৎ বহু বৈদ্যসন্তান স্থানদোষ, রাজা বল্লালের সংসর্গদোষ ও শ্রীহট্টাদি সম্বন্ধদোষ এবং দণ্ডপাণিপ্রভৃতি পিতৃশাপবশতঃ কৌলীন্যবিহীন হইয়া কেহ বা সাধ্যত্ব ও কেহ কেহ বা কষ্টসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। গুপ্তবংশে মহৎ ও স্বল্পধিকারী (ভীম ও মহাদেব গুপ্ত, ধন্বন্তরিগোত্রের গয়িসেন প্রভৃতি সপ্ত ভ্রাতা, শক্তিগোত্রের গয়ি, অঙ্ক, ভবসেন, মীনসেন ও স্বর্ণপীঠ মুণ্ডীরসেন বল্লালের অন্নভোজনদোষে কৌলীন্যভ্রষ্ট হয়েন। এবং ঐ সকল কারণেই আমরা এইক্ষণ গয়ি ও শিয়াল প্রভৃতির কৌলীন্য দেখিতে পাইয়া থাকি না। আচ্ছা রাঢ়েই বা হুহির কৌলীন্য নাই কেন, আর বঙ্গেই বা তিনি কেন মহাকুল বলিয়া গৃহীত? রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য মহামতি রামভদ্রগুপ্ত বলিতেছেন যে—

দ্বিতীয়ঃ সেনো যঃ কিল জগতি কাশী সুমহিমা
স তেহট্টগ্রামী ভবতি সুকৃতী মৌলিকবরঃ।
যথা সিদ্ধগ্রামী দ্বিজবরকুলে শ্রোত্রিয়বরঃ
কুলীনো বঙ্গেঽভূৎ সহজঠরজাতোঽপি কুশলী॥

তেহট্টগ্রামনিবাসী কাশীসেন অতীব মহিমান্বিত ব্যক্তি, তিনি মৌলিক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আশ্চর্য্য এইযে তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা কুশলিসেন বঙ্গ অর্থাৎ সেনহাটীসমাজের অন্তর্গত পয়োগ্রামে যাইয়া কুলীন বলিয়া গৃহীত হইলেন।

কেন এরূপ হইল? কি প্রকারে রাঢ়ের মৌলিক কুশলী বঙ্গে যাইয়া মহাকুল বলিয়া পূজিত হইলেন? যদি বল্লালই হুহির কৌলীন্যদাতা হয়েন,

তাঁহা হইলে হুহির জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশী কেন সে কৌলীন্যে বঞ্চিত হইলেন? না রাঢ়ের হুহি মৌলিক ছিলেন না, পরন্তু তিনিও মহাকুল ছিলেন। কিন্তু রণ্ড-দোষে তাঁহার কৌলীন্য বিনষ্ট হয়। যদুক্তং শ্রীমতা পদ্মদাশেন :—

গতং কুলং নিষ্কুলরণ্ডদোষাৎ
শ্রীশক্তিগোত্রস্য মহাকুলস্য।
বৈশ্বানরস্যাপি চ পিণ্ডদোষাৎ
বরেন্দ্রদোষাচ্চ তথাৎ পরেষাম্॥

শক্তিগোত্রীয় হুহিপ্রভৃতি অতীব মহাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি রণ্ডদোষে কৌলীন্যহইতে বিচ্যুত হয়েন। বৈশ্বানরগোত্রপ্রভব সেনগণও মহাকুলীন ছিলেন, সপিণ্ডকন্যার পাণিগ্রহণনিবন্ধন তাঁহারাও অকুলীন হইয়া যান। আর ধন্বন্তরি, কাশ্যপ ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় আর কতকগুলি কুলীনসন্তান রাজ-সাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও বগুড়াপ্রভৃতি বরেন্দ্রদেশে গমন করিয়া কৌলীন্য পরিশূন্য হইয়াছিলেন। রণ্ডদোষ কাহাকে কহে?—উক্তঞ্চ

বিনায়কস্য যৎ বাক্যং যৎ বাক্যং বাদলেঃ কবেঃ।
যদুক্তং বাণদাশেন পাত্রদামোদরেণ চ॥
বল্লালভূপতের্বাক্যং ভূপতের্লক্ষ্মণস্য চ।
যদুক্তং চায়ুদাশেন পদ্মেন কৃতিনা তথা॥
শক্তৌ মণ্ডীরসেনস্য মহাবংশস্য যদ্বচঃ।
সর্ব্বেষাং মতমাশ্রিত্য বক্ষ্যামি কুলপঞ্জিকাম্॥
দানদোষো মহাদোষ শ্চাদিদোষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিতীয়োদোষোগ্রহণং মতং বল্লালভূপতেঃ॥
গ্রহণং দোষোদ্বিতীয়স্তৃতীয়ো রণ্ডদোষকঃ।
চতুর্থঃ পিণ্ডদোষশ্চ তদ্যোগাৎ নিষ্কুলঃ স্মৃতঃ॥
গোত্রেণ সার্দ্ধং প্রবরৈকতা বা
সম্বন্ধতো বাপি ত্রিরক্তদোষাৎ।
নিষিদ্ধদানাৎ গ্রহণাতিদুষ্টাৎ
পিণ্ডাৎ জনা নিষ্কুলতাং ব্রজন্তি॥ ইতি জয়সেনঃ।

ন দত্তা কন্যকা যেন সৎকুলায় মহাত্মনে।
গৃহে ন বিদ্যতে যস্য বধূঃ সৎকুলসম্ভবা॥
রণ্ডভাবঃ কুলে তস্য স বৈ বজ্রাহতস্তরুঃ।
কৌলীন্যং তস্য নষ্টং স্যাৎ পদ্মলক্ষ্মীর্যথাহিমাৎ॥
ইত্যুক্তং রাজ্ঞা বল্লালসেনেন।
পিণ্ডত্যাগঃ কৃতঃ পৈত্র্যো দোষতো যস্য দুর্ম্মতেঃ।
কুলং ন বিদ্যতে তস্য পিণ্ডদোষ ইতি স্মৃতঃ॥
ইত্যুক্তং রামদাশেন।

অর্থাৎ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করা ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ না করিয়া অকুলীনে কার্য্য করার নাম রণ্ডদোষ। মহাকুল দুহির কৌলীন্য সেই রণ্ড-দোষেই বিলুপ্ত হয়। ঐরূপ সপিণ্ডাবিবাহের কৌলীন্য বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তবে রাঢ়ের কুশলী কি প্রকারে বঙ্গে যাইয়া কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন? তিনি কি বঙ্গে গমন করেন? কণ্ঠহার বলিতেছেন যে—

শক্তিগোত্রোদ্ভবঃ শ্রীমান্ অভূৎ শক্তিধরঃ কৃতী।
পুণ্ডরীকো দণ্ডপাণি রজায়েতাং সুতৌ ততঃ॥
দণ্ডপাণিঃ পিতুঃ শাপাৎ সাধ্যভাব মুপাগতঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষসেনস্য দুহিসেনঃ সুতোঽভবৎ।
ধরস্য ত্রিপুরাখ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
কাশী চ কুশলী চৈব তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ।
রাঢ়ায়াং ভূষিতঃ কাশী কুশলী বঙ্গ মীয়িবান্॥ ৬ পৃঃ

শক্তিগোত্রপ্রভব শক্তিধরসেনের পুত্র পুণ্ডরীক ও দণ্ডপাণি। পুণ্ডরীক সেনের পুত্র দুহি, দুহির পুত্র কাশী ও কুশলী। কাশী রাঢ়েই থাকিয়া যান, কুশলী বঙ্গে আগমন করেন। কেন?

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের আহ্বানমতে রাঢ় হইতে চায়ুদাশের জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র পুরন্দর ও দিবাকরদাশ এবং ধন্বন্তরিগোত্রের হিঙ্গুসেন বঙ্গের শুভবাটী ও চন্দনীমহলে আগমন করেন। তথায় তাঁহাদিগের মধ্যে আদানপ্রদান হইল, কিন্তু আর একটি কুলীন বৈদ্য না হইলে সে দেশে তাঁহাদিগের আর ক্রিয়া চলে না। কাজেই তাঁহারা আপন আপন কুল হইতে অর্দ্ধ অর্দ্ধ

অংশ দান দ্বারা কুলহীন কুশলীকে কুলীন বানাইয়া পয়োগ্রামে লইয়া যান। তদবধি কুশলীর সন্তান গণ, হিঙ্গু ও মাধব মহাকুল বলিয়া গণ্য হয়েন।

ইহার কোন প্রমাণ আছে? ইহা প্রত্যেক বঙ্গীয় কুলীনসন্তানই বংশ-পরম্পরা ক্রমে অবগত রহিয়াছেন। প্রত্যেক বিবাহসভাতেও এ কথা লইয়া নানা বিতণ্ডা হইয়া থাকে। কেন না যে প্রকার কায়স্থ কুলীন ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রগণ এইক্ষণ ধনধান্যবান্ ও পদস্থ হইয়া ভৃত্যসন্তানত্ব ও বৈদ্যকৃত উপকারের অপলাপ করিয়া বেড়াইতেছেন, তদ্রূপ লব্ধপদ কৌশলিনগণও চায়ু দাশ ও ধন্বন্তরির সে উপকারের অপহ্নব করিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্যই সভাস্থলে বিতণ্ডা হইতে থাকে। কিন্তু ঘটকবিশারদ রামকান্তদাশ আপনার ডাকের গ্রন্থে উহার সমুল্লেখ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই।

দুই কুলে দিল ভাগ, তাহে দুহির কুল।
আধায় আধায় তেহাই ভাগ কুশলীর মূল॥
কুলশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাঙ্গদ সেনহাটী বসতি।
শিবানন্দ মঙ্গলানন্দ মহোজ্জ্বল কৃতী॥
হিঙ্গুবংশে প্রভাকর পয়োগ্রামে ঘর।
হীনপ্রভ গণসেন তেনাইতে ঘর॥
পাঁচথুপীতে মাধব নিরন্বয় কুলে রয়।
অবশেষে রাজদোষে দোষী হয়॥

এই দুই কুলের এক কুল মৌদ্গল্যগোত্রীয় চায়ুর পৌত্র ভবাটীতে গত নরসিংহ ও দ্বিতীয়কুল চন্দনীমহলগত ধন্বন্তরি হিঙ্গুসেন। কায়বংশ রামকান্ত বলিতেছেন যে—অরবিন্দ, জয় ও বিষ্ণুর পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ও বিকর্ত্তনাদির পিতা হিঙ্গু আপন আপন অর্দ্ধেক কৌলীন্য দান করিলেন, কিন্তু তাহাতে কুশলীর কৌলীন্য পূর্ণ হইল না, হইল একের-তিন।

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে কৌলীন্যের অনুপাতে অরবিন্দ ও বিষ্ণু এক এক ও বিকর্ত্তন এক হইলে শক্তি, হিঙ্গুগণ সেস্থলে একের-তিন বলিয়া গণ্য হইতেন। অর্থাৎ কৌলীন্যের গ্রহীতা তাঁহারা দাতা অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিলেন। কিন্তু বঙ্গজসমাজে হিঙ্গুগণ ব্যবহারতঃ উঁহাদের সমান মর্য্যাদাই লাভ করিয়াছেন ও করিয়া আসিতেছেন। বলিবে ইহা ত দাশবংশের কথা? না

হিঙ্গু উমাপতির সন্তান মহাকবি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্রসেন কবিরঞ্জন মহাশয়ও তাঁহার গ্রন্থে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহর্ষচায়ু সুকৃতী অভূতাং,
কুলাবনৌ সূর্য্যসুধাংশুরূপৌ ॥
তৎপুণ্ডরীকস্য চ তৌ সথায়ৌ,
বভূব তস্মাদপি গর্ব্বিতোঽসৌ ॥
ত্রিপুরধরকুমারীং পুণ্ডরীকো ব্যবাহ,
স্ম ভবতি হতমান স্তেন দৈবপ্রভাবৈঃ।
তদনু তদুভয়োশ্চ প্রাপ্য সোঽপ্যর্দ্ধভাগং,
স্বকুলকুল আধিক্যাৎ গর্ব্বমাপ্তোঽগ্রগণ্যঃ ॥
২৮ পৃঃ অম্বষ্ঠকুলদীপিকা।

পুণ্ডরীকক্রিয়াদোষৈ
র্হিভূর্ত্বাপি দূষিতঃ।
চায়োর্বিনায়কস্যার্দ্ধং,
কুলং লব্ধ্বা খিলার্চিতঃ ॥
৬ পৃঃ—সপ্রমাণপ্রতিবাদবাক্যাবলী।

অর্থাৎ শ্রীহর্ষসন্তান ধন্বন্তরি হিঙ্গুসেন ও চায়ুদাশের পৌত্র নয়সিংহদাশ পুণ্ডরীক অর্থাৎ তৎপৌত্র কুশলীকে আপন আপন কৌলীন্যের অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশ বন্ধুতাপ্রযুক্ত দান করেন। তাহাতে কুশলীর সন্তানেরা আরও গর্ব্বিত হয়েন। আমি বৃদ্ধদিগের নিকট পত্র লিখিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

কল্যাণবরেষু—

আমি এইক্ষণে চক্ষে ভাল দেখি না। তোমার দুই পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দিতেছি।

৪। অরবিন্দের পূর্ব্বপুরুষ (পিতামহ) নারায়ণ উচলিকন্যা বিবাহ করিয়া প্রথম সেনহাটীতে আগমন করেন। পুরন্দর ও দিবাকর দাশ পূর্ব্বে একবার

শুভবাটী, যাহাকে এখন শুভলাড়া বলে তথায় আসেন। তথা হইতে পুনঃ রাঢ়ে যান। নারায়ণের বিবাহ হইতে সেনহাটীতে বাস করেন।

৭। শক্তিদের কুল দোষযুক্ত ছিল। আমরা ধন্বন্তরি ও তোমরা (অরবিন্দ) তাঁহাদিগকে আমাদের তুল্য মর্য্যাদা দেই।

৮। সমাজে কে বড়, কে ছোট, এ কথা অপরের নিকট জানিবে। এখন এ দেশে আমরা ও অরবিন্দ বড় এবং প্রভাকর, এই তুল্যভাবে চলিতেছে। ইতি ১৬ই পৌষ, ১৩১১ শাল। আশীর্ব্বাদক—শ্রীশ্যামলাল সেনগুপ্ত।

সুতরাং অতঃপরও আমাদিগের উক্তিতে কাহারও সন্দেহ করা উচিত কি না তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। তবে দুহি যে একদিন প্রধান কুলীন ছিলেন তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত স্বীকৃত সত্য। ধন্বন্তরি চতুর্ভুজসেনও বলিয়া গিয়াছেন যে—

শক্তিগোত্রেঽভবৎসেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ।

শক্তিগোত্রপ্রভব শক্তিধর ঋষি, অমৃতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠকন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। তদ্‌গর্ভে রাজ ও সেন নামে দুই পুত্র হয়। তন্মধ্যে সেন কুলীনদিগের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেন। পরে রণ্ডদোষে তাঁহার বংশীয় পুণ্ডরীকাদি কৌলীন্য বিহীন হয়েন। কিন্তু আমরা ইহাও নিতান্ত অবিচার বলিয়া মনে করি। কেন না—এ রণ্ডদোষ কার না ছিল? যে বিকর্ত্তন-কন্দর্পাদি কৌলীন্যগর্ব্বে স্ফীতবক্ষাঃ তাঁহারা অতি নিকৃষ্টবৈদ্য নাগ-দৌহিত্র।

অন্যপক্ষে চ বহবঃ পুত্রা দেবসুতাত্মজাঃ॥ ৪৮ পৃঃ—কণ্ঠহার।

ধন্বন্তরি হিঙ্গুর জ্যেষ্ঠপুত্র উচলি বাপীধরের কন্যা বিবাহ করেন, উচলির-বংশীয় যদুনাথ দেববৈদ্যের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বহু পুত্র হয়।

শ্রীহট্টবাসিনে দেবানন্দাদীত্যায় তাং দদৌ। ৫৯ পৃঃ—কণ্ঠহার।

ধন্বন্তরি রামসেনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বলভদ্রসেন আপনার কন্যাকে শ্রীহট্টের দেবানন্দ আদিত্যের নিকট বিবাহ দেন। লক্ষ্মণকন্দর্পপ্রভৃতিও ঐরূপ দোষসন্দুষ্ট।

শ্রীহট্টবাসিনো দেবানন্দাদিত্যস্ত কন্যকাং।
পুরিণীয় বাসুদেবো দেশান্তর মুপেয়িবান্॥ ৭৪ পৃঃ।

শক্রুঘ্নবংশী বাসুদেবসেন শ্রীহট্টের দেবানন্দ আদিত্যের কন্যা বিবাহ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যান। বিকর্ত্তনবংশের কুণ্ডসংস্রব সর্ব্বজনবিদিত। রোষের মহাকুল কুমারসেন—দত্তদৌহিত্র। ভরত নিজেই বলিতেছেন যে—

পিতা দত্তস্য দৌহিত্রো দত্তা দত্তায় কনৈকা।
ভ্রাতা দত্তস্য জামাতা তৎকুমারঃ কথং মহান্॥
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো যৎ কুমারস্য দৃশ্যতে।
ন কোপি সদৃশঃ সেনে কুলেন পৌরুষেণ চ॥ ১৯ পৃঃ। চন্দ্রপ্রভা

যে হরিহর খাঁ ও কৃষ্ণ খাঁ কুলীনগণ কুলাভিমানে অতি গর্ব্বিত, তাঁহারাই এহেন রণ্ডদোষকলুষিত। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপই পক্ষপাত ছিল যে, যে রণ্ড-দোষে রাঢ়ে হুহি ও বঙ্গে জয়দাশের কৌলীন্য গেল, অন্যেরা সেই মহাদোষ সমাঘ্রাত হইয়াও কুলীন রহিয়া গেলেন। সুতরাং অরবিন্দ ও বিকর্ত্তন হুহিকে পুনরায় কৌলীন্য দান করিয়া অতীব সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক হুহি রাঢ়ে কুলভ্রষ্ট হইলেও কুলীনগণ তাঁহাদিগকে গৌরবের চক্ষেই দেখিতেন। চায়ু, বিনায়ক ও কায়ু গুপ্তের হুহির সহিত ক্রিয়া হইলে তাহা "স্বকুলোচিতং' বলিয়াই স্বীকৃত হইত। এমন কি শ্রীখণ্ডের কুমারসেন আপনার সহোদরাকে পয়োগ্রামের হিঙ্গু উমাপতির নিকট বিবাহ দিয়াও শ্লাঘাজনক কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

তে দত্তে (কুমারসেনকন্যে) নিজশৌটীর্য্যভরেণ স্বকুলোচিতং।
একোমাপতিসেনায় হুহিসেনস্য সন্ততৌ॥ ২৩ পৃঃ—চন্দ্রপ্রভা
চতস্রঃ কন্যকা তস্য (কাকুৎস্থসেনস্য) জাতা দত্তাঃ কুলোচিতং।
পরা মাধবসেনায় হুহিসেনস্য সন্ততৌ॥ ২৩ পৃঃ—ঐ

এখানে আরও একটী কথা সমালোচ্য। যেমন রাঢ়ে হুহির কুল নাই, তদ্রূপ বঙ্গে ও রাঢ়ের মহাকুল রোষগণ কৌলীন্যবিহীন!! কেন বঙ্গে রোষের কুল গেল? তাঁহার অপরাধ তিনি আপন পিতা ধন্বন্তরিসেনের নাগকন্যা-পরিণয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহাতে ধন্বন্তরি অভিসম্পাত করিলে রাঢ়, বঙ্গ উভয় স্থানের রোষের কৌলীন্যই বিলুপ্ত হয়। কৌলীন্যবিলোপের সময়ে রোষ রাঢ়েই ছিলেন। চতুর্ভুজ বলিতেছেন—

রামোরোষো বহুগুণযুতঃ সিদ্ধবংশাবতংসঃ

লোকে মান্যো গিরিশসদৃশঃ শাস্ত্রবেত্তাতিধন্যঃ।
এতৌ পূর্ব্বং সুকৃতিকুশলৌ তাতশাপাৎ প্রণষ্টৌ
সাধ্যো সংস্থৌ নিখিলবিদুষা কল্পিতৌ পূর্ব্বকালে॥

রবিসেন মহামণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ও ধন্বন্তরির জ্যেষ্ঠপুত্র রোষ, শ্রেষ্ঠ কুলীন ও অতীব শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই পিতৃশাপে কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়া সাধ্যভাব ধারণ করেন। তবে রাঢ়ের রোষ রাঢ়ে মহা-কুলীন বলিয়া কেন গণ্য হইতেছেন? চতুর্ভুজ বলিতেছেন—

এতেষাং বংশজাঃ পূর্ব্বং রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধবংশপ্রভাবেণ ধনবত্তাদিযোগতঃ।
কুলীনেন চ সম্বন্ধাৎ রাঢ়ে তেষাং প্রধানতা॥

এই রোষবংশীয়গণ রাঢ় ও বঙ্গ উভয় স্থানেই বাস করিতেছিলেন। কিন্তু রাঢ়ের রোষগণ ধনবত্তা ও কুলীনগণ সহ নিয়ত সম্বন্ধ করার জন্য পুনরায় প্রাধান্য বা লুপ্ত কৌলীন্য লাভ করেন। উঁহারা সিদ্ধবংশ বলিয়া চায়ুদাশবংশ সে দোষের ক্ষমা করিয়া লয়েন। তাই দুর্জ্জয়দাশ গর্ব্বভরে বলিয়া গিয়াছেন যে—

প্রধানং সর্ব্ববৈদ্যানাং দেবানাং বাসবো যথা।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণ ইব ঋষীণামিব নারদঃ॥
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ অয়োপি যাতি রুক্মতাং।
তথা চায়ুকুলস্পর্শাৎ অকুলীনঃ কুলীনতাম্॥

যে প্রকার দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ সমগ্র বৈদ্যকুলীনদিগের মধ্যে চায়ুদাশবংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে প্রকার স্পর্শমণিসংস্পর্শে লোহাও সোণা হইয়া যায়, তদ্রূপ চায়ুকুলস্পর্শে অকুলীনও কৌলীন্য লাভ করিয়া থাকেন।

এখানে রোষই অকুলীনশব্দে বিশেষিত। দুর্জ্জয়প্রভৃতি রোষকে আদান-প্রদান দ্বারা পুনরায় বাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার লুপ্তধন আবার ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু অত বড় বড় পণ্ডিত ভরত মল্লিক আপন বংশকে পিতৃশাপ হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য বাপকে ভাই বানাইতেও কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন না। এ কথার সমর্থনজন্য আমরা নিম্নে কণ্ঠহার ও চন্দ্র-প্রভার কতিপয় শ্লোকের অধ্যাহার করিব।

কণ্ঠহার

সেনভূমৌ অভূৎ রাজা
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষগুপ্ত-তনয়ঃ,
কমলো বিমলস্তথা ॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ
কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্রমুপাদায়,
রাঢ়দেশমুপাগতঃ॥
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা
বিমলস্য সুতোঽভবৎ।
বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ
ধন্বন্তরিশুকাবুভৌ ॥
ধন্বন্তরেশ্চ ষট্ পুত্রাঃ
বভূবুঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
কাম আভঃ কার্পটিকো
রোষো গুপ্তদুহিতৃজাঃ।
গাণ্ডেয়ী শাণ্ডুসেনশ্চ
নাগজায়াং বভূবতুঃ॥
৪৬—৪৭ পৃঃ।

চন্দ্রপ্রভা

বিনায়কস্য সেনস্য
জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রোষসেনস্তদীয়াদ্যঃ,
ধন্বন্তরিরথাপরঃ॥
পরঃ কাপড়িসেনোঽমী
ত্রয় এব মহাকুলাঃ।
ত্রিস্রোধারা ইবোদ্ভূতাঃ,
ভগীরথসমুদ্ভবাঃ॥ ২২ পৃঃ
বিনায়কস্য পুত্রো যো
ধন্বন্তরির্দ্বিতীয়কঃ।
ধন্বন্তরেঃ সুতাঃ পঞ্চ
বনিতাদ্বিতয়েঽভবন্।
আদ্যোগাণ্ডয়িসেনোঽভূৎ
খ্যাতকীর্ত্তিঃ পিতুঃ প্রিয়ঃ॥
শোভাকরস্য নাগস্য
দৌহিত্রো দৈবদোষতঃ।
অয়ং কনিষ্ঠপুত্রোপি
জ্যেষ্ঠভাবং গতোগুণৈঃ॥
অন্যপক্ষে চতুঃ পুত্রাঃ
শুকসেনস্তদগ্রজঃ।
আভসেনঃ সুগ্রীসেনঃ
কাণ্ডুসেন সুতঃ ক্রমাৎ॥ ৭৬পৃ

এপ্রভেদ ঘটিল কেন? রোষকে পিতা ধন্বন্তরির শাপ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যই ভরত বড় পুত্র রোষকে পিতা ধন্বন্তরির বড় ভাই বানাইয়া দিলেন। সুতরাং ছোট ভাই ধন্বন্তরির কোন শাপ ব্যাঙ বড় ভাই রোষে লাগিতে পারিল না!! কিন্তু বঙ্গজসমাজের পঞ্জীপ্রণেতৃগণ সকলেই জানিতেন যে

রোষের বাপই ধন্বন্তরি ও খুড়া শুকসেন। এবং পিতা ধন্বন্তরির শাপেই যে রোষের কুল যায়, তাহা চতুর্ভুজও স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

রামো রোষো বহুগুণযুত স্তাতশাপাৎ প্রণষ্টৌ।

রাম ও রোষ বহুগুণের আধার, কিন্তু উঁহারা উভয়েই পিতৃশাপে কুলভ্রষ্ট হয়েন। কণ্ঠহারও বলিতেছেন যে—

কামাভকার্পটিরোষা দৈবাৎ গ্লানিমুপাগতাঃ। ৪৭ পৃঃ

ধন্বন্তরির পুত্র কাম, আভ, কার্পটী ও রোষ দৈববশতঃ গ্লানি প্রাপ্ত হয়েন। সেই গ্লানিই পিতৃশাপে ভ্রষ্টকৌলীনত্ব। তবে দোষী পিতার এইরূপ শাপতাপ কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, রাঢ়ের নিরপরাধ রোষগণ যে পিতৃ-শাপ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ কৌলীন্য পুনরায় লাভ করিয়াছেন, ইহা অতীব সঙ্গতই হইয়াছে। ঐরূপ ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা রামসেন ও জয়দাশের কৌলীন্যও পুনরায় ফিরাইয়া দিতে জেদ ও অনুরোধ করি।

চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডো হরিমাতুর্গলে ব্যথা।

চালে কুমড়া হইল, গলায় ব্যথা ধরিল, গৃহমধ্যস্থিত হরির মাতার। বাপ করিলেন, অন্যায়, কুল গেল রোষের। ভাই লক্ষ্মণ করিলেন দত্তকন্যাবিবাহ কুল গেল নিষ্ঠাবান্ নির্দ্দোষ রামসেনের। আর ধন্বন্তরি ও জয়দাশ উভয়েই মহাকুল ও উভয়েই নাগদোষসন্দুষ্ট, অথচ কৌলীন্য হারাইলেন একলা জয়দাশ! লক্ষ্মণ দত্তকন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন, রাম পাকস্পর্শে আহার করিলেন না, রবিসেন মহামণ্ডল শাপ দিলেন, তুই কুলের বড়াই করিস্? তোর কুল গেল। যদাহ কণ্ঠহার :—কামো রামকাস্তঘটকশ্চ—

হিঙ্গুসেনস্য দৌহিত্রো রামোঽতিকুলনৈষ্ঠিকঃ।
পিতুঃ ক্রোধবশাদেব কুলগ্লানিমবাপ চ॥ ৫৯ পৃঃ

হিঙ্গুর দৌহিত্র রাম, কুলে নিষ্ঠাবান্।
পিতৃদোষে কুলগ্লানি বিধির বিধান॥
পিতৃক্রোধে কুলগ্লানি রামের বনবাস।
ঘোড়াঘাটে যেয়ে নিম করেন কুল নাশ॥

রাম অতি কুলনিষ্ঠ, তিনি মহাকুল শক্তি, হিঙ্গুসেনের দৌহিত্র ও রাঢ়ের মহাকুল দুর্জ্জয়দাশের সাক্ষাৎ ভগিনীপতি, তথাপি তিনি পিতা রবিসেন

মহামণ্ডলের শাপে কৌলীন্যভ্রষ্ট হয়েন। কিন্তু তথাপি দুর্জ্জয় তাঁহাকে ভগিনী দান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না।

সেনহাটীসমুদ্ভূতরামসেনায় পূর্ব্বিকা। ২৫৫
জজ্ঞিরে রামসেনস্য তনয়াঃ ষট্ চ পণ্ডিতাঃ।
তে বিশ্বম্ভরদাশস্য চায়ুবংশস্য সুনুজাঃ॥ ১০৬ চন্দ্রপ্রভা

দুর্জ্জয়দাশের পিতা বিশ্বম্ভরদাশ আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সেনহাটীর রাম সেনের নিকট বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে রামসেনের মহাপণ্ডিত ছয় পুত্র জন্মে। দুর্জ্জয় নিজেও বলিতেছেন—

সেনহট্টসমাজত্বাৎ রামসেনে কুলং কথং।
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো রামসেনে কুলং ধ্রুবম্॥
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ অয়োঽপি যাতি রুক্মতাং।
তথা চায়ুকুলস্পর্শাৎ অকুলীনঃ কুলীনতাং॥
রামে নবগুণাধারে ভ্রাতরো লক্ষ্মণাদয়ঃ।
শশিনি মেঘনির্ম্মুক্তে শোভন্তে তারকা যথা॥

ভরতের পূর্ব্বপুরুষ রোষসেন সেনহাটীর চায়ুদাশ অরবিন্দবংশে বিবাহ করেন, তাহাতে নারায়ণসেন-প্রভৃতির জন্ম হয়। সেই নারায়ণই হরিহরখাঁ ও কৃষ্ণখাঁর বীজী। তৎপর মূর্ত্তদন্ত দুর্জ্জয়দাশ আপনার সহোদরাকে সেন-হাটীর ধন্বন্তরি রামসেনের নিকট বিবাহ দেন, সকলে ইহাদ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন যে তৎকালে সেনহাটীর কত গৌরব ছিল ও উহা রাঢ়ের একটি সমাজ বলিয়াও পরিগণিত ছিল কি না। তবে দুর্জ্জয় কেন রামকে অকুলীন বলিতেছিলেন?

কালক্রমে সেনহট্টভবা নিষ্কুলতাং গতাঃ।
যথা তথা ধলণ্ডীয়-নরট্টীয়ৌ চ নিষ্কুলৌ।
ইত্যাহু রাঢ়দেশস্থা ভিষজঃ কুলশালিনঃ॥ ৩ পৃঃ রত্নপ্রভা

ভরত বলিতেছেন যে—রাঢ়দেশীয় কুলীনেরা এখন এই কথা বলেন যে, সেনহাটীর বৈদ্যদের আর কৌলীন্য নাই। ধলহণ্ড ও নরহট্টবাসীদের কৌলীন্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। সত্যদাশ নরহট্ট ও ধলহণ্ডীয়দের কৌলীন্য থাকা নির্দ্দেশ করিলে জগদীশ বলিয়াছিলেন যে—

ইতি সঞ্জয়দাশেন যদুক্তং তৎ অসম্মতং।
ধলণ্ডীয়নরট্টীয়ৌ নাধুনা কুলবিশ্রুতৌ॥
তয়োঃ নিবাসসম্বন্ধা রাঢ়ে প্রায়ো ন সন্তি হি।
অমূলকৈ রবিজ্ঞাতৈঃ সম্বন্ধা বহবোঽপি চ॥ ঐ

অর্থাৎ ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়দিগের আর কৌলীন্য নাই, তাঁহারা রাঢ়ে বাস করেন না কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি রাঢ় নহে, (উহা গঙ্গার পূর্ব্ব তীর বা গঙ্গার গর্ভ) সম্বন্ধও যার তার সহিত যেখানে সেখানে করিয়া থাকেন।

ইতি পূর্ব্বে সেনহাটীভবেঽপি কুল ঈরিতঃ।
কিন্তিদানীং অবিজ্ঞাতঃ স্থাননাম্না বিনিন্দিতঃ। ১৩পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

পূর্ব্ববর্ত্তী রাঢ়ীয় কুলীনেরা সেনহাটীর বৈদ্যদিগকেও কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু এইক্ষণ উঁহারা প্রায় অপরিচিত হইয়া পড়ায় কেবল সেনহাটী নামে পরিচিত হয়েন মাত্র। সেনহাটী নাম এখন নিন্দার কারণ হইয়াছে।

ফলতঃ এই সকল উক্তি কেবল বৃথাগর্ব্বমূলক। এখনও রাঢ়ে ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়গণ মধ্যম কুল বলিয়া পূজিত হইতেছেন, সেনহাটীর বৈদ্যদিগেরও কৌলীন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল না ও হয় নাই। তবে সেনহাটীবাসীরা ঢাকা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ক্রিয়া করিয়াছিলেন, সে দোষ ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়দিগেরও ছিল, শ্রীখণ্ড, সাতসৈকা ও সপ্তগ্রামসমাজের মহা কুলীনদিগেরও ছিল, তাহা চন্দ্রপ্রভা পাঠ করিলেই জানা যায়। রাঢ়ের প্রত্যেক মহাকুলই ফরিদপুর ও সংগ্রামসাহের সহিত আদানপ্রদান করিয়াছিলেন, ঢাকা, বিক্রমপুর ও শ্রীহট্টও বাদ যায় নাই। যাহা হউক দুর্জ্জয় রামসেনকে জোর করিয়াই অকুলীন বলিয়াছিলেন মাত্র। ভরতই বলিতেছেন যে—

প্রাঞ্চস্তু সপ্তকুলস্থানানি আহুঃ—প্রাচীনেরা কুলীনবৈদ্যের স্থান সাতটি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

মালঞ্চীয়ধলহণ্ডীয়ৌ তথা মঙ্গলকোঠকঃ।
সেনহাটীসমুদ্ভূতঃ থানজাতো নরট্টকঃ।
পরো বেতড়সম্ভূতঃ সপ্ত ধাম্বন্তরা অমী॥ ৩ পৃঃ রত্নপ্রভা

সুতরাং মালঞ্চ, ধলহণ্ড, মঙ্গলকোট, সেনহাটী, থানা, নরহট্ট ও বেতড়, এই সাতটি স্থানই ধন্বন্তরি সেনবংশের কুলীনস্থান। আমরা যাহা যাহা

বলিলাম, তাহা পাঠেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি প্রকারে রাঢ়ের রোষ ও বঙ্গের চুহি পুনরায় কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গের রোষ, রাম ও জয় এবং রাঢ়ের চুহিরও পুনরায় কুল পাওয়া উচিত।

আচ্ছা বঙ্গজসমাজে ত এখন আর গুপ্তে ও পদ্মে কুল দেখা যায় না? এবং রাঢ়ীয়সমাজেও ত পদ্ম, গুপ্ত, বাণ ও গণপতিদাশের কুল গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এ বিষয়ে প্রমাণও দিয়া থাকেন।

হাঁ। স্থানত্যাগ ও রঙদোষাদিবশতঃ বঙ্গজসমাজে ত্রিপুর ও কায়ুগুপ্ত উভয়েরই কৌলীন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পদ্মদাশেরও কৌলীন্য বঙ্গজসমাজে নাই, কেবল পদ্মসন্তান নয়দাশদিগেরই কৌলীন্য দেখা যায়, উঁহারাও স্বল্পকুল বা অনুজ্জ্বল বলিয়া স্বীকৃত। রাঢ়ীয় সমাজেও পদ্ম ছোট কুল ভিন্ন বড় কুলীন ছিলেন না। রাঢ়ের ত্রিপুরগুপ্তের কুলও বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল কায়ুগুপ্ত সন্তানেরা কেহ কেহ অদ্যাপি মহাকুল বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছেন, কিন্তু বাণ ও গণপতির কৌলীন্যলোপের কথা সম্পূর্ণই অলীক।

সেনে কুলীনো হি বিনায়কাখ্যো
দাশে কুলীনা বিহ চায়ুপদ্মৌ।
গুপ্তেষু কায়ুত্রিপুরৌ কুলীনৌ,
পরে মতা যে কিল মৌলিকাস্তে॥ ঋষিসূত্র।

আট সেনের মধ্যে বিনায়কসেন, ছয় দাশের মধ্যে চায়ু ও পদ্ম এবং গুপ্তদিগের মধ্যে কায়ু ও ত্রিপুর গুপ্ত কুলীন, আর সব মৌলিক। তথাহি—

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ প্রকৃষ্টা এব কীর্ত্তিতাঃ।
বিনায়ক স্তত্র সেনে দাশে চ চায়ুপদ্মকৌ।
গুপ্তে চ কায়ুত্রিপুরৌ কুলীনৌ মৌলিকাঃ পরে॥ ১৮ পৃঃ
ইতি পঞ্জিকান্তরং—চন্দ্রপ্রভায়াম্।

ইহাদ্বারা পদ্ম ও ত্রিপুরগুপ্তেরও যে কৌলীন্য ছিল, তাহা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ভরত স্থলান্তরেই বলিতেছেন যে—

বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনঃ।
দাশেষু চায়ুঃ কুলবান্ প্রসিদ্ধঃ।

পশ্চোপি দাশেষু কুলীন উক্তঃ,
গুপ্তেষু কায়ুত্রিপুরৌ কুলীনৌ ॥
পরে চ সেনা অপরে চ দাশাঃ,
গুপ্তাঃ পরে যে কিল মৌলিকাস্তে।
বিনায়কাদে রপি বংশজাতাঃ
স্ববংশযোগ্যক্রিয়য়া বিহীনাঃ।
ভবন্তি যে যে কিল মৌলিকত্বং
তে পি ব্রজন্তীতি বদন্তি বৈদ্যাঃ ॥
বিনায়কাদিসন্তানে কুলীনা মৌলিকা অপি।
প্রকৃষ্টা অপ্রকৃষ্টাশ্চ উভয়ে সন্তি সাম্প্রতম্ ॥
গুপ্তত্রিপুরনামা যো নাধুনা তৎকুলে কুলং।
দত্তাস্তা অপরে যে তে কথিতা হীনমৌলিকাঃ॥ ১৮ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

সুতরাং বেশ জানা গেল যে ভরতের সময়ে দুহির কুল ছিল না। বিনায়ক বংশেরও অনেকে রওদোষে কৌলীন্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরগুপ্তদিগের কৌলীন্যও বিলুপ্ত হইয়াছিল। কেবল মহাকুল কায়ুগুপ্ত অক্ষতদেহে বিরাজ করিতেছিলেন। ভরতের পর রঘুনাথমল্লিক, জয়সেন ও রামভদ্রগুপ্ত পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহারাও কায়ুগুপ্তের মহাকুলত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া গিয়াছেন। যদাহ রামভদ্রগুপ্ত :—

দুই মালঞ্চ মহাকুল, চারি চায়ু তাহার তুল,
বরাহনগর গুপ্ত ইহার সমান।
মধ্যমকুলের ভাগে সনাতনে লিখি আগে,
আর অষ্ট পশ্চাৎ বাখান ॥
থানা, নরা, মঙ্গলকোট, এ তিন সমান যোট,
আর পঞ্চ তাহাতে বিধান।
তেয়ু, সাগর, জড়, ন্যূন ভাগে বেতড়,
পাণিনালা কহিত সমান ॥
ধলণ্ডীয়ে নয়হট্টীয়ে, এঁরা নহে রাঢ়ীয়ে,
ইহাঁদিগের দক্ষিণদেশে স্থান।

কচুদাশ মণ্ডলীয়ে, বালিনাছী পালিগেঁয়ে,
এই চারি কনিষ্ঠ সমান ॥
মৌড়েশ্বরী রায়ীগেঁয়ে, আর যত সরাইয়ে
ইহারা মৌলিক শ্রেষ্ঠ।
কুলহীন যত আর, দেব, দত্ত, ধর, কর,
তাঁহারা মৌলিক কষ্ট ॥

তাহা হইলেই জানা গেল, শেষে, হরিহরখাঁ ও কৃষ্ণখাঁ এই দুই মালঞ্চীয় ধন্বন্তরিসেন, চণ্ডীবর, দুর্জ্জয়, বাণ ও গণপতিদাশ, এই চারি চায়ু ও বরাহ-নগরের কায়ুগুপ্ত, এই সাত জনই রাঢ়ে সপ্ত মহাকুল বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন ও এখনও রহিয়াছেন। তবে এই বচন দেখা যায় কেন?—

সেনে রোষং মহাকুলং দাশে চায়ুঞ্চ তৎসমং।
গুপ্তং লুপ্তকুলং মন্যে তৎপরস্তুকুলং বিদুঃ ॥

হাঁ অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাতে এই বচন ধৃত রহিয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার এ বচনটি কাহার বা কোথায় কি ভাবে পাইলেন, তাহার একটি কথাও বলেন নাই। সুতরাং ইহা অগ্রাহ্য।

বলিবে হয় ত এই বচনটি অন্য কোন পঞ্জীপ্রণেতার। কিন্তু তাহা হইলে ভরত কেন কেবল ত্রিপুরের কৌলীন্যবিলোপের কথা বলিলেন? তবে যখন বঙ্গজসমাজে ত্রিপুর কায়ু কোনও গুপ্তেরই কুল দেখা যায় না, তখন কোনও এক সময়ে যে রাঢ়েও উভয়গুপ্তের কৌলীন্য অস্তমিত হইয়াছিল, তাহা ধ্রুবই। সেই সময়ে উক্ত শ্লোক রচিত হইয়া থাকিবে। তবে উহা ভরতের পরবর্ত্তী কালের কাহার বচন হইতে পারে। কিন্তু যখন কায়ুগুপ্তের বিরুদ্ধবাদিগণও বলেন যে, কায়ু এখন মধ্যমকুল, তাহা হইলে উক্ত বচনের মূল্য কি থাকে? জয়সেন বা যিনিই কেন এ বচনের প্রণেতা হউক না, সমাজের ব্যবহারের সহিত উহার মিল দেখা যায় না। তাহাতে বোধ হয়, কেবল বরাহনগরীয় কায়ুগুপ্তেরই কুল ছিল, অন্যান্যের ছিল না। যাহা হউক আমরা এখানে অন্যান্য পঞ্জিকার বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া সামাজিকগণের নিকট ন্যায়-বিচারপ্রার্থী হইলাম।

গোবর্দ্ধনস্য গুপ্তস্য চত্বার স্তনয়া অমী।
বিশ্বনাথো ডোম্বুগুপ্তো দ্বাবেতৌ চ সহোদরৌ।
থানীয়কুলসম্ভূতত্রিলোচনসুতাসুতৌ॥
পক্ষান্তরে তু দ্বৌ পুত্রৌ বেতড়ীয়সুতাসুতৌ।
অগ্রজঃ সাগরোনাম্না চায়ুজঃ কমলাকরঃ॥
তৃতীয়ঃ সাগরোনাম্না হাড়গুপ্তেতি সংজ্ঞকঃ।
সর্ব্বে মহাকুলাঃ খ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষ্বিব সাগরাঃ॥ ইতি দুর্জ্জয়দাশঃ।

মালঞ্চতেহট্টসমুদ্ভবৌ যৌ,
কুমারবিশ্বম্ভরসেনদাশৌ।
কুলে গরিষ্ঠাশ্চ বরাঙ্গজাতাঃ,
মধ্যাঞ্চ কচ্চীকুলমীরিতং স্যাৎ॥ সঞ্জয়দাশঃ।

মালঞ্চে ভুবি সেনবংশসুকৃতিঃ শ্রীলঃ কুমারো মহান্
দাশেহভূৎ বরচায়ুবংশজননো নাম্নাচ বিশ্বম্ভরঃ।
গুপ্তান্তোজরবিবরাহনগরে শ্রীবিশ্বনাথঃ কৃতী,
বিখ্যাতাঃ কুলশীলদানসহিতাঃ সর্ব্বে সমানা ইমে॥
কার মতে বিশ্বনাথ হীরাসমতুল।
দুর্জ্জয়কবীন্দ্র ভণে তিন একমূল॥ রামভদ্রগুপ্ত
অম্বষ্ঠগোষ্ঠীপতিকঃ কুমারঃ,
কুলে গরিষ্ঠঃ কুলকর্ম্মনিষ্ঠঃ।
বিশ্বম্ভরোদাশকুলে গরিষ্ঠঃ
গুপ্তে গরিষ্ঠঃ কিল সাগরস্তু॥ চিরঞ্জীবঃ
সেনে মালঞ্চজঃ শ্রেষ্ঠঃ কুমারস্তু বিশেষতঃ।
দাশে বিশ্বম্ভরঃ শ্রেষ্ঠো গুপ্তে শ্রেষ্ঠস্তু সাগরঃ॥
কুলে শ্রেষ্ঠা স্ত্রয়োবৈত্যে মধ্যাল্লাশ্চ পরে মতাঃ। জগদীশঃ
যঃ স্যাৎ কুমারান্বয়জো গরীয়ান্, বিশ্বম্ভরাখ্যান্বয়জো গরিষ্ঠঃ।
হাড়ান্বয়ে শ্রেষ্ঠ ইহ প্রদৃশ্য এষাং ত্রয়োহন্ত্যৈর্হ্যবিচারণীয়াঃ॥ নারায়ণ।

গুপ্তেষু কায়ুদ্ভবো বিশ্বনাথো
মহাকুলীন স্ত্রিপুরঃ পুরাসীৎ। রামকৃষ্ণবিশারদঃ

সুতারাং বরাহনগরের কায়ুগুপ্তগণ আবহমানকালই মহাকুল বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত। সুতরাং "গুপ্তং লুপ্তকুলং মন্যে" এই শ্লোক টীকে আমরা সমাদর করিতে পারি না। কেবল ইহাই নহে, অনেকে বলিয়া থাকেন যে দুর্জ্জয়পঞ্জীতে কায়ুগুপ্তের কুল নাই বলিয়া লিখিত আছে, সম্ভবতঃ "গুপ্তং লুপ্তকুলং মন্যে" শ্লোকটী দুর্জ্জয়দাশেরই। কিন্তু কয়ুগুপ্তবংশীয় এক ব্যক্তি তজ্জন্য দুর্জ্জয় পঞ্জিকা গোপন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্জ্জয়ের পরবর্ত্তী ভরতও যখন কায়ুকে মহাকুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন এরূপ দোষারোপ করা কি অন্যায় নহে? কেহ কেহ বলেন যে দুর্জ্জয়ের পঞ্জিকায় বর্ত্তমান কায়ুগুপ্তগণ পোষ্যপুত্রের সন্তান বলিয়া লিখিত, তাহা হইলে ভরত কেন সে কথা বলিয়া কায়ুগুপ্তের কুলও বিলুপ্ত করিলেন না? নানা কারণে সত্য ও ন্যায়ভীরু আমরা ঐ শ্লোকটী জাল বা অন্যকায়ুগুপ্তপর বলিতেই অভিলাষী। অপিচ শুদ্ধ এইটিই নহে, কেহ কেহ এইরূপ আরও একটি মিথ্যা শ্লোক হাজির করিয়া অক্ষুণ্ণ মহাকুল গণপতিরও লাঘব ঘটাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে দুশ্চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সে শ্লোকটি এই—

চণ্ডীবরঃ কুলশ্রেষ্ঠো দুর্জ্জয়ঃ কুলভূষণং।
গণে বাণে কুলং নাস্তি নাস্তি ধলণ্ডকে কুলম্॥

উক্ত অম্বষ্ঠকুলচন্দ্রিকাগ্রন্থপ্রণেতা তদীয় গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠাতে এই শ্লোকটি লিখিয়া বলিতেছেন যে—চায়ুদাশের কনিষ্ঠপুত্র দুর্জ্জয়দাশ চক্রপাণিদত্তের কন্যাকে বিবাহ করাতে পিতা ও ভ্রাতাদিগের ত্যজ্য হইয়া আপনাকে বড়ই অপমানিত জ্ঞান করিয়া আত্মমর্য্যাদা ও কুলগৌরববৃদ্ধির জন্য যোগসাধন করেন। পরে কাম্বেশ্বরী নাম্নী দেবীর বরদানে বাক্‌সিদ্ধ হয়েন। অর্থাৎ এরূপ প্রত্যাদেশ হয় যে, তিনি প্রথমে যে বাক্য উচ্চারণ করিবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে। তখন তিনি পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রথমেই মুখ হইতে নিম্নলিখিত (এখানে উপরিলিখিত) শ্লোকটি প্রকাশ করেন। যেহেতু গণপতি ও বাণের উপরই তাঁহার আক্রোশ অধিক ছিল। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "শুভবিবাহতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের ২৭৭ পৃষ্ঠাতেও রঘুনাথমল্লিকের নামের কতকগুলি বাঙ্গালা পদ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যকুলেতে মহাশয় দুর্জ্জয়দাশ।
যাহা হৈতে বৈদ্যকুলে কুলজী প্রকাশ॥
পাণিদত্ত কৃপা করি শক্তি কৈল দান।
দেবীবরে পুত্র বৈদ্যকুলের প্রধান॥
কৃপাদৃষ্টি করি কুল যাঁহার লিখন।
বৈদ্যকুলে সেই জন কুলবান্ হন॥
ষষ্ঠের অধিক দুর্জ্জয়দাশের বাখান।
খ্যাতি নরানন্দ সুপণ্ডিত গুণবান্॥
বিদ্যাসঞ্চয়ের লাগি বিষ্ণুপুরে গেলা।
পাণিদত্তনিবাসেতে উপনীত হৈলা॥
নাম শুনে আইলাম পাঠের কারণ।
পড়াইয়া কর মোরে যশের ভাজন॥
বৈদ্যবংশে জন্ম নাম নরানন্দ দাশ।
বিশ্বম্ভর দাশ পিতা খণ্ডে মোর বাস॥
চারিকন্যামধ্যে দত্তের প্রিয় ঠাকুর দাসী।
শুভলগ্নে দান কৈল মনে হৈয়া হরষি॥
কতকদিন পরে দাশের কন্যা এক হৈল।
এই মত দত্ত ঘরে সুখেতে বঞ্চিল॥
তার পরে কত দিনে দত্ত আজ্ঞা লৈয়া।
নিজধাম খণ্ডে গেলা ভার্য্যা সুতা লৈয়া॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ চণ্ডীবর তবে গণপতি।
ভক্তি করি দুর্জ্জয়দাশ করিলা প্রণতি॥
ভার্য্যা কন্যা দেখিয়া গণপতির আক্রোশ।
মুখে না কহিলা কিছু অন্তরেতে রোষ॥
শ্লেষ করিলা বাণ কুবের মার্ত্তণ্ডে।
গণাদেশে বাণাদি দুর্জ্জয়েরে দণ্ডে॥
কহে নীচজাতির কন্যা ঘরে যে আনিল।
বৈদ্যকন্যা নহে কুলে কলঙ্ক রাখিল॥

আমরা অনেক অংশ বাদ দিয়া সার গ্রহণ করিলাম। দুর্জ্জয়দাশ বিষ্ণুপুরের দত্ত চক্রপাণির কন্যা বিবাহ করেন, একটি কন্যা হয়, পরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণের অজ্ঞাতে বিবাহ বিশেষতঃ সস্ত্রীক শ্বশুর গৃহে বাসনিবন্ধন, গণ ও বাণ প্রভৃতি সকলে গ্লানি করেন। দুর্জ্জয়ের স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতরে না নিয়া গোশালায় স্থান দেন। ইত্যাদি কারণে দুর্জ্জয় বাণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কুলবিনাশ জন্য তাঁহার কুলপঞ্জিকায় লিখিয়াছিলেন—

পূর্ব্বং দত্তাদিভির্বৈদ্যা দানাদানাদিকর্ম্মতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং স্বর্ণদানং চক্রুঃ সর্ব্বে দ্বিজাজ্ঞয়া॥
অতো বিশ্বম্ভরজ্যেষ্ঠো গোপালঃ ক্ষেম্যতাং গতঃ।
বাণদাশে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ড পিণ্ডয়োঃ॥
পদ্মমৌড়েশ্বরীয়াশ্চ দম্ভাহঙ্কারশালিনঃ।
ঋষিসূত্রে কুলং তস্য ত্বপনীতং ময়া কুলম্।
ইতঃ প্রভৃতি তদ্বংশ্যা বিজ্ঞাতব্যাশ্চ মৌলিকাঃ॥

যখন দুর্জয় বৈদ্যসভা করিয়া সকলকে আহ্বান করেন, তখন রাঢ়ের মৌড়েশ্বরী পদ্মদাশ অহঙ্কারবশতঃ গমন করেন না, সেনহাটীর অরবিন্দ, বিষ্ণু, জয় ও পদ্মদাশও আগমন করিয়াছিলেন না। তাহাতে দুর্জ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনহাটীতে যে চায়ু ও নয়দাশ আছে, তাহার নামও লইলেন না। চায়ুর পুত্র পুর ও পদ্ম নয়ের নাম বাদ দিয়া গেলেন, মৌড়েশ্বরী পদ্মের কৌলীন্য দূর করিলেন ও ভ্রাতা বাণকে নিষ্কুল বলিয়া লিখিলেন। অবশ্য গণপতি বাণ দাশকে লইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু দুর্জ্জয় গণপতির সম্বন্ধে কোন কথাই লিখেন নাই, তিনি নিজে যে 'কুলভূষণ' তাহাও তাঁহার লেখনীহইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল না। ফলতঃ সেকালের লোক সকল কুসংস্কারবশতঃ দুর্জ্জয়ের বাক্য ভগবতীসমাগত ভাবিয়া বাণকে অকুলীন মানিয়া লয়েন, গণপতি যেমন মহাকুল ছিলেন, অদ্যাপি তেমনই মহাকুল রহিয়াছেন। "গণে বাণে কুলং নাস্তি, নাস্তি ধলণ্ডকে কুলং"—ইহা জাল। তাহা হইলে আমরা সমাজে ধলহণ্ডকে মধ্যমকুল ও গণপতিকে এখনও মহাকুলের মর্য্যাদা পাইতে দেখিতাম না। রামভদ্র দুর্জ্জয়ের উক্ত অন্যায় আজ্ঞা না মানিয়া বাণকেও (চারি চায়ু, দুর্জ্জয়, চণ্ডীবর, গণ, বাণ) মহাকুল বলিয়া

লিখিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহাই সঙ্গত বলিয়া মানিতে বলি। ফলতঃ বাণও মহাকুলত্ব হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই।

অম্বষ্ঠকুলপঞ্জিকা প্রণেতা দুর্জ্জয়কে চায়ুদাশের কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া ছাপাইয়াছেন, ফলতঃ তিনি চায়ুর অনন্তরবংশ্য বিশ্বম্ভরদাশের পুত্র। এইরূপ ভ্রান্তিবশতই পূর্ব্বোক্ত দুইটি মিথ্যা শ্লোকের দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। অথবা কেহ দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াও উক্ত মিথ্যা শ্লোকের সৃজন করিতে পারেন। আর একটি বিস্ময়ের বিষয় এই যে রাঢ়ের লোকসকল দুর্জ্জয়ের শ্বশুরকে চক্রপাণিদত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ও রঘুমল্লিকও তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস উহা লিপিকরপ্রমাদ। চক্রপাণিদত্ত নয়পাল রাজার সভাপণ্ডিত, তিনি আদিশূরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, পক্ষান্তরে দুর্জ্জয় দাশ যে চায়ুর বহু অধস্তনপুরুষ, সেই চায়ুদাশই বল্লালের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং এ হেন প্রাচীনতম চক্রপাণিদত্তের কন্যা অবরজযুগের দুর্জ্জয়দাশ বিবাহ করিতে পারেন না। দুর্জ্জয়ের এক শ্বশুরের নাম চক্রপাণি ঠাকুর—গোত্র শক্তি।

অথ দুর্জ্জয়দাশোঽয়ং সংখ্যাতঃ কবিপণ্ডিতঃ।
নীতিজ্ঞ শ্চাস্তরঙ্গত্বং লেভে বামনথানতঃ॥
বৈদ্যবংশপ্রকাশস্য কারিকাং কুলপঞ্জিকাং।
যশ্চক্রে নিজশৌটীর্য্যাৎ বিদ্যাকৌলীন্যসম্পদা॥
তস্য দুর্জ্জয়দাশস্য চত্বার স্তনয়া অমী।
সাগরা ইব তে দিক্ষু কুলরত্নসমুজ্জ্বলাঃ॥
আদ্যো বিভাকরো নাম শিবদাশ স্ততঃ পরঃ।
গদাধরশ্চ তে শক্তিপাণিঠক্কুরস্যনুজাঃ॥
অথ দ্বিতীয়পক্ষে তু ধর্ম্মদাসঃ সুতোঽভবৎ।
যোঽসৌ তেকাড়দাশেতি সংজ্ঞয়া বিশ্রুতোঽভবৎ॥ ২৭৫পৃঃ

এই শক্তিপাণিঠাকুর কে? চন্দ্রপ্রভাতে দেখা যায়, গুঠিনাগড়ির পুরু সেনের বংশে এক শক্তি চক্রপাণিসেন ঠাকুর রহিয়াছেন—

বঙ্গসেনসুতাঃ পঞ্চ তেষু জ্যেষ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যশ্চক্রপাণিসেনোঽয়ং ঠক্কুর ইতি বিশ্রুতঃ॥ ২৩৭ পৃঃ

পুরুসেনের বংশের বঙ্গসেনের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম চক্রপাণি

সেন ঠাকুর। সুতরাং তাঁহার দত্ত প্রবাদ হইতে পারে না। দুর্জ্জয় আরও এক বিবাহ করেন বটে, কিন্তু সে শ্বশুরের নাম ধাম উল্লিখিত নাই। এখানে আরও একটি চিন্তনীয় বিষয় এই যে, চন্দ্রপ্রভাতে চক্রপাণিসেনের আট পুত্রের নাম আছে, অথচ তাঁহার কোন কন্যা বা জামাতা ছিল বলিয়া কিছু লেখা নাই। তবে উক্ত শক্তি পাণিঠাকুরই যদি শক্তিগোত্রীয় চক্রপাণিদত্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রবাদ সমর্থিত হইতে পারে। বলিবে যে দত্তের গোত্রও কি শক্তি ছিল? অবশ্যই থাকা সম্ভব, কেন না ভরত মাত্র দত্তদিগের আত্র, দত্তাত্রেয় ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—

তস্মাৎ দত্তস্য গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়াণি পণ্ডিতৈঃ।
যত্তু দেশান্তরে গোত্রং অন্যৎ কিমপিচ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তং, অপ্রসিদ্ধ মতীব তৎ॥ ৭ পৃঃ

সুতরাং দত্তদিগের শক্তি, পরাশর, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি আর চারিটি গোত্রও যে ছিল, তাহা ধ্রুবই। ইহার অতিরিক্ত থাকাও বিচিত্র নহে।

যাহা হউক আমরা যাহা যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে ইহাই জানা গেল যে এইক্ষণ রাঢ়ে চণ্ডীবর, দুর্জ্জয়, গণপতি, হরিহরখাঁ, কৃষ্ণখাঁ ও বরাহনগরীয় কায়ুগুপ্তরাই মহাকুল নামের বিষয়ীভূত। আমরা বাণকেও মহাকুল বলিতে চাহি। আচ্ছা মহাকুলদিগের মধ্যেও কি কোন ইতরবিশেষ আছে? ভরত বলিতেছেন যে—"অথ বৈদ্যানাং পূজ্য ব্যবস্থা মাহ—

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ ত্রয়ঃ পূজ্যা যথাক্রমম্। ২৯ পৃঃ

অর্থাৎ বিনায়কসেন, চায়ুদাশ ও কায়ুগুপ্ত, এই তিনবংশই মহাকুল, তন্মধ্যে প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী বংশ পরবর্ত্তী বংশ অপেক্ষা সমধিক পূজনীয়। তাহা হইলেই আভিজাত্যগৌরবে মালঞ্চ বিনায়ক প্রথম, চায়ুদাশ দ্বিতীয় ও কায়ুগুপ্ত তৃতীয়। ভরত ইহার সমর্থনজন্য দুর্জ্জয়ের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিনায়কোঽপ্যর্চিত এব বৈদ্যো
চায়ুস্ততস্তৎপরতশ্চ কায়ুঃ।
যথা তদানী মধুনা তথামী,
কুমারবিশ্বম্ভরবিশ্বনাথাঃ॥ ১৯ পৃ—চন্দ্রপ্রভা।

কিন্তু আমরা এই বচনের ঐরূপঅর্থ করিতে নারাজ। দুর্জ্জয়দাশ বিনয়ের জন্যই কুমারের নাম পূর্ব্বে বসাইয়াছেন, উহা কুমারের গৌরবাধিক্যব্যঞ্জক নহে। বিনায়কও বৈদ্যকুলে অর্চ্চিত। তৎপর চায়ুও অর্চ্চিত, তৎপর কায়ু-গুপ্তও অর্চ্চিত। যেপ্রকার পূর্ব্বে এই তিনবংশ প্রধান ছিলেন, তদ্রূপ এখনও উক্ত তিনবংশের কুমার, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বনাথ প্রধান রহিয়াছেন। অবশ্য শ্লোকে দুইটি "ততঃ" ও "তৎপর" কথা আছে। কিন্তু উহারা যে গৌরবের যথাক্রমতাপরিজ্ঞাপক তাহা নহে। তাহা হইলে দুর্জ্জয় ও নারায়ণদাশ স্থানান্তরে এরূপ কথা বলিতেন না—

রাঢ়ায়াং ভূষিতশ্চায়ু বঙ্গে কায়ুশ্চ* যদ্যপি।
তথাপি স্বস্তিভির্মিয়া বচ্মি ধন্বন্তরেঃ কুলম্॥ দুর্জ্জয়ঃ
রাঢ়ায়াং ভূষিতশ্চায়ুঃ পদ্মঃ সর্ব্বত্র ভূষিতঃ।
বঙ্গে কায়ুস্তথাপ্যাদৌ বক্ষ্যে ধন্বন্তরেঃ কুলম্॥ পদ্ম নারায়ণঃ
রত্নপ্রভা—৭ পৃঃ

ফলতঃ দুর্জ্জয় ও পদ্ম নারায়ণের বিবৃতিহইতে ইহাই জানা যায় যে রাঢ়ে চায়ুদাশবংশেরই (দুর্জ্জয়, চণ্ডীবর, গণপতি ও বাণ) মর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত সমধিক ছিল ও এখনও তাহাই রহিয়াছে। কেননা এ দাশবংশ এমন কি পদ্মগণও মহারাজাধিরাজ বল্লালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন নাই। পক্ষান্তরে ধন্বন্তরি, শক্তি ও গুপ্তবংশের অনেকেই গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং, বল্লালান্নভোজনজনিত সংসর্গদ্বারা উঁহাদেরই বংশ কলুষিত হইয়াছিল না, তাই চায়ুর এত গরিমা। তবে ভরত কেন এরূপ লিখিলেন?

সেনঃ পুরো জন্মতয়া গুপ্তৈশ্চ জ্যেষ্ঠত্বতস্তস্য কুলং পুরস্তাৎ।
পূর্ব্বৈঃ কবীন্দ্রৈঃ কুলপঞ্জিকায়াং অভাণ্যত স্তস্য কুলং ব্রুবেঽগ্রে॥
বৈদ্যেষু ধন্বন্তরিরগ্রগণ্যঃ, তদ্গোত্রজাতেষু বিনায়কোঽগ্র্যঃ
তৎ পূর্ব্বমুক্তং কুলমস্য পূর্ব্বৈঃ, অতোহমপ্যস্য কুলং ব্রুবেঽগ্রে॥ ঐ

আমরা ভরতের এই উক্তিপরম্পরা সাধীয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে

* বঙ্গ বা সেনহাটিসমাজে কায়ুদাশনামে কুলীন অকুলীন কোনও বৈদ্যই নাই ও ছিল না। দুর্জ্জয়ের নিমন্ত্রণে আগমন না করায় দুর্জ্জয় সেনহটসমাজগত চায়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র পুরন্দরের নাম বাদ দিয়াছেন ও তদ্বংশীয়গণকে ভেজাইয়া কায়ুদাশ বলিয়া লিখিয়াছেন।

পারিলাম না। তিনি যদি বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও ধন্বন্তরিগোত্রের প্রকৃত নিদান কি, তাহা পরমার্থতঃ জানিতেন, তাহা হইলে এরূপ লিখিতেন না। তিনি তাঁহার চন্দ্রপ্রভার পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খণ্ডে সেন, দাশ, গুপ্ত প্রভৃতির সমুল্লেখ এরূপ ভাবে করিয়াছেন যেন উঁহারা অমৃতাচার্য্যের তিন পুত্র, তন্মধ্যে সেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও ভরতের এই মহা-ভ্রান্তির উদ্বমন করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা প্রামাণ্য ও প্রাচীনতম কুল-পঞ্জিকা চতুর্ভুজের বচনাবলী অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছি যে অমৃতাচার্য্যের পঁচিশ কন্যা হইতে আমাদের অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের অনেকের উৎপত্তি হয়। সেন, দাশ ও গুপ্ত সহোদর ভ্রাতা হওয়া দূরে থাকুক, সকল সেন, সকল দাশ ও সকল গুপ্তেরাও একবংশপ্রভব নহেন। আটগোত্রের পৃথক্ আট সেন, ছয় গোত্রের পৃথক্ ছয় দাশ ও তিন গোত্রের পৃথক তিন গুপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং বিনায়কসেন, বৈদ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইহা নিতান্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভণামাত্র। বরং শক্তিগোত্রের সেনেরা অমৃতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা গান্ধারীর গর্ভপ্রভব বলিয়া কৌলীন্যে জ্যেষ্ঠত্ব পাইবার অধিকারী।

শক্তিগোত্রেঽভবৎসেনঃ
প্রধানঃ কুলনায়কঃ।

সুতরাং ধন্বন্তরিসেন বড় ভাই, অতএব তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ কৌলীন্যবিষয়ে অগ্রগণ্য, ইহা অলীক ও অমূলক হইতেছে। তৎপর ভরত যে বৈদ্যের মধ্যে ধন্বন্তরিকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন, সে ধন্বন্তরিও দিবোদাশ ধন্বন্তরি কিংবা স্বয়ং অমৃতাচার্য্য। পরন্তু সেন ধন্বন্তরি নহেন। সুতরাং ভরতের অজুহাত ঠিক হইতেছে না। আমাদিগের মতে দাশ, সেন ও গুপ্ত এই তিন মহাকুলই সমান, যদি তাহাতে রাজী না হও, তাহা হইলে রাজপ্রসাদলেহি-হীনগণ অপেক্ষা চায়ুসন্তানগণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই।

অতঃপর আমরা সেনহাটীসমাজের কৌলীন্যের কথা বলিব। এই সমাজে চায়ুসন্তানদিগের মধ্যে অরবিন্দ, বিষ্ণু ও কাম, বিনায়কসেনের বংশধরদিগের মধ্যে বিকর্ত্তন, কন্দর্প, লক্ষ্মণ, আদিত্য, উচলি, শত্রুঘ্ন, বৈদ্যবল্লভ ও বলভদ্র এবং শক্তিগোত্রীয়দিগের মধ্যে হিঙ্গুসন্তান প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ, পীতাম্বর, উমাপতি, আদিত্য ও গণ এবং পদ্মবংশমধ্যে কেবল নরদাশ কুলীনপদবাচ্য।

উঁহাদিগের মধ্যে তুলনায় কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? আমাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস যে সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত অরবিন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাঢ়ের রোষ বা হরিহরখাঁ ও কৃষ্ণখাঁ সেনহাটীসমাজে নাই। বঙ্গীয় সমাজের রোষগণ মহাকুল ও অরবিন্দের প্রকৃত পালটি ঘর হইলেও পিতৃশাপনিবন্ধন কুলহীন, সুতরাং অরবিন্দের পালটি ঘর এখন আর সেনহাটীসমাজে দেখা যায় না। অবশ্য কুলজ্ঞগণ বিকর্ত্তনকে অরবিন্দের পালটি ঘর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু উহা মধ্বভাবে গুড়ং দন্তাৎ-এর ন্যায় মাত্র। কেন? ধন্বন্তরি নিকৃষ্টবৈদ্য নাগকন্যা বিবাহ করিয়া থাট হইলে রাঢ়ীয়সমাজ তজ্জন্য গায়েণ্ডিসন্তানদিগকে মহাকুল হইতে নামাইয়া মধ্যমকুল করিয়া দেন। উক্ত গায়েণ্ডিসন্তানেরাই সেনহাটীর বিকর্ত্তন ও কন্দর্প প্রভৃতি। তাঁহাদিগেরই একভাগ সেনহাটী হইতে নরহট্ট বা কাঁচড়াপাড়ায় উঠিয়া আসিয়া রাঢ়ীয়সমাজে মধ্যমকুলের মর্য্যাদা পাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের জাতি বিকর্ত্তনাদি কোনও কারণে অরবিন্দের সমান হইতে পারেন না। কেবল অরবিন্দ নহেন, আমরা মহাবংশপ্রভব বিষ্ণুদাশকেও বিকর্ত্তনাদির উপরে আসন দিতে প্রয়াসী। তাহা হইলেই আমাদিগের মতে বঙ্গজসমাজে অরবিন্দ প্রথম, বিষ্ণুদাশ দ্বিতীয় ও বিকর্ত্তন কন্দর্প, লক্ষ্মণ ও আদিত্য তৃতীয়। এবং প্রভাকর ও ধর্ম্মাঙ্গদ চতুর্থ। এবং ইঁহারাই বঙ্গজসমাজে মহোজ্জ্বল কুল বটেন।

তৎপর সেনহাটীসমাজে হিঙ্গু পীতাম্বর, উমাপতি, আদিত্য কান্ন, ভরত, বলভদ্র, উচলী, শত্রুঘ্ন, গণ ও নয়দাশ উজ্জ্বল কুল। এখন আর বঙ্গে ত্রিপুর ও কায়ুগুপ্তের কৌলীন্য দেখা যায় না। তবে তাঁহাদিগের সিদ্ধভাব এখনও অস্তমিত হয় নাই। রোষ, রাম, নিম ও জয়দাশ বঙ্গে কুলহীন, কিন্তু নিতান্ত অবিচারেই যে ইহাঁদের কৌলীন্য গিয়াছে, তজ্জন্য আমার আত্মা নিয়তই সন্তপ্ত। বিকর্ত্তনাদি কুণ্ড, দেব ও নাগসংস্পৃষ্ট, বিষ্ণু, পড়িতে পড়িতে খাড়া রহিয়াছেন, কুশলী, ধর, শ্রীহট্টের দেবান্নী বিশ্বাস, দাসড়ার দত্ত, সংগ্রামসাহ, টিকনীর দেব, শ্রীহরি অশ্ব গুপ্ত, পুখরীপাড় ও শ্রীহট্টের সেনবর্ষ (ছেলবরষ) বাসী চৌধুরীগণসম্পৃক্ত, কিন্তু কুল গেল নাগদোষে জয়ের ও পিতৃশাপে। মহাপুরুষ বঙ্গীয় রোষ ও মহাপুরুষ রামের।

বিক্রমপুরে অষ্টঘর বলিয়া একটি কথা প্রচলিত আছে। যথা—ধন্বন্তরি

গোত্রে রাম, রোষ, বলভদ্র ও উচলি, মৌদ্গল্যগোত্রে, নিম, শক্তিগোত্রে, মাধব ও বরুণ এবং কাশ্যপগোত্রে মহীপতি গুপ্ত। ইহাঁরা বিক্রমপুরসমাজে মৌলিক বংশের মধ্যে প্রধান।

এতদ্ব্যতীত বরিশাল ও বিক্রমপুরে অরবিন্দ, বিষ্ণু, কার, বিকর্ত্তন, হিঙ্গু ও অন্যান্য কুলীনগণও সেনহাটীসমাজ হইতে আনীত হইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহারা সেনহাটীসমাজস্থ কুলীনগণ হইতে মর্য্যাদায় হীন হইলেও বিক্রমপুরে স্ব স্ব মর্য্যাদা পাইতেছেন। বিক্রমপুরে নয়দাশ কুলীন আছেন, তন্মধ্যে যদুনন্দন দাশের বংশধরগণ তেলিরবাগে বাস করিতেছেন। মানবদেবতা দুর্গামোহনদাশ, কালীমোহনদাশ ও চিত্তরঞ্জন, সত্যরঞ্জনদাশপ্রভৃতি এই বংশপ্রভব।

শ্রীহরেস্তনয়োজজ্ঞে গোবিন্দো বৈদ্যবল্লভঃ। ৯৪ পৃঃ কণ্ঠহার।

এই গোবিন্দ বৈদ্যবল্লভের সন্তানেরা এইক্ষণ বিক্রমপুর গারুড়গাঁ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ, ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, বি, এল, মুনসেফ এই বৈদ্যবল্লভবংশপ্রভব। ইঁহারা মহাকুল বিকর্ত্তন এবং সুয়াপুরবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাকুল হিঙ্গু। তবে সেনহাটীর বিকর্ত্তনাদি ও ইঁহারা তুল্যমর্য্যাদাভাক্ নহেন। কুলীনেরা সমাজস্থান পরিত্যাগ করিলেই কিছু না কিছু ন্যূনতা ভজনা করিয়া থাকেন, সেই হিসাবে অন্যান্য স্থানভ্রষ্ট কুলীনগণের যে পরিমাণে মর্য্যাদার হ্রাস হইয়া থাকে ও হইয়াছে, ইঁহাদের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা তাহাই। যে প্রকার শ্রীখণ্ডের দুর্জ্জয়, চণ্ডীবর গণপতি ও হরিহর খাঁ, কৃষ্ণখাঁ কাঁচড়াপাড়া ও গৌরীভা প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রকার সেনহাটীর অরবিন্দ, বিষ্ণু ও বিকর্ত্তন এবং পয়োগ্রামের হিঙ্গুগণও সেনহাটী পয়োগ্রাম ত্যাগ করিয়া কিছু ন্যূন হইয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা যশোহর ও খুলনাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ফরিদপুরবাসিগণ কিঞ্চিদধিক ন্যূনত্বভাক্ ও যাঁহারা বিক্রমপুর ও বরিশাল প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের ন্যূনতা আরও আধিক্য ভজনা করিয়াছে। কিন্তু স্থানত্যাগ করিলেও অকুলীনদিগের নিকট স্থানত্যাগী অরবিন্দ, বিষ্ণু, বিকর্ত্তন ও প্রভাকর ধর্ম্মাঙ্গদাদি পূর্ব্ববৎই কুলীন রহিয়াছেন ও থাকিবেন।

আমরা উপরে যে কৌলীন্যের তারতম্য বিনির্দ্দেশ করিলাম, তাহা কতক

বিবেকদ্বারা প্রণোদিত হইয়া, কতক বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের নির্দ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সেই সকল প্রাচীন মতের অধ্যাহার করিব। চতুর্ভুজ বলিতেছেন যে—

বিকর্ত্তনারবিন্দৌ চ বিষ্ণুদাশ স্তথৈবচ।
রবিসেনস্য সন্তানা হিঙ্গুসেন স্তথৈবচ।
এতে পঞ্চ সমাজ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥ চতুর্ভুজ

প্রথমে বিকর্ত্তন, অরবিন্দ, বিষ্ণুদাশ, রবিসেনের রাম লক্ষ্মণ কন্দর্পাদি সাত পুত্র, হিঙ্গুসেনের প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ, পীতাম্বর, উমাপতি ও আদিত্য এই পাঁচটি সম্প্রদায় সমান।

কিন্তু এই সাম্যভাব বহুকাল বিদ্যমান ছিল না। অপক্রিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে কাহার কাহার কৌলীন্যের ন্যূনতা ঘটিলে পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা অনুরূপ মর্য্যাদার নির্দ্দেশ করেন। যথা—

হিঙ্গুবংশসমুদ্ভূতনিধিপত্যাখ্যসন্ততী।
সুপ্রতিষ্ঠৌ কুলশ্রেষ্ঠৌ ধর্ম্মাঙ্গদপ্রভাকরৌ॥
দুহিরত্নাকরোদ্ভূতচন্দ্রকান্তসমপ্রভাঃ।
অনয়োরপি সন্তানাঃ সর্ব্ব এব মহোজ্জ্বলাঃ॥ জগন্নাথগুপ্ত

সুতরাং জানা গেল কোনও সময়ে পীতাম্বর ও উমাপতি সন্তানেরা মহোজ্জ্বল হইতে বিচ্যুত হয়েন। যদাহ জগন্নাথঃ—

পীতাম্বরস্য সন্তানাঃ কেচিৎ উজ্জ্বলভাবগাঃ।
কিঞ্চিৎন্যূনাস্ততঃ কেচিৎ চন্দ্রশেখরবংশজাঃ॥

পীতাম্বরের সন্তানদিগের মধ্যে আবার কেহ উজ্জ্বলভাবভাক্, চন্দ্রশেখরের সন্তানেরা আবার উক্ত উজ্জ্বলভাব হইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন। সুতরাং তাঁহারা মহাকুল নহেন, পরন্তু প্রসিদ্ধ বা মধ্যমকুল। তথাহি—

উমাপতেঃ কুলমাসীৎ হিমাংশোরিব নির্ম্মলং।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতাঃ প্রকৃষ্টভাবমাগতাঃ॥

জগন্নাথ বলিতেছেন যে উমাপতির সন্তানদিগের কুল পূর্ব্বে চন্দ্রের কিরণের ন্যায় নির্ম্মল ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তৎকুলপ্রভবগণ অন্যকুলত্ব ভজনা করিয়াছেন। প্রকৃষ্ট ভাব কাহাকে কহে?

মহাকুল ইতিখ্যাতো রাঢ়ে সংসিদ্ধভাবজঃ।
প্রসিদ্ধো মধ্যমকুলো বিসিদ্ধোঽল্পকুলস্তথা॥
সংসিদ্ধানাং হি দ্বৌ ভাবৌ মহোজ্জ্বলোজ্জ্বলৌ ক্রমাৎ।
প্রসিদ্ধানাং তু ভাবৌ দ্বৌ নিরাবিলনিরামলৌ॥
বিসিদ্ধানাং ত্রয়োভাবাঃ প্রকৃষ্টশ্রেষ্ঠশিষ্টকাঃ।
সপ্ত ভাবাঃ কুলীনানাং ক্রমাৎ ন্যূনা উদাহৃতাঃ॥ জগন্নাথ

তাহা হইলে জানা গেল উমাপতির সন্তানেরা অল্পকুলের মধ্যে প্রধান। সুতরাং চন্দ্রশেখর ও উমাপতির সন্তানেরা প্রায় তুল্যাবস্থাপন্ন।

ধর্ম্মাঙ্গদস্য সন্তানাঃ কেচিদেব মহোজ্জ্বলাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ শিবানন্দঃ কবিবল্লভসংজ্ঞকঃ।
মাধবো মঙ্গলানন্দো বিশ্বানন্দ ইতিক্রমাৎ॥

শ্রীযুক্তচন্দ্রকান্তহড়মহাশয়প্রদত্ত।

ধর্ম্মাঙ্গদের সন্তানগণ আবার সকলে সমান নন্, অনেকে মহোজ্জ্বলভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। মহোজ্জ্বলদিগের মধ্যে শিবানন্দ, কবিবল্লভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মাধব, মঙ্গলানন্দ ও বিশ্বানন্দের সন্তানেরা ক্রমানুসারে কিঞ্চিৎ ন্যূন। তৎপর যখন ঘটকবিশারদ রামকান্ত কৌলীন্যের তারতম্য বিচার করেন, তখন তিনি এইরূপ বিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

অরবিন্দ বিকর্ত্তনে, প্রভাকর লক্ষ্মণে।
কন্দর্প আর ধর্ম্মাঙ্গদে, আদিত্য আর বিষ্ণুপদে॥
পীতাম্বর আর শত্রুঘ্নে, কবি আর ঈশানে।
গণ, কায়, কায়ু নয়, কুলজ বংশজ হয়।
অরবিন্দ কুলশ্রেষ্ঠ জয়কুল হারা।
ভাগ্যগুণে বিষ্ণুদাশের কুলে জলে তারা॥
তেঘরিয়া, ঈশানের হীনভাব হয়।
মধ্যমভাবেতে রাম কায়দাশ রয়॥

সুতরাং রামকান্তের মতে অরবিন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। বিকর্ত্তন ভিন্ন সেনহাটীসমাজে তাঁহার আর সমকক্ষ নাই, তাই রাঢ়ের মধ্যমকুল নরহট্ট

সমতুল বিকর্ত্তনকে সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত অরবিন্দের পালটীঘর ধরিয়া লওয়া হইল। চন্দ্রকান্ত হড় মহাশয়ও আমার পত্রোত্তরে বলিয়াছেন যে—

> অরবিন্দ ও বিকর্ত্তন উভয়েই সমান, কিন্তু বিকর্ত্তন ধন্বন্তরির নাগদোষ এবং দেব ও কুণ্ড দোষ আছে, অরবিন্দের কুল নির্ম্মল। তবে ধন্বন্তরির সে দোষ অরবিন্দ মার্জ্জনা করিয়া লইয়াছেন।

সেনহাটী, আশীর্ব্বাদক

৩১শে শ্রাবণ, ১৩১০ শাল। শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

ফলতঃ নরহট্টীয়গণ ও সেনহাটীর বিকর্ত্তন যথন সমান ও নরহট্টীয়গণ যথন রাঢ়ে মধ্যমকুল ও দুর্জ্জয়াদি মহাকুল, তথন দুর্জ্জয়ের সমকক্ষ অরবিন্দ ও বিষ্ণুর সহিত বিকর্ত্তনের তুলনাই হইতে পারে না। রাঢ়ের [illegible] পিতৃশাপদুষ্ট হইলেও তাঁহাকেই অরবিন্দের প্রকৃত পালটী ঘর বলা যাইতে পারে।

রামকান্ত পীতাম্বরকে শত্রুঘ্নের পালটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরা জগন্নাথগুপ্ত ও ঘটকবিশারদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। তবে যদি কেহ আমার উপর বিচারভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি বঙ্গজসমাজে কৌলীন্যের এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইব।

মহাকুল.........অরবিন্দ, বিষ্ণু ও রোষ, (পিতৃশাপ অগ্রাহ্য, কেন না রাঢ়ীয়গণ অগ্রাহ্য করিয়াই রোষকে মহাকুলে স্থান দিয়াছেন)।

অল্প মহাকুল......বিকর্ত্তন, রাম, লক্ষ্মণ, কন্দর্প, আদিত্য, প্রভাকর ও ধর্ম্মাঙ্গদ, জয়দাশ, নিমদাশ।

মধ্যমকুল.........পীতাম্বর, উমাপতি, আদিত্য, উচলি, কায় ও শত্রুঘ্ন।

অল্পকুল.........গণ, নয়।

সিদ্ধবংশ.........কায়ুগুপ্ত, ত্রিপুরগুপ্ত, রামদাশ, ঈশানদাশ ও মাধবপ্রভৃতি।

রাঢ়ে পদ্ম ছোটকুল, সুতরাং তাঁহার পৌত্র নয়দাশের বঙ্গজসমাজে উন্নতি হইতে পারে না। হিঙ্গুগণ দানগ্রহীতা, সুতরাং তাঁহারা দাতা অরবিন্দ ও বিষ্ণু এবং বিকর্ত্তনাদিহইতে ন্যূন। তবে তাঁহারা অতি পূর্ব্বে রাঢ়ে মহাকুল ছিলেন

বলিয়া মহাকুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দান করিলাম। অবশ্য আমার উপর তোমরা অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিবে, কিন্তু আমি ন্যায় ও সত্যের দাস, যাহা সত্য বলিয়া মনে হইল, তাহাই লিখিলাম। পুখরীপাড় ও শ্রীহট্টসংসর্গ একই। সরসপুরগামী জনার্দ্দন ও গোবিন্দের সহিত শ্রীপতির কোনও সাগন্ধ্যই ছিল না। কুলাচার্য্যেরা চন্দ্রশেখরের সন্তানদিগকে যেভাবে দেখিয়াছেন, আমি তদপেক্ষা উচ্চভাবেই দেখিলাম ও রাখিলাম। বুদ্ধিমান্ ন্যায়পরায়ণগণ বিচার করিয়া তবে "মালেধ কুট্রেধ" করিবেন।

কালিয়ার অরবিন্দগণ

কালিয়ার অরবিন্দদিগের বিবরণ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমরা কালিয়া ও কালিয়াসমাজের কথা বলিব। বড় কালিয়া, রামনগর, ছোটকালিয়া ও বেন্দা গ্রাম লইয়া কালিয়াসমাজ পরিগণিত। বঙ্গীয়সমাজের পুণ্যতীর্থ সেনহাটী ভিন্ন এতবড় বৈদ্যবহুল ও বৈদ্যপ্রধান স্থান আর একটিও নাই। অরবিন্দ, বিকর্ত্তন, উচলি, কান্ন, শত্রুঘ্ন ও নয়দাশ কুলীনগণদ্বারা এই সমাজ গঠিত। তন্মধ্যে অরবিন্দগণই সমাজের প্রধানস্থানসংস্থ এবং সংখ্যাতেও তাঁহারা সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত।

বড়কালিয়ার উত্তরে বাগবাড়ী, দক্ষিণে চান্দপুরবাজার ও রামনগর, পশ্চিমে কালীগঙ্গা, পূর্ব্বে (বাগ) বাধার ডাঙ্গার বিল। পূর্ব্বে এই বিলের মধ্য দিয়া নৌকায় গমনকালে মাঝীরা কোনপ্রকার শব্দ না করিয়া আস্তে আস্তে নৌকা চালাইয়া যাইত, কেন না শব্দ হইলে বড় বড় রোহিত কাতল মাছ উল্লম্ফন করিয়া উঠিয়া অনেক সময় মাঝী মাল্লাদিগের মাথা ফাটাইয়া দিত। এইক্ষণ সে বিল স্থলে পরিণত, কালিয়ার কেবল মাছ নহে, নবনীত ও দধি দুগ্ধাদি প্রভৃতিও অন্তর্হিত। অতি পূর্ব্বে কালিয়াতে মশা ও জোক উভয়েরই অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, তাই লোকে বলিত—

ডেঙ্গায় মশা জলে জোক।
কেমনে বাঁচে কালিয়ার লোক॥

কিন্তু সে কালিয়া এখন স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। এখন কালিয়ার প্রায় সকল স্থানই প্রাসাদমালায় পরিমণ্ডিত এবং সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ হইতেই ডজনে ডজনে গ্রাজুয়েট বাহির করা যাইতে পারে, সকলেই উচ্চ পদসংস্থ এবং কালিয়া যেন বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণির যথার্থ প্রাণপ্রতিম-বিহার-ভূমি। রামনগর কালিয়ার একটি পল্লীবিশেষ, ছোটকালিয়াও কালিয়ার একই দেহ ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। এই তিনটি স্থানকেই আমরা এখানে কালিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। তবে যদি কেহ ভৌগোলিক সংস্থান ধরিতে চাহেন, তাহা হইলে বড়কালিয়া ও মৃজাপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে রাম-নগর ও রানগরমৃজাপুরের পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রশস্তরথ্যার পশ্চিমদিকৃস্থিত গ্রামটিকে প্রকৃত ছোটকালিয়া বলিয়া জানিবেন। এইক্ষণ যাহা প্রশস্ত রাজপথে পরিণত, পূর্ব্বে উহা একটি স্রোতস্বান্ বড় খাল ছিল। এইক্ষণ মৃজাপুর ও রামনগর, ছোটকালিয়া ও চান্দপুর বাজার বড়কালিয়ার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে রামনগর ও মৃজাপুরের ভিতর দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবহমাণ যে একটি খাল ছিল, তাহাই শুকাইয়া যাইয়া স্থলে পরিণত হইয়া রামনগর ও মৃজাপুরকে সংযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এবং এখন আর লোকে মৃজাপুরের অস্তিত্বও অবগত নহেন, উহা ছোট কালিয়ার অংশবিশেষ হইয়া গিয়াছে। মৃজাপুরের দক্ষিণসীমা জয়পুর চান্দের দোহা ও ছোটকালিয়ার দক্ষিণে সীতা-রামপুর, পশ্চিমে উথলি। বড়কালিয়া পূর্ব্বে সমধিক বিস্তৃত ছিল, কিন্তু কালীগঙ্গা মুখব্যাদান করিয়া উহার অনেক অংশই উদরসাৎ করিয়া বসিয়াছে।

কালিয়াতে একটি বাজার, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, থানা, সব-রেজিষ্টারি অফিস ও উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল বর্ত্তমান। পূর্ব্বে এই সকল গ্রাম নাটোরের মহারাজের রাজত্বাধীন ছিল, পরে নড়ালের গুরুদাসবাবুর হস্তে ইহার অধিস্বামিত্ব পড়িয়াছে। বাজারে তাঁহার জমিদারীকাছারি রহিয়াছে। বড়কালিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কৈবর্ত্ত, গোপ ও জেলেই প্রধান। সামান্ত কয়েক ঘর কায়স্থও দেখিতে পাওয়া যায়। কান্নদাশবংশীয় চতুর্ধুরীণ উপাধিধারী ৪।৫ ঘর কুলীন বৈদ্যসন্তান ও গুপ্তোপাধিক একঘর বৈদ্য এখানে প্রথমে আসিয়া বৈদ্যজাতির উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। চৌধুরীগণ অতিশয় সম্পন্ন ও ধনশালী ছিলেন। এখনও তাঁহাদিগের অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ

মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বেন্দায় যে বিষ্ণুদাশগণের মাতুলবংশ দেবগণ ছিলেন, কালিয়ার কায়গণ তাঁহাদিগেরই প্রতিষ্ঠাপিত।

উক্ত গুপ্ত ও কায়দাশগণের আগমনের কিয়ৎকাল পরেই সেনহাটীহইতে গৌরীকান্তদাশ কবিভারতীর পুত্র মধুসূদনদাশ, পৌত্র মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও কালীচরণদাশ এবং রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহারের পুত্র রঘুরামদাশের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি কালিয়াতে আসিয়া অরবিন্দবংশের প্রথম পত্তন করেন। বড়কালিয়ার সমগ্র অরবিন্দগণ তাঁহাদিগেরই সন্তান-সন্ততি। উহারা প্রথমে আসিয়া বড়কালিয়ার দক্ষিণভাগে যে স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। অপিচ বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও অনেকে যাইয়া গ্রামের নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। রতিকান্তদাশ কবিকণ্ঠাভরণের পুত্রের নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ সেনহাটীতেই উপরত হইলে রতিকান্তের বংশ বিলুপ্ত হয়।

জীবসেনসুতাজানে রতিকান্তাৎ সুতাসুতৌ।
রতিনাথো ব্যবাহেনাং রঘুনাথো দিবং গতঃ॥ ১১২পৃঃ কণ্ঠহার

এইক্ষণ সেনহাটীতে যে পুষ্করিণীটি "রিজার্ভট্যাঙ্ক" নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে, উহা রামকান্ত কবিকণ্ঠহারের নিজস্ব পুষ্করিণী ছিল। তাঁহার পুত্র রঘুরামের পুষ্করিণীও উহার পশ্চাৎ দিকে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদিগের পিতা পুত্রের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কেন তাঁহারা পবিত্র জন্মভূমি সেনহাটী পরিত্যাগ করিলেন? কেন দেবতারা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের আত্মকলহ ও আত্মসংঘর্ষই ইহার কারণ। বৈদ্যকুলচূড়ামণি নরহরিদাশ কবীন্দ্রবিশ্বাস সেনহাটী সমাজের একজন অত্যুজ্জল মহামাণিক্য ছিলেন। তাঁহার বংশধর অরবিন্দগণই তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত ও সর্ব্বজনসংপূজিত। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণদাশই সেনহাটীর আদি ঔপনিবেশিক। তাঁহারাই আপন ভাবিয়া বিকর্ত্তন রাঘব কবিবল্লভের সন্তানসন্ততিগণকে চন্দনীমহল হইতে আনিয়া সেনহাটীতে সংস্থাপিত করেন। কিন্তু উপকারী বন্ধুগণ

চিরকালই অপকৃত হইয়া থাকেন। বিকর্ত্তনগণও সেই কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া উপকারীর অপকার করিতে বদ্ধমূল হইলেন।

নরহরির বংশে বাণীনাথ কবিশেখর একজন প্রথিতযশাঃ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, রতিকান্তদাশ কবিকণ্ঠাভরণ, গৌরীকান্তদাশ কবিভারতী ও রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহার। এক দিন সেনহাটীসমাজের বৈদ্যগণ উঁহাদিগের পাণ্ডিত্য লইয়া গর্ব্ব করিতেন। উঁহাদিগের জন্ম ও আবির্ভাবদ্বারা সেনহাটী সমলঙ্কৃত ও বিভূষিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যই তাঁহাদিগের কাল হইল। আমরা গৌরীকান্তদাশ কবিভারতীর অনন্তরবংশ্য। রামকান্ত তাঁহার অবরজ ভ্রাতা, রঙ্গপুরের উকিল যোগেশচন্দ্র মজুমদারপ্রভৃতি তাঁহার বংশধর। রামকান্ত অতীব স্বাধীনচেতাঃ ও সত্যপ্রিয় লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রণীত বৈদ্যকুলপঞ্জিকাতে সকল মহাকুলীনদিগেরই দোষগুণ সরলভাবে বিবৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে নাগপ্রভৃতি বিকর্ত্তনগণ ফণা ধরিয়া উঠিলেন। আমরা বৃদ্ধদিগেরমুখে শুনিয়াছি যে, প্রথমে বিকর্ত্তনগণ ও তাঁহাদিগের দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও জামাতা অরবিন্দসকল রামকান্তকে নরম সুরেই তাঁহার পঞ্জিকার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে বলেন। রামকান্ত সত্যসন্ধ ছিলেন, তিনি বলিলেন আমি যখন কেবল সত্যের জন্যই নিজবংশের দোষগুণও সংগোপন করিতে পারি নাই, তখন আমি কেমন করিয়া সত্য-লোপদ্বারা আপনাদিগের তৃপ্তিসাধন করিব? দোষমালা বলিতেছেন—

নিজকুলতরুমূলে কণ্ঠহারঃ কুঠারঃ।

কণ্ঠহার না আপনার জ্ঞাতিবান্ধবের দোষ গোপন করিলেন, না বিকর্ত্তনাদির দোষসংগোপনে সম্মত হইলেন। কাজেই বিকর্ত্তন ও তাঁহাদিগের বান্ধব অরবিন্দেরা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন ও তাঁহাদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু রতিকান্ত, গৌরীকান্ত ও রামকান্ত প্রভূতপ্রভাবশালী ছিলেন, কাজেই বিপক্ষেরা তাঁহাদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অনন্তর যেমন তাঁহাদিগের উপরতি হইল, অমনি প্রাপ্তাবসর বিষধরেরা তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততির উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। রামকান্ত আপন গ্রন্থে কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিয়াছিলেন না, কাজেই তাঁহার শত্রুসংখ্যার আধিক্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের

সন্তানগণকে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কালিয়াতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। তাঁহাদিগের বংশধরেরাই বড় কালিয়ার অম্বিন্দবংশ।

ইহারই কিয়ৎকাল পরে নরহরিদাশ কবীন্দ্রবিশ্বাসের আর একটি শাখার অর্থাৎ কমলানাম্ন কবি ডিমডিমের বংশীয় পণ্ডিতাগ্রণী হরিরামদাশ কালিয়ার পূর্ব্বোক্ত গুপ্তমহাশয়দিগের একটি কন্যার চিকিৎসার জন্ম সমাহূত হয়েন। হরিরাম যেমন চিকিৎসায় পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, তদ্রূপ অথর্ব্ববেদোক্ত ক্রিয়াকলাপেও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সামান্য চেষ্টাতে গুপ্তমহাশয়ের একমাত্র কন্যা আরোগ্যলাভ করিলে গুপ্তমহাশয় বিপত্নীক হরিরামের নিকট কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কন্যাটি অতিশয় রূপবতী ছিলেন, অর্থপ্রলোভনও সামান্য ছিল না, তজ্জন্য হরিরাম বিবাহ করিয়া শ্বশুরগৃহেই থাকিয়া গেলেন। এইক্ষণ কালিয়ার উত্তরে যে আভীর বা ঘোষপল্লী বিদ্যমান, তথায়ই "থিবরিপাড়া" নামে একটি স্বতন্ত্র পল্লী ছিল। গুপ্তগণ উহার ভূস্বামী ছিলেন। অনন্তর হরিরাম রামনগরে উঠিয়া আসিয়া হড়ের তালুকে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। হরিরামের বৃদ্ধপ্রপৌত্রের নাম রাধাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত দাশ। রাধাকান্ত যশোহরের কালেক্টরের প্রথমে পেস্কার ও পরে মহাফেজের পদে উন্নীত হয়েন। লক্ষ্মীকান্ত দিনাজপুরের জজের দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাদিগেরই বিপুল অর্থব্যয়ে রামনগরের একাংশ অট্টালিকাময় হইয়া দেওয়ানবাড়ী নামে প্রখ্যাতিলাভ করে। রামনগরে নরহরি কবীন্দ্রবিশ্বাসের শাখাপ্রভব দেওয়ানবাড়ীতে যশোহরের প্রখ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত সুখময় দাশ ও দেওয়ানবাড়ীর উত্তরপশ্চিমে বরিশালের গবর্ণমেণ্টপ্লিডার পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশ এম, এ, বি, এল, মহোদয় প্রভৃতির বাস। রামনগরে, সেনহাটীর বিকর্ত্তন ৺উমাশঙ্কর সেন, শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ সেন ও শ্রীযুক্ত মোহিতকান্ত সেন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বাস করেন। এবং রামনগরের দক্ষিণ প্রান্তে পদ্মকুলকেতু নয়দাশবংশপ্রভব ৺আনন্দচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রাসাদভূয়িষ্ঠ সুবিস্তীর্ণ বাটী। তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রদাশ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্রদাশ ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রদাশ (Book-seller) ও তাঁহাদিগের সন্তানগণ বাস করেন।

মৃজাপুর নাম, যাহা এইক্ষণে পূর্ব্ব ছোট কালিয়ার অন্তর্গত, তথায় ও পশ্চিম ছোট কালিয়ায় শক্রয়, কায়দাশ ও নয়দাশগণের বসবাস। শক্রয় মহাশয়দিগের মধ্যে ৺গিরিধরসেন, ৺হলধরসেন, ৺বংশীধরসেন উকিল হাইকোর্ট ও ৺ধরণীধরসেন মহাশয়গণ, অতীব সুখসৌভাগ্য ও প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। উক্ত ৺গিরিধরসেন মহাশয়ের পুত্র ৺যোগেন্দ্রনাথ সেন যশোহরের গভর্ণমেণ্ট উকিল ছিলেন, অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্রসেন, বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ৺বংশীবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্রসেন, বি-এল, মুনশেফী করিতেছেন। ইঁহাদিগের জ্ঞাতি ৺কালীপ্রসন্নসেন যশোহরের প্রধান উকিল ছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিকলালসেন, বি,এ, ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছেন। এবং নয়দাশবংশের শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দাশ কবিশেখর নিজ পাণ্ডিত্যদ্বারা কালিয়া অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শক্রয়গণ সেনহাটী হইতে স্থানান্তরে যাইয়া তথায় কিয়ৎকাল বসবাসের পর ছোটকালিয়ায় আসিয়া বদ্ধমূল হইয়াছেন।

বেন্দাগ্রামে উচলি, কায় ও নয়দাশ কুলীনগণের বসবাস। কর ও বিশ্বাস উপাধিধারী কয়েক ঘর বৈদ্যও রহিয়াছেন। অতি পূর্ব্বে এই গ্রাম দেবোপাধিক বৈদ্যগণদ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তাঁহারা অতীব প্রভাবশালী ছিলেন, বিষ্ণুদাশ, গণ তাঁহাদিগেরই ভাগিনেয়বংশ। উক্ত দেবগণই উচলি ও কায়প্রভৃতিকে আনিয়া বেন্দায় প্রতিষ্ঠাপিত করেন। দামাই বা দামোদর লস্কর উচলিবংশের নেতা ছিলেন। পণ্ডিতাগ্রণী গুরুনাথসেন কবিরত্নপ্রভৃতি তাঁহার বংশধর।

কালিয়ার অরবিন্দগণ, বিকর্ত্তনগণের অন্যায় অত্যাচারে সেনহাটী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা পাঠ করিয়া অনেকে হয় ত আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন। হয় ত কেহ কেহ ইহাও মনে করিতে পারেন যে, হয় ত কালিয়ার অরবিন্দগণ, সংগ্রামসাহসংস্রবে হীনমর্য্যাদ হইয়া সেনহাটীতে টিকিতে না পারিয়া আপনারাই স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই প্রকৃত কথা নহে। যদি অপসম্বন্ধের জন্য সেনহাটী পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সে কারণে বিকর্ত্তনগণকেই সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিতে হইত। কেন না অপসম্বন্ধবিষয়ে তাঁহারাই স্বর্ণপদকলাভের উপযুক্ত ছিলেন। একে ত নাগের ঘা, তাহার উপর কুণ্ড ও দেবের দৃষ্টিদ্বারাও তাঁহারা

ধুর্ব্বের হইয়াছিলেন। কিন্তু অপসবন্ধ দ্বারা তাঁহারাই প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে গৌরীকান্ত ও রামকান্ত নির্ধন পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই দরিদ্রের সন্তান নিরপরাধ মধুসূদন ও কালীচরণ প্রভৃতিকেই সেনহাটী পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল তাঁহারা নহেন, বিকর্ত্তনের বড় ভাই স্থায়পরায়ণ উচলিরাও মধুসূদনপ্রভৃতির সহায়তা করিতে যাইয়া সেনহাটী হইতে বেন্দায় বিতাড়িত হইয়াছিলেন। ফলতঃ বিতাড়িত নহে—

স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ

অরবিন্দ ও উচলি অসূয়ুবিকর্ত্তনদিগের সংসর্গ-পরিহার-মানসেই সেনহাটী পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দগণের বীজী নারায়ণদাশ উচলির জামাতা ছিলেন, এইজন্যই উচলিরা নারায়ণের সন্তানদিগের সহায়তা করেন। অবশ্য তোমরা আমার কথা স্বকপোলপরিকল্পিত বলিয়া মনে করিতে পার, একারণ আমি আমার উক্তির সমর্থনজন্য এখানে বিকর্ত্তনকুলচূড়ামণি পূজনীয় শ্যামলাল মুন্সী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিব।

শ্রীদুর্গা

কল্যাণবরেষু—আমি এক্ষণে চক্ষে ভাল দেখি না। লিখনপঠনে বড় অসুবিধা। এজন্য এক্ষণে লেখাপড়া ত্যাগ করিয়াছি। তোমার দুই পত্র পাইয়াছি। তোমার প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দিতেছি।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সেনহাটীতে আসেন। এবং সেনহাটীতে দুই পুরুষ বাস করেন। কিন্তু এদেশে অন্য কুলীন না থাকায় উচলিসেন বিক্রমপুরের বাপীধরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সূত্রে আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহ বিকর্ত্তনসেন উচলিসেনকে নির্য্যাতন করেন। গোপালসেন পর্য্যন্তও আমরা উচলিবংশের উপর বৈরতা সাধন করিয়াছি। পশ্চাৎ গোপালসেনের পুত্র কল্যাণসেন নাবালক থাকা সময় রামচন্দ্রসেন সমাজপতিকর্ত্তৃক পূর্ব্ব বাস্তুভিটাহইতে বিদূরিত হয়েন। তখন কল্যাণসেন পুরোহিতের আশ্রয়ে থাকিয়া পশ্চাৎ যে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহা পূর্ব্ববাড়ীর লাগ পূর্ব্বসীমায় থাকিলেও তাহা চন্দনীমহলগ্রাম ভুক্ত। ইতি ১৬ই পৌষ, ১৩১১ সন (বস্তুতঃ শাল)।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত।

প্রবীণগণ এতৎপাঠেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিকর্ত্তনেরা উচলি ও কালিয়ার অরবিন্দগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি সেনহাটীতে কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বংশ যেমন দরিদ্র, তেমনই নিরীহও হইয়া থাকেন, কাজেই শান্তিপ্রিয় মধুসূদন, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও কালীচরণদাশ সেনহাটী ছাড়িয়া যেন শান্তি লাভ করিলেন।

কালিয়াগত অরবিন্দগণ সংগ্রামসাহসংস্থষ্ট বটেন কিনা, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব, কিন্তু রামকান্ত যে কারণে বিকর্ত্তনের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন, তাহা আমরা একে একে প্রদর্শন করিতেছি। সত্যপ্রিয় কণ্ঠহার প্রথমেই লিখিলেন যে—

মহৎপরিগৃহীতত্বাৎ নাগাদিত্যৌ অপি ক্বচিৎ।

অর্থাৎ নাগ ও আদিত্যেরা বৈদ্য নহেন, তবে মহতেরা উঁহাদিগের কন্যা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া উঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া উঁহাদিগকেও গৌণকল্পে বৈদ্যশ্রেণীতে ধরা গিয়া থাকে।

আমরা এক্ষণ ভূয়োদর্শনবলে জানিতেছি যে নাগ ও আদিত্যেরাও যথার্থই বৈদ্য ছিলেন। যদি কেহ ব্রজসুন্দরমিত্রমহাশয়কৃত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, আদিত্যাখ্য বৈদ্যগণ চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থরাজগণের প্রভুত্বপ্রলোভনে পড়িয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্র-প্রভাতে দেখা যায় যে বহু আদিত্য বৈদ্যের সহিত আমাদিগের আদানপ্রদান হইয়াছে। সুতরাং আদিত্যগণ অকুলীন হইলেও যে বৈদ্য ছিলেন, তাহাও ধ্রুবষ্ট। ঐরূপ যখন দেখা যায় যে পিঙ্গল নাগ বৈদিক ছন্দোগ্রন্থের প্রণেতা এবং দিঙ্‌নাগ একজন প্রধান শাব্দিক ছিলেন, এবং শোভাকর নাগ ধন্বন্তরি সেনকে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করেন। তখন সে কালের সংস্কৃতপাঠাধিকারী ও আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক নাগগণ যে কায়স্থ বা শূদ্র ছিলেন না, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন। আর এখন যেমন সোমোপাধিক বৈদ্য একঘরও দেখা যায় না, সবই কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ নাগেরাও কায়স্থ মহাসাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগগণের বৈদ্যত্ব অস্তাচলগামী হইবার সন্ধিস্থলে ধন্বন্তরি শোভাকর নাগের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাই লোকে না বুঝিয়া ও না জানিয়া তাঁহাকে ও অয়দাশকে

আক্রমণ করেন। মহাকুল জয়দাশ দন্তভরে কাহারও পদানত না হওয়ায় তাঁহার কুল বিনষ্ট হয়, পক্ষান্তরে ধন্বন্তরি ও গাংগুরী সামাজিকগণের নিকট বিনীত হইয়া ক্ষমা ও দোষক্ষালন প্রার্থনা করিলে তাঁহার কুলে কৌলীন্য "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় থাকিয়া যায়। রামকান্ত এই কথাগুলির আবার তোলপাড় না করিলেই ভাল হইত, তোলপাড় করাতে বিকর্ত্তন প্রভৃতি ও বিকর্ত্তনের দৌহিত্র জামাতা অরবিন্দগণ রামকান্তদের উপর খড়্গহস্ত হয়েন। রামকান্ত স্থানান্তরে বলিয়াছেন যে—

> সিদ্ধং সাধ্যং তথাকষ্টং ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে।
> সাক্ষাৎপরম্পরাসাধ্যসম্বন্ধঃ কুলদূষণম্॥
> কষ্টৈঃ শ্রীহট্টদেশীয়ৈঃ সম্বন্ধস্তুতি গর্হিতঃ।
> শ্বিত্রং যথা শরীরস্থ তস্মাৎ যত্নেন তং ত্যজেৎ॥
> শক্ত্যা সংস্থ্রিয়তে ক্বাপি কুলদোষো মহানপি।
> যথা চন্দ্রস্যাংশুজালৈঃ কলঙ্কঃ পরিভূয়তে॥
> গাংগুরিদুহিসেনাদেরত্রোদারণং মতম্। ৩ পৃঃ

কুল তিন প্রকার, সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যদি কুলীনেরা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধেও সাধ্যবৈদ্যগণ সহ সম্বন্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কৌলীন্য দূষিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবার শ্রীহট্টদেশীয় বৈদ্যগণ কষ্ট-সাধ্য, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ করা অতীব গর্হিত কার্য্য, শ্বিত্ররোগের ন্যায় উহাকে স্পর্শও করিবে না

তবে কি কোনও কুলীন কখন শ্রীহট্টদেশের কষ্টবৈদ্য, কিংবা দেব, কুণ্ড, ধর ও নাগ প্রভৃতি সাধ্যবৈদ্যদিগের সহিত ক্রিয়া করেন নাই? হাঁ গাংগুরী তনয় বিকর্ত্তনপ্রভৃতি ও শক্তিসম্ভব দুহি পুণ্ডরীক প্রভৃতি ঐ সকল সাধ্যবৈদ্য সহ কার্য্য করিয়া দূষিত না হইয়াছেন তাহা নহে। তবে তাঁহারা কেহ ধনজন প্রভাবে কেহ বা বিনয়াদিদ্বারা চন্দ্রকিরণজালদ্বারা কলঙ্কের ন্যায় সেই সকল দোষের আচ্ছাদন করিয়াছেন।

এখানে গাংগুরী বা বিকর্ত্তন, উচলি, কন্দর্প, আদিত্য ও ভরত শক্রঘ্ন প্রভৃতি এবং প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ, পীতাম্বর ও উমাপতি প্রভৃতি তুল্যভাবে

আক্রান্ত হওয়ায় ধন্বন্তরি ও শক্তি উভয়দলই রামকান্তদের ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করেন। কণ্ঠহার স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

স্থানদোষাৎ রাজদোষাৎ তথা সম্বন্ধদোষতঃ।
সিদ্ধবংশোদ্ভবা যে যে সাধ্যভাব মুপাগতাঃ।
তথা কষ্টত্ব মাপন্না স্তানত্র প্রবিচক্ষহে॥ ৪ পৃঃ

স্থানত্যাগদোষ, রাজা বল্লালের সংশ্রবদোষ (বা সংগ্রামসাহসংশ্রব) ও সাধ্যকষ্টাদি বৈদ্যগণসহ সম্বন্ধদোষে সিদ্ধবংশপ্রভব মহাকুলেরাও কৌলীন্য হারাইয়া কেহবা সাধ্যবৈদ্যত্ব ও কেহবা কষ্টসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কে কে এইরূপে সাধ্য ও কষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন? উক্তঞ্চ—

গুপ্তবংশে মহৎস্বল্পৌ উভৌ অপ্যধিকারিণৌ।
তত্রৈব ভ্রাতরঃ সপ্ত ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ॥
গরিসেনোহঙ্কসেনশ্চ ভসেনোমীনসেনকঃ।
স্বর্ণপীঠশ্চ পঞ্চৈতে শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাঃ॥
বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ।
এষাং হি প্রতিপত্তিস্তু নৈব কুত্রাপি দৃশ্যতে॥ ৪ পৃঃ

এখানে রামকান্ত, গুপ্ত, ধন্বন্তরি ও শক্তিগণের রাজদোষ দেখাইয়াও বিকর্ত্তনাদির বিষনয়নে পতিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ মহাকুল অরবিন্দ ও বিষ্ণু এবং ছোটকুল গয়দাশ (নর ও যদুনন্দন) গণও বল্লালের নিমন্ত্রণে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। রামকান্ত এতদ্দ্বারা নিজ কুলের পবিত্রতাপ্রদর্শন করায় সকলে চটিয়া যান। তথাহি—

শ্রীহট্টীয়স্য দেবাইবিশ্বাসস্য সুতাপতেঃ।
হরিহরাচ্চ গোপালো নরশ্রীপতিজাসুতঃ।
অস্তেবাপরপক্ষে তু সন্ততির্নৈব জায়তে॥ ৯ পৃষ্ঠা

গণবংশপ্রভব হরিহরসেনের দুই বিবাহ। এক বিবাহ নরদাশবংশে তাহাতে গোপালসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি শ্রীহট্টদেশীয় দেবাইবিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই।

রামকান্ত এ নিস্ফল বৃক্ষের রোপণবৃত্তান্ত গ্রহস্থ না করিলেই পারিতেন কিন্তু কাহাকেও খাতির করিয়া সত্য গোপন করা হইবে না, এ কারণ

হরিহরের শ্রীহট্টদোষ প্রদর্শিত হয়। ইহাতে গণেরা চটিয়া লাল হয়েন।

ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুশলিনো গণো হিঙ্গুশ্চ মাধবঃ।
গণস্তেনায়িতেঘর্য্যাং পয়ো গায়াঞ্চ হিঙ্গুকঃ।
মাধবঃ পঞ্চখুপ্যাঞ্চ বসতিং তেহি চক্রিরে॥ ৬ পৃঃ
রুদ্রসেনোঽনন্তসেনৌ হিঙ্গুসেনসুতাবুভৌ।
রুদ্রস্য সন্ততির্নাস্তি সন্তি যে তে বিদেশগাঃ॥ ২৩ পৃঃ
ব্যাসসেনাৎ সুতৌ জাতৌ রামপীতাম্বরাবুভৌ।
গুপ্তত্রিপুরবংশীয়-প্রজাপতিসুতাত্মজৌ॥
রামসেনাৎ চতুঃপুত্রা সুধাকরসুতাসুতাঃ।
ধর্ম্মাঙ্গদশ্চ গোবিন্দঃ প্রভাকরশ্চতুর্ভুজঃ॥ ২৪ পৃঃ

এখানে দেখা যাইতেছে যে, রাম ও পীতাম্বরসেনের মাতামহ প্রজাপতি গুপ্ত ও প্রভাকর প্রভৃতির মাতামহ নয়দাশবংশীয় সুধাকরদাশ, তাহা উল্লিখিত রহিয়াছে। অথচ গণ, হিঙ্গু ও মাধব, রুদ্র ও অনন্তসেনের মাতামহ কে কে তাহা বলা হইল না। কেন বলা হইল না? রামকান্ত তুঁহির পিতা পুণ্ডরীকের ধর শ্বশুরের নাম লইলেন, আর ইঁহাদের মাতামহের নাম ছাড়িয়া দিলেন? নিশ্চয়ই ইঁহারা কুণ্ড, আদিত্য বা ঐরূপ কোন হীন বৈদ্যের দৌহিত্র ছিলেন, রামকান্তও তাহা লিখিয়া থাকিবেন, পরে কেহ তাহা কোন সময়ে তুলিয়া ফেলিয়াছেন। সম্ভবতঃ রামকান্ত তাহা লিখিয়াও হিঙ্গুদের বিষনয়নে পড়িয়া থাকিবেন। তথাহি—

জয়রামঃ সুতোজজ্ঞে চন্দ্রশেখরসেনতঃ।
জগদানন্দজাপুত্রৌ তথৈকা তনয়াপিচ॥
তস্য পুত্রী ভবানন্দদাশেন চ বিবাহিতা।
নন্দনস্য তু পুত্রেণ পুখরীপাড়বাসিনা॥ ৩০

হিঙ্গুপীতাম্বরবংশপ্রভব চন্দ্রশেখরসেন নয়দাশ জগদানন্দের কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে জয়রাম নামে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সেই কন্যাকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পুখরীপাড় (পোহরপাড়) নিবাসী নন্দনের পুত্র ভবানন্দদাশ বিবাহ করেন।

ইহা লিখিয়াও রামকান্ত পীতাম্বরসন্তানগণের বিষনয়নে পতিত হয়েন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় ঠাকুরমহাশয় একখানি কণ্ঠহার কলিকাতায় ছাপিতেছেন। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠহারে পুখরীপাড়প্রসঙ্গ নাই। পক্ষান্তরে সেনহাটীর বিকর্ত্তনকুলচূড়ামণি বৃদ্ধতম পুজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মুন্সী মহাশয় বলিলেন যে, ঢাকায় যখন বিকর্ত্তন রাজকুমারসেন মহাশয় ও হিন্দু চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কণ্ঠহার ছাপান, তখন মুন্সী মহাশয় তাঁহাদের কথামত ৫।৬ খানি কণ্ঠহার সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন। তন্মধ্যে মাহিলাড়াগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্রসেন মহাশয় যেখানি সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহাতে প্রতিলিপি করার সন তারিখ পর্য্যন্ত আছে। ঐ গ্রন্থখানি রামকান্তের ১৫৭৫শকের গ্রন্থের ১৫।১৬ বৎসরের ছোট। সুতরাং উহা বিশেষপ্রামাণ্য। উহাতে ও আরও ৩।৪ খানিপুথিতে পুখরীপাড়ের কথা আছে। আর একখানিতে পুখরীপাড় কথাটী আছে, কিন্তু কালী দিয়া এমন ভাবে কাটা যে, কেহ কাচ দিয়া না দেখিলে সহজচক্ষে সহসা পড়িতে ও ধরিতে পারে না। ফলতঃ উক্ত পুখরীপাড়প্রসঙ্গ না থাকিলে রাজকুমারবাবু ও চন্দ্রনাথবাবু বিশেষ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোক হইয়াও কেন একটা মিথ্যা কথা গ্রন্থে প্রবেশ করাইবেন ? অন্যেরাইবা কেন জাল করিতে যাইবে ? আর ভাবাবলীপ্রণেতা জগন্নাথগুপ্তই বা কেন বলিবেন যে—

পীতাম্বরস্য সন্তানাঃ কেচিৎ উজ্জ্বলভাবগাঃ।
কেচিৎ ন্যূনা স্তুতঃ কেচিৎ চন্দ্রশেখরবংশজাঃ॥

অর্থাৎ হিন্দুদিগের মধ্যে প্রভাকর ও ধর্ম্মাঙ্গদ মহোজ্জ্বল, পীতাম্বরের সন্তানেরা কেহ উজ্জ্বল ও কেহ কেহবা তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন ভাবাপন্ন। যেমন চন্দ্রশেখরসেনের বংশপ্রভবগণ। আমরা মনে করি যে উক্ত শ্রীহট্টীয় পুকুরপাড়সংশ্রবনিবন্ধনই চন্দ্রশেখরসন্তানগণ অনুজ্জ্বলভাব ধারণ করেন। হড় ঠাকুর মহাশয় আমার প্রশ্নে বলিলেন যে, "হাঁ আমার নিকট সূর্য্যদাশঘটক প্রণীত দোষমালা আছে।" আমি বলিলাম, আমাকে দেখিতে দিন, তিনি বলিলেন যে "উহা আমি পৃথিবীর কাহাকেও দেখিতে দিব না।" খুব সম্ভব উহাতেও পুখরীপাড়ের কথা বিবৃত আছে। তথাহি—

শঙ্করাচ্চ সুতৌ জাতৌ রামলক্ষ্মণকা বুভৌ।
রঘুনাথসুতাপুত্রৌ তথৈকা তনয়াঽজনি॥

কন্যাং চতুর্ধুরীণস্য সেনবর্ষনিবাসিনঃ।
হরিচরণগুপ্তস্য তনয়ঃ পরিণীতবান্॥ ৩১

হিঙ্গু পীতাম্বরের সন্তান শিবশঙ্করসেনের কন্যাকে সেনবর্ষনিবাসী হরিচরণ গুপ্ত চৌধুরীর পুত্র বিবাহ করেন। এই সেনবর্ষ শ্রীহট্টজিলাস্থিত। উহা এখন ছেলবরষ নামের বিষয়ীভূত। উহা লিখিতে যাইয়াও রামকান্তকে পীতাম্বরবংশের শত্রু হইতে হয়।

হিরণ্যাখ্যস্য সেনস্য তনয়ো রাঘবোঽভবৎ।
শ্রীহট্টদেশবাসীয়শুভঙ্করসুতাসুতঃ॥ ৪২ পৃঃ

শক্তি মাধবসেনের বংশপ্রভব হিরণ্যসেনের পুত্র রাঘবসেন শ্রীহট্টের শুভঙ্কর খাঁএর দৌহিত্র। ইহা লিখিয়াও রামকান্ত অনেকের চক্ষুঃশূল হয়েন। তথাহি—

গাণ্ডেয়িঃ সাণ্ডুসেনশ্চ নাগজায়াং বভূবতুঃ।
অয়ঞ্চ শোভাকরনাগকন্যাং।
ধন্বন্তরির্দৈববশাৎ ব্যূবাহ।
দোষোঽয় মস্মিন্ কুলজে ন দৃশ্যঃ,
চন্দ্রে সুধাধাম্নি যথা কলঙ্কঃ॥ ৪৭ পৃঃ

এই কটাক্ষপাতে বিকর্ত্তনপ্রভৃতি রামকান্তের গোষ্ঠীর প্রতি কিরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহাও চিন্তনীয়। তথাহি—

গাণ্ডেয়িকস্য ষট্ পুত্রা হিঙ্গুসেন স্ত্রিলোচনঃ।
ঊষাপতিঃ পদ্মনাভসেনশ্চ মধুসূদনঃ॥
হিঙ্গোঃ সুতাঃ শ্যামচলির্ডমনশ্চ বিকর্ত্তনঃ।
বলভদ্রো হলকলৌ অন্ত্যোপান্তৌ নিরন্বয়ৌ॥
শ্রীবঙ্গোনন্দনশ্চৈব দৈত্যারিঃ পর্ব্বতস্তথা।
মাধবোপ্যুচলেঃ পুত্রা বাপীধরসুতাসুতাঃ॥ ৪৭ পৃঃ

উচলি যে বাপীধরের কন্যা বিবাহ করেন ও তাহাতে যে বিকর্ত্তনগণ হইতে উচলি সন্তানগণের লাঞ্ছনা ও সেনহাটী পরিত্যাগ ঘটে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামকান্ত উচলির বিবাহের কথা বলিলেন, অথচ গাণ্ডেয়ী ও হিঙ্গুর বিবাহের কথা বলিলেন না কেন? আমরা মনে করি তাহা অবশ্যই বলিয়া-

ছিলেন। কিন্তু কেহ কোন সময়ে সে পঙ্ক্তিগুলি তুলিয়া ফেলিয়া আপনাদের বিশুদ্ধি দেখাইয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হর ঠাকুর মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে—

"অরবিন্দ ও বিকর্ত্তন উভয়েই সমান।
কিন্তু বিকর্ত্তন ধন্বন্তরির নাগদোষ এবং
দেব ও কুণ্ড দোষ আছে, অরবিন্দের কুল
নির্ম্মল। তবে ধন্বন্তরির সে দোষ অরবিন্দ
মার্জ্জনা করিয়া লইয়াছেন।

৩১শে শ্রাবণ ১৩১০ সন। আশীর্ব্বাদক
শ্রীচন্দ্রকান্তশর্ম্মা।

বিকর্ত্তনের দেব ও কুণ্ডদোষের কথা কেন বলা হইল? কণ্ঠহারে ত উহা দেখা যায় না? হড়ঠাকুরমহাশয় যে রাঢ়ের কুলপঞ্জিকা পড়িয়াছেন, তাহা ত কখন তিনি বলেন নাই। ফলতঃ দেব ও কুণ্ডসংশ্রবের কথা যে যে শ্লোকে ছিল, তাহা নিশ্চয়ই অপসারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা চন্দ্রপ্রভায় লিখিত দেখিতে পাইয়া থাকি যে—

ধন্বন্তরেরস্য বধূ পরাসীৎ।
যা তেজকুণ্ডস্য তনুপ্রসূতা॥
তামেব বিদ্যাপতিদেবকন্যা
দধার কুক্ষৌ নিজবংশধন্যা॥ ১৬ পৃঃ
অথামী হিঙ্গুসেনস্য তনয়াঃ পঞ্চ জজ্ঞিরে।
বঙ্গদেশসমুদ্ভূতদেবকন্যাসমুদ্ভবাঃ॥ ১০৫ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

এখন পাঠক দেখুন, বিকর্ত্তনবংশের দেব ও কুণ্ডদোষ নাগদোষের উপরেও ছিল কিনা? আর রামকান্তের তাহা লেখাও সম্ভব ছিল কিনা। নিশ্চয়ই কেহ তাহা তুলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাহা লেখাতেই দম্ভস্ফীত বিকর্ত্তনেরা রামকান্তের উপর হাড়ে চটিয়া যান। তথাহি—

শ্রীহট্টবাসিনে দেবানন্দাদিত্যায় তাং দদৌ। ৫৯

রামসেনের প্রপৌত্র রুদ্রসেন আপনার কন্যাকে শ্রীহট্টের দেবানন্দআদিত্যের নিকট বিবাহ দেন। সেনহাটির রবিসেন মহামণ্ডলের পুত্র রামসেন

মহাপণ্ডিত ও পদস্থব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিকর্ত্তনের ভ্রাতা ডমনের বংশধর। সুতরাং রামসেনের এই কথা লিখিতে যাইয়াও রামকান্ত সপ্তরথি পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় ফাঁফরে পড়েন।

অন্যাং চ জানকীনাথো বাটুখিপাঁচাইপুত্রকঃ।
পালদেবকুলোদ্ভূতস্তথা গঙ্গাধরোঽপরাম্॥ ৬৪ পৃঃ

লক্ষ্মণবংশপ্রভব মকরন্দসেনের এক কন্যাকে বাটখি (বাখি)র পাঁচাইদের পুত্র শুভবিবাহ করেন। ইহা লিখিয়াও রামকান্ত অনেকের কোপে পড়িয়াছিলেন।

শ্রীহট্টবাসিনো দেবানন্দাদিত্যস্য কন্যকাং।
পরিণীয় বাসুদেবো দেশান্তর মুপেয়িবান্॥

শত্রুঘ্ন বাসুদেবসেন শ্রীহট্টের দেবানন্দ আদিত্যের কন্যা বিবাহ করিয়া সেনহাটী হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যান।

সপ্ত পুত্রা জয়পতের্ব্বভূবুর্ভাস্করাদয়ঃ।
কন্যৈকা দত্তদৌহিত্রাঃ পরিণীতা চ সা সুতা।
শুভঙ্করেণ খানেন শ্রীহট্টদেশবাসিনা॥ ৯০ পৃঃ

বিকর্ত্তনের ভ্রাতা ডমনের বংশপ্রভব জয়পতিসেন দত্তকন্যা বিবাহ করেন ও তাঁহার কন্যা আবার শ্রীহট্টের শুভঙ্কর খাঁ বিবাহ করিয়াছিলেন।

হরেঃ কৃষ্ণ স্ততোবাণী দত্তজাগর্ভসম্ভবঃ। ৯১
শৈয়ালশিবরামায় জানকীরক্ষিতায় চ॥ ৯৫

বিকর্ত্তনবংশপ্রভব হরিসেন দত্তকন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে কৃষ্ণ ও বাণীনাথসেনের জন্ম হয়। বিকর্ত্তন জগন্নাথসেন আপনার এক ভগিনীকে জানকীরক্ষিতের নিকট বিবাহ দেন।

হরিচরণগুপ্তস্য সেনবর্ষনিবাসিনঃ।
কন্যাং ব্যুবাহ রাজীবস্তস্য চৈকঃ সুতোঽজনি॥ ৯৭ পৃঃ

বিকর্ত্তন রাজীবসেন শ্রীহট্টের সেনবরষনিবাসী হরিচরণগুপ্তের কন্যা বিবাহ করেন।

জনাপবাদভীতোঽপি রমানাথোঽতিশীলবান্।
ধর্ম্মঘটং সমারুহ্য ধর্ম্মতঃ শুদ্ধি মীয়িবান্॥ ৯২ পৃঃ

বিকর্ত্তনবংশপ্রভব মহাকুল রমানাথসেনের যবনাপবাদ হয়। পরে তিনি ধর্ম্মঘট স্থাপন করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্যের ঘাটে ঘট করিয়া স্থাপন।
রমানাথের যবনবাদ হইল মোচন॥

বিকর্ত্তনবংশের মহিলাবিশেষের সম্বন্ধে এ কথা লেখাতে সমুদায় ধন্বন্তরি হিঙ্গু ও অরবিন্দগণ একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। রামকান্তকে পুনঃ পুনঃ বলাতেও তিনি সত্যসংগোপনভয়ে বা স্বাধীনতারক্ষার জন্য কণ্ঠহার হইতে ইহা তুলিয়া ফেলেন না। তাহাতেই সেনহাটীর অরবিন্দ জ্ঞাতিগণ (অবশ্য বিকর্ত্তনের কুটুম্বেরা) ও হিঙ্গু বিকর্ত্তনগণ সকলে এক যোট হইয়া রতিকান্ত, গৌরীকান্ত ও রামকান্তকে সমাজে আটক করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারাও একবারে হীনবল ছিলেন না বলিয়া তখন সেনহাটীই থাকিয়া যান। পরে রতিকান্ত ও তাঁহার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ, মধ্যম ভ্রাতা গৌরীকান্ত ও রামকান্ত স্বয়ং উপরত হইলে উচলির উপর উৎপীড়নকারী উৎপীড়নদক্ষ বিকর্ত্তনেরা গৌরীকান্তের সন্তান মধুসূদন, পৌত্র কালীচরণ ও রামকান্তের পুত্র রঘুরামের উপর এরূপ অত্যাচার করেন যে তাঁহারা পুণ্যভূমি সেনহাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এবং তদবধি সেনহাটীর বিকর্ত্তন ও তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অরবিন্দগণ কালিয়ার অরবিন্দগণকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা পান ও অদ্যাপি সেই আক্রোশ ষোল আনাই বজায় রাখিয়াছেন এবং আপনারা স্বয়ং চালনী হইয়াও বলিয়া বেড়ান যে কালিয়ার অরবিন্দেরা ছুচ, উঁহাদের সংগ্রামসাহদোষ ও উঁহারা আমাদের নিকট অনেক খাট!!! কিন্তু কালিয়াসমাজে অরবিন্দ, বিকর্ত্তন, উচলি, শত্রুঘ্ন, হিঙ্গু, উমাপতি, কান্ন ও নয়দাশ কুলীনগণ, বিশেষতঃ তিন চারিশত ঘর কৃতবিদ্য ও পদস্থ অরবিন্দ ও বিকর্ত্তন-প্রভৃতি থাকাতে কালিয়া সমাজ কেন যে সেনহাটীহইতে খাট হইতেছে তাহা আমরা ভাবিয়াও পাইতেছি না। ফলতঃ কালিয়ার অরবিন্দগণ কিছুতেই সেনহাটীর অরবিন্দগণহইতে ন্যূন নহেন, পরন্তু উভয়েই তুল্যভাবে মহোজ্জ্বল এবং যেমন সেনহাটী কালিয়ার মুখাপেক্ষী নহেন, তদ্রূপ কালিয়াও সেনহাটীর মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা সেনহাটীহইতে গুরু পুরোহিত লইয়া আসিয়া বেন্দা ও বড়কালিয়ায় স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কেন সেনহাটীর

মুখাপেক্ষী হইবেন? আর সেনহাটীর বিকর্ত্তন-গণ রাঢ়ের নরহট্টের তুল্য-মর্য্যাদ মধ্যমকুল, উঁহাদিগকে কালিয়ার অরবিন্দগণ হীন ভিন্ন কখনই তুল্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন না। বলিবে বিকর্ত্তনের এত প্রভাব কেন হইয়াছিল? কেননা সকল দোষীরা একগাট্টা হইয়া নির্ম্মলকুল অরবিন্দ রামকান্তাদিকে নিষ্পেষিত করেন, জগতে দলবান্‌ই সর্ব্বদা বলবান্ হইয়া থাকে? তাই সামান্য তৃণগুচ্ছও হস্তীর বন্ধন করিতে সমর্থ হয়। আমরা ভরতের একটি বচন তুলিয়া এ কথার সমর্থন করিব।

অসৌ ত্রিদোষাঽপহতোপি সদ্ভিঃ।
আপ্তৈর্ভিষগ্‌ভির্নিরুপদ্রবোঽভূৎ ॥
অনেকবন্ধোঃ প্রতিকারভাজো।
দোষোমহানপ্যুপশান্তিমেতি ॥ ৭৬ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

এই ধন্বন্তরি ও তৎপুত্র গাঙ্গেয়িসেন নাগদোগ, কুণ্ডদোষ ও দেবদোষ এই ত্রিদোষসন্দুষ্ট হইলেও তাঁহাদিগের আত্মীয় অরবিন্দগণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাগদেব ও কুণ্ডের সহিত ক্রিয়া করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই ধনে বন্ধু ও বান্ধব লাভ করিয়া এমনই প্রভাবশালী হইয়াছিলেন যে নির্দ্দোষ মধুসূদনাদিকে বাধ্য হইয়া সেনহাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক কালিয়াতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। যাঁহারা প্রকৃত দোষী, তাঁহারা দেশে রহিলেন, আর যাঁহারা কোনও দোষে দোষী নহেন, তাঁহাদিগকে ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যেহেতু "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ"।

মিথ্যাবাদীরা বলিয়া থাকেন যে বিকর্ত্তনের অত্যাচার ও বৈরনির্য্যাতন কালিয়ার অরবিন্দগণের সেনহাটীপরিত্যাগের হেতু নহে। তবে তাঁহারা হামবৈদ্য সংগ্রামসাহের সহিত কার্য্য করিয়া সমাজে ছোট হওয়াতেই সেন-হাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত কথা নহে। ফলতঃ সংগ্রামসাহ জাতিতে বৈদ্য ভিন্ন জুগীজোলা ছিলেন না। তাহা হইলে রাঢ়বঙ্গের সকল বৈদ্যই তাঁহার সহিত যৌনসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেন না। আর কালিয়ার অরবিন্দগণও কেহই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধেও সংগ্রামসংলিপ্ত হয়েন নাই। বিকর্ত্তনদিগের যবনবাদের কথা কণ্ঠহারে স্থান দেওয়াতেই রাম-কান্তের বংশীয়দিগকে সেনহাটী পরিত্যাগ করিতে হয়। বিকর্ত্তন ও বিকর্ত্তনের

জামাই, ভাগিনেয় অরবিন্দেরা সমবেত হইয়াই এই বৈরনির্য্যাতনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাই এখনও সেনহাটীর অরবিন্দগণ কালিয়ার জ্ঞাতিগণকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ নহেন। আমরা কণ্ঠহার ও চন্দ্রপ্রভাহইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইব যে সংগ্রামসাহের কৃপাভোগ না করিয়াছেন, এমন একজন কুলীনও রাঢ়ে বঙ্গে ছিলেন না, পক্ষান্তরে কালিয়ার অরবিন্দগণ সম্পূর্ণরূপেই সংগ্রামসাহসম্পর্কপরিশূন্য। সংগ্রাম যথার্থই বিশুদ্ধ বৈদ্যসন্তান ছিলেন। সংগ্রামসাহসমাগম কৌলীন্যভ্রংশের কারণ হইলে সমগ্র বাঙ্গলা মুলুকের একজন বৈদ্যেরও কেবল কৌলীন্য নহে, পরন্তু জাতি ও বৈদ্যত্ব নাই, ইহা প্রসন্নচিত্তেই স্বীকার করিতে হইবে। সতীনকে বিধবা করিতে গেলে যে আপনাকেও বিধবা হইতে হয়, এ জ্ঞান চিরদ্বন্দ্বপ্রিয় বিকর্ত্তনগণের ছিল না। কণ্ঠহার বলিতেছেন যে—

রামচন্দ্রাৎ উভে কন্যে সংগ্রামসাহজাসুতে। ৯২ পৃঃ

বিকর্ত্তন রমানাথসেন যিনি যবনাপবাদগ্রস্ত ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্র রাজা সংগ্রামসাহের কন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে দেখ কালিয়ার কোনও অরবিন্দই সংগ্রামসাহ সহ আদানপ্রদান করেন নাই।

শিবনাথো ব্যবাহৈকাং শক্তিমাধববংশজঃ।
অন্যাং কায়ুকুলোদ্ভূতরঘুনন্দনগুপ্তকঃ॥ ঐ

উহার মধ্যে শক্তিমাধব শিবনাথসেন এক কন্যা ও কায়ুগুপ্ত রঘুনন্দন অন্য কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

উক্ত রমানাথের বংশীয়গণ এখনও বিদ্যমান, তাঁহার সেনহাটিবাসী জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছিলেন, এমন কোনও কথা কণ্ঠহার বলেন নাই লোকমুখেও তাঁহার কৌলীন্যবিধ্বংসের সংবাদ শ্রুত হইয়া থাকে না। বিশেষতঃ সংগ্রামের দৌহিত্রীদ্বয়ও অবিবাহিতা ছিলেন না, সুতরাং সংগ্রামসাহ কোন অখাদ্য বস্তু ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অখাদ্য হইলেও সর্বভুক্ বিকর্ত্তনেরাই তাঁহাকে সুখাদ্য বলিয়াই জানিতেন ও প্রসন্নচিত্তেই গলাধঃকরণ করিতেন। অথচ দোষী কালিয়ার অরবিন্দগণ।

রামনাথঃ শিবনাথো দেবনাথঃ সুতাপি চ।
সংগ্রামসাহকন্যায়াং বিশ্বনাথাচ্চ জজ্ঞিরে।
কন্যকাং তামুদবহৎ বংশীবদনসেনকঃ॥ ৪৯

বিকর্ত্তনের সহোদর উচলির বংশীয় বিশ্বনাথসেন সংগ্রামসাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উক্ত কন্যাকে মহাকুল শক্তি, হিঙ্গু বংশীবদনসেন বিবাহ করেন। (৩৫ দেখ)।

দুর্দ্দৈবাশনিসম্পাতাৎ রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়াপাণিগ্রহণপীড়িতঃ॥ ৫০

উচলি রঘুনাথসেন সংগ্রামসাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াই লোকান্তর গত হয়েন। উহা যেন তাঁহার পক্ষে বজ্রাঘাত তুল্যই হইয়াছিল।

রঘুনাথাৎ রামভদ্রো রামনাথো জনার্দ্দনঃ।
শালঙ্কায়নসম্ভূতলক্ষ্মীনাথসুতাসুতাঃ॥ ৬০

ধন্বন্তরি রামসেনের বংশীয় রামভদ্রসেনপ্রভৃতি সংগ্রামসাহের বংশীয় রাজা লক্ষ্মীনাথের দৌহিত্র।

রামো বুবাহ তনয়াং লক্ষ্মীনাথস্য ভূপতেঃ। ৮০

আদিত্যবংশপ্রভব রামসেন সংগ্রামসাহের বংশীয় রাজা লক্ষ্মীনাথের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

কাশীনাথস্য সেনস্য চতুষ্পুত্রা হি জজ্ঞিরে।
গঙ্গাধরশ্চ কন্যৈকা সার্ব্বভৌমসুতাসুতা॥
সংগ্রামসাহতনয়ো রাধাকান্তো বুবাহ তাম্। ৮৩ পৃঃ

আদিত্যবংশীয় কাশীনাথসেনের শিবনাথ ও গঙ্গাধর প্রভৃতি চারি পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সেনহাটীর অরবিন্দ রমানাথ সার্ব্বভৌমের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। এই কন্যাকে সংগ্রামসাহের পুত্র রাধাকান্ত বিবাহ করেন। সুতরাং ইহাদ্বারা সেনহাটীর ধন্বন্তরি আদিত্যবংশ ও অরবিন্দবংশ সংগ্রামসাহ সংপৃক্ত হইয়াছিলেন, এরূপ বুঝিতে হইবে। সেনহাটীর অরবিন্দ-বংশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়, বিশেষতঃ বিকর্ত্তনের সমর্থক তাঁহারা অনেকেই এই রমানাথসার্ব্বভৌমেরই বংশধর। তথাহি—

সংগ্রামসাহদৌহিত্রীং রামমোহনকন্তকাং।

ব্যুবাহ রঘুদেবঃ সা প্রস্থয় কন্তকে মৃতা॥ ১১০

সেনহাটীর অরবিন্দ রমানাথসার্ব্বভৌমের বংশীয় রঘুদেব সংগ্রামসাহের দৌহিত্রী বিবাহ করেন। সেই দৌহিত্রী দুই কন্তা প্রসবিয়াই উপরত হয়েন।

সংগ্রামসাহকন্তায়াং রঘুনাথাৎ উভৌ সুতৌ।

দ্বে কন্তে চ তয়ো রেকাং ভোলানাথোঽমৃতান্বয়ঃ॥

অন্যাঞ্চ বটুতলীগুপ্তো রাজীবঃ পরিণীতবান্॥ ৮৩

আদিত্যবংশীয় রঘুনাথ সংগ্রামসাহের জামাতা। সংগ্রামের কন্তার গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্তা প্রসূত হয়। এক কন্তা অমৃতদাশবংশীয় ভোলানাথ ও অন্য কন্তা রাজীবলোচন গুপ্ত বিবাহ করেন।

তিস্রঃ কন্তাস্ত্রয়ঃ পুত্রা দুর্গাদাসাচ্চ জজ্ঞিরে।

রাজ্ঞঃ সংগ্রামসাহস্য তনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥ ১২

গণবংশীয় দুর্গাদাসসেন সংগ্রামসাহের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে তিন পুত্র ও তিন কন্তা প্রসূত হয়।

ভবনাথো ব্যুবাহাস্তাং বিশ্বনাথোঽপরাং সুতাং।

কনীয়সীং বাসুদেবো নরসিংহকুলোদ্ভবঃ॥ ১২

নয়দাশবংশপ্রভব ভবনাথ ও বিশ্বনাথদাশ এবং রামদাশবংশপ্রভব বাসুদেব উক্ত কন্তাত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন। (১২৯—৩০ পৃঃ দেখ)।

সদাশিবাৎ ত্রয়ঃ পুত্রা গোপীরমণসেনকঃ।

রামানন্দস্তথা কৃষ্ণানন্দশ্চ কন্তকে উভে॥

হৃষীকেশসুতাপুত্রাঃ কন্তামেকাং ব্যুবাহ চ।

শালঙ্কায়নসম্ভূতসংগ্রামসাহভূপতিঃ॥

দুর্গাদাসোঽপরাং কন্তাং বিনায়ককুলোদ্ভবঃ॥ ৪০

শক্তি-মাধববংশীয় সদাশিবসেনের গোপীরমণপ্রভৃতি তিন পুত্র ও দুই কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা নয়দাশবংশীয় হৃষীকেশদাশের দৌহিত্র। রাজা সংগ্রামসাহ নিজে উহার এক কন্তার পাণিগ্রহণ করেন ও ধন্বন্তরি বিনায়ক দুর্গাদাসসেন অপর কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মাধবোজগদানন্দো গোপীরমণতঃ সুতৌ।
দ্বে কন্যে জ্ঞাননিয়োগিতনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥
শিবনাথো ব্যুবাহৈকাং পরিণীতাঽপরা সুতা।
শালঙ্কায়নসম্ভূতগোপীকান্তেন ভূভুজা॥ ৪০

শক্তি মাধব গোপীরমণসেনের মাধব ও জগদানন্দ নামে দুই পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জ্ঞাননিয়োগীর দৌহিত্র। উহার মধ্যে একটি কন্যা নয়দাশ শিবনাথ ও অপর কন্যাকে সংগ্রামসাহের বংশীয় রাজা গোপীকান্ত বিবাহ করেন।

পঞ্চ পুত্রাঃ ষট্ চ কন্যা মাধবাৎ বনিতাদ্বয়ে।
চায়ুদাশকুলোদ্ভূতচন্দ্রশেখরদাশজাঃ॥ ৪০

গোপীরমণসেনের পুত্র মাধবসেনের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরের নাম চন্দ্রশেখর দাশ। তিনি চায়ুবংশপ্রভব। তবে কি তিনি কালিয়ার অরবিন্দ চন্দ্রশেখর দাশ? না, অনেকে এইরূপ অমূলক সন্দেহ করেন বটে, বস্তুতঃ তিনি চায়ুর প্রপৌত্র কায়দাশবংশীয়।

চন্দ্রশেখরতো জাতৌ রামনাথকলক্ষ্মণৌ।
চতস্রঃ কন্যকাঃ সেনরঘুনাথসুতাসুতাঃ॥
একাঞ্চ মাধবোরায়ো দুহিমাধববংশজঃ।
অন্যাঞ্চ জানকীনাথো ব্যুবাহ দুহিবংশজঃ॥

সুতরাং শক্তি মাধবরায় কায় চন্দ্রশেখরদাশের কন্যারই পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, কালিয়ার অরবিন্দ চন্দ্রশেখরদাশের নহে।

চতুষ্পুত্রা উভে কন্যে গোপালাৎ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
শালঙ্কায়নসম্ভূতো দর্পনারায়ণোনৃপঃ॥
প্রথমাগর্ভসম্ভূতাং তনয়াং পরিণীতবান্॥ ৪৪

শক্তি মাধববংশীয় গোপালসেনের এক কন্যাকে সংগ্রামসাহের আত্মীয় রাজা দর্পনারায়ণ বিবাহ করেন। সুতরাং জানা গেল, কালিয়ার একজন অরবিন্দও সংগ্রামসাহসম্পৃক্ত ছিলেন না পক্ষান্তরে সেনহাটী পয়োগ্রামের অনেকেই ছিলেন। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন যে—

রতিবল্লভসেনোঽসৌ প্রসূতো ভূষণাস্থয়া।
শালঙ্কায়নসন্তানমথুরানাথকন্যয়া॥ ৭৫

রাঢ়ের মহাকুল রোষবংশপ্রভব রতিবল্লভসেন ফরিদপুরভূষণাবাসী শালঙ্কায়নমথুরানাথদাশের দৌহিত্র। ইনি সংগ্রামের জ্ঞাতি।

ধীরসিংহো রাজসিংহো গোবিন্দরাম ইত্যমী।
বিনীতা ভূষণাবাসিমথুরারায়সূনুজাঃ॥

রোষবংশীয় এই ধীরসিংহপ্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলীনেরা ফরিদপুরের ভূষণাবাসী উক্ত মথুরারায়ের দৌহিত্র।

চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়া বিনয়াম্বিতাঃ।
ভূষণারাজসংগ্রামসাহাখ্যকন্যকোদ্ভবাঃ॥ ২৪৯

রাঢ়ের আত্মসেনবংশীয় রঘুনাথসেন সংগ্রামসাহের কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার রঘুনাথ প্রভৃতি চারি পুত্র হয়।

আমরা রাঢ়ীয় ও বঙ্গজকুলপঞ্জিকাহইতে যে সকল প্রমাণ অধ্যাহৃত করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই জানা গেল যে সেনহাটীর বিকর্ত্তন, আদিত্য, গণ ও সার্ব্বভৌমবংশীয় অরবিন্দগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে এবং হিঙ্গু ও নয়দাশবংশীয়গণও অনেকে পরম্পরাসম্বন্ধে সংগ্রাম-সম্পৃক্ত হইয়াছেন। আর পাঁচথুপী অথবা বাণীবহের শক্তিমাধবগণও সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংগ্রামসাহের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কালিয়ার কোনও অরবিন্দই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে সংগ্রামের সহিত যৌনসম্বন্ধে মিলিত হইয়াছিলেন না। তবে কালিয়ার অরবিন্দগণমধ্যে কেহ কেহ অতি সূক্ষ্মসূত্রে ক্ষুণ্ণ পরম্পরাদোষে দোষী হইয়াছিলেন, ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদাহ কণ্ঠহার:—

মধুসূদনদাশস্য দ্বে ভার্য্যে প্রথমা তু চ।
সুষুবে কন্যকা স্তিস্রো মুকুন্দচন্দ্রশেখরৌ॥
দ্বিতীয়ায়াং সুতা চৈকা কালীচরণপুত্রকঃ।
প্রথমাগর্ভজাং কন্যাং রামদেবো ব্যুবাহ চ॥
দ্বিতীয়াগর্ভজাং কন্যাং মহেশস্য সুতোঽপি চ।
শক্তিমাধববংশীয়া বুভৌ জামাতরৌ অপি॥ ১১২

রামকান্তদাশ কবিকণ্ঠহারের ভ্রাতা গৌরীকান্তদাশ কবিভারতীর দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদনদাশ, তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমার গর্ভে তিন কন্যা ও মুকুন্দ চন্দ্রশেখর নামে দুই পুত্র প্রসূত হয়েন। দ্বিতীয়ার গর্ভে এক কন্যা ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কালীচরণদাশ জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনদাশের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা শক্তি্রমাধববংশীয় রামদেবসেন ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত একটি কন্যাকে শক্তি্রমাধববংশীয় মহেশসেনের পুত্র শ্রীনারায়ণসেন বিবাহ করিয়াছিলেন। উঁহারা কে ?

উপযেমে রামদেবো মধুসূদনদাশজাম্।
উপযেমে মহেশোঽস্মাৎ শ্রীনারায়ণসেনকঃ। ৪৩

উঁহাদিগের মধ্যে রামদেবসেন সংগ্রামসাহের শ্বশুর সদাশিবসেনের পুত্র গোপীরমণসেনের পুত্র জগদানন্দসেনের পুত্র। অর্থাৎ রামদেবসেন সংগ্রামসাহের শ্বশুরের প্রপৌত্র। আর নারায়ণসেন সদাশিবসেনের পুত্র কৃষ্ণানন্দসেনের পুত্র মহেশসেনের পুত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা সংগ্রামসাহের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যৌনসম্বন্ধ করিলেন, তাঁহারা ভ্রষ্টকৌলীন্য ? না যাঁহারা সংগ্রামের কোনও ধারই ধারিলেন না, তাঁহারাই ভ্রষ্টকৌলীন্য ? পারিবেন কি কেহ ইহা দেখাইতে যে কালিয়ার কোনও অরবিন্দবংশ সংগ্রামের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, বা সংগ্রামের কোনও বংশীয়কে কন্যাদান করিয়াছিলেন ?

ফলতঃ কালিয়ার অরবিন্দগণ কোনও দিনই কোন অপকর্ম্ম করিয়া হীনপ্রভ হয়েন নাই। সংগ্রামের সহিতও তাঁহাদিগের কোনও সংস্রবই দেখা যায় না। যদি সংগ্রামের শ্বশুরের প্রপৌত্রকে কন্যা দান করিলে কৌলীন্য ভ্রংশ বা জাতিপাতের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে রাঢ়ের বহু বৈদ্যেরই জাতি গিয়াছে, সেনহাটীর বিকর্ত্তন, আদিত্য পয়োগ্রামের হিঙ্গুগণ সেনহাটীর অরবিন্দ ও নয়দাশ সকলেরই কৌলীন্য ও জাতি গিয়াছিল। ফলতঃ সংগ্রাম জাতিতে বৈদ্যই ছিলেন। তিনি শৈশবে দিল্লীতে নীত হইয়া তথায়ই শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন ও সম্রাট্ আরঙ্গীবের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। এবং রাজোপাধি ও রাজ্যাধিপত্য লাভ করিয়া ফরিদপুরের ভূষণার অধীন মথুরাবাটীতেই গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত মথুরাবাটী চন্দনা

নদীর তীরবর্ত্তী। এখনও তথায় সংগ্রামপ্রতিষ্ঠাপিত একটি শিবমন্দির বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাঁহার বংশের কেহই বিদ্যমান নাই।

তাঁহার জাতির কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "হাম বৈদ্"। তিনি বাঙ্গলা জানিতেন না, হিন্দী জানিতেন, হিন্দীতেই উত্তর দিয়াছিলেন। এখনও অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীর পুত্রকন্যারা বাঙ্গলা বলিতে পারেন না, হিন্দীই বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের পরই কোন্ জাতি বড়? "বৈদ্য"—অমনি তিনি আপনাকে বৈদ্য বলিলেন, ইহা মিথ্যাবাদীদিগেরই মিথ্যা কথা। সেকালের লোক প্রাণ গেলেও জাতি ভাড়াইতেন না। ভাড়াইতে হইলে তিনি আপনাকে কুলীন ব্রাহ্মণ কিংবা চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলেই বা কে তাঁহার কি করিতে পারিতেন? অথবা তিনি আপনাকে অন্ততঃ কুলীন বৈদ্য বলিয়া প্রখ্যাপিত করিলেই বা কে তাহা ধরিতে পারিত? বৈদ্যের মধ্যে শালঙ্কায়নগণ ঘরে ছোট ও অকুলীন। সুতরাং সংগ্রাম মিথ্যা করিলে একটা বড় কুলীন বলিয়াই ভাণ করিতে পারিতেন। ফলতঃ তিনি যে বৈদ্য ছিলেন, ইহাই ধ্রুব।

এখানে আমরা দেখাইলাম যে কালিয়ার কোনও অরবিন্দই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধেও সংগ্রামশোণিতসম্পৃক্ত নহেন। পরন্তু আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে বিকর্ত্তনাদি অন্যান্য কুলীনেরা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও দেবকুণ্ড-নাগাদিসংপৃক্ত হইয়াও কেমন অক্ষতত্বের ভাণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কালীচরণের তালুকই সংগ্রামসাহের শ্বশুর-বংশীয়গণের প্রদত্ত নাওরার তালুক। কিন্তু বড়কালিয়ার অরবিন্দগণের উক্ত তালুক যশোহরের তৌজিভুক্ত ৩৫৯ নং তালুক এবং কালীচরণদাশ সীতারাম রায়ের কন্যার রোগ দূর করিয়াই উহা পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিলেন। উহার নাম নাওরার তালুক নহে। যাহা হউক বহু শক্রর বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়াও কালিয়ার অরবিন্দগণ বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও সৎসম্বন্ধাদিদ্বারা এরূপ-ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছেন যে, আর কেহই মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগের গৌরবের লাঘব ঘটাইতে পারিবেন না। "স তরতি নিজপুণ্যাৎ।" সেনহাটীর জ্ঞাতিগণ আর যেন আপনার পায়ে কুঠারাঘাত করেন না।

বংশাবলী

আমরা বল্লাল মোহমুদ্গরগ্রন্থে মহাত্মা রামপ্রসাদসেন, মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (দাশ), কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (দাশ—সেনহাটী), অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথসেন বরাট রায়-বাহাদুর (উকিল ও জমিদার) মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথসেন কবিরত্ন কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্নসেন কবিরঞ্জন কবিরাজ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কররায় চতুর্ধুরীণ, শ্রীযুক্ত রাজকুমারসেন, এম, এ, ও শ্রীযুক্ত রতনমণিগুপ্ত রাও সাহেব বাহাদুরপ্রভৃতি মহোদয়গণের বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছি। সম্প্রতি এই গ্রন্থে অপর কতিপয় মহাত্মার বংশাবলী বিন্যস্ত করিতেছি।

রায়োপাধিকচণ্ডীবরদাশবংশ।

সাং—রঘুনাথপুর

জিঃ—নদীয়া।

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
ষষ্ঠ কন্যা—গৃহভদ্রিকা

জামাতা—মহর্ষি মুদ্গল
|
দাশদেবশর্ম্মা

(অমৃতাচার্য্যের দৌহিত্র)

মুদ্গলাখ্যো মুনির্নাম।
যঃ কোশলনিকেতনঃ॥
উপযেমে চ ষষ্ঠীং স।
সুন্দরীং গৃহভদ্রিকাম্॥
তস্যাং জাতৌ সুতৌ দ্বৌ চ।
আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকৌ॥
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতৌ।
সেনদাশাভিধানকৌ॥

চতুর্ভুজ।

|
কবিদাশ (আদিশূরের সভাপণ্ডিত)
|
১। রামদাশ সরস্বতী
|
২। চায়ুদাশ (গোনগর হইতে ত্রিহট্ট)
|
৩। নরদাশ (ত্রিহট্ট)

৪। সঙ্কেতদাশ
|
৫। উদয়ন
|
৬। বিশ্বম্ভর (শ্রীখণ্ড)

৬। বিশ্বম্ভর (শ্রীখণ্ড)
৭। চণ্ডীবর
৮। বিষ্ণুদাশ
৯। বিপ্রদাসদাশ
১০। পরমানন্দ
১১। রাঘবদাশ
১২। মুকুন্দদাশ
১৩। সুলোচন (রঘুনাথপুর)

চায়ুঃদাশো অপত্থশ্চ
ভাবাভায়ুর্বিড়ালকাঃ।
উপরিঃ কাফরিঃ পাহি
বীরদাশ স্তথৈবচ।
মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত
রামদাশ সুতা অমী॥
ইতি রাঢ়ীয় জয়সেন।

১৪। রূপনারায়ণ (বৈদ্য রায়)
১৫। চন্দ্রশেখর রায়
১৬। বিষ্ণুরাম রায়
১৭। রামরাম রায়

১৪। বিশ্বেশ্বর (ধন্বন্তরি রায়)
১৫। শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠাভরণ
১৬। রামগোপাল রায়
১৭। গোকুলকৃষ্ণ রায়
১৮। জগন্নাথ রায়
১৯। রামমোহন রায়
২০। দুর্গাগতি রায়

১৮। বিজয়রাম — ১৯। গুরুপ্রসাদরায় — ২০। লালা কাশী প্রসাদরায় (খৃঃ ১৮০৪-৪৫)

১৮। কৃষ্ণকিঙ্কর — ১৯। হরচন্দ্র রায় — ২০। ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজ

২১। তিতুচন্দ্র রায় ২১। তারিণীচরণ কবিরাজ ২১। শ্রীচরণ কবিরাজ ২১। দেবেন্দ্র রায় ২১। বেণীমাধব রায়

২২ পঞ্চানন ২২ অমূল্য ২২ নীল ২২ যতীন্দ্র ২২ জ্ঞানেন্দ্র ২২ নগেন্দ্র ২১ রাজেন্দ্র ২২ সুরেন্দ্র ২২ ক্ষেত্রনাথ

পঞ্চানন অমূল্য নীল যতীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র নগেন্দ্র রাজেন্দ্র সুরেন্দ্র ক্ষেত্রনাথ রায়
রায় বি-এ ধনরায় মাধব কবিরাজ নাথ নাথ রায় বি-এল
কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিরাজ
কবিরাজ

২৩। সুখেন্দু ২৩। অনাথ ২৩। ক্ষেত্রনাথ ২৩। ইন্দু ২৩। অমিয়মাধব
বিকাশ নাথ রায় রায় মাধব

২৩। দিব্যেন্দু
বিকাশ

মহাত্মা সুলোচনদাসই শ্রীখণ্ডহইতে পাঁজোয়া ও তথা হইতে সমুদ্রগড় এবং তথা হইতে নদিয়াজিলার রঘুনাথপুরে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। ভরত-মল্লিক তাঁহার এইরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

সুলোচনোঽয়ং নিজনামসত্যং, সুচক্ষুষী বিভ্রদথো সুদৃষ্ট্যা।
জনান্ সুমার্গানপি দর্শয়ংশ্চ, চকার কারুণ্যমহাসমুদ্রঃ॥
অধ্যাপয়ামাস বহূন্ জনান্ যো ব্যাকরকাব্যে অপি বৈদ্যশাস্ত্রং।
চিকিৎসকত্বেন মহাযশোযঃ সৌজন্যতোঽপীন্দুনিভং প্রপেদে॥
সঙ্গীত্যভিজ্ঞো হরিবল্লভস্য রায়স্য বৃত্তিং বুভুজে চিরং যঃ।
নানোপভোগেন সুখেন কালং যো যাপয়ামাস মহামহেচ্ছঃ॥
উপার্জ্জিতানেকধনোপি বিদ্বান্ সদ্দ্রব্যসম্পন্নগৃহোপি গোমান্।
মৌলিকবৈদ্যৈঃ সমুপাস্যমানঃ সম্বন্ধ মেতৈরপি চক্র এষঃ॥

২৬১ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

উক্ত হরিবল্লভরায় চন্দ্রদ্বীপের দেববংশীয় রাজগণের ৪র্থ ব্যক্তি। রাজা দনুজমর্দ্দন দে, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। সুলোচন উক্ত হরিবল্লভরায়ের রাজবৈদ্য থাকিয়া যে বৃত্তিলাভ করেন, তাহা তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ভোগদখল করিতেছেন। তাঁহার অনন্তরবংশ্যদিগের মধ্যে লালা কাশীপ্রসাদ দাশ যশোহরের জজের উকিল ও অতীব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মহাত্মা মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষের সহাধ্যায়ী।

সুলোচনের দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বেশ্বরের অনন্তরবংশ্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রায় (ই, বি, এস্ রেলওয়ে কর্ম্মচারী) মহাশয় আমার এই গ্রন্থমুদ্রণজন্য এক-কালীন ২৫০ শত টাকা সাহায্য করিয়া আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়াছেন।

এজন্য আমি তাঁহার নিকট ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। দক্ষিণদিগের স্তম্ভের ১৫নং শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠাভরণ নবদ্বীপের রাজার সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। ভরত মল্লিক ১৪নং বৈদ্যরায়ের জামাতা। ২২নং নীলমাধব অতীব সুচিকিৎসক, সুপণ্ডিত ও অন্নদাতা ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে দাশদেবশর্ম্মা ও কবিদাশ এবং কবিদাশ ও রামদাশের মধ্যে বহু পুরুষের নাম অজ্ঞাত বলিয়া উঁহাদের নামে সংখ্যা যুক্ত হইল না। সেন ও গুপ্তপ্রভৃতির বংশাবলীতেও ঐরূপ বহু নাম অজ্ঞাত রহিল।

কায়ুগুপ্ত

বরাহনগরীয় কায়ুগুপ্তদিগের মধ্যে এখন একমাত্র সাগর বা হাড়গুপ্তের বংশধরগণের মধ্যেই মহাকুলত্ব বিদ্যমান। উক্ত হাড়গুপ্তের বংশধরদিগের মধ্যে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথগুপ্ত দেবশর্ম্মা মহাশয়ের বংশাবলী নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—সুতৃষ্ণা
জামাতা—কৌৎসঋষি (কাশ্যপ)
|
গুপ্ত দেবশর্ম্মা
|
সুমতিগুপ্ত
(আদিশূরের সভাপণ্ডিত)
|
১। কায়ুগুপ্ত
|
২। বাসুদেব
|
৩। নারায়ণ
|
৪। গদাধর
|
৫। অচ্যুত
|
৬। পদ্মনাভ
|
৭। গোবর্দ্ধন

সম্ভূতঃ কাশ্যপে গোত্রে
কৌৎসোনাম মহামুনিঃ।
উবাহ বৈদ্যকন্যাঞ্চ
সুতৃষ্ণাং নাম সুন্দরীম্॥
তস্যাং জাতাঃ সপ্ত পুত্রাঃ
নানাগুণসমন্বিতাঃ।
গুপ্তদত্তৌ দেবদাশৌ
কুণ্ডোনন্দী চ সোমকঃ॥
চতুর্ভুজ
..

বনমাল্যাদয়ঃ সর্ব্বে
কায়ুবংশে মহাকুলাঃ।
ইতি ঘটকরায়।

৭। গোবৰ্দ্ধন

৮। বিশ্বনাথ ৮। তোম্বু ৮। সাগর (হাড়) ৮। কমলাকর

৯। বনমালী ৯। অনিরুদ্ধ ৯। সদাশিব ৯। রঘুনাথ

১০। বাসব ১০। শ্রীমান্ (চাঁদরায়)

১১। দুর্গাদাস (বিল্বেশ্বরগ্রামগত) ১১। গোপাল (শ্রীখণ্ডগত)

১২। মুকুটরায় ১২। গৌরাঙ্গ

১৩। চাঁদরায় ১৩। রামকৃষ্ণ

১৪। কৃষ্ণপ্রসাদ ১৪। জগদ্দুর্ল্লভ

১৫। রামভদ্র গুপ্ত (পল্লীপ্রণেতা) ১৫। করুণাময়

১৬। রামানন্দ ১৬। রামকান্ত ১৬। গোবিন্দ ১৬। শ্যামলোচন

১৭। ব্রজলাল ১৭। সনাতন (জামনা) ১৭। রাজীবলোচন

১৮। রামকেশব ১৮। রাজকৃষ্ণ ১৮। কেনারাম ১৮। ব্রজলোচন

১৯। মাধবচন্দ্র ১৯। জগদ্বন্ধু ১৯। শশিভূষণ ১৯। পদ্মলোচন

২০। অবিনাশচন্দ্র (বিল্বেশ্বরগ্রাম) ২০। কালীপদ ২০। তারাপদ ২০। গোপীনাথ গুপ্তদেবশর্ম্মা

২১। তারানাথ গুপ্ত, এম, এ, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ২১। প্রমথ নাথ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত V. L. M. S. ২১। অনাদি নাথ ২১। অজিত নাথ ২১। অমর নাথ

২২। মণীন্দ্রনাথ ২২। ফণীন্দ্রনাথ ২২। গুণেন্দ্রনাথ

ঢাকা চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত সুয়া-পুরনিবাসী প্রখ্যাতনামা জমিদার ও হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা উকিল গীর্বাণবাণীকোবিদ শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায় গুপ্ত মহাশয়ের বংশাবলী।

(কাশ্যপ ত্রিপুরগুপ্ত)

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—সুতৃষ্ণা
জামাতা—কৌৎস ঋষি (কাশ্যপ)
|
গুপ্ত দেবশর্ম্মা
|
সুমতি গুপ্ত
আদিশূরের সভাপণ্ডিত
|
১। পরমেশ্বর বা সূর্য্যগুপ্ত
|
২। ত্রিপুরগুপ্ত
|
৩। দামোদর
|
৪। মাধব
|
৫। নাকগুপ্ত
|
৬। নয়ন (গোওগুপ্ত)
|
৭। অচ্যুত
|
৮। রাজ্যধর
|
৯। পীতাম্বর
|
১০। শ্রীধর
|
১১। যদুনাথ

রাঢ়ের পুণ্যতীর্থ শ্রীখণ্ডগ্রামবাসী দুর্জ্জয়কুলভূষণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বংশাবলী।

(দুর্জ্জয়দাশ মৌদ্গল্য)

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—গৃহভদ্রিকা
জামাতা মহর্ষিমুদ্গল
|
দাশ দেবশর্ম্মা
|
কবিদাশ
আদিশূরের সভাপণ্ডিত
|
১। রামদাশ সরস্বতী
|
২। মহাত্মা চায়ুদাশ
|
৩। নরদাশ
|
৪। সঙ্কেতদাশ
|
৫। উদয়ন
|
৬। বিশ্বম্ভর
|
৭। দুর্জ্জয় (নরানন্দ)
|
৮। শিবদাশ
|
৯। পঞ্চানন
|
১০। পুষ্পকেতন
|
১১। কাশীনাথ ওয়াদ্দার

১২। নরেন্দ্রদাশ — ১৩। বিজয়

১২। চণ্ডীদাশ — ১৩। শীতলদাস

১১। যদুনাথ
১২। কাশীনাথ
১৩। জয়কৃষ্ণ
১৪। বলরাম
১৫। হরিরাম
১৬। আনন্দরাম
১৭। জগন্মোহন
১৮। ভৈরবচন্দ্র (পার্ব্বতীকিঙ্কর)
১৯। বরদাকিঙ্কর
(ঢাকা জজের উকিল)
২০। কুলদাকিঙ্কর
(হাইকোর্টের উকিল)
২১। ক্ষেমদাকিঙ্কর বি, এ,
সাং সুয়াপুর

সকলে মৎপ্রণীত সংস্কৃত সুয়াপুর গুপ্তবংশাবলীপাঠে এই বংশের বিস্তৃত বিবরণ ও কীর্ত্তিকলাপ জানিতে পারিবেন। জয়কৃষ্ণগুপ্ত সুয়াপুরের পন্থ রামগোপালদাশের কন্যা বিবাহ করিয়া সুয়াপুরে যান।

১৩। বিজয় ১৩। শীতলদাশ
১৪। রামশরণ ১৪। পরশুরাম
১৫। হীরারাম ১৫। রঘুনন্দন
১৬। বিশ্বনাথ ১৬। রামচন্দ্র
১৭। জানকীনাথ ১৭। গোপাল
১৮। রামনাথ ১৮। কীর্ত্তিচন্দ্র
১৯। জগন্নাথ ১৯। শ্রীনারায়ণ
২০। শিবচন্দ্র ২০। রামচন্দ্র
ইনি দুর্জ্জয়কৃত পঞ্জীর অবিকল প্রতিলিপি করেন।
২১। রঘুনাথ ২১। কৃষ্ণচন্দ্রমজুমদার
২২। গোপীনাথ ২২। ৺হরিদাস
২২। গোলোকনাথ ২২। শঙ্কর
২৩। প্রমথনাথ ২৩। ষেড়শীকুমার
২৩। দেবেন্দ্রনাথ ২৩। প্রসন্নকুমার
২৪। অজিতনাথ

নপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার-প্রভৃতি ১৩ নং শীতল দাশের বংশের অলঙ্কারস্বরূপ।

রাঢ়ের পুণ্যতীর্থ শ্রীখণ্ডবাসী হরিহরখানবংশপ্রভব ৺কৃষ্ণচন্দ্ররায় মহাশয়ের বংশাবলী।

ধন্বন্তরির্ম্মুনির্নাম
মদ্রদেশনিকেতনঃ।
অগ্নিহোত্রী মহাবাহুঃ
চতুর্ব্বেদবিচক্ষণঃ॥

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
কন্যা—মলয়া

কন্যা—মলয়া
জামাতা—ধন্বন্তরি মুনি
চৌবে অগ্নিহোত্রী
|
সেন দেবশর্ম্মা চৌবে অগ্নিহোত্রী
|
মহাত্মা বুধসেন
আদিশূরের সভাপণ্ডিত
|
১। মহারাজ শ্রীহর্ষ (সেনভূমি)
|
২। মহাত্মা বিমলসেন (রাঢ়)
|
৩। মহাত্মা বিনায়কসেন
|
৪। ধন্বন্তরিসেন ও ৪। শুকসেন
|
৫। রোষসেন
বিবাহ সেনহাটী অরবিন্দদাশবংশে
|
৬। নারায়ণসেন
|
৭। দাণ্ডুসেন (দায়ু)
|
৮। কুমারসেন
|
৯। ভাস্কর
|
১০। মহাদেব (হরিহর খাঁ)
|
১১। জনমেজয়
|
১২। কেশবচন্দ্র
|
১৩। রমানাথ
|
১৪। রাজেন্দ্রনাথ
|
১৫। মুকুন্দ
|
১৬। শ্যামরায়

উবাহ চাপরাং কন্যাং
মলয়াং স যশস্বিনীং।
তস্যাং স জনয়ামাস
সেনং ধন্বন্তরির্দ্বিজঃ॥

চতুর্ভুজ।

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ রোষকে ধন্বন্তরির ভাই করিয়াছেন, উহা জ্ঞানকৃত পাপ। পিতৃশাপ এড়াইবার জন্যই ঐরূপ করা হইয়াছে।

১৬। শ্যামরায়
|
১৭। নৃসিংহরায়
|
১৮। যুগলরায়
|
১৯। খোশালচন্দ্র
|
২০। রামমোহন
|
২১। কৃষ্ণচন্দ্ররায়

ইনি বংশহীন। ইঁহার সহোদরা তিনকড়ি (ত্রিগুণেশ্বরী) দেবীর গর্ভেই শ্রীখণ্ডের গোপীনাথগুপ্ত দেবশর্ম্মা প্রসূত হয়েন।

এখানে আমরা গোয়াশসমাজান্তর্গত শ্রীরামপুরগ্রামনিবাসী শক্তিগোত্র প্রভব প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন কবিরাজ ও ঢাকা চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত সুয়াপুরবাসী হিঙ্গুবংশপ্রভব প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশাবলী বিন্যস্ত করিব।

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
প্রথমা কন্যা—গান্ধারী
জামাতা—শক্তিধরমুনি চৌবে
|
সেন দেবশর্ম্মা
|
শক্তিধরসেন
আদিশূরের সভাসদ
|
১। শ্রীবৎস
|
২। পুণ্ডরীক
|
৩। ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি

শক্তিধরো মুনির্নাম
শক্তিগোত্রসমুদ্ভবঃ।
চতুর্ব্বেদবিচারজ্ঞঃ,
কান্যকুব্জনিকেতনঃ॥
সমুপযেমে প্রথমাং
গান্ধারীং নাম কন্যকাম্।
তস্য পুত্রৌ দ্বৌ চ জাতৌ
সেনরাজাভিধানকৌ॥

চতুর্ভুজ।

মহারাজ আদিশূরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন শক্তিধর

৩। ধোয়ী কবিরাজ
লক্ষ্মণের সভাসদ

সেনই বোধহয় কণ্ঠহারে ভুল-ক্রমে শ্রীবৎসের পিতা বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীবৎসের অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ-প্রভৃতি কিছু হইবেন। মধ্যের ৬।৭ পুরুষের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪। কাশীসেন (রাঢ়ে)
৫। শ্রীকণ্ঠ
৬। তিলক
৭। গোবিন্দ
৮। মধুসেন
৯। চণ্ডীবর
১০। শঙ্করসেন
১১। শ্রীগর্ভ
১২। কাশীনাথ
১৩। কেশবরাম
১৪। কালিদাস
১৫। বৃন্দাবন
১৬। রামনাথ
১৭। মৃত্যুঞ্জয়
১৮। গোবিন্দচন্দ্র
১৯। নারায়ণ

৪। কুশলী (পয়োগ্রাম)
৫। হিঙ্গুসেন
৬। অনন্তসেন
৭। আদিত্যসেন
৮। ধরাধর (মার্কণ্ডেয়)
৯। কামসেন
১০। শ্রীহর্ষসেন
১১। শঙ্করসেন
১২। রঘুনাথ
১৩। গোবিন্দ
১৪। রতিরাম (পয়োগ্রাম)
১৫। হরিশ্চন্দ্র
১৬। দুর্গাচরণ
১৭। রাজচন্দ্র
১৮। রঘুনাথ
(মুয়াপুরগত)
১৯। ঈশ্বরচন্দ্র

১৯। নারায়ণ
|
২০। কৃষ্ণকুমার
|
২১। জগন্মোহন
|
২২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কবিরত্ন
|
২২। শৈলজামোহন সেন কাব্যতীর্থ
|
২৩। গণপতি, রমাপতি, পশুপতি, রথীন্দ্র ও খোকা, এই পাঁচ পুত্র।

রাজেন্দ্র বাবুর পিতা জগন্মোহন কবিরাজ সমগ্র বৈদ্যকশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থগুলি অর্থবোধের সহিত আদি অন্ত কণ্ঠস্থ ছিল।

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং
বোধাদপি গরীয়সী"

১৯। জয়চন্দ্র
|
২০। দীনেশচন্দ্রসেন বি, এ, (কলিকাতা) ইউনিভারসিটীর ফেল ও রিডার
|
২১। কিরণচন্দ্রসেন
২১। অরুণচন্দ্রসেন
২১। বিনয়চন্দ্রসেন
২১। বিনোদচন্দ্রসেন
২১। শ্রীচন্দ্রসেন
২১। সুধীরচন্দ্রসেন

অরুণচন্দ্রের সহিত রাঢ়ের অমৃতলালসেনের কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীদেবীর বিবাহ হইয়াছে।

কণ্ঠহার বলিতেছেন যে সম্প্রতি (১৫ নং) গোবিন্দসেন বাজুদেশে গমন করিয়াছেন। বড় বাজু অর্থাৎ পাবনার ত্রিপুর গোপীনাথগুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইনি কতকদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন।

অধুনা তু চ গোবিন্দো
বাজুদেশে সতিষ্ঠতি। ৩৪পৃঃ

কিন্তু জপসার খ্যাতনামা সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় যে ১২৫ বৎসরের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা (কণ্ঠহার ভিন্ন) আবিষ্কৃত করিয়াছেন, উহাতে লিখিত আছে যে গোবিন্দের পুত্র রতিরামও পয়োগ্রামে ছিলেন।

অধুনা তু রতিরামঃ স্বগ্রামে স হি তিষ্ঠতি।

ফলতঃ রতিরামের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পৌত্র দুর্গাচরণও পয়োগ্রাম পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন না। রতিরাম দাশোড়ার রবিলোচনদত্তের কন্যা বিবাহ করেন। ১৭নং রাজচন্দ্র ও তদীয় খুল্লতাত কালীচরণ, কাশীচরণ, রামশরণ ও রামনারায়ণ প্রভৃতি "কালীরামবৈগুরাজসেন" নামীয় তালুক (ঢাকুয়াপাড়ার খারিজা তালুক) পাইয়া দত্তগণকর্ত্তৃক মত্তে সমাহূত ও প্রতিষ্ঠাপিত হয়েন। ইহার কিয়ৎকাল পরে রাজচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে তদীয় সহধর্ম্মিণী রমানাথ ও রঘুনাথ নামক শিশুপুত্রদ্বয়সহ পিত্রালয় সুয়াপুরে পন্থদাশগণের আশ্রয়ে (পন্থতারিণী-প্রসাদ দাশের বাটী) আসিয়া বাস করেন। রাজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রমানাথ একজন প্রখ্যাতনামা চিত্রকর ও সদক্ষর ছিলেন। তিনি পুলিশের ইনেস্পেক্টর থাকাকালে ৩৪ বৎসর বয়সে শবারূঢ় হইয়া যোগ করিতে করিতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। দীনেশবাবুর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে অতীব আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি দিনাজপুরের ইতিহাস, ব্রহ্মসঙ্গীতরত্নাবলী, সত্য-ধর্ম্মোদ্দীপক-নাটকপ্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। প্রখ্যাতনামা মিঃ এ, সি, সেন, এম্, এ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার ও মিঃ কেদারনাথরায়প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। তিনি শেষবয়সে মাণিকগঞ্জের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন। ইনি মত্তের (বগযুড়ীর) প্রখ্যাতনামা গোকুলকৃষ্ণমুন্সীমহাশয়ের কন্যা সৌভাগ্যবতী রূপলতাদেবীকে বিবাহ করেন।

বঙ্গজসমাজ

রোষবংশ, হাবেলী শিলেমাবাদ

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য

|

কন্যা মলয়াদেবী

জামাতা—মহাত্মা ধন্বন্তরি চৌবে অগ্নিহোত্রী

|

সেন দেবশর্ম্মা চৌবে অগ্নিহোত্রী

|

বুধসেন

আদিশূরের সভাসদ

|

১। মহারাজ শ্রীহর্ষ (সেনভূমি)

|

২। বিমলসেন (রাঢ় মালঞ্চ)

রাঢ় ও বঙ্গজসমাজের রোষ সেনগণের অনেকেরই নামসম্বন্ধে একতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। সম্ভবত এক ব্যক্তির দুই নাম থাকায় এই বৈষম্য ঘটিয়া থাকিবে। অনন্তসেন অন্তরঙ্গখানের চতুর্থ পুত্র শিবদাসসেন চক্রদত্তের সংগ্রহ গ্রন্থের টীকায় এইরূপে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন—

কাণাদসাঙ্খ্যায়ুর্ব্বেদ
তন্ত্রাণাং পারদৃশ্বনঃ।
তাতস্যানন্তসেনস্য
বন্দে চরণপঙ্কজম্॥

মহদাদিনিকায়োঽয়ং
যস্যাঃ প্রাদুরভূৎ কিল
সতীং গুণময়ীং ভক্ত্যা
ভৈরবীং জননীং ভজে ॥
রচিত শ্চক্রদত্তেন
যো দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ
শ্রীমতা শিবদাসেন
তস্য ব্যাখ্যা বিধীয়তে॥
দ্রব্যগুণ টীকা।

আসীৎ সভায়াং শিখরেশ্বরস্য
লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ কিল সাহিসেনঃ।
বাণীবিলাসং কবিসার্ব্বভৌমং
বিজিত্য যঃ প্রাপ যশো দুরাপম্ ॥

ইঁহার অনন্তর বংশধরের একজন গৈলা ও ফুল্লশ্রী প্রভৃতি বাকলাঅঞ্চলে আসিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের ঘটক-কারিকায় উক্ত আছে—

অন্তসেন সন্তানা
বাকলায়াং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
কাকুৎস্থসেনস্তনয়স্ততোঽভূৎ
তস্যাপি লক্ষ্মীধরসেননামা।
তস্মাদভূৎ উদ্ধরণ স্তনুজঃ
তস্যাপ্যনন্ত স্তনয়োঽথ জজ্ঞে ॥

* রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র রাজীবলোচন বিশারদ ও জীবনকৃষ্ণ দেউড়ি ও চতুর্থ পুত্র রামগোবিন্দ কেওড়াগ্রামগত।

২৭। উদয়নারায়ণ

২৮। ভৈরবচন্দ্র ২৮। গৌরচন্দ্র ২৮। তিলকচন্দ্র ২৮। কাশীচন্দ্র

২৯। হরিমোহন ২৯। মদনমোহন ২৯। গোপীমোহন

৩০। শ্যামাচরণ

২৭। প্রাণনারায়ণ

২৮। দীননাথসেন

২৯ নিবারণচন্দ্র ২৯। শরচ্চন্দ্র

২৬। প্রেমনারায়ণ

২৭। কীর্ত্তিনারায়ণ

২৮। বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৮ হরচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৮। গোকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী

২৯। কৃষ্ণচন্দ্র

২৯। গৌরীনাথ রায় ২৯। কৃপানাথ রায় ২৯। জানকীনাথ রায় চৌধুরী ২৯। সীতানাথ রায় চৌধুরী

৩০। কালীকুমার রায় ৩০। গঙ্গাচরণ রায় ৩০। মোক্ষদাচরণ রায়

৩১। অক্ষয়চন্দ্র রায় ৩১। হরিধনরায়

২৮। হরচন্দ্র রায়

২৯। গোলোকচন্দ্র ২৯। ঈশানচন্দ্র ২৯। শ্যামচন্দ্র •

৩০। প্রসন্নকুমার • ৩০। চন্দ্রকুমার ৩০। পদ্মকুমার রায়

৩১। শশিকুমার ৩১। সুরেশচন্দ্র, সনৎকুমার ও আরও দুই পুত্র।

২৬। কৃষ্ণকিঙ্কর রায়

২৭। কমলাকান্ত ২৭। জগন্মোহন ২৭। শম্ভুচন্দ্র রায়

২৮। গৌরমোহন ২৮। রামমোহন ২৮। কালীমোহন

২৯। চন্দ্রনাথ রায় • ২৯। গোপীনাথ পণ্ডিত ২৯। জানকীনাথ • ২৯। তারকনাথ •

৩০। প্রিয়নাথ রায় •

২৮। রামমোহন রায় চৌধুরী

২৯। হরনাথ রায় চৌধুরী পত্নী বামাসুন্দরী দেবী ২৯। আনন্দনাথ রায় চৌধুরী •

৩০। একপুত্র বালমৃত ৩০। কন্যা শশিমুখী (পুত্রকন্যাবতী) ৩০। সুখদাসুন্দরী ৩০। স্বর্ণলতা •

২৯ হরনাথ রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী ৺বামাসুন্দরী দেবী গ্রন্থকারের সহোদরা জ্যেষ্ঠাভগিনী। তাঁহার প্রথমা কন্যা শশিমুখীর পুত্রকন্যাদি আছে। সুখদার বালপুত্র আগুনে পুড়িয়া মারা যায়, সেই শোকে সেও তিন দিনের

দিন মারা পড়ে। এখন চারিটি কন্যা আছে, প্রেমলতা, প্রীতিলতা, যোগিনীবালা ও অমিয়বালা। ২৯ নং গোপীনাথ রায় চৌধুরী বরিশাল বাঙ্গলা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকটই আমি বার বৎসর বয়সের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক ও বহু সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদের শিক্ষাদাতা অধ্যাপক ছিলেন, আমি তাঁহার মতন মানব-দেবতা ও প্রকৃত ব্রাহ্ম আর দেখিলাম না। ইঁহারা সকলে চারি আনীর জমিদার ছিলেন, কত প্রভাব ও প্রতিপত্তি, আজ সব শ্মশানে পরিণত, ভগ্ন অট্টালিকা সকল স্তূপীকৃত ও এইক্ষণ ঢাকার নবাব গণিমিয়ার বংশ এই সমগ্র সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী।

২৮ নং কালীমোহন রায়
|
২৯। গোবিন্দচন্দ্র
|
৩০। কাণীকিঙ্কর ৩০। কালীকিঙ্কর ৩০। শরচ্চন্দ্রপ্রভৃতি

২৬। রাজচন্দ্র রায়
|
২৭। হরিহর ২৭। ভবানীশঙ্কর ২৭। পার্ব্বতী ২৭। গৌরী
|
২৮। বিশ্বম্ভর ২৮। ফটিকচন্দ্র
|
২৯। শ্রীনাথ ২৯। কৈলাসচন্দ্র

২৭ গৌরীশঙ্কর রায়
|
২৮। কালীপ্রসাদ ২৮। তারিণীপ্রসাদ ২৮। গঙ্গাপ্রসাদ
|
২৯। দুর্গাচরণ ২৯। মধুসূদন ২৯। অম্বিকাচরণ ২৯। সারদাচরণ
|
৩০। যোগেশচন্দ্র

২৫। হরেকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
(বিষ্ণার্ণবের ২য় প্রপৌত্র)

২৬। মনোহর রায় চৌধুরী

২৭। নন্দকিশোর ২৭। রত্নকিশোর

২৮। দুর্গাপ্রসাদ ২৮। শিবপ্রসাদ ২৮। গুরুপ্রসাদ

২৯। চন্দ্রকুমার ২৯। প্রসন্নকুমার ২৯। সুধাকুমার

৩০। গণপতি রায়

৩১। খোকা

২৮। শিবপ্রসাদ

২৯। রাজকুমার রায়

৩০। যোগীন্দ্রনাথ ৩০। উপেন্দ্রনাথ ৩০। গিরীন্দ্রনাথ

৩১। মণীন্দ্রনাথ রায় ৩১। খোকা

২৮। গুরুপ্রসাদ রায়

২৯। রামধন ২৯। রামকুমার ২৯। রামদয়াল ২৯। রামচরণ

৩০। মনোরঞ্জন ৩০। জ্ঞান ৩০। সত্য ৩০। রসিক ৩০। ভামিনী

৩১। প্রফুল্লচন্দ্র ৩১। সুরেশচন্দ্র বি, এ, ৩০। রতিরঞ্জন

৩১। হেমচন্দ্র বি. এ,

৩১। গোলাপচন্দ্র

৩০ নং সত্যরঞ্জনের দুই পুত্র রমেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র। রসিকরঞ্জনেরও দুই পুত্র সুধীরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র। রতিরঞ্জনের দুই পুত্র শৈলেশচন্দ্র ও শিশিরচন্দ্র।

৩১ নং হেমচন্দ্র রায় বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলহইতে প্রথম বিভাগে ঢাকা-বিভাগের সর্ব্বপ্রথম ও সমগ্র কলিকাতা ইউনিভারসিটির দ্বিতীয় হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রান্স পাশ হয়েন। পরে স্কটিশচার্চ্চ কলেজহইতে প্রথম বিভাগে এফে পাশ হইয়া প্রেসিডেন্সিকলেজহইতে এবার বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে অনারে প্রথমবিভাগে সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২৯। রামদয়াল রায়

৩০। আশুতোষ ৩০। লালমোহন ৩০। ললিতমোহন

৩১। যতীন্দ্রনাথ ৩১। জিতেন্দ্রনাথ

২৯। রামচরণ

৩০। সত্যেন্দ্রনাথ ৩০ নরেন্দ্রনাথ ৩০। মহেন্দ্রনাথ

২৭। রত্নকিশোর রায়

২৮। গোপালকৃষ্ণ ২৮। রাধাকৃষ্ণ ২৮। গোপীকৃষ্ণ

২৯। রামকানাই ২৯। চন্দ্রকান্ত ২৯ ; নীলকমল ২৯। কালাচাঁদ

৩০। রজনীকান্ত

৩১। জ্ঞানপ্রসন্ন ৩১। অনন্ত ৩১। ফণীন্দ্র ৩১। কৃষ্ণপ্রসন্ন

রজনীকান্ত আমার সহাধ্যায়ী ও প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ৺চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী আমার ছোটপিশিমাতা ৺বরদাসুন্দরী দেবীর স্বামী। তাঁহাদের পুত্র নিবারণচন্দ্র, নিবারণচন্দ্রের এক পুত্র। নীলকমলের পুত্র শশিকমল। ইঁহাদের বৈমাত্রেয় ধলাচাঁদ মৃত, অপর বৈমাত্রেয়ভ্রাতা কালাচান্দের দুই পুত্র বিদ্যমান।

রাধাকৃষ্ণের পুত্র (কুলকাঠিহইতে গৃহীতপোষ্য) তারিণীচরণ রায়, তাঁহার পুত্র বসন্তকুমার, কামিনীকুমার, হেমন্তকুমার, শ্রীমন্তকুমার, ললিতকুমার বি, এ,

ও শরৎকুমার। বসন্তকুমারের পুত্র বিজয়কুমার। ২৮ নং গোপীকৃষ্ণের পুত্র বরদাকান্ত রায় নিঃসন্তান মৃত। ২৭ নং নন্দকিশোর ও রত্নকিশোরের সন্তানেরা ৶৹ আনীর জমিদার। ইঁহাদের মধ্যে নন্দকিশোরের সম্পত্তি এখনও আছে। চারি আনী একবারে ভূমিশূন্য। পোনাবালিয়া, কুলকাঠী ও বারইকরণের রায় চৌধুরীগণ বরিশালজিলার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহারা বংশে যেমন মহাকুল ঘোষ, আভিজাত্য ও বিদ্যাবুদ্ধিতেও তদ্রূপ। বারইকরণের আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী এল, এম, এস,। পোনাবালিয়ার শ্রীমান্‌ মনোরঞ্জন রায় পোষ্টমাষ্টার: নারায়ণগঞ্জ, জ্ঞানরঞ্জন, রতিরঞ্জন পুলিস সব-ইন্‌স্পেক্টর রসিকরঞ্জন স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টর আশুতোষ ঢাকার পুলিসের ডিপুটী ইঃ জেনারালের হেড এসিষ্টাণ্ট ও ললিতমোহন পুলিস অফিসের একাউণ্টেণ্ট এবং ইঁহারা সকলেই নম্র, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত। এবং সমগ্র বঙ্গীয়-সমাজের মধ্যে পোনাবালিয়া ও কুলকাঠী সংস্কৃত ও সঙ্গীতচর্চ্চায় অত্যুন্নত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণবিদ্যার্ণবের পৌত্র রামভদ্র রায় চৌধুরী অতীব শৌর্য্যশালী যোদ্ধা ও বীরপুরুষ ছিলেন। এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুরশিদাবাদের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। এই সময়েই মহারাষ্ট্রবাসী বর্গীগণ বাঙ্গলা-প্রদেশ একপ্রকার উৎসন্ন করিয়া তোলে। কলিকাতার ইংরেজগণ পর্য্যন্ত উহাদের হস্তহইতে আত্মরক্ষার জন্য মহারাট্টা ডিচ (যাহা এখন বেলিয়াঘাটার খাল) খনন করাইতে বাধ্য হয়েন। মহারাষ্ট্রগণ বাখরগঞ্জের নানাস্থানে উৎপাত ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে রায়কাঠী ও মাধবপাশার কায়স্থ রাজগণ উহাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু মহাত্মা রামভদ্ররায় পোনাবালিয়াতে উহাদের সহিত সম্মুখসমর করিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বাখরগঞ্জহইতে দূরীভূত করিয়া দেন। আমাদের উক্তির সমর্থন জন্য আমরা বেভারিজসাহেবের ইতিহাসহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "Rambhadra Rai is said to have fought with the Mahrattas or Bargis & to have defeated them near Ponabalia."

রামভদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় অতীব পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। ইনিই একান্নপীঠের একতম শিব ত্র্যম্বকভৈরব সামরাউলের মন্দির নির্ম্মাণ

করেন। কথিত আছে স্বয়ং মহাদেব তাঁহাকে স্বপ্নে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

রামভদ্রের কনিষ্ঠপুত্র হরেকৃষ্ণের তনয় মনোহর পোনাবালিয়ার কালা চাঁদের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এতদ্ভিন্ন ইনি আরও বহু দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পোনাবালিয়ার সদররাস্তার মধ্যবর্ত্তী মঠও ইঁহার ব্যয়ে প্রতিষ্ঠাপিত। মনোহররায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র নন্দকিশোররায়ও অতীব দানশীল বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে—

নন্দকিশোর রায়, গুণে কল্পতরু,
তাঁহার তনয় দুর্গা—শিব—গুরু।

ইঁহার পুত্রেরা সমুদ্রগমনোপযোগী একখানি প্রকাণ্ড জলযান প্রস্তুত করেন। উহার গলুইর দিকে যে কাষ্ঠময় মকর ছিল, উহার মস্তকটা অদ্যাপি রহিয়াছে। নন্দকিশোরের তৃতীয় পুত্র গুরুপ্রসাদরায় অতীব হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছাগমহিষাদির বলিদান বন্ধ করিয়া দেন। ইঁহাদের বাটী বহুপ্রাসাদভূষিত, গুরুপ্রসাদই ইহার নির্ম্মাপয়িতা। রামধনরায় মহাশয় মহাযোগী ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর দিন ইঁহার কোনই রোগ বা দৈহিক ক্লান্তি জন্মিয়াছিল না। কিন্তু মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই তিনি বলিতেছিলেন যে আমি ১৩০৫ সালের উত্তরায়ণে সংসার পরিত্যাগ করিব। ফলতঃ ঠিক উত্তরায়ণেই তিনি রাত্রি তিনটার সময়ে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব, তোমরা নারায়ণক্ষেত্র প্রস্তুত কর। ভ্রাতা ও পুত্র পৌত্রেরা ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমি ঠিক বলিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হও। ফলতঃ উহার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ঐ সময়ে তিনি নয়নমুদ্রিত করিয়া মহাধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

শিবপ্রসাদরায়ের পুত্রবধূ (রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) সাক্ষাৎ সাবিত্রীসদৃশী পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ দাহনজন্য শ্মশানে নীত হইলে উক্ত সাধ্বী মহিলা যেমন শয্যায় শয়ন করিলেন, অমনি তাঁহারও প্রাণবায়ু চলিয়া গেল। ঐ সময়ে তাঁহার দেহ সুস্থ ও সবল ছিল,

কেবল স্বামিপদানুধ্যানই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহাকে তখনই শ্মশানে লইয়া যাইয়া স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিসংকার করা হয়। নন্দকিশোররায়ের সহধর্ম্মিণী প্রাতঃস্মরণীয়া জগদীশ্বরী চৌধুরাণী অতীব প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনিই জমিদারীর সমুদায় কার্য্যকর্ম্ম নিজে নির্ব্বাহিত করিতেন।

বারইকরণ

২৩। গোপীবল্লভ রায় চৌধুরী
(বিদ্যার্ণবের ২য় পুত্র)

২৪। জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী
বারইকরণ, বরিশাল

২৫। রাজারাম রায়

২৬। দুর্ল্লভনারায়ণ

২৭। শিবনারায়ণ
(৪র্থ পুত্র)

২৮। কৃষ্ণমোহন
(২য় পুত্র)

২৯। তারিণীমোহনরায়

৩০। ভুবনমোহন রায়

৩১। অনন্তমোহন রায়

৩০। আনন্দমোহন রায়

৩১। মোহিনীমোহন রায়

২৪। শিবরাম রায় চৌধুরী
কুলকাঠী, বরিশাল

দুর্ল্লভনারায়ণের পাঁচ পুত্র তন্মধ্যে শঙ্কর, চন্দ্র, হরি ও লক্ষ্মী নারায়ণ বংশহীন। শিবনারায়ণের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে ব্রজ, মদনমোহন উদয় ও চন্দ্রমোহন বংশহীন।

২৪। শিবরাম রায় চৌধুরী (বিদ্যার্ণবের দ্বিতীয় পুত্র)
কুলকাঠী, বরিশাল

২৫। রামশরণ

২৫। কৃষ্ণজীবন

২৫। জগন্নাথ

২৫। রামশরণ

২৬। বাণেশ্বর রায় চৌধুরী
২৭। জয়চন্দ্র
২৮। হরচন্দ্র
২৯। রমণকৃষ্ণ
২৯। মোহনচন্দ্র
৩০। রায়

হেড মাষ্টার
দেরাধুন

৩০। শ্রীকান্ত রায়
৩১। বসন্তকুমার, সুরেন্দ্রকুমার, লক্ষ্মীকান্ত ও রাজকুমার
৩২। সুশীলকুমার

৩১। অশ্বিনীকুমার
৩২। নরসিংহ
৩১। রোহিণীকুমার

২৬। শ্যামরাম রায় চৌধুরী
২৭। রামকীর্ত্তি রায়
২৮। জামাতা ভৈরবচন্দ্রদাশ
গ্রন্থকারের পিতামহ
২৯। ঈশানচন্দ্র দাশ
গ্রন্থকারের পিতৃদেব
কালিয়া

২৫। রোষ জগন্নাথ
(শিবরামের ৩য় পুত্র)

২৬। রুদ্রনারায়ণ (১ম পুত্র)
২৭। রামসুন্দর
২৮। ভরতচন্দ্র
২৯। দীনবন্ধু

২৬। রাজকৃষ্ণ (২য় পুত্র)
২৭। রামগতি
২৮। কমলকৃষ্ণ
২৯। রামকৃষ্ণ
২৮।
২৯। মথুরানাথ

২৬। প্রাণকৃষ্ণ
২৬। কেবলকৃষ্ণ
২৬। গঙ্গাগোবিন্দ

২৯। দীনবন্ধু ২৯। রামকৃষ্ণ ২৯। মথুরানাথ

৩০। প্রমথনাথ, নিরঞ্জন ৩০। শরচ্চন্দ্র,

কুলকাঠীবরিশাল, প্রভাত, মোহিতচন্দ্র

৩০। শীতলচন্দ্র ৩০। চণ্ডীচরণরায় বি, এল,

জজের উকিল, রঙ্গপুর

৩১। সুরেশচন্দ্র ৩১। নরেশচন্দ্র ৩১। যোগেশচন্দ্র

৩১। যতীন্দ্র ৩১। শচীন্দ্র ৩১। মণীন্দ্র ৩১। ফণীন্দ্র ৩১। রবীন্দ্র

২৬। প্রাণকৃষ্ণ ২৬। কেবলকৃষ্ণ

২৭। গোবিন্দচন্দ্র ২৭। নন্দদুলাল ২৭। ব্রজকিশোর ২৭। রাজকিশোর

২৮। আনন্দচন্দ্র ২৮। ব্রজদুলাল ২৮। পূর্ণচন্দ্র ২৮। অভয়াচরণ

২৯। রাজেন্দ্রনারায়ণ ২৯। জামাতা ২৯। তারকনাথ ২৯। চিন্তাহরণ

২৯। অম্বিকাচরণ তারাচাঁদ বক্সী

৩০। জিতেন্দ্রনাথ ৩০। দৌহিত্র ৩০। নরেন্দ্রনাথ ৩০। রমেন্দ্রনাথ

কুলকাঠী ৵কালাচাঁদ ৩০। উপেন্দ্রনাথ

বরিশাল খোশালচন্দ্রদাশ ৩০। যোগেন্দ্রনাথ

অরবিন্দ, কুলকাঠী ৩০। মণীন্দ্রনাথ কুলকাঠী

পূর্ণচন্দ্রের ভ্রাতা গোলোকচন্দ্র, মহিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র নিঃসন্তান। তারকচন্দ্রের ভ্রাতা সীতানাথ। সীতানাথের পুত্র হেমেন্দ্র। চিন্তাহরণ, এম-এ, প্রোফেসর, চিন্তাহরণের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ। অভয়াচরণের ভ্রাতা দুর্গাচরণ ও গুরুচরণ নিঃসন্তান।

চন্দ্রকান্ত যুবামৃত। তদীয় ভগিনী শ্রীযুক্তা সরস্বতী দেবী, কালিয়াতে বিবাহিতা। স্বামী অম্বিকাচরণ দাশ। পুত্রকন্যাবতী। সারদা পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর।

২৫। কৃষ্ণজীবন
(শিবরামের দ্বিতীয় পুত্র)

২৬। রাধাকান্ত ২৬। জয়নারায়ণ ২৬। ব্রজনারায়ণ ২৬। রামগঙ্গা

২৭। গৌরী প্রসাদ ২৭। ভবানী প্রসাদ ২৭। প্রাণ দুর্লভ ২৭। রাম মাণিক্য ২৭। কীর্ত্তিচন্দ্র

(সর্ব্ব পূর্ব্ববাটী)

২৮। আলোকচন্দ্র ২৮। শম্ভুনাথ ২৮। বৈদ্যনাথ ২৮। কৃষ্ণকান্ত

২৯। কন্যা ২৯। উদয়চন্দ্র ২৯। গুরুনাথ ২৯। উমাকান্ত ২৯। দুর্গাপ্রসন্ন

২৯। অভয়চন্দ্র

৩০। কন্যা (ব্রাহ্ম চণ্ডী চরণ সেন মহাশয়ের স্ত্রী)

২৯। স্বরূপচন্দ্র

২৯। কালীচন্দ্র

৩০। শ্রীনাথ ৩০। সতীনাথ ৩০। বরদাকান্ত ৩০। প্রতাপ নলিনী, জ্ঞানদা

৩১। নগেন্দ্রনাথ ৩১। নিশি ও শ্যামা

উদয়চন্দ্রের দুই কন্যা। অভয়চন্দ্রের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও সারদাকান্ত, ইঁহাদের উভয়ের সন্তান বর্ত্তমান। চন্দ্রকান্তের পুত্র গিরিজাকান্তপ্রভৃতি ও সারদা-কান্তের অশ্বিনীকুমারপ্রভৃতি। স্বরূপচন্দ্রের পুত্র তারাশঙ্কর। কালীচন্দ্রের পুত্র ৺কাশীকান্ত ও শ্রীকান্ত (ওভারসিয়ার)।
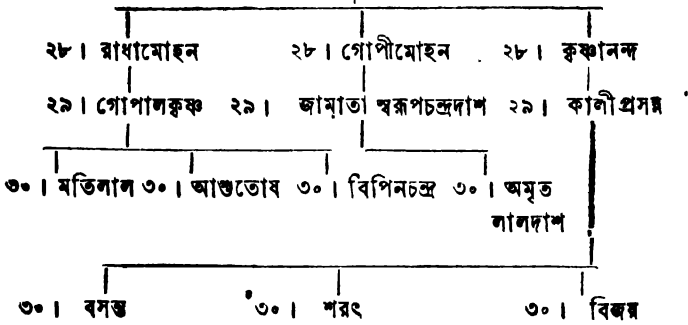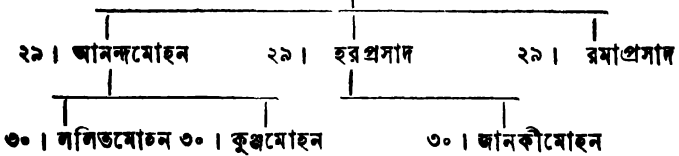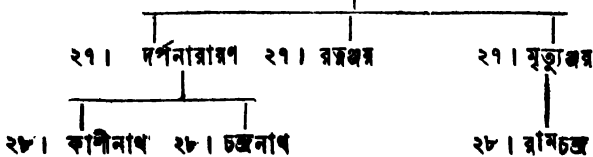
২৮। কাশীনাথ ২৮। চন্দ্রনাথ ২৮। রামচন্দ্র

কন্যা কামিনীদেবী
বিবাহ কালিয়া

২৯। কালীপ্রসন্ন ২৯। কৃষ্ণচন্দ্র ২৯। কৈলাসচন্দ্র

৩০। দ্বারিকানাথ ৩০। ফটিকচন্দ্র মোক্তার

৩০। নগেন্দ্রনাথ

২৭ রত্নত্রয়েরপুত্র বিষ্ণুচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্রের পুত্র অন্নদা ও গিরিজা।

২৭। ভবানীপ্রসাদ রায়
(২৬ নং রাধাকান্তের ২য় পুত্র)

২৮। চন্দ্রমণি ২৮। নবকৃষ্ণ ২৮। কৃষ্ণগোবিন্দ

২৯। কালীমোহন

২৯। তিলক ২৯। রামকুমার

৩০। বিশ্বেশ্বর, উমাচরণ, নীলকান্ত

৩০। পার্ব্বতী ও হরনাথ ৩০। প্রসন্ন

৩১। সতীশচন্দ্র

পোনাবালিয়া, কুলকাঠী ও বারইকরণ হাবেলীসিলেমাবাদ ও রায়েরকাঠী সিলেমাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ষোল আনা জমিদারীর ॥/০ আনার মালিক রায়েরকাঠীর সেনবংশীয় কায়স্থ জমিদারগণ ও ।✓০ আনার মালিক পোনা-বালিয়া ।✓০ আনা, কুলকাঠী ৴১০ ও বারইকরণ ৴১০। নবাবীআমলে রাম হরিগুপ্ত নামে অশ্বগুপ্তবংশীয় একজন সুচিকিৎসক পোনাবালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ দেউড়ি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি তদানীন্তন নবাবপত্নীর কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়া এই হাবেলীসিলেমাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র যশশ্চন্দ্র, যশশ্চন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। নরেন্দ্রনারায়ণের মাত্র দুইটী কন্যা প্রসূত হয়। বাখরগঞ্জের বাঙ্গলা ইতিহাসলেখক খোশালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে (১১৪—১৬) গুপ্ত নরেন্দ্রনারায়ণরায়ের দুই পুত্রও ছিল, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা বিষপ্রয়োগে জ্যেষ্ঠের প্রাণবধ করিলে, কনিষ্ঠপুত্র

পলাইয়া সাহাজাদপুরে যান। ক্রমে তাঁহার অনন্তরবংশ্যেরা আসিয়া সরমহলে বাস করিতে থাকেন। বরিশালের প্রখ্যাতনামা সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত তারিণী-কুমারগুপ্ত, এল, এম, এস, মহাশয় তাঁহার বংশধর। কিন্তু ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অলীক কাহিনী। বিষপ্রয়োগে এক ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, দেশের সমগ্রলোক অন্য ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কন্যা জামাতা সকলেরই উচ্ছেদসাধন করিতে পারিত ও করিত। বিশেষ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনা বাক্যব্যয়ে যে একটা বড় জমিদারি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন, ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। আর বৈদ্যবংশের একজন মহিলা আপনার সহোদর ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন ইহাও বিশ্বাস করিবার বিষয় নহে। খোশালবাবু বেভারিজকৃত যে পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন, উহাতে ইহার বিন্দুবিসর্গও নাই। নরেন্দ্র নারায়ণ নবাবসরকারহইতে "রায় চৌধুরী" উপাধি পাইয়াছিলেন, সরমহলের গুপ্তগণ তাঁহার বংশধর হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সে পৈতৃক উপাধির অংশভাগী হইতেন। বস্তুতঃ সরমহলের গুপ্তগণ নরেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতার অনন্তরবংশ্য। বেভারিজ সাহেব তাঁহার পুস্তকে রামভদ্ররায়কে নরেন্দ্রের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রামভদ্র তাঁহার দৌহিত্র শ্রীরামরায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনন্তসেন বৈদ্যান্তরঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যাধরসেন রাঢ়হইতে বিক্রমপুরে গমন করেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি বিক্রমপুরের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। তন্মধ্যে ষষ্ঠ পুরুষ রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব বিক্রমপুরের কাঁচাদিয়া হইতে বরিশালের উক্ত দেউড়ীতে যাইয়া নরেন্দ্ররায়ের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের শ্বশুরবংশে আর কেহ না থাকায় রামকৃষ্ণ সমগ্র জমিদারীর একমাত্র অধিপতি হয়েন। এরূপ কিংবদন্তী যে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করেন। ঐ বাটীর নিকটবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষমূলে ব্রহ্মানন্দ গির নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এক দিন নরেন্দ্রের ছোট কন্যা উক্ত ব্রহ্মানন্দের গলায় ফুলের মালা দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিলে মুনি ধ্যানভঙ্গে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে তোমার গর্ভপ্রভব পুত্রগণ জমিদারী লাভ করিবে ও তাহারা আটপুরুষ পর্য্যন্ত ইহা ভোগ করিবে।

রামকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া ঐ কন্যারও পাণি গ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে,

শ্রীরাম, গোপীবল্লভ, রাজীবলোচন বিশারদ ও রামজীবন এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারাই পোনাবালিয়া, বারইকরণ ও কুলকাঠীর, জমিদারগণ। তবে রাজীবলোচন ও রামজীবন দেউড়ীতে থাকেন এবং রামগোবিন্দ কেও-ড়ায় চলিয়া যান, তাঁহারা তিন জন জমিদারীর কোনও অংশ প্রাপ্ত হয়েন না।

প্রকাশ থাকে যে পোনাবালিয়ার সম্ভ্রান্ত মজুমদারগণের পূর্ব্বপুরুষ যাদবেন্দ্র সেন বিক্রমপুরহইতে এখানে আগমন করেন। রামদেবসেন খারিজা তালুক তাঁহার বংশধরগণের, ইঁহারা মহাকুল রামের সন্তান। মহা-প্রতাপশালী ৺গৌরচন্দ্র মজুমদার আমার পিতৃস্বসৃপতি ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র, রামকুমার ও কৈলাশচন্দ্র মজুমদার আমার পিতৃস্বস্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বিক্রমপুরে রোষবংশ বিদ্যাধর ও মুরারি দোবে

১১। উদ্ধরণসেন

১২। বিদ্যাধর	১২। অনন্তসেন	১২। মুরারি গুণবারিধি
১৩। সূর্য্যসেন	অনন্তসেনসন্তানা বাকলায়াং প্রতিষ্ঠিতাঃ অনন্তের পুত্র নারায়ণ, নারায়ণসন্তানেরা গৈলা ফুল্লশ্রীসমাগত।	১৩। রামচন্দ্র
১৪। হৃদয় কবীন্দ্র		১৪। রাঘবসেন
১৫। রঘুনাথসেন		১৫। জগন্নাথ
		১৬। গোপাল বিশ্বাস, বসুধা দেবী

১৬। লক্ষ্মণভূঞা	১৬। গোবিন্দ	
১৭। বিশ্বেশ্বর	১৭। রামকৃষ্ণ	১৭। রামচরণ
১৮। বলরাম	১৮। কুশলী	১৮। শিবরাম
১৯। ভোলানাথ	১৯। মদনানন্দ	১৯। রামচন্দ্রবিহারী
২০। রাধামোহন	২০। ভবানন্দ	২০। রামরত্ন, রামলক্ষ্মী দেবী
২১। রামকান্ত	২১। কমলাক্ষ	২১। রামলোচন, উমাসুন্দরী দেবী
২২। রামেশ্বর	২২। রামকৃষ্ণ (দেউড়ি)	২২। কালিদাস, হরসুন্দরী দেবী
২৩। জয়নারায়ণ	২৩। শ্রীরামরায়	
২৪। গঙ্গাধর	পোনাবালিয়া	

২৩। বরদাকান্ত — ২৩। বিজয়াকান্ত

দ্রবময়ীদেবী

২৪। হেমচন্দ্রসেন,
এম, এ, বি, এল, উকিল, হাইকোর্ট
তরলাদেবী

২৪। প্রমোদচন্দ্র
২৪। বঙ্কিমচন্দ্র
২৪। চারুচন্দ্র

২৫। সুধাংশুভূষণ
কামারখাড়া, বিক্রমপুর

মহাত্মা সূর্য্যসেন কবিরত্ন রাঢ় হইতে নাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্রস্নানে আসিয়া সঙ্গিগণকে হারাইয়া যান, পুরপাড়ানিবাসী ৺জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ মহানন্দ চক্রবর্ত্তী উঁহাকে পাইয়া তাঁহার যজমান নপাড়ানিবাসী ভরদ্বাজবংশীয় রঘুরামরায় মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। সূর্য্যসেন রঘুরামের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশেই থাকিয়া যান। তাই রামকান্তদাশ ঘটকবিশারদ লিখিয়া গিয়াছেন—

মহাত্মা মুরারি গুণবারিধি উক্ত সূর্য্যসেনের পিতা বিদ্যাধরসেনের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মুরারি রাঢ়হইতে পদব্রজে নাঙ্গলবন্ধস্নানে যাইতেছিলেন। তিনি পথক্রমে বরিশালের উত্তর সাহাবাজপুরস্থ মহীপতিগুপ্তের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলে মহীপতির পরমা সুন্দরী কন্যা অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া মুরারি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়া সাহাজাদপুরেই থাকিয়া যান। উক্তঞ্চ—

ভরদ্বাজরাজহংসে রোষ মহামতি।
"বাদসা, তাকাতে নাম
বাঙ্গলাতে রঘুরাম,
বঙ্গ ভরিয়া যার খ্যাতি।"
বিক্রমপুরে রঘুরাম রায় সমাজপতি।

পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারই-করণ ও কেওড়ার রায় চৌধুরীগণ এই সূর্য্যসেনের প্রপৌত্র গোবিন্দের অনন্তরবংশ্য। গোবিন্দহইতে রামকৃষ্ণ সপ্তম পুরুষ।

মুরারে শ্চাপ্যভৌ পুত্রৌ
মহীগুপ্তসুতাসুতৌ।
ঘটকরাজ দ্বারকানাথপ্রদত্ত
প্রাচীনকুলপঞ্জীবচন।

উক্ত পত্নীর গর্ভে মুরারির চণ্ডীবর ও রামচন্দ্রনামে দুই পুত্র হয়। চণ্ডীবরের পুত্র যাদবেন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, বিজয় ও বনমালী। যাদবেন্দ্রের পুত্র শ্রীরাম, শ্রীরামের পুত্র শ্রীহরি বৈদ্যরত্ন, রমাকান্ত-বৈদ্যভূষণ ও রতিকান্ত গুণার্ণব।

গতাঃ পাঁচচড়গ্রামে শ্রীহরের্বংশসম্ভবাঃ।
রমাকান্তস্য সন্তানা গোবিন্দমণ্ডলে স্থিতাঃ।
রতিকান্তস্য সন্তানা বেজগাঁওর্নিবাসকাঃ॥
ঘটকরাজ দ্বারকানাথ দত্ত প্রাচীনপঞ্জী।

শ্রীহরির পুত্র রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। রাঘবেন্দ্রের পুত্র রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর রামেশ্বরের পুত্র রামনাথ, রামনাথের পুত্র রামকান্ত চতুর্ধুরীণ ও দেবীপ্রসাদ চতুর্ধুরীণ। রত্নেশ্বরের পুত্র রুদ্ররাম, রামরাম, রামগোবিন্দ, রামচন্দ্র ও রূপ রাম। আমরা এখানে যে তালিকা বিন্যস্ত করিয়াছি, উহা মুরারির কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রসেনের বংশাবলী।

রামচন্দ্রের প্রপৌত্র গোপালসেন নবাবসরকারহইতে বিশ্বাস উপাধি ও জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পত্নীর নাম বসুধা দেবী। গোপালের পুত্র রামচরণ ও রামনারায়ণ, রামচরণের পুত্র শিবরাম, শ্রীকৃষ্ণ, রামেশ্বর ও রত্নেশ্বর। শিবরাম একদা শিবিকারোহণে গমনকালে একটা তৃষ্ণার্ত্ত ষাঁড়কে অন্য একটা ষাঁড়ের মূত্র পান করিতে দেখিয়া ও সেই গ্রামে জলাভাব জানিয়া সেই গ্রাম ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন। শিবরামের পুত্র রামচন্দ্র, নারায়ণ ও জয়নারায়ণ। রামচন্দ্র বহু ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান ও অনেককে অতি অল্প করে ভূমি পত্তন করায়

তাঁহার উপাধি বিহারী রামচন্দ্র ও তালুকের নাম "বিহারীতপা" হয়। রাম চন্দ্রের পুত্র রামরুদ্র, রামধন ও রামরত্ন। রামধনের পুত্র রামদুর্লভ ও রাম কান্ত। আর রামরত্নের পুত্রের নাম রামলোচন ও কেবলরাম, কেবলরামের পুত্র রামকমল ও রামগতি। রামকমলের পুত্র সারদাকান্ত, সারদাকান্তের পুত্র ললিতমোহন ও সুরেন্দ্রমোহন। আর রামলোচনের গোলোক, কালিদাস ও রূপচন্দ্র এই তিন পুত্র। কালিদাসের বংশই উপরে বিন্যস্ত হইল। রাঢ়ে রোষসেন সমগ্র সেনবংশের মধ্যে মহাকুল, আমরা আশা করি অতঃপর সকলে বঙ্গজসমাজের নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ রোষগণকেও সেনহাটী, কালিয়ার অরবিন্দ এবং মূলঘর, খান্দারপাড় ও সেনদিয়াপ্রভৃতির বিষ্ণুর ন্যায় প্রথম শ্রেণীর প্রধান মহাকুল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। চক্ষুষ্মান্ রাঢ় পিতৃশাপ গ্রাহ্য করেন নাই। এখানে প্রকরণের উপসংহারে আমরা কণ্ঠহার রামকান্তের একটি প্রমাদের সমুল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্ম্মুরারির্বংশবর্জ্জিতঃ॥ ১০৩ পৃঃ

খুব সম্ভব ব্রহ্মপুত্রস্নানগত মুরারি আর গৃহপ্রত্যাগমন না করায় তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার লোকান্তরগমনই স্থির করাতে এই প্রমাদ ঘটিয়াছে। "মুরারিসেনসন্তানাঃ কাঁচাদিয়ানিবাসকাঃ"—এতৎপাঠে মনে হয় এই বংশেরও কেহ কেহ কাঁচাদিয়াতেও যাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

খানেয়া বিনায়কবংশ

এখানে আমরা উক্ত বংশপ্রভব অগ্রদ্বীপের প্রখ্যাতযশাঃ জমিদার বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদনসেন মল্লিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদসেন মল্লিক ও শ্রীযুক্ত আশু-তোষসেন মল্লিক মহাশয়ের বংশাবলী বিন্যস্ত করিব।

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—মলয়াদেবী
জামাতা—মহর্ষি ধন্বন্তরি চৌবে
অগ্নিহোত্রী
|
সেনদেবশর্ম্মা অগ্নিহোত্রী চৌবে
|
বুধসেন

ধন্বন্তরির্ম্মুনিনাম
মদ্রদেশনিকেতনঃ।
অগ্নিহোত্রী মহাবাহুঃ
চতুর্ব্বেদবিচক্ষণঃ॥
উবাহ চাপরাং কন্যাং
মলয়াং স যশস্বিনীম্॥
চতুর্ভুজ।

বুধসেন
আদিশূরের সভাপণ্ডিত
১। মহারাজ শ্রীহর্ষসেন
কাঞ্চীশানগরী, সেনভূমি
২। বিমলসেন
(রাঢ়ে মালঞ্চাগত)
৩। বিনায়কসেন
৪। ধন্বন্তরি ও ৪। শুকসেন
সেনভূমৌ অভূৎ রাজা
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তনয়স্তস্য
কমলো বিমলঃ পুনঃ ॥
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোঽভূৎ
কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্র মুপাদায়
রাঢ়দেশ মুপাগতঃ ॥
কণ্ঠহার।
৫। কাম ৫। আভ ৫। কার্পটিক ৫। রোষ ৫। গাণ্ডেয়ী ৫। সাণ্ডুসেন
(কাপড়ী)
৬। উষা পতি ৬। মধুসূদন ৬। সোমসেন ৬। হিঙ্গু সেন ৬। ভবসেন (পদ্মনাভ) ৬। তিলসেন (ত্রিলোচন)
যন্নাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ
কৌলীন্যে খ্যাতি মীয়িবান্
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্ট
নগরী মধ্যাবাস সঃ ॥
৭। প্রভাকর ৭। ভাস্কর ৭। সন্তোষ ৭। তোথলিসেন
বনমালিগুপ্ত দৌহিত্র
৮। অশ্বপতি ৮। বীর ৮। মাধব
৯। গজপতিসেন (১) ২ ৩ ৪
(থানাগ্রামবাসী)
১০। শম্ভুসেন (জ্যেষ্ঠ)
১১। গোবিন্দ
বিনায়কঃ পুণ্যকর্ম্মা
বিমলস্য সুতোঽভবৎ।

১১। গোবিন্দ
|
১২। ভবানন্দ
|
১৩। গৌরীনাথ
|
১৪। মহেশচন্দ্র
|
১৫। প্রসাদসেন
|
১৬। পার্ব্বতীদাস
|
১৭। পীতাম্বর
|
১৮। খোশালচন্দ্র

বিনায়কাৎ সুতৌ জাতৌ,
ধন্বন্তরি শু শাবুভৌ॥
ধন্বন্তরেশ্চ ষট্ পুত্রাঃ
বভূবুঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
কাম আভ কার্পটিকো
রোষোগুপ্তদুহিতৃজাঃ॥
গাণ্ডেয়ী সাণ্ডসেনশ্চ
নাগজায়াং বভূবতুঃ॥
কণ্ঠহার।

১৯। যুগলকিশোর মল্লিক
|
২০। হলধর মল্লিক (অগ্রদ্বীপবাসী)
|
২১। বৃন্দাবনচন্দ্র মল্লিক
(পত্নী দুর্জ্জয়কুলজা)
|

১৯। ভায়ারাম
|
২০। শিবচন্দ্র
|
২১। কৃষ্ণচন্দ্র
(দুর্জ্জয়বংশ্য গঙ্গাধর
মজুমদারের জামাতা)

২২। হরিমোহন মল্লিক ২২। গোপীমোহন ২২। নবদ্বীপচন্দ্র যোগেশচন্দ্র
পত্নী দুর্জ্জয়বংশ্য রাসবিহারী ২২। গোবিন্দ
কবিরাজের কন্যা শ্রীযুক্তা ২২। গৌরমোহন
সারদাসুন্দরী দেবী

২৩। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ২৩। গোপেশচন্দ্র
|
২৪। প্রকাশচন্দ্র

২৪। কার্ত্তিকচন্দ্র ২৪। সুধীরচন্দ্র

২২। হরিমোহন

২২। যোগেশচন্দ্র

২৩। সন্তোষকুমার ২৩। সরোজমোহন ২৩। ননীগোপাল

২৩। মধুসূদন ২৩। রমাপ্রসাদ ২৩। আশুতোষ

শ্রীখণ্ডীয় দুর্জ্জয়বংশ্য শ্যামলাল দাশ শর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী পত্নী

(প্রভাবতী দেবী) চণ্ডীবর ৺নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের কন্যা

২৪। জ্যোতিঃপ্রসাদ (দুর্জ্জয়বংশ্য রামনারায়ণ রায় কন্যা ৺সরোজিনী দেবীর র্ভপ্রভব)

২৪। অমিয়প্রসাদ (চণ্ডীবর ৺চন্দ্রনারায়ণ রায়ের কন্যা সিন্ধুবালা দেবীর গর্ভপ্রভব)

২৪। রামরঞ্জন চণ্ডীবরবংশের দ্বিজেন্দ্রচরণ দাশশর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন

২৪। মনোরঞ্জন দুর্জ্জয়দেবেন্দ্র নাথ রায়ের কন্যাপতি

২৪। নিত্যরঞ্জন বাণদাশ নীল মাধব রায়ের কন্যাপতি

২৪। সত্যরঞ্জন চণ্ডীবর দক্ষিণা রঞ্জনের কন্যা পতি

২৪। জ্ঞানরঞ্জন

২৫। স্নেহলতাদেবী ২৫। সুধীররঞ্জন

২৫। নলিনীরঞ্জন ২৫। বসন্তরঞ্জন

২৫। প্রভাতরঞ্জন ২৫। ভক্তরঞ্জন

এই মল্লিকবংশ রাঢ়ীয়সমাজের মধ্যে অতীব সম্মানভাজন এবং ইঁহারা রাঢ়ের বৈদ্যজমিদারদিগের মধ্যে প্রধানস্থানীয়। ইঁহারা যেরূপ শিক্ষাদীক্ষার

সমুন্নত তদ্রূপই হিন্দুধর্ম্মে অতীব আস্থাবান্ এবং প্রত্যেকেই নির্ম্মলপবিত্র চরিত্র গুণে সমলঙ্কৃত এবং বদান্যতাবিষয়েও ইঁহারা অগ্রগণ্য। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ যুগলকিশোরসেন নবাবসরকারহইতে মল্লিক উপাধি লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত হরিমোহনসেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা সাতকড়ি দেবী নিঃসন্তান। দ্বিতীয়কন্যা নদীয়াসুন্দরী দেবীকে শ্রীখণ্ডের বরাহনগরীর গুপ্ত মহাকুল শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গুপ্তদেবশর্ম্মা বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদনসেনমহাশয়ের প্রথমা কন্যা সুশীলাবালা দেবীকে (ডাকনাম প্রমিলা) বঙ্গদর্শনের স্বত্বাধিকারী নপাড়া নিবাসী দেবপ্রতিম শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার বিবাহ করেন। শৈলেশচন্দ্র দুর্জ্জয়কুলকেতু শীতলদাশশর্ম্মার অনন্তরবংশ্য। এবং তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীকে বাণদাশবংশীয় নীলমাধব রায়ের পুত্র নগেন্দ্রনাথ রায় বিবাহ করেন। তৃতীয় কন্যা মনোলোভা দেবীকে পালীগ্রামী সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব রায় বিবাহ করেন।

লোধ্রবলী দত্তবংশপ্রভব দাশোড়ার দত্তবংশাবলী

চান্দপ্রতাপ—ঢাকা

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—তাপিনী দেবী
জামাতা—হিরণ্যদেবশর্ম্মা
|
দত্ত দেবশর্ম্মা
(শাণ্ডিল্য)
|
নারায়ণ দত্ত
|
ভানুদত্ত— (চক্রপাণিদত্ত ভ্রাতা)
(বটগ্রাম)
|
ভানুদত্ত (দাশোড়া)
| (দ্বিতীয়)
১। বংশীধর দত্ত কর্ণ খাঁ

শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতো
হিরণ্যো দ্বিজসত্তমঃ।
উবাহ তাপিনীং কন্যাং
সর্ব্বরূপগুণান্বিতাম্॥
তস্যাং জাতৌ দ্বৌ চ পুত্রৌ,
দেবদত্তৌ সুলক্ষণৌ।
আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসৌ,
নানাগুণসমন্বিতৌ॥

চতুর্ভুজ।

প্রকাশ থাকে যে দত্তদেবশর্ম্মা ও প্রথম ভানুদত্তের মধ্যে বহুপুরুষের নাম অজ্ঞাত। ঐরূপ প্রথম ভানু

১। বংশীধর দত্ত কর্ণ খাঁ
দত্ত ও দ্বিতীয় ভানুদত্তের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ভানু ও বংশীধরের মধ্যেও বহুপুরুষ অজ্ঞাত।
২। শ্রীধর দত্ত
২। ঈশ্বর দত্ত
২। বিজয় দত্ত
৩। শশিধর
৪। রামদেব
৫। নয়নানন্দ
৬। কেশব (জ্যেষ্ঠপুত্র)
৭। গণেশরাম রায়
৭। রবিলোচন রায়
৭। শিবাই নিয়োগী
৭। বিশ্বেশ্বররায়
৮। রমাবল্লভ রায়
৮। কৃষ্ণবল্লভ
৯। মনোহর
৯। রামবল্লভ
৯। ব্রজবল্লভ
৯। দেবুরায়
১০। রামচরণ
১১। কাশীনাথ
৮। কৃষ্ণদেব
৮। বিষ্ণুদেব
৮। ভগবতী
৮। মহাদেব
৮। পঞ্চানন
৯। রাঘবেন্দ্র রায়
(মুর্শিদাবাদগত)
১০। রামপ্রসাদ
১০। বিনোদরাম রায়
১০। কীর্ত্তিরায়
১০। রামকান্ত রায়
অপুত্রক
অপুত্রক
অপুত্রক
১১। রাজচন্দ্র রায়
১১। হরিশ্চন্দ্র রায়
১১। নিমচন্দ্র রায়
১১। ফকিরচন্দ্র
১২। ভারতচন্দ্র
অপুত্রক

১১। হরিশ্চন্দ্র   ১২। ভারতচন্দ্র

১৩। জগদীশচন্দ্র

১২। আশুনাথ রায় ১২। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১২। শীতলচন্দ্র রায়   ১২। প্যারীমোহন

১৩। গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৩। হরিপ্রসন্ন রায়

১৩। মনোমোহন রায় (ওভারসিয়ার) ১৩। মোহিনী মোহন ১৩। শ্রীশচন্দ্র ১৩। সৌরীন্দ্র মোহন ১৩। যতীন্দ্র মোহন

১৪। নলিনীমোহন রায়

১১ নং রাজচন্দ্র রায়

১২। মাণিকচন্দ্র রায় ১২। জয়চন্দ্র অপুত্রক ১২। সূর্য্যনারায়ণ ১২। কমলাকান্ত অপুত্রক

১৩। আনন্দনাথ ১৩। তারকনাথ অকৃতদারমৃত ১৩। ত্রিপুরানাথ অকৃতদারমৃত ১৩। হরিহর রায়

১৪। মন্মথনাথ রায়

১২। সূর্য্যনারায়ণ রায়

১৩। অভয়াচরণ রায় ১৩। তারিণীচরণ ১৩। সারদাচরণ যুবামৃত ১৩। কালিকাচরণ

১৪। দীনেশচরণ রায়, এম্-এ, বি-এল, মুন্সেফ

১৪। সুরেশচরণ ১৪। ভবেশচরণ

৮। মহাদেব রায়
|
৯। কালীচরণ রায়
|
১০। রামশঙ্কর রায়
|
১১। লক্ষ্মীকান্ত রায়
(৫ম পুত্র)

১২। রমাকান্ত ১২। গোপীকান্ত ১২। চন্দ্রকান্ত ১২। কৃষ্ণচন্দ্র ১২। রাসবিহারী

১৩। চন্দ্রকুমার রায়
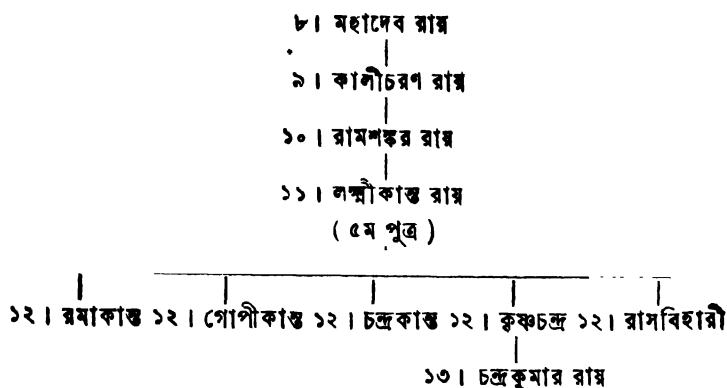
১৩। বিপিনবিহারী রায় ১৩। বঙ্কবিহারী রায় ১৩। বিনোদবিহারী রায়

৫ নং নয়নানন্দ দত্তের তৃতীয় পুত্র জগদীশচন্দ্র অতি কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি নবাব-সরকারে কাজ করিতেন, তথা হইতেই রায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে তেনাইরগণ পরমানন্দসেন বিবাহ করেন (কণ্ঠহার ১৭ পৃষ্ঠা)। চান্দপ্রতাপের নবগ্রামের বর্ত্তমান রায়বংশ তাঁহার সন্তানসন্ততি। ৯ নং রাঘবেন্দ্র রায়ের প্রথমা কন্যা রামেশ্বরী দেবীকে পয়োগ্রামের হিঙ্গু সনাতনসেন বিবাহ করেন। দাশোড়ার বর্ত্তমান হিঙ্গুগণ তাঁহার সন্তানসন্ততি। রাঘবেন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা রাজেশ্বরী দেবীকে বেন্দার কায়দাশবংশীয় এক ব্যক্তি বিবাহ করেন।
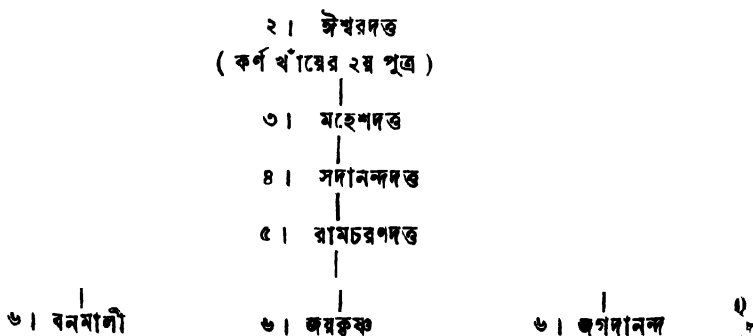
২। ঈশ্বরদত্ত
(কর্ণ খাঁয়ের ২য় পুত্র)
|
৩। মহেশদত্ত
|
৪। সদানন্দদত্ত
|
৫। রামচরণদত্ত

৬। বনমালী ৬। জয়কৃষ্ণ ৬। জগদানন্দ

৬। বনমালী

৭। যাদবেন্দ্র

৮। রামগোবিন্দ

৯। রামদেব　　৯। রামরাম

১০। রামরত্ন　　১০। শিবানন্দ　　১০। রামলোচন　　১০। রামজীবন

২। বিজয়দত্ত

(কর্ণ খাঁর ৩য় পুত্র)

৩। শ্রীনিবাসদত্ত

৪। সুন্দরদত্ত

৫। নারায়ণ　　৫। বাণীনাথ　　৫। লোকবন্ধু

(চলাখালীগত

৬। হৃষীকেশ　　৬। বিন্দ্যানন্দ

(বেগুণবাড়ীগত)　　(উলাইল কাষ্ঠসাংরাগত)

৭। জয়ানন্দ　　৭। কুমুদানন্দ

৮। বিশ্বনাথ　　৮। বিষ্ণুদাস

৯। রামকৃষ্ণ　　৯। রামভদ্র

১০। রামদেব　　১০। রঘুদেব　　১০। হরিবল্লভ　　১০। কৃষ্ণবল্লভ

১১। নন্দরাম　　১১। রামশরণ　　১১। দেবীপ্রসাদ

১২। রুদ্ররাম　　১২। সদাশিব　　১২। রামচন্দ্র

১২। রামচন্দ্র
|
১৩। গঙ্গারাম

১৪। রামজীবন — ১৪। লোকনাথ

১৫। মাণিক — ১৫। বাঞ্ছারাম — ১৫। রামগোপাল

১৬। ফকিরচান্দ (পিতা বাঞ্ছারাম) — ১৬। রামলোচন (পিতা রামগোপাল)

মহারাজ নয়পালের মহানসাধ্যক্ষ, সভাপণ্ডিত ও অমাত্য বৈদ্যকুলকেতু নারায়ণদত্ততনয় মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্তের নাম না জানেন, এরূপ লোক বিদ্বৎসমাজে অতি অল্পই আছেন। তৎপ্রণীত চক্রদত্ত সংগ্রহ গ্রন্থ, দ্রব্যগুণ ও সুশ্রুতের ভানুমতীটীকা সর্ব্বজনবিদিত। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমদীশ্বর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের প্রণেতা

বিদ্যাতপোঽর্থী বাদীন্দ্রঃ পূর্ব্বগ্রামী দ্বিজঃ কবিঃ।
চক্রপাণিসুতোজ্যায়ান্ নপ্তাসৌ শ্রীপতেঃ কৃতী॥

এই চক্রপাণি দত্তের নিবাস লোধ্রবলীগ্রামে। কালক্রমে তদ্বংশীয়গণ রাঢ়ের বটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বটগ্রামহইতে দত্তবৈদ্যগণ যাইয়া কেহ কালীকচ্ছে, কেহ শ্রীহট্টে, কেহ স্থানান্তরে ও কেহ কেহ বা চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার অন্তর্গত দাশোড়াগ্রামে উপনিবিষ্ট হয়েন। দাশোড়াগ্রাম বঙ্গীয়বৈদ্যগণের সাতাইশসমাজের মধ্যে একতম প্রধান স্থান এবং উহা দত্তমহাশয়দিগেরই সমাজভূমি। তাঁহাদিগের গোত্র শাণ্ডিল্য এবং তাঁহারা এই পরগণার সমাজপতি ছিলেন। দাশোড়ার দত্তমহাশয়গণ বলেন যে, তাঁহারা ভানুদত্তের অনন্তরবংশ্য এবং তিনিই রাঢ়ের বটগ্রামহইতে দাশোড়ায় আগমন করেন।

শক্তিপুরং করাদীনাং দত্তানাং দাশড়া মতা।

ভানুদত্ত কে ? এক ভানুদত্ত চক্রপাণিদত্তের সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং তিনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাঁহার উপাধি "বৈদ্যান্তরঙ্গ"।* চক্রপাণি আপনার পরিচয়দানচ্ছলে বলিতেছেন যে—

* সৃষ্টিধরস্য তনয়ঃ কেশবঃ কন্যকাপি চ।
ভানুদত্তসুতাপুত্রো। ৫৭ পৃঃ, কণ্ঠহার

গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি-পাত্র,
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥

তত্র শিবদাসসেনঃ—গৌড়াধিনাথঃ নয়পালদেবঃ। তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমিতি মন্ত্রী। ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ। সুনয় ইতি নীতিমান্ অন্তরঙ্গাৎ ইতি লব্ধান্তরঙ্গপদবিকাৎ ভানোরনু তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুলসম্পন্নোঽহিভিষক্ অন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলীসংজ্ঞকদত্তকুলোদ্ভবঃ। চক্রদত্ত

কিন্তু দিনাজপুর ও সুন্দরবনের তাম্রফলক পাঠে জানা যায় যে নারায়ণ ও ভানু লক্ষ্মণের অমাত্য ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, পরন্তু নয়পালের নহে। আর রাঢ়ের চৌপাড়িয়াগ্রামে চক্রপাণির শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তবে লোধ্রবলী ও বটগ্রাম তদ্বংবশীয়দিগের সাধারণ বাসস্থান ও সমাজভূমি ছিল। চন্দ্রপ্রভা বলিতেছেন যে—*

কেতুগ্রামো বটগ্রামো যাজিগ্রামো বদীপুরং।
কোদলা ভদ্রখালীচ দিগঙ্গো হুড়রাপুরম্॥
রুক্মিণী কাঁচড়াপাড়া চৌমুহা বারয়ীপুরং।
ইছাপুরা গুপ্তিপাড়া চুপিঃ খাগড়িয়া তথা॥
ভূঞাড়া শিখলগ্রামোঽপ্যনগ্নশিকর স্তথা।
পরো ভাথুরিয়া বাজুধু্লিয়াপুর মেবচ॥
দত্তদেবাদয়োবৈদ্যাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।
স্থানানি তেষা মন্যানি বিজ্ঞাতব্যানি বৃদ্ধতঃ॥ ১২ পৃঃ

উল্লিখিত বটগ্রাম রাঢ়ে ও বাজুভাথুরিয়া চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত। এইক্ষণ উহাকে বেথুর বলিয়া থাকে। দাশড়া বেথুরের নিকটবর্ত্তী স্থান, খুব সম্ভব সংবাদদাতা ভুলক্রমে দাশড়ার নাম না লইয়া ভাথুরিয়ার নাম বলিয়া

* আমরা এই আর এক ভানুদত্তেরও উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু ইনি বল্লাল হইতে বহু পরবর্ত্তী ব্যক্তি। বোধ হয় ইনিই দাশড়ার দত্তমহাশয়দিগের বংশের দ্বিতীয় ভানুদত্ত।

থাকিবেন। যাহা হউক রাঢ়ের বটগ্রামেই দত্তগণের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বাস করিতেন। কালীকচ্ছ ও শ্রীহট্টের দত্তগণের অধিকাংশও এই বটগ্রামী দত্ত বটেন। দাশোড়ার দত্তগণও ভূতপূর্ব্ব বটগ্রামবাসী ও বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় বৈদ্য। কবি বলিয়াছেন যে—

নীচমাশ্রয়তে লক্ষ্মীঃ, অকুলীনং সরস্বতী।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী নীচকে ও সরস্বতী অকুলীনদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাই আমরা দত্ত, ধর, কর ও কুণ্ড, রক্ষিত বৈদ্যদিগের মধ্যেই সবিশেষ বিদ্যা-বত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু একথা প্রকৃত নহে। দত্ত, দেবপ্রভৃতি বৈদ্যেরা আমাদের ন্যায়ই পূতজন্মা, তাঁহারা ও আমরা অনেকেই (সগোত্রগণ) একমাতার গর্ভপ্রভব এবং তাঁহারা বিশেষতঃ দত্তেরা অকুলীনও ছিলেন না। চক্রপাণি আপনাকে "লোধ্রবলী কুলীন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শিবদাস সেন বলিয়াছেন, উহার অর্থ লোধ্রবলীবংশীয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে উহার অর্থ লোধ্রবলীস্থানবাসী কুলীন দত্ত। লোধ্রবলী কোনও বংশের নাম নহে। উক্তঞ্চ ভরতেন

বটগ্রামলোধ্রবল্যৌ
শাণ্ডিল্যদত্তপত্তনে। ৮ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

শাণ্ডিল্যগোত্রের দত্তগণের বাসস্থান বটগ্রাম ও লোধ্রবলী। দাশোড়ার দত্তগণও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বটেন। উক্তঞ্চ—

"শাণ্ডিল্যদত্ত উত্তমঃ"

এবং বোধ হয় তজ্জন্যই চক্রপাণি আপনাকে কুলীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

বলিতে পার দত্তপ্রভৃতি যদি কুলীনই ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৌলীন্য গেল কেন? আর তাঁহাদের কৌলন্যপ্রদাতাই বা কে ছিলেন, বল্লালের পূর্ব্বে কি কেহ কৌলীন্যদাতা ছিলেন?

ইহা আমাদের ভ্রম ও প্রমাদ, আমরা উপনিষৎ, মনু, রামায়ণ, মহাভারত ও পঞ্চতন্ত্রপ্রভৃতি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেই কুলীনশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়া থাকি। "নবধা কুললক্ষণং" বচনটীও বল্লালের বা তৎসময়ের নহে।

খুব সম্ভব অশেষ শাস্ত্রপারদৃশ্বা দত্তেরা অন্য কোন রাজা হইতে কৌলীন্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা দত্তপ্রভৃতি বল্লালের মেলবন্ধন স্বীকার না করাতে বল্লালের অত্যাচারে কৌলীন্যপরিভ্রষ্ট হয়েন। তাই বারেন্দ্রকায়স্থগণের ঢাকুর বলিয়া গিয়াছেন—

কলিতে বল্লালসেন রাজা মহাশয়।
পরাক্রমে মহাবল গৌড়ভূমে হয়॥
কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল।
কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল॥
উৎপাৎ করিয়া রাজা না থুইল দেশ।
স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥ ২০ পৃঃ

যদি দত্তের কৌলীন্য পূর্ব্বের না হইত, তাহা হইলে নূতন কৌলীন্যদাতা বল্লাল কেমন করিয়া কুলীনের কৌলীন্য কাড়িয়া লইলেন? ফলতঃ দত্তগণ যে বংশমর্য্যাদায় সেন, দাশ ও গুপ্তগণের সমকক্ষ ছিলেন, তাহা ভরতও প্রাচীন-কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—

উত্তমৌ সেনদাশৌচ গুপ্তদত্তৌ তথৈবচ।
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থৌ রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥
নন্দিপ্রভৃতয়ো নিন্দ্যা লুপ্তপদ্ধতয়োঽপিচ। ৫ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা

অতএব পরবর্ত্তী কুলজ্ঞেরা যে দত্তকে নিকৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, উহা বল্লালের অত্যাচারের পর হইতেই। ঐ সময় দত্তেরা অনেকেই রাঢ়ে বা পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। একথার সমর্থনজন্য আমরা এখানে ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের দত্তমহাশয়দিগের (যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য বটেন) কুছিনামার উপরে স্থিত একটি শ্লোকের অধ্যাহার করিব।

চন্দর্ত্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্॥

অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ অনন্তদত্ত, আপনগুরু শ্রীকণ্ঠ দ্বিজসহ বল্লালভয়ে পলাইয়া বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ময়মনসিংহে গমন করেন।

যাহা হউক রাঢ়ের বটগ্রামহইতে কি কারণে দত্তগণ সুদূর চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত দাশোড়ায় গমন করেন, ইহাই চিন্তনীয়। আমরা দেখিতে পাই যে

কেবল দত্তবংশ নহেন, রাঢ়ের পন্থদাশকুলীনগণও চাঁদপ্রতাপের সুয়াপুরে নীত ও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ ইহার কারণ ইহাই যে বৈদ্যবংশীয় মহারাজ বল্লাল যেমন সেনভূমিহইতে কুলীনগণকে রাঢ়ে আনয়ন করেন, তদ্রূপ, লক্ষ্মণসেনও রাঢ়হইতে কুলীনগণকে শুভবাটী, ভোগিলহট্ট ও সেনহাটীপ্রভৃতি স্থানে লইয়া যাইয়া প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এইরূপে সুয়াপুরে মহারাজ আদি বল্লালের যে সকল বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনজ্ঞাতিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ বল্লালের বিধিব্যবস্থানুসারেই দত্তগণকে দাশোড়া ও পন্থদাশ গণকে সুয়াপুরে নিয়া গিয়াছিলেন। চাঁদপ্রতাপের প্রত্যেক বৈদ্যসন্তান ইহা জানেন ও দত্ত এবং পন্থবংশীয়গণও ইহা বংশপরম্পরাক্রমে অভ্রান্তরূপে অবগত আছেন যে তাঁহারা উভয়েই বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনগণের আনীত ও প্রতিষ্ঠাপিত।

সুয়াপুরে এখন আর এক ঘর বৈশ্বানরগোত্রীয় সেনেরও বসবাস দেখা যায় না। উঁহারা চঞ্চলা লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়িয়া সুয়াপুরপরিত্যাগপূর্ব্বক এইক্ষণ নিকটবর্ত্তী ধামরাইগ্রামে বাস কবিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বমহাসমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগের বহুদূরবিস্তৃত প্রাসাদমণ্ডলী ও বহুদূরব্যাপী প্রাচীরের প্রায় সকল অংশই এখনও মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যয়। যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলেই দেখা যায়, কুত্রাপি অট্টালিকার একদেশ, কুত্রাপি বা প্রাচীরের উপরিভাগ অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। সুয়াপুরের একটি পুষ্করিণীতে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় বহুকাল যাবৎ পতিত রহিয়াছে, প্রাচীন প্রাচীনারা আরও বহু প্রস্তরস্তম্ভ নয়নগোচর করিয়াছেন, তৎসমুদয় শনৈঃ শনৈঃ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। সকলে অনুমান করেন যে ইহা বৌদ্ধবিহারেরই অংশবিশেষ।

সুয়াপুরে একটি বিস্তৃত উচ্চ স্থান "বাজাসনের ভিটা" বলিয়া পরিচিত। তথায় বৌদ্ধশ্রমণকগণ বাস করিতেন, তথায় তাঁহাদিগের "সঙ্ঘারাম" (সংঘানাং আরামঃ বিশ্রামো যত্র) ছিল। বাজাসন শব্দ "বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ। "বজ্রাসন" অর্থ যোগবিশেষের আসন অর্থাৎ সাধনস্থানবিশেষ। উক্ত মেদিনীকরশর্ম্মণা

বজ্রং স্যাৎ বালকে ধাত্র্যাং
ক্লীবং যোগান্তরে পুমান্।

এই বাজাসন বা শ্রমণবিহারভূমিও বৈশ্বানরসেন মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠাপিত এবং তাঁহারাই উহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। অপিচ যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানশ্রমণ বাজাসনের প্রধান আচার্য্য ছিলেন, তিনিও উক্ত বৈশ্বানর গোত্রীয় সেন ও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তিনি ৯২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তিনি আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে রাজকুল চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় কোনও ক্ষত্রিয় নহেন, পরন্তু বৈশ্বানরগোত্রীয় বল্লাল সেনের বংশীয়। বল্লালসেন বৈশ্বানরগোত্রীয় সেন ও জাতিতে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা বৈদ্য ছিলেন। উক্তঞ্চ—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরোনৃপেশ্বরঃ।
ধন্বন্তরিসেনখ্যাতো বিখ্যাতো ধরণীতলে॥
রাঢ়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো হি সঃ॥
বৈশ্বানরকুলোদ্ভূতো বল্লালখ্যাতি বীর্য্যবান্।
সম্বন্ধদোষদুষ্টোঽসৌ গর্হিতঃ কুলদূষকঃ॥

সেনহাটীর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত হড় ঘটক প্রদত্ত।

এখনও বিক্রমপুরের মালপদীর বৈশ্বানরসেনগণ আপনাদিগকে বল্লালের জাতি ও ছত্রধারী সেন বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকেন। ধামরাই ও ময়মনসিংহস্থ কুষ্টিয়ার তালুকদার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন মহাশয়প্রভৃতিও উক্ত বল্লাল বংশপ্রভব।

যাহা হউক বৈশ্বানরগণ দাশোড়ার দত্তবংশের প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া সমস্ত সিলিমপ্রতাপ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। বটগ্রামহইতে ভানুদত্তের বংশীয় যে ব্যক্তি আসিয়া দাশোড়ায় উপনিবিষ্ট হয়েন, তাঁহার নামও দ্বিতীয় ভানুদত্ত, কর্ণ খাঁ বংশীধর দত্ত এই দ্বিতীয় ভানুদত্তেরও ৬।৭ পুরুষ পরবর্ত্তী ব্যক্তি বটেন। দাশোড়ার দত্তরায় মহাশয়গণ তাঁহাদিগের বংশাবলীতে ভানুদত্তের পরই বংশীধরদত্তের নাম প্রথম বিন্যস্ত করিয়াছেন কিন্তু প্রথম ভানুদত্ত নয়পালের সমসাময়িক, সুতরাং আদিশূরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহাকে

অ দিশূরের বহুপরবর্ত্তী সেনরাজগণ আনয়ন করিতে পারেন না। বৈশ্বানরগণ বা সেনরাজারা যে ব্যক্তিকে আনিয়াছিলেন তিনিই দ্বিতীয় ভানুদত্ত। আর কর্ণ খাঁ বংশীধর দত্ত মুসলমান আমলের ব্যক্তি। তাঁহার "কর্ণ খাঁ" উপাধি তাঁহাকে তৎসাময়িক বলিয়া সূচিত করে, সুতরাং মুসলমানরাজাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণকর্ত্তৃক আনীত দ্বিতীয় ভানুদত্ত ও বংশীদত্তের মধ্যেও অন্ততঃ ৬।৭ পুরুষ ব্যবধান হইবে। যাহা হউক বংশীধর দত্ত দাশোড়ায় এরূপ প্রতিপত্তি শালী হইয়া উঠেন যে কালে তাঁহাদিগের আনেতা বৈশ্বানরগণও তাঁহাদিগেরর নিকট হীনপ্রভ হইয়া যান। তাঁহারা জলের ন্যায় অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমগ্র কুলীনসমাজের সহিত আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। যদাহ কণ্ঠহারঃ

সানন্দো মাধবশ্চোভৌ জাতৌ রজনীসেনতঃ।
একা কন্যাচ দাশোড়াদত্তজাগর্ভসম্ভবাঃ॥ ১২ পৃঃ

শক্তি (তদানীন্তন মহাকুল) গণসেনের বংশীয় রজনীসেন দাশোড়ার দত্ত বংশীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তাহাতে সানন্দ, মাধব পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

এরূপ জনশ্রুতি যে দত্তমহাশয়গণ গণ রজনীসেনকে কন্যা দান করিয়া দাশোড়ার নিকটবর্ত্তী মত্তগ্রামে নিয়া প্রতিষ্ঠাপিত ও যৌতুকস্বরূপ চৌষট্টিখানী গ্রাম দান করেন। উক্ত রজনীসেনের বংশধরগণ এখনও মত্তে বসবাস করিতেছেন।

উৎসাকরো বাচস্পতি র্মকরন্দো বসন্তকঃ।
ভাস্করাৎ জজ্ঞিরে পুত্রাঃ কর্ণখাঁদত্তজাসুতাঃ॥ ৫৯ পৃঃ

সেনহাটীর মহাগৌরবভূমি রবিসেন মহামণ্ডলের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাকুল রামের প্রপৌত্র মহাকুল ভাস্করসেন দাশোড়ার বংশীধর দত্ত কর্ণখাঁর কন্যা বিবাহ করেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাকর, বচস্পতি, মকরন্দ ও বসন্তনামে চারি পুত্র হয়।

হরিসেনঃ সুতোজাতো মদনাৎ কবিরাজতঃ।
হরেঃ কৃষ্ণ সুতো বাণীদত্তজাগর্ভসম্ভবঃ॥ ৯১ পৃঃ

সেনহাটীর মহাকুল বিকর্ত্তনের ষষ্ঠপুরুষীয় মহাকুল হরিসেন দাশোড়ার

বংশীদত্তের ৫ম পুরুষীয় বাণীদত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণসেননামে এক পুত্র হয়।

শুক্লাম্বরস্য তনয়ৌ চন্দ্রত্রৈলোক্যকা বুভৌ।

কন্যা বুবাহ তাং দত্তসদানন্দাখ্যখানকঃ॥ ১৩০ পৃঃ

মহাকুল রামদাশবংশীয় শুক্লাম্বরদাশের কন্যাকে দাশোড়ার বংশীধরদত্ত কর্ণখাঁর চতুর্থ পুরুষ (প্রপৌত্র) সদানন্দ খাঁ বিবাহ করেন।

রামকৃষ্ণ স্তস্য পুত্রো রামচন্দ্রসমাহ্বয়ঃ।

বংশীমৌলিকদত্তস্য তনয়াতনুসম্ভবঃ॥ ১৩৬ পৃঃ

মহাসিদ্ধবংশ্য নিমদাশ রামকৃষ্ণ দাশোড়ার বংশীদত্তের কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে তাঁহার রামচন্দ্র নামে এক পুত্র হয়।

চতস্রঃ কন্যকা জাতা ভবানীদাসদাশতঃ।

বিকর্ত্তনকুলোদ্ভূতদৈবকীতনয়াসুতাঃ॥

গণেশদত্তস্বপরাং দাশোড়াদত্তবংশজঃ। ১৪১

পদ্মদাশ ভবানীদাস বিকর্ত্তন দৈবকীনন্দনসেনের কন্যা বিবাহ করেন। সেই বিকর্ত্তনের দৌহিত্রীকে দাশোড়ার গণেশদত্ত বিবাহ করেন।

তৃতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূৎ নাম্নাসৌ তোম্বুসেনকঃ।

কেশদত্তস্য কন্যায়াঃ কুক্ষিজো বঙ্গবাসিনঃ॥ ঐ—চন্দ্রপ্রভা।

রাঢ়ীয় মহাকুল রোষবংশের তোম্বুসেন বঙ্গজসমাজের কেশবদত্তের দৌহিত্র। পক্ষান্তরে আমরা দাশোড়ার দত্তবংশে বংশীদত্ত হইতে ষষ্ঠপুরুষে এক কেশব দত্তের সত্তা দেখিতে পাই। রাঢ়ের বহু কুলীন যাইয়া মাণিকগঞ্জের বেথুর, (বাজু ভাথুরিয়া) প্রভৃতি স্থানে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং চাঁদপ্রতাপের প্রভূতপ্রতাপশালী দাশোড়া দত্তবংশের কন্যা বিবাহ করা অসম্ভব নহে। এইরূপে বহু অর্থব্যয় করিয়া দত্তমহাশয়গণ বহু কুলীনসহ আদান প্রদান করিয়া দাশোড়াকে প্রধানস্থানমধ্যে পরিগণিত করেন। এই বংশেরই মহাত্মা রবিলোচনদত্ত পয়োগ্রামের মহাকুল আদিত্যসেনের বংশধর রতিরাম সেনকে কন্যাদান করিয়া মত্তগ্রামে স্থাপিত করেন। সুয়াপুরবাসী পণ্ডিত দীনেশচন্দ্রসেন বি, এ, উক্ত হিন্দু রতিরামের বংশধর। দত্তমহাশয়গণ যেমন এ প্রদেশের সমাজপতি ছিলেন, তেমনই তাঁহারাই সর্ব্বাদৌ চন্দন করিয়া

সর্ব্বত্র যশোলাভ করেন। মহারাজ রাজবল্লভ ইঁহাদের পত্রে চন্দন করিয়াছিলেন। তবে মহাকাল দাশোড়ার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যকেও দিন দিন হ্রস্বীভূত করিয়া আনিতেছেন, কিন্তু দত্তমহাশয়গণের আভিজাত্যগৌরব অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও বহু কুলীনসন্তান তাঁহাদিগের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। দাশোড়ার নিকট শিববাড়ী গ্রামে একটী প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে, উহা দত্তমহাশয়গণেরই প্রতিষ্ঠাপিত। যোগিজাতীয় লোকেরা এই শিবের অর্চ্চনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক পূজারিকেই দত্তমহাশয়দিগের অনন্তরপুরুষগণের প্রধানের নিকট কপালে টীকা গ্রহণ করিতে হয়, উহাই তাহার নিয়োগপত্রবিশেষ। এই শিববাড়ী একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ড মধ্যে শায়িত সুবৃহৎ পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিণী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি। এখানে শিবরাত্রের সময়ে মেলা হইয়া থাকে। রাঢ় হইতেদাশোড়াসমাগত দ্বিতীয় ভানুদত্তের বংশধর বংশীধরদত্ত কর্ণ খাঁ সমগ্র সিলিমপ্রতাপ পরগণায় আধিপত্যলাভ করেন। ঢাকা সাভারের মধ্যে ধলেশ্বরীর উত্তরতীরে যে একটি কেল্লা বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা উক্ত বংশীধরদত্তেরই নিজস্ব দুর্গ, উহা অদ্যাপি কর্ণখাঁর দুর্গ বলিয়া প্রথিত। বলবন্তনদহইতে দাশোড়ার দিকে যে বিস্তৃত খাল প্রবাহিত, উহা এই দত্তবংশের দ্বারাই খনিত।

সুয়াপুরের পদ্মদাশবংশ

চান্দপ্রতাপ—ঢাকা

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—গৃহভদ্রিকা দেবী
জামাতা—মুদ্গল ঋষি
|
দাশদেবশর্ম্মা
|
কবিদাশ
(আদিশূরের সভাসদ্)
|
১। রামদাশ সরস্বতী
|
২। পদ্মদাশ (চায়ুদাশের সহোদর)

চায়ুদাশোঽথ পদ্মশ্চ
ভবভানুবিড়ালকাঃ।
উপরিঃ ফাফরিঃ পাহি
বীরদাশ স্তথৈব চ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূত
রামদাশসুতা অমী॥
ইতি রাঢ়ীয় জয়সেন।

মৌদ্গল্যগোত্রে কথিতো দ্বিতীয়ো
বীজী মহাত্মার্জ্জিত শুদ্ধকীর্ত্তিঃ।

২। পশুপতি দাশ
৩। নীলকণ্ঠ
৪। অনন্ত
৫। মহীপতি
৬। শশিধর
৭। ধৃতিকর
৮। অলঙ্কার
৯। চণ্ডীবর
স্থয়াপুরাগত ১৩৪৫ খৃঃ

১০। নীলাম্বর　　১০। বিষ্ণুদাশ ফৌজদার
১১। দৈত্যারি
১২। দিবাকর
১৩। শিবদাশ
১৪। নারায়ণ
১৫। শ্রীপতি দাশ
১৬। রামগোপাল দাশ
১৭। রাধাবল্লভ
১৮। রঘুনন্দন
১৯। কালীচরণ
২০। গুরুপ্রসাদ
২১। শিবশঙ্কর

যঃ পশুদাশঃ শ্রুতভূরিকীর্ত্তিঃ
তস্যান্বয়ং শ্রীভরতো ব্রবীতি ॥ ১
সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো,
গৌড়েশসেবার্জ্জিতপৌরুষশ্রীঃ।
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্
স বালিনাছ্যাং বসতিং চকার ॥ ২
পশুদাশস্য পুত্রৌ দ্বৌ
নীলকণ্ঠোঽগ্রজঃ কৃতী।
চন্দ্রপ্রভা—৩১৫ পৃঃ

অথ চণ্ডীবর প্রকরণম্

চণ্ডীবরাৎ নীলাম্বরদিগম্বর
বিষ্ণুদাশফৌজদারকাঃ।
এতে স্থয়াপুরবৈশ্বানরগোত্রীয়
সেনবংশদৌহিত্রাঃ।
রাঢ়াৎ স্থয়াপুরগ্রাম সংস্থিতাঃ।
নীলাম্বরদাশাৎ রত্নগর্ভশিবদাস
দৈত্যারিদাশকাঃ। ত্রিপুরসদা-
শিবগোত্রদৌহিত্রাঃ। ইতি
রাঘবকৃত পঞ্জী।

২১। শিবশঙ্কর

২২। ভারতচন্দ্র দাশ

২১। শিবশঙ্কর নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি রাধাকান্তের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তিনিই বাইশখানি দুর্গাপূজা করিতেন। ইঁহাদিগের বাটীতে বহু দেবমন্দির ও প্রস্তরফলকও বহু রহিয়াছে।

২৩। পূর্ণচন্দ্র ২৩। ফণিভূষণ ২৩। দক্ষিণারঞ্জন ২৩। শ্রীশচন্দ্র ২৩। নরেশচন্দ্র অপুত্রক

(প্রথমপক্ষের সন্তানত্রয়) (দ্বিতীয়পক্ষের সন্তানদ্বয়)

২৪। অবিনাশচন্দ্র দাশ ম্যানেজার, হেমনগর ময়মনসিংহ।

২৪। রসিকচন্দ্র দাশ (বৈমাত্রেয়)

২৫। তমোনাশচন্দ্র ২৫। প্রীতীশচন্দ্র ২৫। শিশিরচন্দ্র ২৫। মঙ্গলচন্দ্র

(সাত কন্যামধ্যে তিনটি জীবিতা) (এতদ্ভিন্ন দুইটি কন্যা)

২৩। ফণিভূষণ

২৪। আনন্দভূষণ ২৪ অনন্তভূষণ ২৪ মধুসূদন ২৪ গিরিজাভূষণ ২৪ অমূল্যভূষণ

তিন পুত্র ও এক কন্যা।

২৩। দক্ষিণারঞ্জন

২৪। মনোরঞ্জন ২৪। নীরদরঞ্জন ২৪। নিশিরঞ্জন

৪ মেয়ে।

২৫। পিনাকিরঞ্জন ২৫। চিত্তরঞ্জন ২৫। খোকা ২৫। কন্যা

২৪। শ্রীশচন্দ্র

২৫। রমেশচন্দ্র ২৫। উমেশচন্দ্র ২৫। পরেশচন্দ্র ২৫। ক্ষীতীশচন্দ্র ২৫। ২কন্যা

মহাত্মা পন্থদাশ, বৈদ্যকুলকেতু চায়ুদাশের সহোদরভ্রাতা। তিনি মহারাজ বল্লালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির নামবিষয়ে ভরত ও রামকান্তের পঞ্জিকায় মিল নাই।

ভরত	চন্দ্রপ্রভা
মৌদ্গল্যকুলসম্ভূতঃ পন্থদাশ ইতি শ্রুতঃ। ততো জজ্ঞে নীলকণ্ঠো নীলকণ্ঠ ইবাপরঃ॥ অজায়েতাং সুতৌ তস্য নৃসিংহোঽথ মহীপতিঃ। নৃসিংহো গতবান্ বঙ্গে, রাঢ়ায়াঞ্চ মহীপতিঃ॥ ১৩৮ পৃঃ	পন্থদাশস্য পুত্রৌ দ্বৌ নীলকণ্ঠোঽগ্রজঃ কৃতী। পরো দেবলীদাশোঽসৌ স্ববংশাম্ভোজভাস্করৌ॥ যো নীলকণ্ঠো গুরুভক্তচিত্তঃ কৌলীন্যবিজ্ঞানরসম্পদাঢ্যঃ। তস্যাত্মজৌ দ্বৌ জগতি প্রসিদ্ধৌ পূর্ব্বোঽভবৎ কেশবদাশনামা। অস্যানুজোঽনন্ত ইতি স্ববংশ প্রকাশকৌ দ্বৌ শশিসূর্য্যতুল্যৌ॥ ৩১৫ পৃঃ

কণ্ঠহার বলিতেছেন যে, নীলকণ্ঠের দুই পুত্র, নৃসিংহ ও মহীপতি। নৃসিংহ সেনহাটী অঞ্চলে আগমন করেন, তাঁহার পুত্রই নয়বিচক্ষণ নয়দাশ ও তদ্বংশপ্রভব যদুনন্দনদাশ। তাই তাঁহারা বঙ্গজসমাজে এখনও কুলীন বলিয়া গণ্য। পক্ষান্তরে ভরত নীলকণ্ঠের নৃসিংহ ও মহীপতি (রাঢ়স্থিত) নামে কোনও পুত্রের নামই করিলেন না। খুব সম্ভব নীলকণ্ঠের তিনপুত্র নৃসিংহ, মহীপতি (বা কেশব) ও অনন্তদাশ। তবে দুর্জ্জয়ের নিমন্ত্রণে না যাওয়ায় দুর্জ্জয় ক্রোধবশে চায়ু, পুরন্দর ও নৃসিংহতনয় নয়ের নাম গ্রহণও করেন নাই। ভরতও এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন না।

যাহা হউক, নীলকণ্ঠের দ্বিতীয়পুত্র অনন্তের অনন্তরবংশ্য কুলীন চণ্ডীবর দাশই সুয়াপুরের বৈশ্বানরসেনমহাশয়দিগের সাদর আহ্বানে রাঢ়হইতে তথায় যাইয়া বৈশ্বানরবংশে বিবাহ করিয়া ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সুয়াপুরে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তখন এই বংশের তথায় প্রভূত সম্পৎ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। সুয়াপুরে পন্থদাশবংশীয়দিগের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাসাদমণ্ডলীর যে ভগ্নাবশেষ ছিল, তাহার ভিত্তির দুই হাত নিম্নদেশে একটী প্রাচীন প্রাচীরের অগ্রভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা একটী পাড়ার প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উহার ভগ্নাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, প্রাচীন বৈশ্বানরসেনগণের আবাসবাটীর উহাই বেষ্টন-প্রাচীর। এক সময়ে বাজাসনের সহিত সুয়াপুরীয় বৈদ্যগণের বিশেষ সংশ্রবই ছিল। এখনও লোকে সুয়াপুরের এই পন্থদাশবংশকে "বাজাসনের দাশ" বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। ১৬ নং রামগোপালদাশই ত্রিপুরগুপ্তবংশীয় জয়কৃষ্ণ গুপ্তকে কন্যাদান করিয়া সুয়াপুরে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাঁহার দৌহিত্রবংশই (শ্রীযুক্ত কুলদাকিঙ্কর রায়, ৺মিঃ কে, এন্ রায় প্রভৃতি) এইক্ষণে সুয়াপুরের প্রধান জমিদার ও অন্যতম অভিজাতবংশ।

কাশীনাথাৎ সুতো জাতো জয়কৃষ্ণো মহামতিঃ।
যশোহরগয়াস্পুরগ্রামো যেন স্বলঙ্কৃতঃ॥
রামগোপালদাশস্য পাস্থস্য সুপুরস্থিতেঃ।
উপযম্য সুতাং পশ্চাৎ সুয়াপুরে ন্যবাস সঃ॥ ৪ পৃঃ

মৎকৃতসুয়াপুরবংশাবলী।

যাহা হউক, সুয়াপুরের পন্থদাশবংশেরও সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর বর্ত্তমান নাই, বৈদ্যরাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বৈদ্যজমিদারগণ একে একে অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছেন।

মহারাজ রাজবল্লভের বংশাবলী

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
।
কন্যা।—মলয়া দেবী
জামাতা—ধন্বন্তরি মুনি

ধনন্তরি মুনির্নাম
মদ্রদেশনিকেতনঃ।
অগ্নিহোত্রী মহাবাহুঃ,

জামাতা—ধন্বন্তরি মুনি
চৌবে অগ্নিহোত্রী
|
সেন দেবশর্ম্মা
চৌবে অগ্নিহোত্রী
|
বুধসেন
(আদিশূরের সভাসদ্)
|
১। মহারাজ শ্রীহর্ষ
(সেনভূমি)
|
২। বিমলসেন
(রাঢ়—মালঞ্চ)
|
৩। বিনায়কসেন
|
৪। ধন্বন্তরি
|
৫। গাঙেগ্নী
|
৬। হিঙ্গুসেন
(সেনহট্ট)
|
৭। বলভদ্র
|
৮। অনিরুদ্ধ
|
৯। অর্জ্জুনসেন
|
১০। বাচস্পতি
(ইতনাগত)
|
১১। হৃষীকেশ
|
১২। যশশ্চন্দ্র
|
১৩। গোবিন্দসেন
|
১৪। বেদগর্ভ

চতুর্ব্বেদবিচক্ষণঃ॥
উবাহ চাপরাং কন্যাং
মলয়াং স যশস্বিনীং।
তস্যাং স জনয়ামাস
সেনং ধন্বন্তরির্দ্বিজঃ॥
চতুর্ভুজঃ।

মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ান রামদাস, তৎপুত্র কেবলকৃষ্ণ, তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র (২য়) তৎপুত্র রাজকুমার, তৎপুত্র শরচ্চন্দ্র ও গিরিজাকুমার। মহারাজের মধ্যম পুত্র রায়রাইয়া রাজা কৃষ্ণদাস, তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমণকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র শিবসুন্দর, তৎপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ, তৎপুত্র দুর্গাকান্ত, দুর্গাকান্তের পুত্র রাজেন্দ্রকুমার।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কাশীচন্দ্র, তৎপুত্র প্রতাপচন্দ্র, তৎপুত্র হেমচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, জ্যোতিশ্চন্দ্র। হৃদয়কৃষ্ণের পুত্র নীলকমল, তৎপুত্র শশিভূষণ, তৎপুত্র ইন্দুভূষণ, নরেন্দ্রনাথ ও সুধীরচন্দ্র। ইন্দুভূষণের পুত্র শান্তিভূষণ।

বেথুন স্কুলের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পরেশনাথসেন, মহারাজ রাজবল্লভের ক্ষুল্লপ্রপিতামহ মহেশচন্দ্র সেনের অনন্তরবংশ্য।

১৪। বেদগর্ভ

বিলদাউনিয়া বা রাজনগর

২৪ দীনেশচন্দ্র ২৪ মহেশচন্দ্র

২৫। জিতেন্দ্রনাথ ২৫। মহেন্দ্রনাথ ২৫। রাজেন্দ্রনাথ ২৫। ভুপেন্দ্রনাথ

জপসা—ফরিদপুর।

ধন্বন্তরি বিকর্ত্তন

বিক্রমপুর

১৩। গোবিন্দসেন বৈদ্যবল্লভ

১৪। রামভদ্রসেন
সেনহাটী

১৫। মধুসূদন
সাহবাজপুর, বরিশাল

১৬। রামগোবিন্দ

১৭। দুর্গাশরণ
হাতার ভোগ
বিক্রমপুর

১৮। রামচন্দ্র
(ডোমসার)

১৯। রামরাজাসেন
(সাঁও গাঁও)

২০। রামলোচন

২১। বিভুনারায়ণ সেন

১৫। রামগোপাল
বিক্রমপুর, গারুড়গাঁ
শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন
শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার সেন
প্রভৃতি

১৫। রঘুরাম
কাশীকিঙ্কর সেন
(প্রভৃতি নালী)
চান্দপ্রতাপ

মহারাজ শ্রীহর্ষ হইতে বিকর্ত্তন সেন ১৩শ, বিকর্ত্তনের পুত্র গোপাল তৎপুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র সুবুদ্ধি, সুবুদ্ধির পুত্র জিতামিত্র, তৎপুত্র শ্রীহরিবৈদ্যরত্ন, তৎপুত্র গোবিন্দ বৈদ্যবল্লভ। তৎপুত্র রামভদ্র।

রামভদ্রস্য সন্তানাঃ
কেচিৎ বাজু মুপাগতাঃ।
কেচিৎ বাণীবহে সন্তি
কেচিৎ বিক্রমপুরকে॥

রামভদ্রের ভ্রাতা রামনাথ, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসুন্দর, কীর্ত্তিপাশা, মধ্যমপুত্র শ্যামসুন্দর গৈলা ও ৩য় পুত্র তারাচাঁদ পুনরায় সেনহট্ট গত।

২১। বিভুনারায়ণ সেন

২২। কালীনারায়ণ বি, ই, — ২৩। সংবোধ
২২। দুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী — ২৩। ভূপেন্দ্রনারায়ণ, ২৩। নীপেন্দ্রনারায়ণ, ২৩। উপেন্দ্রনারায়ণ
২২। ইন্দ্রনারায়ণ এল, এম, এস, — ২৩। জয়ন্তনারায়ণ, ২৩। অনন্তনারায়ণ
২২। সত্যনারায়ণ এম, এ, বি, এল,
২২। সূর্য্যনারায়ণ এম, এ,

বিক্রমপুরে বিকর্ত্তন অমৃতলাল সেন কলমা, পার্শ্বনাথসেন গাউপাড়া, আনন্দচন্দ্রসেন আউটসাহি, ৺চন্দ্রকুমারসেন কোমরপুর। বিক্রমপুরে অরবিন্দ কিশোরীমোহন দাশ পালং (ফরিদপুর), প্যারীমোহন দাশ সোণারঙ্গ (ঢাকা), ধর্ম্মাঙ্গদ চন্দ্রকুমার সেন পালং, বেথুনের অধ্যাপক মহেন্দ্রনারায়ণ সেন কোমরপুর, কাঁচাদিয়া ৺গুরুপ্রসাদ সেন প্রভৃতি। প্রভাকর, পালং অম্বিকাচরণসেন কিরণকুমার সেন ও সুরেন্দ্রকুমার সেন। বিষ্ণুদাশ, সোণারঙ্গ ৺কালীচরণ রায়, পালং, নারায়ণচন্দ্র রায়।

কায়ুগুপ্তবংশাবলী

বিক্রমপুর

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—সুতৃষ্ণা দেবী
জামাতা—কৌৎস ঋষি
|
গুপ্তদেবশর্ম্মা
|
সুমতি গুপ্ত
(আদিশূরের সভাসদ্)
|
১। কায়ুগুপ্ত
|
২। বনমালী
|
৩। কার্পটি
|
৪। মদনগুপ্ত

সম্ভূতঃ কাশ্যপে গোত্রে
কৌৎসোনাম মহামুনিঃ।
উবাহ বৈদ্যকন্যাঞ্চ
সুতৃষ্ণাং নাম সুন্দরীম্॥
তস্যাং জাতাঃ সপ্ত পুত্রাঃ
নানাগুণসমাম্বিতাঃ।
গুপ্তদত্তৌ দেবদাশৌ,
কুণ্ডানন্দী চ সোমকঃ॥
চতুর্ভুজঃ।

কায়ুগুপ্তসন্তানগণ মহাকুল, বঙ্গজসমাজে গুপ্তগণের কুল বিলুপ্ত

৪। মদন গুপ্ত
|
৫। জগন্নাথ
(ভাবাবলীপত্রীপ্রণেতা)
|
৬। সুধাকর
|
৭। মৃত্যুঞ্জয়
|
৮। রাঘব কবিরাজ
|
৯। রামভদ্র কবিচন্দ্র
|
১০। শিবদাস কবিরত্ন
|
১১। জগন্নাথ (২য়)
|
১২। জয়রাম কবিরাঘব
|
১৩। শ্রীরাম
|
১৪। রামজীবন কবিচিন্তামণি
(সেনহাটী)
|
১৫। কামদেব
(জপসা)
|
১৬। রাম রায়
|
১৭। কৃষ্ণচন্দ্র
|
১৮। জগচ্চন্দ্র
|
১৯। রজনীকান্ত গুপ্ত
বি, এল, উকিল জজকোর্ট, ঢাকা
|
২০। মনোরঞ্জন গুপ্ত

২০। হেমচন্দ্র গুপ্ত
সাং—নগর
বিক্রমপুর।

৭৩

হইলেও এখনও ইঁহারা একবারে মর্য্যাদাহীন হয়েন নাই।

১৯। রজনীকান্তগুপ্ত মহাশয় এতদূর স্বজাতিপ্রেমবিহ্বল যে তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ নামক একটি যুবককে স্কটলেনে আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে ভারতভ্রমণান্তে বৈদ্যতত্ত্বসংগ্রহজন্য ১০০৲ টাকা দিতে নিজেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হয়েন। এবং আমাকে তন্মধ্যে ৭৫৲ টাকা দিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনি আমাকে পত্রে রামেস্বামিগুপ্তনামক একজন মান্দ্রাজী যুবকের বিষয় জানিতে বলেন। রামেশ্বর জাতিতে বৈশ্য। মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা গুপ্ত শব্দ ব্যবহার করেন না। বৈদ্য ও শর্ম্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণই ব্রাহ্মণের কুপরামর্শে গুপ্ত ও পক্ষাশৌচী হইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন। ..

সেনহাটীং পরিত্যজ্য
কামদেবাখ্যগুপ্তকঃ।
জপ্‌সাগ্রামং সমাসাদ্য
তত্র বাসং চকার সঃ॥ ৮৬পৃঃ
কুলদাকিঙ্কর রায়প্রণীত

তস্ত বংশভবাঃ সর্ব্বে জপ্সায়াস্ত স্থিতাঃ পুরা।
নদীগর্ভে গতায়াস্ত নানাস্থান মুপাগতাঃ॥
নগরে চ গতাঃ কেচিৎ কোঙরপুরকে তথা।
মগরে চ তথা কেচিৎ প্রসিদ্ধাস্তে যথা পুরা॥ ৮৭ প্রঃ ঐ।

শ্রদ্ধাভাজন উদারচেতাঃ রজনী বাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে অবিকল মুদ্রিত করিলাম।

শ্রীশ্রীকালী ঢাকা
বন্দেমাতরম্। ৩রা মার্চ্চ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার একখানা চিঠী পাইয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম। বৈশুজাতির মধ্যে আপনার ন্যায় স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষ ব্যক্তি এইক্ষণ আর আছে বলিয়া জানি না। আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা ভগবান্ পূর্ণ করুন এবং আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক ও বৈশুজাতির জ্ঞাতব্য তথ্য সকল সংগৃহীত হউক ইহাই প্রার্থনীয়। আগামী সোমবার দিবস আমি মনিঅর্ডার করিয়া পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইব। এবং বাকী পঞ্চাশটি কতকদিন পরে দিব।

আমি এই স্থলে একটি কথা আপনার কর্ণগোচর করিতে চাই। গত পরশ্বঃ দৈনিক অমৃতবাজার কি বেঙ্গলীতে দেখিলাম যে মান্দ্রাজে একটি বিরাট স্বদেশীসভা হইয়াছে। তাহাতে একজন বক্তার নাম দেখিলাম রামেস্বামীগুপ্ত, তিনি টেলিগু ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন। ইহা হইতে আমার মনে হয় মান্দ্রাজে উচ্চ সম্প্রদায়ের বৈশু আছেন। আপনার কায়িক ও মানসিক কুশল চিরপ্রার্থনীয়।

বিনয়াবনত
শ্রীরজনীকান্তগুপ্ত।

বিদ্‌গ্রামের কানু (স্কন্দ)
কুলচূড়ামণি ঘটকরাজ

দ্বারকানাথের বংশাবলী

মুদ্গলাখ্যো মুনির্নাম
যঃ কোশলনিকেতনঃ।
উপযেমে চ কন্যাং সঃ
সুন্দরীং গৃহভদ্রিকাম্॥
তস্যাং জাতৌ সুতৌ দ্বৌচ
আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসকৌ।
মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতৌ
সেনদাশাভিধানকৌ॥
চতুর্ভুজ।
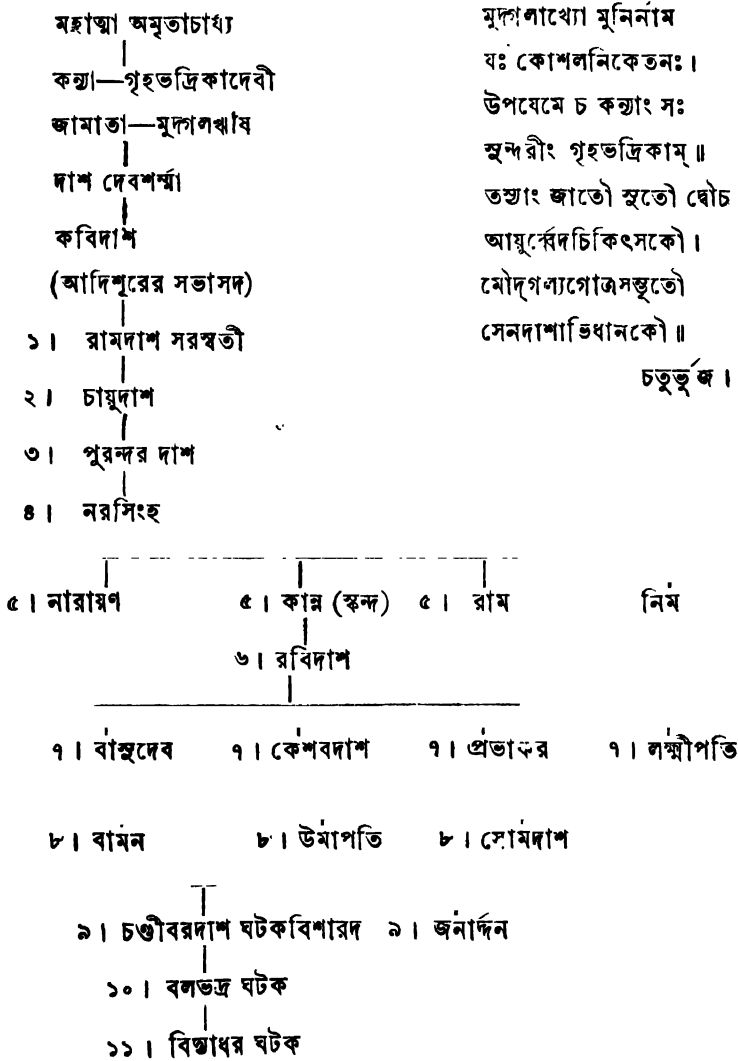
১১। বিদ্যাধর ঘটক

১২। অনিরুদ্ধ ঘটক

১৩। কৃষ্ণানন্দ　১৩। নরহরি　১৩। গোবিন্দ　১৩। চন্দ্রশেখর

১৪। মধুসূদনদাশ ঘটক বিশারদ　১৪। সূর্য্যদাশঘটক বিশারদ (দোষমালা-প্রণেতা)　১৪। শিবদাশঘটক

এই বংশে রামকান্তদাশ ঘটকবিশারদ প্রভৃত।

১৫। রমাকান্ত বা অভিরামদাশ ঘটকবিশারদ বেন্দা হইতে বিদ্গাঁ গত।

১৬। নন্দরাম　১৬। রূপরাম　১৬। রুদ্ররাম　১৬। মাণিকচান্দ

১৬। গঙ্গানারায়ণ

১৭। গঙ্গাধর গুণার্ণব　১৭। জয়নারায়ণ

১৮। রামদাশ　১৮। রামশঙ্কর　১৮। কৃষ্ণনাথ ঘটক

১৯। রামনিধি　১৯। চন্দ্রনাথ　১৯। শম্ভুনাথ

২০। কালীকুমার　২০। ঘটকরাজ দ্বারকানাথদাশ কবীন্দ্র ঘটকবিশারদ

২১। মহেন্দ্র　২১। সুরেন্দ্র　২১। যোগেশ　২১। সুখেন্দু

২২। সুধীর　২২। সৌরীন্দ্র

২২। কালীবিনোদ

১৭। গঙ্গাধর দাশ

১৮। কেবলরাম   ১৮। নীলমণি

১৯ চন্দ্রকান্ত ১৯ উমাকান্ত ১৯ বাণীকান্ত

২০। সারদা   ২০। নিবারণ

২১ অবনী ২১। নলীনী ২১ খোকা

১৯। দীনবন্ধু ১৯। আনন্দঘটককবীন্দ্র ১৯। ভগবান্ ১৯। শ্যামাচরণ

১৯। জগবন্ধু   ১৯। দুর্গাচরণ

১৯। শিবেশ্বর

২০। কামাখ্যা   ২০। কেদারেশ্বর

২০। অনন্ত   ২০। রত্নেশ্বর

২০। ভুবনেশ্বর

২০। কামাখ্যা ২০। অনন্ত ২১। কুমুদেশ্বর

২১। খোকা ২১। খোকা

১৬। নন্দরাম

১৭। চন্দ্রনারায়ণ   ১৭। রামধন

১৮। নীলমাধব ১৮। হরিশ্চন্দ্র ১৮। যশোমন্ত ১৮। রামরাজা ১৮। রামদুলাল

১৯। ভৈরবচন্দ্র   ১৯। বঙ্গচন্দ্র

২০। কালীপ্র ২০। দুর্গাপ্র ২০। তারাপ্র ২০। [illegible]প্র ২০। শ্যামাপ্র ২০। হরপ্র

২০। কালীপ্র ২০। দুর্গাপ্র ২০। তারাপ্র ২০। গুরুপ্র ২০। শ্যামাপ্র ২০। হরপ্র
বি-এল বি-এল

২১। হারাণ ২১। সত্যেন্দ্র বি, এ ২১। শিবপ্রসন্ন ২১। শৈলেশ ২১। শরদিন্দু
২১। বিমলেন্দ্র
২১। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন
২১। বিষ্ণুপ্রসন্ন
২১। হরিপ্রসন্ন

১৭। রামধন
১৮। রামমণি

১৯। রঘুনাথ ১৯। রামনাথ

২০। রামকমল ২০। হরকমল
২১। হেমচন্দ্র
২১। ধীরেন্দ্র

১৬। রুদ্ররাম
১৭। রাজনারায়ণ

১৮। কালীশঙ্কর ১৮। রামলোচন

১৯। রামদুর্লভ ১৯। পূর্ণচন্দ্র ঘটক

২০। নারায়ণ কবিরঞ্জন ২০। গিরিশচন্দ্র ২০। হরিশচন্দ্র ২০। ঈশানচন্দ্র
ঘটক বিশারদ কবিরঞ্জন উকিল

২১। মহেন্দ্র ২১। হেমচন্দ্র
২১। ধীরেন্দ্রচন্দ্র বি, এ

২০। নারায়ণ কবিরঞ্জন

২১। করুণা
|
২২। গোপাল

২১। দেবেন্দ্র
|
২২। কালীপদ

২১। যতীন্দ্র
|
২২। ভবেন্দ্র

২০। ঈশানচন্দ্রদাশ
ঘটক উকিল

২১। সুরেন্দ্রনাথ বি, এ
২১। বীরেন্দ্রনাথ
২১। সতীন্দ্রনাথ
২১। জিতেন্দ্রনাথ
২১। নৃপেন্দ্রনাথ
২১। খগেন্দ্রনাথ
২১। মুনীন্দ্রনাথ

১৮। রামলোচন ঘটক

১৯। নবকিশোর দাশ ঘটক
কবিরঞ্জন
ইনি সভা বর্ণনাকারী ও কুলগ্রন্থ
প্রচারক

২০। যোগেন্দ্র
২১। অনাথবন্ধু

১৬। মাণিকচাঁদ দাশ ঘটক
|
১৭। মৃত্যুঞ্জয়দাশ ঘটক
|
১৮। কুলমণিদাশ ঘটক
|
১৯। গোলোকচন্দ্রদাশ ঘটক

২০। মহিমচন্দ্র
|
২১। যোগেন্দ্র

২০। জ্ঞানচন্দ্র

২০। ঈশ্বরচন্দ্রদাশ
বি, এল উকিল
|

২১। উমেশচন্দ্র উকিল
|
২২। নকুলচন্দ্র

২১। রমেশচন্দ্র

২১। যতীশচন্দ্র, বি, এস্, সি,
আমেরিকা সমাগত

২২। ধীরেন্দ্রচন্দ্র

২২। সন্তোষচন্দ্র

২০। ঈশ্বরচন্দ্রদাশ ঢাকার জজকোর্টের একজন প্রধান উকিল ও প্রসিদ্ধ অন্নদাতা ছিলেন।

আমি বল্লাল মোহমুদ্গরে (৪৪৯ পৃষ্ঠা ৪৫৬) ঘটক প্রকরণে বিদগাঁও ও বলুরের ঘটকবংশ বিবৃত করিতে যাইয়া বিদগ্রামের পক্ষে যে ত্রুটি করিয়াছিলাম, তাহার এইক্ষণ সংশোধন করিলাম। বস্তুতঃ এক পক্ষের কথা শুনিয়া লেখাতেই আমার প্রমাদ ঘটিয়াছিল। এই উভয় গ্রামের ঘটকগণই একমূলজ ও ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই বংশগত আভিজাত্যে ন্যূন বা অধিক নহেন। তবে এক সময়ে যেমন ঘটকবিশারদ রামকান্ত প্রধান ছিলেন, তদ্রূপ ঘটকরাজ দ্বারকানাথ ঘটক বিশারদও একালে সমগ্রঘটকসমাজের সমুজ্জল মহারত্ন ছিলেন। চণ্ডীবরদাশ আদি ঘটকবিশারদ ও তাঁহার অনন্তরবংশ্য উভয়দলই উক্ত উপাধির তুল্যাধিকারী।

২০। দ্বারকানাথদাশ ঘটকবিশারদ ঘটকরাজ সমগ্র রাঢ়ে বঙ্গের মধ্যে অদ্বিতীয় কুলশাস্ত্রজ্ঞ ও কুলতত্ত্বকোবিদ ছিলেন। তাঁহার সদৃশ বহুদর্শী ব্যক্তি আমার চক্ষে আর পড়ে নাই। আমি যখনই যে বিষয় ঠেকিয়াছি, তাঁহার নিকটহইতে সে বিষয়ে উপদেশ লইয়াছি, তাঁহার অনেক কথা আমার উভয় গ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে। বঙ্গজসমাজের যে কোনও কুলীনসন্তানই তাঁহাকে হৃদয়ের সহিতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি যখন অজস্রশ্লোকমালা উচ্চারণপূর্ব্বক সভা বা কোনও বংশের বর্ণনা করিতেন, তখন লোক সকল যেন মন্ত্রবিমুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত ঘটকত্ব ও কুলশাস্ত্রজ্ঞত্বের সে গরিমা বিলুপ্ত হইল। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ছাপাইয়া তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন ইহাই আশা করি, তিনি ঘটক বিশারদ রামকান্তদাশ হইতে কোনও অংশে ন্যূন ছিলেন না। সংস্কৃত ভাষাতেও ইহাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্রবৈদ্যসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, বৈদ্যজাতি বৈদ্যঘটকশূন্য হইল। তদ্রচিত তদীয় বংশ-মালাঘটিত শ্লোকাবলী ও মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

শ্রীশ্রীকালী জয়তিতরাম্।

বিদগাঁও, ১৩ই আষাঢ়, ১৩১৮ শাল।

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু—

মহাশয়! অনেকানেক পত্র লিখিয়াছেন—সর্ব্বদাই উত্তর দিয়াছি। গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যে পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, মনে করি অম্বষ্ঠ-কুলে আপনার সদৃশ পণ্ডিতব্যক্তি অধিক নাই। অভিলাষ ছিল, পুনরায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎমতে শাস্ত্রালাপ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিব, কিন্তু শারীরিকঅসুস্থতানিবন্ধন আর সে ভরসা নাই। মহাশয়কে আমি পরমকুলবান্ধব মনে করি, গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক বিষয়ে আমি যাহা যাহা সংশোধন করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছি, ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে সে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গ্রন্থ নির্ভুল করিবেন। জ্ঞাতিবর্গমধ্যে কলহ-বিবাদ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের প্রামাণ্যতা ও নিরপেক্ষতা নষ্ট করিয়াছেন। আপনি সকল সত্য জানিতে পারেন নাই। আমি জীবনের শেষদশায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কখনও বিন্দুমাত্র আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে প্রয়াসী নহি। ভাবে আমরা কখনও ন্যূন নহি, বরং কুলগৌরব এবং সম্বন্ধাদিতে অজস্র উচ্চ গৌরবান্বিত। আত্মকথা আর কি বলিব, আমার কাহারও সঙ্গে শত্রুতা নাই, জ্ঞাতিবর্গমধ্যে অনেককেই আমি কুলশাস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া সকল সমাজে বিদ্বজ্জনসভামণ্ডলীতে সম্মানের পথ লভ্য করিয়া দিয়াছি, সকলেই আমার শ্রদ্ধানীয় এবং স্নেহনীয়। আমি ঘটকতা না রাখিলে সুবেবাঙ্গালায় এ ব্যবসার মান এবং গৌরব কিছুই বজায় থাকিত না। * * * অধিক আর কি লিখিব, ভবদীয় কুশলদানে বাধিত করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীদ্বারকানাথ দাশগুপ্তস্য।

যে বিদ্‌গ্রামকৃতাবাসা ঘটকান্বয়সম্ভবাঃ।
লিখিতা দ্বারকানাথঘটকেন তদন্বয়াঃ॥ ১

অভিরামঃ সূর্য্যদাশাৎ যো রমাকান্তসংজ্ঞকঃ।
হিত্বা বেন্দাং স্ববৃন্দেন বিদ্গ্রামং সমাষযৌ॥

প্রথমং পরিণিন্যেহসৌ সেনহাটীগণান্বয়াৎ।
স্বর্গতায়াং ততস্তস্যাং কালিয়াগ্রামবাসিনঃ।
ত্রিপুরান্বয়সম্ভূতামুপযেমেহপরাং বধূম্॥
প্রথমায়াং পুরা জাতো নন্দরামঃ সুতঃ সুধীঃ।
দ্বিতীয়ায়াং রূপরামো রুদ্ররামস্ততোহভবন্।
মাণিক্যচন্দ্রদাশশ্চ গঙ্গানারায়ণোপি চ॥
রূপরামাৎ প্রথমতো জয়নারায়ণঃ কৃতী।
গণান্বয়সমুদ্ভূতবাণেশ্বরসুতাসুতঃ॥
ততস্তু ঘোষবংশীয়পরাণসেনকন্যকাম্।
পরিণিন্যে সুতৌ তস্যাং গঙ্গাধরগুণার্ণবঃ।
রাধাকৃষ্ণশ্চ ঘটকঃ কন্যা চৈকাচ জজ্ঞিরে॥
বুড়ুনায়স্থ্তেন কেনচিৎ সা বিবাহিতা॥
জয়নারায়ণাৎ জাতা রাধারমণ এব হি।
শ্রীরামশঙ্করশ্চাপি কনীয়ান্ কৃষ্ণনাথকঃ।
কন্যৈকাচ বলভদ্রমণিরামসুতাসুতাঃ॥
ধর্ম্মাঙ্গদকুলোদ্ভূতাং নিন্যে চ রামশঙ্করঃ।
কাংচিৎ কন্যাং ততো জাতো রামরত্নঃ সুতাগ্রজঃ।
রবিলোচনদাশশ্চ দাশোরাজকিশোরকঃ॥
রাধারমণতো জাতো রামরামঃ সুতঃ সুধীঃ।
কন্যৈকা চ হিঙ্গুবংশ্যজয়দেবসুতাসুতৌ॥
সোণারঙ্গঘোষবংশ্যাং কৃষ্ণকান্তো ব্যবাহ বৈ।
উপযেমে কৃষ্ণনাথো বৈদ্যবল্লভসম্ভবাম্।
তস্মাৎ জাতা রামনিধিশ্চন্দ্রনাথো মহাযশাঃ॥
শম্ভুনাথস্তথারামকমলশ্চ চতুঃসুতাঃ।
কায়ুবংশ্যজগন্নাথগুপ্তস্য দুহিতুঃ সুতাঃ॥
কন্যা রামনিধেশ্চ পুত্রামনাথো ব্যবাহ তাম্॥
চন্দ্রনাথাৎ সুতৌ দ্বৌ হি জাতৌ কালীকুমারকঃ।
অগ্রজঃ কনীয়ান্ এষ রাধিকানাথ এব হি॥

যোঽসৌ ঘটকরাজেতি প্রখ্যাতিং হন্ত লব্ধবান্ ।
কন্যকা চ রোষবংস্যকালীশঙ্করজাত্মজাঃ ॥
ধর্ম্মাঙ্গদকুলোদ্ভূতকালাচান্দেন ধীমতা ।
পরিণীতা পরং সা চ অকালে ত্রিদিবং গতা ॥
তস্য মে দ্বারকানাথদাশস্য ষট্ চ পুত্রকাঃ ।
অগ্রজো জানকীনাথো দ্বিতীয়স্তু মহেন্দ্রকঃ ॥
যোঽসৌ বাণীনাথনাম্না প্রখ্যাতো বন্ধুমণ্ডলে ।
তৃতীয়ো রাজেন্দ্রনাথঃ সুরেন্দ্রশ্চ চতুর্থকঃ ॥
ততো যোগেশচন্দ্রো হি সুখেন্দুভূষণস্তথা ।
সর্ব্বেষামেব কনীয়ান্ তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে ।
ভগবান্‌চন্দ্রসেনস্য তনয়াতনুসম্ভবাঃ ॥
হন্ত রাজেন্দ্রনাথোঽসৌ জানকীনাথ এব চ ।
প্রাণপ্রিয়তমৌ তাতৌ কৈশোরে বিলয়ং গতৌ ॥
উদবহৎ সুতানাখ্যাং কালীমোহনগাণজঃ ।
যোঽসৌ শান্তমতিঃ প্রাজ্ঞঃ পূতচেতা ঋজুঃ সুধীঃ ॥
দ্বিতীয়াং হরলালশ্চ কামিনীলাম্বরোদ্ভবঃ ।
শক্তিহেমেন্দ্রনাথো হি কনীয়সীং সুশোভনাম্ ॥
মহেন্দ্রচন্দ্রদাশস্য চত্বার স্তনয়া অমী ।
কালীবিনোদকামাখ্যাসুরেশাশ্চ সুধীরকঃ ।
কন্যৈকা চ রামতনোর্গণস্য তনুজাত্মজাঃ ॥
গঙ্গাজয়গুপ্তবংশ্যবিপিনগুপ্তকন্যকাম্ ।
উপযেমে চারুলতাং সুরেন্দ্রনাথ এব হি ॥
ততঃ শৌরীন্দ্রনাথো হি কন্যাপ্যেকা চ শোভনা । ..
অজায়েতাং সুরেন্দ্রস্য মণির্মুক্তেব সাগরাৎ ॥
বার্দ্ধক্যং সমুপাগতং গতরয়া গৌরীব মেধা গতা ।
চিন্তাবিচ্যুতশক্তিকা প্রতিদিনং হীনাতিহীনা তনুঃ ।
সন্তো বা যমকিঙ্করঃ কিমথবা শ্বো হন্ত হন্তা ভবেৎ,
তস্মাৎ তূর্ণমহো ময়ৈব বিবৃতা বংশাবলী মে মুদা ॥

আমি এইখানে ঘটকরাজ পূজ্যপাদ দ্বারকানাথদাশ ঘটকবিশারদের নিজ কৃত বংশাবলী বিন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।

সুবিদিত মিহবঙ্গে হে সতামগ্রযায়িন্
তব গুণগরিমাণং চিন্তয়ন্ ভূরিশোঽয়ম্।
প্রণমতি তব পাদে দ্বারকানাথদাশ
বিনয়বিনতমূর্দ্ধোমেশচন্দ্রঃ স এষঃ॥

নয়দাশবংশ।

বালীগাঁ, বিক্রমপুর।

১। রামদাশ সরস্বতী
২। পদ্মদাশ
(বল্লালের প্রধান সেনাপতি)
৩। নীলকণ্ঠ
৪। নৃসিংহ
৫। রাঘবেন্দ্র
৬। ভীমদাশ
৭। কৃষ্ণনাথ
৮। হর্ষদাশ
৯। সদাশিব
১০। শ্রীকান্ত
১১। গোবিন্দদাশ
১২। হৃদয়ানন্দ
১৩। যদুনন্দন
১৪। হরিহরদাশ
১৫। মুক্তারামদাশ
(ইতনা)

এই বংশের লোকেরা মহারাজ বল্লাল হইতে যে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন, তাহা এখনও আছে। উহা রামপালের নিকটবর্ত্তী আটপাড়া গ্রামের মধ্যগত।

১৫। মুক্তারামদাশ
১৬। রাজকৃষ্ণদাশ
(কোটালীপাড়গত)
১৭। লক্ষ্মীনারায়ণদাশ
(বিক্রমপুর, বালীগাঁগত)
১৮। শম্ভুনাথ
১৯। কাশীনাথ

২০ কালীনাথ — ২১ রাজমোহন — ২২ কালীপদ
২০ শ্রীনাথ — ২১ দেবেন্দ্রচন্দ্র — বালীগাঁ

শ্রীনাথের হরচন্দ্র ও রূপচন্দ্র নামে আরও দুই ভ্রাতা আছেন।

শক্তিপুর করশর্ম্ম-বংশাবলী

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—চারুশীলাদেবী
জামাতা—মহর্ষি পরাশর
পরাশর গোত্র
|
করদেবশর্ম্মা
|
বকুল কর
|
মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রকর
|
মহামহোপাধ্যায় মাধবকর
শর্ম্মা নিদানপ্রণেতা
|
১। কশ্চিৎ কীটদষ্টনামা
শক্তিপুর
|
২। নিরঞ্জনরায়চৌধুরী
৩য় পুত্র
|
৩। শ্রীচন্দ্রখাঁ বাহাদুর

৩ হরিরাম ৩ রাঘবরাম ৩ মহেশচন্দ্র
রায়চৌধুরী (রামজীবন)

৪। হরজীবন

৪ ধরণীরাম ৪। মাণিক্যরাম ৪। হৃদয়রাম ৪। দয়ারাম
(নন্দরাম)
|
৫ ধরণীধররায় চৌধুরী
|
৬। পঞ্চানন ৬ শ্রীধররায়
(রামধন)

পরাশরে চারুশীলাম্
মৌদ্গল্যে গৃহভদ্রিকাম্।
পরাশরকুলসম্ভূতঃ
পরাশরেতি বিশ্রুতঃ।
উবাহ বৈদ্যকন্যাঞ্চ
চারুশীলাং মনস্বিনীম্॥
তস্যাং জাতৌ সুতৌ দ্বৌচ
কররাজাভিধানকৌ।
নৈমিষারণ্য মাশ্রিত্য
বৈদ্যবিদ্যাবিচারকৌ॥

চতুর্ভুজ।

আসীৎ পুরাম্বষ্ঠকুলপ্রদীপঃ
করান্বয়ে মাধবনামধেয়ঃ।
যঃ পারগো বৈদ্যকশাস্ত্রসিন্ধো
দ্বিতীয়ধন্বন্তরিবদ্ বিরেজে॥ ১
জ্বরাদিনানাবিধরোগবর্গ
নিদানলিঙ্গাদিসুখাববুদ্ধৌ
যঃ পুণ্যকর্ম্মা ভিষজাং কৃপালু
গ্রন্থং নিদানাভিহিতং চকার॥২

তদন্বয়ে শক্তিপুরে বিপশ্চিতো
বভূবুরেতে গুণিনঃ সহোদরাঃ।
অনন্যসাধারণপুণ্যভাস্বরাঃ
অনেকশাস্ত্রার্থপরীপ্সুভির্বৃতাঃ॥৩

৬। শ্রীধররায়

৭। শ্রীকান্তরায় ৭। কমলাকান্ত

জ্যায়াংশ্চ মন্মথ ইতি প্রিয়দর্শ নোঽভূৎ,
নাম্না প্রভাকর ইতি প্রথিতোদ্বিতীয়ঃ।
তস্যানুজোবিমলধীশ্চ নিরঞ্জনাখ্যঃ,
তুর্য্যোজনঃ সুবিদিতঃ খলু সুপ্রভাতঃ॥ ৪

লুপ্তাবশিষ্টাৎ খলু বংশপত্রাৎ,
অতীবজীর্ণাদথ কীটদষ্টাৎ।
যাবন্তি নামান্যহমাপ যত্নাৎ
তাবন্তি সন্ত্যত্র চ নূতনানি॥ ৫

ইতি বরদাকান্তরায়বিদ্যারত্ন বি, এল,
বিরচিতমাধববংশঃ।

৭। কমলাকান্তরায়ের কাশীকান্ত জ্যেষ্ঠ ও জগচ্চন্দ্র তৃতীয় পুত্র বংশহীন। চতুর্থ পুত্র ৮। কেশবচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, দিনেশচন্দ্র ও জগবন্ধুনামে তিন পুত্র। চন্দ্রশেখর বংশহীন, দিনেশের পুত্র পরমানন্দ।

৭। কমলাকান্তের ভ্রাতা শ্রীকান্তরায়ের শ্রীনাথ ও জগদীশ নামে দুই পুত্র। জগদীশ বংশহীন। শ্রীনাথের পুত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেশ্বর হরিকিঙ্কর।

৮। ভগবচ্চন্দ্ররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতচন্দ্র ও তৃতীয় পুত্র শশিভূষণ বংশহীন।

৬। পঞ্চানন রায় চৌধুরী

৭। কৃষ্ণধনরায় ৭। রামলোচন ৭। রামকুমার (ভিখারীরায়)

৮। কৃষ্ণসুন্দর ৮। রুদ্রচন্দ্র ৮। নবকুমার (যদুনন্দন)

৮। রাজচন্দ্র ৮। যাদবচন্দ্র

৮। গোপীচন্দ্র

৯। গিরিশচন্দ্র ৯। প্রসন্ননাথ ৯। বৈকুণ্ঠনাথ

১০। শ্রীশচন্দ্ররায় ১০। ত্রৈলোক্যনাথরায়

১০। অনাথবন্ধুরায় ১০। হরিদাসরায়

১০। সতীশচন্দ্ররায় ১০। হরিচরণরায়

১০। কানাইলালরায় ১০। হরিকমলরায়

৩। রাঘবরামরায়

৪। গোবিন্দনারায়ণ ৪। কেবলকৃষ্ণ ৪। নন্দরূপরায়

৫। জয়নাথ ৫। হরনাথ (দত্তক)

৬। রামজগন্নাথ

৫। হরনাথ (নন্দরূপের দত্তক) ৫। কৃষ্ণনাথ ৭। দ্বারকানাথ

৬। মহেশচন্দ্র ৮। তারকচন্দ্ররায়

৭। রজনীকান্ত ৭। শরচ্চন্দ্র ৭। ভরতচন্দ্র

৮। বসন্তকুমার
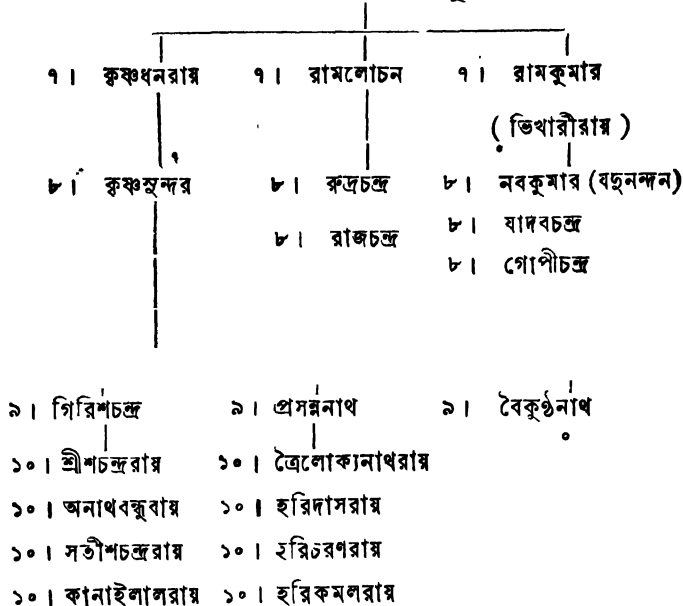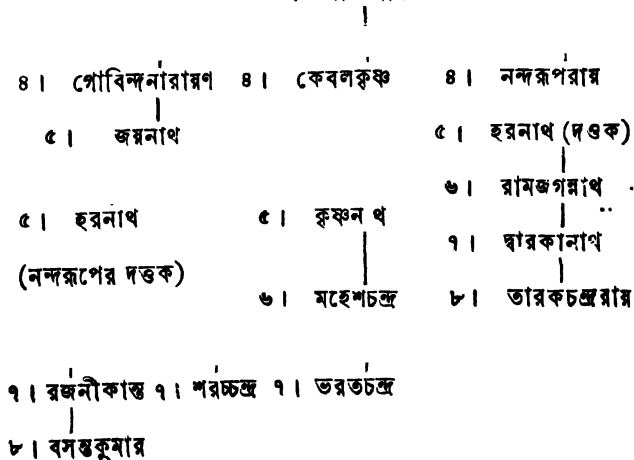
২। সুপ্রভাতকর
(৪র্থ পুত্র)

৩। শ্রীনিধিকণ্ঠাভরণ

৪। রামকৃষ্ণ ৪। রামবল্লভ ৪। যদুকৃষ্ণ ৪। হরিনাথ বিদ্যারত্ন ৪। গোপীমাধব

৫। শুকদেব

৬। পার্ব্বতীচরণ ৬। হরেকৃষ্ণ ৬। গঙ্গাপ্রসাদ

৭। শ্যামাচরণ

৭ কৃষ্ণকান্ত ৭। হরিকান্তমুন্সী

৮ জয়শঙ্কর ৮ কাশীশঙ্কর ৮ কমলাকান্ত

৯ তারিণীশঙ্কর
৯ দুর্গাশঙ্কর
৯ হরশঙ্কর

৯ দুর্গাকান্ত ৯ অভয়াকান্ত ৯ চন্দ্রকান্ত ৯ লক্ষ্মীকান্ত

১০ যদুনাথ, বিজয়গোবিন্দ রমেশচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র

৬নং গঙ্গাপ্রসাদ

৭। দুর্গাপ্রসাদ ৭। দেবীপ্রসাদ

৮। চণ্ডীপ্রসাদ ৮। কালীপ্রসাদ ৮। বিষ্ণুপ্রসাদ

৯। কৃষ্ণচন্দ্র ৯। গিরিশচন্দ্র

১০। বেণীমাধব
১০। গোবিন্দপদ

১০। ১০। অভয়কৃষ্ণ

১১। অতুলকৃষ্ণ ১১। অমূল্যকৃষ্ণ ১১। অপূর্ব্বকৃষ্ণ ১১। অস্তিমকৃষ্ণ ১১ অসীমকৃষ্ণ

৪নং রামবল্লভ
৫। কৃষ্ণগোবিন্দ
৫। নিধিবল্লভ কবিরত্ন
৬। কৃষ্ণানন্দ
৬। রাজবল্লভ
৭। রাজেন্দ্রনারায়ণ
৭। কৃষ্ণচন্দ্র
৮। গোবিন্দচন্দ্র
৮। নরেন্দ্রনাথ
৮। যাদবেন্দ্র
৯। বনমালী
৯। উপেন্দ্রনারায়ণ
৯। যোগেন্দ্রনারায়ণ
১০ নৃপেন্দ্রনারায়ণ
১০ অকৃতনামা
৯। বিপিনবিহারী
৯। বৈকুণ্ঠনাথ
৯। গোপালচন্দ্র
৪নং যদুকৃষ্ণ
৫। রামমোহন
৬। কেবলকৃষ্ণ
৭। চৈতন্যকৃষ্ণ
৮। কালীকৃষ্ণ
৯। শ্রীকৃষ্ণ
২। মন্মথকর (১ম পুত্র)
৩। মহেশ
৩। গোপাল
৪। হরিবল্লভ
৪। হরেকৃষ্ণ
৪। রামবল্লভ
৫। কালাচাঁদ
৫। হরিমাধব
৫। অযোধ্যারাম
৫। রামশরণ
৬। কৃষ্ণশরণ
৭। লুপ্তনামা
৮। কৃষ্ণজয় কবিরাজ
৪নং হরিনাথ বিদ্যারত্ন
৫। অভিরাম
৫। শ্যামরাম বিদ্যারত্ন
৫। দুর্গারাম

প্রকাশ থাকে যে, বংশহীন বহুলোকের নাম পরিত্যক্ত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শক্তিপুরের করগণ যে মহামহোপাধ্যায় মাধবকরের সন্তান, তাহার প্রমাণ কি? মহামতি চতুর্ভুজ বলিয়াছেন যে—

শক্তিপুরো নিবাসস্তু মাধবকরজন্মনাম্।
পরাশরগোত্রভেরীকুচিমোড়ানিবাসকাঃ।
বৌলাহারীশক্তিপুরীবিক্রমপুরবাসিনঃ॥ চতুর্ভুজ

শাকেঽঙ্ক ষড়্‌বাহুশশিপ্রমাণে।
চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্থ॥ ঐ

সুতরাং চতুর্ভুজসেন ১২৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পৌনে সাতশত বৎসরপূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না। শক্তিপুরের ৺শ্রীকান্তরায়মহাশয়ও তৎকৃত বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

নিদানগ্রন্থের কর্ত্তা অতিগুণধাম।
তাঁহার বংশেতে জন্ম শক্তিপুরধাম॥

৬নং গঙ্গাপ্রসাদের সন্তানগণ পাবনার অন্তর্গত বৈদ্যজামতৈলগ্রামে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, উহা সাতাইশসমাজের মধ্যে একতম। এই গ্রাম এই করবংশেরই জমিদারী ছিল, এখনও অনেকাংশ ইঁহাদিগেরই হস্তে রহিয়াছে। উক্ত জামতৈলগ্রামের উত্তরপাড়ায় উক্ত বৈদ্য রায়মহাশয়গণ, পূর্ব্বপাড়ায় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন ও দক্ষিণপাড়ায় বৈদ্যমহাশয়দিগের নফরবংশ বাস করে। ভগবানের কৃপায় ইহারা এইক্ষণে শিক্ষাদীক্ষায় সমুন্নত হইয়া ভদ্রকায়স্থে উন্নীত হইতেছে।

মহামতি শ্রীচন্দ্রখাঁ বাহাদুর নবাবসরকারহইতে খাঁবাহাদুর উপাধি ও পাবনার অন্তর্গত সায়েস্থাবাদ (বরিশালের সায়েস্থাবাদ পরগণা স্বতন্ত্র) পরগণার জমিদারী ও ভদ্রাসনপ্রভৃতি এবং বড়দিয়ার নামক বহুস্থান নিষ্কর প্রাপ্ত হয়েন। সায়েস্থাবাদ এখন ইশুফশাহী নামে প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর মামুদপুরগ্রামবাসী বসন্তকুমার কবিরঞ্জন চৌধুরী ইঁহাদের জ্ঞাতি।

অরবিন্দদাশ

কালিয়া, রামনগর

মহাত্মা অমৃতাচার্য্য
|
কন্যা—গৃহভদ্রিকা
জামাতা—মুদ্গল ঋষি

মুদ্গলাখ্যো মুনির্নাম
যঃ কোশলনিকেতনঃ।
উপযেমে চ ষষ্ঠীং স
সুন্দরীং গৃহভাদ্রিকাম্।

১০। শম্বরারি ১০। দামোদর

নৃসিংহবংশোদ্ভবসিংহরূপঃ
দামোদরাৎ শুদ্ধমতেঃ কবীন্দ্রঃ।

১০। দামোদর
|
১১। নরহরিদাশ কবীন্দ্রবিশ্বাস
(মহামহোপাধ্যায়)

লম্বোদরস্যাঙ্ঘ্রিবিলগ্নচেতাঃ,
বভূব সৎকাব্যবিধৌ বিধাতা ॥ ১
প্রখ্যাতনামা নরপূর্ব্বভাগঃ,
হর্য্যন্তদেশঃ প্রথিতাবদানঃ।
লব্ধ্বৈবিশ্বাসপদং শিবায়া
যঃ সিদ্ধযোগীতি ততঃ প্রসিদ্ধঃ। ২
মদ্রচিতোয়ং দ্বিতীয়ঃ শ্লোকঃ।

১২। রমানাথ সার্ব্বভৌম — ১২। যদুনাথ তলাপাত্র (বাণীবহ) — ১২। বাণীনাথ কবিশেখর (বড়কালিয়া)

১৩। কাশীনাথ কবিকর্ণভূষণ — ১৩। কমলানাথ কবি ডিমডিম — ১৩। মথুরানাথ কবিকর্ণপূর

১৪। রাজীবলোচন (সেনহট্ট) — ১৪। রঘুদেব (সেনহট্ট)

১৫। রামকৃষ্ণ (কালিয়া রামনগর) — ১৫। হরিরাম কালিয়া রামনগর (দেওয়ানবাড়ী) — ১৫। শুকদেব কালিয়া রামনগর

১৬। রুদ্রনারায়ণ
|
১৭। গোকুলচন্দ্র
|
১৮। পূর্ণচন্দ্র দাশ
|
১৯। তারকচন্দ্র দাশ

২০। গণেশচন্দ্র এম, এ, বি, এল, — ২০। বিমল — ২০। রমেশ — ২০। কেশব — ২০। অমূল্যচন্দ্র

২০। গণেশচন্দ্র

২১। শরচ্চন্দ্র ২১। সুবোধ ২১। বিপিন ২১। দেবেশ ২১। বীরেশ

১৯। তারকচন্দ্র দাশের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী শ্রীকমলেকামিনী দেবী, ইতিনা আদিত্যবংশপ্রভবা। তাঁহার গর্ভে বরিশাল গভর্ণমেণ্ট প্লীডার গণেশচন্দ্র ও বিমলচন্দ্র। গণেশচন্দ্র এম, এ, বি, এল, অথচ সংস্কৃতসাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এবং যেমন হৃদয়বান্ তেমনই অতীব স্বাধীনচেতাঃ। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" একথা ইঁহাতেই দেখা যায়। এরূপ চরিত্রবান্ লোক জগতে অতি বিরল। ইনি আপনার বালবিধবা কন্যা নিরুপমা দেবীর হিন্দু মতে বিবাহ দিয়া বৈদ্যজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথমা বিনোদিনী দেবী। হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা উকিল ছোটকালিয়াবাসী ৺বংশীধরসেনমহাশয়ের কন্যা। তাঁহারই গর্ভে মনোরমাদেবী, নিরুপমাদেবী, নলিনীবালা দেবী, শরচ্চন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বিপিন, দেবেশ, লাবণ্যবালা, খুঁকী ও বীরেশ প্রসূত। ইনি ভট্টপ্রতাপের কন্দর্প শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা। গণেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর বিমলচন্দ্রের যোগেশচন্দ্র, ঊষাবালা, জ্যোতিশ্চন্দ্র, বিজয়চন্দ্র ও সুশীলচন্দ্র প্রভৃতি পুত্র কন্যা।

১৯। তারকচন্দ্র দাশের দ্বিতীয়া স্ত্রী বাসণ্ডার মহলানবিশবংশপ্রভবা। তাঁহার গর্ভে সরোজিনী, কুমুদিনী, কমলিনী, রমেশচন্দ্র, সুকুমারী, কুসুমকুমারী, কেশবচন্দ্র, কিরণবালা ও অমূল্যচন্দ্র প্রসূত।

আমরা নিম্নে মহাত্মা তারকচন্দ্রদাশশর্ম্মপ্রণীত একটি পদ্যবংশলতা বিন্যস্ত করিলাম।

চায়ু, পুর, নরসিংহ, নারায়ণ প্রজাপতি।
অরবিন্দ, শ্রীবৎসের পুত্র বৃহস্পতি॥
দামোদর, নরহরি রমানাথের পিতা।
কমলানাথ, রাজীবলোচন রামকৃষ্ণ দাতা॥

রুদ্রনারায়ণ, গোকুলচন্দ্র দানশীল অতি।
তাঁর পুত্র পূর্ণচন্দ্র সদা ধর্ম্মে মতি॥
তারকচন্দ্র দাশগুপ্ত এক পুত্র তাঁর।
গণেশ বিমল আদি পঞ্চপুত্র যাঁর॥

১২। রমানাথ সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথের বংশ, কনিষ্ঠ মথুরানাথের বংশ ও মধ্যম কমলনাথের দ্বিতীয় পুত্র রঘুদেব সেনহাটীতে থাকেন। ১২ যদুনাথ তলাপাত্রের অধস্তন সন্তানেরা বাণীবহ ও ১২ বাণীনাথ কবিশেখরের পুত্র গৌরীকান্ত দাশ কবিভারতী ও রামকান্ত দাশ কবিকণ্ঠহারের অধস্তন সন্তানেরা বড়কালিয়া গমন করেন। আমরা মহামহোপাধ্যায় গৌরীকান্তের অনন্তরবংশ্য।
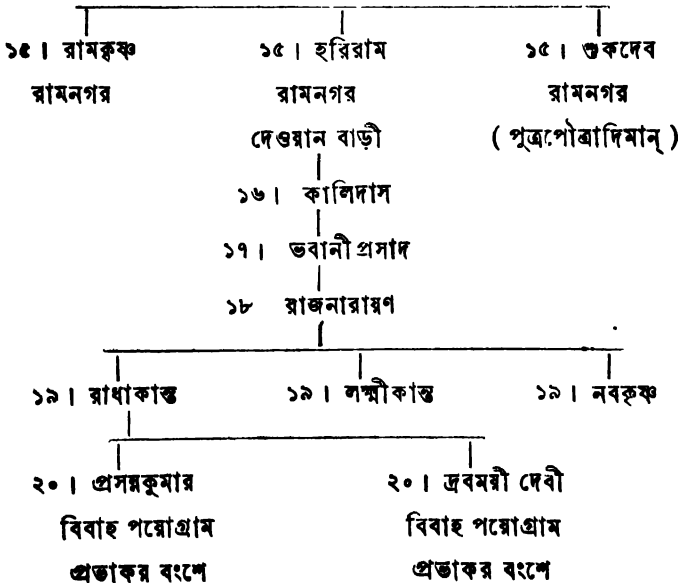
২০। প্রসন্নকুমার

২১। হিরণ্য কুমার বিঃ সেনহাটী বিকর্ত্তন | ২১। সুখময় দাশ বি-এল বিঃ সেনহাটী বিকর্ত্তন | ২১। অনন্ত কুমার বিঃ সেনহাটী বিকর্ত্তন | ২১। বিজয় কুমার বিঃ সেনহাটী বিকর্ত্তন | ২১। ললিত কুমার | ২১। বিনয় কুমার

২২। চিন্ময় দাশ, করুণাময়, জ্যোতির্ম্ময়, শান্তিময়, কিরণ, সুধাংশু, হিমাংশুময়

২১। বসন্তকুমার বালমৃত। ২১ হিরণ্যকুমার বিবাহ সেনহাটী বিকর্ত্তন। কন্যা কুসুমকুমারী ও ইন্দুমতী দেবী। বিবাহ যথাক্রমে সেনহাটী বিকর্ত্তন ও হিঙ্গুবংশে। ২২। চিন্ময় দাশ বিবাহ ভট্টপ্রতাপ কন্দর্প। চিন্ময়ের কন্যা সরোজিনী দেবী। সুরতবাসিনী দেবী, নীরদা দেবী ও শৈলনন্দিনী দেবী, সুখময়ের ভগিনীগণ। বিবাহ যথাক্রমে সেনহাটী বিকর্ত্তন, পয়োগ্রাম প্রভাকর ও সেনহাটী বিকর্ত্তন। ২১ বিজয়কুমারের পুত্র রণজিৎ ও কন্যা।

১৯। নবকৃষ্ণ দাশ

২০। কালীকান্ত | ২০। তারিণীচরণ

২১। যামিনীকান্ত | ২১। রমণীকান্ত

২১। যামিনীকান্ত   ২০। তারিণীচরণ

২২। নিশিকান্ত   ২২। সুধাংশুমোহন

২৩। ধরণীধর   ২৩। খোকা

২১। বঙ্কিমচন্দ্র ২১। হেমচন্দ্র ২১। সুরেশচন্দ্র ২১। রমেশচন্দ্র ২১। অবিনাশ
বিঃ সেঃ বিকঃ বিঃ সেঃ বিকঃ বিঃ বৈদ্যবাটী, উচলি

২২। সুবোধচন্দ্র   ২২। প্রবোধচন্দ্র

কায়স্থপ্রকরণ

পূর্ব্বাভাস

কায়স্থজাতি, সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ, সুতরাং তাঁহাদিগের নিদান, উপাদান, সমাজ ও সামাজিক অধিকার এবং উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিষয়ে দু চার কথা বলা আবশ্যক। সমাজে কায়স্থের স্থান কোথায়? ইহা একটি পরিজ্ঞাত সত্য, তথাপি কালমাহাত্ম্যে যখন তাঁহারা দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছেন, তখন তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের গুণের পুরস্কার না দিয়া কে তাহাতে বাধা দিতে পারিবে? আমি গভীর গবেষণায় ইহাই জানিতে পারিতেছি যে ইঁহারা যেমন কেহই প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন, পরন্তু ক্ষত্রিয়জাতিহইতে বহুদূরে সংস্থিত, তদ্রূপ ইঁহারা যে নিকৃষ্ট শূদ্রসন্তান, আমি তাহাও প্রকৃত সত্য বলিয়া মনে করি না। ইঁহাদিগের আকার, প্রকার, প্রতিভা ও মনস্বিতা সন্দর্শনে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই এই স্বতঃসিদ্ধ ভাবের উদ্রেক হইবে যে, ইঁহারা সকলেই প্রকৃত আর্য্যসন্তান। ইঁহারা কেহই অনার্য্য অন্ত্যজ শূদ্র নহেন, এবং ইঁহাদিগের মধ্যে বহু প্রকৃত আর্য্যসন্তান প্রবেশ করিয়া এ জাতিকে নানা জ্ঞানগুণের আধার করিয়া তুলিয়াছেন। যদি ঋষিদিগের সেই সাত্ত্বিকযুগ থাকিত, মনুর সেই মধুর ধ্বনি,

শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি,

পাদাহত না হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ বহু কায়স্থসন্তানকে ব্রাহ্মণ্য দান করিতে বাধ্য হইতেন। অবশ্য পাশ্চাত্যশিক্ষাদীক্ষায় ইঁহারা বহু উচ্চস্থান অধিকার করিলেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সদাচার ও সাহিত্য জগতে ইঁহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, অতিক্রম করিতে আরও বহুদিনের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু যদি মধ্যযুগের সঙ্কীর্ণচেতাঃ ব্রাহ্মণেরা

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ

বলিয়া ইঁহাদিগের শিক্ষাদীক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার পথে কণ্টকারোপণ না করিতেন, তাহা হইলে আজি আমরা দেখিতাম কায়স্থগণ ব্রাহ্মণবৈদ্যকে ছাড়াইয়া আগে চলিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইঁহারা সংস্কৃতপাঠে অধিকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই অনেকে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুরজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এবং শাস্ত্রালোচনার পথ ব্যাহত না হইলে ইঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই আপনাদিগের অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেন। এই জাতির মধ্যে বহুলোক এমন আছেন, যাঁহারা চারিত্র্যবলে দেবোপম হইয়াছেন। তবে আমি ক্ষুণ্ণহৃদয়ে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বহুকায়স্থসন্তান নবসম্পল্লাভে এরূপ দিশাহারা হইয়াছেন যে, তাঁহারা বহুস্থলে মিথ্যার সাহায্যে জাতিগত উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর এবং কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণবৈদ্য পণ্ডিত ও বৈদ্যরাজগণকে একমাত্র মিথ্যার সাহায্যে কায়স্থে পরিণত করিতে সমুৎসুক। অপিচ যে বৈদ্যজাতি নানা কারণে তাঁহাদিগের উন্নতির একমাত্র নিদান, আজি তাঁহারা নিতান্ত কৃতঘ্নের ন্যায় তাঁহাদিগেরই মর্ম্মবেদনা জন্মাইতে নিত্য লালায়িত। যাহা হউক আমি প্রসন্নমনে সরলহৃদয়ে তাঁহাদিগের জাতির ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমি তাঁহাদিগেরই ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়া পূর্ব্বে তাঁহাদিগের প্রতি যে সকল গ্লানিজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইতেছি। ভগবান্ আমাকে ন্যায় ও সত্যপথে থাকিতে বল দান করুন। আর কায়স্থ-ভ্রাতৃগণের নিকটও আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আমার গ্রন্থে অপ্রিয় সত্যের অবতারণানিবন্ধন কোপিত বা ক্ষুণ্ণমনাঃ না হয়েন। আমি ইতিহাস লিখিব, সুতরাং সর্ববিষয়ে সকলের মনোরঞ্জন করা অসাধ্য। তাঁহারাও নিজগুণে আমার কার্য্যের গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া আমাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন, আর তাঁহারা জাল করিতে ও করাইতে ক্ষান্ত থাকিবেন, এ আলোকের যুগে আর জাল শোভা পায় না।

কায়স্থশব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, বৈদ্য ও কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নহে। নিয়ত চিকিৎসাবৃত্তিক কতকগুলি অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের নাম বৈদ্য (বাঙ্গলায় জাতি বৈদ্য) ও যাঁহারা অক্ষরজীবী বা লেখক, যাহাকে যাবনিক ভাষায় কেরানী ও ইংরাজীতে (Writer) বলে, তাঁহাদিগেরই নাম কায়স্থ। তাই কোষকার পণ্ডিত হলায়ুধ বলিতেছেন যে—

লেখকঃ স্যাৎ লিপিকরঃ
কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ।

এবং ঐ কারণেই আমরা যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাসসংহিতা ও শুক্রনীতিতে কায়স্থ শব্দ লেখক বুঝাইতে প্রযুক্ত দেখিতে পাইয়া থাকি। সৌরপুরাণে ব্রাহ্মণ লেখকগণও কায়স্থ নামে বিশেষিত হইয়াছেন। সুতরাং কায়স্থ শব্দের যোগরূঢ়ার্থ

কায়েন কায়সাধ্যপরিশ্রমেণ (লিখনেন)
তিষ্ঠতীতি কায়স্থঃ কায়—স্থা+ডঃ।

যাঁহারা লিখনরূপ কায়িক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের নাম কায়স্থ। যাজ্ঞবল্ক্যে বিবৃত রহিয়াছে যে—

চাটতস্কর দুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥ ৩৩৬—১ অঃ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বরঃ————চাটাঃ প্রতারকাঃ, বিশ্বাস্য যে পরধনং অপহরন্তি প্রচ্ছন্নাপহারিণঃ তস্করাঃ, দুর্বৃত্তাঃ ঐন্দ্রজালিককিতবাদয়ঃ; সহোবলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং মহচ্চ তৎ সাহসং চ মহাসাহসং তেন বর্ত্তন্তে ইতি মহা-সাহসিকাঃ প্রসহ্য অপহারিণঃ আদিশব্দাৎ মৌলিককুহকবৃত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানাঃ বাধ্যমানাঃ প্রজাঃ রক্ষেৎ। কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ। তেষাং রাজবল্লভতয়া অতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাচ্চ।

তাহা হইলে জানা গেল যে যাজ্ঞবল্ক্যের এই কায়স্থ শব্দ কোনও জাতিপর নহে, পরন্তু বৃত্তিপরসংজ্ঞাবিশেষ। যে কোনও জাতীয় লোকেরা রাজসরকারে

"গণক" বা টাকাকড়ি গণাবাছার কার্য্য অর্থাৎ পোদ্দারী ও যাঁহারা কেরাণীর কাজ করিতেন, তাঁহারাই যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে গণক ও লেখক এবং কায়স্থ বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেন। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা কেরাণীকে "কায়স্থ" শব্দেই সংসূচিত করিয়া থাকেন ও বংশপরম্পরাক্রমে করিয়া আসিতেছেন। এই সময় কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক হইয়াছিল না, অমরকোষেও কায়স্থ শব্দের সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না তখনও কায়স্থ শব্দ কোনও জাতির অববোধক হয় নাই ও হইয়াছিল না। বৃহৎপরাশর বলিতেছেন যে—

শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ ॥ ১০
অমাত্যান্ মন্ত্রিণো দূতান্ যথোদিতপুরোহিতান্।
প্রাড়্‌বিবাকান্ সমস্তান্ বা হিতাংশ্চ রক্ষকানপি ॥ ১১
অন্তর্ভীরূন্ বহিঃশূরান্ সাগ্নিকান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্।
ধর্ম্মজ্ঞান্ কুলসম্ভূতান্ বিদধ্যাৎ আত্মসন্নিধৌ ॥ ১২—১০ অ

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

দশম বচনের "লেখ্যকৃত্তু" পাঠ লিপিকর অথবা মুদ্রাকরদোষসন্দুষ্ট। উহার কোনও অর্থ হয় না, তাই "কৃত্যে" করা গেল। এবং কেহ কেহ (যেমন বিশ্বকোষে নগেনবাবু) "হিতৈষিণঃ" পদটিকে কায়স্থপদের বিশেষণ করিয়াছেন, উহাও সঙ্গত হয় নাই। উহা কায়স্থ, অমাত্য, মন্ত্রী ও দূত প্রভৃতি সকল পদেরই একমাত্র বিশেষণ।

যাহা হউক বচনাবলীর তাৎপর্য্য এই যে রাজা আপনার নিকটে কায়স্থ, অমাত্য, মন্ত্রী ও দূত প্রভৃতিকে রাখিবেন। তাঁহারা কিরূপ লোক হইবেন ? শুচি, প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইবেন। কায়স্থগণও ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট হইবেন। বেশীর ভাগ কায়স্থগণকে মুদ্রণকার্য্যে (মোহরাদিদ্বারা ছাপ দিতে) ও লিপিকার্য্যে কুশল হইতে হইবে ও তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন।

সুতরাং এই কায়স্থ শব্দে এখানে লিপিবৃত্তিক ব্রাহ্মণ (বিপ্র) অববোধিত হইয়াছে, পরন্তু জাতিকায়স্থ নহে। ঐরূপ বিষ্ণুসংহিতাপ্রযুক্ত কায়স্থ শব্দও জাতিকায়স্থপর নহে।

"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং—রাজসাক্ষিকং, সসাক্ষিকং অসাক্ষিকঞ্চ

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকং। ৭ অঃ—১।

রাজার ধর্ম্মাধিকরণে বা বিচারালয়ে তাঁহার নিযুক্ত কায়স্থ বা লেখক লেখ্য লিখিয়া প্রস্তুত করিলে, ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রাড্‌বিবাক তাহাতে তাঁহার করচিহ্ন (সম্ভবতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ) সংযুক্ত করিলে সেই দলিল রাজসাক্ষিক পদবাচ্য হয়।

সুতরাং এই কায়স্থশব্দদ্বারাও কোনও জাতির সংসূচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে না। কেন না পূর্ব্বকালে যে কোনও ব্যক্তিই লিপিকার্য্য করিতেন। সৌরপুরাণে লিখিত আছে যে—

কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবিনঃ
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষকৃশস্ত্রোপজীবিনঃ ॥ ৯
ব্যাধিনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব শ্বিত্রিণঃ।
বেদনিন্দারতাশ্চৈব কৃতঘ্নাঃ পিশুনাস্তথা ॥ ১০
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ। ১১—১৯ অঃ

যে ব্রাহ্মণ সতত রাজকার্য্যাদি করেন ও লিপিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন (কায়স্থাঃ?) তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবেন, নিমন্ত্রণ করিবেন না।

সুতরাং জানাগেল যে পৌরাণিকযুগেও "কায়স্থ" কথাটি জাতিবাচক হয় নাই। তাই নগেনবাবুকেও বাধ্য হইয়া আপনার বিশ্বকোষে লিখিতে হইয়াছে যে—

"ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও কথার উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহাদিগের আচারব্যবহারদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে।" ৫৬৫ পৃঃ কায়স্থ শব্দ বিশ্বকোষ।

পক্ষান্তরে বর্ণঘটিত যে কোনও কথাই ধর্ম্মশাস্ত্রে ধৃত ও মীমাংসিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বর্ণবৃত্তান্তবহুল ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কায়স্থ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কোনও বিশেষ জাতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় নাই

কেবল বৃত্তি বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। শুক্রনীতিতেও আমরা কায়স্থ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়া থাকি—

ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসধিপতিশ্চ সঃ।
গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা॥ ৪২৮
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ।
সেনাধিপঃ ক্ষত্রিয়স্তু ব্রাহ্মণস্তদভাবতঃ॥ ৪২৯—২ অঃ

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ রাজকরগ্রহণ, দণ্ড্যে দণ্ডবিধান ও সেনাপতির কার্য্য করিবেন। ব্রাহ্মণগণও কদাচিৎ সেনাপতি পদে বৃত ও গ্রামের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবেন। বৈশ্য বাণিজ্যশুল্ক গ্রহণ করিবেন, শূদ্রগণ প্রহরীর কার্য্য করিবে ও কায়স্থগণ লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

শুক্রাচার্য্যের এই লিখনভঙ্গিতে "কায়স্থ" কথাটি এখানে জাতির অববোধক হইতে পারে ও হইতেছে। কেননা এখানে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নাম স্বতন্ত্র গ্রহণ করিয়া কায়স্থকে বর্ণচতুষ্টয়হইতে পৃথক করিতেছেন। এখানেও কেন এই কায়স্থশব্দ "লিপিকর" অর্থের দ্যোতক হউক না? হাঁ এই কায়স্থ শব্দ এখানেও জাতিকায়স্থের অববোধক হইতে পারে। আর যাহারা অক্ষরজীবী বা কেরানী, তাহাদেরও অববোধক হইতে পারে। কিন্তু তথাপি "কায়স্থ" শব্দ কোনও দিন পরমার্থতঃ কোনও জাতির অববোধক ছিল না। উহা লেখকার্থেই প্রযুক্ত হইত, তৎপর অনুলোমজ জাতির মধ্যে যে জাতির লিপিই জাতীয় বৃত্তি হইল, তাহারাই শেষে জাতি-কায়স্থে পরিণত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে আছে—

অধি। ভো ভোঃ শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ!
তৌ। আণবেদু অজ্জো। (আজ্ঞাপয়তু আর্য্যঃ)

বিচারপতি—অহে শ্রেষ্ঠীকায়স্থ। শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ কহিল, আর্য্য আজ্ঞা করুন।

এখানে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিতেছে, সুতরাং তাহারা সংস্কৃতভাষী দ্বিজ হইতে নিম্নশ্রেণীর লোক।

অধি।—ভোঃ শ্রেষ্ঠিকায়স্থৌ! "ন মম্রেতি" ব্যবহারপদং প্রথম মভি-লিখ্যতাম্।

অহে শ্রেষ্ঠিকায়স্থ! তোমরা এই মোকদ্দমায় "ন ময়া" "আমি বসন্তসেনাকে মারি নাই" শকারের এই কথাটি সর্ব্বপ্রথমে লিখিয়া লও।

কায়স্থঃ—জং অজ্জো আণবেদি। তথা কৃত্বা অজ্জ! লিহিদং।

কায়স্থ বলিলেন— আপনি যেরূপ আদেশ করেন, তাহাই হইবে, ইহা বলিয়া আদেশানুরূপ "ন ময়া" কথাটি লিখিয়া কহিলেন, আর্য্য লিখিয়াছি।

মৃচ্ছকটিক নাটকের নবমাঙ্ক পাঠে ইহাই জানা যাইতেছে যে, এক সময়ে শ্রেষ্ঠী বা শেঠেরা রাজদরবারে বাদী প্রতিবাদীকে প্রাকৃত ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, আর কায়স্থগণ তাহাদের উক্তি প্রাকৃতভাষায় লিখিয়া লইতেন।

এখানেও এই কায়স্থ শব্দ বৃত্তিপর বা জাতিপর দুই হইতে পারে। কিন্তু যখন কায়স্থ নিজে অধিকরণিকের সহিত প্রাকৃতভাষায় কথা কহিতেছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তিনি এমন কোনও জাতির লোক, যাহার সংস্কৃতে অধিকার ছিল না। এই জন্যই আমরা এখানে এই কায়স্থকে জাতিকায়স্থ বলিয়া মনে করিতে অভিলাষী। মুদ্রারাক্ষসে বিবৃত আছে—

চরঃ। অজ্জ অবরোবি অমচ্চরক্খসস্স পিয়বঅস্স কাঅথো সঅড় দাসোণাম।

আর্য্য! অপরোঽপি অমাত্যরাক্ষসস্য প্রিয়বয়স্যঃ কায়স্থঃ শকটদাসো নাম।

চাণক্যঃ—বিহস্য আত্মগতং "আঃ কায়স্থ" ইতি লঘ্বী মাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃত মপি রিপুং অবজ্ঞাতুং। মুদ্রারাক্ষস প্রথমাঙ্ক। ৩৫ পৃঃ

চর বলিল, আর্য্য! অপর আর এক ব্যক্তিকেও দেখিলাম, সে কায়স্থ শকটদাস, সে অমাত্য রাক্ষসের প্রিয় বয়স্য। চাণক্য মনে মনে হাসিয়া কহিলেন আঃ কায়স্থ? অতি ছোট কথা। তথাপি শত্রু সাধারণ লোক হইলেও উহাকে তুচ্ছ করিতে নাই।

এখানে চাণক্যের এই উক্তিদ্বারা জানা যায় যে, তিনি যে কায়স্থকে ছোট বলিয়া তুচ্ছ করিতেছেন, সে কায়স্থ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণাদি কোন লেখক নহেন। অবশ্যই জাতিকায়স্থ। কোন্ জাতি জাতিকায়স্থে পরিণত হইয়াছিল? তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব। উশনঃপ্রভৃতিও কায়স্থের অতি নিন্দা করিয়াছেন, তবে সে কায়স্থও লেখক, পরন্তু জাতিকায়স্থ নহে। তাহা হইলে কায়স্থ

শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি ? তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

কায়—স্থা + ডঃ = কায়স্থঃ।

অর্থ যাঁহারা কায়িকশ্রম লিখনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া স্থিতি করেন বা তিষ্ঠিয়া থাকেন (কায়েন তিষ্ঠতীতি কায়স্থঃ) তাঁহাদিগের নামই কায়স্থ। তবে কেন "অন্ধের চক্ষুদান" গ্রন্থপ্রণেতা ফকিরচন্দ্র বসু লিখিতেছেন—

ক,—ব্রহ্মেতি সমাখ্যাতঃ আ,—পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ।

য়,—জাতঃ, স স্বরূপশ্চ থ,—ভয়াৎ রক্ষকঃ স্মৃতঃ॥ ইতি মেদিনী।

ক—ব্রহ্মা, আ—প্রাণাপানসমানব্যান ও উদান এই পঞ্চ বায়ু বা পঞ্চ প্রাণ ; য়—জাত, স স্বরূপ, থ—ভয়ত্রাতা—এই কয় বর্ণ ঐ সকল অর্থে মিলিয়া ক + আ + য় + স্ + থ = কায়স্থ শব্দ ব্যুৎপাদিত ?

আমরা কিন্তু মেদিনীর কোনও স্থানে ইহা খুঁজিয়া পাইলাম না। এরূপ অশুদ্ধ পদযোজনা মেদিনীতে থাকিতেও পারে না। তবে মেদিনীকোষে যাহা যাহা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

ক্ষবথুর্না ক্ষুতে কাসে কায়স্থঃ পরমাত্মনি। ১৭

নরজাতিবিশেষে না হরিতক্যাস্তু যোষিতি।

কায়স্থ অর্থ পরমাত্মা (যিনি সর্ব্বকায়ে স্থিতি করেন) ও নরজাতিবিশেষ। আর কায়স্থী অর্থ হরিতকী।

ইহা ছাড়া মেদিনীতে আমরা কায়স্থশব্দের ঐরূপ কোনও ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাইলাম না। তবে মেদিনীতে—

আ— প্রগৃহ্যং স্মৃতৌ বাক্যেঽনুকম্পায়াং সমুচ্চয়ে।

কেবল "আ" উপসর্গেরই পৃথক্ অর্থব্যক্তি দেখিতে পাইলাম, ক, য়, স বা থকারের নহে। তবে একাক্ষরকোষে আছে বটে—

কঃ প্রজাপতিরুদ্দিষ্ট আকারশ্চ পিতামহঃ।

যশো যঃ কথিতঃ প্রাজ্ঞৈ র্যোবায়ুরিতি শব্দিতঃ।

স উরগঃ সমাখ্যাত স্থকারো ভয়রক্ষকে।

সুতরাং ফকিরবাবুর ব্যুৎপত্তি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। শব্দকল্পদ্রুমধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্র বলিতেছেন যে—

ব্রহ্মপাদাংশতোজন্ম চাতঃ কায়স্থনামভৃৎ।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাৎ আকারং নিত্যসংজ্ঞকং ॥
আয়ন্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতঃ মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যম্ ॥

নাগরাক্ষর শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দ ৯৩ পৃঃ

আমরা গ্রন্থের প্রথম অংশে প্রমাণ করিয়াছি যে কোনও বর্ণ বা জাতি কোনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মুখ বাহু নাসিকাদি হইতে হয় নাই ও হইতে পারে না। উপরের বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বকপোল পরিকল্পিত ও জাল। কোনও ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরকে প্রতারিত করিয়া কিঞ্চিৎ আদায় করিয়াছিলেন মাত্র।

ব্রহ্মার পাদের কোনও অংশ হইতে কেহ জন্মিলে তাহার "ব্রহ্মপাদজ" নাম না হইয়া "কায়স্থ" নাম হইবে কেন?

ক—ব্রাহ্মণ—এ কথা কে বলিল?

কঃ প্রজাপতিরুদ্দিষ্টঃ কোঽর্কবায়ুনলেষু চ।
ক শ্চাত্মনি ময়ূরে চ কঃ প্রকাশ উদাহৃতঃ॥

কই একাক্ষরকোষ ত এমন কথা বলিলেন না যে ক অর্থ ব্রাহ্মণ বা শূদ্র। আ অর্থও একাক্ষরকোষমতে পিতামহ, পরন্তু নিত্য বা অনিত্য নহে। আর "আয়ং" এই ক্লীবলিঙ্গ পদও যে কোথায় নিকট অর্থের পরিজ্ঞাপক, তাহাও আমরা অবগত নহি। আর কায়স্থ জাতিটা কোনও ব্রহ্মার কায়ে তিষ্ঠিয়া থাকেন, ইহাও বুদ্ধিমান্ কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না। এবং এইরূপ একাক্ষরকোষ মিলাইয়া কোনও জাতির বা জন্তুর নাম হয় বা হইয়া থাকে, কোনও বেদবেদান্তেও তাহার কোনও বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না।

ফলতঃ যখন রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন যে "আমরা কায়স্থেরা কি ও আমাদের উৎপত্তিই বা কি প্রকারে হইয়াছিল? তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ অগ্নিপুরাণের নাম দিয়া কতকগুলি মিথ্যা বচন রচনা করিয়া দেন, তদনুসারে কায়স্থ চতুর্থবর্ণ শূদ্র বলিয়াই প্রমাণীকৃত, আবার আর একজন ধূর্ত্ত ঐরূপ মিথ্যা আচারনির্ণয়ের নামে জাল বচন রচনা করিয়া রাজা বাহাদুরকে দিলে, তিনি তাহাও গ্রন্থস্থ করেন। ফলতঃ এগুলি যে জাল, তাহা নগেন্দ্রনাথ বাবুও

তাঁহার বিশ্বকোষে প্রসন্নবদনেই স্বীকার করিয়াছেন, আমরা কায়স্থের উৎপত্তি-প্রকরণে তাহা উদ্ধৃত করিব। তবে কায়স্থগণ যেরূপ বুদ্ধিমান্, তাহাতে তাঁহারাও যে এই সকল কেচ্ছা সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মানেন না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ফরিদপুরের আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা মিথ্যা বিজ্ঞানতন্ত্রের নামের দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽদি মম কায়াৎ অভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থো বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥

নগেনবাবু ইহাও জাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ আচারনির্ণয়-তন্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্র, বর্ণসংবিজ্ঞানতন্ত্র, বিরাট ও ব্যোমসহিতা প্রভৃতি কল্পিত নামের গ্রন্থসমূহের মধ্যে একখানিও সরস্বতীর ভাণ্ডারে দেখা যায় না। অপিচ যুক্তিও ইহার সরবত্তা স্বীকার করিতে পারে না। কাহারও কায় হইতে কোনও বর্ণের উৎপত্তি হয় নাই, মনুষ্যসৃষ্টির বহুকাল পরে ত্রেতাযুগে গুণকর্ম্মভেদানুসারে সামাজিকেরা একই মানুষকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন মাত্র। আর কায় হইতে যে জন্মে, তাহার নাম "কায়জ" বা "কায়ভূ" প্রভৃতি না হইয়া কেন যে "কায়স্থ" হইবে, তাহাও ভাবনার অগোচর বিষয়। ঐরূপ মেরুতন্ত্রের ১৯৯ পটলের নাম দিয়া বলা হইতেছে যে—

বিরাট কায়জোবংশঃ কায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
আর্য্যাচ্ছন্দঃপ্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ সমুচ্যতে॥

কায়স্থশব্দ বিশ্বকোষ ৫৭৯ পৃঃ

কিন্তু নগেনবাবু ইহাও বিশ্বাস করেন নাই, তিনি সরলমনেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

কায়স্থজাতি লইয়া যাহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং স্বপক্ষে বিপক্ষে প্রমাণসংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটী অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বচনদ্বারা কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে বেদের আর্য্যাছন্দঃপ্রকাশক বিরাটকায়সম্ভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই। ইহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক

তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্লোকরচয়িতা বোধ হয় কোনও কালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই, দেখিলে "১৯৯ পটলে" লিখিতেন না। মেরু-তন্ত্রে পটলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঐ ৫৭৯ পৃঃ

ঐরূপ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ড ও ভবিষ্যপুরাণের দত্তাত্রেয়সংবাদের দোহাই দিয়া কায়স্থগণ নানা গ্রন্থে বলিতেছে[illegible] যে -

ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মা[illegible] [illegible]া বর্ণ উচ্যতে। পদ্ম

মচ্ছরীরাৎ সমুৎপন্ন[illegible] [illegible]াৎ [illegible]ায়স্থসংজ্ঞকঃ। ভবিষ্য

বলা বাহুল্য নগেনবাবু এগুলিও প্রসন্নচিত্তে জাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে। অপিচ বিবেকের নিকটও জিজ্ঞাসা করিলে বিবেক ইহা বলিবেনা যে এই সকল ঠাকুরদাদার গল্প প্রমাণ। কিংবা এই-ভাবে জগতের কোনও জাতির উৎপত্তি বা বিনাশ ঘটিয়াছে, অথবা ঘটিতে পারে। উশনা বলিতেছেন যে—

কাকাৎ লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতে রথ কৃন্তনম্।

আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ ৩৫—১ অঃ

অর্থাৎ কায়স্থগণ কাকের ন্যায় সতৃষ্ণ বা লোভী, যমের ন্যায় ক্রূর ও স্থপতির ন্যায় কৃন্তন বা কর্ত্তনশীল, এই জন্যই মনে হয় যে কাকের কা, যমের য ও স্থপতির স্থ, (কা+য়+স্থ), এই আদ্যাক্ষর ত্রয় মিলিত হইয়া "কায়স্থ" শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

ফলতঃ কায়স্থেরা যদি হিন্দু হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা পুরাণ ও তন্ত্রের বচন অগ্রাহ্য করিয়া অবশ্যই এই স্মৃতি বচন মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন? আমরা বলি, উশনা যেমন উপহাসচ্ছলে এই মিথ্যাব্যুৎপত্তিবাদের অবতারণা করিতেছেন, তদ্রূপ কায়স্থভ্রাতৃগণের অর্থবদ্ধ ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল জাল বচনের আমদানী করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আশা করি শিক্ষিত কোনও কায়স্থসন্তানই এই সকল মিথ্যা ব্যুৎপত্তির নিকট বৃথাপ্রত্যাশী বক হইয়া ঘুরিবেন না। পরন্তু কেবল আমরা নহি, কায়স্থ ভ্রাতারা এই যে একটি জাল বচন খাড়া করিয়াছেন, ইহাদ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে যাঁহারা কায়িক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, তাহারাই কায়স্থ।

অস্মিন্ সংসারজলধৌ বহুবিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্ব মিহৈতয়োঃ॥ কায়স্থকারিকা।

ফলতঃ যাঁহারা লিখনরূপ কায়িক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন সেই ব্যক্তিগণই সর্ব্বাদৌ "কায়স্থ" (লেখক)নামের বিষয়ীভূত হয়েন। কালে বৈশ্যহইতে শূদ্রাগর্ভে করণজাতির উদ্ভব হইলে সামাজিকগণ উঁহাদিগের বৃত্তি লিপি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে তখন উক্ত করণগণ জাতিকায়স্থে পরিণত হয়েন।

কায়স্থের উৎপত্তি

আমরা এই মাত্র কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তির কথা বলিলাম, এইক্ষণ সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত উৎপত্তির কথাও বলিব। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং, বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ; শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোহপিবা॥ ৯১
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্ত রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃস্মৃতঃ॥ ৯২—১অঃ

এই বৈশ্যাশূদ্রপ্রভব করণগণই আদি জাতিকায়স্থ। কেন না শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদিগেরই বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা ও লিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উক্তঞ্চ কুল্লুকেন—(মনু ১০ অঃ—৬ষ্ঠ টীকা দেখ)।

বৃত্তয়শ্চ এষাম্ উশনসা উক্তাঃ—হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাম্ দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাম্।

পারশব, উগ্র ও করণ, শূদ্রমাতৃক, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আপৎকালীন ধর্ম্ম দ্বিজাতিশুশ্রূষা, অর্থাৎ তাঁহারা যখন অন্য কোনও বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইবেন, তখন তাঁহারা মাতৃকুলের দ্বিজাতিশুশ্রূষা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রিতয়ের সেবাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন।

নাম দিয়া বহু বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি ঠিক অর্দ্ধশতাব্দী শাস্ত্রালোচনা করিয়াও উহার একটি বর্ণও ঐ সকল শাস্ত্রে দেখিতে পাইলাম না। এবং কায়স্থভ্রাতারা ব্যোম ও বিরাটসংহিতাপ্রভৃতি আরও যে কতকগুলি গ্রন্থের নাম ও বচন হাজির করিয়াছেন, আমি সমগ্র ভারতবর্ষ তল্লাস করিয়াও ঐ সকল গ্রন্থের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইতে পারিলাম না। এবং উপস্থাপিত প্রমাণাবলীও এত অসার ও অকর্ম্মণ্য যে এগুলিকে মহাজনবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তবে সুখের বিষয় এই যে নগেনবাবুও নিজেই এই সকল প্রমাণ মিথ্যা ও জাল বলিয়া স্বীকার করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এই সকল জাল ও মিথ্যা বচন কে রচিল? কেনই বা রচিয়াছিল? ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, "কড়িতে বাঘের দুধ মিলে", সুতরাং দুচারটা অনুষ্টুপ শ্লোক মিলিবে না কেন? রচিবার হেতু কায়স্থ ভ্রাতাদিগের আগ্রহ ও প্রার্থনা। যে প্রকার এক সময়ে বৈদ্যেরা "তাঁহারা কি, তাঁহাদের জাতির উৎপত্তি কি প্রকারে হইল", ইহা ব্রাহ্মণের কাছে জানিতে চাহিলে অক্ষয়তূণ বা কল্পপাদপ ব্রাহ্মণ রচিয়াছিলেন যে তোমরা কুশপুত্তল হইতে জন্মিয়াছ, তদ্রূপ রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরও ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের কায়স্থ জাতির নিদান জানিতে চাহিলে অসমসাহস অদূরদর্শী ব্রাহ্মণ প্রথমে অগ্নি পুরাণ ও আচারনির্ণয়তন্ত্রের নাম দিয়া কতকগুলি মিথ্যা বচনাবলী রচিয়া দিলে রাজা তাহা আপনার শব্দকল্পদ্রুমে সাদরে স্থান দান করেন। যথা—

আদৌ প্রজাপতের্জাতা মুখাৎ বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বোর্বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদাৎ শূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ॥
ভীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থ স্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈব চ॥
চিত্রগুপ্তোগতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শূদ্রঃ প্রচক্ষতে॥

ব্রহ্মার মুখহইতে সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়, উরুহইতে বৈশ্য ও পদ

হইতে তিনবর্ণের সেবক শূদ্র প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শূদ্রের পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ, (তিনি লিপিকারক), কায়স্থের আবার চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র নামে তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে ও বিচিত্র নাগলোকে চলিয়া যান, কেবল চিত্রসেনই পৃথিবীতে থাকেন। ভারতের কায়স্থগণ তাঁহারই সন্তানসন্ততি। চিত্রসেন শূদ্রের অনন্তর বংশ্য, তজ্জন্য সমগ্র কায়স্থজাতি জগতে শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মা
|
শূদ্র
|
হীম
|
প্রদীপ
|
কায়স্থ
|
চিত্রগুপ্ত চিত্রসেন বিচিত্র
|
সমগ্র কায়স্থজাতি

এই সময়ে কায়স্থেরা দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে চতুর্থ বর্ণ শূদ্র বলিয়াই জানিতেন এবং সমাজে শূদ্রাধিকার পাইয়াই তৃপ্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অম্লানবদনে ইহা প্রকৃত ঋষিবাক্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু ইহাও প্রকৃত ঋষিবাক্য নহে, অগ্নিপুরাণে ইহার একটি বর্ণও বিদ্যমান নাই। বঙ্গজকায়স্থকুলাচার্য্য ঘটকদিগের গ্রন্থেও নিশ্চিতই ইহার একটি বর্ণও বিদ্যমান থাকিবার কথা নহে। তবে শ্লোকসংগ্রহকর্ত্তা, বঙ্গজকায়স্থকুল-পঞ্জিকার নাম দিয়াই ইহা রাজা বাহাদুরের হস্তে দিয়াছিলেন। কেন না তৎকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরা কেহই বঙ্গজকায়স্থকুলপঞ্জিকার খবর রাখিতেন না, অগ্নিপুরাণের সহিতও সকলে অপরিচিত ছিলেন।

ইহারই কিয়ৎকাল পরে গৌরীচরণ দ্বিজ নাম স্বাক্ষরিত কায়স্থকুলচন্দ্রিকা নামকগ্রন্থে এই অগ্নিপুরাণের নামীয় শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হয় এবং উহা ফরিদপুরের কায়স্থভ্রাতৃগণের নয়নপথে নিপতিত হইলে ক্ষত্রিয়মন্য তাঁহারা উহা বস্তুতই অগ্নিপুরাণে আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য কলিকাতায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের নিকট এক পত্র লিখেন, সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে মিত্রজ মহাশয় এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :—

8, Manicktolla Road, Dec. 13-90 (1890)

Babu Brajendrakumar Ghose Barma and
Babu Chaitanyakrishna Nag Barma.

ARYA KAYASTHA SAMITI, FARIDPORE.

Dear Sirs ! Owing to ill health, I have not been able to answer of your query of the 4th September last. I have now examined the Agnipuran and find that the Slokas you have cited are not found in any standard M. S. in fact I have not seen them anywhere and the onus of proving their authenticity lies with your antagonist and not with you. It is easy enough to write out Sanskrit onustop verses or any conceivable subject, but citations of such questionable character are not worth refuting. They cannot be subject of proof.

Yours truely,
(Sd) Rajendra Lal Mitra.

কিন্তু ফরিদপুরের ব্রজেন্দ্র ও চৈতন্যবাবু এবং মিত্রজ মহাশয় জানিতেন না যে, তাঁহাদিগের এই সব আলোচনার (১৮৯০—১৮৪৫) ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর ঐ সকল বচনাবলী আপনগ্রন্থে স্থানদান করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে গৌরীচরণদ্বিজ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। (আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ২৯১—২৯২ পৃষ্ঠা দেখ)। কেবল আমরা বা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয় নহে, স্বয়ং নগেন্দ্রবাবুও তাঁহার বিশ্বকোষের কায়স্থশব্দের ফুটনোটে এই শ্লোকগুলি কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"এতদ্ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা, বৃহদ্ব্রহ্ম-পুরাণ, ব্যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থহইতে কায়স্থজাতিপরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। ঐগুলি যে নিতান্ত

আধুনিকসময়ে রচিত, অথবা কোন কোন মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত, তাহা এস্থলে উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।" ৫৭৯ পৃষ্ঠা।

অতঃপর আমরা শব্দকল্পদ্রুমধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্রের কথা বলিব। এই তন্ত্রের নাম জাল, বর্ণনাও জাল। কায়স্থকে শূদ্র, অথচ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই বচনাবলীর আবির্ভাব। ব্রাহ্মণগণ সিন্নি খাইতেও যেমন মজমুত, ভরা ডুবাইতেও তেমনি সিদ্ধহস্ত। রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে টাকাও লইয়াছেন, অথচ তাঁহাদিগকে সেই কুশাসনবাহী দাস ও শূদ্র বলিতেও ইনি বিস্মৃত হয়েন নাই। ইনিই কলির প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

শ্রীহর উবাচ।—ভূয়স্তেঽহং প্রবক্ষ্যামি বগলেতি অনুত্তমম্।
যস্য গ্রহণমাত্রেণ কায়স্থো বিপ্রসেবকঃ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।—শ্রোষ্যাম্যাদৌ হি কায়স্থবৃত্তান্তং ব্রূহি বিস্তরাৎ।
কায়স্থঃ ক্ষত্রবিট্শূদ্রান্ ঋতে বিপ্রার্চ্চকঃ কথম্॥ ৩

হর উবাচ।—ব্রহ্মপাদাংশতো জন্ম চাতঃ কায়স্থনামভৃৎ।
ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাৎ আকারং নিত্যসংজ্ঞকম্॥ ৬
আয়স্তু নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোঽতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যম্॥ ৭
কুশাসনাদি সকলং গৃহীত্বা মস্তকোপরি।
অনুগচ্ছামি সততং ইতি চিন্তামনাঃ সদা॥ ১০
ব্রহ্মপাদাংশতঃ শূদ্রমসীশৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
শূদ্রাৎ পরঃ কনিষ্ঠঃ স চাতঃ কালি ঋতঞ্চ তৎ॥

নাগরাক্ষর—শব্দকল্পদ্রুম—৯৩ পৃঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মার পা হইতে শূদ্র ও মসীশ কায়স্থ দুই হইয়াছে। তবে কায়স্থ বা মসীশ শূদ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সেও দ্বিজসেবক ও মাথায় কুশাসন লইয়া ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্গমন করিতে বাধ্য এবং সে ক্ষত্রিয়ও নহে, বৈ[illegible] নহে ও চতুর্থবর্ণ শূদ্রও নহে। তাই খিদিরপুরের কালিদাস বসু তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—

"কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে, কায়স্থই বর্ণ।"

কিন্তু পৃথিবীতে চারিটি ভিন্ন মূল কোনও পঞ্চমবর্ণ নাই। সুতরাং এই শ্লোকাবলীও জাল। অবশ্য মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে যে—

চত্বারঃ কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানাং আশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক ॥ ৪
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫—৮ উঃ

অর্থাৎ হে সুব্রতে! বর্ণ চারিটি, আশ্রমও চারিটি। এবং চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের আচারও সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। তবে কলিকালে বর্ণ পাঁচটি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ইহা ছাড়া সামান্য একটি বর্ণ।

কিন্তু মহানির্ব্বাণতন্ত্রপ্রণেতার এ কথাগুলি ঠিক সত্যগন্ধি নহে। কেননা, ভারতে ৩৬ কেন ৩৬ ডজন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি হইলেও তাহারা কেহই মূল চারিবর্ণের বাহিরের বস্তু নহে। অনুলোমজগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণপিতৃক ও ক্ষত্রিয়মাতৃক বা বৈশ্যমাতৃক, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের অন্তর্গত (মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ), আর যাঁহারা ক্ষত্রিয়পিতৃক ও বৈশ্যমাতৃক (মাহিষ্য), তাঁহারা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, অন্যেরা অর্থাৎ শূদ্রমাতৃক অনুলোমজ সমগ্র বিলোমজ এবং ওতপ্রোতজ বিভিন্নজাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মহানির্ব্বাণতন্ত্রপ্রণেতাও—

"জাতহারালে কায়েত"

নানাজাতির সমবায়সমুথ বর্ত্তমান কায়স্থজাতিকেই এই পঞ্চমবর্ণ বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। * বস্তুতঃ পঞ্চম কোনও বর্ণ নাই, কায়স্থগণও পঞ্চম

* আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠেও সেই আভাস পাইয়া থাকি। এক সময়ে আচরণীয়শূদ্রগণ সকলেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন।

চলে রায় পাছে করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি দরশন ॥

বর্ণ নহেন। ব্রহ্মার পা হইতেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের কুশাসন মাথায় করিবার জন্য পৃথিবীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন না, এই বচনাবলী ধূর্ত্তবিরচিত। নগেন বাবুও বলিতেছেন যে—

"আচারনির্ণয়তন্ত্রেয় রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, উহা যে কোনও বিশেষ উদ্দেশে আধুনিকসময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও তাঁহার বাটিতে আছে। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০ শ্লোক আছে। এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধিসারস্বত, আগমতত্ত্ববিলাস, বারাহী-তন্ত্র ও রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি বিভিন্নতন্ত্রের উল্লেখ আছে, উক্ত কোনও গ্রন্থে আচারনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচারনির্ণয়তন্ত্র যদি প্রাচীনতন্ত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য কোনও মহাতন্ত্রে অথবা সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত। সুতরাং এই আচারনির্ণয়তন্ত্রোক্ত বিষয় প্রাচীনবিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এইজন্য আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিবরণ ছাড়িয়া যাইতে হইল।"

বিশ্বকোষ, কায়স্থশব্দ—৫৭৯ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে শব্দকল্পদ্রুম বিরচিত, সুতরাং সে সময়ে যাহা টাটকা ছিল, তাহা এখন শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং উহা যে জাল, তাহা ধ্রুবই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে কায়স্থ চতুর্থ বর্ণ শূদ্রও নহেন। আর তাঁহারা ব্রহ্মার

বৈদ্যে দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে, মণিবন্ধ, সোণা, কাঁসারি শাঁখারি।

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

পাদপদ্ম হইতেও কুশাসন মাথায় করিয়া ঘুরিবার জন্য পঞ্চমবর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন না। তাঁহাদের জন্ম এভাবে হয় নাই, ইহা কায়স্থের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস নহে, এতৎসমুদায় জাল। নগেন বাবুও বলিতেছেন যে—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং সংস্কারবিহীন শূদ্র এক জাতি, এই চারি বর্ণ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই। সুতরাং কায়স্থকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যাইতে পারে না।" ৫৭০ ঐ

"শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতির বাচস্পত্য অভিধানে "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে"। এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু বাচস্পত্যের এই পাঠ সঙ্গত নহে। এস্থলে কমলাকরের পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ নাই।" ৫৭০পৃ

যাহা হউক এইভাবে বাঙ্গলা অক্ষরের শব্দকল্পদ্রুমের যুগ কাটিয়া গেলে বঙ্গদেশে এমন একটা নবীনযুগের আবির্ভাব হইল, যখন কায়স্থগণ ইংরাজীশিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত, অনেকেই পদস্থ ও ধনবান্ ও ব্রাহ্মণবৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগের নিকট প্রত্যাশী। তখন আর তাঁহারা আপনাদিগকে ভৃত্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে রাজী হইতে চাহিলেন না ও তাঁহারা কি প্রকারে বৈদ্যের বড় হইবেন, এই দুষ্টা সরস্বতী আসিয়া তাঁহাদের স্কন্ধে ভর করিল। কিন্তু তাঁহারা যদি একবারও একথা তলাইয়া দেখিতেন যে, সমাজে ব্রাহ্মণ ও একতর ব্রাহ্মণবৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ কেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কুপথগামী হইতেন না। কিন্তু তাঁহারা অধ্যাত্মজীবন, সদাচার ও শাস্ত্রালোচনাদ্বারা বড় হইবার চেষ্টা না করিয়া মিথ্যা বচন ও মিথ্যাপাতির সাহায্যে পক্ষাশৌচী বৈদ্যদিগের উপরে উঠিবার জন্য দ্বাদশাহাশৌচী ক্ষত্রিয় হইতে মতলব আটিয়া বসিলেন। এদিকে কালমাহাত্ম্যে বিপথগামীদিগের বন্ধুও অনায়াসে আসিয়া জুটিতে লাগিল। ভট্টপল্লীর প্রখ্যাতনামা হলধর তর্কচূড়ামণি, হাতীবাগানের কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও জনাইর অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি আসিয়া কায়স্থ ভ্রাতৃগণের হাতে আকাশের চাঁদ পাড়িয়া দিলেন। সর্ব্বাদৌ অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া, বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচনাবলী খাড়া করিলেন—

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াৎ অভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নচ শূদ্রঃ কদাচন॥
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ॥ বিজ্ঞান তন্ত্র।

কিন্তু আমরা আদি অন্তই বলিয়া আসিতেছি যে, কোনও জাতি কাহার মুখ, নাসিকা, বাহু বা বগল হইতে হয় নাই ও হইতে পারে না। ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরুদ্ধ। আর বিজ্ঞানতন্ত্র নামেও কোনও গ্রন্থ এজগতে নাই। কেবল শূদ্র কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ে উন্নীত করিবার জন্যই এই মিথ্যা শ্লোকের আমদানী। আর চিত্রগুপ্ত নামেও কেহ কোন দিন ছিল না, তাহা হইতেও মানুষ গরু কোনও জীবের উৎপত্তি বিনাশ ঘটে নাই। তৎকালে সকল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল না, অন্যেরা অভয়াচরণকে চাপিয়া ধরিলে তিনি অনন্যোপায় হইয়া বারাণসীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যেষামন্যা গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ

"মেরুতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিতন্ত্র, বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিবস্বামীরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি "বিজ্ঞান" নামধেয় তন্ত্রমধ্যে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ ৫৭৯ পৃঃ।

সুতরাং অভয়াচরণের শ্লোক যে জাল, তাহা নগেনবাবুর এই স্বীকারোক্তি-দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। অতঃপর তর্কচূড়ামণি হলধরের পালা আসিল, তিনি আন্দুলের রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া "কায়স্থকৌস্তুভ" নামে তিন ভাগে বিভক্ত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে কায়স্থের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও ক্ষত্রিয়ত্বের বহু সোপানশূন্য কথা অবতারিত হয়। আমি সে সকল কথার যথাসময়ে আলোচনা করিব। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে চূড়ামণি মহাশয়েরই কৃপায় তৎকালে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে পাদ্মে পাতালখণ্ড, সৃষ্টিখণ্ড ও ভবিষ্য পুরাণের দত্তাত্রেয় সংবাদের তিন

দফা জাল শ্লোকের সমুদ্ভব হয়। আমরা একে একে উক্ত তিন শেট প্রমাণ অধ্যাহৃত করিতেছি।—

(ক) বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাং শ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈ চিত্রং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তৌ উভৌ অপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টৌ অস্য তু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তৌ উভৌ।
কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়বিধাঃ কায়বর্ত্তিনৌ।
তত্র কায়স্থবিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্ব মিহৈতয়োঃ॥

* * * *

অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষা মুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥

কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় ২৯ পৃঃ।
কায়স্থকারিকা প্রথম পৃঃ।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের নাম দিয়া এই সকল শ্লোক সর্ব্বাদৌ "কায়স্থ-কারিকা" নামক গ্রন্থে ১২৯৬ সালে ফরিদপুরের নপাড়াবাসী খিদিরপুরপ্রবাসী ৺ শশিভূষণনন্দী প্রকাশ করেন। তৎপর ১২৯৮ সালে নগেনবাবু তাঁহার বিশ্বকোষ ও তৎপরে আপনার কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে স্থান দান করিয়াছেন।

আমি কায়স্থের বর্ণনির্ণয় পাইবার ও পাঠের বহুপূর্ব্বে বিশ্বকোষে এই প্রসঙ্গ দেখিয়া নগেনবাবুকে বলিয়াছিলাম যে আপনি কেন এই বচনগুলি প্রামাণ্যগ্রন্থ বিশ্বকোষে গ্রহণ করিলেন? এগুলি ত পদ্মপুরাণের পাতাল দূরে থাকুক রসাতলখণ্ডেও বিদ্যমান নাই। তৎপরই নগেনবাবু আপনার

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ের ২৯ পৃষ্ঠায় ঐ জাল শ্লোকগুলি তুলিয়াও সরলহৃদয়েই বলিয়াছেন যে—

"পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের দোহাই দিয়া অনেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন"। "আমাদের কোন বন্ধু একখানি জাল পাতাল-খণ্ডের পুথি দেখাইয়া আমাদিগকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে বিশ্বকোষে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন পুণার আনন্দাশ্রমহইতে প্রকাশিত পদ্মপুরাণ ও নানাস্থানের ১২ খানি পুথি অনুসন্ধান করিয়াও ঐ বচনগুলি বা বিবরণটীর সন্ধান পাইলাম না। অথবা নারদপুরাণে যে পাতালখণ্ডের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যেও উক্ত বিবরণটীর কিছুমাত্র আভাস নাই। ইত্যাদি কারণে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।" কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ২৯ পৃষ্ঠা।

পাঠক দেখ ইহাতে কায়স্থের উৎপত্তির কোনও কথাই নাই। আছে মাত্র কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, উপাবীতিত্ব ও বেদাধিকারিত্ব বিষয়। কেন? না এই সময়ে হলধর কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বানাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইহার রচনা অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্তই খাপছাড়া ও অসংলগ্ন। আমাদের মনে হয়, হলধর তর্কচূড়ামণিই ইহার প্রণেতা। সম্ভবতঃ কায়স্থকারিকাও তাঁহারই লেখনীলীলাবিশেষ।

আরও একটি উদ্দেশ্য এখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ চিত্র বা চিত্রগুপ্ত ও তদীয় ভ্রাতা বিচিত্র উভয়ই কায়স্থ ও তাঁহারা ধর্ম্মরাজ যমের কর্ম্মসচিব। আমরা স্থানান্তরে উক্ত কায়স্থকারিকার কৃত্রিমত্ব ও পারলৌকিক যমের অনস্তিত্ব প্রদর্শন করিব, এবং চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র নামে যে কেহ ছিল না, তাহাও দেখাইব। যদি অগ্নিপুরাণের বচন ঠিক হয়, তাহা হইলে তদনুসারে চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র আদি কায়স্থ শূদ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হয়েন, আর এ বচনে চিত্র ও বিচিত্রই আদি কায়স্থদ্বয় বলিয়া বিবৃত, আর অগ্নিপুরাণবচনে বিচিত্র নাগলোকে গত, পক্ষান্তরে এ বচনে বিচিত্রও স্বর্গলোকে যমরাজভবনে স্থিত। যদি উভয় বচনানুসারে চিত্রগুপ্ত পারলৌকিকস্বর্গবাসী যমের মুহুরি হয়েন তাহা হইলে ভারতবর্ষের কায়স্থেরা কি প্রকারে পারলৌকি চিত্রগুপ্তের সন্তান

হইতে পারেন? অগ্নিপুরাণ কি কায়স্থগণকে চিত্রগুপ্তের ভ্রাতা চিত্রসেনের অপত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? এত অনৈক্য কেন? যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন গৃহে বসিয়া স্বাধীনমনে শাস্ত্র বহির্ভূত মিথ্যা কথা সকল রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে মিল থাকিবে কি প্রকারে? সব সেয়ানের এক বুদ্ধি বটে, কিন্তু প্রতারকদিগের বুদ্ধি স্বতন্ত্র।

যাহাহউক যদি পাদ্মেপাতালখণ্ডের প্রমাণও জাল হয় (বঙ্গবাসী প্রকাশিত পাতালখণ্ড পড়, দেখিবে উহাতে কায়স্থ দূরে থাকুক, একটি "কা"ও স্থান পায় নাই) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এপর্য্যন্ত যত প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কায়স্থের ব্রহ্মকায়প্রভবত্ব, পঞ্চমবর্ণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হয় নাই। অতঃপর আমরা পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের দোহাইর বচনাবলীর নিকাশ দিব।

(খ) ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াৎ বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ॥
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যো যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাৎ আহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥

ইহা নাগরাক্ষর শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ ও কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে (৩৫ পৃঃ) ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকাবলীও আদি অন্ত জাল। পদ্মপুরাণের সৃষ্টি দূরে থাকুক, বিনাশখণ্ডেও এই সকল বচনের একটি আখর বিদ্যমান নাই। ভট্টপল্লীর নূতন ব্যাসদেব কিংবা অন্য কোনও মহাপুরুষ কিঞ্চিৎ তৈলবটলোভে এই কুকর্ম্ম করিয়া থাকিবেন। ভাবিয়াছিলেন অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ কোনও দিন পাওয়াও যাইবে না, ছাপাও হইবে না, সুতরাং আমরা ঐ সকল পুরাণের নাম দিয়া যা তা কেন রচনা করিয়া দিনা, আমরা কখনই ধরা পড়িব না। কিন্তু অসাধু একদিন না একদিন ধরা পড়িয়া থাকেই ও তাই আজ নয় দশ বৎসর যাবৎ আমার হাতে পাকড়া পড়িয়াছে। যাহা হউক

ইহাদ্বারাও কায়স্থের ব্রহ্মকায়প্রভবত্ব ও চিত্রগুপ্তসন্তানত্ব সিদ্ধ হইল না, তৈলবটের কড়ি বৃথাই গেল। নগেনবাবু এবারও সরলহৃদয়ে বলিয়াছেন যে—

"কমলাকরভট্ট "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে" (৭৫ পৃঃ) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্ট "কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে" পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের দোহাই দিয়া এই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (কিন্তু) উক্ত বিবরণটী ভারতবর্ষের নানাস্থানহইতে সংগৃহীত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোকগুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত, অথবা প্রক্ষিপ্ত কি না? তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্টবিরচিত নির্ণয়সিন্ধুপাঠে জানা যায়, তিনি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অন্যূন আড়াইশত বর্ষপূর্ব্বে তাঁহারই রচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গাগাভট্টও ঐ শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন। সুতরাং শ্লোকগুলির মৌলিকত্বসম্বন্ধে উভয়েই দায়ী। সৃষ্টিখণ্ডে যে প্রকৃত বচন পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে উদ্ধৃত করিয়াছি।" কায়স্থের বর্ণনির্ণয়। ৩৫ পৃঃ

স্বয়ং নগেনবাবুই যখন কবুলা জবাবে ডিক্রি দেওয়াইতেছেন, তখন ইহার উপর আর স্বতন্ত্র ভাষ্য অনাবশ্যক। তবে তথাপি প্রসঙ্গত দুই একটি কথা বলিতে হইল।

কায়স্থের চিত্রগুপ্তসন্তানত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের লু সমগ্রভারত ব্যাপিয়া বহিতেছিল। জালিয়াতও সর্ব্বত্র পয়দা হইয়া থাকে। এবং উভয় দেশের জাল বচনগুলির আমদানীরপ্তানীও না চলিয়াছে তাহা নহে। তাহারই জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ব্যোম ও বিরাটসংহিতার বচন বাঙ্গলায় ও বাঙ্গলার এই সকল জালবচন মহারাষ্ট্রাদি নানাস্থানে যাইয়া হাজির হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই কমলাকর ও গাগাভট্টের গ্রন্থে ইহারা স্থান পাইয়াছে। কমলাকর ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের লোক বটেন, কিন্তু "শূদ্রকমলাকর" গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, এই অল্প দিন মাত্র। এই মুদ্রণের পূর্ব্বে কিংবা মুদ্রণকালে বাঙ্গলার এই আবর্জ্জনাগুলি উহাতে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। আর নগেনবাবু যে লিখিয়াছেন আমরা সৃষ্টিখণ্ডের প্রকৃত বচনগুলি

"পরে উদ্ধৃত করিয়াছি"

তাঁহার এ কথাও রক্ষিত হয় নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে যখন কমলাকর প্রভৃতি সৃষ্টিখণ্ডের নাম লইয়াছেন, তখন হয় ত সৃষ্টিখণ্ডে উহা থাকিতেও পারে। কিন্তু কমলাকর ঐ সকল বচনের অধ্যাহার বা উদ্ধারকর্ত্তা নহেন, সৃষ্টিখণ্ডে না থাকাতে নগেনবাবুও আর কোনও বচন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তবে বিশ্বকোষে সৃষ্টিখণ্ডের এই বচন উদ্ধৃত দেখা যায়—

তেতোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥ ১৪৯—৩ অঃ

"অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইল। পরে তাঁহার গাত্রহইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণ জাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উৎপন্ন হইলেন।" বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ ৫৬৯ পৃঃ।

আমরা এতৎপাঠে দুঃখিত হইলাম, তবে সম্ভবতঃ ইহা নগেনবাবুর পণ্ডিত-গণের অনুবাদ, এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং অপরাধী নহেন, হয় ত এ জায়গাটা তাঁহার চক্ষেও না পড়িয়া থাকিবে। ফলতঃ এ অনুবাদ ঠিক হয় নাই এ জন্য আমরা আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ। ১৬৩
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥ ১৬৪
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ।
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ॥ ১৬৫—৩অঃ

এখন প্রবীণগণ চিন্তা করিয়া দেখুন, বচনস্থ এই "কায়স্থ" ও "করণ" শব্দ জাতিকায়স্থ ও করণজাতিপর, না অন্য বিষয়পর। ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই যে ব্রহ্মার স্থাবর, জঙ্গম ও মানস প্রজারা তাঁহার শরীরস্থিত করণ বা ইন্দ্রিয়ের সহিতই উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার যে যে গুণদোষ, তাঁহার দেবতাপ্রভৃতি স্থাবরজঙ্গম প্রজাগণ সেই সেই গুণদোষ লইয়াই প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ দেবগণ তাঁহার দেহহইতেই উৎপন্ন হইয়া-

ছিলেন। সুতরাং নগেনবাবু এই বচননিচয় অধ্যাহার করিয়া কেবল সময় নষ্ট করিয়াছেন মাত্র। ফলতঃ পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণের কোনও স্থানে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বা স্থিতিবিস্তৃতিবিষয়ক একটি বর্ণও বিদ্যমান নাই। অতঃপর আমরা ভবিষ্যপুরাণের পালা যুড়িব।

(গ) দত্তাত্রেয় উবাচ—ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবং।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং আশ্রমাণাং তথৈবচ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাবাহো শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ—স সমাধিং সমাস্থায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে।
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ ভূতং তৎ বদামি তে॥
তচ্ছরীরাৎ মহাবাহুঃ শ্যামকমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

ব্রহ্মোবাচ—মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্নাবৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত্য উবাচ—চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যাঃ শৈকসেনা স্তথৈবচ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ॥
পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।

কায়স্থশব্দ—নাগরাক্ষরশব্দকল্পদ্রুম—৯৩ পৃঃ

কায়স্থশব্দ—বিশ্বকোষ—৫৭১ পৃঃ
কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—১৮—২৫ পৃঃ

আমরা ভবিষ্যপুরাণ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াও এই সকল শ্লোকের একটি বর্ণও দেখিতে পাইলাম না। পাইব কি প্রকারে? ইহারও আদি অন্ত, জাল। আমাদিগের বিশ্বাস পাতালখণ্ডের বচনাবলী ভট্টপল্লীর হলধরের সময়ে বিরচিত, লেখক সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ও কাঁচা লোক। আর ভবিষ্য-পুরাণের নামের এই বচনাবলী পরিপক্কলেখনীহইতে বিনির্গত, ইহা রাজা রাজাকান্তদেব ও আন্দুলের রাজনারায়ণ মিত্রমহাশয়ের উপরতির পরে আর কেহ দয়া করিয়া রচিয়া দিয়া থাকিবেন। লেখাটি বিশুদ্ধ, তবে পৌরাণিকভ্রান্তি দোষসমাঘ্রাত, ইহা তারানাথতর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সমকালে তাঁহার সম-শ্রেণীর কোন লোককর্ত্তৃক কায়স্থের তৃপ্ত্যর্থ বিরচিত। এখানেও নগেনবাবু আপনার কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে বলিয়াছেন যে—

"বাচস্পত্য ও শব্দকল্পদ্রুমের ২য় সংস্করণে ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া উপরোক্ত যে বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত চিত্রগুপ্ত কথা নামধেয় তিনখানি ক্ষুদ্র পুথিতে ঐ সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিনখানী পুথির বর্ণ-নীয় বিষয় এক ও শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও একখানি হস্তলিপির শেষে "ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্তগুপ্তকথা", দ্বিতীয় পুথির শেষে "ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্ত কথা", এবং তৃতীয় পুথির শেষে "ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্ত কথা সমাপ্তা", এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এবং পদ্মপুরা-ণেরর উত্তরখণ্ডের ৪।৫ খানি বিভিন্ন স্থানের পুথি দেখিয়াছি, কোনও মূল গ্রন্থেই উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাইলাম না। অথবা নারদপুরাণে যে বিভিন্নপুরাণের বিষয়ানুক্রমণিকা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ঐ কায়স্থমাহাত্ম্যপ্রকাশক চিত্রগুপ্তকথার প্রসঙ্গ নাই। এই সকল কারণেই প্রক্ষিপ্তমধ্যে গণ্য করিলাম।"

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—২৮ পৃঃ

"পুরাণের বচন লইয়া অনেকে অনেক খেলা খেলিয়াছেন। পুরাণের দোহাই দিয়া কত শত বচন রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কমলাকরভট্টের সময়হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ও রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল শ্লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎপরে যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই একটি শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন। সে সকল কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন।"

প্রক্ষিপ্ত বা কল্পিত শ্লোক সমালোচনা।

ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ উপেক্ষা করাই উচিত। তবে জগদ্‌বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কমলাকরের গ্রন্থে যে সকল শ্লোক আলোচিত হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহা উদ্ধৃত করা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করি না। অদ্যাপি অনেক ব্যক্তি এই সকল **অপৌরাণিক** শ্লোকগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

ঐ—১৮ পৃঃ

এখন প্রবীণেরা বিচার করিয়া বলুন, যদি অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণে কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বর্ণও না থাকে, আর এই সকল বচনাবলী যদি আদি অন্তই জাল হয় ও কায়স্থদিগের বেদব্যাস স্বয়ং নগেনবাবুও যদি এগুলি জাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তসন্তান নহেন এবং তাঁহারা যে ব্রহ্মার কায়হইতেও জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহাই মানিয়া লইতে হইবে কি না?

যদি তোমরা মানিয়া লও, যে ঐ সকল বচন প্রকৃতই জাল ও অমূলক আর যদি তোমরা কায়স্থজাতিটাকে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ভেল্কীর বস্তু ও ইহা রজ্জুতেই সর্পভ্রম হইতেছে বলিয়া মনে না কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কায়স্থগণ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির ন্যায় অবশ্যই কোনও মাতাপিতার সন্তানসন্ততি? ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাঁরা মাতাপিতার সন্তান, পরন্তু কোনও ব্রহ্মার মুখবাহু প্রভৃতি হইতে হয়েন নাই। অন্যান্য অনুলোমজ ও বিলোমজ জাতিও ঐভাবে অসবর্ণবিবাহে মাতাপিতাহইতেই জন্মিয়াছেন, আর একমাত্র কায়স্থজাতিটাই ব্রহ্মার কায়হইতে নির্গত হইলেন, মাতাপিতার দরকার হইল না, ইহাই কি এই ভরপুর আলোকের যুগেও বিশ্বাস করিতে হইবে? ফলতঃ যখন দেশের সর্ব্বসাধারণ বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণকেই কায়স্থ বলিয়া জানেন, তখন তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করাই প্রকৃত পন্থা।

কিন্তু প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করা মদমত্ত কায়স্থভ্রাতৃগণের মনঃপূত নহে, তাঁহারা অসত্যের অবলম্বনদ্বারাই মনোরথ সিদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর। নগেনবাবু বিবেক ও সারল্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার সজাতীয়গণের তাড়নায় পড়িয়া তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (সুলভ সংস্করণে) এক ক্রোড়পত্র বাহির করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই "সর্ব্বচূর্ণ গদারবাড়ি" মারিতে যাইয়া তাঁহার সজাতীয় ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিমান্ লোক সকল ও চক্ষুষ্মান্ বাহিরের লোকদিগের নিকট তাঁহার মহিমার লাঘব ঘটাইয়াছেন কি না, তাহা প্রবীণেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। তিনি ক্রোড়পত্রে বলিতেছেন যে—

"বিশেষ সংশোধন——এই পুস্তকের (প্রথম সংস্করণের কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়ের) ১৮ হইতে ২৫ পৃষ্ঠায় যে সকল শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, এখন তাহা বাস্তবিকই উৎক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে। এখন অনুসন্ধানে জানিতেছি যে পদ্মপুরাণের উত্তরকাণ্ডে ১ম অধ্যায়ে অনুক্রমণিকার মধ্যে ব্যাসদেব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

"কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যান মেবচ"

অর্থাৎ (এই খণ্ডে অপরাপর বিষয়ের সহিত) কায়স্থদিগের সম্যক্ উৎপত্তি বিবরণ ও গয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উপক্রমে এইরূপে প্রতিজ্ঞা থাকিলেও প্রচলিত পদ্মপুরাণসমূহে ঐ বিবরণ আদৌ পাওয়া যাইতেছে না। বিশেষতঃ দিল্লীর দরবারে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে সঙ্কলিত "কায়স্থ বয়ান" গ্রন্থে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদিগের কুলগ্রন্থে এবং কোন কোন প্রাচীন পুথিতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণীয় উত্তরখণ্ডের বচন বলিয়া গৃহীত হওয়ায়

উহা এখন আর প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মূল পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না। কোন বিশেষ কারণে মূলগ্রন্থহইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।”

আমরা ইহা পড়িয়া বিশেষ বিস্মিত হই নাই, তবে দুঃখিত হইয়াছি যে সেই সরল নগেন্‌বাবু ঐ পংক্তির যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই প্রকৃত নহে। নগেন বাবু কেমন করিয়া আপনার বিবেক ও ন্যায়পরায়ণতাকে এত সহজেই যবনিকার অন্তরালে ফেলিলেন, তাহা তিনিই জানেন !! তিনি আজি আস্ত ঢেঁকি গিলিতে বসিয়াছেন।

যাহা হউক পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে (কাণ্ডে নহে) যে ঐ কথাগুলি মুদ্রিত না আছে, তাহা নহে। তবে আমরা সাধারণের দৃষ্টির জন্য এখানে আরও কিয়দংশের অধ্যাহার করিয়া বিচারপ্রার্থী হইব।

গোদাবর্য্যাশ্চ মাহাত্ম্যং, ২২। যমুনায়াশ্চ মাহাত্ম্যং। ২৬। বেত্রবত্যাস্তু মাহাত্ম্যম্। ২৩। তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি খণ্ডে উত্তরসংজ্ঞকে। ২৪। অর্ব্বুদেশ্বরমাহাত্ম্যং সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যম্। ২৫। নিরঞ্জনস্য মাহাত্ম্যং পদ্মনাভসমুৎপত্তিং তুলস্যাশ্চৈব ধারণম্। গোপীচন্দনমাহাত্ম্যম্। ২৬। কার্ত্তিকস্যাথ মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং মাঘজং তথা। সর্ব্বেষাং চ ব্রতানাঞ্চ মাহাত্ম্যং বিধিপূর্ব্বকম্। ২৮। শৃণু নারদ বক্ষ্যামি জগন্নাথাখ্যমুত্তমম্। ২৯। গোপূজনাদি মাহাত্ম্যম্। ৩৪। অশ্বদানং হস্তিদানং জপমাহাত্ম্যমুত্তমং মন্ত্র-দীক্ষাগমং চৈব, গুরোর্লক্ষণমেব চ। ৩৬। গ্রহণং চন্দ্র-সূর্য্যাণাং তত্র দানঞ্চ যদ্ভবেৎ। ৩৮। শালগ্রামস্য দানস্য মাহাত্ম্যম্। ৩৯। মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যম্। ৪০। ত্র্যম্বকস্য চ মাহাত্ম্যম্। ৪১। দণ্ডকারণ্যমাহাত্ম্যম্। নৃসিংহোৎপত্তি কারণম্। ৪২। গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং তথা ভাগবতস্য চ। ৪৩। ব্রাহ্মণাবৈষ্ণবা যে তু বেদধর্ম্মপরায়ণাঃ, তেষাং মাহাত্ম্যং বক্ষ্যামি যথোক্তং চৈব নারদ। ৪৭।

জ্বালামুখ্যাস্তথাখ্যানং হিমশৈলেক্ষণং তথা। ব্রহ্মোৎপত্তিস্তু
বৈ যত্র তং প্রদেশং বদাম্যহম্ ॥ ৪৯

কায়স্থানাং সমুৎপত্তির্গয়াব্যাখ্যান মেব চ।
গদাধরস্বরূপং চ ফল্গুবর্ণন মেব চ ॥ ৫০
এতেষাং চৈব মাহাত্ম্যং পাদ্মে দৃষ্টং তথা শ্রুতম্।
মহাবোধস্বরূপঞ্চ সকল্পৈর্যশ এব চ ॥ ৫১—১ অঃ

উত্তরখণ্ড।

আমরা নিষ্প্রয়োজনবোধে আর অধিকবচনের অধ্যাহার করিলাম না। এই সামান্য উদাহরণকয়েকটির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই সকলে আপনাপন স্বাধীনমনকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই মহাতিমহাপ্রকরণে—

চাণক্যের লঘ্বীমাত্রা
সামান্য কায়স্থের কথা,

আসিতে পারে কি না? যদি ৫০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ প্রকৃতশ্লোক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই কায়স্থশব্দের অর্থ লেখক নয়, কেরাণী নয় ও করণপ্রভৃতি জাতিকায়স্থ নহে। পরন্তু, অন্য কিছু। অন্য কি?

ব্রহ্মোৎপত্তেস্তু বৈ যত্র (৪৯)

এই অংশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ও "গদাধরস্বরূপঞ্চ" এই কথাটির পানে তাকাইলে নিশ্চিতই সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, এখানে ব্যাস বা বশিষ্ঠ কেহই পাণিনির—

শ্বানং যুবানং
মঘবান মাহ

এর ন্যায়, ব্রহ্মোৎপত্তি ও গদাধরস্বরূপকথনের মধ্যে, ভারতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থজাতির কথা আনিতে পারেন না? এই প্রকরণে যখন ব্রাহ্মণাদি অন্য কোনও জাতির প্রসঙ্গই নাই, তখন এমন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে জাতিকায়স্থের কথাটাই বা কেন আসিবে? আর আসিলেই বা পরের কোন স্থানে কেনই বা জাতিকায়স্থের উৎপত্তি, স্থিতি বা মহাপ্রলয়বিষয়ে একটি কথাও অবতারিত হইবে না? কায়স্থগণ কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা কালী,

কাঞ্চী, প্রয়াগ, হরিদ্বার বা মক্কার কোনও তীর্থবিশেষ? পদ্মপুরাণের প্রথম-খণ্ডেও এইরূপ আর একটি কায়স্থশব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে—

ততোভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ॥ ১৬৩
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥ ১৬৪
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদাহৃতাঃ।
দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ॥ ১৬৫—৩ অঃ

এখানে এই "কায়স্থ" ও "করণ" শব্দ যেমন জাতিকায়স্থ বা জাতিকরণের (নগেনবাবু এখানেও লোভ সামলাইতে না পারিয়া ইহার কিয়দংশ জাতিকায়স্থ বুঝাইতে অধ্যাহার করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, তাহাতেও সাক্কেল বিদ্বদ্গোষ্ঠী বিচলিত হয়েন নাই ও হইবেন না।) অববোধক নহে, তদ্রূপ উপরিবিবৃত 'কায়স্থ' শব্দও জাতিকায়স্থসংসূচক নহে ও হইতে পারে না। ইহাও ব্রহ্মার দেহস্থিত (কায়ে স্থিত) কোনও বিষয়ের কথা হইবে। অথবা লিপিকর-প্রমাদও হইতে পারে। নতুবা ব্যাসজী এই প্রতিজ্ঞার পর—সব মাহাত্ম্যের কথা বলিয়া কেবল যে কায়স্থের জন্মের কথাটা ভুলিয়া যাইবেন, ইহা হইতেই পারে না। আর কেবল ইহাই নহে, নগেন বাবু নিজের বড় বড় চক্ষু দিয়া নারদপুরাণ পাঠ করিয়াও নিজেই নিজের গ্রন্থে ছাপাইয়াছেন (প্রথম সংস্করণ)—

"অথবা নারদপুরাণে যে পাতালখণ্ডের বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যেও উক্তবিবরণটির কিছুমাত্র আভাস নাই।"

২৯ পৃঃ—টীকা।

যদি এই কায়স্থোৎপত্তি, জাতিকায়স্থোৎপত্তিবিষয়ক হইত, তাহা হইলে নারদ ঋষি নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের যে বিষয়ানুক্রমণিকা দিয়াছেন, তাহাতেও জাতিকায়স্থের উৎপত্তির এ প্রসঙ্গ ধ্রুবই থাকিত। কিন্তু তাহাও দেখা যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে কায়স্থের জন্মকথা হিন্দুর কোনও শাস্ত্রে বিশেষতঃ পদ্ম, ভবিষ্য, বিষ্ণু বা অষ্টাদশপুরাণের কোনও স্থানে বিবৃত হয় নাই, বিবৃত হইয়াছিল না এবং ব্রহ্মার নেজামুড়াহইতে অন্যান্য

জাতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গ (বৈশ্যের কুশপুত্তলপ্রভবত্বের ন্যায়) যেমন গল্পিকালীলা বা জালপ্রতারণা অথবা ভ্রান্তিবিশেষ, কায়স্থের জননমরণঘটিত উপস্থাপিত প্রমাণাবলীও তদ্রূপ জাল ও প্রতারণামূলক লীলাবিশেষ। কায়স্থগণও "খলিবান্," ব্রাহ্মণগণেরাও "খলিধ্যান," সুতরাং কেননা, অনুকূলপ্রমাণ হাজির হইবে। তবে এই মহালোকের যুগেও যে শিক্ষিতকায়স্থেরা বিশেষতঃ বিচারদক্ষ কায়স্থ জজ, ম্যাজিষ্টার, এটর্ণি ও সোপাধিক কায়স্থভকিলেরা পর্য্যন্ত ইহার মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহার মায়ায় দশায় পড়েন, ইহাই যা দুঃখ।

আর নগেনবাবু যদি এই বচনার্দ্ধটা গায়ের মাংস বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রথমসংস্করণের ১৮ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্থানে পদ্ম-পুরাণের কোন প্রসঙ্গই হয় নাই ? এই পরিধির মধ্যে ত ভবিষ্যপুরাণের জাল দত্তাত্রেয়সংবাদের বচনই দেখিতে পাওয়া যায় ? সুতরাং পদ্মপুরাণের দোহাইর বচনাবলী প্রকৃত হইলেও ভবিষ্যের নামীয় বচনগুলি সত্যহইতে পারে না ? ভবিষ্যপুরাণে ত ঐরূপ কোনও কথা থাকা তাঁহারা বলেন না ?

কেহ কেহ বলেন যে, যখন বেঙ্কটেশ্বরপ্রেসে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড মুদ্রিত হয়, তখন কোনও কায়স্থসন্তান প্রিণ্টারকে কিছু দিয়া, ঐ পংক্তিটি বসাইয়া দিয়াছেন এবং হয় ত পরে উত্তরখণ্ডের লেজার দিকে কতকগুলি জালশ্লোকও বসাইয়া দিতেন, কিন্তু প্রেসের কর্ত্তাদের চক্ষে পড়াতে আর তাহা হইতে পারে নাই।—

"কায়েৎচরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

ভগবান্ জানেন, ইহা সত্য কিনা! তবে বাঙ্গালীকায়স্থপুঙ্গবদিগকে আমরা যেভাবে জাল-বচন পালন করিয়া আসিতে দেখিতেছি, তাহাতে কায়স্থের পক্ষে এটা একটা বেশী কথা কি ? আশ্চর্য্য ইহাই যে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ও আপনার দত্ত-বংশাবলীর উপসংহারে ঐ সকল জালবচন প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ ও গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে আরও একটি কথা চিন্তনীয় যে, পারলৌকিক কোনও স্বর্গ বা নরক নাই, যমনামেও কেহ কোন পারলৌকিকনরকের রাজা ছিলেন না।

চিত্রগুপ্তের কথাও সম্পূর্ণ অলীক, সুতরাং একটি মিথ্যাকল্পিত চিত্রগুপ্তকে (ঋজুপাঠের শশকদিগের শশাঙ্কের ন্যায়) আপনাদিগের আদিপুরুষ ঠাহরাণ বোকামী ভিন্ন বুদ্ধির কার্য্য নহে। তবে কায়স্থভ্রাতারা এতদূর কুপথগামী হইয়াছেন যে, তাঁহারা কিছুতেই ধর্ম্মের কাহিনীতে কর্ণপাত করিতে অগ্রসর নহেন। শাস্ত্রে না থাকুক, যুক্তিতে লাগান নাই যাক্, তথাপি চিত্রগুপ্তের বেটা ও কেমিক্যাল বর্ম্মা সাজিতে হইবেই !!! যাহা হউক নগেনবাবু এত সারল্য অবলম্বন করিয়াও, শেষে আপনার জাতিকে চিত্রগুপ্তের নন্দন বানাইবার জন্য প্রভাসখণ্ডের এই সকল কৃতকবচনের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।—

"স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার উৎপত্তিকথা এইরূপ বর্ণিত আছে।"

মিত্রোনাম পুরা দেবি! ধর্ম্মাত্মাভূৎ ধরাতলে। ২
কায়স্থঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যং প্রিয়হিতে রতঃ।
তস্যাপত্যং দ্বয়ং জজ্ঞে ঋতুকালাভিগামিনঃ॥ ৩
পুত্রঃ পরমতেজস্বী চিত্রোনাম বরাননে।
তথা চিত্রাঽভবৎ কন্যা রূপাঢ্যা শীলমণ্ডনা॥ ৪
আভ্যাং তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চত্বমাপ্তবান্।
অথ তস্য চ সা ভার্য্যা সহ তেনাগ্নিমাবিশৎ॥ ৫
অথ তৌ বালকৌ দীনৌ ঋষিভিঃ পরিপালিতৌ।
বৃদ্ধিং গতৌ মহারণ্যে বাল্যাদেব স্থিতৌ ব্রতে॥ ৬
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তপঃ পরম মাস্থিতৌ।
প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং ভাস্করং বারিতস্করম্॥ ৭
পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধূপমাল্যানুলেপনৈঃ।
বশিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব অষ্টষষ্টিসমন্বিতৈঃ॥ ৮
এবং স্তুবতস্তস্য চিত্রস্য বিমলাত্মনঃ।
তস্য তুষ্টঃ সহস্রাংশুঃ কালেন মহতো বিভুঃ॥ ৩১
অব্রবীৎ বৎস ভদ্রং তে বরং বরয় সুব্রত।
সোঽব্রবীৎ যদি মে তুষ্টো ভগবান্ তীক্ষ্ণদীধিতিঃ।

প্রৌঢ়ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু জায়তাং মা রুচিস্তথা।
তৎ তথেতি প্রতিজ্ঞাতং সূর্য্যেণ বরবর্ণিনি ॥ ৩৩
ততঃ সর্ব্বজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্রো মিত্রকুলোদ্ভবঃ।
তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাজস্তু বুদ্ধ্যা চ পরয়া যুতঃ ॥ ৩৪
চিন্তয়ামাস মেধাবী লেখকোঽয়ং ভবেৎ যদি।
ততো মে সর্ব্বসিদ্ধিস্তু নিবৃত্তিস্তু পরা ভবেৎ ॥ ৩৫
এবং চিন্তয়তস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভামিনি!
অগ্নিতীর্থং গতশ্চিত্রঃ স্নানার্থং লবণাম্ভসি ॥ ৩৬
স তত্র প্রবিশন্নেব নীতস্তু যমকিঙ্করৈঃ।
সশরীরো মহাদেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ ॥ ৩৭
স চিত্রগুপ্তনামাভূৎ বিশ্বচরিত্রলেখকঃ। ১২৩ অঃ

নগেনবাবু কোন্ সাহসে যে এই আলাদিনের প্রদীপের গল্পটাকে ভদ্র-সমাজে বাহির করিলেন, ইহাই চিন্তনীয়। তাঁহার একটু চক্ষুলজ্জা থাক নিতান্তই উচিত ছিল। কেননা, কোনও বই ছাপা হইলে তাহা যে কেবল আহাম্মকের হাতেই পড়িবে, যুক্তিবাদী বুদ্ধিমানের হাতে পড়িবে না, এমন কোনও কথা নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার সজাতীয়গণের মধ্যে যাঁহারা সত্যপরায়ণ ও বিবেচক, তাঁহারা নিশ্চিতই এজন্য নগেনবাবুকে গোপনে তিরস্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং করিবেন। কায়স্থের মধ্যেও আজি-কালি এরূপ আহাম্মকের সংখ্যা অল্প, যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে সমর্থ।

কায়স্থভ্রাতৃগণ প্রথমে অগ্নিপুরাণের নামীয় জালবচনদ্বারা সপ্রমাণ করিতো চাহিলেন যে, তাঁহারা খাঁটিশূদ্র চতুর্থবর্ণ এবং ব্রহ্মার পাদপদ্মপ্রসূত শূদ্রমণি তাঁহাদের আদিপুরুষ এবং তাঁহার বংশের কায়স্থনামকব্যক্তির তিনপুত্রের মধ্যে একপুত্র চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের জ্যেঠামহাশয় ও চিত্রসেন পিতা, এখন বলিতেছেন, না—না, মিত্রনামক কায়স্থের পুত্রই চিত্রগুপ্ত। তিনি ব্রহ্মার অঙ্গজ নহেন, তবে তিনি জ্যেঠা নহেন, তিনিই জন্মদাতা। আবার পদ্মপুরাণের সৃষ্টি ও পাতালখণ্ড এবং ভবিষ্যপুরাণের দত্তাত্রেয়সংবাদের জালবচনাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মকায়প্রভবচিত্রগুপ্তের সন্তান ও ক্ষত্রিয়। অপিচ মাঝখানে আচারনির্ণয়তন্ত্রের মাম দিয়া জালবচন রচাইয়া

প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন যে, তাঁহারা কায়স্থেরা ব্রহ্মার পাদপ্রভব বটে, তবে শূদ্র নহেন, স্বতন্ত্র একটা পঞ্চমবর্ণ এবং শূদ্রধর্ম্মা, ইহাতে চিত্রগুপ্ত যে তাঁহাদের খুড়া জ্যেঠা বা বাপ-মা, তাহার কোনও কথাই বলা হইল না। আবার রেণুকামাহাত্ম্যের দোহাই পাড়িয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, চিত্রগুপ্তের পিতা ক্ষত্রিয়চন্দ্রসেন রাজা তাঁহার জন্ম ক্ষত্রিয়ার গর্ভে দাল্‌ভ্যাশ্রমে অথচ বাঙ্গলার একজন কায়স্থেরও গোত্র দাল্‌ভ্য নহে। সুতরাং কায়স্থগণের একটি কথাও কি কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিগণ কি ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? ফলতঃ ইহার প্রত্যেকটিই অসংবদ্ধপ্রলাপবিশেষ। সৌভাগ্য ইহাই যে নগেনবাবু নিজেই এগুলির আন্তশ্রাদ্ধ করিয়া ছাপজবাবে বলিয়াছিলেন যে, এগুলির একটা কথাও সত্য নহে, পরন্তু আস্তস্ত জাল। অবশ্য সম্প্রতি তিনি সজাতীয়দিগের ভয়ে তোবা করিয়া আপনার আত্মাটার ভোল ফিরাইয়া বলিতেছেন যে, "না—না, আমার ভুল হইয়াছে, এগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, উৎক্ষিপ্ত, কিন্তু কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আর তাঁহার একথায় আর ভুলিবেন না। তবে রেণুকামাহাত্ম্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। তিনি উহার হাত থেকে নিস্তার পাইতে পারেন নাই।

যদি সেগুলি জাল হয়, তাহা হইলে ঠাকুরমার ঝুলির গল্পহইতেও এই প্রভাসখণ্ডের গল্পটি যে আরও অসার ও কৃত্রিম, তাহা নগেনবাবুর বুঝা উচিত ছিল। তিনি দেখুন নারদপুরাণে প্রভাসখণ্ডের যে বিষয়ানুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রের বেটা চিত্রের উদ্ভব ও তাহার সশরীরে যমালয়ে যাইয়া কেরাণীগিরি পাওয়ার একটি কথাও নাই। আর এই চিত্রগুপ্ত যে কায়স্থজাতির "কেহ কেটা" তাহাও যখন বচনাবলীতে দেখা যায় না, তখন চিরকুমার বংশহীন স্বর্গলোকগত চিত্রগুপ্তকে কেমন করিয়া কায়স্থগণ আপনাদের বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়া দাবী করিতে পারেন? ফলতঃ কায়স্থগণের চিত্রগুপ্ত সন্তানত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের একটা মিথ্যা লু প্রবাহিত হইলে পর কোনও বুদ্ধিমান্ এই আকাশকুসুমের বোঁটা দিয়া কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের মালা গাঁথিয়া দিয়াছেন।

সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং
যস্ত যদ্বচনং দ্বিজ?

যাহা হউক, যখন কোনও বুদ্ধিমান্ কায়স্থভ্রাত্রাই এই সকল শ্লোকে আস্থাবান্ হইবেন না, তখন আমাদের আর এগুলির অলীকত্বপ্রকটনে বৃথা চেষ্টা কেন? তবে এখনও এরূপ বহুলোকই আছেন, যাঁহারা অনুস্বারবিসর্গ দেখিলেই দশায় পড়েন, আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলেন, নতুবা ১৩১৮ শালের আশ্বিনের নব্যভারতের ৩৩০ পৃষ্ঠার দক্ষিণ কলমে বি-এ, মোহিনীমোহন বসু ও কায়স্থ-পত্রিকার কোনও প্রবন্ধে বি-এ, নিখিলবাবু পর্য্যন্ত কেন জাল কায়স্থকারিকাকে ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকা বলিয়া বিশ্বাস ও নির্দ্দেশ করিবেন? তাঁহাদের জাগর্ত্তিসম্পাদনেরজন্যই আমরা পারলৌকিক নরক, পারলৌকিক যম ও পারলৌকিক চিত্রগুপ্তের অলীকত্ববিষয়ে দু'চারকথা বলিয়া, এই প্রভাস-খণ্ডীয়বচনের অলীকত্ব আরও দৃঢ়ীভূত করিব। ফলতঃ চিত্রগুপ্তনামে কোনও মানুষ বা দেবতা ছিলেন না। অমরপ্রভৃতি কোনও প্রাচীন কোষগ্রন্থেও যমের মুহুরি চিত্রগুপ্তের সংবাদ পাওয়া যায় না। মহাভারত ও গরুড়প্রভৃতি পুরাণ কিংবা ত্রিকাণ্ডশেষপ্রভৃতি আধুনিক কোষে যে চিত্রগুপ্ত নাম পাওয়া যায়, উহা প্রক্ষিপ্ত, কেন না বেদাদি কোনও মৌলিক আদর্শগ্রন্থে চিত্রগুপ্তের নাম বা জন্ম কি অস্তিত্ব প্রসঙ্গ নাই। আর যে যে প্রামাণ্য বা অপ্রমাণ্যগ্রন্থে চিত্রগুপ্তের নাম রহিয়াছে, তাহাতেও এমন কোনও কথা জানা যায় না বা প্রমাণ হয় না যে চিত্রগুপ্ত কায়স্থজাতির বীজী কিংবা তৎসন্ততি হইলেই সে ক্ষত্রিয় বা বর্ম্মা হইয়া যাইবে। ফলতঃ পৌরাণিকযুগের কোনও ব্যক্তি যমের তর্পণ করিতে যাইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকেই "চিত্রগুপ্ত" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। উহার অর্থ—

চিত্রং বিচিত্রং গুপ্তং রক্ষাবিধানং যস্য

যম রাজা ছিলেন, পিতৃলোক ভৌম স্বর্গ ও দৈত্যদানবগণের বাসস্থান ভৌম-নরক তাঁহার দ্বারা শাসিত হইত, তাই তাঁহাকে কেহ চিত্রগুপ্ত বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন মাত্র।

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

যম ও যমী, ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে জাত, তজ্জন্য তাঁহাদের পৈতৃকনাম "বৈবস্বত'। তিনি পিতৃলোক বা আদিস্বর্গের ও পরে নরকের রাজা হইয়াছিলেন, প্রকৃত ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিতেন, সেইজন্য তাঁহার বিশেষণ "ধর্ম্মরাজ"। এখনও তাতার ও তিব্বতপ্রভৃতিদেশে 'ধর্ম্মরাজ' পদ রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির তিব্বতীয় কোনও ধর্ম্মরাজের ঔরসজাত। যম ও শিব সময়ে সময়ে মৃত্যু বা ফাঁশীর হুকুমদাতা হইতেন, তাঁহাদের মঞ্জুরিছাড়া ফাঁশী হইতে পারিত না, তাই তাঁহাদের উভয়ের উপাধিই মৃত্যু ও অন্তক বা সর্ব্বভূতক্ষয়কারক। এবং ঐ কারণেই পৌরাণিকেরা শেষে নরশিবকে তমো-গুণের আধার ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই তর্পণ মন্ত্রে এক যমকেই চৌদ্দটি পৃথক্ পৃথক্ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তজ্জন্য অম্বাভিধানও বলিতেছেন যে,—

অথ চতুর্দ্দশ—বিদ্যাযমমনুস্বারাট্ভুবনধ্রুবতারকাঃ॥

অর্থাৎ যম—১৪, বিদ্যা—১৪, মনু—১৪, স্বর্গের রাজা—১৪, ভুবন—১৪ ও ধ্রুবের তারকাসংখ্যা—১৪। •

কিন্তু অন্যান্যগুলির যেমন পৃথক্ ১৪টী স্বতন্ত্রসত্তা আছে, যমের তাহাও নহে, চৌদ্দ জন যম ছিল না, একেরই তেরটি বিশেষণ অথবা কুত্রাপি বা যমে পরমেষ্ঠিত্বেরও আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, ইহাদ্বারা জানা গেল যে, যমও যিনি, চিত্রগুপ্তও তিনি। সুতরাং কোনও ভারতীয়কায়স্থবংশীয় চিত্রগুপ্ত যে স্বর্গের যমের মহুরী ছিল, ইহা সর্ব্বৈব অলীককল্পনামাত্র।

জীবিতেশো যমঃ শীর্ণপাদশ্চ মহিষধ্বজঃ।
মন্দোঽস্য কান্তা ধূমোর্ণা চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ॥

অর্থাৎ জীবিতেশ, যম, শীর্ণপাদ, মহিষধ্বজ, মন্দ, ইহা যমের পর্য্যায়, তাঁহার স্ত্রীর নাম ধূমোর্ণা ও লেখকের নাম চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্তস্তু পুংসি স্যাৎ যমে তস্য চ লেখকে। মেদিনী।

মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষের এই উক্তি ব্যাহত, কেননা কোনও প্রামাণ্য হিন্দুশাস্ত্রে যমের মহুরী চিত্রগুপ্ত, কিংবা যম একজন পারলৌকিক নরকের পারলৌকিকদেবতা, ইহা নাই। ঋগ্বেদে আছে যম ও যমী বিবস্বানের সন্তান

এবং যম স্বর্গের রাজা। পুরাণে আছে যে, তিনি নরকেরও রাজা। কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণিতে আছে যে, দৈত্য ও দানবগণের বাসস্থানই নরক। এবং উহা তিব্বতের মানসসরোবরের উত্তরতীরে অবস্থিত।

বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে।

মানসোত্তরমূর্দ্ধনি।

কঠোপনিষদে আছে যে, ভারতবর্ষীয় মানুষ নচিকেতা যাইয়া যমের বাড়ীতে অতিথি হয়েন ও তিনটি বরপ্রার্থনা করেন। তাহাতে যম বলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,

ন হি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ। ২১—১ বল্লী।

হে নচিকেতঃ! দেবতারা এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের অণুমাত্রতত্ত্বও জানিতে পারেন নাই যে, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়। নচিকেতা বলিলেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল,

ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ।

বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো

নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥ ২২—১ অঃ

হে মৃত্যু! দেবতারা জানিতে পারেন নাই যে, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, তুমিও বলিতেছ যে আমিও এ বিষয়ে কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি ভিন্ন এ বিষয়ে আর কে বিশেষজ্ঞ আছে? আর জানিবার বিষয়ই বা ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

যম, স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের রাজা, কেন যম বলিলেন না যে, হাঁ, পুণ্যাত্মারা মরিয়া আমার স্বর্গে, পাপীরা মরিয়া আমার নরকে ও বাপেরা মরিয়া আমার পিতৃলোকে আসিয়া থাকেন? ফলতঃ পারলৌকিক স্বর্গ, পিতৃলোক, নরক ও পারলৌকিক যম, যমদূত নাই।

ঐহিকো নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে॥ ভাগবত।

অর্থাৎ হে মাতঃ! ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গ ও নরক উভয়ই ঐহিক, পরন্তু পারলৌকিক নহে।

ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গাঃ। বিষ্ণুপুরাণ।

এতে ইন্দ্রাদীনাং বাসভূময়ঃ স্বর্গাঃ ভৌমাঃ নতু পারলৌকিকাঃ।

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ,

ঔর্দ্ধে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ॥ সিদ্ধান্তশিরোমণি।

মেরুপর্ব্বতে (আলটাই) দেবতারা ও সিদ্ধঋষিগণ বাস করিয়া থাকেন আর দেবতাদিগের বৈমাত্রেয়ভ্রাতা দৈত্যদানবেরা জলাভূমি নরকে বাস করেন। যেমন সাহেবদের চৌরঙ্গী স্বর্গ ও আমাদের বাঙ্গালীটোলা নরকবিশেষ। অবশ্য বেদে পারলৌকিক যম ও তাঁহার চারিচক্ষুবিশিষ্ট কয়েকটা কুকুরের কথাও বর্ণিত আছে এবং কোন কোন ঋষি যমকে মৃতদের নিয়ন্তা বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল বেদমন্ত্র পৌরাণিকযুগে পৌরাণিকভ্রান্তি দিয়া বিরচিত। কঠোপনিষৎ, জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি, আর ঋগ্বেদের শ্রুতি অপরা বিদ্যা বলিয়া অবগীত, সুতরাং কঠোপনিষৎই প্রামাণ্য, ঋগ্বেদের যুক্তিবিরুদ্ধ যম-পারলৌকিককথা প্রমাণ নহে।

অতএব জানা গেল, যমনামে একজন দেবতা ছিলেন, তিনি নর বা মানুষ। অথর্ব্ববেদেও তিনি মানুষ বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। তবে মরিয়া স্বর্গে যাইয়া নরকের রাজা হইয়াছিলেন, এইরূপ একটি মিথ্যাকল্পনা উহাতে অতিরিক্ত দেখা যায়। পক্ষান্তরে গরুড়পুরাণ বলিতেছেন যে—

আহূয় পাপিনঃ সর্ব্বান্ যমোদণ্ডেন তর্জ্জয়েৎ। ১৯

স্বগৃহং সম্পরিত্যজ্য যাম্যং পুর মনু ব্রজেৎ।

ক্রমেণ গচ্ছতি প্রেতঃ পুরং বৈবস্বতং শুভম্॥ ৭৯—৫ অঃ

ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংবৃতঃ। ৮৭ অঃ

যৎ কৃতঞ্চ মনুষ্যৈশ্চ পুণ্যং পাপমহর্নিশম্॥ ১

তৎ সর্ব্বং চ পরিজ্ঞায় চিত্রগুপ্তে নিবেদয়েৎ।

চিত্রগুপ্তস্ততঃ সর্ব্বং কর্ম্ম তস্মৈ বদত্যথ॥ ২—৮ অঃ

চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্ত বিংশতিঃ।

কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যে চ সর্ব্বশঃ॥ ২—৯ অঃ

কিন্তু ইহার একটি কথাও প্রকৃত নহে। "ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ" মানুষ যেমন মরে, অমনি যাইয়া দেহান্তর আশ্রয় করিয়া থাকে। মাঝে স্বর্গ, নরক বা পিতৃলোক বলিয়া কোনও পারলৌকিক ওয়েটিং রুম্ নাই। থাকিলে ত

স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোকের কর্ত্তা যম তাহা নচিকেতাকে বলিতেনই ? যমের মহুরী চিত্রগুপ্ত অন্য এক নারীর নিকট লোকের পাপপুণ্য জানিয়া যমকে জানায়,—ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিকল্পনা। যমের বাড়ীর নিকট বিংশতিযোজন বিস্তৃত একটা কেরাণীখানা আছে, যে ইহা বিশ্বাস করে, আমি বলি সে যাইয়া মিউনিসিপালিটীর গোখানায় আতিথ্যগ্রহণ করুক। যম ও চিত্রগুপ্ত সহজন্মা, ইহাও সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ কথা। কেননা, ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের সতরসূক্তে প্রথম ও দ্বিতীয়মন্ত্রে বিশদাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে যে, যম ও যমী সহজন্মা, পরন্তু চিত্রগুপ্ত নহে। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে দেবতাদিগের জন্মবিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে বা কোনও ব্রাহ্মণগ্রন্থে চিত্রগুপ্তের নাম দেখা যায় না। বৃহদারণ্যকেও যমপ্রভৃতি দেবগণের সমুল্লেখ আছে, কিন্তু উহাতেও চিত্রগুপ্তের কোনও প্রসঙ্গই নাই—

ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ তদেকং
সৎ ন ব্যভবৎ। তৎ শ্রেয়োরূপম্
অত্যসৃজত ক্ষত্রম্। যানি এতানি
দেবতাক্ষত্রাণি—ইন্দ্রোবরুণঃ
সোমোরুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যু-
রীশান ইতি—২৩৫ পৃঃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্। ইন্দ্রো দেবানাং রাজা; বরুণো যাদসাং; সোমো ব্রাহ্মণানাং, রুদ্রঃ পশূনাং, পর্জ্জন্যো বিদ্যুদাদীনাং, যমঃ পিতৃণাং, মৃত্যুঃ—রোগাদীনাং, ঈশানোভাসাম্ ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি।

পূর্ব্বে মাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া একটি জাতি ছিল, অন্য কোনও জাতি ছিল না। কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় প্রাচীনেরা ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে বলশালী লোক বাছিয়া লইয়া ক্ষত্রিয়জাতির গঠন করেন। দেবতাদিগের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, পারস্যরাজ বরুণ (মাতামনুর সন্তান), মঙ্গলিয়াস্থ ব্রাহ্মণগণের রাজা মহর্লোক বা দক্ষিণসাইবিরিয়াবাসী চন্দ্র (চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ), পশুসংজ্ঞকনরগণের রাজা (পশুপতি) রুদ্রবংশীয় শিব, বিদ্যুৎসংজ্ঞক নরদিগের রাজা পর্জ্জন্য (মেঘ নহে), পিতৃলোক বা আদিস্বর্গের রাজা মৃত্যু ও যম এবং ঈশান জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এখানে চিত্রগুপ্তের কোনও প্রসঙ্গই নাই, সুতরাং যমও চিত্রগুপ্ত সহজন্মা, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। আর যম ক্ষত্রিয় হইলে যে তাহার মহুরীকেও ক্ষত্রিয় ভাবিতে হইবে এরূপ বিধিও হিন্দুর শাস্ত্রে দেখা যায় না, হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও দেখা যায় না যে কায়স্থগণ কোনও চিত্রগুপ্তের সন্তান। অপিচ কেবল ইহাও নহে সাধ্যদেব, বিশ্বেদেব, একাদশরুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, তুষিত, আভাস্বর, উনপঞ্চাশৎ বায়ু ও ঋভুগণ ইত্যাদি যে সকল দেবতার প্রসঙ্গ ও উৎপত্তিস্থিতি দেখা যায়, শাস্ত্রকর্ত্তারা কেহ তন্মধ্যেও চিত্রগুপ্তের নাম গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং এহেন চিত্রগুপ্তের কথা আদবেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিবেকবান্ কায়স্থ কুঞ্জলাল রায়ও প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বসম্বন্ধে কোনও শাস্ত্রীয় বা আভিধানিক প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না।" কায়স্থসভাকার্য্য ২ পৃঃ

ফলতঃ চিত্রগুপ্ত প্রসঙ্গ বা তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত হইলে একত্র চিত্রগুপ্ত ও যম একই ব্যক্তি, অন্যত্র উভয়ই দেবতা, কিন্তু পৃথক্ দুই স্বতন্ত্রব্যক্তি, স্থলান্তরে চিত্রগুপ্ত বাঙ্গলা বা পাটনা বিহারের কোনও মিত্রকায়স্থের ল্যাড়কা, ঐতিহ্যগত এই সব বিরোধ বা গোলমাল ঘটিত না। স্বয়ং নগেনবাবুও প্রসন্নমনে স্বাধীনান্তঃকরণে বিনা প্যাদা ও বিনা মসিলে আপনার বিশ্বকোষে লিখিতে প্রস্তুত হইতেন না যে—

"চিত্রগুপ্ত কথা নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ ২ শ্লোক ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত শ্লোকে ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিন পুথির বর্ণনীয় বিষয় এক এবং শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে—

"ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্ত কথা," দ্বিতীয় হস্তলিপিতে—ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্তকথা। এবং তৃতীয় হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায়—ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা।"

এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম শ্লোক দুইটি ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষর

সংস্করণে ভবিষ্যপুরাণীয় বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাদ্মোত্তর খণ্ড, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই চারিখানি ও ভিন্ন স্থানের ৪।৫ খানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল, কিন্তু কোনও মূলগ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না। আজকাল যেমন রাধাহৃদয়, কালহস্তি-মাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যপ্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়। সেইরূপ উক্ত চিত্রগুপ্তকথা বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহা স্থির। নারদীয় পুরাণের পূর্ব্বভাগে পদ্ম, ভবিষ্য ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমণিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ঐ সকল পুরাণমধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথা আছে, এমন কোন কথা লিখিত নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থজাতির প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ—৫৭১ পৃঃ

এইক্ষণ নগেনবাবুর এই সকল তীব্র অভিমত প্রকাশের পরও যদি কোনও কায়স্থ ভ্রাতা ঋজুপাঠের শশকদিগের শশাঙ্কের ন্যায় আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের নাতি নাৎকুড় বলিয়া দাবি করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। মহামতি শেরিং বহুকাল কাশীবাসের পর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—

The writer caste comes somewhere at the head of the Sudra, or between them and the Vasyas. Nothing is known decisively respecting its origin; and although disputation on the subject seems to have been unbounded, no satisfactory result has been arrived at.

The Kayasthas as a body trace their descent from one Chitragupta, though none can show who he was, or in what epoch he existed. They regard him as a species of divinity, who after his life will summon them before him, and dispense justice upon them according to their actions; sending the good to heaven, and the wicked to hell. The Jatimala says that the Kayasthas are true Sudras.

বলিবে তবে সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী কেন একযোগে কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তসন্তানত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক পাতি দান করিলেন?

হাঁ ব্রাহ্মণেরা পাতি দিয়াছেন, ইহা ধ্রুবই, কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহারা দেন নাই। শাস্ত্রে প্রমাণ থাকিলে ত দিবেন? শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের পুত্র আমাকে বলিয়াছিলেন

"তবে কি আপনি পাতিদাতাদিগকে প্রতারক
বা মূর্খ বলিতে চাহেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, পাতিদাতারা অনেকেই আমার পরিচিত, তাঁহাদিগকে আমি পিতার ন্যায় ভক্তি ও ইষ্টদেবতার ন্যায় আরাধ্য জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি তাঁহাদিগকে ইহার কিছুই বলিতে পারি না। তবে এ আলোকের যুগে পাতিগ্রহীতাদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা এ বাঘের দুধটুকুন ছুঁয়া না দিলেই পারিতেন।

"আমরা ফাক রাখিয়া
পাতি দিয়া থাকি ও দিয়াছি"

যাঁহারা প্রকাশ্য ব্রাহ্মণসভাতে একথা বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, এ স্বাধীনতার যুগের লোকেরা তাঁহাদিগকে কেন প্রতারক ভাবিবে না।

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ"

অনেক তর্কালঙ্কার ও ন্যায়পঞ্চাননেরা ঐ কারণেই পাতিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকে না বুঝিয়াও কলমের মুখে কালি

দিয়াছিলেন। আর ইহা ছাড়া বার আনা লোকই প্রতারণাপূর্ব্বক খদির ভার বহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। তাঁহাদের মনের ভাব ইহাই যে—

যদি তোরা কেহ প্রমাণ করিতে পারিস যে তোরা চিত্রগুপ্তের সন্তান বা চিত্রগুপ্তের সন্তান হইলেই সে ক্ষত্রিয় হইবে কিংবা তোরা চন্দ্রসেন রাজার সন্তান, তাহা হইলে তোরা গিয়া ক্ষত্রিয় হ।” ব্রাহ্মণেরা স্বগত বলিয়াছেন ও বলিয়া থাকেন শাস্ত্রে ইহার প্রমাণও নাই, তোরাও কোনদিন ক্ষত্রিয় হইতে পারিবি না। যা আছিস তাই থাকিবি।” “যথৈবাস্তে তথৈবাস্তে”। ফলতঃ এই পাতি আর—

“ঠাকুর প্রণাম—পারিস ত বেঁচে থাক্‌গে”

এই আশীর্ব্বাদও একই বস্তু। তোরা পারিস ত এই পাতির বলে ক্ষত্রিয় হগে।” ঋজুপাঠের কাকড়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে—

মাম কুতঃ স জলাশয়ঃ

হে মাতুল! সেই জলাশয় কোথায়? বকোবিংস্তু আহ—

“মম প্রাণযাত্রেয়ম্”

বাপুহে জলাশয় টলাশয় কোথাও কিছু নাই, ইহা আমার প্রাণযাত্রা মাত্র। আমি সংস্কৃত কলেজের গোবিন্দশাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে—

প্রমাণ পুরাণে আছে?

কোন্ পুরাণের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোক? অমনি বলিলেন আমি কি পুরাণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি? ফলতঃ অর্থলোভ বা অন্নদাতা কায়স্থের খাতিরে মিথ্যা পাতি দিয়া শেষে কেহ কেহ অনুতপ্ত হইয়া এই পাতির দস্তখত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। নগেন বাবু বলেন যে ইহা তাঁহাদের মিথ্যাচরণ, আমারও ধারণা ও বিশ্বাস যে এ বিষয়ে নগেনবাবুই নিরপরাধ।

যাহা হউক কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তের সন্তানসন্ততি নহেন, চিত্রগুপ্ত কথাটিও যে-জাল, তাহা প্রদর্শিত হইল, অতঃপর তাঁহাদের চান্দ্রসেনী কায়স্থত্ব কতদূর সমূলক, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইবে। কায়স্থগণ তৎ-প্রমাণার্থ এই শ্লোকাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—

তেতো রামঃ সমায়াতো দাল্‌ভ্যাশ্রম মনুত্তমং।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ ॥ ২১

রাম উবাচ—তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ২৭
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহাত্মনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮

দাল্‌ভ্যোবাচ। স্ত্রিয়োগর্ভ মমুং বালং তন্মে ত্বং দাতু মর্হসি। ৩২
ততো রামোঽব্রবীৎ দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকবশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি। ৩৩
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা। ৩৪
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্।
নির্জ্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়াৎ ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ ॥ ৪৪
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্ ॥ ৪৬

ইতি স্কন্দে রেণুকামাহাত্ম্যম্। কায়স্থশব্দ—শব্দকল্পদ্রুম—৯৫ পৃঃ।

নগেনবাবুও তাঁহার বিশ্বকোষের ৫৭৫ পৃষ্ঠা ও কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ের ৪০, ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠাতে এই সকল বচন রেণুকামাহাত্ম্যের ৪৭ অধ্যায়ের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং ইহা প্রমাণ বলিয়াও ভাবিয়া লইয়াছেন। তবে শব্দকল্পদ্রুমে যেমন অধ্যায় বা শ্লোকসংখ্যা নাই, বিশ্বকোষেও অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছিল। পরে কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে বেশীর ভাগ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দিয়াছেন। এবং বিশ্বকোষের ফুটনোটে বলিয়াছেন যে, কমলাকরভট্টও তাঁহার শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন।

কমলাকরভট্ট দুই শত কি আড়াই শত বৎসরের লোক। তিনি রঘুনন্দনের বহুপরবর্ত্তী, কেননা তাঁহার গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠাতে রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের সমুল্লেখ আছে। সুতরাং তাঁহার কথা যতক্ষণ ঋষিবাক্য বা কার্য্যক্ষেত্রের

সহিত সামঞ্জস্যভাক্ না হয়, তাহা তত ক্ষণ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।
কমলাকরে কায়স্থজাতিসম্বন্ধে পদ্ম ও স্কন্দপুরাণের যে সকল বচন উদ্ধৃত
হইয়াছে, উহার একটি বচনও প্রকৃত নহে, পরন্তু জাল। নগেনবাবুও উহাদের
কৃত্রিমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই গ্রন্থ বোম্বাইনগরে ১৭৯৮ শাকে
মুদ্রিত হইয়াছে। এখন শকাব্দা ১৮৩৩। সুতরাং মুদ্রণকালের পরিমাণ ৩৫
বৎসর। পক্ষান্তরে যে সময়ে বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের একটা
বাতাস প্রথম বহিতে আরম্ভ করে, উহার বয়ঃক্রমও এখন প্রায় ৮০ বৎসর।
আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণমিত্রই উহাব স্রষ্টা এবং ভট্টপল্লীর হলধরতর্কচূড়ামণিই
উহাতে ফুৎকারপ্রদাতা। হলধব পারতঃ পক্ষে সত্যের সমাদর করিতে চাহেন
নাই। ঐ সময়ে "অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকঃ" অমরের
নামের এই মিথ্যা বচনও কায়স্থের প্রার্থনামতে কল্পতরু হলধর বা জলধর বাহির
করিয়াছেন। রাজা রাধাকান্তদেববাহাদুরের সময়েও তাঁহাকে প্রতারণাপরায়ণ
ব্রাহ্মণগণ জাল অগ্নিপুরাণেব বচন ও জাল আচারনির্ণয়তন্ত্রের বচন দিয়া
ঠকাইয়াছেন। এ কারণ ঐ সকল জাল শ্লোক শব্দকল্পদ্রুমে স্থানলাভ করিয়াছে।
কিন্তু রাজাবাহাদুর সত্যভীরু ছিলেন, একারণ পদ্মপুবাণ বা স্কন্দপুরাণের
নামের বচনাবলী শব্দকল্পদ্রুমে স্থান দিয়াও তিনি ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন নাই।
তিনি আপন অভিধানে আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়াই সংসূচিত করিয়াছেন, পরে
তাঁহার উপরতি হইলে ১৮০৮ শাকে বরদাপ্রসাদবসু মহাশয়ের সমাহৃত ঐ সকল
জালবচন ফুটনোটে সংস্থাপিত হয়। সেও আজ ২৫ বৎসর।

কমলাকরভট্টেব গ্রন্থে ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল জালবচন প্রবেশ-
লাভ করিয়াছিল। এ সকল কাজ কে করিয়াছিল? আমাদিগের বিশ্বাস
বাঙ্গলার হলধর জলধরই ইহাব স্রষ্টা, রাজা রাজনারায়ণের সময়েই ইহার জন্ম
হইয়াছিল, পরে যে প্রকাব হিন্দুস্থানের জাল ব্যোম ও বিরাট্‌সংহিতার জাল
বচনাবলী বাঙ্গলায় আসিয়া হাজির হইয়াছে, তদ্রূপ বাঙ্গলার এই জঞ্জালরাশিও
হিন্দুস্থান বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং মহারাষ্ট্রে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল। এবং
যখন কমলাকরভট্টের "শূদ্রকমলাকর" গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তখন উহাতে অবসর
গ্রহণ করিয়াছে। পরন্তু হস্তলিখিত কমলাকরে উহা ছিল না। বাঙ্গালী
কায়স্থের ন্যায় অন্যান্যদেশের কায়স্থেরাও এবিষয়ে বড় পশ্চাদ্‌পদ নহেন।

অতএব কমলাকরে আছে বলিয়াই কেহ ইহা সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যাহারা প্রক্ষিপ্তদ্বারা গ্রন্থ দূষিত করে, তাহারা এইরূপেই করিয়া থাকে ও করিয়াছে। যাহারা যে উপায়ে কমলাকরে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টি-খণ্ডের জালবচন প্রবেশিত করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই সেই উপায়ে রেণুকা-মাহাত্ম্যের নামীয় জালবচনাবলী অক্লেশে প্রবেশিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে প্রকৃতই এগুলি জাল কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে।

প্রথমতঃ বীরকেশরী ষষ্ঠাবতার পরশুরাম অন্তর্ব্বত্নীনারী বধ করিতে গিয়া ছিলেন কিনা, ইহা বিবেচ্য। পিতৃবধামর্ষোত্তেজিত পরশুরাম তাঁহার পিতার হত্যাকারী ও তাহাদের আত্মীয় বা সাহায্যকারী আততায়িগণের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থান করেন, পরন্তু যে কোনও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে নহে। তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সূর্য্য (বৈবস্বত) ও চন্দ্রবংশীয়ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধেও অভিযান করিতে দেখিতাম। তাঁহার একুশবার ক্ষত্রিয়বধের কথা অতি অতিরঞ্জিত। সুলতান মামুদের ন্যায় তিনি একুশবার কেবল প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধারণ করেন। সুতরাং হিন্দুজাতির অবধ্য নারী, বিশেষতঃ সগর্ভামহিলার প্রতি তিনি হিংসোন্মত হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব।

যদি এই ঘটনা সত্যও হয়, তাহা হইলেও যখন তিনি বলিলেন যে গর্ভস্থ বালককে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া কায়স্থধর্ম্ম দেওয়া গেল।—

রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥

তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কায়স্থগণ "চান্দ্রসেনী" নহেন, ইহা মানিয়া লইতে হইবে? আর কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ও যে এক নহে, তাহাদের ধর্ম্মও যে স্বতন্ত্র, তাহাও বচন দ্বারা আসিতেছে। তৎপর তোমরা যখন কেহই দাল্‌ভ্যগোত্রের কায়স্থ নহ, তখন ব্রাহ্মণের এই পাতিদ্বারা তোমরা বাপু দাসঘোষ, দাসবসু, দাসমিত্র ও দাসগুহেরা কি প্রকারে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে পার? আর চন্দ্রসেনরাজার স্ত্রীর গর্ভে যে হালে চিত্রগুপ্ত জন্মিলেন, তোমরাই বা তদপেক্ষা বুনিয়াদী কায়স্থেরা কেমন করিয়া আপনাদিগকে সেই হালের চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া দাগাইয়া দিতে পার? যদি বল কায়স্থের সৃষ্টিই ঐ দিন হইতে, তাহা হইলে তোমরা

কখনই কায়স্থকে একটা প্রাচীনজাতি বলিয়া দাবী করিতে পার না, কেননা যে জাতির প্রসঙ্গ স্মৃতিতে নাই, তাহারা নিশ্চিতই আধুনিক বস্তু। আর যখন এই হালি চিত্রগুপ্তের গোত্র দাল্‌ভ্য, আর তোমাদের গোত্র যখন কাহার গৌতম (বসু), কাহার সৌকালীন (ঘোষ), কাহার কাশ্যপ (গুহ), কাহারও বিশ্বামিত্র (মিত্র) ও কাহারও মৌদ্গল্য (দত্ত), তখন তোমরা এ চিত্রগুপ্তেরও কেহ অনন্তরবংশ্য নহ, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীও তোমরা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

তৎপর নারদীয়পুরাণে স্কন্দপুরাণের যে বিষয়ানুক্রমণিকা আছে, তাহাতে স্কন্দপুরাণে মাহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, অবন্তীখণ্ড, নাগরখণ্ড, ও প্রভাসখণ্ড, এই সাতটি খণ্ডের সমুল্লেখ আছে, সহ্যাদ্রিখণ্ডের নামও উহাতে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং স্বয়ং সহ্যাদ্রিখণ্ডই অপ্রমাণ।

তৎপর মিঃ জে, জার্শন ডাকুনহা (J. Gerson Dakunha) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইনগরে ১৪ খানি হস্তলিপি মিলাইয়া যে সহ্যাদ্রিখণ্ড প্রকাশ করেন, উহাতে মাত্র চল্লিশটী অধ্যায় আছে, ৪৭ অধ্যায় নাই, সুতরাং নগেন বাবু এই সপ্তম অধ্যায়টি কোথায় পাইলেন, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। শূদ্রকমলাকর, শব্দকল্পদ্রুম ও বিশ্বকোষে কোনও শ্লোকসংখ্যা দেওয়া ছিল না। এবং প্রত্যেক গ্রন্থেই "এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ" এই পাঠে আরম্ভ ও "অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ" এই পাঠে সমাপ্ত করিয়াছেন এবং কেহই ইহার পূর্ব্বের বা পরের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। এবং কোন্ অধ্যায়ের কত শ্লোক তাহাও সকলে আলস্যবশতঃ নির্দ্দেশ করিতে বিরত রহিয়াছেন। তবে নগেনবাবু বিশ্বকোষে উক্ত মহাজনপন্থার অনুসরণ করিয়া শেষে কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে মাত্র একচরণ বেশী তুলিয়াছেন ও অঙ্কসংখ্যাও দিয়াছেন। কিন্তু দিলে কি হইবে ভারতবর্ষের কোনও সহ্যাদ্রিখণ্ডেই চল্লিশের বেশী অধ্যায় দেখা যায় না। তিনিও ইহা কোথায় পাইলেন, তাহা আপনগ্রন্থে ভাঙ্গিয়া বলেন নাই।

ইহার পর ইহার ঐতিহ্য লইয়া কথা। পূর্ব্বকালের রাজাদের যত বিবৃতি আছে, তাহা অষ্টাদশপুরাণের প্রায় সকল পুরাণেই অগ্রপশ্চাভাবে অল্পবিস্তর কিছু না কিছু ধৃত হইয়াছেই। কিন্তু দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন একটা বিশেষ ঘটনার কথা আর কেহই যেন অবগত ছিলেন না। মহাভারতে চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেননামে দুইজন বাঙ্গালীরাজার নামোল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু

ব্যাসদেব তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ কোনও কাহিনীরই অবতারণা করিয়া যান নাই।—পক্ষান্তরে "কায়স্থ" শব্দটী ব্যাসের পূর্ব্বে বা তাঁহার সময়ও যে জাতি-বাচক হইয়াছে, আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। তাহা হইলে অমর, হেমচন্দ্র, মহেশ্বর, ব্যাড়ী, ক্ষীরস্বামী, বোপালিত, রভসপাল ও জয়পালপ্রভৃতি কোষকারেরা অবশ্যই উহা জাত্যর্থে গ্রহণ করিতেন। আর ইহাও এক বিশেষ আশ্চর্য্য যে একই চিত্রগুপ্ত, ইহা লইয়া চারি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন!! ভগবন্ তুমি কায়স্থকে কবে মানুষের আক্কেল দান করিবে?

তবে কি ইহার মূলে কোনও সত্যই নাই? অবশ্যই আছে। আমাদের রাঢ়ীয়বৈদ্যকুলপঞ্জিকা চন্দ্রপ্রভাতে বিবৃত আছে যে—

ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশকুমারকাঃ।
যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ॥
অষ্টৌ পুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ।
অষ্টৌ তেষাম্ অসৎকার্য্যকুসম্বন্ধপরায়ণাঃ॥ ২১০ পৃঃ

অর্থাৎ ধন্বন্তরিগোত্রীয় রাজা কমল (বিমল নহে) সেনের বংশীয় রাজা চন্দ্রসেনের আঠার পুত্র। তন্মধ্যে অসার আটজন শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থ হইয়া যায়। তাই আমরা বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী, বহরমপুর ও বরিশাল জিলার কোনও কোনও স্থানে ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেনোপাধিককায়স্থ দেখিতে পাইয়া থাকি। গোরাবাজার বহরমপুরের অন্তর্গত, তথায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন ও ডায়মণ্ডহারবরের উকিল (দ্বারকাবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সেনপ্রভৃতি ধন্বন্তরিগোত্রীয় দক্ষিণরাঢ়ীকায়স্থ, ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস হুগলির অন্তর্গত বাসুদেবপুরসন্নিহিত বৈদ্যপুর। সকলেই জানেন যে এই ধন্বন্তরিগোত্রটি একমাত্র অম্বষ্ঠব্রাহ্মণের মধ্যে অমৃতাচার্য্যের এক জামাতা ধন্বন্তরিঋষির সন্তান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। কায়স্থেরাও অনেকে জানেন না যে, তাঁহাদের মধ্যে ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেন আছে। কিন্তু কোনও কোনও কায়স্থ চন্দ্রসেন রাজার সন্তান ইহা কোনও কোনও ব্রাহ্মণের মনে থাকাতে ও সে চন্দ্রসেন যে জাতিতে অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ তাহা বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাওয়ায় সাহস করিয়া সেই স্বেচ্ছার বিকারে এই জাল শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছেন। "বৈদ্যেরা কুশপুত্তলপ্রভব" এই শ্লোকাবলীও ঐরূপশ্রেণীর অজ্ঞ অর্থলোভী শঠ ব্রাহ্মণেরা রচিয়া

দিয়া বৈদ্যজাতিকেও প্রতারিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৌদ্ধবিপ্লবে দেশে এমন একটি দুর্দ্দশা আসিয়াছিল যে, কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কেহই বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি বা প্রাচীন কোনও শাস্ত্র স্পর্শও করিতেন না। তাহারই প্রসাদে বঙ্গদেশে উক্ত বৌদ্ধবিপ্লবের পর বিদেশহইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও চারিজন বৈদ্য আনিতে হইয়াছিল। এই বিপ্লবের প্রকোপে দেশ নিরক্ষর হইয়া যাওয়ায় রঘুনন্দনের কাঁঠালের আমসত্ব বঙ্গদেশে লেঙড়া আমের দামে বিক্রীত ও পূজিত হইতেছে। কিন্তু এ আলোকের যুগের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এমন কি অনেক কায়স্থসন্তানও বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা রঘুনন্দনের ব্যবস্থা দ্বারা বাহিত হইয়া কতদূর অধঃপতিত হইয়াছি। ফলতঃ রাজা থাকিতে কোতোয়ালের দোহাই যাহা, মন্বাদিস্মৃতি থাকিতেও রঘুনন্দনের পুরাণের দোহাই দেওয়াও তদ্রূপই বটে। প্রশ্ন হইতে পারে, "কেন এদেশেও ত দাল্‌ভ্যগোত্রের চান্দ্রসেনীবর্ম্মোপাধিক কায়স্থ ছিল? একজন বৈদ্যই ত তাহা সম্প্রতি ১৩১৭ শালের ৮ই এপ্রিলের বঙ্গবাসীতে "রাঢ়ের বাঙ্গালাসাহিত্য" প্রবন্ধে ছাপাইয়াছেন?" হাঁ, আমরাও তাহা পাঠ করিয়াছি—

"রাঢ়দেশে শুভঙ্কর উপাধিধারী দুইজন পুরুষ ছিলেন। একজনের নাম ভৃগুরামদাস, জাতিতে কায়স্থ, তাঁহার নিবাস হাওড়াজেলার অন্তর্গত আমতা-থানার এলাকায় আগুনসি। ৺দ্বারকানাথমিত্রমহাশয় সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম বৃন্দাবনদাস। ইনি দাল্‌ভ্যগোত্রীয় চান্দ্রসেনী কায়স্থ। সামাজিক উপাধি বর্ম্মা। গৌড়েশ্বরের অমাত্য কেশবচন্দ্রবসুর পৌত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ভৃগুরাম গৌড়েশ্বর সুলতান সাহসুজার সভাসদ্ ছিলেন। ইঁহার বিদ্যাবত্তা ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিদর্শনে তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে শুভঙ্কর উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি লীলাবতীর সরলবঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বলাভ করেন। ভৃগুরামদাসের ভণিতাযুক্ত অনেক আর্য্যা এতদ্দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।"

ইহার লেখক রাঢ়ের ভাঙ্গামোড়ার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অকাতরে বলিলেন যে—

কিছু জানি নাই, জানেন গোঁসাই
ভাল মন্দ ফলাফল॥

এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও নির্দোষ। আমাকে বাঁকুড়াজেলাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথবসু ইহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাই সরলহৃদয়ে ছাপাইয়াছি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই বিবৃতির প্রমাণ কোথায়? পাঠক দেখিলেন, কি সুন্দর অত্যদ্ভুত কৌশলপ্রণালী! প্রথমতঃ বৈশ্যের দ্বারা ছাপাইয়া ইটি যে প্রকৃত তথ্য, তাহা লোকসমাজে সপ্রমাণ করা। তৎপর কেমন একগুলিতে সাত বাঘ মারা হইয়াছে। প্রথম বাঘ মারা হইয়াছে দাল্‌ভ্যগোত্রের অস্তিত্ব এদেশে ছিল, এতৎপ্রকটন, তদ্দ্বারা জালরেণুকামাহাত্ম্যের জাল চান্দ্রসেনী কেচ্ছারও আংশিকসমর্থন। দ্বিতীয় বাঘ মারা হইয়াছে—"বর্ম্মা" উপাধির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করণদ্বারা, তৃতীয় বাঘ মারা হইয়াছে—

শুভঙ্করের আর্য্যা

কায়স্থের সম্পত্তি, চতুর্থ বাঘ মারা হইয়াছে,—কায়স্থেরা সংস্কৃতভাষায় অধিকারী ছিলেন, কেবল অধিকারী নহেন, তাঁহারা সুকঠিন লীলাবতীগ্রন্থেরও সরল বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে পারিতেন, পঞ্চম বাঘ মারা হইয়াছে,—কায়স্থেরা নবাবের অর্থাৎ রাজাদের সভাসদ্ ছিলেন।

"ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে?"

তাহা হইলে কি কায়স্থাদি শূদ্রগণকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কৃপায় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে সংস্কৃতকলেজে প্রবেশের প্রয়োজন হইত? আজিও কয়জন ব্রাহ্মণবৈদ্য লীলাবতী ও সংস্কৃতবীজগণিতের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ অনুবাদ করিতে পারেন বা পারিতেছেন কিংবা পারিয়াছেন?

যাহা হউক, আমরা আশা করি, কৃতবিদ্য, বিশেষতঃ সংস্কৃতে কৃতশ্রম কোনও কায়স্থভ্রাতাই নগেনবাবুর রেণুকামাহাত্ম্য ও জ্ঞানেন্দ্রনাথবসু মহাশয়ের শুভঙ্করের কায়স্থত্ব, বর্ম্মত্ব ও দাল্‌ভ্যগোত্রত্বে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। এবং আমরা আশা করি, তাঁহারা আর কেহ তাঁহাদের সমাহৃত অগ্নিপুরাণ, আচারনির্ণয়তন্ত্র, ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, পাতাল এবং সৃষ্টিখণ্ড, প্রভাসখণ্ড, রেণুকামাহাত্ম্য ও বিজ্ঞানতন্ত্রের বচনাবলী, কায়স্থের উৎপত্তি, চিত্রগুপ্তসন্তানত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদননিমিত্ত এগুলি আর প্রমাণ বলিয়া ব্যবহার বা নির্দ্দেশ করিবেন না। তাঁহারা কায়স্থকৌস্তভের স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়জাতা কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রোনাগমণ্ডলে ॥
চৈত্ররথস্তস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতঃ গৌতমোনামসত্তমঃ।
তস্য শিষ্যোমহাপ্রাজ্ঞশ্চিত্রকূটবনাধিপঃ॥ ইতি আপস্তম্ব।

এই বচনাবলীও সম্পূর্ণ জাল। অনেকে বলেন যে ভট্টপল্লীর হলধরতর্কচূড়ামণিই ইঁহার কারিকর। ভগবান্ জানেন, প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা কে। তবে ইহা যাঁহার প্রণীত, তিনি যে একজন অনুষ্টুপ্ শ্লোকরচনাতেও অবিশেষজ্ঞ, তাহা বর্ণনার অপরিপক্কতাদৃষ্টেই প্রতীয়মান। তৎপর প্রসঙ্গসঙ্গতিবিষয়েও তাঁহার মস্তিষ্ক তত কার্য্যক্ষম ছিল না, সকলই যেন ঠিক্ অসংবদ্ধপ্রলাপ। ব্রহ্মার বাহুহইতে ক্ষত্রিয়গণ জনমিল, জগতীতলে তাহারাই কায়স্থ !!

কিন্তু হিন্দুর কোনও বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি ও পুরাণ এমন কোনও কথা বলিয়াছেন যে, "এই যে ব্রহ্মার বাহুহইতে ক্ষত্রিয় হইল, ইহারাই কায়স্থ? কোনও বৈদিক বা লৌকিককোষগুলিও কি এমন একটি কথা বলিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একই? প্রাচীন অভিধানে কায়স্থশব্দ নাই, কিন্তু যে যে অভিধানে আছে, তাঁহারাও কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়শব্দ একপর্য্যায়ে গ্রহণ করেন নাই, পক্ষান্তরে অমরাদিও ক্ষত্রিয়শব্দের পর্য্যায়ে কায়স্থের পরিগণনা করিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণ————মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।
অমরকোষ———— „ অবিকল—ঐ কথা।
মেদিনী————কায়স্থঃ পরমাত্মনি।
নরজাতিবিশেষে না হরিতক্যাস্তু যোষিতি।
করণং হেতুকর্ম্মণোঃ।
কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শূদ্রাবিশঃ সুতে॥

সুতরাং অভিধানদ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বা ক্ষত্রিয়সমত্বও সপ্রমাণ হইল না। প্রমাণ হইল, বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব যে করণ তিনিই কায়স্থজাতি বটেন। ফলতঃ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক, কায়স্থও বাহুজ বা বক্ষোজ, কিংবা আজ থেকে ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থ নামে পরিচিত হইলেন, কি হইবেন, এমন একটি কথাও হিন্দুর কোনও

শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য বলেন নাই। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়ক্ষত্রিয়গণও এ কথা বলিয়া থাকেন না যে, আমরাও কায়স্থের জাতভাই। কায়স্থভ্রাতাবা চতুষ্পদ ভীষ্মকে আপনাদের স্বজাতি বলিতে পারেন, কিন্তু ভীষ্ম জীবিত থাকিলে কেমিকেল বর্ম্মারা এ বেয়াদবি করিতে সাহসী হইতেন কিনা, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। বচনাবলীর অন্যান্য অংশ উন্মত্তপ্রলাপবিশেষ, কেননা সে অংশ ছাগলের গলার স্তনের ন্যায় নিরর্থক। চৈত্ররথ কে? কার পুত্র? সেই বা কায়স্থজাতির কি তোয়াক্কা রাখে? চিত্রগুপ্ত ও বিচিত্র ত কায়স্থজাতির কেহকেটাই নহে? তবে তাহাদের নাম সংকীর্ত্তন কেন করা হইল? নগেনবাবুও কিন্তু এই আপস্তম্ববচনের সমালোচনা করিতে যাইয়া সরলহৃদয়ে বলিয়াছেন যে—

"উক্ত প্রমাণগুলি আপস্তম্বশাখা অথবা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বগৃহ্যপ্রযোগ, আপস্তম্বসংহিতা, আপস্তম্বপ্রয়োগ, আপস্তম্বসূত্র, এতদ্ভিন্ন বিশ্বেশ্বরভট্টবিরচিত আপস্তম্বপদ্ধতি, গঙ্গাভট্টবিরচিত আপস্তম্বপ্রয়োগসার, সুদর্শনবিরচিত আপস্তম্বসূত্রসংগ্রহ, লঘু আপস্তম্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না। ঐ কয়েকটি শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।" বিশ্বকোষ।

অবশ্য সেই উপবীতাপ্রিয় নগেনবাবুই এখন এই সকল প্রমাণের বলেই পৈতাও নিয়াছেন, বর্ম্মাও সাজিয়াছেন ও স্থানে স্থানে সজোরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন যে, তাঁহারা বর্ম্মা, কিন্তু যখন তাঁহার আত্মাটা প্রকৃতিস্থ ছিল, সত্যকে ভয় করিতেন, আপনার স্বাধীনচিত্ততার মূল্যই বেশী ভাবিতেন, তখন তিনি এই সকল জাল বচনাবলীর বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পর আমাদের বলিবার আর কিছুই নাই। আমরা আশা করি, তাঁহার সেই সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়পরতা আবার তিনি ফিরিয়া পাউন। "ফরিদপুরের আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা লিখিতেছেন যে—

ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থোবর্ণসংজ্ঞকঃ।
কলৌ হি ক্ষত্রিয়স্তত্ত্ব জপযজ্ঞেষু রাজনঃ॥ বৃহদ্ব্রহ্মপুরাণ

[illegible] হতে প্রসূত বলিয়া কায়স্থগণ যদি বর্ণসংজ্ঞক হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণও কেন বর্ণসংজ্ঞক হইবেন না? ব্রহ্মার অঙ্গ

প্রভৃত দক্ষকেইবা ঋষিরা কেন বর্ণসংজ্ঞক বলিতে বাকী রাখিলেন? ফলতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও জাতিই "ব্রহ্মা" নামক কোনও স্রষ্টার মুখ বাহু নাসিকা বা শৃঙ্গপুচ্ছ হইতে হয় নাই। পুরাণকারেরা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই আলোকের যুগেও যদি কেহ এইরূপ পুরাণবচন মানিতে বলেন ও চাহেন, তাহা হইলে প্রকৃত ঋষিবাক্য অবহেলিত হয়—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কুর্য্যাৎ কার্য্যনির্ণয়ং।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

ইহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্র বলিয়া যাহা দেশে বিকাইত, তাহার বহু কথাই অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য। নতুবা বৃহস্পতির মতন ঋষি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যুক্তি দান করিতেন না।

উদ্ধৃত বচনও গোলা লোকের রচনা। কোনও অর্থ হয় না, তার পর বৃহদ্‌ব্রহ্মপুরাণ বলিয়া কোনও পুরাণের অস্তিত্ব আমি আজ ঠিক পঞ্চাশ বৎসরের গভীর গবেষণায়ও জানিতে পারিলাম না। একর্জন দুঃসাহস মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী ব্যাসপুরাণের মধুব সত্তা হৃদগত করিয়াছেন, আর কায়স্থভ্রাতারাও তাহা করিলেন। তাই আমি বিনয়ের সহিত বলি, কায়স্থভ্রাতারা জাল, মিথ্যা ও সত্যসঙ্গোপন চেষ্টা পরিত্যাগ করুন, দেখিবেন, তাঁহারা অচিরে ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে অতিক্রম করিয়া জগতে এক মহোচ্চ সিংহাসন দখল করিয়া বসিবেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা টাকা দিয়া মিথ্যা পাতি ও মিথ্যা উপাধি ক্রয় করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। জাল বচন প্রস্তুত করান ও দেব কাটিয়া সেন ও বর্ম্মা কাটিয়া সেন কিংবা বঙ্গভূমি কাটিয়া সেনভূমি করিয়া থাকেন একজন লোক—"বল্লাল যেমন করে, তাহার তাহা হয়," বারেন্দ্র কায়স্থদিগের ঠাকুরের এই প্রকৃত পাঠ কাটিয়া করিয়াছেন—"কায়স্থপুত্র বল্লাল, যা করেন তাই হয়।" কেহ কেহ বা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, আমি অমুকের সহিত পুরীতে গেলাম, পাইলাম তিনখানা প্রস্তর খণ্ড, পাঠোদ্ধারও আমিই করিলাম, কিন্তু শেষে প্রমাণ বলিয়া হাজির হইল, পাঁচ খানি প্রস্তর!!! আরও একজন সংস্কৃতে এমে ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, আমি একজন প্রখ্যাতনামা [illegible] র অধীন হইয়া ঐ বিভাগে কাজ করিতাম। শেষে টের পাইলাম যে, [illegible]

বহু প্রস্তরফলক জাল করিয়াছেন, আর ফলক বা তাম্রশাসনের পাঠ যাহাতে তাঁহাদের মনোমত অর্থবাহী হয়, তাহা করিবার জন্ত অনেকেই শব্দ শব্দের পরিহার কিংবা বহু শব্দের আমদানি করিয়া থাকেন। আমি পুনরায় করযোড়ে বলি কায়স্থভ্রাতৃগণ তোমরা সিংহের ন্যায় স্বাবলম্বী হও, আর অন্যের মারা অন্ন খাইওনা। আর পয়সা দিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে মিথ্যা পৌরুষ কিনিতে বিরত থাক। তোমাদিগের যে প্রতিভা, যে মনীষা, যে কঠোর অধ্যবসায়, তাহাতে ব্রাহ্মণের সঙ্কীর্ণ কূটনীতি আর কখনই তোমাদের গতি রোধ করিতে পারিবে না। যাহাহউক বৃহদ্‌ব্রহ্মপুরাণ নামে কোনও গ্রন্থ এজগতে নাই, সুতরাং আমরা আর্য্যপ্রতিভার করুণ রোদনে কর্ণপাত করিতে পারিলাম না। আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

মুখতোঽস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয় স্তথা।
মহাভীমো মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো দৃঢ়াশরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যতি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে স্থিতঃ॥ ৬৮ পৃঃ

কিন্তু আমরা সমগ্র পদ্মপুরাণ তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াও কুত্রাপি কায়স্থজাতি বা এই বিষয়ের একটি শ্লোকও উহাতে দেখিতে পাইলাম না। আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা কেন খণ্ড, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন না? আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

সৎকর্ম্মস্থিতিসাধনায় জগতো যাথার্থ্যমাবেদিতুং
ধর্ম্মস্তাধিপতেঃ সসূত্রনিয়মং জ্ঞাতুং বিদিৎসাধিয়া।
কার্য্যঃ কশ্চিতি চিন্তয়া স ভগবান্ লোকে হিতায়াঽসৃজৎ
কায়স্থৌ অতিসুন্দরৌ সুমনসাং মান্যৌ ততঃ সুধিয়ৌ॥ ১৭০ পৃঃ
পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড।

পাঠমাত্রই দেখা যায় যে একালের কোনও নব্য যুবক ব্রাহ্মণ পেটের দায়ে পড়িয়া ইহা রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাল "সুধিয়ৌ" পদের সু—সুখ-বদ্ধকরণক শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে যে দোষ ঘটিয়াছে তাহা কি রচয়িতা টের

পাইয়াছিলেন ? পদ্মপুরাণের পাতাল কিংবা রসাতল খণ্ডেও ইহার একটি বচন নাই, আছে ইহা ব্রাহ্মণদিগের অধঃপাতখণ্ডে। এ কায়স্থ হয় কে ? যদি চাণক্যের কায়স্থবর (খুিমনসাং) দেবগণ বা পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য হয়েন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা কেন এই ঋষিবাক্যানুসারে কায়স্থের সুশ্রূষা, সেবা পদবন্দনা ও পূজা করিয়া থাকেন না "—ধিক হেন পেটের জ্বালায়।" নির্লজ্জ আর্য্য-কায়স্থপ্রতিভা স্থলান্তরে বৃহৎপরাশরের এই বচনটির অধ্যাহার করিয়াছেন—

ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপশ্চ পাদাৎ দক্ষিণতোঽসৃজৎ।

বামপাদোদ্ভবাপত্নী তেন কায়স্থসম্ভবঃ॥ ২৬১ পৃঃ

কিন্তু বৃহৎ, ক্ষুদ্র, ছোটবড় ও হ্রস্বদীর্ঘ কোনও পরাশরসংহিতাতেই এই বচনটি নাই। থাকিলে রাজারাধাকান্তদেবের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা পরিত্যাগ করিতেন না। উক্ত নির্লজ্জাগ্রণী পুনরপি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দিয়া এই গদ্যাংশের সমাহার করিয়াছেন—

এতে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ

তে চ উত্তমকায়স্থা বিষ্ণুবসুগণদেবতাশ্চিত্র-

গুপ্তযমবংশজাঃ।—৭৬ ও ১৫৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

কিন্তু প্রবীণগণ জানেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য ও বিজ্ঞানেশ্বর মূলে বা টীকার কোনও স্থলে এরূপ গদ্যপদ্যময়ী কথা বলেন নাই। বরং তাঁহারা কায়স্থকে অতিহীন বর্ণেই চিত্রিত করিয়াছেন। অবশ্য বিষ্ণুসংহিতায় গদ্যে কায়স্থের কথা আছে, তাহাও আমরা এইগ্রন্থে তুলিয়াছি, কিন্তু উহাতে এমন একটি কথাও নাই যে ব্রহ্মকায়স্থ বা করণকায়স্থগণ কিংবা অন্য কোন কায়স্থ ক্ষত্রিয়হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত এবং উহারা চিত্রগুপ্ত বা যমের অনন্তরবংশ্য। ফলতঃ ইহাও হলধরী লীলা।

আশ্চর্য্য এই যে, কায়স্থভ্রাতৃগণ কিংবা তাঁহাদিগের বহিরন্তরঙ্গ অন্তঃশত্রু ব্রাহ্মণগণ কেবল যে সংস্কৃতগ্রন্থ কৃত্রিম ও সংস্কৃতজাল করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা কাশীরামদেবের মহাভারতের নাম দিয়াও মিথ্যার বীজ ছড়াইতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কবিরাজচৌধুরীসংহিতাতে ৬ পৃষ্ঠায় ধৃত হইয়াছে—

যমের বচনে চিন্তিত প্রজাপতি।

সেইকালে কায় হইতে করিল উৎপত্তি॥

লেখনী দক্ষিণকরে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হেন চিত্রগুপ্ত নামে॥

ইহা কাশীরামের মহাভারতের কোন্ পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ স্থানে আছে, চৌধুরীমহাশয় কেন তাহার নির্দ্দেশ করিলেন না? চৌধুরীমহাশয়ের ইহাতেও তৃপ্তি হয় নাই, তিনি তুলসীকৃতপদ্মপুরাণীয়সৃষ্টিখণ্ডের ৬ অধ্যায়ের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইতেছেন যে, চিত্রগুপ্ত আদিকায়স্থ এবং তাঁহারা (কায়স্থেরা) শূদ্র নহেন, পরন্তু ক্ষত্রিয়।—

গুরুচরণ পরণাম করি, কহৌ পদ্মপুরাণ অনুসার।
চিত্রগুপ্তকো জনম, শুভ যোহি অশুভ করত বিচার॥
চন্দ্রসূরয স্মর বরুণকুবেরা, স্থাবরজঙ্গমকীটক্ষণেরা,
ব্রাহ্মণ মুখতেঁ ভুজতেঁ ছত্রী, জানু বৈশ্য, পদ শূদ্র বিবিতি।
দ্বাদশ বরষ রীতি তব গয়েট, ঔর ভগবতইচ্ছাতে ভয়েট,
ব্রহ্মাকে কায়তেঁ নিকাশো এক পুরুষ ঘনশ্যাম বিশেষো॥
সুন্দররূপ কমলদললোচনা, মনমথরূপগরিমাশোভনা,
লেখনী ছটিকা পথ সাড়ি, পরবৈ পুরুষ অনুপ।
করযোড়ি আগে সবে ব্রহ্মাকে ধরি রূপ॥
বিধিকে ধ্যান সমাধ, জব টুটা এক পুরুষ অপরূপ জৈ দেখা।
নো বচন কহাতে আরে, কোনাম তেরা কহি যায়ো।
বোলা বচনবৈ পুত্র তোহারো, তো কায়াতেই জন্ম হামারো॥
ব্রহ্মা শুনি আনন্দ বিছায়, চিত্রগুপ্ত নাম বিস্তারা।
মেরা কায়াতেঁ উও জাতা, কায়স্থ বর্ণ হোয় তুম তাতা॥
তেরা বংশজা ভুবিকায়স্থা, ক্ষত্রিয়জাতি তুম্ শূদ্র নহি ততা॥

চৌধুরীসংহিতা—৭ পৃষ্ঠা।

বলা বাহুল্য যে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ইহার একটি বর্ণও নাই। সৃষ্টিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মোট ৭৯টী শ্লোক, ইহাতে কেবল দেবগণের উৎপত্তিই বিবৃত হইয়াছে, পরন্তু কায়স্থ বা চিত্রগুপ্তের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এগুলি ভবিষ্যপুরাণের নামীয়জালবচনাবলীর হিন্দী অনুবাদ

মাত্র, পরমার্থতঃ কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য নহে। বটতলার জাতিমালাও বলিতেছে যে—

পৃথিবীতে জাতির নির্ণয় যাহা আছে।
এই সে কিঞ্চিৎ কহিলাম তব কাছে॥
বর্ণের সঙ্করদোষে আর বহুজাতি।
জন্মিয়া পৃথিবীমাঝে করিবে বসতি॥
মহেশচন্দ্র কহে পদ্মপুরাণের মতে।
স্বীয়জ্ঞানে জাতিকথা রচিয়া আর্য্যাতে॥
ব্রহ্মার বদনে হয়, ব্রাহ্মণ উৎপত্তি।
তাঁহারা আচারভেদে হন ছয় জাতি॥
রাঢীয়, বারেন্দ্র আর মৈথিল বৈদিক।
উৎকল কনোজকণ্ঠ কহিতে অধিক॥
ব্রহ্মাবাহু হইতে ক্ষত্রিয় সমুদ্ভব।
পশুরাম হতে জেতে বহুতর রব॥
ব্রহ্মনাভিদেশ হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি।
এই মত বৈশ্য তাহে আগর বেণে জাতি।
ব্রহ্মপাদপদ্ম হতে শূদ্রজাতি হয়।
নিজ নিজ কর্ম্ম জন্য পাঁচ জাতি কয়॥
শূদ্র ও কায়স্থ গোপ বারুই নাপিত।
তার মধ্যে ভেদাভেদ কহিব নিশ্চিত॥
কায়স্থকে কর্ম্মভেদে চারি মত হয়।
উত্তর, দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গ কটকী কয়॥ ১২ পৃঃ

বলা বাহুল্য, এদেশে জালপদ্মপুরাণের পুথির দেখা দিলে তারপরে এই পয়ারাবলীর জন্ম হইয়াছে। বাঙ্গলার জালভবিষ্যপুরাণের বচনাবলীও হিন্দুস্থানীয়া লইয়া পদ্মপুরাণের নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছে। যাহা হউক কায়স্থগণ তাঁহাদের জাতির উৎপত্তিবিষয়ে যে যে প্রমাণ হাজির করিয়াছেন, উহার একটি প্রমাণও যে প্রকৃত নয় এবং প্রকৃত হইলেও যে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় অতঃপর বুঝিতে কাহারও বাকী থাকিল না।

তবে তাঁহাদের উৎপত্তি কোথাহইতে হইল? আমরা আগেই বলিয়াছি যে, বৈশ্যশূদ্রপ্রভবকরণগণই আদি ও প্রকৃতকায়স্থজাতি। সেই একটি কায়স্থজাতির উৎপত্তির দশরারটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিদান থাকিতে পারে না ও ছিল না। কমলাকরভট্ট যথার্থই বলিয়াছেন—

শূদ্রায়াং জাতো বৈশ্যাৎ বৈ করণোলিপিলেখকৃৎ। ৬৯ পৃঃ

বৈশ্যহইতে শূদ্রার গর্ভে করণগণ সমুদ্ভূত, উহাদের বৃত্তি লিপি। লেখকের নামান্তর কায়স্থ, অতএব বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণই প্রকৃতকায়স্থ।

মনুর ব্রাত্যকরণ।

আচ্ছা কায়স্থগণ ও করণ একই বটে, কিন্তু তাঁহারা বৈশ্যশূদ্রাপ্রভবকরণ না হইয়া কেন মনুর ব্রাত্যকরণ হউন না?

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশোদ্রাবিড় এব চ॥ ২২—১০ অঃ

১। তত্র মেধাতিথিঃ।—এতাভিঃ সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা এবংজাতীয়া বেদিতব্যাঃ।

২। সর্ব্বজ্ঞনারায়ণঃ।—ঝল্লাদয়ঃ সপ্ত রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ।

৩। নন্দনঃ।—শ্লোকদ্বয়মনেন ব্যাখ্যাতম্।

৪। রামচন্দ্রঃ।—রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ঝল্লনিচ্ছিবৌ নটঃ করণঃ খশঃ দ্রবিড়ঃ।

৫। গোবিন্দরাজঃ।—ঝল্লো মল্লশ্চেতি——ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখশদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। ইত্যেতেষাং বৃত্তয়ঃ অথ উশনসা উক্তাঃ চারবৃত্তিতা নটকরণানাং, উদকাহরণং প্রপাবেশ্মদানঞ্চ খশদ্রবিড়াণাম্।

৬। কুল্লূকঃ।—ঝল্লোমল্লশ্চেতি————ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনটকরণখশদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতানি একস্যৈব নামানি।

অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম কোন দেশে করণ, কোনও দেশে নিচ্ছিবি, কোনও দেশে নট, কোনও দেশে দ্রবিড়, কোনও দেশে ঝল্ল বা মল্ল ও কোনও দেশে খশ বটে।

সুতরাং মনুর এই ব্রাত্যকরণ, আমাদের দেশের অনাচরণীয় ঝাল, মাল, নট (নড়—যাহারা বাজায়) প্রভৃতির সমান অনাচরণীয়জাতিমাত্র। গোবিন্দ-রাজ বলেন যে, উশনা এই ব্রাত্যকরণ ও নটকে চারবৃত্তিক বা চরবৃত্তিক বলিয়াছেন। ময়মনসিংহের করণগণ পতিত ও তাঁহাদিগকে সকলে করণী বলিয়া থাকে, তাহাদের জীবিকা কাষ্ঠতক্ষণাদি সূত্রধরকার্য্য। বরিশালের করণীরা শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঝাল ও মালরা নৌকাচালন ও মৎস্যবিক্রয় করে। নড়েরা বরিশালে বাজায় ও নেপালে চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পূজ্যপাদতর্কবাচস্পতিমহাশয়, তাঁহার বাচস্পত্যাভিধানে বাঙ্গলার কায়স্থ-গণকে ক্ষত্রিয়ত্ব দিবার জন্য এই করণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

করণঃ—জাতিভেদে অমরঃ, তজ্জাতিশ্চ ব্রাত্যাৎ ক্ষত্রিয়াৎ সবর্ণায়ামুৎপন্নঃ জাতিভেদঃ।

ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এবচ॥ মনুঃ

করণরূপবর্ণসঙ্করস্যৈব কায়স্থনামতা। কায়স্থশ্চ চতুর্বিধঃ

১। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ঃ ২। শূদ্রাবৈশ্যয়োর্জাতঃ করণনাম্না প্রসিদ্ধঃ।
৩। অম্বষ্ঠঃ ৪। চিত্রগুপ্তজাতঃ শ্রীবাস্তবশ্চ

আমরা কিন্তু তর্কবাচস্পতিমহাশয়ের এই সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। কেননা ঝালমালরা অনাচরণীয়, উহারা কায়স্থমধ্যে স্থান পাইলে ব্যাস যে কায়স্থকে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়াছেন, তাহা মানিতে হয়। বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণই প্রকৃত কায়স্থ। ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠকায়স্থগণ লিপিগ্রহণে ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র। আর শ্রীবাস্তবগণ মাহিষ্য-গণের বিকারপ্রভব, তাঁহারা বা পৃথিবীর কোনও কায়স্থ আকাশকুসুম চিত্রগুপ্তের বেটা নহেন।

কিন্তু ঝাল, মাল, করণী ও নট প্রভৃতি জাতিরা যখন কেহই জলাচরণীয় নহে, তখন বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষের কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়ত্বের সাধ মিটাইবার জন্য এই করণ হইতে চাহিবেন কিনা, তাহা জানা উচিত। ফলতঃ ভারতের কায়স্থদিগের যখন বৃত্তি লিপি, আর এই করণের বৃত্তি যখন জাল বোনা, মাছ

ধরা, নৌকা বাহা, চুণ প্রস্তুত করা, বাজান ও চৌর্য্য, তখন আমরা কায়স্থদিগকে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব আচরণীয় করণ ভিন্ন কখনই এই করণ বলিয়া পাতি দিতে পারি না। মনুর দশমাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকের টীকায় কুল্লূক বলিয়াছেন যে—

"বৃত্তয়শ্চ এষা মুশনসোক্তাঃ—হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং, নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানাম্।"

আমরাও করণ বা কায়স্থগণকে দ্বিজাতি সুশ্রূষা বা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও পদস্থশূদ্র বা কায়স্থগণের ভৃত্যত্ব করিতে দেখিতাম এবং এখনও নগর ও গ্রামের সর্ব্বত্র দেখিতেছি। তবে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রচলনে ধনবৃদ্ধি হওয়াতে এখন শতকরা ৭৫ জন ভৃত্যের কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন, অন্যেরা এখনও করিতেছেন। তৎপরে রাজকার্য্য বা রাজসরকারে লেখাপড়া করা, তহশীলদারী, পাটোয়ারী, নায়েবী, এমন কি বড বড় জমিদার সরকারে ম্যানেজারীপ্রভৃতিকার্য্যদ্বারাও ইঁহারা রাজসেবার পরিচয় দান করিতেছেন। এবং বহুস্থানে ইঁহারা ধন ও ধান্যাদির বা অধ্যক্ষতা করিতেছেন তাহাও ঠিক, পক্ষান্তরে মুসলমান ও ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এদেশে কেহ কখন কোনও কায়স্থকে অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা কিংবা শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়াছেন, এরূপ সাক্ষ্য কেহই হাজির করিতে পারিবেন না। ঐ কারণে সমগ্রভারতবর্ষে কায়স্থকৃত কোনও গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর্য্যকায়স্থ

তবে কি কায়স্থজাতি আর্য্যশোণিতসম্পর্কপবিশূন্য? না, তাহা কখনই নহে। যাঁহারা করণকায়স্থ, তাঁহাদের পিতা তৃতীয়দ্বিজ ও বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান, মাতা শূদ্রাও সৎশূদ্র, পরন্তু হীনশূদ্র নহেন, তাঁহারাও ভূতপূর্ব্ব আর্য্যই বটেন, সুতরাং করণগণ আর্য্যকায়স্থই বটেন। তবে আর্য্যকায়স্থের মধ্যে তাঁহারা চতুর্থস্থানীয় ও আর্য্যগন্ধি-পদবাচ্য।

শূদ্র দুই প্রকার—সৎশূদ্র ও অনার্য্যশূদ্র। যে সকল আর্য্যসন্তান গুণাভাবে অতিদিষ্টশূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সৎ বা আর্য্যশূদ্র। যেমন শৌনক ঋষির চতুর্থপুত্র ও তৎসন্ততিগণ আর্য্যশূদ্র এবং তাঁহারাই ভারতে সৎশূদ্র বলিয়া কথিত। আর যাহারা ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণত্বক্, তাহারাই অনার্য্য শূদ্র এবং ঋষিরা ইহাদিগকেই চতুর্থবর্ণশূদ্রমধ্যে (উত আর্য্য উত শূদ্র) পরিগণিত করিয়াছেন। খুব সম্ভব তাহারা এইক্ষণ ধাঙ্গড়প্রভৃতি ও অন্ত্যজ হিন্দুজাতিকে পরিণত। যেমন হাড়ি, ডোমপ্রভৃতি। নমঃশূদ্রগণকে আমরা সৎশূদ্র ও ব্রাহ্মণকন্যাহইতে বিবাহে উৎপন্ন বলিয়া মনে করি, সুতরাং তাঁহারাও অনার্য্যশূদ্রপদবাচ্য নহেন, পরন্তু আর্য্যশূদ্রই বটেন এবং তাঁহাদের শরীরেও অনার্য্যশোণিত একবিন্দুও নাই। তাই মহানির্ব্বাণতন্ত্র চারিবর্ণেতর একটি পঞ্চমবর্ণের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন—

চত্বারঃ কথিতাবর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারশ্চাপি বর্ণানাং আশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪
কিন্ত্বস্মিন্ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫—৮ উঃ

মুদ্রিতগ্রন্থে পাঠ ছিল "কৃতাদৌ" উহাকে আমি "কিন্ত্বস্মিন্" করিলাম, কেননা কৃত বা সত্যে বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল না। এই সামান্যজাতিই কায়স্থাদি সৎশূদ্রগণ।

আচ্ছা, আর্য্যকায়স্থের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানীয় কাহারা? আমরা মনে করি, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও শ্রীবাস্তবকায়স্থগণই উক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

সূর্য্যধ্বজকায়স্থ কাহারা? আমাদিগের দৃঢ় ধারণা এই যে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-প্রভব মূর্দ্ধাবসিক্তগণের মধ্যে যাঁহারা লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থনামে বিশেষিত হয়েন, তাঁহারাই উক্ত সূর্য্যধ্বজকায়স্থনামের বিষয়ীভূত। দক্ষিণাপথের পাঠারীয় প্রভুগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উঁহারা যদি ব্রাহ্মণপিতৃক না হইতেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণসন্তান ও ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিতেন না এবং এখনও তাঁহাদের মধ্যে যাজনবৃত্তি দেখা যাইতে পারিত না। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে তিনি যাজন ও অধ্যাপনায় সম্পূর্ণরূপেই প্রতিষিদ্ধ থাকিতেন,

কেননা ক্ষত্রিয়ের এই দুইটি অধিকার নাই। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থন জন্য এখানে রেভারেণ্ড সেরিং ও নগেনবাবুর মতের অধ্যাহার করিব।—

"The Kayasthas themselves affirm that their common ancestor, on the father's side, was a Brahman; and therefore lay claim to a high position among Indian Castes, But the Brahmans repudiate the connexion and deny their right to the claim, giving them the rank of Sudras merely." Vol. I., P.—305.

অর্থাৎ কায়স্থেরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের অনন্তরবংশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এবং তজ্জন্য তাঁহারা ভারতীয়জাতিসমূহের মধ্যে আভিজাত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিতে দাবিদার। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগের এই দাবি কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, পরন্তু তাঁহারা কায়স্থগণকে শূদ্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

আমরা মনে করি মহামতি শেরিংএর এই উক্তি যে কোনও কায়স্থপর নহে, পরন্তু সূর্য্যধ্বজ ও অম্বষ্ঠ কায়স্থপর। কেননা, তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণপিতা ও ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যমাতার সন্তানসন্ততি। ভারতের মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থাখ্য ও অতিদিষ্টশূদ্র হইয়া সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ ও অম্বষ্ঠকায়স্থনামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। তাই এখনও হিন্দুস্থানের অম্বষ্ঠকায়স্থগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও চিকিৎসকত্ব উভয়ই তুল্যভাবে বিদ্যমান। অমরসিংহ এই কায়স্থ অম্বষ্ঠকেই শূদ্রবর্গে ধরিয়াছেন বাঙ্গলার বৈদ্যগণকে নহে।

নগেনবাবুও তাঁহার বিশ্বকোষে উহাদের উভয়ের এইরূপ লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন—

"সূর্য্যধ্বজ—এই শ্রেণীর আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, ইঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (অবশ্য নগেনবাবু স্থানান্তরে ৫৯০ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নর্ত্তকীকামন্দকলার গর্ব্ভে মাধবলালনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই

এইশাখার আদিপুরুষ।” কিন্তু নগেনবাবু ইহাতে অনাস্থাপ্রদর্শন করিলেই ভাল হইত।

“অম্বষ্ঠ।—এই শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে বাস করে। ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, পূর্ব্বে এইশ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। ইহাদেব মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম অম্বষ্ঠদেশহইতে আগমন করেন।”

বিশ্বকোষ কায়স্থশব্দ—৫৮৮ পৃষ্ঠা।

“বোম্বাই।—এখানকাব কায়স্থেরা আপনাদিগকে প্রকৃতক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্তনীপ্রভু ও বাল্মীককায়স্থ এই চাবি প্রধানশ্রেণী অ ছে। কাযস্থ বা প্রভু ইঁহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধাবণ করেন। পুণাতে চান্দ্রসেনীপ্রভুর বাস, তাঁহারা ক্ষত্রিয়চন্দ্রসেনরাজাব বংশধব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্তহোমকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন। কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবী (সিপাই)।” ঐ—৫৮৯ পৃঃ।

এখন পাঠকগণ ইহাহইতে পদার্থনির্ণয় করুন। লিপিবৃত্ত্যবলম্বনে মুখ্য ব্রাহ্মণগণেরও কায়স্থাখ্যা হইয়াছে, তাহা স্মৃতি ও পুবাণে দেখা যায়। সেরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াপুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত ও ব্রাহ্মণবৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ (বৈদ্য) গণেরই বা সে কায়স্থাখ্যা হইবে না কেন? এখনও মান্দ্রাজে বৈদ্যাখ্যব্রাহ্মণ (যিনি বৈদ্যের জাতিতে আছেন) ও বৈদ্যাখ্যকায়স্থ (যাঁহারা লিপিবৃত্তি অবলম্বনে বাঙ্গলার বহুবৈদ্যসন্তানের ন্যায় কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন) বিদ্যমান রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয় বা আদিকায়স্থকরণ (বৈশ্যশূদ্রাঙ্গজ) কোনও কারণে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়া বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন না ও করিয়াও থাকেন না। তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য কিংবা যাজন ও অধ্যাপনাদিতেও অধিকার থাকিবার কথা নহে। ফলতঃ ব্রহ্মকায়স্থশব্দের অর্থই ব্রাহ্মণহইতে

ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত যে মূর্দ্ধাবসিক্ত লিপিবৃত্ত্যবলম্বনে কায়স্থীভূত হইয়াছেন। আর যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবি করেন, অথচ যাঁহাদের বৃত্তিও চিকিৎসা, তাঁহারা যে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠব্রাহ্মণ বা ভূতপূর্ব্ববৈদ্যসন্তান, তাহাতেও সন্দেহমাত্রই নাই। কোনও ক্ষত্রিয়ই এরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। হিন্দুর কোন্ শাস্ত্র ক্ষত্রিয়কে যাজন, পৌরোহিত্য বা অধ্যাপনার অধিকারবান্ বলিয়াছেন, তাহা নগেনবাবুই জানেন। ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যধ্বজ ও অম্বষ্ঠকায়স্থের ব্রাহ্মণপিতৃকত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এতদূর প্রকৃতগবেষণা কতজনের আছে? ফলতঃ পনর আনা লোক অনভিজ্ঞতা ও এক আনা লোক অসূয়াপরবশ হইয়াই এই সত্যের অপলাপ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোকগুলিকে শূদ্র বলিয়া পায়ের তলাতে রাখিতে পারিলেই যে কলির ব্রাহ্মণগণের আনন্দসন্দোহ। অপিচ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অম্বষ্ঠ আখ্যাও যে অম্বষ্ঠদেশপ্রভব, তাহাও ইহাদ্বারা সমর্থিত হইতেছে। অম্বা অর্থাৎ মাতার ক্রোড়ে তিষ্ঠনজন্য অম্বষ্ঠাখ্যা হইলে যে কোনও জাতিই অম্বষ্ঠনামের বিষয়ীভূত হইতেন। বাঙ্গলায় যে সকল কায়স্থের গোত্র ধন্বন্তরি, তাঁহারা বৈদ্যচন্দ্রসেনরাজার কায়স্থীভূত আটপুত্রের অনন্তরবংশ্য, পরন্তু জাল ও আকাশকুসুম ক্ষত্রিয়চন্দ্রসেনরাজার কেহকেটা নহেন। চন্দ্রসেননামে কোনও ক্ষত্রিয়রাজা ভারতে ছিলেন না। মহাভারতে যে চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেন নামে বঙ্গরাজদ্বয়ের নাম কীর্ত্তিত দেখা যায়, তাঁহারাও জাতিতে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুণাতে চন্দ্রসেনীকায়স্থ থাকার কথা অলীক। আশ্চর্য্য এই যে ধন্বন্তরিগোত্রের কায়স্থদিগের কেহ কেহ দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পাছে তাঁহাদিগকে বৈদ্যচন্দ্রসেনের পুত্র বলিয়া ধরিয়া ফেলে (কেননা গোত্র যে দাল্ভ্য নহে, পরন্তু ধন্বন্তরি,) একারণ আপনাদিগকে মিথ্যা করিয়া চিত্রসেনের সন্তান বলিয়া পরিচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাহউক, আমরা লিপিবৃত্তিনিবন্ধন কায়স্থীভূতমূর্দ্ধাবসিক্তগণকেই সূর্য্যধ্বজ ও কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণকেই অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া মনে করিতে অভিলাষী। আর্য্যকায়স্থের মধ্যে ইঁহারাই প্রথম ও দ্বিতীয়স্থানীয় বটেন।

শ্রীবাস্তবকায়স্থগণ আর্য্যকায়স্থের মধ্যে আভিজাত্যে তৃতীয়স্থানীয়। ক্ষত্রিয়পিতৃক বৈশ্যমাতৃক মাহিষ্যগণই লিপিবৃত্ত্যবলম্বনে শ্রীবাস্তবকায়স্থনামে প্রখ্যা-

লিপ্ত হইয়াছেন। খুবসম্ভব ইঁহারা কাশ্মীরের শ্রীনগরবাস্তব ছিলেন। তবে নগেনবাবু যে বলিতেছেন যে—"মাথুর, শকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভট্টনগরশাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচয় দেন (৫৯০ পৃষ্ঠা বিশ্বকোষ) ইহা তিনি বিশ্বাস না করিলেই ভাল ছিল। যাহাহউক ইঁহারা ও মূর্দ্ধাবসিক্তবিকারজ সূর্য্যধ্বজগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে পারেন, কেননা তাঁহাদের একের পিতা ক্ষত্রিয় (যেন জাতঃ স এব সঃ) ও অন্যের মাতা ক্ষত্রিয়া (অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ)। তাই শ্রীবাস্তবকায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়প্রভব বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন, উইলসন্‌সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন।—

Wilson, in his glossary, states that they sprang from a Kshatria father and a Vasya mother, but gives no authority for the assertion. Vol. I. P. 303 (শেরিং)।

অতএব আর্য্যকায়স্থ সমুদায়ে চারিপ্রকার—সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণ। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম তিনজন আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত ও পরবর্ত্তী করণ আর্য্য হইতে অতিদিষ্ট শূদ্রাপ্রসূত এবং প্রথম তিনজন স্বকর্ম্ম-ত্যাগে অতিদিষ্ট শূদ্র বলিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত। তাই হেমচন্দ্র তদীয় অভিধানচিন্তামণিতে কায়স্থীভূত অনুলোমজ ষট্‌ককেও শূদ্রবর্গে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অমরসিংহও কায়স্থীভূত পশ্চিমাঞ্চলের অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণকে শূদ্রবর্গে স্থান দান করিয়া উঁহাদের শূদ্রত্ব বিঘোষিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তিনি নিজে ব্রাহ্মণশূদ্রাপ্রভব শূদ্রপারশব ছিলেন, অথচ আপনাদিগকে শূদ্রবর্গে স্থান না দিয়া নানার্থবর্গে স্থানে দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্য ইহাই যে কোনও ব্যক্তিই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন যে অমরধৃত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যগণ—

জাতিস্থিত অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা জাতিতে মাহিষ্য নহেন। পরন্তু কায়স্থীভূত সুতরাং শূদ্রীভূত অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ।

কায়স্থগণ আপনাদিগকে শাকেসেনী ও মাথুর প্রভৃতি ভেদে মোটের উপর দ্বাদশ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা মনে করি, উক্ত চারিপ্রকার কায়স্থই বাসস্থানের প্রভেদবশতঃ মাথুর প্রভৃতি নামের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। কেবল "শাকসেনী"গণকে আমরা সগরপরাজিত ও ভ্রষ্টধর্ম্মা ম্লেচ্ছীভূত শকস্থগণের পরিণতিবিশেষ বলিয়া মনে করিতে অভিলাষী

উপকায়স্থ বা ডেঙ্গরা কায়স্থ।

উল্লিখিত প্রথমশ্রেণীর কায়স্থ ছাড়া আমরা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ আমাদিগের এই বঙ্গদেশে আর একশ্রেণীর কায়স্থ দেখিতে পাইয়া থাকি। নগেন বাবু তাঁহার বিশ্বকোশে লিখিয়াছেন যে—

"এতদ্ভিন্ন উপকায়স্থ ও প্রভা নামে অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে (বোম্বাই দেশে), তাহারা কায়স্থ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। উপকায়স্থ —কায়স্থ (প্রভু) এবং কায়স্থ বিধবার গর্ভে জন্ম হয়। ইহারা অতি নীচ জাতি বলিয়া গণ্য। কোন কায়স্থ ইহাদের হস্তে আহারাদি করেন না, অথবা সংস্রব রাখেন না। প্রভা—ক্ষত্রিয় ভ্রাতা ও ক্ষত্রিয়া ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি। ইহাঁরা বঙ্গ-দেশের গোলাম কায়েতের ন্যায় কায়স্থসমাজের বহির্ভূত এবং শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য।

বিশ্বকোষ কায়স্থ শব্দ, ৫৮৯ পৃ।

আমরা এখানে সর্ব্ববিষয়ে নগেনবাবুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালাদেশের গোলাম কায়স্থগণ যে সমাজের একবারেই বহির্ভূত, তাহা বোধ হয় কেহই বলিতে পারেন না। ঢাকা, বিক্রমপুর বরিশাল ও ফরিদপুর চট্টগ্রামাদি সর্ব্বদেশেই একশ্রেণীর কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা গোলাম বা নফর কায়স্থ বলিয়া প্রখ্যাপিত। বিক্রমপুরে এখনও সম্ভ্রান্ত বৈদ্যপরিবার ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের গোলাম নফর প্রজা রহিয়াছে। উহারা দাসীগর্ভজাত বলিয়া জনশ্রুতি। আমরাও পূর্ব্বকালে বাড়ী বাড়ী ক্রীতদাসী ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি দেখিয়াছি, উহারা সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এবং উহারাই গোলাম বা নফর কায়স্থ। কিন্তু যতদিন উহারা নির্ধন থাকে ততদিনই উহাদের অপাংক্তেয়তা, ধন হইলেই সে অপাংক্তেয়তা বিদূরিত হয়। গাভা, বানরী

পাড়া. মালখা-নগর ও কাঁচাবালিয়াপ্রভৃতি স্থানের বড় বড় কুলীনগণই উহাদের অপাংক্তেয়তাবিমোচনের প্রধানসাধন। কীর্ত্তিপাশার বৈদ্যবাবুদের ভাণ্ডারী-বংশকে পতিতপাবন উঁহারাই ভদ্রে পরিণত করিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ উহারা ধনবান্ ও বিদ্যাজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই উহাদের গোলাম নফর নাম কাটিয়া যাইয়া ভদ্র কায়স্থের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। আমরাও মনে করি যে ইহাই স্বাভাবিক এবং মানুষমাত্রই এরূপ উন্নতিলাভের অধিকারী, কাহাকেও হেয় করিয়া রাখা ভাল বা মহান্ বিধি নহে।

"জাত হারালে কায়েত"।

এই প্রবাদবাক্য আমরা জন্ম ভরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। "ন হ্য মূলা জনশ্রুতিঃ," এই জনশ্রুতির মূলে যে কোনও সত্য নিহিত নাই, এমনও নহে। মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ বৈদ্য) ও মাহিষ্যগণ জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়াছেন। কেননা—

স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন
জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। মনু

যেমন উঁহারা স্বকর্ম্ম যুদ্ধ, অশ্বশিক্ষা, চিকিৎসা ও নক্ষত্রজীবনাদি পরিত্যাগে লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, অমনি উঁহারা জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। তাই আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত ইহাঁরা বিশুদ্ধ আর্য্যসন্তান হইয়াও অতিদিষ্ট শূদ্র ও সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় প্রতিষিদ্ধ ও অনধিকারী। কায়স্থজাতি হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকিল,জজ ও রাজা মহারাজপ্রভৃতি হইয়াছেন ও হইতেছেন, কিন্তু মুসলমান ও ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে কোনও কায়স্থ রাজিয়াছেন, সংস্কৃত পাঠ করিয়াছেন বা সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এমন কি বাঙ্গালা কাশীরামের মহাভারত ছাড়া কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় না। কাশীরামদেবও ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যসন্তান, কাশীরাম ঘোষ, বসু, বা মিত্রের মধ্যে ঐরূপ কবিত্বের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মূল কায়স্থগণ মাতার শূদ্রত্বনিবন্ধন স্বতই শূদ্রধর্ম্মা ও সংস্কৃতের অনধিকারী ছিলেন। কলিকাতা অঞ্চলের সীতানাথ মুখোপাধ্যায় ভাওয়াল জয়দেবপুরে কবিগান করিতে যাইয়া গাহিয়াছিলেন—

"তাঁতী ছিল, দত্ত হল ঢাকায় মুন্সী নন্দলাল।
আর ভাওয়ালেতে উদয় হৈল বজ্রযোগিনীর পুষিলাল॥"

আমরা ইহাই যে প্রকৃত সত্য, এরূপ বলি না, হয় ত সীতানাথের মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তন্তুবায় আসিয়া কায়স্থের সংখ্যা বাড়াইয়া ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কলিকাতার লোকেরা ইহাও বলেন যে পীরিতরাম মাড়ের এক ভাই কৈবর্ত্ত হইয়াও কায়েত হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কায়স্থ ঠিক অবিমিশ্র বস্তু নহে। ফলতঃ যখন বহু মূর্দ্ধাবসিক্ত, বহু বৈদ্য, (প্রায় বার আনা) ও বহু মাহিষ্য এবং নানা অন্য বস্তু ইহাতে যোগ দিয়াছে, তখন ইহার সংখ্যা তের চৌদ্দ লক্ষ হইবে না কেন?

খান্দার পাড়ের কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য ডায়মণ্ডহারবারের দিকে লবণের দেওয়ানী করিতেন, তাঁহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বারবান্ ও নাপিত ছিল। কালে তাহারা আর দেশে গেল না. তন্মধ্যে দ্বারবান্ বসু উপাধি লইয়া কায়স্থ হইয়া গেল, নাপিতও দাস বা ঐরূপ কোনও উপাধিদ্বারা বিভূষিত হইয়া কায়স্থ মহাসাগরের কুক্ষিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বরিশালের পোনাবালিয়াতে বৈদ্যজমিদারদিগের বাড়ীতে রামচান্দার মা দাসী ছিল, আমারা নিজে জানি, এখন সে রামচান্দার অনন্তর বংশ্যগণ ভদ্রকায়স্থ। বলিলে আরও বহু বলা যায়, কিন্তু পাছে কাহার প্রাণে আঘাত লাগে এ কারণ আমরা সংক্ষেপে সারিয়া দিলাম। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থপ্রণেতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার বি এল তাঁহার গ্রন্থে একত্র লিখিতেছেন যে—

"বারেন্দ্র কায়স্থকুলজ্ঞেরা কহেন—নিত্যানন্দনামা জনৈক শূদ্র ভূম্যধিকারী গোপকন্যাপ্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই গোপকন্যা.প্রভৃতির গর্ভজাত সন্তানদিগকে বল্লালসেন কায়স্থমধ্যে চালাইয়াছেন।" ২৫০ পৃঃ

"বল্লালসেন পাল্কীতে ভ্রমণকালে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেন, ইহাতে যাহাদের জল ব্যবহার করা যায়, এমত বেহারার প্রয়োজন হওয়াতে এবং তদর্থে বল্লালসেন শূদ্রজাতীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বেহারার কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কালক্রমে উপরের উক্ত আচরণীয় বেহারা ও নিত্যানন্দ বংশীয়গণকে বল্লালসেন কায়স্থদলে প্রবেশ করান। তাহাতে ভৃগুনন্দী

রাজদত্ত কৌলীন্যমর্য্যাদা গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। ইহাতেই বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালীকৌলীন্য মর্য্যাদা নাই। ২৫৪—৫৫ পৃঃ

"চন্দ্র, নন্দী, ব্রহ্ম, ভড়, এস, আইচ, পৈত, কর।
দেব, দোহা, হার, তোড়, ভদ্র, ভূইয়া, গুঁই, হোড় ॥
ষোল কাহারে করিয়া জোর, দোলা নিয়া দিল লোড়।"

ময়মনসিংহ শেহরানিবাসী কায়স্থ রাধানাথকুণ্ড মোক্তারমহাশয় আমাকে এই বচনটী লিখিয়াদেন। এই ষোলবংশীয় কায়স্থ, বল্লালের পাল্কী বহন করিত। ঢাকুরও এ বিষয়ের সত্যতাতে সাক্ষ্যদান করিয়া থাকেন।

সন্ সন্ বত্রিশ ঘর চাকর রাজার।
চল্লিশ ঘর ভাবান্তরে হৈল স্বতন্তর ॥
এই বাহাত্তর ঘর নহে সমাজিত।
বারেন্দ্রশ্রেণীতে কেহ হৈল উপনীত ॥
চাকর বত্রিশ ঘরের শুনহ আচার।
শূদ্রের সন্তান বটে ব্যবসা কাহার।
তাহার কারণ কথা করহ শ্রবণ।
সর্ব্বদা করিত রাজা তাম্বূল চর্ব্বণ ॥
তাহাদের কান্দে চড়ি যায় সোয়ারিতে।
চলিতেন রাজা পান খাইতে খাইতে ॥
তাহা দেখি সভাসদ নিষেধ করিল।
সেই সে কারণে শূদ্র কাহারে হইল ॥
অক্ষম অকৃতবন্ত নীচ শূদ্র যত।
ধনহীন গুণহীন নীচ কর্ম্মে রত ॥
নিলা নন্দী কাড়ি যার বাধা ঘাড়ে ছিল।
কায়স্থসমাজমধ্যে মিশিতে লাগিল ॥
তা সবায় বাড়াইতে রাজার হৈল মন।
প্রধান কায়স্থ সঙ্গে ঘটায় করণ ॥
চল্লিশ ঘরের এবে শুন তারতম।

কেহ বা নিন্দিত ত্যজ্য কেহ বা উত্তম ॥
তাহার তাৎপর্য্য এবে কর অবধান ॥
আছিল প্রধান রাজা নিত্যানন্দ নাম ॥
বিবাহ আনন্দ কার্য্য করিতে লাগিলা।
ক্রমে বাহাত্তর বিবাহ তেঁহ কৈলা ॥
বিবাহ করিলা রাজা দেশ বিদেশে।
নীচ কুলে নীচ বংশে কৈলা অবশেষে ॥
কালক্রমে সন্তান সবার হৈতে লাগিল।
ক্ষেত্র পুত্র বলি তাদের পরিচয় হৈল ॥
শুনিয়া কুপিত তেঁহ ডাকে তা সবারে।
ক্রোধেতে কাটিতে তেঁহ চলিলা নির্ভরে ॥
তাহারা পলায়ে গেল বল্লালনিকট।
বল্লাল ঘটান কার্য্য উত্তমের সাথ ॥
ইহা দেখি ভৃগু নন্দী আর নর দাশ।
মর হর চাকী তিন উত্তম সমাজ ॥
তুচ্ছ করি ত্যজিলেন তাহা সবাকারে।
করিলা বারেন্দ্র পটী মিলি সপ্ত ঘরে ॥

ইহা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের নিজের স্বীকারোক্তি, সুতরাং কায়স্থজাতির গঠনে যেমন নানা উত্তম জাতির প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমনই নানা হীন জাতিরও প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং "জাত হারালে কায়েত" এ প্রবাদ সমূলক ভিন্ন অমূলক নহে। তবে "জাত বাড়ালে কায়েত" একথাও কায়স্থ জাতিগঠনে যোজিত হইতে পারে। উজিরপুরের রায়বংশ মহাপাত্র, কিন্তু তাঁহাদের আদি নিদান "রামমোহন মাল"। রামোহন জাতিতে রজঃপূত কি অন্য কি ছিলেন, তাহা অজ্ঞেয়, কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা এইক্ষণে শ্রেষ্ঠ মৌলিক কায়স্থে পরিণত। তবে রামমোহন জাতি হারাইয়া কায়েত হইয়াছিলেন, কি কায়স্থ হওয়াতে তাঁহার জাতি বাড়িয়াছিল, ইহা আমরা জানি না। ময়মনসিংহের মিরজাপুরের বারুইগণ এইক্ষণে কায়স্থজাতিতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। নেত্রকোণার অনেক বারুই তত্রত্য সবডিভিসন্যাল

অফিসারকে বলিয়াছিল যে আমরা আমাদের ব্যয়ে রাস্তা প্রস্তত করাইয়া দি, আপনি আমাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিখুন। রাস্তা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বারুইগণ কায়স্থ হইতে পারিয়াছিলেন কিনা তাহা ভগবান্ জানেন। মহামতি রিজলি সাহেব তাঁহার গ্রন্থে কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বিষয়ে যে নিকাশ দিয়াছেন তাহাও এখানে অধ্যাহৃত হইল।

It is possible, though I put forward the suggestion with much diffidence, that the tradition describing the Kayasthas as the offspring of a Voisya and a Sudrany may be merely an archaic method of saying that the writer caste was composed of elements drawn from the two lower grades of Aryan society. This view of the origin of the Kayasthas is entitled to whatever support it may derive from the statements of some of my correspondents, that even in recent times, instances have occurred of members of other castes gaining admission intothe Kayastha community. Some of these statements are curiously precise and specific. It is said, for example, that a few years ago many magh families of Chittagang settled in the western districts of Bengal Assume the designation of Kayastha, and were allowed to intermarry with true Kayastha families. An extreme case is cited in which the descendants of a Tibetian missionary have somehow found their way into the caste, and are now recognised as high class Kayasthas.

Another story tells how a certain Uriah Goala bearing the name Dutt which is one of the distinctive hypergamous titles of the Kayasthas, took service with a Kayastha family in Calcutta, where his principle duty was to boil the milk to be offered to certain idols. This man's sons grew up and

were educated with the sons of the house, and were recently admitted as Kayasthas of the Dutt group and of the Kayastha gotra. Alongside of these instances, derived from inquiries in western bengal, we may set the statement of Doctor Wise that in the Eastern Districts of Bengal there exists a very numerous body called " golam " or slave Kayasthas and also known as Sikder or Vandery. The Golam Kayasthas are descended from individuals belonging to clean Sudra castes who sold themselves, or were sold as slaves to Kayastha masters. It is stoutly denied that any one belonging to an unclean tribe was ever purchased as a slave, yet it is hard to believe that this never occurred.

The physique of the low and impure races has always been better than of the pure ; and on account of their poverty and lowstanding a slave could at any time be more easily purchased from amongst them. However this may be, it is an undoubted fact that any golam Kayastha could, and can even at the present day, if rich and provident raise himself by intermarriage as high as the madhalya grade, and obtain admission the "Vadra Lok" or gentry of his country men, Dutt being a madhalya tittle, it will be observed that this is precisely the position to which in the instance quoted above, the descendants of an Uriah Goala are said to have attained.

মিঃ রিজলির মতে কায়স্থজাতি বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণ, আমরাও এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থক। ইঁহারাই আদি কায়স্থ, পরে অন্যান্য উচ্চ নীচ জাতি আসিয়া ইহার সহিত মিশিয়া ইহাকে চৌদ্দ লক্ষে উন্নীত করিয়াছে। অপিচ কিয়ৎকাল হইল, চট্টগ্রামের কতিপয় মগ জাতীয় লোক আসিয়া

পশ্চিম বঙ্গের কোন স্থানে উপনিবিষ্ট হয়, পরে তাহারা কায়স্থনাম ধারণ করিয়া তত্রত্য প্রকৃত কায়স্থদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে আরম্ভ করে। ইহাহইতে বেশী অদ্ভুত ব্যাপার ইহাই যে এক জন তিব্বতদেশীয় প্রচারকের সন্তানগণ কোনও প্রকারে কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করিয়া এইক্ষণ উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত হইয়াছে।

আর একটী বৃত্তান্ত এই যে একজন পরিচিত উড়িয়া গয়লা কায়স্থদিগের উচ্চ উপাধি দত্ত পদবীদ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া এই কলিকাতারই এক কায়স্থ পরিবার সহ যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। উক্ত গোয়ালা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দেব প্রতিমার জন্য দুধ জ্বাল দিয়া ফিরিত। কিন্তু ইহার পুত্রেরা বাড়ীওয়লার পুত্রদের সহিত লেখা পড়া শিখিয়া এখন খাঁটী দত্ত কুলীন কায়স্থে পরিণত হইয়াগিয়াছে। উহাদের গোত্রও কায়স্থের গোত্র হইয়া গিয়াছে।

আমরা পশ্চিম বঙ্গের এই যে দৃশ্য দেখাইলাম, ডাক্তার ওয়াউজ সাহেব মহাশয়ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে ঠিক এই প্রকারের বৃত্তান্তের সমাহার করিয়াছেন যে তথায় গোলাম কায়স্থ নামে বহু কায়স্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা শিকদার অথবা ভাণ্ডারী নামে অভিহিত। এই গোলাম কায়স্থগণ ক্রীতদাসদাসীর সন্তানসন্ততি, উহারা অনেকেই অনাচরণীয় কুল হইতে সমাগত, কিন্তু ইহারা প্রায়ই তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। এবং যখনই ইহাদের টাকা হউক না কেন তখনই ইহারা ভদ্র কায়স্থদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া ভদ্র হইতে পারে ও হইয়া থাকে। দত্ত, মধ্যল্য কায়স্থের পদবী, উড়িয়া গোয়ালার সন্তানদিগের ন্যায় গোলাম কায়স্থেরাও ঐরূপেই দত্ত কায়স্থ হইয়া যাইতেছে।

কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা রিজলি সাহেবের অতিরঞ্জন বা বৈদেশিকত্বহেতু প্রমাদ, কিন্তু আমরাও কায়স্থদিগেরই মত অধ্যাহৃত করিয়া আমাদের ও রিজলি মহোদয়ের মতের সমর্থন করিব। সর্ব্বজন পরিচিত বৈদ্যপ্রেমিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বলিতেছেন যে,—

আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, নিম্নশ্রেণীর লোক কায়স্থজাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এইরূপ যে কেবল কায়স্থ জাতিতেই হইয়াছে, এরূপ নহে। নব্য ভারত ১২৯৫।৪২৮

"বাঙ্গলার শূদ্রগণ কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে আংশিক সত্য লুকায়িত রহিয়াছে। ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। ঐ—১২৯৭। ৩৭৮ পৃ

"উড়িষ্যানিবাসী কায়স্থগণ করণ বলিয়া পরিচিত। মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে যে বৈশ্য পুরুষ শূদ্ররমণীহইতে করণের জন্ম। মনু স্থানান্তরে আরও একটী করণের উল্লেখ করিয়াছেন। মানব সংহিতার মতে এই করণ আচারভ্রষ্ট, অর্থাৎ ব্রাত্যক্ষত্রিয়। বলা বাহুল্য যে ক্রমে এই দ্বিবিধ করণই কায়স্থশ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।"

১২৯৫ শাল ৪২৩ পৃঃ

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রাত্যকরণ ও ঝাল মাল চুণারিগণ অনাচরণীয় সুতরাং আচরণীয় কায়স্থমধ্যে তাহারা ঢুকিয়াছে ইহা বলার কি প্রয়োজন? ইহাতে ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ না হইয়া বরং অনাচরণীয়ত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলতঃ যখন করণের নিদান বৈশ্য ও আচরণীয় শূদ্র, তখন ব্রাত্য অচল করণের কথা মুখে না আনাই ভাল। কায়স্থজাতিটী নানখেদাইবিশেষ হইলেও আমরা এ মতের পক্ষপাতী নহি।

ইহা কায়স্থ কৈলাস বাবুর নিজোক্তি। তবে বৈদ্যজাতিতে কোনও আবর্জনার আমদানী হয় নাই। হইলে কায়স্থ, বৈদ্যের চৌদ্দগুণ হইত না। বরং বহু বৈদ্য সন্তানই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সাগরে ডুবিয়া উঁহাদের সংখ্যাধিক্য ঘটাইয়াছে। মৌদ্গল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও ধরকর বৈদিকগণ ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কৈলাস বাবু বিনা কারণে বিনা দোষে বঙ্গের মহারত্ন রাজা রাজবল্লভকে বৈদ্যকুল-কুলাঙ্গার বলিয়াছেন, ও [illegible] বিরুদ্ধে মিথ্যা সাঙ্কর্য্যের আরোপ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু তিনি কেন অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া দিলেন না যে বৈদ্যজাতিতে ঐ অমুকের প্রবেশদ্বারা সে জাতি কলুষিত হইয়াছে? তাহা হইলে কি কায়স্থের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ও বৈদ্যের সংখ্যা ৮৮ হাজার মাত্র হইত? বৈদ্য জাতিতে আমদানী নাই, বরং রপ্তানিই নিয়ত হইয়াছে ও হইতেছে।

বোধ হয় অতঃপর পাঠকগণ আমাদের ও রিজলির কথা একবারে

উড়াইয়া দিবেন না। কলিকাতার শোভাবাজারের ৺ফকিরচাঁদ বসু এম্ এম এসও তাঁহার চক্ষুদানের একত্র বলিয়াছেন যে "কায়স্থনিন্দকেরা এইক্ষণে বুঝিতে পারিবেন সকল জাতির মধ্যেই উত্তম, অধম, মধ্যম ,এই ত্রিবিধ শ্রেণী বিদ্যমান আছে"। ৪৭।

না আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। রুটীওয়ালা ব্রাহ্মণ আছে, মদ্যবিক্রেতা ব্রাহ্মণও দেখা যায়, মুদী ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; কায়স্থ রুটীওয়ালা, হোটেলওয়ালা, দাড়ী, মাঝী, মদ্যবিক্রেতা, ভাণ্ডারী অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ভদ্র কায়স্থ ও গোলাম কায়স্থ, এ কথাও স্বীকৃত সত্য, কিন্তু এই সকল বৃত্তিবিশিষ্ট বৈদ্য কেহ দেখাইতে পারিবেন না। বৈদ্য কাহারও বাড়ী ভৃত্যের কার্য্য করে, একভাই হাইকোর্টের জজ, আর একভাই পীওন বা বৌবাজারে আম্রবিক্রেতা বা নৌকার মাঝী এরূপ দৃশ্যও বৈদ্যজাতিতে নাই। বৈদ্যের মধ্যে পণ্ডিত ও মূর্খ এ দ্বৈধভাবও কেহ দেখাইতে পারিবেন না। গোলাম বৈদ্য নাই, উপবদ্য নাই, ভাণ্ডারী বৈদ্যও দেখা যায় না। ইতর ও ভদ্র বলিয়া বৈদ্যের মধ্যে কোনও শ্রেণী ভেদও দৃষ্ট হইয়া থাকে না।

যত বামুণ, তত কায়েত
যত বৈদ্য, তত কায়েত
যত কায়েত, তত কায়েত

এরূপ প্রবাদ প্রচরদ্রূপ, কিন্তু বৈদ্যের বেলা ঐরূপ প্রবাদ দেখা যায় না। ফলতঃ কায়স্থ জাতি উত্তম, মধ্যম অধম, অত্যধম এই নানাজাতির মিশ্রণ-প্রভব, পক্ষান্তরে বৈদ্য তাহা নহে। কেন? বৈদ্যের মধ্যে আমদানী নাই বরং বহু বৈদ্য কায়স্থ হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যের উৎপত্তিও নানাপ্রকারে হয় নাই; পরন্তু কেবল এক প্রকারেই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাহইতে বৈধ বিবাহেই হইয়াছে। উশনা, কায়স্থের উৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

শূদ্রায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ ক্রমাৎ।
তেষাং যঃ প্রথমঃ পুত্রঃ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে॥
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতোঽন্যো ভবত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালে চ বাপনং।

নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মাৎ নাপিত উচ্যতে ॥
কায়স্থোঽন্যঃ স জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা চুরি করিয়া তাহাতে উপগত হইলে যে প্রথম পুত্র হয়, সে কুম্ভকার, দ্বিতীয় পুত্র নাপিত ও তৃতীয় পুত্র কায়স্থ নামে প্রখ্যাত। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে তৃতীয় পুত্র কায়স্থ জাতিতে প্রবেশলাভ করে, তবে পরমার্থতঃ যে কোনও কায়স্থ এই নিদানসমুত্থ নহেন। কমলাকর বলিতেছেন যে—

মাহিষ্যবনিতা সূনুং বৈদেহাৎ যং প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে ॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ।
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবান্ অসৌ।
চতুর্বর্ণস্য সেবাহি লিপিলেখনসাধনং ॥
ব্যবসায়ঃ শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্ত মস্তসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥৭৫ পৃঃ

মাহিষ্যনারীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে প্রতিলোমক্রমে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হয়। সে কায়েতী নাগরীতে সাধারণ বিষয়ের লেখাপড়া করিবে, এবং রাজসরকারের গণকত্ব অর্থাৎ পোদ্দারীও তাহাকে করিতে হইবে। তাহার সংস্কার পাঁচটী, সে শূদ্রহইতেও হীন, লিখনপঠন তাহার বৃত্তি ও সে চারি বর্ণের সেবা করিবে, তাহার শিল্পকর্ম্মেও অধিকার, তাহারা শিখা যজ্ঞোপবীত ও গৌরিক বসন ধারণ করিবে না, দেবাতাস্পর্শেও তাহারা প্রতিষিদ্ধ।

আমারা এখানেও সমগ্র কায়স্থজাতিকে এইনিদানপ্রভব বলিয়া মনে করি না, ইহা কমলাকরের কথা। তবে এই উপাদানের কোনও একটী শ্রেণীও যে কায়স্থমহাসাগরে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল তাহা ধ্রুবই। এই বচনাবলী কোন্ গ্রন্থের তাহারও প্রমাণ নাই, সুতরাং আমরা ইহা প্রামাণ্য বলিয়াও মনে করিতে পারি না, তবে নানাজাতির সংমিশ্রণেই যে বর্ত্তমান

কায়স্থজাতি গঠিত, ইহাই ঠিক কথা। আদি ও মূল কায়স্থের নিদান বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা, অর্থাৎ করণই আদি কায়স্থ।

কায়স্থের শ্রেণীভেদ।

উৎপত্তি ও উপাদানগতপার্থক্যনিবন্ধন, কায়স্থজাতি আর্য্য ও অনার্য্য ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মূর্দ্ধাবসিক্ত বা সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ: কায়স্থ ও মাহিষ্য (শ্রীবাস্তব) ইঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যকায়স্থ, ইঁহাদের শরীরে শূদ্রশোণিত প্রবেশ লাভ করে নাই। কিন্তু ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় পৌরুষোত্তমী দত্তেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। তাহারা কি? তাহা পরে বলা যাইবে। সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ বাঙ্গলায় দেখা যায় না, উঁহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই বিদ্যমান এবং তথায় তাঁহারা স্বতন্ত্রবস্তু বলিয়াই পরিজ্ঞাত।

অম্বষ্ঠকায়স্থগণ চিকিৎসাবৃত্তিক অম্বষ্ঠের লিপিবৃত্তিগ্রহণে সমুৎপন্ন। স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন ইঁহারা ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অতিদিষ্ট শূদ্র হওয়াতেই অমর ইহাদিগের নাম শূদ্রবর্ণে গ্রহণ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহারাও পৃথক্‌বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। কিন্তু বঙ্গে কায়স্থের কোনও শ্রেণীভেদ না থাকাতে ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যনির্ণয় সুকঠিন। তবে সেন, দাশ, গুপ্ত, দত্ত, দেব, ধর, কর, নন্দী, রক্ষিত, কুণ্ড, নাগ, সোম ও চন্দ্রপ্রভৃতি উপাধি ধারী কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন ও ভদ্র, দাস্যবৃত্তি নাই, তাঁহারা অম্বষ্ঠ কায়স্থ বা ভূতপূর্ব্ববৈদ্যসন্তান। বারেন্দ্র কায়স্থগণের দাশ ও নন্দীরা বৈদ্যসন্তান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মাহিষ্য হইতে জাত শ্রীবাস্তব কায়স্থেরাও স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া আপনাদের পার্থক্য সূচিত করিয়া দিতেছেন। বঙ্গদেশে তাঁহারাও পালে মিশিয়া যাওয়াতে চিনিয়া বাহির করা যায় না। তবে "সিংহ বল, পাল, পালিত ও শূর" উপাধিধারী কায়স্থদিগকে আমরা ভূতপূর্ব্ব মাহিষ্য বলিয়া মনে করিতে অভিলাষী। কেননা এই সকল উপাধি ক্ষত্রিয় শোণিতসম্পর্কবিঘোষী। মূর্দ্ধাবসিক্তগণও এই উপাধিবিশিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু মধ্যযুগের লোকেরা পালিত প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া জানিতেন বলিয়া আমরা ইঁহাদিগকে বৈশ্যমাতৃক মাহিষ্য বলিতেই অধিক অভিলাষী—মহামহোপাধ্যায় বৈদ্যকুলকেতু শ্রীপতি দত্ত বলিতেছেন যে—

রাজন্যবিশাং বা।

তত্র টীকা—প্রত্যভিবাদে বাক্যস্বরাণাং মনুষ্যস্বরঃ প্লুতো বা ভবতি। স চেৎ রাজন্যবিশাং নামগোত্রয়োঃ অবয়বঃ স্যাৎ। অভিবাদয়ে ভরতঃ অহং আয়ুষ্মান্! এধি ভরত আয়ুষ্মন্ এধি ভরত। এবং আয়ুষ্মন্ এধি ইন্দ্রবর্ম্মন্।

বৈশ্যস্য চ—অভিবাদয়ে ইন্দ্রপালিতোঽহং। আয়ুষ্মন্ এধি ইন্দ্রপালিত হুঁ আয়ুষ্মন্ এধি ইন্দ্রপালিত। পরিশিষ্ট ৯১পৃ। এখানে পালিত বিশেষণটী বৈশ্য বর্ণের ছিল, ইহা প্রয়োগদ্বারা জানাতে সিংহ, পাল, পালিতাদি কায়স্থ ক্ষত্রিয়পিতৃক মাহিষ্য জাতি হইতে সমাগত, ইহা অনুমান করা যায়।

করণ কায়স্থগণ শূদ্রমাতৃক, ইঁহাদের পিতা আর্য্য বৈশ্য জাতি, সুতরাং ইঁহারা "আর্য্যগন্ধি" বিশেষণের বিষয়ীভূত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে করণ কায়স্থগণ অদ্যাপি অবস্থিত, উড়িষ্যাতেও ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে করণেরাও পালে মিশিয়া গিয়াছেন। তবে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে করণ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কুল পঞ্জিকা কিংবা প্রবাদবাক্যেও ইহার সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

ভৃত্য পঞ্চ করণ পঞ্চ বিপ্র পঞ্চ জন।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূর ভবন॥

তবে কেমিকেল বর্ম্মত্বের ন্যূ প্রবাহিত হইবার পর তাঁহাদিগেরও অনেকের নাকি আম্মাটা বদলিয়া যাইতেছে। যাহা হউক মহর্ষি শঙ্খ যখন বলিতেছেন যে—

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য চ জুগুপ্সিতম্॥৩

তখন আমরা বসু ও দত্ত উপাধির কায়স্থগণকে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণ বলিয়া মনে করিতে একেবারেই অনধিকারী নহি। বৈশ্যসম্পর্কশূন্য উগ্রক্ষত্রিয় জাতিতেও বসু উপাধি আছে, কিন্তু উহা নিয়মের ব্যভিচারবিশেষ মাত্র। অবশ্য নগেন বাবু বলিতেছেন যে—

"অনেকের বিশ্বাস কায়স্থ ও করণ এক জাতি, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয় জাতির উল্লেখ

থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি
বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্র জাতি।
কায়স্থ শব্দ ৫৬৯ পৃঃ।

কিন্তু আমরা নগেনবাবুর একথাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কেননা মনুতে হাড়ি ডোম সকল জাতির নাম গৃহীত হইল, বাকি থাকিল কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি? ফলতঃ মনুর বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণই কায়স্থ, নতুবা ভরতাদি তাহা বলিতেন না, শব্দকল্পদ্রুমের পণ্ডিতেরাও উহা মানিয়া লইতেন না—"করণঃ অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি ভরতঃ। রায় মুকুটও এই কথা বলিয়াছেন। অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যে যেমন করণের উল্লেখ আছে, তদ্রূপ কায়স্থ শব্দেরও সমুল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য করণকে যেমন একটী জাতি বলিয়া তাহার নিদানও বলিয়া গিয়াছেন, কায়স্থের বেলা তাহা করেন নাই, কেননা তখন কায়স্থ কথাটী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া ছিল না। ফলতঃ কোনও প্রাচীন সংহিতাই কায়স্থ কথাটী কোন জাতি বুঝাইতে প্রয়োগ করেন নাই। আর যদি ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ একই হইবে তাহা হইলেই বা যাজ্ঞবল্ক্যাদি ক্ষত্রিয় না লিখিয়া জন্মপ্রকরণে কায়স্থের নাম গ্রহণ করিলেন না কেন? নগেন বাবুই বা কেন বলিতেছেন ও বলিয়াছেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থজাতির কোন কথা বিবৃত নাই? কেম ক্ষত্রিয় জাতির কথা ত প্রত্যেক সংহিতাতেই বিবৃত রহিয়াছে? যদি তত দূর দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা করিতে নগেন বাবুর সজাগ আত্মা:সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে "করণ ও কায়স্থই যে এক" তাহা তিনি মনে মনে জানিয়াও বাহিরে কেন নহি নহি নহি ইত্যেব কুরুতে?

যাহা হউক অতঃপর আমরা উপকায়স্থের কথা বলিব। নগেন বাবু তাঁহার বিশ্বকোষে উপকায়স্থকে ডেঙ্গরা বা গোলাম কায়স্থ নামেও সংসূচিত করিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে—"এতদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্ট জাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থবলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।" (কায়স্থ শব্দ ৬০৭ পৃ)

এই শ্রেণীর দেহে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় শোণিতই বিদ্যমান,

সুতরাং ইহাদিগকে আমরা আর্য্যকায়স্থ বা আর্য্যগন্ধি কায়স্থ বলিতেও সমর্থ নহি, ইহারা অনার্য্য কায়স্থ। আর যাঁহারা তন্তুবায়, নাপিত (ঢাকুর দেখ), কৈবর্ত্ত, বারজীবী ও আগুরি প্রভৃতি জাতিহইতে সমাগত অর্থাৎ ধনবলে কায়স্থীভূত, আমরা তাঁহাদিগকেও ঠিক আর্য্য কায়স্থ বলিতে সমর্থ নহি। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে "মিশ্রকায়স্থ" নামের বিষয়ীভূত করিলাম। তবে বঙ্গদেশে আর্য্যকায়স্থ, আর্য্যগন্ধি কায়স্থ ও অনার্য্যকায়স্থে তাল পাকাইয়া যাওয়াতে আমরা ইহার একজনকেও আর বিশুদ্ধ আর্য্য সন্তান বলিতে সাহসী নহি।

ইহা ছাড়া বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ভৌগোলিক বিভাগঅনুসারে বারেন্দ্র উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, ও বঙ্গজ এই শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত। আদিশূর ও বল্লালের সময়ে এদেশে যাঁহারা ভদ্রকায়স্থ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায় কেহই করণ জাতি ছিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈদ্য ও মাহিষ্যসন্তান ছিলেন। ভৃগুনন্দী ও নরদাশপ্রভৃতি সেই কায়স্থ (লেখক) নামভৃৎ বৈদ্যসন্তানগণ বল্লালসহ বিবাদ করিয়া নূতন সমাজ করেন, তাঁহারাই "বারেন্দ্র কায়স্থ" নামে পরিচিত। সকল কায়স্থের মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রধান ও বিশুদ্ধ এবং ইঁহাদিগের আচার ব্যবহারই ব্রাহ্মণ বৈদ্যবৎ পবিত্র। বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ঢাকুর বলিতেছেন

> ইহা দেখি ভৃগুনন্দী কায়স্থপ্রধান।
> নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্রমাণ।
> অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজারে কহিলা।
> মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা॥
> নন্দী বন্দী হৈলা এই হেন কাজে।
> বলিতে লাগিলা নন্দী মরি আমি লাজে॥
> মনেতে ভাবিলা পটী আলাদা করিব।
> বল্লাল-মর্য্যাদা মাত্র কিছু না লইব॥
> এত ভাবি লিখন লিখিলা নর দাশে।
> তেঁহ আসি মিলিলেন নন্দী সম পাশে॥
> আছিল মুরারী চাকী কুটুম্বপ্রধান।

তাঁহাকে আনিলা নন্দী করিয়া সম্মান ॥
তিন জনে এক স্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
রাজার চরিত্রদোষ ভাবে মনে মনে ॥
এখানে থাকিলে রাজা করিবে অন্যায়।
ইহা ভাবি স্থান ত্যাগ করিয়া পালায় ॥
এই ভাবি ভৃগু নন্দী আর নর দাশ।
মুরারি চাকিরে নিয়া গেলা নাগপাশ ॥
নন্দিগাঁতি চাকীগাঁতি দাশগাঁতি গ্রামে।
প্রথমে করিলা বাস এই তিন ধামে ॥
দাশ, নন্দী; চাকী, নাগ এই ত ভাবিয়া।
করিলা বারেন্দ্র শ্রেণী হর্ষযুক্ত হইয়া ॥ ২৪—২৭ পৃঃ

ভৃগু নন্দী জাতিতে বৈদ্য ও বল্লালের প্রধান কায়স্থ অর্থাৎ হেড ক্লার্ক ছিলেন। জঙ্গীপুরের কৃষ্ণবল্লভ বাবু কায়স্থ পত্রিকায় "কায়স্থপ্রধান" পাঠের পরিবর্ত্তে — "মন্ত্রীর প্রধান"
পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। ঢাকুরও বারেন্দ্র কায়স্থ মহাকুলীন কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। তথাপি কেন যে তাঁহাদের মধ্যে এই পাঠভেদ ঘটিল, তাহা ভগবান্ই জানেন। একজন কায়স্থ বল্লালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই কেহ এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিনা তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন।

ভৃগু নন্দী—কায়স্থ বা কেরাণী ছিলেন, করণ ছিলেন না। বহু বৈদ্য সন্তান এই ভৃগু নন্দীর অনন্তরবংশ্য, অথচ ভৃগুনন্দীর কতকগুলি সন্তান বারেন্দ্র কায়স্থে পরিণত হইয়া গেলেন। নরদাশও বৈদ্য এবং মুরারি চাকী মাহিষ্য (ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতা) ছিলেন, তাই বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বৈদ্য নন্দী ও বৈদ্য দাশগণ মহাকুল, আর বৈদ্য অপেক্ষা ন্যূন মাহিষ্যসন্তান চাকীরা অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া গণ্য। এবং ঐ কারণে এই তিন জাতির মধ্যে সংস্কৃতানুশীলন ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সিংহগণও মাহিষ্যসন্তান এবং দেব, দত্ত ও নাগেরাও বৈদ্যসন্তান ছিলেন। তবে স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন এইক্ষণ সকলেই অতিদিষ্ট শূদ্র। ইঁহাদের মধ্যে মৌদ্-

গল্যগোত্রীয় দাশেরা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ রামদাশসরস্বতীর সন্তান। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে করণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সিংহগণকে আমরা মাহিষ্যসন্তান ও বিশুদ্ধ আর্য্য কায়স্থ বলিয়া মনে করি। এই শ্রেণীর ঘোষগণও ব্রাহ্মণঅম্বষ্ঠকন্যাপ্রভব আভীর বা সদ্‌গোপগণের পরিণতিবিশেষ কিনা তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। সদাচারবিষয়ে ইঁহারাও উচ্চস্থানসংস্থ। তবে ইঁহারাও আর্য্য-সন্তান হইলেও অতিদিষ্ট শূদ্র।

দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজকায়স্থ—অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে রাঢ়ীয় কায়স্থগণই দ্বিধা বিভক্ত হওয়াতে উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় এই শ্রেণী দ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু ইহাই ঠিক প্রকৃত কথা নহে। কেননা উত্তররাঢ়ীয়গণ আপনাদিগকে পঞ্চ ভৃত্যসন্তানহইতে স্বতন্ত্র ও বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণ বলিয়া স্বীকার করেন।

ভৃত্য পঞ্চ করণ পঞ্চ বিপ্র পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে আগমন আদিশূরভবন॥

তবে এই যে বচন দেখা যায়, ইহা মিথ্যা কি সত্যমূলক তাহা অজ্ঞেয়। এক সময়ে ব্রাহ্মণের দাস হওয়া শূদ্রের পক্ষে সম্মানজনক ব্যাপার ছিল, তাই ঘোষ বসু প্রভৃতির অনুকরণে সেন, দাস, ধর, কর, পাল, পালিতাদি সমগ্র কায়স্থগণই নাম বলিবার কালে দাস সেন, দাস পাল, দাস ধর প্রভৃতি বলিতে আরম্ভ করেন। উত্তররাঢ়ীয়গণও ঐ কারণে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণসঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কিনা, তাহা চিন্তনীয়। কিন্তু কোনও কুলপঞ্জিকাতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণসহ ভৃত্য বা প্রভৃত্য ভাবে আসিয়াছিলেন বলিয়া বিবৃত দেখা যায় না। তবে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ও দত্ত (পৌরুষোত্তমী—মৌদ্‌গল্যগোত্রীয়) গণই ভৃত্যভাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণসহ বঙ্গদেশে বিক্রমপুরে আগমন করেন। এবং তজ্জন্যই উক্ত ভৃত্যগণের সন্তানেরা (দত্ত ছাড়া) বল্লালের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। এবং আপনাদিগকে দাস ঘোষ, দাস বসু, দাস মিত্র ও দাস দত্ত প্রভৃতি বলিয়া বিঘোষিত করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গজগণও এই নিয়মের অধীন ছিলেন, কালে

ধনসম্পদের মাত্রাধিক্যবশতঃ তাঁহারা উহার পরিহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। যাহা হউক ক্রমে এই পাঁচজন, ও বঙ্গে এবং দক্ষিণ রাঢ়ে আর যে সকল পূর্ব্বাধিবাসী কায়স্থ ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই এই উভয় সমাজ গঠিত, তন্মধ্যে যাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন, তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয়, আর যাঁহারা বঙ্গদেশে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা বঙ্গজনামের বিষয়ীভূত। উক্তঞ্চ—

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণম্॥
আদিশূরানীতান্ বিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথা পরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রা স্তত্র গ্রামে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্তু নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞকম্॥
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ তদ্দ্বিজোত্তমে।
শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ॥
উদগ্‌দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তৎতদ্দেশনিবাসনাৎ।
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণীশ্রেণীবিভেদতঃ॥
বঙ্গজঘটকরামানন্দশর্ম্মকৃতকুলদীপিকা। শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থশব্দ ৯৮ পৃষ্ঠা।

অবশ্য বিতর্ক হইবে যে যদি বারেন্দ্র কায়স্থগণ আপনারাই স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তাহা হইলে বল্লাল আবার তাঁহাদিগের শ্রেণীবিভাগ কি করিবেন? তিনি তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতে পারেন, হয় ত তাঁহারা তখন ভিন্ন এলাকায়ও যাইয়া থাকিবেন, কিন্তু বরেন্দ্র দেশের কায়স্থগণের সত্তা ধরিয়া কায়স্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে কি বাধা হইতে পারে?

এই দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজকায়স্থ সকলের মধ্যে ইহাই মাত্র প্রভেদ যে রাঢ়ে গুহের কৌলীন্য নাই, আর বঙ্গজসমাজে মিত্র কৌলীন্যপরিশূন্য বলিয়া স্বীকৃত। আর বঙ্গজসমাজে যেমন গোলাম কায়েত ও তাঁতী-প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তদ্রূপ রাঢ়ীয় সমাজেও কৈবর্ত্ত, ভাণ্ডারীকায়স্থ ও গয়লা-প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এবং সদাচারবিষয়ে অপর দুই

সমাজ অপেক্ষা এই দুই সমাজ কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে সংস্থিত। আর ভদ্র কায়স্থগণ এইক্ষণ ব্রাহ্মণবৈদ্যের দেখাদেখি স্বগোত্রবিবাহ পরিত্যাগ করিতেছেন এবং ভদ্রকায়স্থের বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্য ও নিরামিষভোজনও ব্রাহ্মণবৈদ্যবৎ নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। তবে চারিশ্রেণীর মধ্যে নিম্নশ্রেণীর কায়স্থেরা বিশেষতঃ দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা স্বগোত্রবিবাহ একবারে পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের বিধবাগণও অদ্যাপি অনেকেই আমিষ ভক্ষণ করিতেছে।

কায়স্থগণ দ্বিজ কি না ?

নানাজাতীয় জীবের সমাহারে নানখেদাইর মতন কায়স্থজাতির গঠন হইয়াছে, সুতরাং আমূল কায়স্থজাতি "দ্বিজ" এ কথা বলা যায় না। তবে যদি নিদান ধরিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ আর্য্যকায়স্থ অর্থাৎ সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ দ্বিজ বটেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মানিতে গেলে স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন তাঁহাদিগেরও ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্করত্ব সুতরাং অতিদিষ্টশূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। যদি তাহা না ঘটিত, তাহা হইলে কাশীর সংস্কৃতকলেজ ও পুণাকাশীপ্রভৃতির চতুষ্পাঠীতে এই ইংরেজের আমলেও ঐ সকল কায়স্থের বালকেরা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে বারিত হইতেন না। বঙ্গদেশেও ঐ সকল কায়স্থ রহিয়াছেন, কিন্তু কাশ্যাদি অঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ যেরূপ ভিন্ন জাতির ন্যায় আদান প্রদান ও আহারবিহারে স্বতন্ত্র রহিয়াছেন, বঙ্গদেশে সে স্বাতন্ত্র্যও না থাকায় ও সকল কায়স্থ জড়াইয়া লাবড়ীভূত হওয়ায় এদেশে সে দ্বিজত্বের কোনও আশাই করা যাইতে পারে না। আর কে সূর্য্যধ্বজ, কে অম্বষ্ঠ ও কেই বা শ্রীবাস্তব কায়স্থ তাহা কি প্রকারেই বা বাছিয়া লওয়া যায় ? শ্রীবাস্তব কায়স্থের সিংহ, পাল পালিত ও বল উপাধি থাকার কথা, পক্ষান্তরে তামিলী, বারুই, কুম্ভকার, আগুরি ও অন্যান্য জাতিতেও ঐ সকল উপাধি রহিয়াছে। কিন্তু অন্যোন্যব্যতিষক্তগণ যখন দ্বিজসন্তান হইলেও বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রধর্ম্মা এবং শূদ্রধর্ম্মা বারুইপ্রভৃতি নানাজাতিও যখন কায়স্থ হইয়াগিয়াছেন, তখন কেবল উপাধি দেখিয়াও উপবীত দেওয়া যায় না। সূর্য্যধ্বজের কি উপাধি তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। উঁহারা কেহ

হয় ত পিতৃকুলের, কেহ বা হয় ত মাতৃকুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যখন উঁহারা আবার একজন বারজীবী বা কৈবর্ত্তকে আপন জাতিতে তুলিয়া আপন করিয়া লইয়াছেন, তখন এমন বিমিশ্রপদার্থের দ্বিজত্বই বা কোথায়, উপবীতই বা কিরূপে হইতে পারে? অম্বষ্ঠের উপাধি সেন, দাশ, গুপ্ত, ধর, করপ্রভৃতি। এই উপাধির বহু বৈদ্য ও অন্য বহু জাতিও আসিয়া কায়স্থসমাজে মিশিয়াছে, সুতরাং আমরা কাকেই বা দ্বিজ বলিব, আর কাকেই বা অদ্বিজ বলিয়া নিবারণ করিব? গলা ত সব্বাই বাড়াইয়া দিতেছেন? এ টাট্‌কা অমৃতে কার অরুচি? বসু, গুহ, মিত্র ও পুরুষোত্তমী দত্তগণ করণ কায়স্থ। "যেন জাতঃ সএব সঃ" এই প্রাথমিক শ্রৌতবিধি ও মনুর দশমাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ বচনানুসারে ইঁহাদেরও পৈতা হইতে পারিত ও পূর্ব্বে হইতও। কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণেরা শূদ্রমাতৃক বলিয়া কালে ৬৭।৬৮।৬৯ বচন রচনা করতঃ মনুতে যুড়িয়া দিয়া উঁহাদের সে আশাতেও বাধা দিলেন। তারপর এই উপাধির অন্যান্য জাতও ঢুকিয়া কায়স্থজাতিটাকে মহোৎসবের লাবড়ায় পরিণত করাতেও পৈতার পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। ইহার পর উপকায়স্থের সংযোগে সমস্ত দুধ ছানা কাটিয়া যাওয়াতে ইঁহার কেহই আর পৈতার জন্য গলা বাড়াইয়া দিতে সমর্থ নহেন, অধিকারীও হইতেছেন না? কৈবর্ত্ত ও তন্তুবায়প্রভৃতি জাতির উপবীত শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু যখন ঐ সকল জাতিও কায়স্থসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, তখন আমরা কার গলায় পৈতা দিব? মনে কর বেহাই ঘোষ বা গুহমহাশয় পৈতা পরিধান করিলেন, এখন তাঁহার সাক্ষাৎ বেহাই এক দত্তীভূত তাঁতী বা কৈবর্ত্ত কিংবা বল্লালবেহারার এক সন্তানও আসিয়া যখন গলা বাড়াইয়া দিবেন, তখন তুমি কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে "না তোমার সূত্রযোগ হইবে না"? গয়ার বিষ্ণুপদে যার তারই পিণ্ড দান চলে, তথাপি বাঙ্গলার কায়স্থের পৈতা দান চলে না। তাই ত কবি মহম্মদ গোলাম নবি তাঁহার পৈতাদর্পণে বলিয়া গিয়াছেন—

কায়েতের সগুনের কথা কর অবধান।
খুঁজিয়া না পাই কিছু শাস্ত্রের বিধান॥

খড়ি চেন সবে পরে হাঁকে বগী গাড়ি।
এমে বিএ উপাধিও আছয়ে সবারি॥
কে শূদ্র কে দ্বিজপুত্র কে কহু, কে শশা।
কেবা বাপু ছুছুন্দর কেবা ছিলে মশা॥
কেবা ছিলে ব্যাঙ্ ভাই হাজী হও পাছে।
মই ঠিক্ করিয়া পশ্চাৎ উঠ গাছে॥
নলেরে বরিতে বা অনল পায় মালা।
রাখহ আমারে রাঙ্গা পায়ে খোদাতালা॥
কটী কথা বিচার্য্য হতেছে এইবার।
কায়স্থ কি জাতি কিবা নিদান তাহার॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ,বৈশ্য, অথ কিংবা শূদ্র।
আর্য্য কি অনার্য্য বাপু বৃহৎ কি ক্ষুদ্র॥
করণ কায়স্থ বটে মাতা শূদ্র তার।
মনু করে মানা আমি যবন্ কোন্ ছার॥
ক্রমে দাসদাসীপুত্র উপ ও ডেক্সর।
কায়স্থসাগরে আসি ডুবিল নির্ভর॥
বল্লালের বত্রিশ বেহারা ধূলো ঝাড়ি।
পালে মিশে গেল দাজু শ্রীশ্রীদুর্গা স্মরি॥
ক্রমে বারাণসী মূর্ত্তি ধরিল কায়স্থ।
যেবা মল্লা গতির্নাস্তি তারাও দ্বারস্থ॥
গোলাম বলে গোলাম ভদ্র বাছ বাবা আগে।
তার পর কিন সূতা যত পৌণ্ড লাগে॥
তোবা তোবা ভুলে যাই হিন্দুর আচার।
ক্ষত্র যদি হবে তবে শুন সমাচার॥
সূতা কেনা হবে না শাস্ত্রেতে আছে মানা।
কে জানে হিন্দুর এত লেঠা কারখানা॥
শণসূত্রে পাকাইতে হবে উপবীত।
কালরে খবর দাও করিবে বিহিত॥

অথবা কি কাজ সূত্রে কসে চড় গাড়ী।
দু'দিন পরে সব হবে এক মিছে কেলেঙ্কারী ॥
শালগ্রাম পূজিবে খাইবে কাটলেট।
তোমাদের মত কেহ আছে কি বেহেট।
কি কাজ সূতায় বাবা খাও দুধে মাছে।
জাতিধর্ম্ম কুলকর্ম্মে ভাটি লাগিয়াছে ॥
বলে কবি গোলাম নবি দাওয়াই দেও বুঝে।
প্রণিপাত আমার আল্লার পদাম্বুজে ॥

ফলতঃ যদি বাঙ্গালার কেহ প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, তিনি সূর্য্যধ্বজ-কায়স্থ বা অম্বষ্ঠ-কায়স্থ অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব মূর্দ্ধাবসিক্ত বা বৈদ্যসন্তান, তাহা হইলে তিনি কার্পাসসূত্রের পৈতা পরিধান করুন, আর নামের অন্তে দেবশর্ম্মা লিখিতে থাকুন। আর যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন, তিনি শ্রীবাস্তব কায়স্থ, তাহা হইলে তিনিও গলায় শণের পৈতা দিয়া বর্ম্মা উপাধি ধারণ করুন, আর সূর্য্যধ্বজেরাও বিকল্পে বর্ম্মা ও শণের পৈতার অধিকারী, কারণ ইঁহারা ক্ষত্রিয়মাতৃক। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলিতেছেন যে—

ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং। ৯৬-১ অ

যদি কেহ স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য জাতির কর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে সেই জাতির সাম্য ভজনা করে। সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যেরা স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া করণের লিপি অবলম্বন করাতে তাঁহারা করণ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আর উচ্চ আশার পথ নাই। আর বসু, গুহ, মিত্র ও পৌরুষোত্তমী দত্তগণের পৈতার পাতি দিতে আমি পারিলেও মনু রাজী হয়েন না। কেননা উঁহারাই করণ কায়স্থ। যদি ঘোষকে ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠকন্যাপ্রভব আভীর বলিতে চাহ, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকেও পৈতা ও দেবশর্ম্মা উপাধি দিতে পারি, তবে মনু তাঁহাকে অন্যোন্যব্যতিষক্তত্বনিবন্ধন (১০ অ—২৬) পৈতা পরাইতে নারাজ।

পৈতা ও শিখা আর্য্যত্বের চিহ্ন ও সাইনবোর্ডবিশেষ। আমার বিশ্বাস আর্য্যসন্তান যে কোনও সৎশূদ্রই উহাতে অধিকারী। কেননা তাঁহারা

কেহই ভারতের আদিমনিবাসী অনার্য্য কৃষ্ণত্বক্ নহেন। উঁহাদিগকে অন্ততঃ মেষলোমজ পৈতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণেরা তাহাতেও রাজী নয়। আবার কায়েস্তের মধ্যে যেরূপ পিতল গোলা ভাব, তাহাতেও প্রকৃত অধিকারী ঠিক করাও সুদূরপরাহত। এই সকল গোলযোগ দেখিয়াই ত ভবিষ্যদ্দর্শী নগেন বাবু সরলহৃদয়েই বলিয়াছিলেন যে——

"উপরের মন্তব্য পড়িয়া কেহ না মনে করেন আমি কায়স্থের উপবীতের পক্ষপাতী।" ভূমিকা শেষ—কায়স্থের বর্ণনির্ণয়।

"তৎপরে যজ্ঞোপবীতপ্রার্থী কতিপয় কায়স্থের আগ্রহেও দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় দুই একটি শ্লোক গড়িয়াছেন ও উপবীতপ্রিয় কায়স্থগণের মনোরঞ্জনে অগ্রসর হইয়াছেন, সে কথা উল্লেখ করাই নিস্প্রয়োজন।" ১৮ পৃষ্ঠা

নগেন বাবুর নিজের কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়।

কিন্তু লোকের মুখে শুনি, আমিও যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখি যে সেই নগেনবাবুর গলাতেই আজি আজানুলম্বিত ও আকর্ণবিশ্রান্ত এক মৃণালধবল উপবীত দোদুল্যমান !!!

আচ্ছা কায়স্থগণ কি বস্তুতই দ্বিজ নহেন? আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—"কেহ দ্বিজ, কেহ শূদ্র, কেহ বা চিত্রিত, বাসবের ধনুঃ যথা ঘন বরশিরে"। গোলাম নবিও তাঁহার পৈতা দর্পণে সে কথা বলিয়াছেন। তথাপি আমরা কায়স্থের কবুলা জবাবদ্বারা আমাদের উক্তির সমর্থন করিব—

শ্রীযুক্তকৈলাসচন্দ্রসিংহ তাঁহার রাজমালাগ্রন্থে ত্রিপুরার মহারাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্র দ্রুহ্যুর সন্তান ও পাণ্ডববর্জ্জিত ত্রিপুরা আরাকাণকে সুহ্ম দেশ বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের পরই বৈদ্যের নাম না লিখিয়া কায়স্থের নাম লিখিয়া ও বৈদ্যকায়স্থকে একমূলজ বলিয়া যে মহাপাপ করিয়াছেন, যেন উহার প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তই বলিতেছেন যে —

পূর্ব্ববঙ্গে নবশাখবংশীয় অনেকেই কায়স্থ আখ্যায় পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেই সেই জেলার আদমসুমারীর বিজ্ঞাপনীতে ইহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। **Census of India 1891 Vol III. P. 267.**

বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের আর একটি শ্রেণী যাহারা ভদ্রলোকদিগের "সেবক" বা "ভাণ্ডারী" বলিয়া পরিচিত এবং যাহারা শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে তাহারা মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ ইহাদিগকেও কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রকৃত কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। চৌদ্দ-গ্রামের পাল্কীবাহক বেহারাগণও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।" ৪৭০ পৃ

কৈলাসচন্দ্র এতদূর অগ্রসর হইয়া কেন ষোল আনা সত্যটা বলিয়া ফেলিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যদি লিখিতেন যে ভদ্র অভদ্র, মাঝীমাল্লা, দাঁড়ীঘোষ, ভদ্রঘোষ, গোলাম-নফর ও তাঁতী কৈবর্ত্ত মিশিয়া বঙ্গের কায়স্থ এক সর্ব্বদেবময় হরিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম। কৈলাস বাবু কি তামাতুলসী লইয়া শপথ করিতে পারেন যে ঐ সকল গোলাম নফর ও বেহারারা তাঁহাদের কাহার জামাই, কাহার নাতি, কাহার বেহাই, ও কাহারও কলিজার কলিজা মহাকুটুম্ব নহে? কৈলাস বাবু পরেই বলিতেছেন যে—

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের ক্রীত দাস দাসী হইতে এক শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা ত্রিপুরা জেলায় বোধ হয়

১৫।৩০ হাজারের নূন হইবে না। আমরা ইহা-দিগকেই বিশেষভাবে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায় আরও বহুসংখ্যক শূদ্র, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের বসনাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে।” ৪৭৬ পৃ রাজমালা।

এখন কেমিকেল বর্ম্মারা বলুন, তাঁহারা ইহার কাহাকে বর্ম্মা বানাইতে চাহেন ? আমরাও কৈলাসবাবুর উক্তির সমর্থনজন্য এখানে দুই খানি দাসাক্রয়ের কবালার প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিব।

প্রথম কবালা—৭ই। ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীশঙ্কর দাস উলদে রুদ্রদাস সাকিম পরগণে বেজোড়া সদাশয়েষু—লিখিতং শ্রীবোদাইর স্ত্রী সাং বেজাড়ুবা পরগণে মজকুর। কস্য মুনিস্য আজিরী পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগেঃ—আমি আপনা খুসরজ ও রসবতি পুরা কত আকান বিনা ওজর ইতবারে তুমার পাশ হইতে আজি তিন রূপাইয়া লইয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আজির খাস করিয়া দিলাম। সে আজীরা খুরাক পুষাক খাইয়া পীন্দিয়া মুদ্দত সত্তর বরষ খেদমত আবকশী ওমাহর করিব। যদি ঐ মুদ্দতের মধ্যে ফারগ হইবার চাহে. তবে দশ মণ তামা আগরি দিয়া আখালাস হইব। দাম বিক্রয় অধিকার দাসী তুমার, আমার কিছু এলাকা নাই। এতদর্থে আজীরি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। সহি শ্রীবোদাইর স্ত্রী ও শ্রীমতী কমাই।

দ্বিতীয় কবালা—শ্রীশ্রীদুর্গা—ইয়াদি কির্দ্দ শ্রীরামনাথ দেব উলদে শ্রীদয়ারাম দেব, ইরিমে মহেশ দাস দেব, সাকিম পরগণে বেজোড়া সরকার শ্রীহট্ট সদাশয়েষু—

লিখিতং শ্রীপার্ব্বতী দাসী জনে শ্রীআশারাম, সাকীন মঙ্গলপুর আমলে পরগণে কাছিম নগর, সরকার। কস্য মুনস্য আজীরী পাট্টা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অন্নকষ্টে মহাপীড়া পাই পররিস করিতে না পারি, এ ভরব আপনা খুসরজায় তুমার পাশ হইতে মোয়াজি নবলগ ও তিন রূপাইয়া পুরওজ দহমাসী নগদ লইয়া আমার কন্যা শ্রীমণি দাসী উমর ৬ বৎসর

আপনার স্থানে আজীর খাস করিয়া দিলাম। লওয়া জীমা খুরাক খাইয়া ও পুষাক পৈরিয়া আয় কসী ওসানে কুটী গয়রহ খেদ মত করিব। ইহা ও ইহার ঘরে সন্তানাদি যাহা হয়, দান বিক্রয় অধিকার মুনস্য তুমি ও তোমার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে হইল। আমার কিছু এলাকা নাহি। এতদর্থে মুনস্য আজীরী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। ১১+৭ মাহ শ্রাবণ।

ইহারাই সর্ব্বত্র গোলাম কায়স্থ নামে পরিচিত। কিন্তু "গোলাম "বৈদ্য" বলিয়া একটা নাম শুনা যায় না। বৈদ্যের মধ্যে এই সকল শ্রেণীর প্রবেশ ঘটিলে আজ বৈদ্যের সংখ্যা ৮৮ হাজার ও কায়স্থের সংখ্যা ১৪ লক্ষ হইত না, কৈলাসবাবু দয়া করিয়া বৈদ্যজাতিকে এ শুভ সমাগমে বাদ দিলেই পারিতেন। তাঁহার এ সুসমাচার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কেহই বিশ্বাস করিবেন না। যাহা হউক এখন এই লাবড়ীভূত কায়স্থের পৈতা ও বর্ম্মোপাধি হইতে পারে কি না, তাহা আইনজ্ঞেরাই বলুন এবং কায়স্থপুঙ্গবেরা ভাবিয়া দেখুন, আমরা কেন কায়স্থের পৈতার এত পরিপন্থী। অপিচ কায়স্থগণ যখন বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণের উপরে যাইতে সমর্থ নহেন, তখন তাঁহারা জোর করিয়া পৈতা পরিলেও ঊর্ণা-লোমজ পৈতার উপরে উঠিতে পারেন না। উক্তঞ্চ ভগবতা মনুনৈব।

কার্পাস মুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্ ॥ ৪৪—২ অ

তত্র কুল্লূকঃ—বৈশ্যস্য আবিকসৌত্রিকং মেষলোমনির্ম্মিতং। তৎপর সামাজিকেরা একথাটাও ভাবিয়া দেখিবেন যে, কায়স্থগণের যে প্রকার তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আর ইঁহাদিগকে আর্য্যচিহ্নধারণের অধিকার দান করা উচিত কিনা। মনু ও বিষ্ণু সমস্বরে বলিয়াছেন যে—

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং নচাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥ ৮০—৪ অঃ

কেন? ইঁহাদিগকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করিলে, ধনমদ মত্ত উঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না। উঁহাদিগকে ব্রত ও ধর্ম্মোপদেশ দিলেও তাহা উষরে উপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। তথাহি—

শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে। ১২০—১০ অঃ

অপিচ শূদ্রকে কখন ধনসঞ্চয় করিতেও দিবে না। কেননা ইহারা ধনবান্ হইলে ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকেও বাধাদিবে। তাহা না হইলে কি কায়স্থেরা প্রকাশ্য সভায় বলিতে পারিতেন

"আমরা ব্রাহ্মণ চাহি না" !!!

আর তাহা না হইলে কি কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদ্বারা জাল কায়স্থকারিকা লেখাইয়া উহাতে ইহা লিখাইতে পারিতেন যে ব্রাহ্মণগণ "অপ্রধান," আর তাঁহাদের তল্পীভারমন্থরকন্ধর ভৃত্যেরাই "প্রধান" ?

বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ ॥
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ ॥ ২১ পৃঃ।

ধিক্ এই বচনাবলীপ্রণেতা ব্রাহ্মণকুলগ্লানিকে, আর শত ধিক্ তাহার প্রবর্ত্তয়িতৃগণকে। কেবল ইহাই নহে, প্রখ্যাতনামা কবি ও বড় জমিদার সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাৎ মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা কলিকাতা ইনেষ্টিটিউসনের কর্ম্মাধ্যক্ষ সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন যে তাঁহার চক্ষের উপর একজন মিত্রোপাধিক সূত্রধারী কায়স্থ একজন পথিক লোককে

"পাদোদক"

দান করিল !!! ইহাতে রাজেন্দ্র বাবু আপত্তি করিলে মদমত্ত কায়স্থ যুবা বলিল "তোমার কি ?" অন্য একটী ভদ্রলোক উক্ত পাদোদকদাতাকে "মিত্র মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করাতেই রাজেন্দ্র বাবু উহাকে শূদ্র বলিয়া জানিতে পারেন।

তাই আমরা বলি যদি ব্রাহ্মণগণ কল্যাণ চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা দুই চারিটা টাকার জন্য আর এরূপ মহাপাপ করিবেন না। শূদ্রগণকে প্রশ্রয় দিয়া সূতা পরাইয়া সমাজবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইতে দিবেন না। অদূরদর্শী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের কুপরামর্শে বৈদ্যদিগের সামাজিক অধিকারেও হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জানিবেন, আজ যদি বাঘ শেখের

গোয়ালের গরু মারিয়া রেহাই পায়, তাহা হইলে এ মদমত্ত বাঘেরা ব্রাহ্মণের গোয়াল হইতেও বাছিয়া বাছিয়া গরু মারিতে সাহসী হইবে।

যাহা হউক আমরা যাহা দেখাইলাম ও বলিলাম তাহাতে বোধ হয় আর কোনও নিষ্ঠাবান্ প্রকৃত কায়স্থই আর দ্বিজ সাজিয়া বাপ দাদার পিণ্ড লোপ ও বৈধবিবাহের পথ সংরুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিবেন না। তবে যাঁহারা নিতান্তই মদমত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে আমাদের এ ধর্ম্মের কাহিনীতে কর্ণপাত করিবেন, আমরা এরূপ আশা করি না। তবে দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে—

যে নগেন বাবু কায়স্থের পৈতার ঘোর পরিপন্থী ছিলেন, তিনিই আবার কায়স্থকে দ্বিজ ও সূত্রী বানাইবার জন্য আপনার বিশ্বকোষের একত্র বলিতেছেন যে,——

"ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও কথার উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণনির্ণয় হইতে পারে।" কায়স্থ শব্দ ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

কে কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, কে দ্বিজ, কে অদ্বিজ—তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহই বলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি রামায়ণ, মহাভারত পর্য্যন্তও এ বিষয়ে কেহ কেটা নহেন। সুতরাং যে ধর্ম্মশাস্ত্রে হাড়িডোমের কথা পর্য্যন্ত আছে, তাহাতে যে কায়স্থের মতন একটা উচ্চ জাতির বিষয় নাই, ইহা হইতেই পারে না। তবে "করণ" স্বীকার পাইলে যেমন পৈতার আশা থাকে না, তেমনই যতিনী সতিনী মাগী বৈশ্যের কাছেও খাট হইতে হয়, কাজেই কায়স্থ ভ্রাতারা বলিতে বাধ্য যে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবক্তারা বোকা বা দুষ্ট ঋষিরা পক্ষপাতবশতঃ তাঁহাদের কথাটা শাস্ত্রে পাড়েন নাই।

তথাস্তু তাহাই সই। এখন আমরা আচারব্যবহারেরই পদানুসরণ করিব। মনু দশমের ৪১ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই মূল তিনবর্ণ এবং মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও মাহিষ্য, এই তিন অনন্তরজ, মোট এই ছয় জাতি দ্বিজ ও উপনয়নার্হ। সুতরাং এতাবতা করণ কায়স্থ বাদ যাইতেছেন? সূর্য্যধ্বজ (মূর্দ্ধাবসিক্ত) কায়স্থ, অম্বষ্ঠ

কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ (মাহিষ্য) স্বকর্ম্মত্যাগনিবন্ধন ক্রিয়াগত বর্ণসঙ্কর ও অভিনির্দিষ্ট শূদ্র, সুতরাং মনুর ৪১ম বচনের শেষার্দ্ধ ও আদি পুরাণের

শৌচাশৌচং প্রকুর্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ

এই নিষেধবিধি অনুসারে অনুপনেয়? তৎপর মনু বলিতেছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন দ্বিজ (সুতরাং দ্বিজধর্ম্মা মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যও) বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রপাঠে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠব্রাহ্মণগণ পাঠনাতেও পূর্ণাধিকারবান্।

অধীয়ীরন্ ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রুয়াৎ ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরৌ ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১—১০ অ

আমরা কার্য্যক্ষেত্রেও দেখিতেছি যে করণ বা কায়স্থগণ সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় প্রতিষিদ্ধ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঙ্গলার কায়স্থগণের সংস্কৃতপাঠের অধিকার লইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাশ্যাদি ভূমির কোনও কায়স্থসন্তানই আজ পর্য্যন্ত সে অধিকার লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং এই আচারব্যবহারদ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্বই প্রকটীকৃত হইতেছে?

তৎপর কায়স্থের জন্য কায়েতী নাগরীতে লিখনপঠন ও প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথনের ব্যবস্থা দেখা যায়। মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থ রাজকর্ম্মচারী (Bench clerk) প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিয়াছেন, জবান বন্দীও প্রাকৃতভাষাতেই লিখিয়া লইয়াছিলেন। উক্তঞ্চ ভবিষ্যপুরাণে—

ত্রিবর্ণে স্থাপিতা বাণী সংস্কৃতা স্বর্গদায়িনী।
শূদ্রেষু প্রাকৃতা ভাষা স্থাপিতা তেন ধীমতা॥ ২৯—৩ অ

আমরাও সর্ব্বত্র কায়স্থকে প্রাকৃতভাষাভাষীই দেখিতে পাই ও সর্ব্বদা ব্যবহারতও কায়স্থগণ সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় অনধিকারী রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দ্বিজত্ব কি প্রকারে স্বীকৃত ও দৃঢ়ীভূত হইতে পারে? অবশ্য মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা শকটদাস কায়স্থের মুখ দিয়া সংস্কৃত বাহির করিয়াছেন, কিন্তু উহা অর্ব্বাচীন নাটকপ্রণেতার অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কায়স্থ শকটদাসকেই চাণক্য

"আঃ কায়স্থঃ ; লঘ্বী মাত্রা"

বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন? মনুও বিষ্ণুও "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" এই কথা বলিয়া এই কায়স্থাদি শূদ্রকেই শিক্ষাবিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়াছেন রাজা রাধাকান্তদেবও আপনার শব্দকল্পদ্রুমে আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্র সরকার এম, এ, ও চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, প্রভৃতিও হিতবাদীর মোকর্দ্দমায় শূদ্র বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন, নগেন বাবু নিজেও কায়স্থকে শূদ্র জানিয়া আপনাদিগকে উপবীতের অযোগ্য বলিয়া লিখিয়াছেন, তথাপি আবার এ সত্যাপলাপ কেন?

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ইঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া জানিতেন, আমরাও কার্য্যক্ষেত্রে ও ব্যবহারতঃ কায়স্থাদি শূদ্রগণকেই উক্ত নিষেধবিধির বিষয়ীভূত বলিয়া জানিতে পারিতেছি, সুতরাং যাঁহারা শাস্ত্রে ও ব্যবহারে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত, তাঁহারা কি প্রকারে কোন্ বিধি অনুসারে উপনেয় হইবেন? পারিবেন কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থের উপনয়নের সপ্রমাণ ব্যবস্থা দান করিতে? অবশ্য তাঁহারা বলিবেন,

"ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ"

কিন্তু কড়ি দিলে এবাঘের দুধ কেনা দুহিয়া দিতে পারে? ফলতঃ কায়স্থগণ যে আমূল শূদ্রাচারী, তাহা প্রত্যেকেই অবগত রহিয়াছেন। কেবল আমরা নহি, দুইজন উচ্চপদস্থ মহাকুলীন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত কায়স্থ সন্তানও কি বলিতেছেন—পাঠক তাহা একবার সঞ্জীবনী পড়িয়া দেখ—

কায়স্থের পৈতা।—বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটের বাবু পশুপতিনাথ দত্ত একজন পৈতাধারী কায়স্থ। দুইজন ব্রাহ্মণযুবক (এখন শুনিতে পাই কায়স্থযুবক) তাঁহার পৈতা ছিঁড়িয়া দেওয়াতে তিনি মিঃ সুইন্‌হোর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। কোর্টের অনুবাদক বাবু ক্ষীরোদকুমার মিত্র বলেন, "এই মোকদ্দমার জবানবন্দী আমি অনুবাদ করিতে পারিব না; কারণ আমার মত যে কায়স্থগণ পৈতা ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বাবু বিনয়কৃষ্ণ বসু বেঞ্চক্লার্ক অনুবাদকরুন।" ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন আপনিই অনুবাদ করুন। বাবু বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিলেন, "আমারও ঐ অবস্থা; আমার মনে হয়, কোন প্রকৃত কায়স্থেরই পৈতাধারণ করা উচিত নয়।"

একজন সাক্ষী বলিলেন—"আমরাও পৈতা ধারণ করিনা।" বাবু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র বাবু শরৎকুমার মিত্র বলেন "কায়স্থসভাতে অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ সভ্য আছেন, কায়স্থসভার মত এই যে কায়স্থদের পৈতা লওয়া উচিত। ৩০ হাজার কায়স্থ পৈতা গ্রহণ করিয়াছেন"। ৩০ হাজার কায়স্থ পৈতা নিয়াছেন, আর ১৩৭০০০০ হাজারে নেন নাই। বিলাতে পৌনে ষোল আনা লোকে মদ খায় বলিয়া কি মদই খাইতে হইবে ? তথাপি নগেন বাবু স্থলান্তরে বলিতেছেন যে——

"সুতরাং যখন স্মৃতিদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে কায়স্থজাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেশাচার অবলম্বন করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না।" ৫৮৬ পৃঃ

মন্দ নয়, আগে বলা হইল, কায়স্থগণ আচারব্যবহারে শূদ্র নহেন, কিন্তু তাহা বলিলে কেহ প্রবোধ মানিবে না, হাতে দই, পাতে দই ? অমনি নগেন বাবু সুর ফিরাইয়া তান ধরিলেন যে, স্মৃতিতে কায়স্থগণ দ্বিজ বলিয়া বিবৃত। তবে কেন বলা হইল যে ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই ? তবে সেই স্মৃতি অনুসারে আবার সেই স্মৃতির অজ্ঞাত কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রমাণ করিবার কথা কেন ? কোন্ স্মৃতিতে কায়স্থ দ্বিজ বলিয়া বিশেষিত ? উশনঃপ্রভৃতি ঋষিরা কি কায়স্থকে কাকলোল ও অন্ত্যাবসায়িবৎ অন্ত্যজ বলিয়া বিবৃত করেন নাই ? নগেন বাবু ও খলিহর বাগীশেরা কেন সেই স্মার্ত্ত প্রমাণ হাজির করুন না ? যাহা হউক তিনি যখন বলিতেছেন, তখম তাঁহার কথারও খণ্ডন না করিলে লোকে ভাবিবে নগেন বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার আর উত্তর নাই। কাজেই অনিচ্ছায়ও কিছু বলিতে হইল।

নগেনবাবুর স্মৃতির মত—সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুসংহিতাতে কায়স্থশব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকং, অসাক্ষিকঞ্চ রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। ৭—২।

রাজ্ঞঃ অধিকরণং রাজসভা তস্যাং তেন রাজ্ঞা নিযুক্তঃ যঃ কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্যাং সভায়াং যঃ অধ্যক্ষঃ প্রাড়্‌বিবাকঃ তস্য করচিহ্নেন যুক্তং তৎ রাজ সাক্ষিকং।

বুঝা গেল, রাজসভায় কায়স্থ থাকিতেন, কিন্তু এ কায়স্থ শব্দের অর্থ Writer বা কেরাণী, ইহা জাতিবাচক নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে কোনও জাতীয় লোকই এই কেরাণীর কার্য্য করিতেন। তাই সৌর পুরাণে কায়স্থ উপাধিক ব্রাহ্মণের অপাংক্তেয়ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর পরাশরও ব্রাহ্মণ কায়স্থের কথা বলিয়াছেন——

শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ॥ ১০—১০ অ

শুচী, প্রাজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, মুদ্রাকার্য্যে পটু, লেখ্যকার্য্যে বিশেষতঃ হিতৈষী (পাঠ-লিপিকরপ্রমাদদুষ্ট) লিখনপটু এমন যে বিপ্র কায়স্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কেরাণী রাজা তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন।

ফলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কোনও সংহিতাকর্ত্তাই জাতি বুঝাইতে কায়স্থ গণক বা লেখকশব্দ ব্যবহার করেন নাই। যে কোনও জাতীয় লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ঐ সময়ে কায়স্থ শব্দ একমাত্র কেরাণী বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত, পরন্তু জাতি বুঝাইতে নহে। সুতরাং এ স্মৃতিবচন কায়স্থের দুঃখ দূর করিতে পারিল না। আর অধম কর্ম্মচারি কায়স্থ রাজসভায় বসিয়া হুকুম মত লিখে বা নকল করে—ইহাতে তাহার দ্বিজত্বই বা সিদ্ধ হইতেছে কেমনে? নগেন বাবু ত অতি উৎকৃষ্ট স্মার্ত্ত!!!

না ছোড় বান্দা নগেন বাবু অতঃপর বিশ্বকোষের ৫৬৬ ও ৫৮৭ পৃষ্ঠায় কায়স্থের দ্বিজত্বসাধনজন্য একটী শ্লোক ও টীকা তুলিয়াছেন।

ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকং।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েৎ নৃপঃ॥ ৫৬৬পৃ
বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচনং।

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিত্যুক্তে গণকো দ্বিজাতিঃ তৎসাহচর্য্যাৎ লেখকোপি দ্বিজাতিঃ—বীরমিত্রোদয় ব্যবহারাধ্যায়ঃ। ৫৮৭ পৃঃ

হাঁ একথা আমরাও স্বীকার করি, যখন করণের সৃষ্টি হইয়া ছিল না, তখন জাতিকায়স্থের অভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য, এই তিন দ্বিজকেই গণক ও লেখকের কার্য্য করিতে হইত, তাঁহারা শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নও হইতেন। এ বচন সেই যুগের লেখা। কিন্তু যখন কায়স্থ জাতিবাচক হইল, তখনই

তাহার জন্য প্রাকৃত ভাষা ও কায়েতী নাগরীর সৃষ্টি হইল। স্মৃতির লেখক বা কায়স্থশব্দ জাতিবাচক নহে। এবং গণকও দুই প্রকার হইয়াছিল, এক প্রকার গণক দ্বিজকুলহইতে গৃহীত হইতেন, তাঁহারা শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন হইতেন, ইঁহারা শুভাশুভাদি গণনা করিতেন, অন্য প্রকার গণক শূদ্র ছিলেন, তাঁহারা টাকা কড়ি গুণিয়া লইতেন ও পোদ্দারি করিতেন।

এই প্রথম গণকই গ্রহবিপ্র বা লগ্নাচার্য্যগণ। অন্য মুখ্য ব্রাহ্মণেরাও এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ইহাতে যে কোনও গণক বা যে কোনও লেখকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? বীরমিত্রোদয়ের টীকাকারও একজন ঋষি নাকি?

রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং
তস্য চ টীকা, সাপি চ লেখ্যা!!!

তথাপি নগেন বাবু যে বলিতেছেন যে "এখন স্থির হইল, কায়স্থশূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত॥ ৫৬৬ পৃঃ

ইহা ঠিক হইতেছে না। একজন অর্ব্বাচীন টীকাকার গণকের সাহচর্য্যবশতঃ লেখককেও দ্বিজ বলিলেই তাহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় না। কেননা স্মৃতির কায়স্থ, গণক ও লেখকশব্দ কোনও জাতিবাচক ছিল না। কায়স্থগণ দ্বিজ হইলে আমরা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত পড়িতে, সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিতে ও উপবতী ধারণ করিতে দেখিতাম। মাসাশৌচও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত থাকিত না, স্বগোত্রবিবাহও প্রচলিত দেখিতাম না, তাঁহাদের বিধবাগণকেও আমরা নিরামিষভোজিনী দেখিতাম।

অতঃপরও ছিন্নধনুঃ, ছিন্নখড়্গ, ভগ্নগদ নগেন বাবু রথচক্রের সাহায্যে কায়স্থকে দ্বিজ বানাইতে অভিলাষী ও লোলুপ হইয়া বৈদ্য বটুদাশ ও বৈদ্য শ্রীধরদাশকবিপ্রভৃতিকে ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন।

"বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিকপদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্তপদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিকপদে নিযুক্ত ছিলেন।" ৬০১ পৃঃ

"লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাস তদ্‌বিরচিত সূক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন——

শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাং
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।
সবিতু র্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতো আকুতুকাৎ ;
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥ সূক্তিকর্ণামৃতপঞ্চমপ্রবাহ।

অর্থাৎ ১১২৭ শকাব্দে লক্ষ্মণসেনের সাইত্রিশ বৎসর রাজত্বকালে পরের জন্য শ্রীধরদাস এই সূক্তিকর্ণামৃত কাব্য রচনা করিল।

আমাদের মনে হয় যে এখানে প্রকৃত পাঠ "ক্ষিতিপতে রদৈকবিংশে" হইবে—এবং উহার অর্থ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের একুশ বৎসর সময়ে। তৎপর সেনরাজগণ যে ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ, এবং সদুক্তি কর্ণামৃতের কবি শ্রীধর ও বটুদাশ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা নগেন বাবু কোথায় পাইলেন? এবং লক্ষ্মণের সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তও যে বৈদ্য ভিন্ন ভৃত্যাপুরুষোত্তমদত্তের সন্তান, তাহা বলিবারও কারণ আমরা কোরাণ বাইবেল খুঁজিয়া দেখিতে পাইলাম না। শ্রীধরদাশ—আত্মপরিচয় দানচ্ছলে বলিয়াছেন যে——

শৌর্য্যাণীব তপাংসি বিভ্রতি ভবং যস্মিন্ নয়স্যাবধিঃ,
জ্ঞানে দান ইব দ্বিষা মিব জয়ো যেনেন্দ্রিয়াণাং কৃতঃ।
সম্রাজোঽজনি যোগিনা মপি গুরুর্যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে।
স শ্রীলক্ষ্মণসেন এব নৃপতির্মুক্তশ্চ জীবন্নভূৎ॥ ২
তস্যাসীৎ প্রতিরাজ উর্জিত মহাসামন্ত চূড়ামণিঃ
নাম্না শ্রীবটুদাশ ইত্যনুপমপ্রেমৈকপাত্রং সখা।
তাপং সন্তমসং হরন্নহরহঃ কীর্ত্তিং দধৎ কৌমুদীং
সাক্ষাদক্ষয়সূনৃতামৃতময়ঃ পূর্ণঃ কল্যনাং নিধিঃ॥ ৩
শ্রীমান্ শ্রীধরদাশ ইত্যধিগুণাধারঃ স তস্মাদভূৎ।
আকৌমারমপারপৌরুষ পরাধীনস্য তস্যানিশং।
লক্ষ্মীর্বেদবিদাং গুণেষু গুণিতা গোষ্ঠীষু বিদ্যাবতাং
ভক্তিঃ শ্রীপতিপাদপল্লবনখজ্যোৎস্নাসু বিশ্রাম্যতি॥৪ প্রারম্ভ শ্লোক।

ইতি শ্রীমহামাণ্ডলিকশ্রীধরদাশসংগৃহীতে
সদুক্তিকর্ণামৃতে দেবতাপ্রবাহো নাম প্রথম প্রবাহঃ ॥

সদুক্তি কর্ণামৃত একখানি পদ্যসংগ্রহ গ্রন্থ, উহা পাঁচটী প্রবাহে বিভক্ত প্রথম প্রবাহের নাম দেবতা-প্রবাহ। শ্রীধর যে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে বটুদাশ তাঁহার পিতা বা কোনও পূর্ব্ব পুরুষ এবং তিনি নিজে লক্ষ্মণসেনের মহামাণ্ডলিক ও বটুদাশ লক্ষ্মণসেনের সমকক্ষ (প্রতিরাজ) একজন মহাসামন্ত ও তাঁহার প্রিয়তম সখা ছিলেন। ইহার কোনও স্থানেই এ কথা নাই যে সেনরাজগণ বা শ্রীধর বটুদাশও কায়স্থ। নারায়ণ দত্তের কায়স্থীভবনের কোনও হেতুও এ শ্লোকে বিদ্যমান দেখা যায় না, নগেন বাবু তাহার অন্য কোনও প্রমাণপ্রদর্শনও করেন নাই। তথাপি বিনা প্রমাণে এ বিপ্রলাপ কেন ?

সুতরাং কোন্ কারণে নগেন বাবু ইঁহাদিগকে খাঁটীকায়স্থ ঠাহরিয়া বসিলেন, তাহা দেবানামপিদুর্লভম্। পূর্ব্বকালে হিন্দু আমলে কোনও কায়স্থ রাজা ছিলেন, তাঁহারা আবার সংস্কৃত জানিতেন, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা পুরাতত্ত্ববিদ্গণের অনাস্বাদিত রস বস্তুবিশেষ।

শ্রীধরদাশ আপন গ্রন্থে অসংখ্য কবির কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তন্মধ্যে কতিপয় কবির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি।

ব্রহ্মনাগস্য, গদাধরস্য, কালিদাসস্য, ভাববেঃ, মুরারেঃ, ভানোঃ, চক্রপাণেঃ, পালিতস্য, বসন্তদেবস্য, বসুকল্পদত্তস্য, উমাপতিধরস্য, ধনপালস্য, জনচন্দ্রস্য, ভগীরথদত্তস্য, বসুসেনস্য, শ্রীধরনন্দিনঃ ধরণীধরস্য, শঙ্করদেবস্য, শরণ দেবস্য, বীরমিত্রস্য প্রভৃতি।

কালিদাস, ভারবি, মুরারি মিশ্র, ও বীরমিত্র পরিচিত লোক। বীর মিত্রোদয় নামক দায়ভাগ গ্রন্থ সর্ব্বজন পরিচিত, সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণ্যও অবিসংবাদিত সত্য। আর নাগ, দেব, দত্ত, ধর, চন্দ্র, সেন, ও নন্দী উপাধি বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, সর্ব্বজাতিসাধারণ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সর্ব্বজনীন নহে, সুতরাং ইঁহাদিগকে বৈদ্য ভাবাই কর্ত্তব্য। ভানু দত্ত বৈদ্য চক্রপাণিদত্তের বড় ভাই, তাঁহাদের বৈদ্যত্বেও সকলে অসন্দিহান। তবে পাল ও পালিতগণ—হয় মাহিষ্য, না হয়, বৈদ্যই ছিলেন। শ্রীপতি

দত্ত তাঁহার কলাপপরিশিষ্টে প্রভৃতের উদাহরণস্থলে পালিত উপাধি বৈশ্যত্ব-সংসূচক বলিয়া জানাইয়াছেন (রাজন্যবিশাং বা এই সূত্রে) এই উপাধির বৈদ্যও পূর্ব্বে ছিলেন এরূপ শুনিতেছি। তবে সোম ও নাগবৈদ্যগণের পূর্ব্বেই তাঁহারা কায়স্থ হইয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রকে বল্লাল গুণবান্ দেখিয়া কৌলীন্য দিলেন, সেই নবগুণাধার কুলীনের একজনকেও শ্রীধর উদাহরণ স্থলে হাজির করিলেন না কেন? বল্লালের অনুগ্রহে নির্গুণ ভৃত্যসন্তানেরা (ঢাকুরের মতে শূদ্রেরা) কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বিজও ছিলেন না, সংস্কৃতের জ্বালাযন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় নাই, কাজেই শ্রীধর তাঁহাদের নাম গ্রহণ করেন নাই। শ্রীধরকেও দাসকায়স্থ বানাইবার কোনও অজুহতও আমরা দেখিতে পাইলাম না, কাজেই নগেন্দ্র বাবুর করুণ ক্রন্দনে আমাদিগকে বধির হইতে হইল! আমরা পক্ষান্তরে দেখাইতেছি যে বটুদাশ ও কবি শ্রীধরদাশ উভয়েই বৈদ্যজাতীয় পন্থদাশ ছিলেন ও ভরত মল্লিক বর্ত্তমান সময়ের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে বৈদ্যের খাতায় ভর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন।

নরসিংহস্য দাশস্য জজ্ঞিরে পঞ্চ সূনবঃ।
সন্তোষো মাধদাশশ্চ বটুদাশস্তদন্তিমঃ।
পরৌ প্রবোধকল্যাণৌ ভরদ্বাজস্য সুনুজাঃ॥ ৩২৭ পৃঃ

অর্থাৎ পন্থদাশবংশীয়, নরসিংহ দাশের পাঁচ পুত্র। সন্তোষ দাশ, মাধব দাশ, বটুদাশ, প্রবোধ ও কল্যাণ দাশ, তাঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয় দাশের দৌহিত্র।

দেবানন্দাৎ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ শ্রীধরঃ কবিভূপতিঃ।
অন্যোরাজ্যধরঃ তস্মাৎ শ্রীমান্ বিশ্বাসকঃ পরঃ॥
কবেঃ শ্রীধরদাশস্য যঃ পুত্রো গুণবানভূৎ।
স দেবায়িকুমারস্য দুহিতু র্গর্ভসম্ভবঃ॥ ৩২৮
ইতি নরসিংহদাশসুতেষু তৃতীয়বটুদাশভাগঃ। ৩৩০ চন্দ্রপ্রভা।

অবশ্য শ্রীধর আপনাকে বটুদাশের বংশধর বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত বলিতেছেন যে, তিনি বটুদাশের জ্যেষ্ঠ সহোদর সন্তোষদাশের বংশধর।

কিন্তু ইহাতে কোনও ভাবনা করিতে হইবে না, কেননা পঞ্জী-প্রণেতারা অনেক সময়ে লোকের মুখে শুনিয়া লিখিতেন বলিয়া এরূপ ভুল হইত। অথবা বটুদাশ মহাসামন্ত ছিলেন, এজন্যও শ্রীধরের পক্ষে বংশের বড়র নাম করা বিচিত্র নহে। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত কায়স্থগণ তাঁহাদের কুলপঞ্জিকাহইতে এই নামের দুই ব্যক্তিকে হাজির করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত কাহার পক্ষে আমাদিগের দাবীদারী অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আরও একটী কথা বলা যাইতেছে। শ্রীধর দাশ তাঁহার গ্রন্থে লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের নামও কবির শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবস্য সায়ং ব্যাবর্ত্তমানোঽখিলসুরভিকুলধ্যানসঙ্কেত। শ্রীমৎকেশবসেন দেবস্য

পাতু ত্রিলোকীং হরিরব্ধিবারৌ
প্রমথ্যমানে কমলাং বিলোক্য।
অজ্ঞাতহস্তচ্যুতভোগিনেত্রাঃ
কুর্ব্বন্ বৃথা বাহুগতাগতানি ॥

যদি এই শ্লোক দুইটী লক্ষ্মণ ও কেশবসেনকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরপ্রণেতা বল্লাল, এই শ্লোক-প্রণেতা লক্ষ্মণ ও কেশব বৈদ্য ছিলেন। কেন না এপর্য্যন্ত কায়স্থকৃত কোনও শ্লোক কাহারও চক্ষে পড়ে নাই। নগেন বাবু স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

"তৎকালে কোনও বৈদ্য জাতি যে এরূপ উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। Notices of Sanskrit Mss Vol III. P. 134.

কায়স্থ শব্দ—৬০১ পৃঃ বিশ্বকোষ;

আমরা যে যে প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে মহাসামন্ত বটুদাশ ও মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাশ যে বৈদ্যই ছিলেন, তাহা বোধ হয় মনে করিতে কেহই ইতস্ততঃ করিবেন না। লক্ষ্মণের পাঁচ জন সভাপণ্ডিতের মধ্যে কি তিন জনই (উমাপতি ধর, শরণ দেব ও ধোয়ি কবিরাজ) চেনা বৈদ্য ছিলেন না? আদিশূরের সভা কি সর্ব্বাদৌ চারি জন বৈদ্য কবিদ্বারাই গঠিত হইয়াছিল না? নগেন বাবু তৎপরেই বলিতেছেন যে—

"তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সান্ধি-বিগ্রহিক

ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে ইঁহার বংশধরগণ "অর্দ্ধ কুলীন" বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা মৌদ্গল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় সন্তানগণকে পুরুষোত্তমের বংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।" ঐ ৬০৩ পৃষ্ঠা।

নগেন বাবুর মতন অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি এ জগতে আর কাহারও নাই। পঞ্চভৃত্যসন্তানের মধ্যে পৌরুষোত্তমী দত্তগণ মৌদ্গল্যগোত্রীয় ইহা পরিজ্ঞাত স্বীকৃত সত্য। কিন্তু আবার ভরদ্বাজগোত্রীয়দত্তগণকেও ভৃত্যসন্তান বানাইবার জন্য এ বাহুবিস্তার ও মুখব্যাদান কেন? আমাদিগের বিশ্বাস ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তেরা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। পুরুষোত্তম দত্তেরা মৌদ্গল্য ও ভরদ্বাজ উভয়গোত্রীয় হইতে পারেন না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটকেরা পুরুষোত্তমকে ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলে তাহা ভুল হইয়াছে। নগেন বাবু কেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকার সেই বচনাবলির অধ্যাহার করিলেন না? আর লক্ষ্মণের সান্ধি-বিগ্রহিক নারায়ণদত্ত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদ্য ও তাঁহারা লোধ্রবলীদত্ত ছিলেন। দিনাজপুর ও সুন্দরবনের তাম্রফলকে নারায়ণ ও ভানু দত্ত উভয়েই সান্ধি-বিগ্রহিক বলিয়া বিবৃত কিন্তু তাঁহাদের গোত্র যে মৌদ্গল্য, এবং তাঁহারা যে ফরিদপুর অঞ্চলের কায়স্থ দত্তগণের কেহ কেটা, তাম্রফলক, তাহা বলে না, নগেন বাবু কেবল নিজের দুরন্ত উদ্ভবনীশক্তির বলেই এই সকল দিবাদুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন।

দিনাজপুরতাম্রফলক —শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণদত্তং সান্ধি-বিগ্রহিকং।

সুন্দরবন—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণী (পতেঃ) ভানুসান্ধি-বিগ্রহিকেণ

এখন পাঠকেরা দেখুন, ইহার মধ্যে ইঁহারা ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য, কায়স্থ কি নবশাখ, মৌদ্গল্যগোত্র, কি ফরিদপুরবাসী, ইহার কোনও কথাই নাই, আছে কেবল নগেন বাবুর লোল-জিহ্বা ও লোবাকাঙ্ক্ষা। পক্ষান্তরে দেখুন চেনা বৈদ্য চক্রপাণিদত্ত তদীয় চক্রদত্তগ্রন্থে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা উঁহাদের বৈদ্যত্বসমর্থনে কত দূর তটস্থ।

গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়ো হৃন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলী কুলীনঃ শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥

তত্র শিবদাসসেনঃ——গৌড়াধিনাথঃ, নয়পালদেবঃ। তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমিতি মন্ত্রী। ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ। সুনয়ঃ ইতি নীতিমান্। অন্তরঙ্গাৎ ইতি লব্ধান্তরঙ্গপদবিকাৎ ভানোঃ অনু। তেন ভানোঃ অনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুলসম্পন্নোহি ভিষক্ অন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলীকুলীন ইতি লোধ্রবলীসংজ্ঞকদত্তকুলোদ্ভবঃ।

আমরা এখানে শিবদাসের দুইটী কথায় সায় দিতে পারিলাম না। তিনি আন্দাজে বলিয়াছেন—নারায়ণ নয়পালের মন্ত্রী ও পাকশালাধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ তাম্রশাসনে যখন লক্ষ্মণের নাম রহিয়াছে, তখন তিনি লক্ষ্মণেরই মহানসাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী ছিলেন বুঝিতে হইবে। আর লোধ্রবলী আর কিছুই নহে, উহা শাণ্ডিল্যগোত্রের দত্তদিগের সমাজস্থান। উক্তঞ্চ

বটগ্রামলোধ্রবল্যৌ শাণ্ডিল্যদত্ত-পত্তনে

চন্দ্রপ্রভা—৮ পৃষ্ঠা।

সুতরাং বুঝিতে ও মানিয়া লইতে হইবে যে প্রথমে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদ্য নারায়ণ দত্ত লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ও সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। পরে তাঁহার বার্দ্ধক্যে বা উপরতির পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভানুদত্ত (চক্রপাণির বড় ভাই) সেই পিতৃপদে আরোহণ করেন।

অতঃপরও কি কেহ নগেনবাবুর আন্দাজ গ্রাহ্য করিয়া আমাদের প্রমাণ-গুলিকে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিতে চাহিবেন ? অতঃপর নগেন বাবু কথা সরিৎসাগরের একটী শ্লোক তুলিয়া ——

সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহৃতেনার্থসঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যসৃজৎ লেখহারকম্॥ ৪২।৯১

বলিতেছেন যে—"কথা-সরিৎ-সাগরের ইংরাজী অনুবাদক এই সন্ধি-বিগ্রহকায়স্থের অর্থ—Secretary for foreign-affairs অর্থাৎ পররাষ্ট্রসচিব লিখিয়াছেন"

অর্থাৎ তাহা হইলে মানিয়া লইতে হইবে যে পূর্ব্বে কায়স্থগণ কত বড় বড় চাকরী করিতেন। আমরা কিন্তু সাহেবেরা আমাদের বেদ ও উপ-

নিষদের কি অর্থ করিলেন, কিংবা খোদাবকশের আইন আকবরী কাহাকে "কয়েথ" বলিলেন, তাহা আদবেই গ্রাহ্য করিয়া থাকি না। যে সাহেবেরা (মোক্ষ মূলর ও বুলার) (সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যঃ ১২।৪।৪ অঃ মনু) অর্থ করিয়াছেন Samveda is sacred to the manes, এবং যাঁহারা তরমৎ্য করিয়াছেন Rig Veda, from fire, Jajur Veda from air, and SamVeda from sun, আমরা সেই সাহেবদের কোনও কথা কাণে দূরে থাকুক, চক্ষুতে স্পর্শ করিতেও দূরতঃ নারাজ। ফলতঃ

"সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ"

কথার অর্থ—যাঁহারা সন্ধি-বিগ্রহের হুকুম হুকুমমত কাগজে লিখিতেন পরন্তু সন্ধি-বিগ্রহের হুকুম দিতেন না। নগেন বাবুর অধ্যাহৃত শ্লোক দুইটিই সেই অর্থের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে——

রাজ্ঞাতু স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সান্ধি-বিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেৎ রাজশাসনং॥

ব্যবহারাধ্যায়। ব্যাস।

জ্ঞাতং ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ।

বৃহস্পতি। বিশ্বকোষ ৫৮২ পৃঃ।

আর এই লেখক কায়স্থগণও যে ঘোষ বসু, গুহ মিত্রের কেহ ছিলেন, তাহাও নহে। ইঁহারাও যে কোনও জাতীয় কায়স্থ বা কেরাণী মাত্র।

নগেন বাবু বলিয়াছেন যে বৈদ্যেরা কখনও সান্ধি-বিগ্রহিকের উচ্চ পদ পাইতেন না। আমরা দেখাইয়াছি যে নারায়ণ দত্ত ও ভানু দত্ত উভয়েই বৈদ্য ও উচ্চ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যান্য বহু ব্যক্তিসম্বন্ধেও বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে। ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেন কাঁচড়াপাড়ানিবাসী মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথকবিরাজ আপনার সাহিত্যদর্পণে লিখিতেছেন যে—

ইতি শ্রীমন্নারায়ণচরণারবিন্দমধুব্রতসাহিত্যার্ণব
কর্ণধারধ্বনিপ্রস্থাপনপরমাচার্য্যকবি-সূক্তিরত্নাকরা
ষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গসান্ধি-বিগ্রহিক
মহাপাত্রশ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতৌ সাহিত্যদর্পণে
কাব্যস্বরূপনিরূপণো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইহাদ্বারা ইহাই জানা গেল যে বিশ্বনাথ কবিরাজ নিশ্চিতই কোনও রাজার প্রধান মন্ত্রী (মহাপাত্র) ও সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্রও ঐরূপ উচ্চপদস্থ ছিলেন বলিয়া বিবৃত।

"যথা মম তাতপাদানাং মহাপাত্রচতুর্দ্দশভাষাবিলাসিনীভুজঙ্গমহাকবীশ্বর শ্রীচন্দ্রশেখরসান্ধি-বিগ্রহিকাণাম্। ৫২ পৃ

অর্থাৎ আমার পিতা মহাকবি চন্দ্রশেখর চতুর্দ্দশভাষাবিৎ মহাপাত্র ও সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসূনু
শ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতং প্রবন্ধং।
সাহিত্যদর্পণ মমুং সুধিয়ো বিলোক্য,
সাহিত্যতত্ত মখিলং সুখমেব বিত্ত। সমাপ্তি।

তবে ইতিহাসের মরুভূমি ভারতে ইঁহারা যে কোন্ রাজার প্রধান মন্ত্রী ও সান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন, তাহা জানা যায় না। একালের ভরত মল্লিক প্রভৃতিই যখন রাজার নাম ও জাতির কথা লেখেন নাই, তখন প্রাচীনদিগের কথা আর কি বলিব ? তবে ভরতের গ্রন্থে বৈদ্য অন্তরঙ্গখান প্রভৃতি উপাধি ও নবাবদিগের নাম লিখিত থাকাতে জানা যায় যে ভরতপ্রভৃতি কোনও মুসলমান নবাবের রাজবৈদ্য, আর বিশ্বনাথপ্রভৃতি কেশবসেন বা দনুজমাধব-সেন প্রভৃতি কাহার মন্ত্রী ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

বিশ্বনাথের গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র, অভিনগুপ্তপাদ, বেণীসংহার, উদয়নাচার্য্য, লোচনকর, ধর্ম্মদত্ত, ও নারায়ণদত্ত-প্রভৃতির নাম এবং জয়দেবের গীত-গোবিন্দের শ্লোক উদ্ধৃত থাকায় মনে হইতেছে যে তিনি জয়দেবাদির পরবর্ত্তী ও চৈতন্য-দেবের কিঞ্চিৎপূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কেননা বৈদ্যকুলকেতু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তৎকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সাহিত্যদর্পণের প্রমাণ ও বৈদ্য কবি কবিকর্ণপূর "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" সাহিত্যদর্পণের এই সূত্রটি তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে উত্তোলন করিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভাতেও বৈদ্যজাতির মহাগৌরব বিশ্বনাথ কবিরাজের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশপদ্যং---

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ব্যাত্যক উচ্যতে ॥
চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা—৩৮২ পৃঃ

অনন্তসেনস্য সুতাস্ত্রয়োঽমী জজ্ঞিরে ততঃ।
কবিরাজো বিশ্বনাথো জগন্নাথ স্তুতঃ পরঃ।
ভুবনানন্দসেনোঽমী শক্তিগোপালসূনুজাঃ ॥
বিশ্বনাথোঽজাতপুত্রঃ পরিজগ্রাহকন্যকাং।
বরাহনগরোদ্ভূতশুক্লাম্বরতনূদ্ভবাম্ ॥
চতস্রঃ কন্যকাস্তত্র জাতা দত্তাঃ কুলোচিতং।
জনমেজয়দাশায় দত্তৈকা কচুয়াকুলে ॥ ১১০ পৃঃ
জনমেজয়দাশস্য কন্যকে দ্বে বভূবতুঃ।
নরহট্টবিশ্বনাথকবিরাজসুতোদরে ॥ ৩০৮ পৃঃ চন্দ্রপ্রভা।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে বিশ্বনাথের পিতার নাম ত চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র, আর এ বিশ্বনাথ ত অনন্তসেনাত্মজ? তা ঠিক, কিন্তু এক ব্যক্তির দুই তিন নাম থাকাতে সংবাদদাতা ভরতকে যে নাম জানাইয়াছিলেন, তিনি সেই নামই লিখিয়াছেন। রবিসেনমহামণ্ডলের পিতার নাম ভরত লিখিয়াছেন "তোম্বু" সেন ও কণ্ঠহার লিখিয়াছেন "ডমন" সেন। সুতরাং ইহাতে কোনও দোষ ঘটে নাই। তৎপর বিশ্বনাথ বংশহীন ছিলেন, সুতরাং ৪০০।৫৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বনাথের কথা সুদূরদেশবাসী ভরতকে কেহ বিশেষ করিয়া না বলায় ভরত বিশ্বনাথের কোনও বিশেষ পরিচয়ই পাইতে পারেন নাই। বৈদ্যকুলকেতু কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরশিদাবাদের গোয়াশবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপে অবস্থানকালে তিনি সাহিত্যদর্পণের খোঁজ পাইয়া-থাকিবেন। ভরত উহার অস্তিত্ব কর্ণগত করিতেও পারিয়াছিলেন না। বিশ্বনাথ সেনহাটির রবিসেন মহামণ্ডলের (ভরতমতে ৫ম ও কণ্ঠহারমতে ৭ম) পুত্র বিনায়ক সেনের অনন্তরবংশ্য। নিবাস কাঁচড়া পাড়া, গাঙ্গেয়িসন্তান।

সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ যে বৈদ্য ও পিতাপুত্রে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল, অতঃপর আরও দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

মহাপুরুষ এবাসৌ সুরথো গুণসাগরঃ।
কৃষ্ণখান ইতি খ্যাতো লোকে সর্ব্বত্র ভূষিতঃ ॥
যোঽসৌ গৌড়াবনীশস্য মহাপাত্রতয়া শ্রুতঃ।
অদ্যাপি যস্য সদ্‌বৈদ্যৈর্গীয়তে সমিতৌ যশঃ ॥ ২৩ পৃঃ ঐ

এতদ্দ্বারা জানা গেল রাঢ়ের কৃষ্ণ খাঁ মহাকুল সুরথসেন কোনও মুসলমান গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন।

স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণং।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ ॥ ৪৯৬—৪ তরঙ্গ

বেশ বুঝা গেল কাশ্মীররাজ দামোদরগুপ্তকে তাঁহার মন্ত্রী করিয়াছিলেন। আমরা অনাবশ্যক বোধে আর উদাহরণের সমাহার করিলাম না।

যাহা হউক জানা গেল যে কোনও কায়স্থ কোনও দিন সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন কিনা, তাহারই প্রমাণাভাব, তাঁহারা সন্ধি ও বিগ্রহবিষয়ক কাগজ পত্র লিখিতেন বটে। তবে সম্প্রতি কাটোয়ার মুন্‌শেফ বেনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৭ শালের ফাল্গুনের প্রবাসীতে বল্লালের যে তাম্রশাসন মুদ্রিত করিয়াছেন, উহাতে লিখিত আছে যে—

জিতনিখিলক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লালসেনভূপালঃ।
বাসুশাসনে কৃতদূতং হরিঘোষসান্ধিবিগ্রহিকম্ ॥

সং ১১বৈশাখ দিনে ১৬ শ্রীমি—মহা সংকরণনি ॥ প্রবাসী ৫৩১ পৃ

কিন্তু মুদ্রিত কাগজে হরিঘোষের নাম নির্দ্দেশ থাকিলেও আমরা ইহা প্রকৃত তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কেন না এ বিষয়ে যাঁহারা Expert তাঁহারাও জঙ্কারযুক্ত ফলকের পাঠ উদ্ধার করিতে সম্যক্ সমর্থ নহেন। এই খানেই যে "ওবাসু" ও "ফরণনি" কথা দুইটি আছে ইহাও বিকৃত পাঠোদ্ধার। জঙ্কারে ধ—ক ও ক—ব হইয়া থাকে। সাহিত্য পরিষৎসভাতেও ত্রিবেদি মহাশয় একখানী ঘোষকৃত টীকা হাজির করেন। তিনি আমার প্রশ্নে বলেন যে স্থানটা লেবড়ান, দাস কি ঘোষ ঠিক পড়া যায় না। ঐ টীকার দাসকে যেমন কেহ "ঘোষ" করিয়াছেন, তদ্রূপ কেহ যে দাস বা দত্তকে ঘোষ পড়েন নাই বা করেন নাই তাহার প্রমাণ কি? সাহিত্য-

পরিশিষ্টপত্রে এই মাত্র "ঘোষ" পাঠ পড়িলাম। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ অশ্বঘোষের নামের ন্যায় হরিঘোষও একটী নাম পরন্তু এ ঘোষ পদবী নহে।

নগেন বাবু অতঃপরও বলিতেছেন যে—"রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, অশ্বঘোষকায়স্থবংশীয় ১৬ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন; তন্মধ্যে প্রথম দুর্ল্লভবর্দ্ধন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুর্ল্লভবর্দ্ধন জাতিকায়স্থ ছিলেন না। নগেন বাবু বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া এই বিরোধ ঘটাইয়াছেন। বস্তুতঃ রাজতরঙ্গিণীর পাঠ দৃষ্টে জানা যায় যে দুর্ল্লভবর্দ্ধন কাশ্মীররাজসরকারের "অশ্বঘাস" কায়স্থ ছিলেন। রোজ রোজ কত ঘোড়ার ঘাস খরচ হইত, বেচারা তাহারই হিসাব রাখিতেন। তবে তিনি সুন্দর পুরুষ ছিলেন, জাতিতেও নিশ্চিতই রাজজাতীয় হইবেন, তাই রাজা তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদান করেন ও কালে তিনিই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

হেতুং সরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ
অথাশ্বঘাসকায়স্থং চক্রে দুর্লভবর্দ্ধনম্॥ ৪৮৯—৩ তরঙ্গ।

নগেন বাবু কিন্তু বিশ্বকোষে পাঠ "অশ্বঘোষ" কায়স্থ করিয়াছেন। কিন্তু "অশ্ব" কি কখনও কাহার নাম থাকে? আর এ পাঠই বা তিনি কোথায় পাইলেন? তিনি ফুট-নোটে বলিতেছেন যে "সোসাইটির মুদ্রিত রাজ-তরঙ্গিণীতে "অশ্বঘামকায়স্থ" লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে "অশ্বঘোষ" কায়স্থ পাঠ আছে।"

"অশ্বঘোষ" পাঠ থাকিলেও পাঠমাত্রেই বুঝা যায় যে, উহা লিপিকর প্রমাদ। আর পাঠ "অশ্বঘাসকায়স্থ" হইলে উহা "ভাণ্ডারকায়স্থ" ও "পুরকায়স্থ" প্রভৃতি কথার ন্যায় কোনও একটী প্রকৃত অর্থব্যঞ্জক হইতে পারে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না যে কায়স্থজাতি কোনও দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নবাবী আমলের কেমিকেল রাজা ও কেমিকেল বাদসার কথা স্বতন্ত্র। অবশ্য চন্দ্র-দ্বীপের দে রাজারা প্রকৃত রাজা বা বড় জমিদার ছিলেন। কিন্তু উহা দ্বিজত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বলব্ধ নহে, পরন্তু প্রসাদলব্ধ। দনুজমর্দ্দনদে, চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর ভৃত্য ছিলেন। ওয়াইজ সাহেব তাহা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন,

কিন্তু কি প্রমাণে জানি না নগেন বাবু তাঁহাকেই শিষ্য বানাইয়াছেন ও দনুজ মর্দ্দন দে, এবং বৈদ্য দনুজমাধবসেনকে ভেল্কিবলে এক করিতে যাইয়া বহু বার বিফলযত্ন হইয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার সে ক্লীবোদ্যম ক্ষীণ হয় নাই, তিনি সম্প্রতি আবার একটা বাঙ্গলা পদ্যের খনির আবিষ্কার করিয়াছেন ! যাহা হউক এই সকল অপ্রাসঙ্গিক ও অমূলক প্রমাণ হাজির করিয়াও নগেনবাবু যখন মনে মনে বুঝিলেন বুদ্ধিমান্ লোকেরা ইহাতেও বশীভূত হইবেন না, তখন তিনি শূদ্র কায়স্থের দ্বিজত্বপ্রতিপাদনজন্য কায়স্থ পত্রিকায়

"কায়স্থপণ্ডিতবংশ"

নামে একটী শিরোনামা দিয়া বহুবসুসন্তানকে নবদ্বীপের নূতন ন্যায়ালঙ্কার করিয়া বসিলেন। কেন না আজি হিন্দুরাজত্ব অস্তমিত !!! আমি বল্লালমোহ মুদ্গরে লিখিয়াছিলাম যে "কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় প্রতিষিদ্ধ। তৎপাঠে নগেনবাবু আমার প্রতি রোষপরবশ হইয়া কায়স্থপত্রিকার পঞ্চম বর্ষের ৭ম সংখ্যার ২০২ পৃষ্ঠাতে কায়স্থকে সংস্কৃত উপাধিমান্ দ্বিজ ও আমাকে মিথ্যাবাদী জানাইবার জন্য লিখিতেছেন যে—

"কি জ্বলন্ত মিথ্যারটনা ! লোকে মুখে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারে, কিন্তু হাতে কলমে লিখিয়া ছাপাইতে এতটা মিথ্যা বলিতে পারে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য"।

ধন্য বড়গলা ! আমার ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে, কেন না জ্ঞানের রাজ্যে আমি ক্ষুদ্র বালক। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখিয়াছি, নগেনবাবু আমাকে এতদূর প্রশংসা না করিলেই ভাল হইত। যে জাতিকে বিদ্যাসাগরের দয়ায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট সংস্কৃত পাঠের অধিকার গলায় সাপ বান্ধিয়া ভিক্ষা করিয়া লইতে হইয়াছিল, সে জাতি শূদ্র নয় ও তাঁহারা আবহমান কাল সংস্কৃতের পঠনপাঠনা করিতেন, ইহাই কি তবে প্রকৃত সত্য ?

ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টলপ্রভৃতি দেশের বৈদ্যগণমধ্যে কেহ কেহ কায়স্থসংস্পর্শী, সুতরাং শূদ্রগন্ধি, কিন্তু তাঁহাদিগেরও সংস্কৃত অধ্যয়ন নিষিদ্ধ নহে, পরন্তু অধ্যাপনাতেও তাঁহারা পূর্ণাধিকারবান্. পক্ষান্তরে আমূল কায়স্থজাতি

দেবনাগর অক্ষর ছুঁইতেও অধিকারী নহেন। শম্ভুবিদ্যারত্নের বিদ্যাসাগর জীবনীর ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, বিদ্যাসাগর রাজা রাধাকান্ত দেবকেও শূদ্র ও সংস্কৃত পাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কায়স্থগণ সংস্কৃতজ্ঞ হইলে কি তাঁহাদের রচিত একটী সংস্কৃত শ্লোকও মানুষের চক্ষে পড়িত না?

"তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত"। (শম্ভুবিদ্যারত্ন)। "আর সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব শূদ্রবংশোদ্ভব, তবে তাঁহাকে কি কারণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? (বিদ্যাসাগরোক্তি)।

নগেনবাবু দক্ষিণরাঢ়ীয় যদুনাথবসুকে সার্ব্বভৌম, তৎপুত্র কুলচন্দ্রকে বৈদ্যশেখর, লোকনাথকে বাচস্পতি, পৌত্র হরিশঙ্করকে শিরোমণি, প্রাণশঙ্করকে বৈদ্যচূড়ামণি প্রভৃতি করিয়াছেন (২০৫-৬ পৃঃ)। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির সমর্থনজন্য কেন তাঁহার হস্তগত প্রমাণেরও অধ্যাহার করিলেন না? দক্ষিণরাঢ়ীয় যে কায়স্থকুলপঞ্জিকাতে উঁহাদের নাম আছে, তাহাতেই ত উঁহাদের এই সকল উপাধিরও উল্লেখ থাকার কথা? যে জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা এত উচ্চ উপাধিমান্ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সে জাতির সন্তানেরা কেন গবর্ণমেণ্টের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে কৃপাপ্রার্থী হইলেন? সে কালের কোনও কায়স্থ সংস্কৃত জানিলে কি তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা ব্রাহ্মণে লিখিয়া দিতেন? আমি প্রথমবারে লিখিয়াছিলাম যে বৈদ্যের উপাধি বিদ্যাভূষণ, সার্ব্বভৌম ও শিরোমণি প্রভৃতি, আর কায়স্থের উপাধি শিকদার, দফাদার, তরফদার ও সরদার প্রভৃতি (১৩০৯ শালে), অমনি কায়স্থপুংগবেরা তৎপরই ডজনে ডজনে উপাধি লইতে আরম্ভ করিলেন। তবে এই সকল উপাধি আত্মনেপদী কি পরস্মৈপদী, তাহা তাঁহারাই জানেন।

আর আমি কায়স্থকে সংস্কৃতে নিরক্ষর ও অনধিকারী বলিয়াছি, ইহা আমার মিথ্যা হইল, কিন্তু বিদ্যাসাগর ও শম্ভুবিদ্যারত্ন যে প্রকাশ্য গ্রন্থে আমূল কায়স্থজাতিকে শূদ্র ও সংস্কৃতে অনধিকারী এবং অপাংক্তেয় বলিলেন, নগেনবাবু কেন তাহাতে বাঙ্‌নিঃসরণও করিলেন না? শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু যে হিতবাদীর মোকদ্দমায় নিজ মুখে বলিলেন "আমরা শূদ্র ও আমরা মন্ত্র

উচ্চারণে অনধিকারী," নগেনবাবু তাঁহাদিগকেই বা কেন মিথ্যাবাদী বলিয়া বিশেষিত করিলেন না? সাহিত্যপরিষৎসভায় প্রকৃত কায়স্থ বাবু বিহারিলাল সরকার যে নগেনবাবুর সম্মুখেই আপনাকে শূদ্র ও বেদাধ্যয়নে অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন নগেনবাবু কেন তাঁহাকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া থামাইয়াদিলেন না? কায়স্থগণ শূদ্র ও তাঁহারা সংস্কৃতে অনধিকারী, ইহাই কি প্রকৃত নিসর্গসুন্দর ঐতিহ্য নহে?

আমি কোনও দিন আমার গ্রন্থে কোনও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কেহ দেখাইয়াও দেন নাই। কিন্তু কায়স্থেরাই "দেব" কাটিয়া "সেন" ও "বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণী" কাটিয়া "ধরাবেদব্যোমক্ষৌণী" করিয়াছেন।

ভৃগুনন্দী কায়স্থ প্রধান—ভৃগুনন্দী মন্ত্রীর প্রধান

বল্লাল যেমন করে }—কায়স্থপুত্র বল্লাল
তাহার তাহা হয়. } যা করে তা হয়,

দক্ষিণের এই অংশদ্বয়েও কায়স্থবিশেষের কূটলীলা বিদ্যমান কি না, তাহা প্রবীণেরা বলিবেন। যাঁহারা

সদাসেনের বেটা	দনুজমাধবদে	ও
দনুজমাধবসেনকে	দনুজমর্দ্দনদে	

লিখিতেছেন ও করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহারাই প্রকৃত মিথ্যাচরণ করিতেছেন কি না, সে বিষয়েও প্রবীণেরা প্রমাণ। আর বৈদ্যরাজা আদিশূরকে কল্পিত "জয়ন্তে" পরিণত করার মানসে বংশীবদনের নাম দিয়া কায়স্থপত্রিকায় যে বচনাদি অধ্যাহৃত হইয়াছে, উহাও মিথ্যা কি না তাহাও সুধীগণ বলিবেন।

যাহা হউক আমরা নিম্নে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণবৎ উপাধি থাকার প্রমাণ হাজির করিতেছি, নগেনবাবু তাঁহার উক্তির সমর্থনজন্য প্রমাণপ্রদর্শন করুন, নতুবা লোকে তাঁহাকেই মিথ্যারটনাকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, তাঁহার পঞ্চ গন্ধর্ব্বস্বামী তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বিক্রমপুর—হরিসেনাদ্ভুতৌ পুত্রৌ দ্বাবেব চ গুণান্বিতৌ।
সার্ব্বভৌমো জগন্নাথঃ কনীয়ান্ রামচন্দ্রকঃ॥

বিদিতসকলশাস্ত্রো ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ,
নিখিলগুণনিবাসো রামবংশাবতংসঃ।
ধবলবিমলকীর্ত্তী রাজপাশানিবাসঃ,
সুকবিজনবরেণ্যঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রসিদ্ধঃ।
পল্লীযশোরঞ্জিনী।

যশোহর—রমানাথঃ সার্ব্বভৌমঃ কন্যামেনাং ব্যুবাহচ।
সেনহাটী রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ।
জ্যেষ্ঠোঽসৌ কণ্ঠাভরণো মধ্যমঃ কবিভারতী॥
কনীয়ান্ কণ্ঠহারশ্চ। কণ্ঠহারঃ।

রাঢ়— চায়ুশ্রীপতিদাশস্য বিদ্যাভূষণসংজ্ঞিনঃ।২০৬

চন্দ্রপ্রভা। রামচন্দ্রস্য দাশস্য পুত্রো বিশ্বেশ্বরোঽভবৎ।
বাচস্পতিরিতি খ্যাতো গুণবান্ সচ্চিকিৎসকঃ॥৩৫৯
রূপনারায়ণো জ্যেষ্ঠো যশ্চূড়ামণিসংজ্ঞকঃ।
পরো রত্নেশ্বরো বাচস্পতি রন্যস্ত রাঘবঃ॥৪০৮

ইহা ছাড়া খ্যাতনামা কবি ঈশ্বরগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র দাশ বাচস্পতি, বিক্রমপুর মুরারিসেন দোবে, শিবানন্দ—বাচস্পতি ও নিমবংশের অন্য একজন সার্ব্বভৌমোপাধিক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় উপাধি বহু বৈদ্যই ধারণ করিয়াগিছেন। তৎপর সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ ও সাহিত্যদর্পণাদি ভূরি ভূরি গ্রন্থ বৈদ্যপণ্ডিতের বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দান করিতেছে, পক্ষান্তরে কায়স্থের পৃষ্ঠ সাদা। নগেন বাবু কোন্ সাহসে প্রমাণ না দিয়া পত্রিকায় এই সকল আচাভূয়া কথা লেখেন, তাহা তিনিই জানেন!! যাহা হউক ইহাতেও আমরা কায়স্থকে দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

অতঃপর ছিন্নরথচক্র ব্যর্থসর্ব্বস্ব নগেনবাবু শিলাখণ্ডের আশ্রয় লইয়া বলিতে লাগিলেন যে—

"সংস্কৃত ইতিহাস—প্রাচীনকায়স্থজাতির প্রকৃততত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির অনুসরণ করা উচিত, অধুনা বিদ্বজ্জনসমাজে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির প্রমাণই মুখ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে।" ৫৮১ পৃঃ বিশ্বকোষ।

হাঁ যদি সত্যপরায়ণ লোকেরা তাম্রপট্ট বা শিলাপট্টে কিছু উৎকীর্ণ করেন, তবে তাহা ও সত্যবাদীরা যাহা কাগজে লিখিয়া রাখেন তাহাও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু আমাদিগের এ বর্ব্বর দেশে সে আশাও সুদূরপরাহত। তাহা হইলে আমরা একই মনুতে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুল্য-ভাবে প্রমাণ দেখিতে পাইতাম না।

পতিরন্যো ন বিদ্যতে।

দিনে দুপুরেও কেহ এ * * * করিতে সাহসী হইতেন না। ফলতঃ ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গলা মুলুকে সে আশা করা বৃথা। আমরা সংস্কৃতে এম এ পাশ করা একজন পদস্থ বি এল ও একজন মহামান্য বিদ্যানিধির নিকটই শুনিয়াছি যে হোব্ব চোব্ব কেহ কেহ নাকি কত প্রস্তর বা তাম্রফলক নূতন তৈয়ার করিয়াছেন, কেহ বা শ্যামলবর্ম্মার পিতা বিজয়বর্ম্মাকে বিজয়সেন করিয়া দিয়াছেন। পূজনীয় অক্ষয়কুমার-মৈত্রেয় ও কৈলাসচন্দ্রসিংহমহাশয় স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে মিত্র রাজেন্দ্র-লাল ও পণ্ডিতাগ্রণী উমেশচন্দ্র বটব্যাল বহুস্থলে তাম্রফলকাদির শ্লোকের কোনও কোনও অংশ ছাড়িয়া দিয়া, কোনও কথা বা নূতন যোজনা করিয়া তবে ইচ্ছামত অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে শিলা বা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকের প্রতিই বা আমরা কিরূপে আস্তাবান্ হইতে পারি ? উহা ত এই দেশের গ্রন্থ-প্রক্ষিপ্তকারীদিগেরই বংশধরদিগের কাহারও খোদিত ? যদি শিলালিপিও ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে অভিসন্ধি পূর্ব্বকই জাল করা না হইত, তাহা হইলে আজি আমরা বাঙ্গলার সেনরাজ-গণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে শুনিতাম না। যাহা হউক নগেন বাবু যে শিলালিপির কথা বলিতেছেন, উহাতেও এমন কোনও কথা নাই যে তৎসাহচর্য্যে কায়স্থের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

"শিলালিপি—শিবগুপ্তের পিতা মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে সর্ব্বপ্রথম মহাসান্ধি-বিগ্রহিক কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা——

লিখিত মিদং ত্রিফলীতাম্রশাসনং মহাসান্ধি বিগ্রহিরাণকশ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ শ্রীমা × কিল প্রিয়ঙ্করাদিত্যসুতেনেতি।" ৫৮৫ পৃঃ

হাঁ এখানে কায়স্থ "মহাসান্ধি-বিগ্রহী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু

ইনি জাতি কায়স্থ নহেন, বংশেও দত্ত ছিলেন না, এ কায়স্থ অর্থ "কেরাণী"। তাঁহার নাম "মল্লদত্ত" উপাধি "আদিত্য"। পিতার নাম প্রিয়ঙ্কর! বৈদ্যের মধ্যে আদিত্যগণ নিকৃষ্ট বৈদ্য ছিলেন। —

লক্ষ্মীধরস্যৈকসুতোঽপ্যনন্তঃ
থানান্তরগোঽজনি গৌড়দেশে।
পিতুঃ কুসম্বন্ধবশেন বঙ্গা
দিত্যস্য কন্যাজঠরোদ্ভবোঽসৌ॥ চন্দ্রপ্রভা—৩৫ পৃঃ

সুতরাং—এই মল্লদত্ত নিশ্চিতই বৈদ্য ছিলেন। কেননা শাসন সকল সংস্কৃতে লিখিত হইত, সে অধিকার জাতিকায়স্থের ছিল না।

"উৎকীর্ণিতং মাধবেন" ৫৮৫ পৃষ্ঠা ঐ বিশ্বকোষ।

নগেন বাবুর অধ্যাহৃত এই কথাতেই প্রকাশ পায় যে আদিত্যবংশীয় বৈদ্য মল্লদত্ত যাহা সংস্কৃতে লিখিয়াছেন, মাধব তাহাই তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

"দত্ত উপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে মহাসান্ধি-বিগ্রহিকপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।" ঐ ৩৮৩ পৃঃ।

সে দত্তদিগকে কি নগেন বাবু কায়স্থ প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন? কেন দত্ত নারায়ণ ও দত্ত ভানু-প্রভৃতি কি বৈদ্য চক্রদত্তের পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা নহেন? কেন মহাকুল ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের, মধ্যের একজনেও এ উচ্চ পদ পাইলেন না? শ্রীধর দাশ তাঁহার সদুক্তি কর্ণামৃতে এবং দীনেশ বাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যগ্রন্থে তিন চারি শত কবির নাম লইয়াছেন, কেন উহার মধ্যে একজনও ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের নাম পরিদৃষ্ট হয় না। ফলতঃ এই দত্ত বা আদিত্যগণ সকলেই বৈদ্য ছিলেন। সাহিত্যদর্পণেও আমরা ধর্ম্মদত্ত ও নারায়ণদত্তের বিরচিত শ্লোকাবলী ও অলঙ্কারসূত্র সকল উদ্ধৃত দেখিতে পাই। এই নারায়ণ দত্ত বৈদ্যই লক্ষ্মণের মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন! তবে সর্ব্বজিৎ কায়স্থ ভ্রাতারা যখন বৈদ্য ভরত মল্লিক, রামপ্রসাদ সেন, শুভঙ্কর দাশ, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য ও মুখোপাধ্যায় কীর্ত্তিবাস ওঝাকেও কায়স্থ বানাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে নারায়ণ ও মল্লদত্তপ্রভৃতির

বেলা মল্লযুদ্ধ উপস্থিত করিবেন ইহাই ঠিক। নগেন বাবু বহু দত্তের নাম লইয়াছেন, কিন্তু যেখানে রাজার উপাধি গুপ্ত (চন্দ্রগুপ্তের মত নামৈকদেশ নহে) ও অমাত্যগণের উপাধি ঘোষ না, বসু না, মিত্র না, গুহ না, পরন্তু "দত্ত" তথায় নগেন বাবুর একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করাই উচিত ছিল।

"শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, পূর্ব্বকালে রাজসংসারভুক্ত কায়স্থ রাজা, সন্ধি-বিগ্রহী, ও মন্ত্রীপ্রভৃতি কখনই শূদ্র অথবা বর্ণ সঙ্কর ছিলেন না। তাঁহারা যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।" ৫৮৫ পৃঃ।

কিন্তু আমরা নগেন বাবুর এ প্রত্যেক দুঃস্বপ্নেরই খণ্ডন করিয়াছি। ঘোষ, বসু, গুহ, ও মিত্রবংশীয় কোনও কায়স্থই হিন্দু আমলে রাজা, মন্ত্রী, উজির বা বাদসা ছিলেন না। কায়স্থ যে জাতীয়ই হউন, তিনি কেবল লিখিয়াই মরিতেন। তবে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় কায়স্থ (লেখক) গণই বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কেননা তাঁহারা সংস্কৃতে রাজাদেশ বিরচিত করিতেন। অতএব নগেন বাবুর শিলাখণ্ড শতধা ছিন্ন হইয়া গেল কিনা তাহা বুদ্ধিমান্ কায়স্থ ভ্রাতারাই বিচার করিয়া বলুন। যাহা হউক

"উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও তাম্র-শাসন দ্বারা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে"। ৪৭৪ পৃঃ এখন স্থির হইল কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজা-তির অন্তর্গত"। ৫৮৬ পৃঃ

আমরা নগেন বাবুর এই অপসিদ্ধান্তে কিছুতেই আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। কেননা তিনি বহু অপ্রাসঙ্গিক কথারই অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই উহার একটী কথাও।—তিনি কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে ম্যাপ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন যে দেখ কায়স্থগণ রাজার কত নিকটে থাকিতেন, অতএব তাঁহারা দ্বিজ !! কিন্তু আমরা জানি ও ব্যবহারজ্ঞ ব্যক্তিরাও জানেন যে কেহ নিকটে বসিলেই সে উচ্চ জাতি হয় না।

পাঙ্খাপুলার নিকটে থাকে। হাতপাটেপা চাকর গায়ে ঘেশিয়া বসে,

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী রাজার হাতে হাতে পান দেয়, ঐরূপ রাজা বা মন্ত্রী কিং বা প্রাড্‌বিবাকের কথা শুনিয়া লিখিতে হইত বলিয়া কায়স্থ বা লেখকগণকেও রাজার নিকটেই বসিতে হইত। হাইকোটের বেঞ্চ ক্লার্কেরাও ঐরূপ বসিয়া থাকেন। অপিচ একায়স্থও জাতিকায়স্থ নহে, পরন্তু লেখক। তৎকালে এই লেখক কায়স্থেরা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যদুক্তং মহর্ষি শুক্রাচার্য্যেণ—

পঞ্চ হস্তং বসেয়ুর্বৈ মন্ত্রিণো লেখকাঃ সদা
শুক্র নীতি।

সমঃ সুহৃচ্চ সম্বন্ধী হ্যুত্তমাঃ মন্ত্রিণঃ স্মৃতাঃ।
অধিকারিগণো মধ্যোঽ ধমৌ গণকলেখকৌ॥ ২।২৬৬

মন্ত্রী ও লেখকেরা রাজার পাঁচ হাত দূরে বসিবেন। সুহৃৎ ও কুটুম্বগণ রাজার সমকক্ষ; মন্ত্রিগণ উত্তম, অধিকারিগণ (যেমন মাণ্ডলিক, সেরেস্তাদার ও পেষকার প্রভৃতি) মধ্যম ও গণক এবং লেখকগণ অধমকর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য।

সুতরাং ম্যাপ আঁকিয়া কি নগেন বাবু বুদ্ধিমৎসমাজে যশোলাভের দুরাশা করিতে পারেন? তবে নগেন বাবু তাঁহার জাতির আরও দুচার জনের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার লোক নহেন। লোকে বিশ্বাস করুক, কি নাই করুক, তাঁহাকে তাঁহার জেদ যেন বজায় রাখিতে হইবেই। তিনি বাণী পত্রিকায় আবার দনুজমর্দ্দনদেকে সেনবংশীয় দনুজমাধবের সহিত অভিন্ন প্রমাণ করিতে যাইয়া বহু কৈফিয়ৎ তলপের মধ্যে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে—

"সম্রাট্‌ বলবনের আমলের কয়েক বর্ষপরেই সুবর্ণগ্রাম মুসলমান অধিকার ভুক্ত হইল, মহারাজ দনুজমাধব সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।" টীকায়ও লিখেন "আধুনিক গ্রন্থে দনুজ মাধব দেব দনুজ মর্দ্দন নামে খ্যাত।" ৩০৯পৃ ১৩১৭ শাল আশ্বিনকার্ত্তিকবাণী।

নগেন বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? ইহা কি কোন গ্রন্থের অনুবাদ? সুবর্ণগ্রামের দনুজমাধবসেন যে দনুজমাধবদে ও তিনি ক্রমে যে দনুজমর্দ্দনে পরিণত হইয়া সমুদ্রতীরে যাইয়া দেহ রাখিলেন, তাহা কে বলিতেছে? কেন

নগেন বাবু ইহার প্রমাণ দিলেন না ? তবে ইহা যদি নগেন বাবুর শ্রীধর দাশ ও নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির ন্যায় "স্বপ্নাদ্য" বস্তু হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

প্রকৃত ধর্ম্মভীরু ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় তাঁহার চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে দনুজমর্দ্দনদে হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচজন দে কায়স্থের নাম লইয়াছেন। তাহার পরেই বসু ও তৎপর মিত্রোপাধিক কায়স্থরাজগণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমার নিজের জন্মভূমি ও শিক্ষাস্থান এবং উক্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের গৃহ অতি নিকটস্থ। বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের অনেককে ব্যক্তিগতভাবেও জানি, তাঁহাদের একজনও একথা বলেন নাই যে আমরা রাজা বল্লালসেনের কেহ কেটা। সে বংশের হইলে তাঁহারা তাহা গোপন না করিয়া প্রকাশই করিতেন। ্রজসুন্দরবাবুও তাঁহার ইতিহাসের কুত্রাপি লিখেন নাই যে "আমি বর্ত্তমান রাজগণের নিকট জানিয়াছি যে চন্দ্রদ্বীপের রাজারা বল্লালের অনন্তরবংশ্য"। বরং তিনি দনুজমর্দ্দনদেকে চন্দ্রশেখরচক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়াই লিখিয়াছেন ও দনুজ হঠাৎ চড় ভূমির রাজা হইলেন, ইহাই তাঁহার গ্রন্থে লেখা আছে। পক্ষান্তরে বল্লালের গুরুবংশে চন্দ্রশেখর নামে কেহ ছিলেন—এরূপ দেখা বা জানা যায় না, বরং বল্লালের গুরু অনিরুদ্ধ নামক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাই বহু প্রমাণে পাওয়া যায়।

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব এশিয়াটিক জার্ণেলে লিখিয়াছেন যে The history of the chandradvip family as given by themselves is as follows :—

It is curently belived that the sons of the five kayasthas who accompanied the five Brahmans from konoj, in the reign of Ballal sen settled in Bakla chandradvip. a porgona which included the whole of the modern zilla of Bakargange with the exception of Mahal Silimabad. The first of the chandradvip family was Donuj Mardon De. J. A. S. B. Vol X l, ii Part 1 Page 206-8

ওয়াইজ সাহেব বলিতেছেন যে এই বিবরণ তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের

নিকট হইতেই পাইয়াছেন। রাজারা বল্লালের কেহ কেটা হইলে কি তাঁহারা তাঁহার নাম না লইয়া কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের নাম লইয়া বড়াই করিতেন? রাজারা কি ওয়াইজের নিকট দনুজমর্দ্দনদে ভিন্ন দনুজমাধব দে বলিয়াও বলিয়াছেন? ওয়াইজ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

Another legent connected with chandradvip is in formar days a holy ascetic by name chandra shekhar chakravarty was in the habit of travelling about with his servant Danuj Mordon De- Chandra shekhar then predicted to his servant that the sea would soon become dry land, and that he would be the Raja of it. He also told him to call it Chandradvip after the name of his master. J. A. S, B. Vol X L ii Page 206—8. নগেন বাবুও লিখিতেছেন যে—

বিশ্বকোষ	' এশিয়াটিক জার্ণেল
"প্রবাদ এই চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তি নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন, দনুজ মর্দ্দন দে নামে তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন।"	I have not been abble to ascertain. from the geneologies of ancient families whose son Danuja—Madhab was
চন্দ্রদ্বীপ শব্দ	J. A. S. B, Vol L X V. Part.

সুতরাং দনুজ মর্দ্দন দে বল্লালসেনের আণ্ডা বাচ্চা কেহ নন্, পরন্তু তিনি চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তিনামক এক সন্ন্যাসীর ভৃত্য ছিলেন, তিনি নূতন চড়ের রাজা হয়েন। পক্ষান্তরে দেশীয় কুলজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দনুজমাধবকে।সেনবংশীয় রাজাদের সন্তান বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি কেন এক সন্ন্যাসীর সহিত শিষ্য বা ভৃত্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে যাইবেন? নগেন বাবু নিজেও বিশ্বকোষ ও এশিয়াটিক জার্ণেলে এরূপ কথা লিখিয়াছেন যে তাহাতে দনুজমাধবসেন ও দনুজমর্দ্দন দেকে কখনই এ ব্যক্তি ভাবা যাইতে পারে না।

কেন? যদি দনুজমর্দ্দন দে ও দনুজমাধব সেন এক ব্যক্তিই হয়েন, তাহা

হইলে নগেনবাবু কেন দনুজ মাধবের বাপ দাদার নাম জানিতে পারিলেন না ? কুলজ্ঞেরা কি দনুজমাধবের বাপ দাদার নাম লিখিয়া যান নাই ? যদি তাহাই না পারিলেন তবে তিনি কেমন করিয়া এশিয়াটিক জার্ণেলে দনুজমর্দ্দন দে ও দনুজ মাধব সেনকে এক ও উভয়কে সদা সেনের নন্দন বলিয়া পরিচিত করিলেন ? আশ্চর্য্য এই যে তত্রত্য নাম তালিকায় (বল্লাল মোহমুদ্গর ২৩৩ পৃষ্ঠা দেখ) বল্লালাদি সকলের নামেই "সেন দেব" লিখিয়া দনুজ মাধবের বেলাই দেব লিখিলেন, সেনটা ভেলকীতে উড়িয়া গেল ! ! পক্ষান্তরে হরিমিশ্র বলিতেছেন যে,—

বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোভূৎ মহাশয়ঃ।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
মতিং নাপ্যকরোৎ দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াৎ ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রা স্তত্র স্থাতুং তদা পুনঃ।
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাৎ অনন্তরং।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ ॥

৩য় সংস্ক সম্বন্ধনির্ণয় ৭১১ পৃষ্ঠা।

বচনাবলীর কতক নাই, পাঠ সংলগ্ন হইতেছে না। তথাপি দনুজ মাধব যে সেনবংশীয় পরন্তু দে দনুজমর্দ্দন নহেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর যিনি "সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ", তিনিই যাইবেন একজন চক্রবর্ত্তীর সহিত ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে ? শ্রদ্ধেয় শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণও বাণীর টীকায় বলিয়াছেন যে "দনুজমাধব যে সেনবংশীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহা বহু মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে সপ্রমাণ।" তবে নগেনবাবু একবার যে হাতীর দাঁত বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা আর কেমন করিয়া ভিতরে ঢুকাইবেন ? "আমি এটা ভুল করিয়াছি" সরলভাবে ইহা বলিলেই মিটিয়া যাইত, কিন্তু নগেনবাবু সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি বাণীতে প্রমাণ দিলেন যে—"চন্দ্রদ্বীপ সমাজের বঙ্গজকায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে—

দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি
সেই হইল বঙ্গজকায়স্থগোষ্ঠীপতি ॥ ৩০৯ পৃঃ বাণী।

আমরা কিন্তু এর্য্যন্ত এই পঞ্জিকাখানির নাম অদ্যাপি শ্রবণ করি নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা ইহা জ্ঞাত থাকিলে নিশ্চয়ই ওয়াইজ সাহেব ও ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ইহার খবর পাইতেন ও উল্লেখ না করিয়া মৌনী থাকিতেন না। বাঙ্গলার আর কোন ব্যক্তি কোনও দিন এই কারিকার অধ্যাহার করেন নাই। নগেনবাবুও ইহা কত পৃষ্ঠার কত শ্লোক ইত্যাদি কিছু ঠিকানা দেন নাই, সুতরাং আমরা ইহাতে আস্থা সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। তিনি পুনরায় লিখিতেছেন—"দ্বিজবাচস্পতির বঙ্গজকুলপঞ্জিকায় এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়—

সত্যেন কার্ণ্যঘোষায় পশ্চাৎ ভীমগুহায় চ।
মহদ্রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ ॥

অর্থাৎ জয়বসু প্রথমে কার্ণ্যঘোষকে আর ভীমগুহকে এবং তৎপরে মহারাজ দনুজমাধবকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।" বাণী—৩০৯ পৃষ্ঠা। আমরা এই দ্বিজবাচস্পতির নামও এই প্রথম কর্ণগত করিলাম। এই বচনের অস্তিত্ব ও প্রামাণ্যত্বেও আমরা সন্দিহান। এই উভয় পঞ্জিকা নগেনবাবু নিজে চক্ষে দেখিয়াছেন কি না, কে কোথা হইতে তাঁহাকে দিলেন, বস্তুতই উহারা প্রাচীন হস্তলিপি কি না, ইহা জনসাধারণকে জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। নগেনবাবু চন্দ্রদ্বীপের রাজাদিগকে সেনরাজগণের নাতি বলিয়া পরিচিত করার জন্য এ বিষয় ঠিক জানিয়া লিখিয়াছিলেন যে—

"After I had finished the above article, I obtained from an old Ghataka of Faridpur, a vangshabli of the Kings of chandradvip. This bangshabali in a verse clearly describes Jayadeba the fifth King of chandardvip, a descanded from the Sendynasty. The Sloka runs thus:—

তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো সেনবংশসমুদ্ভবঃ।

J. A. S. B. Vol L.×V. Pat I. Page, 37.

কিন্তু আমারা কায়স্থ ভ্রাতৃগণের (শশিভূষণ নন্দী) মুদ্রিত কায়স্থ কারিকার ৬৮।৬৯ পৃষ্ঠাতে উহা এই ভাবে মুদ্রিত দেখিতে পাইয়া থাকি।—

তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী ।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালোদেববংশসমুদ্ভবঃ ॥ *

স পরে থাকিলে "ভূপালো" ওকার হইতে পারে না। নগেনবাবু এই কায়স্থকারিকার বচনাবলীর দ্বারা আপনার বিশ্বকোষ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহাকে কখন "ধ্রুবানন্দী-মিশ্রকারিকা," কখনও বা "চন্দ্রদ্বীপ বংশাবলী" প্রভৃতিও বলিয়াছেন, অথচ তিনি কেন যে এই প্রকৃত পাঠ দেখিতে পাইলেন না ও একজন অজ্ঞাতনামা বা আকাশকুসুম বুড় ঘটককে বিশ্বাস করিলেন, ইহা কম আশ্চর্য্য ও অল্প দুঃখের বিষয় নহে। ঘটকটী বুড়া, বাড়ী ফরিদপুর, এত হাঙ্গাম সহিতে পারিলেন, অথচ তাঁহার নাম ও বাসস্থান কি ও কোথায়, কোন্ গ্রন্থ হইতে তিনি এই কথাটী পাইলেন, নগেনবাবু ইহা জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন। কেবল ইহাই নহে নগেনবাবু কায়স্থপত্রিকার ৪০৫ পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে—সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত প্রাচীন কুলগ্রন্থে পাইয়াছি।

কায়স্থপত্রিকা	কায়স্থকারিকা
ধরাবেদব্যোমক্ষৌণী	জয়ধরান্বয়ে জাতো।
মিতে সিংহস্থভাস্করে।	মিত্রসেনো মহামতিঃ।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ	চকার রাজ্যবিস্তারং
শ্রীমদ্‌বল্লালভূপতিঃ ॥	লৌহিত্যাৎ স্বর্ণপূরকম্ ॥ ক।

বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্করে।
অভবৎ তস্য পুত্রশ্চ শ্রীমান্ বল্লালভূপতিঃ ॥ খ। ৪৪ পৃষ্ঠা

কেন নগেন বাবু কায়স্থকারিকার একজন পোকা হইয়াও বংশীবদনের বচনে সন্দিহান হইলেন না ? ফলতঃ বল্লাল কি মিত্রসেনের নন্দন ছিলেন ? তাঁহার বাপ কি বিজয়সেন নহেন ? ফলতঃ ধ্রুবানন্দের নাম দিয়া শশী বাবু যে কারিকা ছাপাইয়াছেন, উহারও যেমন একটী বর্ণও সত্য নহে, তদ্রূপ বংশীবদনের নামীয় এই কারিকাও কৃতক।

কেবল ইহাই নহে, নগেন বাবু কায়স্থগণকে দালভ্যগোত্রের ক্ষত্রিয়ে পরিণত (বস্তুতঃ কিন্তু বাঙ্গলায় একজন কায়স্থও এই গোত্রের নাই)

করিবার জন্য রেণুকামাহাত্ম্যের ৪৭ অধ্যায়ের বচন তুলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও হেমন্তকুমার বিদ্যাভূষণ তাঁহার কায়স্থতত্ত্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—

"এই রেণুকা মাহাত্ম্য ৪০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ৪৭ অধ্যায় হইতে নগেন্দ্র বাবু কিরূপে শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। ৪০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ পুস্তকের ৪৭ অধ্যায় কোথা হইতে আসিল? ১৮ পৃঃ

"স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ড হইতে ৩৮।৩৯ পৃষ্ঠায় যে বচনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐগুলি প্রভাস খণ্ডে খুঁজিয়া পাইলাম না"। ঐ।

আর টাঙ্গাইলের বাবু রসিক চন্দ্র বসু টাটকা বৈদ্য রামপ্রসাদ সেনকে রামপ্রসাদ দাস কায়স্থে পরিণত করিবার জন্য কেমন সাহসে নির্ভর করিয়া দিবা দুই প্রহরে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদপূর্ণ ৩।৪টী প্রবন্ধ লিখিয়া বসিলেন!!! অথচ বৈদ্য রামপ্রসাদসেনের পৌত্রপ্রপৌত্রগণ ৩।৪ ডজন সশরীরেই হালিসহর ও কলিকাতায় বর্ত্তমান!!

তবে আন্দুলের রাজনারাণমিত্রপ্রণোদিত ভট্টপল্লীর তর্কচূড়ামণি হলধরই এ বিষয়ের প্রথম স্বস্তিবাচী। তাঁহারা উভয়ে তলা কুড়াইয়া ক্লেশ পাইতে রাজী হয়েন নাই, তাঁহারা একেবারে আঠি সমেত আস্ত গিলিবারই উদ্যোগ করিয়া গিয়াছেন। আমরা সাধারণের চক্ষুঃ প্রসন্ন করিবার জন্য কায়স্থকৌস্তভের তৃতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটী সামান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

(১)। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য—কায়স্থঃ। সর্ব্ববর্ম্মাবর্ম্মণঃ। কলাপব্যাকরণ কর্ত্তা। ইতি কলাপ।

(২)। কৃত্তিবাস ওঝা—কায়স্থঃ। পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, ইহার ওষ পদবী ছিল। ইনি মুরারি ওঝার নাতি। ইহাদিগের সমাজ ফুলে খরদহে ছিল। ওষ কায়স্থকে অপভ্রংশ ভাষায় ওঝা শব্দে লোকমান্য করিয়া কহিত। যথা ঐ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ভাষা রামায়ণ আদ্যকাণ্ডে ৩৮ পত্রাঙ্কে এবং সুন্দরাকাণ্ডে ৮৫ পত্রাঙ্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই গ্রন্থকর্ত্তা ভণিতাদ্বারা নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এবং আর আর গ্রন্থ, রাজতরঙ্গ, কায়স্থহিতার্ণবেও লিখিত প্রমাণ আছে। ইনি কায়স্থবংশজ, ইহার পদবী পণ্ডিত ছিল।

৩। ভরতমল্লিক—কায়স্থঃ। ভরতমল্লিকবসু বর্ম্মণঃ। অমরকোষ ও ভট্টির টীকাকার।

৪। শুভঙ্করদাস—কায়স্থঃ। মহারাজ শৃঙ্খল অর্থাৎ শুভঙ্কর নামে খ্যাত। গণনাবিদ্যা এবং অঙ্কবিদ্যা ও বীজগণিতবিদ্যাবেত্তা। ইতি অঙ্ক বিদ্যা।

৫। অমরসিংহ—কায়স্থঃ। অমরসিংহ জৈনেন্দ্রবর্ম্মণঃ। অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা এবং ব্যাকরণের টীকা কর্ত্তা। ইতি অমরকোষ।

৬। ত্রিলোচনদাস—কায়স্থঃ। ত্রিলোচন দাসঠাকুরবর্ম্মণঃ। চৈতন্য মঙ্গলগ্রন্থকর্ত্তা। ইতি চৈতন্যমঙ্গল।

৭। কায়প্রকাশবর্ম্মণঃ—কায়স্থঃ। বিদ্যানগরের রাজা, রাজচক্রবর্ত্তী। বেদের আর্য্যাচ্ছন্দঃকর্ত্তা ও বক্তা। যথা

হর্ষাশ্রুস্তিমিতদৃশঃ প্রমোদরোমাঞ্চকঞ্চুকিতদেহাঃ।
আর্য্যাগীতং ভক্ত্যা গায়ন্তি শ্রীপতেশ্চরিতসম্বন্ধাৎ॥

৮। দুর্গাদাসসিংহবর্ম্মণঃ—কায়স্থঃ। বেণীসংহারনাটককর্ত্তা।

ইতি বেণীসংহারনাটকং।

৯। ভট্টনারায়ণসিংহবর্ম্মণঃ
১০। ব্রজরাজসিংহবর্ম্মণঃ
} কায়স্থঃ। বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শনের টীকাকার। ইতি বৈশিষিকভাষ্য।

১১। শ্রীমান্ রাজারাধাকান্তদেববর্ম্মণঃ—শব্দকল্পদ্রুম ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত্তা। এবং এই অভিধানে রাজা প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ওঙ্কার উচ্চারণ-পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমরা অনাবশ্যক, বিশেষতঃ বিরক্তিকর বোধে আর অধিক উদাহরণের সমাহার করিলাম না, ইহা লইয়া সমালোচনা করিলেই সামাজিকগণ টের পাইবেন যে কায়স্থগণ জাতিতে বড় হইবার জন্য ১১০ ধারার আশামীর মতন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগুলিকে ধরিয়া কত টানাটানী করিয়াছেন ও সে টানাটানীর জের এখনও কেমন চলিতেছে।

শর্ব্ববর্ম্মা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মহারাজ শালিবাহনের গুরু ছিলেন। রাজার শিক্ষার নিমিত্তই তিনি কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন।

ভার্য্যায়া ভাষিতং বাক্যং (মোদকং দেহি) নিশম্য শালিবাহনঃ।

সর্ব্বং নিবেদয়ামাস গুরবে শর্ব্ববর্ম্মণে॥

শঙ্করস্য মুখাৎ বাক্যং শ্রুত্বা চৈব ষড়াননঃ।

লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে "কলাপ ইতি কথ্যতে॥ কলাপভূমিকা।

রাজা শালিবাহন "মা উদকং দেহি", বিদুষী ভার্য্যার এই কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে "মোদক" দিয়া লজ্জিত হয়েন। পরে গুরুকে আপনার মূর্খতার কথা জানাইলে তিনি কলাপ রচনা করিয়া তাঁহাকে পড়ান। যদুক্তং চতুর্ভুজেন——

বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাতবিক্রমঃ।
শালাব্দো নির্ণয়ো যস্য সর্ব্বলোকাবগোচরঃ॥
বৈদ্যবংশসমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্ব বর্ম্মা চকার শব্দশাসনম্॥
ব্যাকরণং কলাপাখ্যং মূলসূত্রং বিচক্ষণঃ।
শালবন্ধুহিতু বংশে জাতঃ শত্রুবিমর্দ্দনঃ॥
আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
সদ্বৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রকরগ্রহঃ॥

অর্থাৎ বঙ্গদেশে শালবান্ নামে এক জন বৈদ্য রাজা ছিলেন," তাঁহার আদেশেই শর্ব্ববর্ম্মা কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন। বাঙ্গলা দেশে যে শাল নামে অব্দ প্রচলিত, যাহার সংখ্যা ১৩১৮, লোকে ভ্রম বশতঃ যাহা হিজিরা বা এলাহি সন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন (বস্তুতঃ হিজরী সনের পরিমাণ ১৩২৯—৩০ ও এলাহি সনের পরিমাণ ১৩১৭, এবং সৌর-গণনা-মতে উহাদের প্রকৃত পরিমাণ আরও বহু ন্যূন) সেই শালাব্দ উক্ত বৈদ্য শালিবাহনরাজারই প্রবর্ত্তিত। মহারাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানবাসী ক্ষত্রিয়শালিবাহন শকাব্দার প্রবর্ত্তক। আর মহারাজ আদিশূরও বৈদ্য বটেন, তিনি উক্ত শালবান্ রাজার দৌহিত্র বংশ্য। বলিতে পার চতুর্ভুজ পঞ্জিকা মানিব কেন? মানা না মানা তোমাদের একতার, কিন্তু আমি পাঁচ খানী চতুর্ভুজ মিলাইয়া ইহা পাইয়াছি। দিনাজপুরের প্রখ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত বরদাকান্তরায় বিএল বিদ্যারত্ন, তাঁহার নিজ হস্তলিখিত যে চতুর্ভুজ আমায় দিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা আছে, অপিচ এই পঞ্জিকা প্রায় ৬।৭ শত বৎসরের প্রাচীনতম।

প্রণম্য বিশ্বেশ্বর মাদিদেবং ;
সংস্তুত্য বাণীং কুলদেবতাঞ্চ।
চতুর্ভুজো নাম কবিঃ সুরম্যাং
কুলপ্রকাশার্থ মিমাং তনোতি ;
চতুর্ভুজঃ সেনকুলাবতংসঃ,
বৈদ্যঃ শ্রিয়া সর্ব্বগুণানুরাগী।
শাকেঽঙ্কষট্বাহুশশিপ্রমাণে,
চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্য ॥

অর্থাৎ চতুর্ভুজ সেন ১২৬৯ শাকে এই বৈদ্যকুলপঞ্জী প্রণয়ন করেন। সুতরাং রাঢ়ের দুর্জ্জয় দাশও ইহার পরবর্ত্তী পঞ্জীপ্রণেতা বটেন। বোধ হয় সেনভূমির "ঋষিস্থত্রে" পঞ্জীই ইহা হইতে একমাত্র বর্ষীয়সী। যাহা হউক যিনি বৈদ্যের কুলগুরু ও কলাপব্যাকরণ-প্রণেতা, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, পরন্তু সৎশূদ্র কায়স্থ ছিলেন, ইহা বোধ হয় জীবন্ত কেহ বিশ্বাস করিবেন না।

কৃত্তিবাস ওঝা মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় শব্দ বিকারে ওঝা হইয়া থাকে। তাঁহারা ফুলের মুখটী ছিলেন, শেষ বারে গাঙ্গুলীকন্যা বিবাহ করেন। কৃত্তিবাস নিজেই বলিতেছেন যে——

কুলে শীলে ঠাকুরালী ব্রহ্মচর্য্যগুণে।
মুখটীবংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লভিলেন কৃত্তিবাস ॥
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী।

এখন বুদ্ধিমান্ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বল দেখি, তখন হলধর, তোমাদিগকে কিরূপ বোকা ঠাহরিতেন। কেননা তোমরা তখন বাঙ্গলা কৃত্তিবাসী রামায়ণও পড়িতে না, বা কেহ পড়িলেও মানে বুঝিতে অসমর্থ হইতে। আদি কাণ্ডের ৩৮ ও সুন্দর কাণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় কি বস্তুতই এ কথা আছে যে কৃত্তিবাস "ওষ কায়স্থ" !!!

ভরত মল্লিক চেনা বৈদ্য, তিনি অমরকোষ ও ভট্টিপ্রভৃতি কাব্যের টীকা করিয়াছেন। তৎকৃত রত্নপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভানামক বৈদ্যকুলপঞ্জীদ্বয় নগেন বাবুও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভরত নিজে লিখিতেছেন যে—

নত্বা শঙ্কর মধচ্ছো গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজো।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্ ॥

সুতরাং হয় হলধর ভরতকৃত ভট্টি-টীকার খবর রাখিতেন না, না হয় তিনি তদানীন্তন নিরীহ কায়স্থভ্রাতৃগণকে বোকা ঠাহরিয়া ঠকাইয়াছেন।

শুভঙ্কর দাশ চায়কুলপ্রভব কোগ্রামী দাশ, তাঁহার পিতার নাম সুবল চন্দ্রদাশ চৌধুরী। বাল্যকালে তাঁহার ডাক নাম ছিল ভৃগুরাম ও প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ দাশ। পরে তাঁহার গুণগ্রামসন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ তাঁহাকে "শুভঙ্কর" উপাধি ও বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাঁহার কৃত আর্য্যাই জগতে শুভঙ্করের আর্য্যা বলিয়া পরিচিত। এখনও নিজ রামপুর গ্রামে শুভঙ্করের সায়র (সাগর) ও বারহাজারী হইতে উক্ত সায়র পর্য্যন্ত ২০ মাইল দীর্ঘ শুভঙ্করী দাঁড়া বিদ্যমান। তাঁহার মাত্র দুই কন্যা ছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের বংশাবলী বিন্যস্ত হইল।

১। সুবলচন্দ্র দাশ চৌধুরী
|
২। জগন্নাথ দাশ বা ভৃগুরাম দাশ
উপাধি শুভঙ্কর।

৩। রুক্মিণী দেবী	৩। চন্দ্রমণি দেবী
৪। শিবানন্দ সেন দৌহিত্র	৪। জনার্দ্দন সেন দৌহিত্র (সাং বামিড়া)
৫। হরিশ্চন্দ্র সেন	৫। ক্ষেত্রনাথ সেন
৬। অজ্ঞাত	৬। শ্রীপতিচরণ সেন
	৭। ক্ষীরোদবিহারী সেন

৩নং চন্দ্রমণি দেবী।

৪। সর্ব্বানন্দ রায় সাং রামপুর	৪। বঙ্কবিহারী বরাট
৫। গোপীবল্লভ বরাট	৫। যাদবচন্দ্র বরাট
৬। জয়কৃষ্ণ বরাট	৬। রামসেবক বরাট
৭। বিনোদবিহারী বরাট	৭। সুরেশচন্দ্র বরাট
	৮। নাবালক (অজ্ঞাত)

ময়মনসিংহের তদানীন্তন টেলিগ্রাফ ছিগ্‌নেলার রাধাবল্লভ বরাট আপনাকে শুভঙ্করের প্রদৌহিত্র সন্তান বলিয়া জানাইয়াছেন। বোধ হয় সংবাদদাতা তাঁহাকে জানেন না। প্রায় ১৯।২০ বৎসর পূর্ব্বে মালদহ নবাব গঞ্জের সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণদেবরায় মহাশয় তখন বঙ্গবাসীতে শুভঙ্কর যে বৈদ্য ছিলেন, এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখেন। আর আমি তাঁহার নিকট পত্র লিখিলে তিনি আমাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন।

নবাবগঞ্জ—৬।৮।৯০।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—মহাশয়! আপনার পোষ্টকার্ডের লিখিতানুসারে "মদনমোহন জীউর বন্দনা" নামক একটী প্রাচীন কবিতাবলী (পুস্তক নহে) আপনার নিকট পাঠাইলাম। শুভঙ্কর আর্য্যা ভিন্ন সেই সময়রচিত আর্য্যানুযায়ী সরল পদাবলীতে বহুসংখ্যক অঙ্ক রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগের মুখে সেই সকল অঙ্ক অনেক শুনিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণও অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করিলে অনেক পদ্যরচিত অঙ্ক পাওয়া যাইতে পারে।

শুভঙ্কর রায়ের দৌহিত্রের বংশধরেরা এক্ষণে জিলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী থানা ইন্দাশের তিন ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী বামিড়া নামক গ্রামে হরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীপতিচরণ সেন, কেশবলালসেন ও সারদাপ্রসাদসেনপ্রভৃতি ও থানা সোণামুখীর দক্ষিণ রামপুরে যজ্ঞেশ্বর বরাট, ও রামসেবকবরাট বাস করিতেছেন।

শশিশঙ্কররায় যাঁহাকে কবিশেখর বা রায়শেখর কহে, ইনিও রাজসভাসদ্ ছিলেন। ইনি মদনমোহন উপাখ্যাননামক একখানী পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের ও শুভঙ্কররায়েরও বিষয় লিখিত ছিল। কিন্তু পুস্তকখানী অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছি না। আমার নিবাস জিলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত ইন্দাসগ্রাম; আমি নবাবগঞ্জের সবরেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত আছি।

বিনয়াবনত শ্রীশ্যামাচরণ দেব রায়
নবাবগঞ্জ মালদহ।

পক্ষান্তরে সম্প্রতি বঙ্গবাসী কাগজে রাঢ়ের গ্রন্থকারপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণগুপ্ত লিখিতেছেন যে,——

"রাঢ় দেশে শুভঙ্কর উপাধিধারী দুই জন পুরুষ ছিলেন। একজনের নাম ভৃগুরাম দাস জাতিতে কায়স্থ। নিবাস হাওড়া জিলার অন্তর্গত আমতাথানার এলাকায় আগুনশি। ইঁহার পিতার নাম বৃন্দাবন দাস। ইনি দাল্‌ভ্যগোত্রীয় চন্দ্রসেনী কায়স্থ, সামাজিক উপাধি বর্ম্মা। গৌড়েশ্বরের অমাত্য কেশবচন্দ্র বসুর পৌত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কেশব বাবু যশোহরজিৎ কচু রায়ের পুত্র সমরেন্দ্রজিৎ রায়কে স্বীয় দুহিতা ভবানীকে অর্পণ করেন। ভৃগুরাম গৌড়েশ্বর সুলতান সাহ সুজার সভাসদ্ ছিলেন। ইঁহার বিদ্যাবত্তা ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দর্শনে তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে শুভঙ্কর উপাধি দিয়াছিলেন।

ইনি লীলাবতীর সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করেন। ভৃগুরামদাসের ভণিতাযুক্ত অনেক আর্য্যা এতদ্দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অঙ্কবিদ্যা নামে ইঁহার রচিত একখানী গ্রন্থ ছিল, কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গবাসী—৮ই এপ্রিল ১৯১১ খৃঃ অব্দ।

আমি বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলাম। এবং চাণক্য যেমন সময়ে সময়ে মন্ত্রী রাক্ষসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না তদ্রূপ আমিও কায়স্থজাতির এই কৌশলপরাকাষ্ঠাসন্দর্শনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।—

অম্বিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম জ্ঞানেন্দ্রনাথবসুনামক বাঁকুড়াপ্রবাসী একজন কায়স্থযুবক তাঁহাকে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমি জানিলাম তাই রক্ষা, নতুবা কায়স্থেরা বলিতেন যে "আমরা কি জানি একজন বৈদ্যই ইহার লেখক, ইহা সত্য না মিথ্যা সে বিষয়ে তিনিই দায়ী।" অম্বিকা বাবু আমার পুরাতন বন্ধু, তাঁহার কেন এত জ্বলন্ত নিঃস্বার্থপরহিতৈষণা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক এখানে কায়স্থ ভ্রাতারা এক গুলিতে সাত বাঘ মারিয়াছেন। প্রথম বাঘ বাঙ্গালায় দালভ্য গোত্রের চন্দ্রসেনী কায়স্থের সত্তাবিষ্কার! দ্বিতীয় বাঘ কায়স্থের সামাজিক উপাধি বর্ম্মা!! তৃতীয় বাঘ সেই কায়স্থবটু আবার গৌড়েশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন; চতুর্থ, বাঘ তিনি সংস্কৃত জানিতেন!!! পঞ্চম বাঘ তিনি আবার লীলাবতীর সরল অনুবাদকর্ত্তা!!! ষষ্ঠ বাঘ অঙ্কের আর্য্যাগুলি বৈদ্যের নয়,পরন্তু কায়স্থের সম্পত্তি, আর সপ্তম বাস মারিয়াছেন একটী বৈদ্যসন্তানকে দিয়া বৈদ্যের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করাইয়া।

আমরা কিন্তু গভীর অনুসন্ধান করিয়াও আগুনশিতে এমন জ্বলন্ত আগুনের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। বস্তুতই আগুনশীতে এরূপ একটা চেনা লোক থাকিলে কি আগুনশীর লপ্ত গ্রাম আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ মিত্র তাহা জানিতেন না? তাহা হইলে কি তিনি তাঁহার কায়স্থকৌস্তভে শুভঙ্করকে "রাজা শৃঙ্খল" বলিয়া বর্ণনা করিতেন? না আগুনশীর লোকেরা (যে গ্রামে দ্বারিকানাথ মিত্রের বাস) শ্যামাচরণ দেব রায় মহাশয়ের বঙ্গবাসীর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ থাকিতেন?

অমরসিংহ পারশব ছিলেন। ব্রাহ্মণপিতৃক পারশবের শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলেও তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন! কোন্ প্রমাণে হলধর তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। ত্রিলোচনদাশ বৈদ্য, নিবাস গৈলা, তিনি কলাপের পঞ্জিকাকার। চৈতন্যমঙ্গলপ্রণেতা কোনও ত্রিলোচন দাস কায়স্থ থাকাও আমরা অবগত নহি। বেণীসংহার নাটক ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণ ও মুগ্ধবোধের টীকা ব্রাহ্মণ দুর্গাদাসের প্রণীত, পক্ষান্তরে হলধর দারুন

মিথ্যা কথা লিখিয়া সেকালের নিরক্ষর নিরীহ কায়স্থগণকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ বেদের আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশক ও বৈশিষিক দর্শনের ভাষ্যকার, ইহা অপেক্ষা মহাদুঃসাহস ও প্রলাপোক্তি আর কি হইতে পারে?

আর রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুমরচয়িতা ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত ও রমেশদত্ত মহাশয় ঋগ্‌বেদের অনুবাদক বলিয়া প্রশংসিত হইলে আমরা বলিব পৃথিবী তুই দুই ভাগ হ, আমরা তোর ভিতরে সেন্দোই।

যাহা হউক যে সামান্য অবস্থা হইতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রেরা আজ সমাজে এত মহোন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের মহিমা ধরে না, ইহার উপর আবার দ্বিজ হইবার জন্য কেন ব্রাহ্মণ বৈদ্যগুলিকে ধরিয়া ১১০ ধারার আশামীর মত এত টানাটানী? কেহ সামনে না বলুক, কিন্তু পরোক্ষে কি প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তই কায়স্থভ্রাতৃগণের এই সকল মিথ্যাচরণ লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন না? কেন তাঁহারা পরের মারা জন্তু খাইতে এত লোলুপ? তাঁহারা এখন ত প্রত্যেকেই প্রভূত প্রতিভাশালী? তথাপি কেন তাঁহারা পরস্মৈপদী উপাধি লইয়া ময়ূর সাজিতেছেন? কেন পরকে দিয়া বই লেখাইয়া আপন বলিয়া পরিচিত করিতেছেন? এ লোকপ্রতারণা কেন? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাঁহারা বীরের ন্যায় স্বীয় বাহুবললব্ধ সম্পৎ ভোগ করুন। কিন্তু দয়া করিয়া তাঁহারা দুর্ব্বল বৈদ্যজাতির বাড়া ভাত আর কাড়িয়া খাইবেন না। এখন নগেন বাবু দেখুন, যদি তাঁহাদের মধ্যে সার্ব্বভৌম, শিরোমণি ও বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিত পরমার্থতই থাকিতেন, তাহা হইলে হলধর, তাঁহাদিগকে আফ্রিকার নিগ্রোদিগের ন্যায় এই সকল বারুদ বানার বুদ্ধি দিয়া ঠকাইতে পারিতেন না। আর কায়স্থজাতিতে এতগুলি পণ্ডিত থাকিলে কখনই তাঁহারা ব্রাহ্মণবৈদ্যের বাথানে ঢুকিয়া এত টানাটানী করিতে না? এবং তাঁহারা "হরিঘোষ" সান্ধি-বিগ্রহিকের নামটাও নির্দ্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

বারেন্দ্রকায়স্থের "ঢাকুর" ও "গৌড়েব্রাহ্মণ" প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন যে

বল্লাল নিত্যানন্দের নাপিতানী ভার্য্যাপ্রভৃতি ও আপনার যোল বেহারাকে কায়স্থজাতিতে ঢুকাইয়া দেন। ক্ষত্রিয়গ্রন্থ চেন্তা মধুসূদন সরকার ও উক্ত ঠাকুরও বলিয়াছেন যে যখন প্রকৃত কায়স্থেরা বল্লালের মেলবন্ধন স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন না, তখন তিনি কান্যকুব্জাগত পঞ্চশূদ্রকে কৌলীন্য দান পূর্ব্বক কায়স্থ জাতিতে প্রবেশ করাইয়া দেন। সেই বল্লাল কি এ হেন ঘোষ হরিকে আপনার মন্ত্রী বা সান্ধি-বিগ্রহিক করিতে পারেন ? ফলতঃ এই তাম্রফলকের

হরিঘোষ

ঘোষোপাধিক হরি নহেন, পরন্তু "হরিঘোষ" নামক ব্যক্তিবিশেষ। আমরা স্থানান্তরে এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিব। অপিচ যে বল্লাল আপনার বেহারাগুলিকে কায়স্থ হইতে দেন, তিনি নিজে কায়স্থ ছিলেন না, পরন্তু বৈদ্যই ছিলেন, তাহাও ইহা হইতে বুদ্ধিমানেরা ঠাহরিয়া লইবেন।

নগেন বাবু বৈদ্য শ্রীশরণ কবি ও বৈদ্য পান্থ বটুদাশকে কায়স্থে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না তাহা প্রবীণেরা বলিবেন। আদিশূরের নবরত্ন সভার চারি জনই বৈদ্য ছিলেন। লক্ষ্মণের পঞ্চরত্নসভার পঞ্চ পণ্ডিতের মধ্যেও উমাপতি ধর ও ধোয়ি কবিরাজ চেনা বৈদ্য ছিলেন। যদুক্তং ভরতেন

উমাপতিধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ।
স এব কাশ্যপগোত্রে জাতো নৃপতিবল্লভঃ॥ ২১পৃ
সুধাংশুরত্রেরিব পুণ্ডরীকসেনাৎ তনূজোহ জনি ধোয়িসেনঃ।
বভূব বীজী স চ শক্তিবংশেহ নবদ্যবিদ্যাকুলসম্পদাঢ্যঃ॥ ২১৩পৃ

শরণদেব ও জয়দেবকেও আমরা "বৈদ্য-গ্রন্থকার" গ্রন্থে বৈদ্য বলিয়া সপ্রমাণ করিব। যাহা হউক আমরা মনে করি অতঃপর কায়স্থ ভ্রাতৃগণ বৈদ্য রাজা, বৈদ্য মন্ত্রী ও বৈদ্য কৃতবিদ্যগণকে কায়স্থে পরিণত করিয়া উচ্চ জাতি বা দ্বিজ হইবার মোঘ প্রয়াস করিবেন না।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব

পাঠক তুমি মহান্ হিমাচলহইতে কন্যা কুমারী ও কিরাতরাজ্যহইতে অপোগ স্থান পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের যোগী, ভোগী, গৃহী, সন্ন্যাসী, উদাসীন, বাল, বৃদ্ধ, বনিতা, উন্মত্ত, প্রমত্ত, জড়, যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, সেই বলিবে যে ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ এক নহে, পরন্তু কাঞ্চন ও কাচের ন্যায় দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কায়স্থ—ক্ষত্রিয়. কৈবর্ত্ত—মাহিষ্য ও শৌণ্ডিকগণ—বৈশ্য, ইহা বিশ্বা-মিত্রের সৃষ্টিতেও দেখা যায় না।

হিন্দুর বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, সন্ধি, কারক, সমাস, ও আখ্যাত, ইহার কোনও স্থানে আমরা একথা জানিতে পারিলাম না যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই ক্ষত্রিয়ের নামান্তর কায়স্থ, কিংবা বৃত্তিভেদে ক্ষত্রিয় দ্বিধা বিভক্ত—

অসিজীবী ও মসীজীবী।

অবশ্য কায়স্থ ভ্রাতারা অর্থের বলে প্রতারকদিগের নিকট হইতে পাতি ও প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু চিত্রগুপ্ত কথাটাই যখন জাল, ঐ নামের কোনও জীবই যখন এ মর বা অমর জগতে ছিল না, এবং ছিল ধরিয়া নিলেও যখন তাঁহারা যে তাঁহার সন্তান, তাহার কোনও প্রমাণ দেখা যায় না, তাঁহারা যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণই যখন সত্য নহে, পরন্তু জাল এবং নগেন বাবু নিজেই যখন সশরীরে স্বাধীনচিত্তে বিনা মত্ততায়, সজ্ঞানে স্বহস্তে সে গুলিকে বহুবার জাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমরাও যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের কোনও নিদর্শন পাইতেছি না, তখন আমরা তাঁহাদিগের এ প্রার্থনা না মঞ্জুর করিতেই বাধ্য হইলাম। চন্দ্রসেন নামে কোনও ক্ষত্রিয় রাজা এ ভারতে ছিল বলিয়া জানা যায় না। চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ ও অগ্নিকুলের কোনও বংশে এ নামের রাজা একজন দেখা যায় না। বঙ্গদেশে একজন বৈদ্য চন্দ্রসেন রাজা সেনভূমে ছিলেন, তাঁহারই অসার অষ্ট পুত্র কায়স্থকন্যা বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হয়েন। তাঁহারাই ধন্বন্তরি গোত্রীয় সেন কায়স্থ। সুতরাং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সুদূরপরাহত।

আমরা ১৪।১৫ খানী সংস্কৃত কোষ পাঠ করিয়া উহার ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ শব্দের কোনও স্থানেই এ কথা জানিতে পাইলাম না যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক পর্য্যায়স্থ (প্রথম সংস্করণ ৩৩৬ পৃঃ দেখ)। সুতরাং

ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন" ?

কায়স্থ ভ্রাতাদের কৌস্তভে তাঁহারা যে অভিধান তুলিয়াছেন, তৎপাঠেও জানা যায় না ও সপ্রমাণ হয় না যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই জীব।

রভস ... ... করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।

কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতে ॥

ধরণী ... ... সচ্ছূদ্রশ্চ মসীশ্চ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।

পরন্তু তাঁহাদের এই প্রমাণই সপ্রমাণ করে যে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব করণগণই জাতিকায়স্থ এবং তাঁহারা মসীশ বা লিপিবৃত্তিক ও সৎশূদ্র। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ও ব্যবহারতও তাঁহাদিগকে মিথিলার "লিখনিদাস" ও সমগ্র বঙ্গে সংস্কৃতের অধ্যয়ন অধ্যাপনানধিকারী শূদ্রই দেখিতে পাইয়া থাকি।

যদি বল যে আমরা ব্রত্যক্ষত্রিয় করণ, তাহাও আমরা মঞ্জুর করিতে পারি না। কেন না ঝাল, মাল, করণ (করণী), নট—প্রভৃতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় তাহা ঠিক, কিন্তু তাহারা সমাজে পতিত ও অনাচরণীয়। পক্ষান্তরে কায়স্থ জাতি সমাজে আচরণীয়। এখনও ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণ কায়স্থভৃত্য পাইতে হিন্দুস্থানী ভৃত্য রাখেন না! তাহার পর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভাবিষয়েও এ জাতি ঐ সকল জাতি অপেক্ষা বহু উচ্চতরস্তরসংস্থ। সুতরাং আমরা ইঁহা-দিগকে ঝালমালর শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তৎপর নানাজাতির সংমিশ্রণে কায়স্থজাতির গঠন হওয়াতে সর্ব্বদেবময় হরি এই কায়স্থগণকে আমরা কাশী যাইতেও ব্যবস্থা দিতে পারি না, আবার মক্কা যাইতে চাহিলেও বারণ করিতে অসমর্থ। হাঁড়ির একটী ভাত টিপিয়া বলা যায় সব ভাত ফুটিল কি না, কেন না ভাতগুলি একই চেলের বিকারজ। পক্ষান্তরে লাবড়ার কদু কায়স্থের একটা টিপিয়া উহার জাত চেনা যায় না।

"কেহ শুভ্র কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত.

বাসবের ধনু যথা ঘনবর শিরে"।

উহাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত আছে, অম্বষ্ঠ আছে, মাহিষ্য আছে, করণ আছে,

আবার কৈবত, তাঁতি ডোম, ডোকলা, কলা, কচু, ধান মান সবই আছে, সুতরাং আমি কেমন করিয়া বলিব কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে, আবার কেমন করিয়াই বা বলিব এ নানখেদাই ক্ষত্রিয়াঙ্গজন্ম ?

জাত হারালে কায়েতের

আবার জাতিবিচার ও পদার্থনির্ণয় কিরূপে হইতে পারে? "মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।" নগেন বাবু তাঁহার কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ের ভূমিকায় নিজেই লিখিতেছেন যে—

"সর্ব্বত্রই তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পর আসন পাইয়া থাকেন"।

যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় নহেন, ইহা তাঁহার জবানেই পাওয়া যাইতেছে? আর তাঁহারা যে অবিশুদ্ধ বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়, তাহারও আমরা কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। পারসী জানি না, সুতরাং আইন আকবরিতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুর কোনও গ্রন্থে আছে বলিয়া আমি জানি না, যাহা আমি জানি না তাহা যে তৈলবটবিনোদী ন্যায়চঞ্চু ও স্মৃতিবঞ্চুরা জানেন, তাহাতেও আমার বিশ্বাস অতি অল্প। প্রমাণ থাকিলে ত তাঁহারা পাতির সঙ্গে সঙ্গেই দিতেন? এখনও ত সে অষ্টনাগের ল্যাজ সভায় বাহির করিতে পারেন? নগেন বাবু তাঁহার জাতির ক্ষত্রিয়ত্বসংসিদ্ধিজন্য শুক্রাচার্য্যের এই বচন তুলিয়া বলিতেছেন

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥ ৪২০ ২য়
শুক্রনীতি।

"কায়স্থকে কোন্ বর্ণমধ্যে গণনা করি? শুক্রাচার্য্য (উশনাঃ) এ বিষয়ে মীমাংসা করিয়াছেন যে—যথা—

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ; লেখক কায়স্থ; শুল্কগ্রহণকারী বৈশ্য; ও প্রতীহারীর কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইবে।

উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ও শূদ্রের কার্য্য পাওয়া যাইতেছে? লেখক স্থানে কায়স্থজাতি হইতেছেন? ইহাদ্বারা আরও বোধ হইতেছে কায়স্থ

ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, অথবা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত নহেন। কায়স্থকে সঙ্করবর্ণমধ্যেও গণ্য করা যায় না। কারণ শুক্রনীতির উক্ত অধ্যায়ে চারিবর্ণের মধ্য হইতেই রাজপুরুষ নিযুক্ত করিবার কথা আছে। আবার কায়স্থকে পঞ্চম বর্ণ বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ, পঞ্চম বর্ণ নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত নীতিশাস্ত্রের মতে কায়স্থকে ব্রাহ্মণবৈশ্যশূদ্রেতর বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বর্ণ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১৬—১৭ পৃষ্ঠা।

ও ১৩০৯ শাল ১৯শে শ্রাবণ আনন্দবাজার।

আমরা নগেন বাবুর হেতুপ্রদর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। আনন্দবাজারের প্রবন্ধপাঠে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কোনও কাগজ তাহা ছাপাইল না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমরা প্রথম সংস্করণে প্রতিবাদ করি ও এখনও এই সংস্করণে পুনরায় প্রতিবাদ করিতেছি।

নগেন বাবুর সাহস অসীম বুদ্ধিও অপার। তাঁহাদের "জাতিরহস্য" গ্রন্থের পণ্ডিত এচ্ শাস্ত্রী নারদের বচনের এক পংক্তি গোপন করিয়া অম্বষ্ঠকে প্রতিলোমজ সপ্রমাণ করিতে তটস্থ, নগেন বাবুও যেন সেই মহাজন মার্গের অনুসারী !! আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে নগেন বাবু ৪২৮ শ্লোকের শেষ ও ৪২৯ শ্লোকের প্রথম পংক্তি যোড়া দিয়া ৪২০ নামের এই বচনটী হাজির করিয়াছেন। আমরা বাধ্য হইয়া এখানে ৪২৮ ও ৪২৯ শ্লোক অধ্যাহৃত করিলাম।

ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়স্তু সাহসাধিপতিশ্চ সঃ।
গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখক স্তথা॥ ৪২৮
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ।
সেনাপতিঃ ক্ষত্রিয়স্তু ব্রাহ্মণ স্তদভাবতঃ॥ ৪২৯—২অ

পাঠক দেখ শুক্রাচার্য্যের কোনও অপরাধই নাই। তিনি নিজে কাণা হইলেও তাঁহার বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তদিতর অনুলোমজ করণ বা কায়স্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন। চক্ষুষ্মান্ নগেন বাবু কেন এত যৌবনান্ধ তাহা আমরা জানি না। এখনও কি বলিতে হইবে যে শুক্রাচার্য্যের মতানুসারেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়?

"কায়েতের বাড়ীর বেড়ালটাও
আড়াই অক্ষর লেখে"

এই প্রবাদ ও মিথিলার "লিখনি দাস" প্রবাদেও ইহাই সমর্থিত হয় যে কায়স্থ লিপিবৃত্তিক করণ, পরন্তু অসিবৃত্তিক সিপাহির জাত নহেন। শুক্রাচার্য্য ক্ষত্রিয়কে "ভাগগ্রাহী" "সাহসাধিপতি" ও "সেনাপতি" পদে বরণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে কায়স্থকে কলম কাণে দিয়া কোণায় রাখিয়াছেন। আরও দেখ—শুক্রাচার্য্য বলিতেছেন যে ক্ষত্রিয় না পাইলে ব্রাহ্মণকে সেনাপতির পদে বরণ করিবে। কেন? কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়ই বটেন, তাহা হইলে কাণা শুক্র কেন কায়স্থের স্কন্ধে তাঁহার জাতীয় সৈনাপত্য বৃত্তি চাপাইয়া দিলেন না? দেখিলে পাঠক নগেন বাবুর সাহস কতদূর অগ্রসর? তিনি কিন্তু তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিতেছেন যে—

"ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও কথার উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহাদিগের আচারব্যবহারদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হইতে পারে।"

কায়স্থ শব্দ ৫৬৫ পৃঃ।

আমরা নগেন বাবুর এ সিদ্ধান্তেও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ হইতে হাড়ি ডোম, মুর্দ্দাফরাশ পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির কথা থাকিল, আর থাকিল না কেবল বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির কথা!! ফলত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অম্বষ্ঠ ও করণ জাতির কথা রহিয়াছে, প্রবীণেরা তাঁহাদিগকেই বৈদ্য ও কায়স্থ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহা স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না, বৈদ্যেরও ছোট হইতে হয়, সুতরাং নগেন বাবুদের ওরূপ একটা কথা না বলিয়া চারা কোথায়? আর নগেন বাবু যে আচারব্যবহারের কথা বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা যে তাঁহাদের শূদ্রত্ব ভিন্ন ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থিত হয় না, আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

নাঙ্গলা কায়েত আছে; উহা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি নহে, দাঁড়ীমাঝি কায়েত রহিয়াছে, উহা ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন নহে। আর ভাণ্ডারীগিরি ও আম আমসত্ত্বের ফিরি করাও ক্ষত্রিয়নিশানা বলিয়া শাস্ত্রে বলে না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সংস্কৃত পড়েন, বৈদ্যেরা সংস্কৃত পড়েন ও পড়াইয়াও থাকেন, পক্ষান্তরে কায়স্থ সংস্কৃত অক্ষরটী পর্য্যন্ত ছুঁইতে গেলে হাত কাটা যাওয়ার ব্যবস্থা, পনর আনা

কায়স্থবিধবা আমিষ ভক্ষণ করে, আর ষোল আনা কায়স্থের মাসাশৌচ বিশ্বজন সুবিদিত। তবে তাঁহারা শতকরা ৫।৭ জন স্কুলেও পড়েন, এমেও পাশেন ও গাড়ীঘোড়াও চড়িয়া থাকেন, ইহাতেই তাঁহারা শূদ্র ভিন্ন কি প্রকারে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়াও অবধারিত হইতে পারেন? যে রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়, আভিজাত্যের অত্যন্ত বড়াই করিতেন, তিনিও লাল মোহনবিদ্যানিধিমহাশয়কে আপনাদের সৎশূদ্রত্বসমর্থক কারিকাই দিয়া গিয়াছেন। তিনিও ক্ষত্রিয়ত্বের দিবা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যান নাই।

কায়স্থ সচ্ছূদ্র পাকযজ্ঞ অধিকারী।
শূদ্র বলিলে গালি, নয় অসদাচারী॥
মসীশ কায়স্থ নাম আর লিপিকর।
লিখনে নিপুণ চিত্রসেন বংশধর॥ ৬৮৫ পৃঃ সম্বন্ধনির্ণয়।

কই আমরা ত ইহাতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের একটী কণিকাও দেখিতে পাইলাম না। আমরাও ত বলি যে কায়স্থ সৎশূদ্র ও আচরণীয়। তাই আমরা আমাদের দুর্গোৎসবাদিতে কায়স্থদিগকে মণ্ডপীর কর্ম্ম (নৈবেদ্য প্রস্তুত করণ প্রভৃতি) করিতে দেখিতে পাই। কায়স্থ ভাণ্ডারীর চলনও ঐ কারণেই, কেননা তাহারা পাকযজ্ঞের অধিকারী। বৃহদ্ধর্ম্ম করণের লিপিবৃত্তি বলিয়াছেন, এই কারিকাও কায়স্থের যুদ্ধ নহে, পরন্তু লিপির সমর্থন করিয়া থাকে। তবে ইহার মধ্যে একটা মিথ্যা কথা আছে যে কায়স্থ চিত্রসেন অঙ্গজন্ম। কেননা চিত্রগুপ্ত ও চিত্রসেন কথা জাল। আকাশকুসুম ও অশ্বডিম্বের সত্তা থাকিতে পারে, বন্ধ্যারও প্রসব বেদনা হওয়া অসম্ভব নয়, তথাপি চিত্রগুপ্ত ও চিত্রসেনের সত্তা প্রকৃত হইতে পারে না। আর ধর্ম্মশাস্ত্রে যে কায়স্থের নাম একবারেই নাই তাহাও নহে। উশনাঃ বিশদাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন ——

শূদ্রায়াং বিপ্রত শ্চৌর্য্যাৎ জাতাঃ পুত্রাস্ত্রয়ঃ ক্রমাৎ।
তেষাং যঃ প্রথমঃ পুত্রঃ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে॥
কুলালবৃত্ত্যা জীবেত্তু নাপিতোঽন্যো ভবত্যতঃ।
সূতকে প্রেতকে বাপি দীক্ষাকালেচ বাপনং॥

নাভেরূর্দ্ধন্তু বপনং তস্মাৎ নাপিত উচ্যতে ॥
কায়স্থোঽন্যঃ স জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ ॥
কাকাৎ লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কৃন্তনং।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

সুতরাং নগেন বাবু যে উশনার নীতিশাস্ত্রের এত পক্ষপাতী, তিনি তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি এত নারাজ কেন? আর যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও বিষ্ণুপ্রভৃতি সকলেই ত কায়স্থের নাম ও কাম বিবৃত করিয়াছেন। কই কায়স্থ গোমস্তা, পাটোয়ারী, তহশীলদার ও প্রজাপীড়ক দুর্জ্জন ও দুর্বৃত্ত ভিন্ন কেহই ত কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা সদাচারসম্পন্ন বলিয়া লিখিয়া যান নাই? সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহদ্বারাই প্রতিপন্ন হয় কায়স্থ সদাচারহীন কোনও অদ্বিজ জাতি ছিলেন। ফলতঃ কি স্মৃতি কি পুরাণ, কি তন্ত্র কি দাশরথির পাঁচালী কোনও গ্রন্থেই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বা দ্বিজত্বের কথা নাই।

তবে অঘটনঘটনপটীয়ান্ নগেন বাবু কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি অতঃপর সমুদ্রপতিত ব্যক্তির তৃণ বা কালসর্প ধারণের ন্যায় ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ আবর্জ্জনারাশি রাজতরঙ্গিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মীর নিকট বিদ্যা ও স্বরস্বতীর নিকট কে কবে ধনবর মাগিয়া সফল হইতে পারিয়াছে?

"চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেলেন,
জুনির · গে বাতি"

আমরা কিন্তু আলা দিনের প্রদীপের অট্টালিকা অপেক্ষাও রাজতরঙ্গিণীর বাক্যাবলী অধিক দৃঢ়ভিত্তিক বলিয়া মনে করি না। উহাতেও কিন্তু এমন কথা বলা হয় নাই যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক, ক্ষত্রিয়েরা সমস্তই কায়স্থ, বা অযোধ্যা ও ইন্দ্রপ্রস্থের রাজগণ কায়স্থ ছিলেন। ফলতঃ উহাতে আছে—

"তৎপৃষ্ঠে স্বং ক্ষিপন্ দেহং প্রহারৈ র্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ।
শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নিদ্রোহো বারিতোঽরিভিঃ ॥" ৩২৯ ৮ত

নগেন বাবু ইহার অনুবাদে বলিতেছেন যে—"শৃঙ্গার-নামক একজন কায়স্থ, তিনি বিদ্রোহী হয়েন নাই। রাজার পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য আপনি

ঝুকিয়া পড়েন, কিন্তু শত্রুগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হয়েন।" কায়স্থ শব্দ ৫৮২ পৃঃ।

আমাদিগের রাজতরঙ্গিণীতে ইহার সংখ্যা ৩২৬। ইহাতে মাত্র ইহাই জানা গেল, যুদ্ধকালে রাজার সহিত শৃঙ্গার নামে যে একজন কেরাণী ছিলেন, তিনি রাজাকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিজে অত্যন্ত প্রহৃত হয়েন। সুতরাং এ প্রমাণ দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না ও হইতে পারে না। রাজার কেরাণী বা প্রাইভেট সেক্রেটরি কোনও ব্রাহ্মণ কিংবা রাজার কোনও হীন ভৃত্য রাজাকে রক্ষা করিতে যাওয়া অস্বাভাবিক নহে, এ শৌর্য্যপ্রদর্শনে কেহ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়া যাইতে পারে না।

বলিবে যে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে ও যুদ্ধ করে, সে কি ক্ষত্রিয় নহে? যুদ্ধক্ষেত্রে ভিস্তিওয়ালা ও মেথরমুর্দ্দাফরাশেরা পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে, এবং প্রয়োজন হইলে তাহারাও হয় ত লাঠী ধরিতে বাধ্য হয়।

ততঃ প্রধাবন্ প্রগ্রীব মারুরুক্ষুঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।
নিকৃত্তজানুশ্চণ্ডালৈ রালিলিঙ্গ বসুন্ধরাম্॥ ৩২৫

এখানে দেখা যাইতেছে যে রাজা যখন দৌড়িয়া বারান্দায় উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, তখন চণ্ডালেরা তাঁহার জানু কাটিয়া ফেলে, তিনি ধরাশায়ী হয়েন

সুতরাং তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টমান কায়স্থ ও তাঁহার বিনাশ কর্ত্তা চণ্ডালগণ কেহই এখানে ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হইতেছেন না। যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বল, তবে চণ্ডালকেও ক্ষত্রিয়প্রধান বলিতে হইবে?

কায়স্থেনাপি রুদ্রেণ লব্ধা গঞ্জাধিকারিতাং।
স্বামিপ্রসাদসাফল্যং নিন্যে ত্যক্ত্বা তনুং রণে॥ ৪১৫—৮ত

নগেন-বাবু-কৃত অনুবাদ—রুদ্র (কায়স্থ) কাশ্মীর-রাজসুস্সলের গঞ্জাকারী (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন। ইনি কাশ্মীররাজের জন্য যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। ঐ ৫৮৩ পৃষ্ঠা।

এই উভয় শ্লোকের কায়স্থ শব্দ যে জাতিকায়স্থসূচক, তাহা ঠিক বলা যায় না। ধরিয়া লও জাতি কায়স্থ, কিন্তু রাজা তাঁহাকে একটা গঞ্জের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিলেন। গঞ্জ অর্থ ধনাগার ও হট্ট, দুই হয়। কিন্তু সাধারণতঃ উহা

হট্টার্থেরই সমধিক দ্যোতক। যাহা হউক কোনও কায়স্থ কোষাধ্যক্ষ হইলে কেহ তাহাকে ক্ষত্রিয় ভাবিতে পারে না, বিদ্রোহী প্রজারা তাহাকে ঘেরাও করিয়া মারিতে আসিলে সে যদি তখন বাঁচিবার জন্য লাথী কিল মারিয়া মরে, তাহাতেও তাহাকে কেহ ক্ষত্রিয় বলিয়া সার্টিফিকেট দিবেন না। এটা প্রকৃত রণও নহে, রণক্ষেত্রও নহে। কহ্লন কি রুদ্রকে সেনাপতি বা কোনও সৈনিক বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন?

তৎপর নগেন বাবু লিখিতেছেন যে—২। নাগবট্ট (কায়স্থ) ইনি এক জন সেনাপতি ও বীর ছিলেন।" ৫৮৩ পৃষ্ঠা।

তত্র কায়স্থপুত্রোপি শ্যামস্থানীকনায়কঃ।

সংরম্ভং নাগবট্টাখ্যঃ সেহে তস্য চিরং যুধি॥ ৬৭১—৮ত

আমাদের গ্রন্থে শ্লোক সংখ্যা ৬৬৪ ও পাঠ "স্বামস্থানীক নায়কঃ", যাহাই হউক, "কায়স্থ-পুত্রঃ" কথাটী পাঠ করিবামাত্রই মনে এই ভাবের উদয় হইতেছে যে, এই কায়স্থকথাটী জাতিবাচক নহে, পরন্তু কেরাণী অর্থবাচক, রাজার যিনি কেরাণী (যে কোন জাতীয়ই হউন ছিলেন তার পুত্র। ইহা জাতিবাচক হইলে পুত্র-শব্দের সংযোগ কেন হইবে? উহা নাগবট্টের বিশেষণ হইলে কেবল "কায়স্থ" শব্দেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিত। তৎপর রাজা যেমন রুদ্রকে কোষাধ্যক্ষ বা হট্টাধ্যক্ষ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নাগবট্টকেও শ্যামস্থানীয় কর্ত্তা করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাও গঞ্জবিশেষের কর্তৃত্ববিশেষ। বিদ্রোহী প্রজারা তাঁহাকেও আক্রমণ করিলে তিনিও তাহাদের সংরম্ভ বা আক্রমণ সহ্য করেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা নাগবট্ট যে বীর ও সেনাপতি ছিলেন, তাহা কি প্রকারে পাওয়া গেল?

৪। "তিলক সিংহ পূর্ব্বোক্ত গৌরকের ভ্রাতা। ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন"। ৫৮৩ পৃঃ। আমাদের গ্রন্থে শ্লোক সংখ্যা—৬২৭ ও সমগ্র শ্লোকটী এই—

অগ্রগামাভবৎ তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ।

পৃথ্বীহরোডামরশ্চ মার্গরক্ষণদীক্ষিতঃ॥ ৬২৭—৮ তরঙ্গ।

অর্থাৎ সেনাপতি (কম্পনা শব্দের অর্থ সেনা) তিলক, পৃথ্বীহর ও পথ রক্ষাবিষয়ে নিযুক্ত ডামর তাহার অগ্রগামী হইলেন।

এখানে "দ্বারপতি" অর্থ কোথা হইতে আসিল? আর "কম্পনেশ্বর" নাম বা খ্যাতি কেন বলা হইল? সেনাপতি বলিলেই ত হইত? এই তিলক সেনাপতি ছিলেন, ইহা সত্য, কিন্তু তিনি যে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, তাঁহার উপাধিও সিংহ ছিল, তাহা কে বলিল? আর তিলক যে কায়স্থ গৌরকের ভ্রাতা, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? নগেন বাবু সে প্রমাণ না তুলিয়া কেন একথা মুখে আনয়ন করিলেন?

অথ রাজা নিবাস্যাদ্যান্ (নিরস্যাদ্যান্ ?) সহীনাদীন্ মহত্তমান্

সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্ ॥ ৫৬২ –৮ (আমাদের ৫৬০)

খুব সম্ভব রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় রাজা আপনার বহু লোকের প্রতি সন্দেহবশতঃ গৌরক নামক কায়স্থকে (জাতি কায়স্থ বা কেরাণীকে) সর্ব্বাধিকারীর পদ প্রদান করেন।

ইহাতেও ত এমন বুঝিতে হইবে না যে এই পদ পাইয়া কায়স্থ গৌরক ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া বসিলেন? বরং গৌরকাদিকে "কায়স্থ" বলাতে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের নিরসনই হইতেছে? সিপাই বিদ্রোহের সময় কোনও কোনও মুন্সেফও অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন. তজ্জন্য কি তাঁহার বংশধরেরা তাঁহাকে কমেণ্ডার ইন্ চিফ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? আর তিলক চন্দ্র যে গৌরকের ভ্রাতা ছিলেন, নগেন বাবু তাহাই বা কেন দেখাইয়াদিলেন না? আমরা ত আমাদের রাজতরঙ্গিণীতে সে ভাবের একটী কথাও দেখিতে পাইলাম না? তথাপি নগে বাবু ইহার পরই লিখিতেছেন যে—

"এখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে কাশ্মীর-কায়স্থগণ রাজসংসারে সন্ধি-বিগ্রহী, সেনাপতি, সামন্ত, সর্ব্বাধিকারি-প্রভৃতি সকল উচ্চ পদেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল শ্রেষ্ঠ পদে ক্ষত্রিয়-বর্ণেরই প্রধানতঃ অধিকার, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীকে প্রকৃত হিন্দু ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?" ঐ ৫৮৩ পৃঃ।

"কায়স্থগণ কেহ সন্ধি-বিগ্রহী" ছিলেন কিনা সেকথার আলোচনা আমরা পরে করিব। কিন্তু তাঁহারা যে কেহ কাশ্মীর-রাজসরকারের সেনাপতি বা সামন্ত ছিলেন, তাহা আমরা রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানিতে পারিলাম না. নগেন

বাবুর প্রমাণও সে কথার সমর্থন করিয়া থাকে না। বিদ্রোহের সময় একজন ক্ষুদ্র সৈনিকও প্রধান সেনাপতিত্ব পাইতে পারে, রাজা দায়ে ঠেকিয়া গৌরক কায়স্থকে (কেরাণীকে হওয়াও খুব সম্ভব) সর্ব্বাধিকারীর পদ দিয়াছিলেন। এই পদের অর্থও ইহা নহে যে গৌরক, সেনাপতি, সামন্ত বা রাজার নীচেই ছিলেন। উহা একটা পদের নাম মাত্র, উহার অর্থ অডিটর প্রভৃতিও হইতে পারে। যাহা হউক আমরা এতদ্দ্বারা কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। বাবু ফকির চন্দ্র বসু তাঁহার অন্ধের চক্ষুদান নামক গ্রন্থে বলিতেছেন যে- –

"কায়স্থ জাতি যদি ক্ষত্রিয় বর্ণ না হইবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ৬২৬ জন পণ্ডিতের মত একারূপ হইবে কেন ? তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় নাই, অথচ সকলেই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব।" ৬ পৃঃ।

৬২৬ জন পণ্ডিত কেন একই মত প্রকাশ করিলেন, তাহা যদি ফকির বাবু বুঝিবেন, তাহা হইলে আর দুঃখ কি ছিল ? তাঁহারা বুঝেন না বলিয়াই এই ৬২৬ জন লোক দিনে দুপুরে তাঁহাদের চক্ষে ধূলা দিয়া থলি বোঝাই করিল। তিনি যদি নিজেদের চক্ষুদানের ব্যবস্থা করিয়া বই লিখিতেন, তাহা হইলেই হইত ভাল। ইউরোপীয় বণিকের বারুদ বুনিবার বুদ্ধি দান করিয়া কাফ্রীদিগের নিকট হইতে অর্থ দোহন করিয়াছিলেন, আর তৈলবট-লোভী গৃধ্রগণ ঠিক সেই উপায়ে, আহা আমাদের এম, এ, বি, এ, ষ্টুডেন্ট-সিপ্ পাশী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত জজমাজিষ্ট্রেটপ্রভৃতি অবোধ শিশু কায়স্থদিগকে ঠকাইয়া থলি খালি করিল। অথচ ভায়ারা যেমনটী ছিলেন, তেমনটীই রহিয়া গেলেন !!! না বাড়িলেন লম্বায়, না বাড়িলেন চওড়ায়।

যথৈবাস্তে তথৈবাস্তে
কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ !!!

আমি বলি বুদ্ধিমান্ কায়স্থ ভ্রাতারা সজাগ হও, আর ধূর্ত্তদিগের প্রতারণায় অন্ধ হইও না, তোমাদের চক্ষুদান হউক, তোমরা নয়ন মেলিয়া দেখ, ধূর্ত্তেরা তোমাদিগকে মনে মনে কিরূপ নিরেট বর্ব্বর ঠাহরিয়া হাসিতেছে এখনও কি তোমরা পাতির অর্থ বুঝিতে পার নাই ?

"ঠাকুর প্রণাম,
পারিস্ ত বেঁচে থাক্‌গে"

এই পাতি নিয়া আমাদের অন্বর্থনামা ফকির বাবুর যদি এত আনন্দ না হইবে, তাহা হইলে আর তাঁহারা কেন এত সহজে প্রতারিত হইবেন? ফকির বাবু পরেই বলিতেছেন যে—

"সমস্ত রাজকার্য্যের ভার কায়স্থেরাই বহন করিতেন। অন্যান্য জাতির ন্যায় কায়স্থ জাতির কোনও বৃত্তিবিশেষ নির্দ্দেশ নাই; তাহার কারণ এই, এবং তজ্জন্য সেই একই ক্ষত্রিয়বর্ণ অসিজীবী ও মসীজীবী. এই দুই নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।" ৭১

প্রত্যেক শাস্ত্রেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কায়স্থেরা প্রাকৃতভাষায় বাদী ও সাক্ষীর জবানবন্দীপ্রভৃতি লিখিতেন। রাজাদেশের প্রতিলিপি রাখিতেন. ঐ ভাষায় হিসাব রাখিতেন. ইহা ছাড়া কোনও উচ্চ রাজকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া যায় না। তবে গোমস্তাগিরি, পাটোয়ারি, তহসীলদারি প্রভৃতি করিয়া প্রজাপীড়ন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যাদি শাস্ত্রপাঠে তাহাই জানা যায়। অন্যান্য জাতির যেমন অধিকার নির্দ্দেশ আছে, শাস্ত্রে কায়স্থ জাতির (করণের) ও তদ্রূপ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

বৃত্তয়শ্চ এষাং উশনসা উক্তাঃ
দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা
দুর্গান্তঃপুররক্ষাচ পারশবোগ্রকরণানাম্।

তাই কোলাঞ্চ হইতে পাঁচজন করণসন্তান বা কায়স্থ দ্বিজগণের শুশ্রূষা করিতে করিতে বাঙ্গলায় আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। আর হলায়ুধও বলিতেছেন যে—

লিপিকরো লেখকঃ স্যাৎ
কায়স্থোঽক্ষরজীবিকঃ।

কায়স্থগণ রাজসরকারে প্রাকৃত ভাষায় লেখাপড়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, লিপিই তাহাদের জীবিকা। হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই দেখা যায় না যে ক্ষত্রিয়জাতি বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ। ফলতঃ অসিসঞ্চালনই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ও

ধর্ম্ম, পরন্তু মসী বা লেখনী নহে। কায়স্থেরা এবিষয় যে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ই জাল ও কৃত্রিম।

"কায়স্থ জাতি যদি ক্ষত্রিয় বর্ণ না হইবে, তবে তৎকালের ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার যজ্ঞে ব্রতীও হইতেন না, তাঁহার দানও গ্রহণ করিতেন না।" ১১ পৃঃ

বঙ্গদেশের কোনও কায়স্থ কোনও দিন যাগযাজ্ঞ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। আদিশূর যজ্ঞ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের কুলপঞ্জিকাই সপ্রমাণ করে। ফকিরবাবুও কোনও প্রকৃত পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করিলে নিশ্চিতই জানিতে পারিতেন, আদিশূরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণসেন ও গোত্র ধন্বন্তরি এবং তিনিও জাতিতে প্রকৃত বৈদ্য ছিলেন। কুলা পঞ্চাননও বলিতেছেন যে—

আদিশূর রাজা বৈদ্য বৈশ্যে তাঁর জাতি।
একচ্ছত্রী রাজা ছিল, ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃব্যবহার॥ সম্বন্ধনির্ণয়—৭১৪।৭১৮ পৃঃ

অবশ্য তাঁহারা পশ্চিমের রাজাদের নিকট আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য ক্ষত্রিয়ত্বের মিথ্যা ভাণ করিতেন. কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতেন, যে তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে অনেক বড়, তাহা হইলে এ মূর্খতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাম্র ও প্রস্তর ফলকে মিথ্যা কথা লিখাইয়া যাইতেন না। অর্থে নীচ জাতি উচ্চ ও উচ্চ জাতি নীচ হয় না, কিন্তু অর্থ মিথ্যাপাতি মিলাইয়া দিতে পারে, কায়স্থেরাও তাই, অর্থবলে মিথ্যাপাতি পাইয়াছেন (৷৷৵ পৃঃ ৭।৮ পংক্তি দেখ)। জনায়ীর অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত বিজ্ঞানতন্ত্রের নামের দোহাই দিয়া অনুস্বারবিসর্গের মাবাপ কায়স্থদিগকে এই বচনটী গড়িয়া দেন।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াৎ অভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি লোকে তব ভবিষ্যতি॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।
অতোভবেয়ুঃ সংস্কারাঃ গর্ভাধানাদিকা দশ॥ আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা।

এই জাল বচনাবলি এই মর জগতের কোনও তন্ত্রেই নাই। ফলতঃ যাহা বেদ, স্মৃতি ও পুরাণে নাই, তাহা কোনও তন্ত্রে থাকিলেও অগ্রাহ্য। নগেন বাবুও বলিয়াছেন যে—

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়াছেন। (কিন্তু) মেরুতন্ত্রের শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রের নামধেয় শ্লোক-গুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিত তন্ত্র, বিজ্ঞান-ভৈরব তন্ত্র এবং শিবস্বামী বিরচিত বিজ্ঞান-ভৈরবো দ্যত সংগ্রহ প্রভৃতি নামধেয় তন্ত্রগ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।'

কায়স্থ শব্দ বিশ্বকোষ ৩৭৯ পৃ।

লিপিকরোঽক্ষরচনোঽক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকে।"

প্রামাণ্য অমরকোষের ক্ষত্রিয়বর্গ বা কোনও স্থানে কায়স্থ বা চিত্রগুপ্ত শব্দ নাই; আছে কেবল এই "লেখক" ও "লিপিকর" শব্দ। কিন্তু লেখক শব্দের এরূপ কোনও লাক্ষণিক বা অভিধা ব্যঞ্জনা শক্তি নাই, যাহারা ইহা হইতেই সে ক্ষত্রিয় অর্থের অভিব্যক্তি করিতে পারে। লেখক কোনও দিন কোনও জাতির অববোধকও হইতে পারে না, যে কোনও জাতীয় লেখক রাজার নিকট থাকিয়া হুকুম লিখিত, তাই অমর লেখক শব্দ ক্ষত্রিয়-প্রকরণে ধরিয়াছেন।

"পুরোধাস্ত পুরোহিতঃ"

"প্রতীহারে দ্বারপালো দ্বাঃস্থ
দ্বাঃস্থিতদর্শকাঃ।"

এই কথাগুলিও ক্ষত্রিয়বর্গে ধৃত রহিয়াছে! পুরোধাঃ" অর্থ পুরোহিত পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের কার্য্য, ক্ষত্রিয়বৃত্তি নহে সুতরাং ক্ষত্রিয়প্রকরণে এ শব্দ থাকিলেও আমরা পুরোহিতকে কখনই ক্ষত্রিয় ভাবিতে পারিব না ঐরূপ শূদ্রগণই দ্বারবানের কার্য্য করিত

"প্রতীহারশ্চ পাদজঃ"

শুক্রনীতি একথা বলিয়াছেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়বর্গে "প্রতীহারী" কথা স্থান পাইলেও প্রতীহারীকে শূদ্র ভাবিতে হইবে, পরন্তু ক্ষত্রিয় নহে। পক্ষান্তরে ধরণী, রভস ও ত্রিকাণ্ডশেষপ্রভৃতি সকলেই কায়স্থকে শূদ্র প্রকরণেই ধরিয়া গিয়াছেন।

শূদ্রঃ স্যাৎ পাদজো দাসো গ্রামকূটো মহত্তরঃ
কায়স্থে কূটকৃৎ (জালকারী) পঞ্জীকরৌ
চিত্রকরে ক্বণুঃ ॥ ত্রিকাণ্ড শেষ।

তবে পুরোধাঃ, লেখক ও প্রতীহারী, রাজার অঙ্গবিশেষ, সেই জন্যই অমর রাজপ্রকরণে মঘবানের সহিত শ্বানের যোজনা করিয়া গিয়াছেন। উক্তঞ্চ নারদেন—

রাজ্ঞঃ সৎপুরুষাঃ, সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নি রুদকম্ অষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রের প্রমাণাভাবে আমরা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের সতৈলবট দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলাম।

নগেন বাবু স্থানান্তরে বলিতেছেন যে "ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিনটী আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবত-প্রভৃতি পুরাণে শুঙ্গবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়।" ৫৯৭ পৃ। কায়স্থ শব্দ বিশ্বকোষ।

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যেন এই ঘোষবস্বাদি উপাধি ক্ষত্রিয়োচিত, ইঁহারাও ক্ষত্রিয় !! ৺ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়কেও এই একই ঘোড়ায় কামড়াইয়া ছিল। আমরা সকলের তৃপ্তির জন্য বিষ্ণুপুরাণের সে অংশটী উদ্ধৃত করিলাম। ফলতঃ ইহার একটিও উপাধি নহে।

তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারঃ, তস্যাপি অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ তস্মাৎ সোমশর্ম্মা, এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ঃ ভবিষ্যন্তি তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি।

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ, তস্যাত্মজঃ অগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ ততো বসুমিত্রঃ, তস্মাদপি আর্দ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততঃ ঘোষবসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ ততো ভাগবতঃ, তস্মাৎ দেবভূতিঃ।

এনখ বুদ্ধিমান্ সত্যভীরু পদপদার্থজ্ঞ ন খলু অর্থবন্তঃ কায়স্থ ভ্রাতারা

বিচার করিয়া বলুন, 'উদাহরণস্থ মিত্র, ঘোষ, । বসু শব্দগুলি উপাধি না নামৈকদেশ? "ঘোষবসু" র বেলা কঃ পন্থাঃ?• ইহার একটীও নাম নয়, দুইটিই উপাধি? যদি বল ঘোষ নাম, বসু, উপাধি, তাহা হইলে কি বসুর বেটা বজ্রমিত্র মিত্রোপাধিক কায়স্থ বটে? আর প্রথম উদাহরণে "সোমশর্ম্মা" নাম দর্শনে কি কায়স্থগণ বলিতে চাহেন যে ক্ষৌরকারপত্নীগর্ভজ চন্দ্রগুপ্ত-বংশীয়গণ শর্ম্মা ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন? ঐরূপ সীতাহাটীর বল্লালসেন-তাম্রফলকের "হরিঘোষ" কথাটির হরি নাম ও ঘোষও পদবী নহে, হরিঘোষই একটী আস্ত নাম। শিশুপালের পিতা ক্ষত্রিয় দমঘোষ, বৌদ্ধ কবি বুদ্ধঘোষ ও অশ্বঘোষের নাম দেখিয়াও কি তোমাদের চৈতন্য হয় না?

অবশ্য কায়স্থকলঙ্ক কায়স্থকৌস্তুভে হলধর লিখিয়া গিয়াছেন যে তোমরা ব্রাহ্মণ সহ সমাগত পাঁচজন ক্ষত্রিয়, বেদবিদ্যার্থী অন্তেবাসী। তোমাদের পৈতাও ছিল। তবে অম্বষ্ঠজাতীয় রাজাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য তোমরা পৈতা পরিত্যাগ করিয়াছিলে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সলজ্জ ও কর্ণহৃদয়বান্ কায়স্থ ভ্রাতারা কি হলধরের এই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী?

"অতিপূর্ব্বে রাজা আদিত্যশূর কায়স্থ পঞ্চজন কায়স্থদিগের যজ্ঞপদবী দিয়া স্বদেশে ও বিদেশে মহামান্য করিয়া ছিলেন"। এতদর্থে রাজ-মন্ত্রণা যথা—কায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা চিত্রগুপ্তযমনক্ষত্রকুলোদ্ভব যথার্থ বটেন। কিন্তু ইহাদিগের স্বপদস্থ করিয়া রাখিলে অম্বষ্ঠজাতি রাজবর্গের লঘুতা হয়, এবং ইহারাও তাবতে সম্প্রতি সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে প্রবৃত্ত নহেন, কেবল এক দ্বিজসংস্কার যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া রহিয়াছেন"। এজন্য ইহারদিগের যজ্ঞোপবীতধারণ এবং দ্বাদশ দিন অশৌচ ধারণ ও নামান্তে বর্ম্মা শব্দ উচ্চারণ স্থকিত রাখিয়া স্বীয় স্বীয় গোত্রীয় অর্থাৎ নক্ষত্রীয় নামে পদবী সকল রাজা দিলেন"। ইতি প্রাচীন ফেরেশতা রাজপত্র !!! এটা কাজীর ফতুয়া নাকি?

হলধর আরও বহু প্রলাপ বকিয়াছেন আমরা সেগুলি এবার আর উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠক দেখ হলধরের মিথ্যার দৌড় কত। তবে কুলশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কেন পঞ্চভৃত্যকে পাঁচ শূদ্র বলিয়া আজন্ম লিখিয়া মরিলেন? আর বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরই বা কেন লিখিলেন "শূদ্রকে দিল কুল, কায়স্থ নিন্দিত" আশ্চর্য্য দেখ, হলধর বৈদ্য আদিশূরকে বৈদ্যই লিখিলেন, কিন্তু পরে আর এক

জনে টীকা করিলেন যে—"অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও লঘুতা অর্থ শীঘ্র" !!! অম্বষ্ঠ অর্থ "কায়স্থ ক্ষত্রিয়," ইহা কিন্তু পৃথিবীর কোনও শাস্ত্রেই নাই। অম্বষ্ঠ অর্থ অম্বষ্ঠদেশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোনও ব্যক্তি আর অম্বষ্ঠ অর্থ বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতি, আর অম্বষ্ঠ অর্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থীভূত অম্বষ্ঠগণ। আর কোন্ কায়স্থ কবে বর্ম্মোপাধিক ছিলেন? থাকিলে কায়স্থের কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা তাহা লিখিলেন না কেন? আর আশ্চর্য্য ইহাই যে হলধর বলিলেন পঞ্চক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ রাজার সম্মানের জন্য পৈতা ত্যাগ করিলেন, আর মিথ্যা জাল কায়স্থকারিকা লিখিলেন যে—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥

যাহাহউক আমরা ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে ইহাই বলিতে বাধ্য যে সূর্য্যধ্বজ কায়স্থ ও মূর্দ্ধাবসিক্ত যখন এক, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণবৎ আচারব্যবহারবান্ এই কায়স্থেরা আপনাদের নামের অন্তে পিতৃকুলের শর্ম্মা ও মাতৃকুলের বর্ম্মা লিখিতে পারেন। বাঙ্গলায় এ কায়স্থ নাই, সুতরাং বাঙ্গলার কায়স্থের এ আশা নিষ্ফল।

আর মাহিষ্যগণ লিপিবৃত্তি অবলম্বনে শ্রীবাস্তব কায়স্থে পরিণত, তাঁহারাও পিতৃকুলের বর্ম্মা ও মাতৃকুলের গুপ্ত ব্যবহার করিতে পারেন। বাঙ্গলায় এ কায়স্থও নাই। আমার মনে হয় যে সিংহ, বল, পাল, ও পালিত প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ শ্রীবাস্তব কায়স্থ, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব মাহিষ্য সন্তান, তাঁহারাও বর্ম্মা বা গুপ্ত লিখিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলায় যখন অনেকে বহুদিন সীওন বা সিং থাকিয়া পরে হ প্রত্যয়ের যোগে সিংহ বা ব্যাঘ্র বনিয়াছেন ও বনিতেছেন, তখন বাঙ্গলার কাহাকেও আর ক্ষত্রিয় বর্ম্মা বানাইতে সাহস হয় না।

ফলতঃ বাঙ্গলায় কোনও কায়স্থকেই আমি বর্ম্মা লিখিবার অধিকার দিতে সমর্থ নহি। পাঁচজনের কথা পরের প্রকরণে বলা যাইবে। আর যাহারা এখনও ভৃত্যের কার্য্য করে, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলাও প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতার কার্য্য নহে। দশজনের চিত্তবিনোদনের জন্য নিম্নে হিতবাদী হইতে একটী জবানবন্দীর নকলের আধ্যাহার করিলাম—

হিতবাদী

১৩ই ভাদ্র ১৩১৫ শাল।

রঙ্গপুরের ডাকাতি।

বিগত ২৩শে আগষ্ট রঙ্গপুরের ডাকাতির মামলার পুনরায় শুনানি আরম্ভ হইয়াছে। বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু আশুতোষ মজুমদার ও বাবু মহেন্দ্রলাল লাহিড়ী এই মামলার আসামী। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ধারা অনুসারে ইহাদিগের বিরুদ্ধে ডাকাতির আয়োজন করার অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মামলা শুনিবার জন্য আদালতে লোকারণ্য হইয়াছিল। ফরিয়াদীর ৮নং সাক্ষী

পূর্ণচন্দ্র দাস

বলেন ঃ—"আমার নাম পূর্ণচন্দ্রদাস, আমার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র দাস ; জাতিতে ক্ষত্রিয় ; আমার নিবাস রাজঘাট, জেলা রঙ্গপুর। মাহী-গঞ্জের গোঁসাই বাড়ী আমি খান্‌সামার কাজ করি। মনোরথ বাবুকে আমি চিনি, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দুই বৎসর আমি তাঁহার নিকট কাজ করিয়াছিলাম ; চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে চাকরি ছাড়িয়াছি। গত পূজার পূর্ব্ব-পূজার আগে বর্ষাকালে আমি গোঁসাই বাড়ীতে ছিলাম। গত বৈশাখ মাসের পূর্ব্ব-বৈশাখে আমি চাক-রিতে নিযুক্ত হই। সময়টা আমার ঠিক স্মরণ নাই। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি চাকরি ছাড়িয়াছি, মনোরথ বাবুর কাজে নিযুক্ত হইবার পর দুইবার বৈশাখ মাস অতীত হইয়াছে। গোপাল বাবু মনোরথ বাবুর খুড়া। তিনি এ সময়ে মনোরথ বাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। মনোরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে জগবন্ধু নামে আর একজন চাকর ছিল। অন্য চাকর আর ছিল না। মনোরথ বাবুর বাড়ীতে কলিকাতা হইতে কোন বাবু আসেন নাই, আমি যতদূর জানি, তাহাতে কেবল দুইটি বাবু আসিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে পূজার সময়ে তাঁহারা মনোরথ বাবুর বাড়ীতে যান। তাঁহারা আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া তার পর দিন ৩টা ৪টার সময়ে চলিয়া

যান। উহাঁরা কোথায় গিয়াছিলেন আমি জানি না। **তাঁহারা মনোরথ বাবুর সহিত শীকারে গিয়াছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম.।** তাঁহারা পাখী মারিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বয়স অল্পও নয় অধিকও নয়, তাঁহাদের আকার খর্ব্ব। তাঁহাদের বয়স কত, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। দেখিলেও তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব না। তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন আমি জানি না। তাঁহারা কোন্ জাতি তাহাও আমি জানি না। আমি পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মনোরথ বাবুর বাড়ীতে দুইটি বাবু আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে তিন চারিদিন ছিলেন, এবং দুই দিন পাখী মারিতে গিয়াছিলেন, এ কথা আমি বলি নাই। আমি তাঁহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারিব, এ কথাও আমি পুলিষের লোককে বলি নাই"। বাগেরহাট বক্তৃতায় দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকার এই পদ্য তুলিয়া নগেনবাবু বলিতেছেন—এই দেখ আমরা ক্ষত্রিয়—

বসিতে আসন দিলা গৌড়ের ঈশ্বর।
ক্ষত্রোচিত নতি কৈল সৎকায়স্থ ঘর॥
পঞ্চের প্রভায় সভা হইল উজ্জ্বল।
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ পঞ্চ বিপ্রের সম্বল॥

কিন্তু আমরা এই সকল আধুনিক বাঙ্গালা পদ্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অসমর্থ। কবিতার পদগুলিও যেন নিতান্ত খাপছাড়া, না হয় অন্বয়, না হয় অর্থ সঙ্গতি, ঠিক যেন বৈদিক আর্ষ প্রয়োগ!! তৎপর "নতি কৈল" ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? যদি "সৎকায়স্থ ঘর" হয়, তাহা হইলে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কোন্ পঞ্চের প্রভায় সভা উজ্জ্বল হইল? বিপ্রের সম্বল তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ পঞ্চই বা কে? কায়স্থের কেহ ভৃত্য, কেহ খানসামা, কেহ তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ, আমরা এ বৈচিত্র্য আর কত কাল দেখিব; আর যেখানে ব্রাহ্মণ সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ কেন? এ বাগর্থবৎ নিত্য সম্পৃক্তির কারণ কি?

অবশ্য "কায়স্থকারিকা" যাহাকে কায়স্থেরা মিথ্যা করিয়া ধ্রুবানন্দী মিশ্র কারিকা বলিয়া থাকেন, উহাতে কোনও ব্রাহ্মণ রচিয়া দিয়াছেন যে—

অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষা মুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ॥
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ॥৩ পৃষ্ঠা

কিন্তু নগেনবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে—পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ইহা নাই, ইহা জাল। ফলতঃ ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকা কেবল ব্রাহ্মণজাতি বিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ। উহার প্রারম্ভ শ্লোক কায়স্থোৎপত্তিবিষয়ক নহে উহার অভ্যন্তর বা অন্তভাগেও বৈদ্য বা কায়স্থজাতিবিষয়ক একটি বর্ণও ছিল না ও নাই। আমরা যথাসময়ে উক্ত কায়স্থ-কারিকার অলীকত্ব সপ্রমাণ করিব।

ফলতঃ কায়স্থগণ উপবীতী, দ্বিজন্মা ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ হইলে কেন তাঁহারা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা স্পর্শ করিতেও বারিত ছিলেন? কেন কায়স্থকৃত কোনও একটী শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না? কেন কেবল তাঁহাদিগকেই সংস্কৃত পড়িবার সনদ লইতে হইয়াছিল? এখন

কেহ সাজ ককুদ্রুম কেহ বাঘের মাসী!
হিন্দু রাজা থাকিলে ধরিয়া দিত ফাঁসী॥

অবশ্য এখন বিনা প্রমাণে গায়ের বলেই বৈদ্যের বড় হইব বলিয়া মদমত্ত কায়স্থেরা মিত্রদেববর্ম্মা ও বসুদেববর্ম্মা প্রভৃতি লিখিতেছেন ও তরবারি লইয়াও বিবাহ করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বন্ধুভাবেই বলিতেছি যে যদি হিন্দুধর্ম্ম সত্য হয় ও তাঁহারা যদি করণ ও কতকগুলি অতিদিষ্ট শূদ্রের সমষ্টিবশেষ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বাদশ দিন অশৌচ ধারণ করিয়া যে যে দৈব বা পিত্র্য কার্য্য করিতেছেন, তাহা পণ্ড হইবে কি না, তাঁহাদের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড তাঁহাদের পিতৃলোকেরা কখন পাইবেন কি না, তাহা স্থিরমনে ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন। কেন না শুচি না হইয়া অসময়ে অশৌচের মধ্যে পিণ্ড দান করিলে তাহা পণ্ড হয়। এবং

পিণ্ডদাতা হরেৎ ধনম্

এ দায়বিধিও তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটিবে না। অপিচ এমন এক দিন আসিবে যখন কোনও নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ এই কেমিকেল বর্ম্মীভূতদিগকে পৈতৃক স্বত্ব

হইতে অনধিকারী করিবার জন্য ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইবেন। আর যদি ইহাঁরা শূদ্র হইয়া ক্ষত্রিয়বিধি অনুসারে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরা পৈতৃক রিকৃথ পাইবেন কি না, ইহাও এক দিন তর্কের বিষয়ীভূত হইবে। আর যখন তোমরা ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠের উপরে উঠিতে পারিবে না, তখন এ দুষ্ট মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করাই বা কেন?

যথৈবাস্তে তথৈবাস্তে
লাভঃ থলিবিনাশনম্

অবশ্য তোমরা ৬২৬ জন ব্রাহ্মণের দস্তখতী পাতি নিয়াছ। কিন্তু এই পাতির কি কোনও মূল্য আছে? পাতিদাতারা হয় নিরক্ষর, না হয় প্রতারক। পাতিতে আছে—

অথ কায়স্থপদেন ব্যবহ্রিয়মাণানাং বিবিধানাং জনানাং মূলপুরুষাঃ কিং-জাতীয়াঃ শাস্ত্রতঃ সিধ্যন্তীতি প্রশ্নে—উত্তরং......কায়স্থপদং হি ন তাবৎ সর্ব্বেষাং কায়স্থপদব্যবহার্য্যাণাং একরূপেণ বোধনে ক্ষমং। কিন্তু চিত্রগুপ্ত সন্ততৌ চ ক্ষত্রিয়ত্বব্যাপ্য-জাতিবিশেষপুরস্কারেণ প্রবর্ত্তমানং তয়োরেব মুখ্য মন্যেষু সঙ্করজাতীয়েষু তু কায়স্থপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তঘটকপাটীবীজগণিতা দিবৃত্তিসাধর্ম্ম্যেণ প্রবর্ত্তমানং গৌণম্। নতু বৈদেহমাহিষ্যাসঙ্করোৎপত্তিকত্বো পলক্ষিতো ধর্ম্মবিশেষ এব কায়স্থপদপ্রবৃত্তিনিমিত্ত মাস্তাম্। চিত্রগুপ্ত চন্দ্রসেনবংশত্বেন প্রসিদ্ধেষ্বপি কায়স্থেষ্বমু মেব ধর্ম্মং প্রবৃত্তিনিমিত্তীকৃত্য কায়স্থ শব্দঃ প্রবর্ত্ততাং ন চ চিত্রগুপ্তচন্দ্রসেনবংশ্যানাং দ্বিজোৎপন্নত্বেন শূদ্রাধমত্ব ব্যাপ্যপ্রকৃতকায়স্থত্বং তেষু বাধিতমিতি বাচ্যম্ অপরাধা নতু গুণবহুতরক্লেশ করদত্তদানকুপিতেন মাণ্ডব্যদত্তেন।

অর্থাৎ যাহারা চিত্রগুপ্তসন্তান, সেই কায়স্থগণ ও যাহারা চন্দ্রসেন রাজার দালভ্যগোত্রীয় সন্তান, তাহারাই ক্ষত্রিয়। বাঙ্গালায় দাল্‌ভ্যগোত্রের কায়স্থ নাই। অন্য দেশেও আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। কোন হিন্দুশাস্ত্রেও কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত তনয় বলিয়া বিবৃত হন নাই, রেণুকামাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ অলীক ও অমূলক। সুতরাং এ মিথ্যা পাতির বলে কেহই ক্ষত্রিয় হইতে পারে না ও পারে নাই এবং পারিবে না।

কায়স্থগণ শূদ্র কি না ?

"তুমি কোন্ বৃক্ষ ? সে ত "ফলেন পরিচীয়তে।" কায়স্থগণ শূদ্র কি না, তাহা তাঁহাদের সামাজিক অধিকার ও আচারব্যবহারদ্বারাই জানা গিয়াছে। আন্দুলের মিত্র রাজনারায়ণ ও মিত্রজ রাজেন্দ্রলাল কায়স্থের জাতি লইয়া আন্দোলন উপস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে এ জাতির কোন লোক কখনই আপনাদিগকে "কায়স্থ বলিয়া সংসূচিত করিতেন বলিয়া জানা যায় না। কি পূর্ব্ব বঙ্গ ও কি পশ্চিম বঙ্গ সর্ব্বত্রই "ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও শূদ্র" এই কথাগুলি কথিত ও শ্রুত হইত। অবশ্য কাশীরামদেব ও ময়মনসিংহের নারায়ণদেব স্ব স্ব পরিচয়ে কায়স্থশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই "করণ" ছিলেন না, ইঁহারা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান, লিপিবৃত্তিক বৈদ্যসন্তানেরা এক সময়ে কায়স্থ বলিয়া আহূত হইতেন, তাঁহারা শূদ্র করণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ছিলেন। নতুবা ঢাকুর লিখিতেন না যে—

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সনে পঞ্চ শূদ্র আল্যা॥
বল্লাল যেমন করে, তার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
শূদ্রকে দিল কুল, কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ববলে করে অনুচিত॥ ২০পৃঃ

বারেন্দ্র কায়স্থদিগের বীজী ভৃগুনন্দী ও নরদাশ বৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা লিপির জন্য কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা পরমার্থতঃ জাতি শূদ্র নহেন। তাঁহারা আপনাদিগকে কায়স্থ ও ঘোষবসুগুহমিত্রকে শূদ্র বলিয়া জানিতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবও আপনার শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই সংসূচিত করিয়া গিয়াছেন।

ভূয়োমসীশঃ সর্ব্বোঽপি বিপ্রদাসাভিধোঽভবৎ॥
বিপ্রপ্রসাদাৎ শূদ্রাণা মপি শ্রেষ্ঠো বভূব হ॥

আচার নির্ণয় তন্ত্র

অর্থাৎ পৃথিবীস্থিত সমগ্র মসীশ বিপ্রের দাস বলিয়া অভিহিত। যেমন

দাস বসু, দাস ঘোষ ও দাস মিত্র প্রভৃতি। ইঁহারা বিপ্রের অনুগ্রহেই অন্ত্যজ শূদ্র ও আচরণীয় নবশাখাদি শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। তাই তাঁহাদের নাম সৎশূদ্র। তথাহি—

আদৌ প্রজাপতে র্জাতা মুখাৎ বিপ্রাঃ সদারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্ব্বো বৈশ্যা বিজজ্ঞিরেঃ॥
পাদাৎ শূদ্রশ্চ সম্ভূত স্ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হীমনামা সুত স্তস্য প্রদীপ স্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থ স্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ॥ অগ্নি পুরাণ।

এই উভয় প্রমাণই অলীক। কেননা আচারনির্ণয়তন্ত্র যে জাল তাহা নগেনবাবুও স্বীকার করিয়াছেন অগ্নিপুরাণেও এ বচনাবলী নাই। তবে ব্রাহ্মণেরা ইহা রাজা রাধাকান্ত দেবের আদেশানুসারে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিও আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া না জানিলে কখনই ইহা আপনার গ্রন্থে স্থান দিতেন না। তিনি প্যাদার ভয়ে একাজ করেন নাই, পরন্তু ইহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কে যূয়ং নাম কিং বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয় ময়ি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।
ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয়ঘটককারিকা

শূদ্রস্যাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ।
উদগ্ দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা॥
ইতি বঙ্গজঘটকরামানন্দশর্ম্মকৃতকুলদীপিকা।

এই দুইটী প্রমাণ জাল নহে। প্রথমটি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ও দ্বিতীয়টী বঙ্গজকায়স্থদিগের কুলঘটক ব্রাহ্মণগণদ্বারা বিরচিত এবং এই পাঁচ শত বৎসর যাবৎ ইহা প্রমাণ ও সত্য বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে। রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার বসুঘোষমিত্রাদি আত্মীয়গণের জ্ঞাত মতেই ইহা তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমে স্থান পাইয়াছে। ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াই জানিতেন ও মানিতেন।

নাগরাক্ষরের ১২৮ পৃষ্ঠায় শূদ্রশব্দে রাজারাধাকান্ত দেব বামস্তন্তে

দুইটী কায়স্থোৎপত্তি বিবরণ দিয়াছেন। এ বচনগুলিও জাল। তথাপি ইহা হইতে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া না জানিলে ও স্বীকার না করিলে এই দুইটী প্রমাণ শূদ্রশব্দে গৃহীত হইত না। কবি নারায়ণদেব বলিতেছেন যে—

নারায়ণ দেব কহে জন্ম মাগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্টবিশারদ।
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থ ঘর॥
নব্যভারত পৌষ ১২৯০ শাল।

নারায়ণদেব কায়স্থ ছিলেন। ভাটের কাজ করিতেন। তিনি নিজ গ্রন্থে স্বেচ্ছায় সরলমনে এই আত্মপরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং জানা গেল কায়স্থগণ আপনাদিগকে কায়স্থ ও শূদ্র দুই বলিয়াই জানিতেন।

হিতবাদী পত্রিকা—বাদীর সাক্ষী বাবু চন্দ্রনাথ বসুর জবান বন্দী।

(ক) আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালার অনুবাদক। আমি আচমন জানি, কিন্তু শূদ্র বলিয়া করি না ও করিতে পারি না। ২৯ জানু—১৮৯৭খৃঃ। ১৭ জানু অমৃতবাজার।

(খ) আমার নাম গোলাপ চন্দ্র সরকার শাস্ত্রী। হাইকোর্টের একজন উকিল। আমি শাস্ত্রগুলি পাঠ করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যের সময়ে শূদ্রেরা শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইংরাজগবর্ণমেণ্টের শাসনকালে শূদ্রেরা ইহা পাঠ করে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দ্বিজ ভিন্ন (ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন) অপর কোন ব্যক্তিকেই সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হইত না। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক শূদ্রশিষ্যকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু এইক্ষণে শূদ্রেরা ঐ কথা উচ্চারণ করিতে পারে। ঐ কথা উচ্চারণ করিলে কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।" (এখন দণ্ডের ব্যবস্থা কে করে ? তবে "হিন্দু রাজা থাকিলে ধরিয়া দিত ফাঁশী)"।

(গ) সাহিত্য-পরিষৎসভা——১৩১৮শালের ১৪ই শ্রাবণ আমি "বেদই জগতের আদিগ্রন্থ"এবিষয়ে বক্তৃতা করিলে বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বলেন, "আমি শূদ্র, বেদে অধিকারী নহি। তবে সামশ্রমী মহাশয়ের নিকট যাহা শুনিয়াছি তদনুসারে কিছু বলিব।"

ইহা কায়স্থপ্রধানগণের স্বীকারোক্তি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে এ সাক্ষীরাই কেহ কেহ আবার কায়স্থসভায় আপনার জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সজাতির তুষ্টিসাধন করিয়াছেন! যাহা হউক এইক্ষণ আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিব। যদাহ শম্ভুবিদ্যারত্নঃ।—

তৎকালে (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ে ১৮৪৮খৃঃ) সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত।* * শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ মহাশয় রিপোর্ট করিলেন যে হিন্দুমাত্রেই সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেক। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করেন। শূদ্রের সন্তানেরা সংস্কৃত ভাষা কদাচ শিক্ষা করিতে পাইবে না। তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব শূদ্রবংশোদ্ভব, তবে তাঁহাকে কি কারণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল?" ৯০ পৃষ্ঠা বিদ্যাসাগরজীবনী।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং শূদ্রাণাং ন্যায়বর্ত্তিনাং।
শ্রাদ্ধাহঃকৃত্যয়োস্তত্ত্বং বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ॥

শূদ্রস্য মন্ত্রে পাঠানধিকারসিদ্ধৌ তত্র দ্রব্যদেবতাপ্রকাশার্থং ব্রাহ্মণগণেন মন্ত্রাঃ পাঠ্যাঃ। শূদ্রাদীনাং নামকরণে বস্তুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্ত-নাম-করণস্য প্রতীতেঃ।"

তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
তেষাং নির্ণয় মাচক্ষে কুলশ্চৈব বিশেষতঃ॥
বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজো মহাকৃতী॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥

রামানন্দ কুলদীপিকা।

পাটুলীর প্রসিদ্ধ জমিদার কায়স্থ রামচন্দ্র রায় টাকা দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে

নবাবী কারাগারহইতে মুক্ত করেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে "শূদ্রমুনি" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করেন।

কায়স্থ দেবনাগরাক্ষর ও সংস্কৃতপাঠে অনধিকারী। মাসাশৌচী ও নিরুপবীত এবং বিবাহকালে কণ্ঠী ধারণ করিয়া থাকেন।

ত্রিবর্ণে স্থাপিতা বাণী সংস্কৃতী স্বর্গদায়িনী।
শূদ্রেষু প্রাকৃতী ভাষা স্থাপিতা তেন ধীমতা॥ ২৯- ৩ অ
ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গপর্ব্ব।

ফলতঃ আর্য্যকায়স্থ, মিশ্রকায়স্থ, গোলামকায়স্থ ও ভৃত্যসন্তানেরা মিশিয়া যখন তাল পাকাইয়া লাবড়ার কদু হইয়াছেন, যখন অতিদিষ্ট শূদ্রত্ব হইতে কাহারই নিস্তার নাই, জন্মশূদ্রও বার আনা, তখন এহেন মিকচার কায়স্থ কি প্রকারে শূদ্র ভিন্ন দ্বিজ হইতে পারেন।

পাঁচজনার পদার্থ নির্ণয়।

কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে,
ক্ষত্রিয় কথন,—না হয় ঘটন। অন্নদামঙ্গল।

ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এবং মৌদ্গল্যগোত্রজ পৌরুষোত্তমী দত্তেরা কোলাঞ্চসূনু ও ভৃত্যসন্তান বলিয়া পরিজ্ঞাত। এবং ইহাঁরা যে শূদ্র, তাহাও পরিজ্ঞাত ও স্বীকৃত সত্য। কিন্তু ত্রিতল, চতুস্তল, ও পঞ্চতলবাসী ভৃত্য সন্তানেরা এখন আর তাহাতে রাজী নহেন। কিন্তু এ হিন্দুর দেশ, এখানে ধনে মানে লর্ড হওয়া যায় না। রুটীওয়ালাও পূজনীয়, কেননা সে ব্রাহ্মণ, তথাপি এম্, এ, রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ পাশী বসু তুমি শূদ্রই। অবশ্য মনু বলিয়াছেন

শূদ্রো-ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
৬৫—১০ অ

কিন্তু এখন শূদ্র চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ও চরিত্রবান্ হইলেও সঙ্কীর্ণচেতাঃ স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের দোষেই তাঁহাদিগকেও সেই শূদ্রই থাকিতে হইবে। আমরা সর্ব্বাঃন্তকরণে এই শাস্ত্রলঙ্ঘনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রকাশ করি। আজিকালি কায়স্থদিগের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও,

চরিত্রের যেরূপ গরিমা দেখা যায়, তাহাতে ইঁহারা অনেকেই ব্রাহ্মণ্যলাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এমন দিন আসিবে যখন ইঁহারা ব্রাহ্মণবৈদ্যকে সর্ব্ববিষয়ে পাছে ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন। তবে শাস্ত্রানুসারে——

শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয় হয় না।

সুতরাং ইহঁারা এই পাগলামিতে হাত দিয়া বড়ই অদূরদর্শিতার কাজ করিয়াছেন। বৈদ্য একতর ব্রাহ্মণ, সুতরাং বাপু তোমরা সাড়ে পাঁচ শতমণ ভারি হইলেও ঐ মুষ্টিমেয় বৈদ্যের নীচেই পড়িয়া থাকিবে।

এ পাঁচ জনার এত উন্নতি কেন হইতেছে? এই উন্নতির কারণ বহু। প্রথম কারণ কৌলীন্যলাভ। কায়স্থেরা বল্লালের আজ্ঞা পালন না করায় তিনি ক্রোধে এই শূদ্র পাঁচ জনকে কুলীন ও কায়স্থ করিয়া দেন। সেটা উন্নতির একটা প্রধান হেতু।

দ্বিতীয় কারণ অম্বষ্ঠ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ কিংবা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান ও মাহিষ্যসন্তানগণসহ নিয়ত যৌন সম্বন্ধ। "কীটোপি সুমনঃসঙ্গাৎ আরোহতি সতাং শিরঃ"।

তৃতীয় কারণ—যবন আমলে অর্থাগম। "ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি"। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা পুথি নিয়া রহিলেন, যবনসংস্পর্শে গেলেন না, সেই কুসংস্কারের ফলে আজি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা দরিদ্র, পক্ষান্তরে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ধনপতি।

চতুর্থ কারণ ইংরেজসম্পর্কে শিক্ষোন্নতি। বহুযুগের পতিত ভূমিতে চাষ পড়াতে ফসল এখন বিশগুণ ফলিতেছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা বহুকাল বাগ্দেবীর সেবা করিয়া ক্রমে নিস্তেজ হইতেছেন। তবে ইঁহাদের উন্নতি এখনও সেই লোহা-লক্কড়ের জগতেই আবদ্ধ। অধ্যাত্ম ও সাহিত্য জগতে ইঁহারা এখনও বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত। তবে প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের যেরূপ তীব্রতা, তাহাতে ইঁহারা কালে উহাতেও বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবেন।

তবে ইহঁারা কি? কি তাহা ভগবান্ জানেন। সে প্রমাণের ভার উঁহাদেরই স্কন্ধে। যখন উঁহারা ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন উঁহারা যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় বা মাহিষ্য, বৈশ্য ছিলেন না, ইহা ধ্রুবই। তবে——

"আকারপ্রকারে বুঝি রাজপুত্র হবে"

ইঁহাদের আকৃতি ও প্রতিভা দেখিয়া আমি ইঁহাদিগকে হীন শূদ্র বলিয়া মনে করিতে পারি না। "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।

আমার মনে হয় যে ঘোষেরা ব্রাহ্মণবৈদ্যকন্যাপ্রভাব আভীর বা সদ্-গোপ। তাই ইঁহাদেরই মনীষা, মহত্ত্ব ও প্রতিভা সর্ব্বোপরি। তথাহি মনুঃ

ব্রাহ্মণাৎ উগ্রকন্যায়াম্ আবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়াম্ আয়োগব্যাস্তু ধিগ্বণঃ॥ ১৫—১০ অঃ

নন্দগোপপ্রভৃতি এইবংশীয় ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহেন্দ্রলাল সরকারপ্রভৃতিও এই বংশপ্রভব। ইঁহাদের মাতা ও পিতা উভয়ই আর্য্য ও অত্যুচ্চ দ্বিজ, ইঁহারা পরমার্থতঃ একতর ব্রাহ্মণ এবং ন্যায়ানুসারে বৈদ্য হইতেও উচ্চ, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অন্যোন্যব্যতিষক্ত বা মিশ্রানুলোমজগণকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন, দ্বিজাধিকার দান করেন নাই। (২৫—১০ অঃ মনু)

বসু ও দত্তগণের নাম ধনযুক্ত, সুতরাং ইঁহাদিগকে আমরা আর্য্য-সন্তান করণ (বৈশ্য-শূদ্রাপ্রভব) বলিয়া মনে করি। মিত্র ও গুহ, কে তাহা জানি না, চেহারা ও গুণে জ্ঞানে ইঁহারাও যে প্রকৃত আর্য্যসন্তান করণ, তাহা মনে হয়। "করণত্ব" সুতরাং কিঞ্চিৎ শূদ্রত্ব না থাকিলে কেহই ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতেন না।

তবে ইহাঁদের অনেকেরই প্রধান দোষ ইহাই যে ইহাঁরা লেখাপড়ায় এত অভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ হইয়াও ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারিত হয়েন, কেমিকেল বর্ম্মা সাজেন ও অনেকে জানিয়া শুনিয়াই জালবচনের প্রশ্রয় দান করেন। আর ইহাঁরা অন্নদাতা, বাসদাতা ও ভয়ত্রাতা বৈদ্যজাতিকে হিংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাও শূদ্রত্বের একটী প্রধান লক্ষণ। আর একটী প্রধান দোষ ইহাঁদের সত্যাপলাপ। ইহাঁরা এখন আর আপনাদিগকে ভৃত্যসন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না। সুলতান কুতবউদ্দিন ক্রীত দাস ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা ইতিহাসে দাসরাজশ্রেণী (slave king) বলিয়াও প্রখ্যাত। যদি ইহাতে সে বংশের গৌরব ভিন্ন অগৌরব না হয়, তাহা হইলে বসুনন্দনেরাই যে কঠোর অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে ভৃত্য হইতে ভর্ত্তায় পৌঁছিয়াছেন, ইহা ইহা কি তাঁহাদের কম গৌরবের বিষয় হইতেছে ? যদি ইহাই প্রকৃত

ঐতিহ্য না হইবে, তাহা হইলে কেন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থেরা আজিও দাস ঘোষ, দাস বসু, দাস মিত্র ও দাসদত্তপ্রভৃতি বলিয়া এবং লিখিয়া আসিতেছেন? কেনই বা তাঁহাদের কুলাচার্যেরা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মযি,
নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।

হে নৃপ! আমরা কোলাঞ্চ হইতে পঞ্চ শূদ্র আসিয়াছি, আমরা ব্রাহ্মণগণের দাস। কেনই বা দেবীবর ঘটক লিখিবেন—

অথ কান্যকুব্জাৎ পঞ্চানাং বিপ্রাণাং
শূদ্রাণাঞ্চ আগমনকারণ মাহ দেবীবরঃ—
ইতি রাজ্ঞোবচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ নামগোত্রকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
তস্য দাসো বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণিগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভো মুনি স্বয়ং।
তস্য দাসো মিত্রবংশ্যোবিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥
বাৎস্যগোত্রেষু সম্ভূত শ্চান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে॥

শব্দকল্পদ্রুম।৯৭—৯৮ পৃঃ।

যদি কেহ বলেন যে আমরা দেবীবরের কথা মানি না, তাহা হইলে আমরা নাচার। দেবীবর ৯৭ পৃষ্ঠায় আদিশূরকেও অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন, কিন্তু "কয়েথ" বলেন নাই। রত্নেশ্বর শর্ম্মা বলিতেছেন যে—

বিরাট দাশরথি শ্রীহর্ষের কিঙ্কর।
সুত নারায়ণ দশরথ পৌত্রবরঃ॥ ৬৮৯ সম্বন্ধ নির্ণয় ৩য় সং।

শুক্লার পুষ্যায় আসি পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ ঋষি, প্রদীপ্ত করয়ে রাজাবাস।৩৭১পৃঃ ৩য়
পঞ্চ পঞ্চ গোত্র পঞ্চ সহ ভৃত্য পঞ্চ, কান্যকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ।

৩৩০।২য় সং

যশোহর চাঁচড়ার কায়স্থ রাজাদের দিনাজপুরের মোক্তার রাজচন্দ্রগুহ খাশনবিশ এই কারিকা বিদ্যানিধি মহাশয়কে দিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজারাও ওয়াইজ সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে আমরা ব্রাহ্মণ সহ সমাগত ভৃত্যসন্তান। ব্রাহ্মণ মহিমচন্দ্র মজুমদার বি, এল লিখিয়াছেন যে—

"কান্যকুব্জহইতে ব্রাহ্মণেরা ভৃত্য সহিত গৌড়ে আইসেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে"। * * "সম্প্রতি কান্যকুব্জাগত ভৃত্যসন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন"। ১৪১ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

প্রত্যেক মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরাই উলঙ্গ ও বর্ব্বর ছিলেন। তা বলিয়া কি বাপকে বাজারসরকার বলিয়া আপনাকে "রায়রেয়ে" বলিতে হইবে? আমরা এই ব্যবহারকে অত্যন্ত দোষাবহ বলিয়া মনে করি। বাগবাজারের একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাটীহইতে দাসবিশেষণশূন্য নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল। তাহাতে খ্যাতনামা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও প্রকৃত পণ্ডিত বিক্রমপুরলব্ধজন্মা পূজ্যপাদ কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন উত্তর দিয়াছিলেন যে—

অবৈধবর্ম্মণাং যত্র কর্ম্মণা ধর্ম্মদূষণং।
অধর্ম্মনিলয়ে তস্মিন্ দেবশর্ম্মা ন গচ্ছতি॥

নবসম্পৎপ্রমত্ত এই কায়স্থপঞ্চকের মধ্যে কতিপয় লোকের ইহাও মহা পাপ যে তাঁহারা ব্রাহ্মণকে অর্থবদ্ধ করিয়া বৈদ্যের সামাজিক অধিকার বিলোপের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণভোজন ও বৈদ্য ভোজন এক সময়ে পৃথক্ পংক্তি বা পৃথক্ স্থানে হইত, পরে ইহাঁদের ভোজনান্তে কায়স্থনবশাখেরা ভোজন করিতেন। এক্ষণে ইঁহারা তাহাতেও বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুরশিবাদ অঞ্চলে অধিষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ গুবাক ও উপবীত এবং কায়স্থাদি নবশাখেরা কেবল সুপারি পাইতেন। এক্ষণে কায়স্থের কুপরামর্শে দুষ্টবুদ্ধি নেমকহারাম ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যকে পৈতা দিতে বারণ করিতেছেন। কিন্তু আজ যদি কায়স্থেরা ইহা করাইতে পারে, তবে কালই মদমত্তকায়স্থেরা বলিবে "আমরা বেদবর্জ্জিত

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে চাহি না ও মানি না।" বাঘ শেখের গোহালের গরু মারিয়া প্রশ্রয় পাইলে সে ব্রাহ্মণের গরু মারিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না।

সম্প্রতি এদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় যে সকল পাঠ্য ইতিহাস বাহির হইতেছে; উহার অধিকাংশ লেখকই লজ্জাশীল। রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন "পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছেন।" ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "পাঁচ জন ব্রাহ্মণ সহ পাঁচ জন সহচর আসিয়াছিলেন।" আমরা কিন্তু এ উভচর সমাগমের বারতা আর কখনও শুনি নাই, তবে একজন সত্যভীরু মুসলমান ঐতিহাসিকই কেবল লিখিয়াছেন যে পঞ্চ শূদ্র ভৃত্যভাবে আগমন করেন। বাবু ঈশানচন্দ্রঘোষও সত্যের অবমাননা না করিয়াছেন এমন মনে হয় না। টাকীর সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার বঙ্গীয়সমাজগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সহ পাঁচ জন পরম নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত কায়স্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহারাই বাঙ্গালায় সদাচার প্রবর্ত্তিত করেন। কি ধৃষ্টতা!!!! তবে কি ব্রাহ্মণবৈদ্যেরা সগোত্রপরিণায়ী শূদ্র কায়স্থের নিকটই সদাচার শিখিয়াছেন সংস্কৃত পড়িয়াছেন ও ব্রাহ্মণবৈদ্যের বিধবারা কায়স্থবিধবার নিকটই নিরামিষ ভোজন শিক্ষা করিয়াছেন!!!

তিনিই লিখিয়াছেন—পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন "হবিরক্ষী" (হবীরক্ষী) কায়স্থ আগমন করেন। শশিভূষণ নন্দী লিখিয়া গিয়াছেন (কায়স্থ পুরাণে) কায়স্থেরা অধ্বর্য্যু হইয়া আসিয়াছিলেন।

"হিন্দু রাজা থাকিলে
ধরিয়া দিত ফাঁসী"।

পক্ষান্তরে ভবানীপুরের নবপ্রভাকর কাগজে বিদ্যাবিনোদ কেদারনাথদত্ত লিখিয়াছেন, "তাঁহাদিগের সহিত সদ্‌গুণসম্পন্ন পরমভক্ত পাঁচ জন কায়স্থ ভৃত্যভাবে আসিয়াছিলেন"। ৩১৪ পৃঃ ১৩০৯ শাল।

আর সমগ্র বঙ্গদেশ কি সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন, সেনরাজগণ বৈদ্য, আর ঘোষ বস্বাদি কায়স্থগণ ভৃত্য-সন্তান। তবে কায়স্থকারিকা সে ক্ষতির পূরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে ——

বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ॥ ২১ পৃঃ

কায়স্থপত্রিকায় ইহাকেই কেহ (নগেন বাব্বাদয়ঃ) ধ্রুবানন্দী মিশ্রকারিকা কেহ ইদিলপুরবংশাবলী, কেহ গৌড়কায়স্থ বংশাবলী, কেহ বা চন্দ্রদ্বীপবংশাবলী, কেহ বা শালিবাহনধৃত মরেভাট্টা, কেহ কায়স্থ কারিকা ও কেহ বা

অনন্ত থুইলা নাম অন্ত না পাইয়া।

ফলতঃ ইহা একখানী চব্বিশ আনা জালগ্রন্থ! নগেন বাবু যে পাদ্মেপাতাল খণ্ডের বচনাবলী জাল বলিয়াছেন, এই গ্রন্থের স্বস্তিবাচন বা আরম্ভই সেই জাল বচনা দিয়া। তৎপর ধ্রুবানন্দের একটী কথাও বৈদ্য বা কায়স্থ জাতিবিষয়ক ছিল না, পক্ষান্তরে ইহা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, দ্বিজত্ব ও বল্লালসেনের কায়স্থত্ববিষয়ে পরিপূর্ণ। ফলতঃ প্রকৃত ধ্রুবানন্দমিশ্রকারিকার আরম্ভ শ্লোক এই ——

নত্বা তাং কুলদেবতাং খলু সদা সন্মানসে হংসতাং।
জাতাং ভক্তিবিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাম্।
শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলীং ব্যক্ততো
বক্ষ্যে তৎপরিবর্ত্তবর্ত্তনবিধিং মিশ্রো ধ্রুবানন্দকঃ॥

কেবল ইহাই নহে, আমরা আরও কয়েকটী শ্লোক অধ্যাহৃত করিয়া দেখাইব, যাহার একটী কথাও কায়স্থকারিকাতে নাই——

ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শঃ।
চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ॥
অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়াৎ মুনেঃ॥
সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় সং ২০ পৃঃ।

কানুকুতূহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশতিসংখ্যাতা মহারাজেন পূজিতাঃ॥ ২৬৩ পৃঃ
আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শুচো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
সাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমাইমে॥
ধ্রুবানন্দধৃত কুলমঞ্জরী। ২৬৮ পৃঃ

বহুরূপঃ শুচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥ ২৯৮ পৃ
সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণ মুত্তমং।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥ ৩০২ পৃঃ
ধ্রুবানন্দ কুলদীপিকা।

ইহা ছাড়া ধ্রুবানন্দের সারাবলী ও কুলদীপিকানামে দুইখানী বাঙ্গলা কুলগ্রন্থও ছিল, কিন্তু উহার কোনও খানীতেই তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদ্যকায়স্থ-প্রভৃতি অন্য কোনও জাতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলীনের সার।
যাঁহা হ'তে সেই কুল হইল উদ্ধার॥ সারাবলী।
গ্রহণাৎ স্বস্য পুত্রস্য বরত্বাভিমতস্য চ।
পৌত্রস্য ভ্রাতুষ্পুত্রস্য কুলকর্ত্তুর্ভবেৎ কুলম্॥ কুলদীপিকা।

নগেন বাবু বলেন যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ (৫৯৬ পৃ) প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন যে "গজাশ্ব নর-যানেষু" ইত্যাদি ৫৯৮ পৃ।

কিন্তু আমরা নগেন বাবুর এই কথাগুলি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কেননা রাজা প্রেমনারায়ণের সভায় এই নামের কোনও পণ্ডিত থাকিলে ও তিনি চন্দ্রদ্বীপের বংশাবলী লিখিলে ব্রজসুন্দর বাবু নিশ্চিতই তাহার সমুল্লেখ করিতেন। অপিচ ধ্রুবানন্দ যে বর্ত্তমান সময়ের দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, প্রমাণাবলী সে কথারও সমর্থন করে না। গোপাল শর্ম্মা বলিতেছেন——

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাং।
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা॥
বর্গিকেণ হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
ততোপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রসাদতঃ॥
গ্রামে হরিনদীরম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বতঃ শুভে।
শাকে নন্দচতুর্ভূমে শুভারম্ভঃ কৃতোময়া॥

অর্থাৎ ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ এখন আর নাই, উহা বর্গীর উৎপাতে বিনষ্ট

হইয়াছে। তাহার বহুকাল পরে আমি ১৪১০ শাকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের ৪২১ বৎসর পূর্ব্বে) ধ্রুবানন্দের মতের ব্যাখ্যা করিলাম। তাহা হইলে ধ্রুবানন্দ সম্ভবতঃ ৫০০ বৎসরের পূর্ব্ব কালবর্ত্তী ব্যক্তি। ইহা সত্য হইলে নগেন বাবুর মুখের কথা কেমন করিয়া প্রমাণ হইতে পারে ? আর যে গ্রন্থ ৪।৫ শত বৎসরের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আর হাজির হইবার বিষয় কোথায় ? জাল ধ্রুবানন্দ শূদ্রকে প্রধান ও ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে অপ্রধান বলিয়াছেন তিনি তাহা বলিতে পারেন, কেননা তিনি যে থলি মারিয়াছেন ? তাই ত কীর্ত্তনস্থ মৃদঙ্গ খেদে বলিয়া থাকে—

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ বদতি
মুহুরহো কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ।

এবং ঐ দুঃখেই গোপাল উড়ে গান করিয়াছিলেন "আমি সাধ করে কি কান্দি, ঢ কুলো ঠাকুর ধরে ইন্দুর নাদি।"

যদি ইঁহারা প্রধানই বটেন, তাহা হইলে কেন সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রধানেরা এখনও দাঁড়ী, মাঝি, মুদী, খানসামার কাজ করিতেছেন ? আমার বড় জামাতা মহীন্দ্রমোহনের বাসায় পাইক গাছা থানায় (খুলনা)

জানকী ঘোষ সাং খুলনা, চন্দ্রনাথ বসু, সাং কপিলমুনি।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং—রাজাপুর বরিশাল। সতীশচন্দ্র ঘোষ সাং—খুলনা।

ও দাকুপী (খুলনায়) থানায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (সাং—যশোহর) নামে চাকর ছিল। আমার জিজ্ঞাসায় বলিয়াছিল যে—"আমরা কুলীন কায়স্থ, তবে লেখাপড়া জানি না বলিয়া খানসামার কাজ করি"। আমার বাসায় বৈঁটারার প্রভাস ঘোষ কায়স্থ চাকর ছিল, কলিকাতার রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে হরিঘোষকায়স্থ এখনও ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে। এখনও গোঁয়াড়ি কৃষ্ণনগরে ৺বারাণসীগুপ্তরায় উকিল মহাশয়ের বাসায় ৩০ বৎসর যাবৎ একজন মিত্রকায়স্থ ভৃত্য রহিয়াছে। যাহারা দ্বিজ-প্রভব, তাহারা কি এখনও এমন হীন কাজ করে ? কোন্ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য এরূপ করিতেছে ? আমরা কালিয়া, সেনহাটী, খান্দারপাড় প্রভৃতি স্থানহইতে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি যে বহু ঘোষ, বসু, মিত্র কায়স্থসন্তান বংশানুক্রমে আমাদের ভৃত্যের কার্য্য করিত। "হাতে

দই, পাতে দই, তবুও বলে কই কই", এরূপে সত্যাপলাপ করাতেই আমি বিরক্ত। কেন বাবু বীরের ন্যায় সত্য পালন কর না, বল দেখ, আমরা কেমন অধ্যবসায়বলে ভৃত্যহইতে ভর্ত্তায় উন্নীত হইয়া আজি ব্রাহ্মণকেও পাছে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু যত দিন তোমরা মিথ্যা বলিবে, মিথ্যা লিখিবে, মিথ্যা কুলপঞ্জীবচন ও মিথ্যা তাম্রফলক বাহির করিবে, পুরাণ পুথির বর্ম্মা কাটিয়া সেন বানাইবে, আমি ততদিন তোমাদের বন্ধু নই, মিথ্যাচরণ ত্যাগ কর, আর্য্য হও, আমি তোমাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব।

"ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ভরতস্যৈব মাতরম্"

আমি তাহাকেই গালি দি যে জাল ও মিথ্যা করে, পরন্তু সকল কায়স্থকে নহে। আর তোমরা গোপনে তোমাদের প্রাচীনগণের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা আজি পর্য্যন্ত নেমকহারাম হয়েন নাই, বৈদ্যই যে তোমাদের উন্নতির একমাত্র কারণ, তাহা আজি পর্য্যন্ত তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা আজি পর্য্যন্ত বৈদ্যকে নমস্য বলিয়াই জানেন। কিন্তু জানিও

কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ

তোমরা মিউনিসিপ্যালিটিভবনে কেহ কেহ বেয়াদবের মতন বলিয়াছিলে যে আমরা বৈদ্য অপেক্ষা হীন নহি। কিন্তু একজন সংস্কৃত পড়ে ও পড়ায়, আর আর একজন দেবনাগরাক্ষর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেও অধিকারী নহে, ইহার মধ্যে কে বড়? একজন ঠিক্ ব্রাহ্মণবৎ সদাচারসম্পন্ন ও একতর ব্রাহ্মণ, আর একজন অদ্যাপি পৌণে ষোল আনা শূদ্রাচারী, ইহার মধ্যে কে বড় ও কে ছোট? একজন ভর্ত্তা, আর একজন এখনও ভৃত্য, এতয়োর্ভর্ত্তৃভৃত্যয়োঃ কো গরীয়ান্? ভর্ত্তা উত ভৃত্যো বা? তোমরা সত্যের অপলাপ করিয়া থাক বলিয়াই আমরা বলিয়াছিলাম

এ গ্রাবু খেলা নয় যে বাপু বৈদ্যের বড় হইবে।

হে পাঁচ জন! তোমরা সত্য পরিত্যাগ করিও না, তোমরা যে শূদ্র হইতে সৎ ও ভৃত্যহইতে ভর্ত্তায় পরিণত হইয়াছ, এ জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিবার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতিকেই ধন্যবাদ দেও, এবং এই শ্লোকটী পাঠ ও পূর্ব্ব কথা স্মরিয়া অন্নদাতা ও বাসদাতার বংশের নিকট বিনয় দেখাও

স্মর চীলাটকগ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীং।
স্মর মাদ্রীঞ্চ ভাদ্রীঞ্চ স্মর বাসঃ সুসুস্ সুষু॥

গোদাবরীতটে এক রজকপুত্র ও এক ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। রজকপুত্রটী বড়ই সুশ্রী ও বুদ্ধিমান্ ছিল। সে সর্ব্বদাই চতুষ্পাঠীতে বসিয়া পাঠ শুনিত। তাহাতে ভট্টাচার্য্য দয়াপরবশ হইয়া উহাকে ব্যাকরণ ও কাব্যাদির শিক্ষা দান করেন। রজকপুত্র ক্রমে একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন কিন্তু চীলাটক গ্রামে তাহার আর রজকত্ব বিমোচিত হইল না। কাজেই বাধ্য হইয়া সে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিল। ঐ দেশের রাজার একটী মাত্র কন্যা ছিল। তিনি রজক-পুত্রকে সম্ভ্রান্তবংশপ্রভব মনে করিয়া কন্যা দান করেন। কালে সেই রজক-পুত্রের রাজত্ব লাভ হয়। কালক্রমে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে দেশবিদেশের পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইলে উক্ত অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। তাহাতে রজকপুত্র ব্রাহ্মণের প্রতি অসমাদরপ্রদর্শন করিলে তিনি উক্ত শ্লোক পাঠকরিয়াছিলেন। মাদ্রী ও ভাদ্রী দুইটী গর্দ্দভীর নাম। "বাসঃসুসুস্সুষু" কাপড় কাচিবার কালে ধোপার মুখে যে সুসুস্ সুষু শব্দ হয়।

হে পাঁচজন! তোমরা উচিতবক্তা আমাকে শত্রু ভাবিতে পার, কিন্তু ঐ দেখ তোমাদের ঘরের কুমার সরকার মধুসূদন দে কি বলিতেছেন——

"যাহারা শূদ্র ছিল, তাহারাই কুলীন হইল এবং যাঁহারা কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারা নিন্দাভাজন হইলেন। ফলে বল্লালকর্ত্তৃক যদি খালি কায়স্থের কৌলীন্য স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে শূদ্রেরাই কৌলীন্য পাইয়াছিল। ইহাদ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বল্লালকর্ত্তৃক কৌলীন্য প্রথা স্থাপনে কতক-গুলি অপ্রধান লোক প্রধান স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। হইতে পারে তাহারা রাজার চাটুকার"। ৪১৬ পৃ। নব্যভারত। অগ্রহায়ণ ১৩০৯ শাল।

বৈদ্য ও কায়স্থ এক নহে।

অতঃপর আমরা বৈদ্য ও কায়স্থ এক কি দুই, এ বিষয়ে কিছু বলিব। বহুদিন হইল কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে লিখিয়াছেন যে—

"অম্বষ্ঠকায়স্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই অধিক দৃষ্ট হয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যানারীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী অতীত হইল আগ্রানগরীহইতে শব্দার্থচিন্তামণি নামে একখণ্ড বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ স্থলে লিখিত আছে—"কায়স্থজাতিবিশেষঃ"। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও উড়িষ্যায় আমরা যে সকল অম্বষ্ঠ কায়স্থের দর্শন পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আপনা নিজেকে চিত্রগুপ্তবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কোষকার অমর সিংহ অম্বষ্ঠ ও করণ জাতিকে একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। মনু একস্থানে অম্বষ্ঠদিগকে চিকিৎসাব্যবসায়ী বলিয়াছেন। মহারাষ্ট্রদেশে এক শ্রেণীর কায়স্থগণও চিকিৎসাব্যবসায়ী। তাঁহাদের নামের অন্তে উপাধির ন্যায় "বৈদ্য" শব্দ সংযুক্ত থাকে। আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ প্রকৃত অম্বষ্ঠ হইলে তাঁহারাও কায়স্থ। ১২৯৫ শাল ৪২৩ পৃঃ নব্যভারত।

বঙ্গদেশে কায়স্থ ছাড়া কতকগুলি অম্বষ্ঠ যে এখনও স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা অর্বাচীন শব্দার্থ চিন্তামণি দূরে থাকুক দুই হাজার বৎসরের অমরও অবগত ছিলেন না। থাকিলে তাঁহারা জাতি স্থিত অম্বষ্ঠ ও স্বকর্ম্মহীন কায়স্থীভূত, সুতরাং শূদ্রীভূত অম্বষ্ঠে যে কি তফাত তাহা জানিতেন। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত থাকিলে তাঁহারা স্বকর্ম্মস্থিত অম্বষ্ঠকে একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া না লিখিয়া থাকিতে পারিতেন না। বৌদ্ধবিপ্লবে সমগ্র ভারতে শাস্ত্রের আলোচনা দূরীভূত হইয়াছিল। অমর যে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে শূদ্রপ্রকরণে ধরিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থীভূত শূদ্র। হেমচন্দ্র মূর্দ্ধাবসিক্তকেও শূদ্রপ্রকরণে ধরিয়াছেন। কেন? মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য, ইহাঁরা কি মন্বাদির বিধি অনুসারে ছয়দ্বিজের মধ্যে প্রধান নহেন? মনু কি ১০ অ—৪১ বচনে ইহাঁদিগকে দ্বিজ ও ৬।২৮।৬৪ বচনে অম্বষ্ঠমূর্দ্ধাবসিক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন নাই?

অতএব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও বঙ্গদেশের অম্বষ্ঠের মধ্যে তফাত এই যে প্রথম জন দুগ্ধের বিকারজ (ছানা নয়) নষ্ট দুধ, অন্য সুস্বাদু ক্ষীর। মহারাষ্ট্রে বৈদ্যোপাধিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দুই আছে। বৈদ্যব্রাহ্মণেরা বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পক্ষান্তরে বৈদ্যাখ্যাকায়স্থেরা—বাঙ্গালার কায়স্থীভূত সোম ও নাগ প্রভৃতি কায়স্থের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান, তাই কেহ কেহ শূদ্র হইয়াও অদ্যাপি জাতীয় বৃত্তি চালাইতেছেন। তাঁহারা যে আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচিত করেন, তাহা আধুনিক। চিত্রগুপ্তনামে কেহ ছিল না, উহা জানা কথা। সুতরাং বাঙ্গলার বৈদ্যেরা কায়স্থ নহেন। শুদ্ধ কায়স্থই বরং ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। বৈদ্যেরা কায়স্থ হইলে সংস্কৃত পড়িতে বা পড়াইতে পারিতেন না।

কৈলাসবাবু ত্রিপুরার লোক। সে দেশে যে কোন বৈদ্যসন্তান, যে কোনও কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও কুলীন বলিয়া গণ্য। ইহাদ্বারাও বৈদ্য ও কায়স্থের কে প্রধান ও তাঁহারা ভিন্ন কি একই জাতি, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐসকল দেশ পাণ্ডাববর্জ্জিত, সুতরাং সদাচারপরিশূন্য। তথাপি ঐসকল দেশের দত্ত, নন্দী, ও ধর, কর, হুম (সোম) প্রভৃতি কায়স্থেরা ঘোষ বসু, গুহ, সিংহাদি কায়স্থ হইতে শ্রেষ্ঠতম, কেন না প্রথম দল ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য, দ্বিতীয় দল করণ কায়স্থ ও শূদ্র। ময়মনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত বসু কায়স্থ পরিবার (বস্তুতঃ ইহাঁদের প্রকৃত উপাধি বাঁশ ও বিশ্বাস) ঐস্থানে এক দে কায়স্থের পুত্রের নিকট বহু সহস্র টাকা ও যৌতুক দিতে চাহিয়াও কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। কেন না দে মহাশয় ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তান। তাঁহারা লিপিবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ হইয়া গেলেও এখনও বৈদ্যের সে দেবত্ব হারান নাই।

অতঃপর আমরা প্রবাসীর লেখক শশিভূষণবসু এম, এ মহাশয়ের উক্তির যাথার্থ্যনির্ণয়জন্য কিছু বলিব। তিনি একত্র বলিতেছেন যে—

"কোন এক সময়ে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া চতুর্বর্ণ ছিল, তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ ইহা এখন প্রমাণিত হইতেছে যে, আর্য্যেরা যখন সরস্বতী, দৃষদ্বতীতীরে বাস করিয়া ঋক্, সাম বেদ গান করিতে ছিলেন, তখন তাঁরাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না"। ৩২৬ পৃঃ পৌষ ১৩১৭ শাল প্রবাসী।

সত্যযুগে আদবেই জাতি ছিল না, সামবেদ সত্যযুগের, ঐ যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাই সামবেদে বর্ণ বা জাতির কথা পাওয়া যায় না। ঋকবেদেরও প্রথম যুগে জাতি হইয়া ছিল না, ত্রেতাযুগের মধ্যাহ্ন সময়ে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়, সুতরাং তৎপূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র প্রণীত হয় তাহাতে জাতির কথা থাকিবে কেন? কিন্তু বৈদিকযুগেই চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এজন্য ঋগ্‌বেদের শেষের মন্ত্রসমূহে জাতির কথা রহিয়াছে। এবং উপনিষৎ শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, কল্পসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থেই বর্ণ ও জাতির কথা রহিয়াছে। ইংরাজী নবিশ শশীবাবুর চাতুর্ব্বর্ণ্যের অস্তিত্বে ও ঋষিবাক্যে সন্দেহ হইতে পারে, পক্ষান্তরে হিন্দুরা এমন কি সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবেরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অসন্ধিান।

শশীবাবু চীন, খশ, দ্রবিড় ও শক প্রভৃতিকে অনার্য্য জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ সাহেবেরা ইহার বেশী কিছু বলেন নাই। কিন্তু ঋষিরা বলিয়াছেন যে শকেরা বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত রাজার সন্তান, আর চীন ও খশ প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। শশীবাবু শাস্ত্র পড়ুন, জানিতে পারিবেন, ঋষিয়া এবিষয়ে একটী কথাও মিথ্যা বলেন নাই। শশীবাবু রিজলিকেও পণ্ডিত বলিয়া লিখিয়াছেন, আমাদের মতে স্বয়ং মোক্ষমূলরও আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও ব্যবহারতত্ত্বে প্রকৃত পণ্ডিত নহেন, তাঁহারা ভাষ্যকারদের ভ্রান্তির উদ্গমন করিয়াছেন মাত্র।

"আপনরা যদি Cencus Report পাঠ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে বৈদ্যজাতি দেখিতে পাইবেন না। তাহা হইলে বৈদ্যজাতির এই বাঙ্গলাদেশেই উৎপত্তি, ইঁহাদের জাতিগত ব্যবসা চিকিৎসা করা। বৈদ্যদের মধ্যে অধিকাংশই যে তান্ত্রিক, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। এই সব কথাগুলি একত্র করিলে কি আমরা বুঝিতে পারি না যে বাঙ্গলা দেশে তন্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে ও চিকিৎসাব্যবসায় নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গেলে, এই বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।" ইহা একটী functional caste. আপনারা এখন একটী কথা তুলিবেন, ইঁহারা যখন বৈদ্য বলিয়া জাতিতে পরিণত হয়েন নাই, তাহার পূর্ব্বে ইঁহারা কি জাতি ছিলেন?" ৩৩২ পৃঃ। পৌষ।

শশী বাবু কেবল ইংরাজী নবিশ, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন না, তাঁহারা বুদ্ধিমান্ হইয়াও কার্য্যতঃ সমাজতত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, কাজেই তিনি একথাগুলি লিখিতে পারেন। কিন্তু মন্বাদি সকল শাস্ত্রের অম্বষ্ঠই যে বৈদ্য, তাহা বৃহৎধর্ম্মপুরাণ ও রঘুনন্দন প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ উচ্চ জাতিরা সকলেই ইহা জানেন। শাস্ত্রে বৈদ্য বা কায়স্থ বলিয়া কোনও জাতির নাম নাই। শাস্ত্রের অম্বষ্ঠই বৈদ্য ও করণই কায়স্থজাতি বটে। বাঙ্গলার মাটী ফুড়িয়া ভূইফোড়ভাবে বৈদ্য হয় নাই। বাঙ্গলায় তান্ত্রিক কে না, আমরা তাহা জানি না। বহু ব্রাহ্মণ ও বহু বৈদ্যই তান্ত্রিক, কায়স্থের মধ্যেও তান্ত্রিকের সংখ্যা অত্যধিক রহিয়াছে। তৎপর বৈদ্যের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাও ন্যূন নহে। শশীবাবু যাহা জানেন না, তাহাতেও হাত কেন দিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। আর হিন্দুর দেশে এ ব্যবস্থাও ছিল না যে, যে সে ব্যক্তি যাহা তাহা করিতে পারিত। ঋষিরা একতর ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পর চিকিৎসা তাঁহাকেই প্রদান করেন। যদি এবিষয়ে কোনও জাতির স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা কায়স্থজাতিতে একজন না একজন কৃতবিদ্যও দেখিতে পাইতাম। মুসলমান ও ইংরাজ না আসিলে শশী বাবু আজি দেখিতে পাইতেন।

"সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও কলেজ পূর্ব্ববৎ
ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে"

অন্যান্য জাতির ন্যায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যেরাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিশেষতঃ অম্বষ্ঠদেশহইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছেন। আমার গ্রন্থ পাঠ করিলেও তিনি জানিতে পারিবেন যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যে পরিপূর্ণ। গয়ালী, সেনবী, মাথুর ও দাশশর্ম্মা-সেনশর্ম্মা ও ধর কর শর্ম্মারা সকলেই জাতিতে বৈদ্য। ভূমিহরগণও বৈদ্যই বটেন।

আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ
বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম্। বৃহদ্ধর্ম্ম।

বৈদ্য নামে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন, পরন্তু কোনও শূদ্র জাতি বলিয়া নহে। মহারাষ্ট্র দেশের বৈদ্যোপা-ধিক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যোপাধিক কায়স্থগণও ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর

কিছুই নহেন। তবে বৈদ্যোপাধিক কায়স্থেরা লিপিবৃত্তি গ্রহণে পতিত মাত্র। দশজন ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হইলে যেমন ব্রাহ্মণমাত্রকে খৃষ্টান ভাবা উচিত নহে, তদ্রূপ শ্রীহট্টাদি দেশের বৈদ্যদের আচারব্যভিচার দেখিয়া সকল বৈদ্যকে ঐরূপভাবা সমীচীন নহে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ বেদবর্জিত বলিয়া কি কাশীর ব্রাহ্মণও তজ্জন্য অপাংক্তেয় হইবেন।

শ্রীহট্ট, চট্টল, ত্রিপুরা, নোওয়াখালী ও মৈমনসিংহ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। ঐ সকল দেশ একেই সদাচার-বর্জিত। তারপর যাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত (যেমন নন্দী. চন্দ্র. ধর, কর, সোম, পাল, দেব, দত্ত প্রভৃতি) তাঁহারা কেহই প্রকৃত করণ বা কায়স্থ নহেন। তাঁহারা লিপিবৃত্তিকত্বনিবন্ধন ঔপাধিক কায়স্থ। সুতরাং তাঁহাদের সহিত ক্রিয়া করাতে ঐ সকল দেশের বৈদ্যদের জাতিভ্রংশ ঘটে না ও ঘটে নাই। উঁহারা পারতঃ পক্ষে ঘোষ, বসু প্রভৃতির সহিত ক্রিয়া করিয়া থাকেন না। তবে কেহই করেন না, বা করেন নাই—তাহাও নহে। কেহ কেহ করেন বলিয়াই রাঢ় ও সেনহাটী বিক্রমপুর সমাজ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। উহা একস্থানের কতকগুলি লোকের আচারভ্রংশ মাত্র। উহাদ্বারা বঙ্গদেশের সমগ্র বৈদ্যসমাজ দূষিত হইতে পারে না! বিক্রমপুর ও বরিশালপ্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা ভরার মেয়ে বিবাহ করেন; উহাকেও ব্রাহ্মণমাত্রের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। রাঢ় ও সেনহাটীসমাজেও ঐরূপ বৈদ্য কায়স্থে বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে উহাদ্বারা বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির একত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। ঐ সকল দেশেও বৈদ্যেরা যে কোনও কায়স্থের নিকট মহাকুলীন বলিয়া গণ্য। অতএব শশী বাবু যে লিখিতেছেন যে —

> হিন্দুসমাজে এই দুই জাতির সমান সম্মান
> ও উভয়ের উৎপত্তি একমূল হইতে বলিয়া
> এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ৩৩২ পৃ। দক্ষিণকলম।

ইহা সম্পূর্ণই অলীক ও অমূলক। বৈদ্য ও কায়স্থের সম্মান, এক এই উভয়ের উৎপত্তি একমূল হইতে, ইহা কোনও পণ্ডিত বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন না। শশীবাবু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুসমাজের ব্যবহার ও তত্ত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইলে এইরূপ কথা মুখেও আনিতেন না।

অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য — পিতা ব্রাহ্মণ, ও মাতা বৈশ্যা।

করণ বা কায়স্থ—পিতা বৈশ্য ও মাতা শূদ্রা।

ইহার প্রথম ব্যক্তি ভর্ত্তা, দ্বিতীয় ব্যক্তি ভৃত্য, প্রমাণ সর্ব্বজনবিদিত, আমরাও এ বিষয় বহু প্রমাণ দিয়াছি। অম্বষ্ঠ—অধীয়ান ও অধ্যাপক, পক্ষান্তরে এ বিষয়ে কায়স্থের পৃষ্ঠ সাদা। অম্বষ্ঠের উপাধি বাচস্পতি, সার্ব্বভৌম, বিদ্যাভূষণ, শিরোমণি, পক্ষান্তরে কায়স্থের উপাধি শিক্‌দার, সরদার দফাদার ও তরপদার। বৈদ্যগণ বহু সংস্কৃত ও বহু বাঙ্গলা গ্রন্থের প্রণেতা, পক্ষান্তরে কায়স্থের পৃষ্ঠ সাদা। শশী বাবু কি এহেন ভর্ত্তা ও ভৃত্যকে একমূলজ বলিতে চাহেন ? সমাজে কি এই দুই জাতির সম্মান ও সপর্য্যা একই ? শশীবাবু একালের কায়স্থের দুয়ারে হাতী, ঘোড়া, উট দেখিয়া পদার্থনির্ণয় করিবেন না। শশীবাবু নিজেও কি হঠাৎ বলিয়া ফেলেন নাই যে——

"ক্রমে যখন মুসলমানদের সময় কায়স্থেরা
রাজসভায় বসিয়া পার্শী ভাষা চর্চ্চা করিয়া
রাজানুগ্রহ পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের
আত্মীয়েরা তান্ত্রিকসাধন ও সংস্কৃতচিকিৎসা
শাস্ত্র পাঠ করিয়া সমাজে সম্মান পাইতে লাগিলেন।" ৩৩২

বৈদ্য ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণই যবন-সংস্পর্শে না যাওয়াতে ও হিন্দুসমাজে কায়স্থ সংস্কৃত স্পর্শ করিতে অনধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা বাধ্য হইয়া নবাব সরকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যেরা কায়স্থদের আত্মীয় হইলে তাঁহারাও কায়স্থদের ন্যায় সংস্কৃত পাঠ করিতে নিষিদ্ধ হইতেন। এবং তাঁহারাও কায়স্থদের আপৎকালের ভৃত্যবেশ ধারণ করিতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মাহেন্দ্র ক্ষণটার খবর শশী বাবু বোধ হয় রাখেন না। একটু সংস্কৃত চর্চ্চার পরে এভাবের প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করাই উচিত ছিল।

"কায়স্থজাতিও একটী functional caste রাজসরকারে যাঁহারা লেখাপড়ার কাজ করিতেন, খাজনা আদায় করিতেন, তাঁহারাই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অবশ্য তাঁহারা উচ্চশ্রেণীহইতে জন্মগ্রহণ করিতেন।" ৩৩৩।

হাঁ আমরাও ত বলি কায়স্থ পাটোয়ারী, তহশীলদারী ও রাজসরকারে

লেখাপড়ার কাজ কায়েতী-নাগরীতে করিতেন। মৃচ্ছকটিক নাটক উহার প্রমাণ। তবে জাতি-কায়স্থ করণগণ যে কোনও উচ্চমূলপ্রভব—ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ চাণক্য কায়স্থকে "লঘ্বী মাত্রা" বলিয়া উপেক্ষা দেখাইতেন না, শুক্রনীতিও বলিতেন না যে কায়স্থ অধম কর্ম্মচারী। ফলতঃ বৈশ্য ও শূদ্রাপ্রভব জাতিকে কেহই শূদ্র ভিন্ন উচ্চ জাতি বলিয়া লিখেন নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষেরা কি আমূল কায়স্থজাতিকে "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই (শম্ভুবিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগর জীবনী ৮০ পৃ দেখ) রঘুনন্দন কি বলিয়াছেন? সমাজ কি বলেন?

কায়স্থগণ সমাজে দ্বিতীয় স্থান পাইতেন, ইহা সামাজিকগণ বা পণ্ডিতগণ জানেন না। তবে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্যের পরই কায়স্থনবশাখগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট ইহা সত্য বটে। শশী বাবু পঠদশার পরই পাশ্চাত্য ভাষার পাঠনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং কেমনে জানিবেন, বৈদ্যেরা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন কিনা? তিনি দেখুন প্রত্যেক বৈদ্যকুলপঞ্জী উহা বলিতেছেন এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন ও জানেন বলিয়াই "ব্রাহ্মণ কায়স্থ" লিখিয়াছেন, বৈদ্যগণ উক্ত ব্রাহ্মণশব্দেরই অন্তর্গত। "অম্বষ্ঠ" শব্দ রামায়ণ হইতেও প্রাচীনতম মন্বাদিতে রহিয়াছে। অম্বষ্ঠই যে বৈদ্য, তাহা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রঘুনন্দনও বলিয়া গিয়াছেন। হারীত প্রাচীনতম ঋষি, তাঁহার বচনেও বৈদ্যের সমুল্লেখ রহিয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ সহস্র বৎসরেরও পুরাতন, উহাতেও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক বলিয়া বিবৃত রহিয়াছে অথচ শশীবাবু বলিলেন যে——

> "তখনকার কোন পুস্তকে বা
> কুলজিতে বৈদ্যদের কথাও
> জানা যায় না। তখন বোধ
> হয় বৈদ্যজাতির গঠন হয়
> নাই।" ৩৩

অম্বষ্ঠের বৈদ্য ও করণের কায়স্থ নাম বহুদিন যাবৎ হয় নাই। কাজেই প্রাচীনতম মন্বাদি গ্রন্থে জাতিবাচক বৈদ্য ও জাতিবাচক কায়স্থ শব্দ পাওয়ার কথা নহে। তবে প্রত্যেক কুলজি গ্রন্থেই বৈদ্য শব্দ অম্বষ্ঠ শব্দের পার্শ্বে পার্শ্বেই

রহিয়াছে। এই প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে শশী বাবুর তাহা পাঠ করা উচিত ছিল। তহশীলদার বড়, না সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থ প্রণেতারা বড় ?

সুপদ্মব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,
কলাপের পরিশিষ্ট, কলাপের পঞ্জী, সংক্ষিপ্ত সারের বৃত্তি ও
টীকা, সাহিত্যদর্পণ, বাগ্‌ভটালঙ্কার, স্বরস্বতীকণ্ঠাভরণ
ছন্দোমঞ্জরী, বিশ্বপ্রকাশ, মেদিনী, হারাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ
প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ বৈদ্যকবিগণপ্রণীত ও উহাতে বৈদ্য
শব্দও রহিয়াছে।—নিদান ও চক্রদত্তপ্রভৃতির কথা ত
বলিবারই নহে। অথচ বর্ষীয়ান্ শশী বাবু বলিতেছেন যে

বৈদ্য শব্দ প্রাচীন গ্রন্থে দেখাই যায় না। তিনি কয়খান কুলজি বা সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন ? আমার বিশ্বাস হীরেন্দ্রবাবু বা অমূল্যবাবু শশীবাবুর মতন বলিবেন না। আর বৈদ্যদেরও "পুরকায়স্থ" "ভাণ্ডারকায়স্থ" প্রভৃতি উপাধি ছিল। তবে তাঁহারাই এখন অনেকে কালক্রমে আপনাদিগকে জাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতেছেন।

বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণের রাজসরকারে
কায়স্থ কর্ম্মচারীদিগের কথা শুনা যায়" ৩৩৩ পৌষ

শশী বাবু নগেন বাবুর বিশ্বকোষাদির লেখা পড়িয়া কুপথগামী হইয়াছেন। কোনও কথা শুনিয়া বা অপরের দেখাদেখি লিখিতে নাই—নিজে পড়িয়া তবে লিখিতে হয়। বল্লাল, লক্ষ্মণ বা কোনও হিন্দু রাজার রাজ্যে শূদ্র কায়স্থ কোনও বড় কাজ করিতে পাইতেন না ও পায়েন নাই। পক্ষান্তরে আদিশূর ও লক্ষ্মণের সভায়——

কবি দাশ, বুধ সেন,
শক্তিধর সেন, সুমতি গুপ্ত ;
নারায়ণ দত্ত, ভানু দত্ত,
বটু দাশ ও শ্রীধর দাশ ;

প্রভৃতি অমাত্য ও প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কাঁচড়াপাড়ায় বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণকার) ও তৎপিতা চন্দ্রশেখরও—রাজমন্ত্রী (সম্ভবতঃ (কেশব সেনের) ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। যাহা হউক শশী বাবুর

প্রবন্ধ এত অকর্ম্মণ্য যে আমি মেহনত করিয়া উহার আর বেশী প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। তবে বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন সাহেবদিগকে জাতিতত্ত্বের প্রমাণস্থলে হাজির না করিয়া বুড়া ঋষিদেরই হয়েন। কবি বলিয়াছেন যে——

রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং
তস্য চ টীকা সাপিচ লেখ্যা।

আমরাও ভাবিয়া পাইতেছি না যে কেমন করিয়া শশী বাবুর এই অযৌক্তিক উক্তিবহুল প্রমাণশূন্য জল্পনারাশি একটী প্রকাশ্য পণ্ডিতসভায় পঠিত, শ্রুত ও সভাজিত হইল, আর একখানা পদস্থ পত্রিকা আবার উহা আপনার বক্ষে ধারণ করিলেন !!

কার দোষ।

আমি কায়স্থপ্রভৃতি জাতিকে বড় গালাগালি দিয়া থাকি ও দিয়াছি, এই লোকাপবাদ আমার পক্ষে দুর্নিবার হইয়া পড়িয়াছে। আমার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্পৃহা ও অগ্নিপ্রাখর্য্য না আছে তাহাও নহে। তবে তাহার পথ-প্রদর্শক নেমকহারাম কায়স্থ ভ্রাতৃগণই। আমার ঠাকুরদাদারও জন্মের পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রায় ১০৮০ বৎসর হইল, আন্দুলের রাজনারায়ণ মিত্র ও শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সময়েই সর্ব্বাদৌ

অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্যঃ

অমরকোষের এই মহাবাক্য কায়স্থ ভ্রাতারা প্রসব করেন। ক্রমে জানা গেল যে তাঁহারা অমরের প্রকৃত পাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়াই উহা বলিয়া থাকেন, পরমার্থতঃ কোনও অমরে ঐরূপ কোনও কথা নাই।

"রোগহার্য্য গদঙ্কারো ভিষগ্‌ বৈদ্যো
চিকিৎসকে"! অমর
"অম্বষ্ঠো জারজোবৈদ্যো। ভিষগ্‌ বৈদ্য
শ্চিকিৎসকঃ।

ফকিরচাঁদ বসু এল্ এম্ এসের চক্ষুদান—৸৴০ পৃ

যদি বৈদ্যেরা এই কথার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের ন্যায় নিজেরাই ইহার প্রতিকার করিতেন, তাহা হইলে এ জাল আর শিকড়াইতে

পারিত না, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। কবিবর হেমচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র উহা আবার বিদ্যাভূষণ যোগেন্দ্র নাথের আর্য্যদর্শনে মুদ্রিত করেন। এমে বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত অমরে এতদূর লব্ধাবসর যে তিনি উহা সত্য ভাবিয়াই ছাপাইলেন। অন্যে পরে কা কথা ? উদ্ধৃত উভয় পাঠ দেখ।

তৎপর কায়স্থের অন্নদাস পাবনা বাগবাটীর যদুনাথ ন্যায়রত্ন তত্রত্য বৈদ্য জমিদারগণ কর্ত্তৃক উৎখাতবাস্ত হইয়া যে "বৈদ্যরহস্য" প্রণয়ন করেন যাহাতে সত্যের লেশমাত্রও স্থান পায় নাই. উহাতে লিখিত হইল——

"জারজ অম্বষ্ঠের উপনয়ন নাই।" "জারজ অম্বষ্ঠের উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত নয়!' শুনিতে চাই, উপপত্নীতে জাত অম্বষ্ঠের উপনয়ন হইতে পারে কিরূপে?" ৯৭ পৃঃ

ইহার তাৎপর্য্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, গৌতম ও উশনঃ-প্রভৃতি ঋষিরা যে অম্বষ্ঠকে বৈধজন্মা ও দ্বিজ বলিয়াছেন, তাহা অলীক, ঋষিরা মিথ্যাবাদী, আর সত্যবাদী যাদুবাছাধন যদুনন্দন ! যদুনাথের মাতুলালয় ভরার মেয়ে বিবাহকারী বিক্রমপুরে কিনা তাহা অনুসন্ধেয়, কেন না "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ"। তৎপর এল্ এম্ এস্ বাবু ফকির চাঁদ ইহাও বলিয়াছেন যে—

চিরজারজ সন্তানদিগের অমৃত যোগ উপস্থিত, বৃষলাধম বর্ণসঙ্করেরা বৈশ্যজাতির দোহাই দিয়া তরিয়া যাইতেছে। অন্ধের চক্ষুদান।

আমার গ্রন্থ ইহার বহু পরে মুদ্রিত, কিন্তু আমি এরূপ কোনও গালিই দি নাই, অথচ কোনও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ উঁহাদিগকে কোনও তিরস্কারই করেন নাই, তিরস্কারের ভাগী কেবল আমিই। আমি কি করিয়াছি ? ভৃত্য সন্তান ও পাঁচ মিশালী তোমরা বৈদ্যের বড় হইতে চাও, ভৃত্য কায়স্থের পর ভর্ত্তা বৈদ্যের স্থান দাও, তাই আমি বলিয়াছি যে বাবু—

"এ গ্রাবু খেলা নয়।"

তৎপর বসু বাবু "জাতিরহস্য" নামে যে একখানী গ্রন্থের বিতরণ করিতেছেন, যাহা বাজারে পাওয়া যায় না, যাহাতে টাইটেল পেজ নাই, গ্রন্থকারের নাম নাই, প্রিণ্টারের নাম নাই ! উহাতে লিখিত হইয়াছে যে—

মনু যে অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর স্থির করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য যে জাতিকে পরস্ত্রীজাত অর্থাৎ জারজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নারদ যে জাতিকে একতর প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার যে বৈদ্যকে বলাৎকারজাত নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকারও যে অম্বষ্ঠকে বৈশ্যার অবৈধ সন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, মনুর প্রসিদ্ধ টীকাকার রামচন্দ্র যে অম্বষ্ঠকে বৈশ্যক্ষত্রিয়াজ ও শূদ্রক্ষত্রিয়াজ প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, মনু-টীকাকার রাঘবানন্দ যে অম্বষ্ঠকে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখনও দাক্ষিণাত্যে যে অম্বষ্ঠবৈদ্য শূদ্রাধম বলিয়া গণ্য, আচারে ব্যবহারে যে জাতি সভ্য সমাজের বহির্ভূত, যে জাতির বহুভ্রাতা এক পত্নীতে সহবাস করিয়া থাকে, ম্লেচ্ছজাতির ন্যায় যে জাতির মধ্যে এখনও গোরপ্রথা বিলুপ্ত হয় নাই; হিন্দুসমাজে সেই অম্বষ্ঠজাতির স্থান কোথায়, তাহা সুধী পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

বলা বাহুল্য যে ইহার একটী কথাও সত্য নহে। মনু অম্বষ্ঠকে একতর ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ বলিয়াছেন, পরন্তু বর্ণসঙ্কর নহে। কুল্লূক যে ৫ম অধ্যায়ের ৮৯ শ্লোকের টীকা করিয়াছেন উহা ও মনুর দশমের ৬।২৪।২৮।৪১।৪৬।৬৪।৬৯ পড়িয়া দেখ আমাদের কথা সত্য না মিথ্যা।

: যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন অনুলোমজেরা 'সৎ', সুতরাং জাতিরহস্যের কথা অলীক! ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈদ্য অম্বষ্ঠপর নহে, উহার প্রতিপাদ্যবস্তু বেদেরা, উহা ব্যালগ্রাহিপ্রকরণের কথা। বাঙ্গলার বৈদ্যেরা জাতিবৈদ্য নহেন,

চিকিৎসক বৈদ্য। তাঁহারা ও বেদেরা এক হইলে ঘোষ, বসু, মিত্রেরা কেমন করিয়া এই বেদেদের বাটীতে এখনও হীন ভৃত্যের কার্য্য করিতেছেন ? বেদে বৈদ্যের পদপঙ্কজ ধৌত করিয়া দিতেছেন ?

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের পাঠ, হয় কায়স্থেরা ঐরূপ করিয়া ছাপাইয়াছেন, না হয়— তৎপ্রণেতার মূর্খতাবশতঃ ঐরূপ ঘটিয়াছে। উহা উপপুরাণ, সুতরাং সংহিতার নিকট এক গাছ তৃণও নহে, উহা অগ্রাহ্য। মনুর টীকাকার রামচন্দ্র ও রাঘবানন্দ দুইটী টুলোজীব বিশেষ। তাঁহারা উহা কোথায় পাইলেন ? প্রমাণ আছে ? নারদ কোনও স্থানে অম্বষ্ঠকে প্রতিলোমজ বলেন নাই। জাতি রহস্যের প্রণেতা এক চরণ গোপন করিয়া ঐরূপ মিথ্যা অর্থের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। নগেন বাবু বলেন কশ্চিৎ অ্যাচ্(S)শাস্ত্রী একাই ইহার প্রণেতা, তিনি কায়স্থগণ হইতে ইহার জন্য দুই হাজার টাকা পাইয়াছেন। কায়স্থের এরূপ মিথ্যা গ্রন্থ লিখিতে যে কোনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ আসিবেন না [illegible] ধ্রুবই। তবে দুঃখ এই যে আমাকে ভেড়ার শৃঙ্গে আহত হইতে হইল। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা অন্ততঃ একজন বুদ্ধিমান্ কায়স্থও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে সুখী হইতাম।

এই গ্রন্থকার আমার ভুল ধরিয়াছেন যে আমি আদি মানব মনুর লিঙ্গ ব্যত্যয় করিয়াছি। হাঁ আমি "মাতা মনু"র সত্তা জগতে দেখাইয়া দিয়াছি বটে, স্বয়ং মহাকবি মহামনাঃ প্রকৃত ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ তাহা নিজে পাঠান্তে পছন্দ করিয়া বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু আদি মানবের নাম যে "মনু", তাহা আমি ৪৫ বৎসর মেহনত করিয়াও হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাইলাম না। তবে একালের গ্রন্থ বৈদ্য বোপদেবের ভাগবতে ও কোনও কোনও অর্ব্বাচীন পুরাণে ঐরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নয়।

গ্রন্থকার আমার আর এক ত্রুটিও ধরিয়াছেন যে আমি মনুর দশমের ৩৪শ শ্লোকটী দেখি নাই, উহাতে কৈবর্ত্তেরা "দাশ" শব্দে বিশেষিত হইয়াছেন। সুতরাং আমি যে বৈদ্যগণকে দাশোপাধিক বলিতেছি. উহাও আমার অন্যতর প্রমাদ। কিন্তু তাঁহার চক্ষু প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি, 'দাশ ও দাসে প্রভেদ কি ?" এই শিরোনাম দিয়া একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমি নিজে জাতি মানি না, তবে যত দিন কায়স্থেরা জাল বচন, জাল তাম্রফলক ও মিথ্যার সাহায্যে বৈদ্যসেনরাজগণকে শূদ্র. ও শূদ্র কায়স্থগণকে বর্ম্মা লিখিবেন ও ক্ষত্রী জানাইবেন, ততদিন আমার লেখনী নিদ্রাসুখ অনুভব করিবে না। যাহা চণ্ডালেও করে না, তাঁহারা এরূপভাবে আমাকে ব্যক্তিগতভাবেও কত গালি দিয়াছেন। কিন্তু তাহা আমি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছি। মশক আর কতক্ষণ এ শৃঙ্গে বসিবে? যেদিন কায়স্থ ভ্রাতারা আমার ভুল ধরিতে সমর্থ হইবেন, সেদিন আমিই বেশী আনন্দিত হইব। যেহেতু উহা আমাদের দেশের উত্থান ভিন্ন পতনচিহ্ন নহে।

বয়ঃ ষষ্টেরূর্দ্ধং তদপি খলু পঞ্চাধিক মহো,
কদা কালঃ কেশং কলয়তিতরাং হন্ত সহসা।
ন জিজ্ঞাসাপূর্ণা মনসি মহতীমে জিগমিষা
ক বা জ্ঞানস্যাব্ধিঃ ক্ক চ বিকলবোধাঃ বয়মিমে॥

মহাত্মনা সর্বদয়াপ্রসাদাৎ
সমাপ্তি মাপ্তং খলু পুস্তমেতৎ।
ততোঽস্তু তেভ্যোভিষজাং বরেভ্যো
নতি মদীয়া বিনয়েন পূর্ণা॥
ফণীন্দুনেত্রক্ষিতিমানশালে,
নির্ম্মাতি এতৎ ভিষজাং মুদায়ৈ
বৈদ্যস্য শূদ্রস্য চ জাতিতত্ত্বং
উমেশচন্দ্রো ননু দাশশর্ম্মা॥

দ্বিতীয়সংস্করণং সমাপ্তম্॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

This is to certify that Pundit Umes Chandra Dash Gupta, Vidyaratna is an earnest *Vedic* scholar of original views. In his writings on subjects connected with lhe Vedas he sometimes differs from the views of *Sayana* and Maxmuller, but his conclusions seem to me to be as deserve the respect of all students of the Vedas. The Pundit is the author of very interesting articles on the Vedas and cognate subjects which are all of them worthy of perusal. Pundit Umes Chandra is at present engaged in writing an exhaustive history of Ballala Sena which in my opinion would prove a very important and valuable addition to our literature. I wish him every success.

Sd/- NRISINHA CHANDRA MUKHERJI, M.A.

12-5-03.

This is to certify that Pundit Umesh Chandra Dash Gupta Vidyaratna seems to me to be well versed in the Indian antiquities having studied the Vedas and Purans, most critically as is evident from his writings and conversation.

I have read his article entitled "Mata Manu" which appeared in the Bangadarsan (Magh, No. 1308. B. Year) and also his article called "Chaturdash Bhuban" which was found in the Bharati dated Falgun 1308. Those papers contain a good deal of original matter shewing considerable research and critical acumen. I have perused them with great interest and am of opinion that the author deserves encouragement at the hands of all lovers of Sanskrit learning and Indian antiquity.

CALCUTTA. Sd/- NILMONY MUKHERJEE,

The 19th January, 1904 *Late Principal Sanskrit College.*

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has established his reputation as an erudite scholar and a graceful writer. Of his deep learning in the ancient literature of our land there is no donbt. For his devotion and enthusiasm as a scholar, I respect and admire him. He has written much on Indian Antiquities and his vews are always original. * * . The ancient history of our race is obscured in mystery. Pandit Umesh Chandra has made it his life's ambition to throw light on its darkest chapters. * *"

(Sd.) RAMENDRA SUNDAR TRIVEDI,

Principal, Ripon College.

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna requires little introduction to the public. He is a sound Sanskrit-Sholar and has been doing the research work for more than a quarter of a century. The subject of his varied researches is the Vedas and matters allied to them. * * * *"

(Sd.) KALIPRASANNA BHATTACHARYYA,

MARCH 3, 1909. *Principal, Sanskrit College.*

"I have great pleasue in certifying that Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has been known to me for several years past. He is a thorough-going Sanskrit Scholar and has made a special study of the Vedic Literature as is evident from his numerous valueable contributions to our recognised Vernacular Magazines.

(Sd.) SATISH CHANDRA VIDYABHUSANA,

Principal, Sanskrit-College.

"Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna has been intimately known to me for some years past. As editor of the monthly review, the Upásaná, to the pages of which the learned Pandit contributes regularly every month, I have had and still have frequent opportunities of examining his admirable writings closely ; and I can conscientously say that he is eminently fitted for the great work which he now proposes to give to the rublic. His erudition is deep,and he has made a special study of our ancient Vadic Literature. His judgment is sound and what is more, he has the courage of his convictions. His researches in the field of antiquities are always marked by single-minded devotion and he has the rare gift of being thoroughly untrammelled by traditionary or current views, when these are at variance with what he considers to be the truth. His porposed. publication, the "Pratna-Talva-Baridhi", will undoubtedly be a monumental work and is sure to throw much light on many a dark mystery of Indian antiquities. I unreservedly commend this book to the public, and hope, for the good name of our country, that the pandit's pathetic appeal to the nobility and the

(Sd.) CHANDRA SHEKHAR MOOKERJI, M.A., B.L.,

Vakil, Highcourt, Editor—Upasana.

"I highly appreciate the scholarchip and the knowledge of the antiquities of India of Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna. He has laboured in those fields for many years and has made many original contributions. I have no doubt the volumes he promises to publish will throw new light on many antiquarian problems."

(Sd.) SIVANATH SASTRI, M. A.,

Missionary, S, B, Samaj.

BANKURA,

17-1-3.

I have much pleasure to certify that I have known Pandit Umes Chandra Dash Gupta Vidyaratna for nearly five years. I have a high opinion of his scholarship in Sanskrit. He is an enthusiastic reader of the Vedas and the Puranas. Some of his ideas are rather peculiar but they contain a core of truth and originality. He is perfectly honest both in his opinions and dealings.

(Sd.) A. C. SEN, M.A.

(District Judge).

Pundit Umes Chandra Gupta Vidyaratna has been known to me since long. He is a good Sanskrit Scholar and his Vedic researches are vast. His articles in the Bharati and Bangadarsan (two Bengali periodicals) have attracted attention. His attainments are of high order. He is now thinking of bringing out a set of books on *Antiquities, Caste, and Hindu Shastras* but his limited means cripple him a good deal.

... by men of light and leading will be of ... his books and such help if rendered will be ...

(Sd.) JNAN SANKAR SEN,

Dist. ...

pursue their studies of Vedas, Upanishads and Smritis for the sake of an earnest search of truth and not for any worldly advantage or pecuniary gain. There are very few men in the whole of India who have studied the four Vedas, and Umesh Babu is one of them. He is a glory of the Vaidyas and should be helped in the publication of his works which are master pieces of erudition and research.

(Sd.) GANESH CANDRA DASHGUPTA, M.A., B.L.,

BARISAL. *Government Pleader.*

It would be presumptuous for me to pronounce on original researches and vast erudition of Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna. His scolarship is unparalleled at the present day and often too dazzling for the eyes of the ordinary stereotyped scholars, The work he has undertaken for supporting the cause of the Vaidya-Caste, which has been much maligned by unserupulous and ignorant people, deserves hearty encouragement from every true Vaidya.

(Sd.) GANA NATH SEN, M,A., L.M.S.,

65, Beaden Street,—CALCUTTA.

Pandit Umesh Candra Vidyaratna is a learned Sanskrit scholar, whose *forte* is ethnology. His vast erudition, self-sacrificing spirit and capacity for work are unique. The Vaidya community should be proud of him, and lend him their hearty support and sympathy for the great work he has undertaken. He is bent to elucidate and clear up certain hazy notions about the Vaidyas in Bengal. His wark is, I need hardly, say, a labour of love, for which he deserves the thanks of every Vaidya.

(Sd.) KHAGENDRA NATH RAY,

CALCATTA,
6, Jagadish Nath Roy's Lane,
The 22nd February 1909.

Honorary Presidency Magistrase and Son of the late Dist, Supdt, of Police Babu Jagadish Nath Roy,

I have great respect for Pandit Umesh Chanda Vidyaratna's vast learnings, his ability as a writer and his indefatigable industry. It will give me the sincerest pleasure to see his appeal largely responded to by patrons of Sanskrit learning and Bengali literature.

(Sd.) SITANATH TATTAVABHUSHAN,

The Sadharan Brahma-Samaj,
March 26, 1909,

"Pandit Umesh Chanda Vidyaratna delivered a lecture in Bengali on Tuesday at 5-30 P. M. in the Hall of the Calcutta University Institute. The subject was "Heaven and Hell". Pandit Pramathanath Tarkabhushan was in the chair. Among those present were Mr. Lal Behari Day, Professor Hem Chandra Dash Gupta, Pandit Shivaprasanna Bhattacharji, Mr. S. C. Mitter, District Engineer and many others. The lecture was highly interesting and impressive and was appreciated by the large audience".

Statesman, February 24th, 1910.

Calcutta, the 3rd May 1903.

Letter to Hon. Baikanthanath Sen Ray Bahadur.

MY DEAR SIR,

Allow me to introduce to you my friend, Pandit Umesh Chandra Dash-Gupta Vidyaratna, the author of Jatitattva-baridhi. His antiquarian researches and Sanskrit scholarship are such as are possessed by few : and the Baidyas all ought to feel proud of him. He has written a book on Ballal Sen, but is unable to publish it for want of funds. He is an enthusiast in researches and devotes his time entirely to the prosecution of literary work. He ought to be taken by the hand of every one of us, and helped and countenanced in every possible way.

Yours very sincerely,

(Sd.) NARENDRA NATH SEN.

To the Editor, Indian Mirror.

SIR,—Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna, the great Sanskrit and Vedic scholar, read a highly interesting and instructive paper, at the Banga Sahitya Parishada (5 P.M., 6th February 1910) on Philology from the broad, scientific standpoint pointing out that Sanskrit is the mother or the root-source of all the languages extant in the world, though to all appearance, each seems to be distinct, having an origin and antiquity of its own. Perhaps growing wild rst, like the tea in Assam, or the cotton in America, or the various minerals and vegetables of the earth, till the literary labours of men of genius, poets, philosophers, historians, and linguists, who flourish, in every country, in due course of time, gave them shape, and form, and brought them to a state of perfection : for art is but nature working intelligently, and man an intelligent force, and therefore the highest factor (the gods excepted) in his own evolution and the evolution of all around him.

This is exactly the view, taken by philologists and antiquarians of our day on account of the obliterations (passing into latency) for the time being, of man's higher and diviner faculties as a necessity of the evolutionary process, circumscribing his "Sight," "Hearing" "Taste", "Touch" and "Intelligence" strictly within material limits, for he is material every part of him, so that even when, at his best, he has merely a half doubting belief in the existence of a First Cause, with an infinite blank between the *Parama Sukshma and Parama Sthula. i.e.*, between the purely spiritual plane (*Satyaloka*) and the plane of the last materiality (*Bhuloka*). Hence his fall from a transcendental mode of thinking to one of the coarsest and most common-place imaginable, not to say, sophistical and light enough. Considering the grandeur of the subject, we intellectual pigmies presume to discuss with the humble resources at our command

But though it will be throwing words away if one were to maintain that it is the Divine Beings who incarnate themselves at every manifestation or beginning of creation, who give us Language, Art, Science and every thing, in short, of which they are the very embodiment and source and whose existence, if we have but the sense to understand, is a scientific necessity (for throughout the ample range of the universe, nature is finely graduated) and who constitute glorious oentres through which the eternal energy acts and expresses itself according to that mysterious law which makes it necessary for all sentient creatures to attend to their young ones for a certain period to give them the start in life, and then leave them to act for themselves and grow and develop by their own unaided efforts.

But, after all, if we were to follow the philologist's own line of mode of reasoning, we could not see the way to agree with him to conclude that Sanskrit as well as Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Persian, ect. are sister branches differentiated from a parent language spoken all over the world, though it is a fact, that there was a time in the dim distant past when all the nations of the earth spoke the same language, as is given in the Ramayana, the Bible and other sacred scriptures, and as the philologist has been able to prove, to